উপনিষদ্‌রহস্য

বা

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত

তৃতীয় খণ্ড

—ঃ সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স ঃ—
ওরিয়েণ্টাল পাবলিসিং কোং
১১ডি আরপুলি লেন, কলিকাতা-১২

15/-

—ঃ প্রকাশক ও সত্বাধিকারী ঃ—
কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উপনিষদ্‌রহস্য কার্য্যালয়,
শ্রীগুরুমন্দির, ৬৪ কালী ব্যানার্জ্জী লেন, হাওড়া।

★

তৃতীয় সংস্করণ
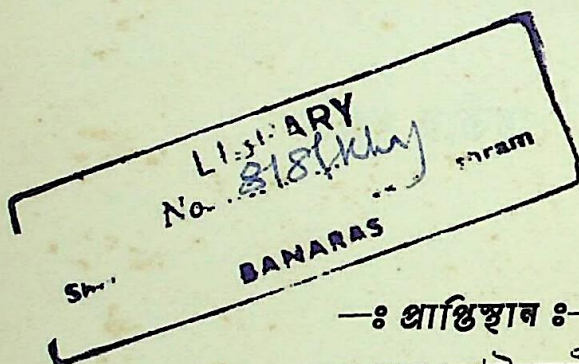
—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২

জয়নারায়ণ প্রেস
১১ডি আরপুলি লেন, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীদেবীপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত
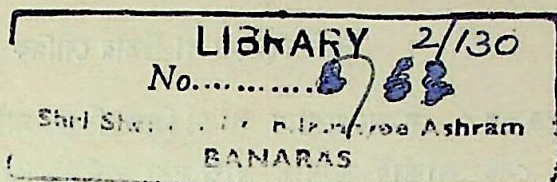
উপনিষদ্ রহস্য
বা
গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা
সপ্তম অধ্যায়
ব্রহ্মখণ্ড।
[বিজ্ঞানযোগ]

গীতার অধ্যায়গুলি সাধনার স্তরপরম্পরা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাধকের হৃদয়ে ভাব ও তত্ত্ব-সকল পর পর যে ভাবে প্রকাশ পায় অথবা প্রকাশ হওয়া সঙ্গত, সেই ধারাটি সুপরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে গীতার অধ্যায়-সকলের ক্রমসন্নিবেশ। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে সাধনার সূচনায় সাধকের প্রাণে যে আর্ত্তভাব প্রকাশ পায়, সেই ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া, সামান্য ভাবে আত্মার সনাতনত্ব বর্ণনা করিয়া—কর্ম্ম, জ্ঞান, জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় ও নৈষ্কর্ম্ম্য বা সন্ন্যাস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত-সকল বর্ণনা করিয়া, কর্ম্মাবলম্বনে কেমন করিয়া প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বহিরঙ্গ উপদেশ দিয়া, সেই উপদেশকে কার্য্যকর ভাবে অধ্যাত্মে উপলব্ধি করিবার সূচনাস্বরূপ ধ্যানযোগ বুঝাইয়াছেন। আত্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া, আত্মার প্রত্যেক স্বরূপ হইতে পরমাত্মস্বরূপ অবধি উপলব্ধি করিতে হয় এবং আত্মাকেই পরমাত্মারূপে না জানা পর্য্যন্ত যুক্ততম যোগী হওয়া যায় না, ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কথা বুঝাইয়াছেন। কোন বস্তুকে সমগ্রভাবে জানিতে হইলে তাহাতে কি কি ধর্ম্ম আছে, তাহা জানিতে হয়। বিভুত্ব, পরমেশ্বরত্ব, ব্রহ্মত্ব, এ সমস্ত এক চিদ্ঘন আত্মতত্ত্বেরই অবিনাভাবী স্বরূপধর্ম্ম। যিনি নিজে সর্ব্বশক্তি বা ঈকাররূপে প্রকাশ হইয়াও শায়িত বা নিরীহ থাকেন, তাঁহার নাম ঈশ্বর—ঈ + শ = ঈশ। পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপে আত্মশক্তিই বিরাজমানা। এই বিজ্ঞান না জানা অবধি ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে .....স্থিতঞ্চ যচ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি এই কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানভূমিতে অবগাহন করিয়া, আত্মবোধ ও অনাত্মবোধে যে পার্থক্য অতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেই পার্থক্য বা ভেদজ্ঞান লয় প্রাপ্ত হয় ব্রহ্মবিজ্ঞানে। এক দিকে প্রত্যগাত্মার দিক্ হইতে এই উভয় বোধে যেমন ঐকান্তিক ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, অন্য দিকে মূলতত্ত্বের দিক্ হইতে তেমনই ঐকান্তিক অভেদ

পরিলক্ষিত হয়। যে আত্মবোধে আত্মা ভিন্ন কিছু নাই, এই উপলব্ধিটি সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট, সেই আত্মাই আবার "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এইরূপ উপলব্ধিরও নিত্য আশ্রয়। এই উভয় রূপে যুগপৎ প্রকটিত হইবার যোগ্যতাই তাঁহার পরমেশ্বর নামের সার্থকতা। তিনি আপনি স্বরূপে থাকিয়াও আপন মহিমাকে প্রকৃতিরূপে প্রকাশ করিয়া, আপনার বিশ্ববীজত্ব ব্যক্ত করেন, আপনি চেতন অচেতন সমস্ত সাজিয়া, যুগপৎ অব্যয়রূপে তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন ও এইরূপে এই দ্বন্দ্বময় বিশ্বলীলায় জীবকে লইয়া নিত্যলীলায় অবস্থান করেন। আত্মার এই বিজ্ঞানটি বলা সপ্তম অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। আত্মাই ভগবান্ অথবা ভগবান্‌ই ভূতে ভূতে আত্মরূপে বা নিজবোধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন এবং ভূত-সকলও তিনিই—অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ, এই তিন ভাবের সহিত যে আত্মজ্ঞান, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে তবে মৃত্যুকালেও জীব আত্মস্থ থাকিতে সমর্থ হয়, সশক্তি বা সমগ্র আত্মাকে না জানিলে এরূপ অধিকার আসে না। সুতরাং সমগ্রভাবে বা পরমেশ্বরভাবে আত্মোপলব্ধির পরম বিজ্ঞানের কথা আত্মবোধাভাস উদয়ের অব্যবহিত পরেই আলোচ্য ও তাহাই সেই জন্য বলা হইয়াছে। আত্মার ভাগবত বিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, এই অধ্যায়টির নাম বিজ্ঞানযোগ।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

আত্মতত্ত্বোপদেশপ্রধানে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি যোগস্য পরিণতিঃ কথিতা। সোঽয়মাত্মা সর্বেশ্বর ইতি স্ফুটীকর্ত্তুমত্র শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। হে পার্থ! ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তং নিবিষ্টং মনো যস্য তথাভূতঃ, যোগং নিজবোধসাক্ষাৎকাররূপং যুঞ্জন্ কুর্ব্বন্, মদাশ্রয়ঃ অহং পরমেশ্বর এব আশ্রয়ো যস্য তথাভূতঃ অনন্যশরণঃ সন্ ত্বম্ অসংশয়ং নিশ্চয়রূপেণ সমগ্রম্ আত্মশক্তিসহিতং মাম্ আত্মানং যথা জ্ঞাস্যসি, তৎ শৃণু।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! আমাতে নিবিষ্টমনে যোগস্থ হইয়া, আমাকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিয়া, আমার শক্তি-সহিত আমাকে যে প্রকারে জ্ঞাত হইবে, তাহা বলিতেছি—শোন।

যৌগিক অর্থ।—কেমন করিয়া জ্ঞানভূমিতে নিজবোধকে অবলম্বন করিয়া যোগস্থ হইতে হয় এবং সেই যোগ সম্যক্‌ভাবে পরিপূর্ত্তি লাভ করিলে জীব স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিয়া, কৃতকৃতার্থ হইয়া যুক্ততম যোগিপদবাচ্য হইতে পারে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই কথাটী বিশদভাবে বলিয়াছেন। যুক্ততম যোগী অর্থে—সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মাই আমার আত্মা, এইরূপ উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া। এইরূপ উপলব্ধি না হইলে ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হয় না। চেতন অচেতন সর্ব্বভূতই যে আত্মশক্তি, আত্মাই পরমেশ্বর, আত্মতত্ত্বে যুক্ত হইলে এই তত্ত্বটী আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। জীব স্বীয় নিজ-বোধকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত উপায়ে সর্ব্ববোধের আশ্রয়স্বরূপ জানিলে, তাঁহাকে ক্রমশঃ পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, আত্মতত্ত্বে যোগস্থ হইলে তাঁহাকে সমগ্ররূপে যে ভাবে জানা যাইবে, তাহাই বলিতেছি। আত্মতত্ত্বে অবস্থান করিবার শক্তি আসিলে আত্মার মহিমাসকল প্রকাশ পাইতে থাকে এবং আত্মতত্ত্বে যে সকল বিজ্ঞান লুক্কায়িত, সেই সমস্ত বিজ্ঞান সাধকের গোচরীভূত হয়। কোন বস্তুকে জানিতে হইলে তদন্তঃস্থ সমস্ত ধর্ম্মের উপলব্ধি না হইলে সে বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান হয় না। আত্মতত্ত্বেও সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মশক্তির পরিচয় লাভ করিতে হয়। আত্মশক্তির পরিচয় অর্থে আত্মার পরমেশ্বরত্ব পরিচিত হওয়া। নিজবোধের যত কিছু মহিমা, সমস্ত না জানা পর্য্যন্ত নিজবোধে অধির্দ্ধি থাকা যায় না। সকল বিষয় সম্বন্ধেই এই একই নিয়ম। আত্মতত্ত্বে নির্বিদ্ধি

হইয়া যোগস্থ হওয়ার ফলস্বরূপ প্রথমে আপনাকে তদাশ্রিত বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। আমার আমিত্ব হইতে সমগ্র বিশ্বজ্ঞান এই নিজবোধরূপ কীলকে অধিষ্ঠিত ও তাহারই আশ্রিত; নিজস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রত্যয়টি অবলম্বন করিয়া আমি তাঁহাতে জাত ও অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছি, জ্ঞানময় আমি অনির্ব্বচনীয় ঐ আশ্রয়টীকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারই উপর শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসময়, অহংকারময়, সুখ-দুঃখময় বিশ্বমূর্ত্তি ধরিয়া জাত ও বিলীন হইতেছি, আমার আর অন্য আশ্রয় নাই, সুতরাং বিশ্বেরও আর অন্য আশ্রয় নাই। সমগ্র বোধাত্মক বিশ্বের মূলাশ্রয় ঐ নিজবোধ, এই জ্ঞানটী যোগের ফলস্বরূপ প্রকাশ পায় এবং এইরূপ আশ্রয়বোধ প্রকাশের পর সমস্ত শক্তিপ্রকাশ যে তাঁহারই প্রকাশ, সমস্ত শক্তিই যে তাঁহা হইতে জাত হয় অথচ তিনি নিজে নিত্য অজাত, সাধকের এইরূপ বিজ্ঞান উন্মেষিত হইতে থাকে। আত্মাই প্রাণের প্রাণ, চক্ষের চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন। সমস্ত শক্তিই আত্মশক্তি, আত্মপ্রত্যয়সার তত্ত্বই আত্মপ্রত্যয় পরিস্ফুট করিয়া দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা হন,—"পশ্যন্ চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ"—তিনি দেখিয়া চক্ষু হইলেন, শুনিয়া শ্রবণ হইলেন, মনন করিয়া মন হইলেন, এ সকল কথা শ্রুতি সুদৃঢ়ভাবে সহজ সরল ভাষায় বলিয়াছেন। "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ"—দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও বিপরিলোপ হয় না, উহা অবিনাশী। তিনি যখন দেখেন না, তখন যেন দেখিয়াও দেখেন না, এই ভাবে স্বীয় দর্শনাদি শক্তিকে আপনাতে একীভূত করিয়া অনির্ব্বচনীয়রূপে অবস্থান করেন। এ সকল কথা হইতে আত্মশক্তিই যে একমাত্র শক্তি এবং সেই শক্তিপ্রভাবেই তিনি অনির্ব্বচনীয় থাকিয়াও যুগপৎ আবার পরমেশ্বর সাজেন, এ কথা শ্রুতি বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মতত্ত্বের নিজবোধরূপ বৌদ্ধ আভাস অবলম্বন করিলে, তার পর যে ওই সকল শক্তি আত্মাতেই উপলব্ধ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে সশক্তি বা সমগ্রভাবে পরমেশ্বরকে জানিবার কথা নিজবোধ বর্ণনার পর বলিতে আরম্ভ করিলেন।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২

সবিজ্ঞানমাত্মজ্ঞানং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। বিজ্ঞানং তত্ত্বদর্শন-সহিতস্বানুভবঃ, তেন [illegible]নমিতি সবিজ্ঞানম্ ইদং জ্ঞানম্ আত্মসম্বন্ধি, অহং তে তুভ্যম্ অশেষতঃ সম্যক্- [illegible] যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা ইহ জীবক্ষেত্রে ভূয়ঃ পুনঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে [illegible] তত্ত্বত আত্মনঃ সর্ব্বশক্তিমত্তামুপলভ্য ব্রহ্মজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চ ভবতি, [illegible] ভাবঃ।

-আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ যে জ্ঞানের কথা বলিব, উহা [illegible]ার কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

যৌগিক অর্থ।—সাবিজ্ঞান আত্মজ্ঞান বা স্বানুভবসিদ্ধ আত্মজ্ঞান হইলে আত্মাকেই সর্ব্ববিজ্ঞানের বা শক্তির আধাররূপে উপলব্ধি হয়; সুতরাং পাইবার বা জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, কোন্ জানাকে এরূপ জানা বলে? তত্ত্বতঃ জানাকে। মাত্র বুদ্ধি দ্বারা জানায় জানিবার বিষয় নিঃশেষ হয় না—সেই জন্য তত্ত্বতঃ জানার কথা ভগবান্ বলিতেছেন। আত্মানাত্ম নামে সামান্য-ভাবে পরিচিত যে দুই জাতীয় জ্ঞানমূর্ত্তি, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সেই উভয় প্রকাশকে তত্ত্বতঃ জানিলে জীব সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ হয়, তখন জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ে আত্মজ্ঞানটির কথা প্রধান ভাবে বলিয়া, এই অধ্যায়ে আত্মাশ্রয়ী অন্য তত্ত্বগুলি প্রধানভাবে বলিবেন, সেই জন্য তত্ত্বতঃ জানার কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রথম বুদ্ধির দ্বারা জানা, তার পর তত্ত্বতঃ দেখা ও তার পর তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়া বা তাহা হইয়া যাওয়া, এই তিন প্রকারে জানা হইলে, তবে তাহাকে সম্যক্ জানা বলে। এই ক্রমত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার দর্শনের কথাও এখানে ব্যক্ত করিতেছেন। প্রথমে সাধারণভাবে জ্ঞানভূমিতে সমস্ত দেখিয়া, তার পর তত্ত্বতঃ দেখিয়া কৃতার্থ হইতে হয়, এই কথা বলা তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া, পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

তত্ত্বতঃ আত্মজ্ঞানং দুর্লভতরমিত্যাহ মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানোপলব্ধয়ে যততি যত্নং করোতি। তেষাং যততাং যত্নং কুর্ব্বতাং মধ্যে সিদ্ধানাম্ আত্মজ্ঞানাম্ অপি কশ্চিৎ মাং পরমেশ্বরং তত্ত্বতঃ শক্তিসহিতং বেত্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কশ্চিৎ—কেহ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যত্নবান্ হয়। সেই যত্নবান্ পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা লব্ধাত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহা-দিগের ভিতরেও দৈবাৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়।

যৌগিক অর্থ।—বিষয়ানুপ্রবিষ্ট জীব বিষয়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিয়ত আবর্ত্তিত; বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই, শরীর ইন্দ্রিয়ের চিন্তায় অহর্নিশ জর্জ্জরিত, বিষয়তৃষায় কাতর, বিষয়ে আশ্রয়বোধসম্পন্ন হইয়া বিষয়ের জন্য অহর্নিশ লালায়ত, বিষয় ভিন্ন আপনার অস্তিত্বই অনুভব করিতে অসমর্থ; সুতরাং বিষয় চিন্তা, বিষয়ানুরাগ তাহাদিগের হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ আছেন, কি নাই, এ সন্ধানের আবশ্যকতা বোধ করিতেই পারে না—ভগবদন্বেষণের অবসর কোথায়? বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, বিষয়ের পদ-লেহনে জর্জ্জরিত হইতে হইতে, বিষয়রূপ পরের দাসত্ব করিতে করিতে আর্ত্ত কেহ যদি কখনও পুণ্যবশে পরিত্রাণের জন্য কাঁদিয়া উঠে এবং সে আন্তরিক ক্রন্দনের ফলে যদি

সৌভাগ্যের উদয় হয়—তাহার পরিত্রাতা একমাত্র ভগবান্ এবং স্বয়ং তিনি অন্তর্যামিরূপে তাহার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনি অন্য কেহ নহেন—পর কেহ নহেন—তিনি তাহার আত্মা, যদি এই উপদেশ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মে আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়, তবেই সে তখন ভগবৎলাভের জন্য, আত্মলাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সে উপদেশকে কার্য্যকর করিতে যত্নবান্ হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে দৈবাৎ একজনকে এইরূপ সৌভাগ্যবান্ দেখিতে পাওয়া যায়, যে যথার্থ ই আত্মান্বেষণে আপনাকে ওই ভাবে নিযুক্ত করিয়াছে। সেইরূপ আত্মান্বেষণে নিযুক্ত পুরুষ হইয়াও কত দিন, কত কাল বহিয়া চলিয়া যায়—শুধু লক্ষ্য স্থির করিতে, শুধু বুদ্ধিকে সংশয়শূন্য করিতে, শুধু সদ্‌গুরুর আলোকে আত্মরূপে ভগবদস্তিত্ব আপনার অন্তরে নিঃসংশয় ভাবে অবগত হইতে। সুতরাং এরূপ যত্নশীল পুরুষের ভিতর আত্মজ্ঞানলব্ধ পুরুষের সংখ্যা আরও অত্যল্প। আবার সেই অত্যল্পসংখ্যক পুরুষ তখনও পূর্ণ আত্মজ্ঞ নহে। মাত্র নিজবোধরূপে আত্মা অবস্থান করিতেছেন, এইটুকু জ্ঞান লাভ করিয়া, এইটুকু উপলব্ধি করিয়া, এইটুকু দেখিয়া, প্রত্যগাত্মতত্ত্বের সাধারণ নিজবোধাত্মক আত্মাভাস উপলব্ধি করিয়াছে মাত্র। তখন তাহার যে আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহা বুদ্ধ্যুপহিত আত্মজ্ঞান—তাহা জানা মাত্র, সে জ্ঞানকে দেখা বলে না। আরও বহু সৌভাগ্যের উদয় হইলে তবে আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা হয় বা দেখা হয়। আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা বা দেখা হয় হৃদয়ে। যেখান হইতে জীবের সমস্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ও জীবত্বের ভোগ সম্পাদিত হইতেছে, যেখানে জীব বাঁচে, ভোগ করে, মরে—অব্যক্ত হয়, ফুরাইয়া যায়, আপনার কৃত কর্ম্মের সংস্কার লইয়া নাস্তিবৎ হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে, আবার ভগবৎপ্রেরণায় ফুটিয়া উঠিয়া—প্রাণময় ভোগময় কর্ম্মময় হইয়া জগদ্‌ব্যবহারে মত্ত হয়, সেইখানে তাঁহাকে জানার নাম তত্ত্বতঃ জানা, সেইখানে সজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া থাকার নাম তাঁহাতে প্রবিষ্ট হওয়া। হৃদয়ের মধ্যে দুইটী বিভাগ ;— একটি বিভাগে ভগবান্ আমাদিগকে ভোগময় কর্ম্মময় করিয়া পরিচালনা করেন, অন্য গুহ্যতর বিভাগে আমাদিগকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে স্বীয় অঙ্গে প্রলীন করিয়া রাখেন। তত্ত্বতঃ দেখা সম্যক্ সুসিদ্ধ হয়—হৃদয়স্থ তাঁহার এই উভয় অধিষ্ঠান দেখিলে। তত্ত্বতঃ দেখা অর্থে সশক্তি সমহিম দেখা। কোন জিনিষকে তাহার সমস্ত ধর্ম্মের সহিত পূর্ণরূপে জানার নাম সেই জিনিষকে তত্ত্বতঃ জানা। পূর্ব্বে যে সাধারণ আত্মজ্ঞানলব্ধ পুরুষদিগের কথা বলিতেছিলাম, তাহাদিগের সে জানা মাত্র জ্ঞানাভাস বা তটস্থ জ্ঞান, সে জানাকে তত্ত্বতঃ জানা বলে না। যিনি জীবের অন্তরে থাকিয়া নিজবোধরূপে এক দিকে প্রকাশ পাইয়া, তাহার কর্ম্মানুযায়ী ভোগ দিবার জন্য স্বীয় ঈশ্বরীয় মহিমাবেষ্টনে তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, যে পরমাত্মা স্বীয় মহিমায় সম্বেদিত হইয়া ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরকরূপে অবস্থান করিতেছেন, নিজবোধরূপ আত্মজ্ঞানটী সেতুস্বরূপ রাখিয়া, প্রেরয়িতা ও

ভোক্তার সন্তেদ হইতে দিতেছেন না, আত্মতত্ত্ব বা নিজবোধ অবলম্বনে তাঁহার সেই প্রেরয়িত্রী পরমেশ্বরীরূপে ব্যবহারময়ী মূর্ত্তিটী জানা হইলে, তবে তাহাকে তত্ত্বতঃ জানা জানা বলা যাইতে পারে। সাধারণ জীব ভোক্তা আত্মাকে জানে, প্রেরক আত্মাকে জানে না। প্রেরককে জানা দুর্লভ; বহু পুণ্যের ফলস্বরূপ দৈবাৎ কেহ শুধু ঐ জ্ঞান-মূর্ত্তি গুরুর কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিজবোধস্বরূপ সেতুদ্বারা বিধৃত প্রেরক ঈশ্বর ও ভোক্তা জীবের এই সংযোগ যে দেখিতে পায়, সে সেই প্রেরক ভগবান্‌কে কিরূপ দেখে, তাহাই পরে বলা হইতেছে।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

অপরাপ্রকৃত্যাখ্যায়াঃ পরমাত্মশক্তেরষ্টধা ভেদং দর্শয়তি ভূমিরিতি। পঞ্চ ভূম্যাদয়-স্তন্মাত্ররূপাঃ, ন তু স্থূলাঃ, প্রকৃত্যভিধানাৎ, এতদ্‌যোনীনি ভূতানীতি বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ, অহঙ্কারশব্দেনাত্র তদাশ্রয়ো মহানাত্মা অবগন্তব্যঃ, "মনসস্তু পরা বুদ্ধি-র্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" ইতি শ্রুতিবাক্যেষু অহঙ্কারস্যানুল্লেখাৎ, বুদ্ধেঃ মহতঃ পৃথ-গুল্লেখাচ্চ। ইতীয়ং মে মম প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রাখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদং প্রাপ্তা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাশ্রয় মহদাত্মা, এই আমার আট প্রকারে বিভক্তা প্রকৃতি বা অপরা শক্তি।

যৌগিক অর্থ।—পরমাত্মা স্বীয় মহিমা বিস্তারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অথবা অপরা ও পরা, এই উভয় মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, পারমেশ্বরী লীলা প্রকটিত করেন। এই শক্তি বা মহিমা ব্যক্ত ও অব্যক্ত করাই তাঁহার পরমেশ্বরত্ব। এই শ্লোকটিতে অপরা শক্তির কথা বলা হইতেছে। অপরা শক্তি ক্ষেত্রশক্তি, পরাশক্তি ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম তন্মাত্রার কথাই ভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন। কেন না, স্থূল ভূমি, জল, অগ্নি আদি পদার্থগুলি প্রকৃতির বিকারপদবাচ্য এবং এখানে তিনি প্রকৃতির কথাই বলিতেছেন এবং পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকে এগুলিকে ভূত-সকলের যোনি বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন,—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥" ইন্দ্রিয় হইতে তন্মাত্রা শ্রেষ্ঠ, তন্মাত্রা হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহানাত্মা শ্রেষ্ঠ। মহানাত্মা ও মহত্তত্ত্ব এক কথা। মহত্তত্ত্ব মহদহঙ্কারের আশ্রয়। কঠশ্রুতির বিভাগক্রমে অহঙ্কার শব্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকায় এবং বুদ্ধি ও মহদাত্মার স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকায় মহদহঙ্কারের আশ্রয়কেই অহঙ্কার শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব আচার্য্যেরা কেহ কেহ অব্যক্ত প্রকৃতিকে অহঙ্কার শব্দের মধ্যে গ্রহণ করিলেও আমরা সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিব না; কেন, তাহা পরে বলিতেছি। ভগবান্ বলিতেছেন,—পঞ্চ তন্মাত্রা ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এইগুলি অপরা প্রকৃতি। ইহাদিগের অন্য নাম ক্ষেত্র।

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম চিৎ ও চিত্তনামীয় দুইরূপ জ্ঞানমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন, এ কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে বুঝাইয়াছি। ভূতাত্মক বিশ্বের উপাদান তন্মাত্রা বা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি আকারীয় জ্ঞানস্পন্দন। আত্মপ্রত্যয়াত্মক জ্ঞান মূলে না থাকিলে কোন জ্ঞানক্রিয়া হয় না, ইহা দেখাইয়াছি। আমি জানিতেছি ও জানারূপ ক্রিয়া হইতেছে—জ্ঞাতা ও জ্ঞানক্রিয়া, এই দুই আকারে জ্ঞান সর্ব্বদা প্রকাশ পায় এবং সে জানার মধ্যে নিজেকে জানা ও সেই জ্ঞানক্রিয়াটিকে জানা, এই দুইরূপ জানাই থাকে। চিত্তত্ত্ব বলিতে এইরূপ মহিমাসম্পন্ন সত্তাকেই বুঝায়। যে দিকে তিনি শুদ্ধ আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া বিরাজ করেন, মহিমা যেন জানিয়াও জানিতেছেন না, সেই দিকে তাঁহাকে আমরা শুদ্ধ আত্মা আখ্যা দিই। যখন তিনি এই শুদ্ধ আত্মত্ব ও আপন মহিমাসমন্বিত ভাবে আপনাকে জানেন, তখন তাঁহার নাম দিই পরমেশ্বর অর্থাৎ যখন আপনি আপনার শুদ্ধ আত্মত্ব ও মহিমাময়ত্ব যুগপৎ দর্শন করেন, তখন তিনি পরমেশ্বরপদবাচ্য। আর যেখানে তিনি মাত্র জ্ঞানপ্রকাশকেই বিশেষ ভাবে জানেন, নিজেকে যেন জানিয়াও জানেন না, সেইখানে তাঁহার নাম দিই জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ। যাহা হউক, পরমেশ্বরের জ্ঞানশক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে পাঁচটী মাত্রা প্রকাশ করে অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের স্পন্দন রচনা করে। সেই স্পন্দন বাহ্যে স্থূল ভূত ও জীবাত্মার সন্নিধানে শব্দ স্পর্শ রূপাদি জ্ঞানাকারে প্রকাশ পায়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের যত বৈচিত্র্য বাহিরে আছে বলিয়া অনুভূত হয়, সেইগুলির অনুভূতি দেখাইয়া দেয় যে, জ্ঞানশক্তি তত আকার ধারণা করিতে বা তত আকারে ক্রিয়া করিতে সক্ষম। কেন না, অনুভূতিই সেই জ্ঞানক্রিয়া; সুতরাং যিনি জ্ঞানশক্তিকে স্বীয় মহিমা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি স্বেচ্ছায় আপনার সেই শক্তিকে যদৃচ্ছরূপে প্রকাশ করিতে ও ভোগ করিতে সক্ষম। এই প্রকাশ করার নাম ভূত হওয়া বা অপরা প্রকৃতি হওয়া এবং সেই প্রকাশের বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে অণুতে অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া—তন্ময় হইয়া জানা বা ভোগ করার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মরূপে অবস্থান করা। অনুপ্রবেশ করা অর্থে আপনাকে তাই বলিয়া বোধ করা। এই ক্ষেত্রজ্ঞের কথা পরশ্লোকে বলিতেছেন। কিন্তু এইটুকু বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানশক্তি যে কোন রূপেই প্রকাশ পাক, তাহার অন্তরে আত্মজ্ঞানটি জ্ঞাতারূপে থাকিবেই। ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞত্ব।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫

অপরাপ্রকৃতিবর্ণনমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিং বর্ণয়তি অপরেয়মিতি। ইয়ং তু অপরা, ন পরা শ্রেষ্ঠা, আত্মবোধশূন্যত্বাৎ, আত্মপ্রভাবেনেজনশীলত্বাচ্চ জড়া। ইতঃ অন্যাং পরাং শ্রেষ্ঠাং জীবভূতাং মে মম আত্মবোধরূপাং জীবস্বরূপাং প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো! যয়া প্রকৃত্যা ইদমপরাপ্রকৃতিপ্রকাশরূপভূতাত্মকং জগৎ ধার্য্যতে বহ্বাত্মত য়া ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই অপরা প্রকৃতি হইতে অন্য আর একটি শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি আছে জানিবে। সেই প্রকৃতিই জীবভূতা এবং তাহার দ্বারাই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—সর্ব্বজ্ঞান হইতে একান্ত ভিন্ন আত্মজ্ঞান বা নিজবোধ। পরমেশ্বরীর বহু হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ বা ভোক্তারূপে থাকাটী সিদ্ধ হয় এই আত্মবোধের দ্বারা। আত্মবোধটি নিরীহ, কিন্তু বহু এবং ভূমা। ভোগের দিকে মাত্র স্বক্ষেত্রের বিধারক ও ভোক্তা, তদ্‌বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভূমা পরমেশ্বরীর দিকে ভূমা অভোক্তা। পরমেশ্বর যেমন অসঙ্গ, অভোক্তা, অথচ জগতের ধারক এবং সমগ্র চরাচর একত্রে লইয়া তাহার ভোক্তা, এই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাও তেমনই স্বীয় অনুপ্রবিষ্ট ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রের ভোক্তা, বিধারক, অথচ অসঙ্গ, অভোক্তা। পার্থক্য মাত্র একটি ব্যাপারে—পরমেশ্বর ভূতমাত্রাময় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, জীবাত্মা স্বীয় ক্ষেত্রের মাত্র ভোক্তা—স্রষ্টা নহে। জীবাত্মা আপনার অসঙ্গত্ব দেখিয়া, স্বীয় ভূমা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাকে ভগবৎস্বরূপে অনুভব করিতে পারে, ভূত সংগ্রহ করিতে পারে, ভোগ করিতে পারে, ধারণ করিতে পারে, কিন্তু ভূতময় জগদ্‌ব্যাপারের সৃষ্টি বা লয়াদি কিছুই করিতে পারে না। অনুপ্রবিষ্ট বা ভোক্তারূপে বহু হইয়া থাকার সঙ্কল্পটি জীবের নহে—পরমেশ্বরের। সেই জন্য জীব মুক্ত হইয়াও পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে—যত দিন তাঁহার সে বহ্বাত্মক লীলার প্রভাব তিনি সে আত্মার উপর রাখেন। এই জন্য পরমাত্মাই জীবাত্মা হইয়াও তাঁহা হইতে ভিন্ন এবং এই জন্য জীবভূতা প্রকৃতি নামেও তাঁহাকে গ্রহণ করা যায়। অসঙ্গ আত্মরূপ দেখিয়া, ভূমাবোধে উপনীত হইয়া, নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়া, ব্রহ্মত্ব ভোগ করিবার অধিকার তাহার জীবত্বের মধ্যেই আছে। কিন্তু জীবত্বের নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ পরমাত্মার নিয়ন্ত্রণে। এই আত্মরূপে অবস্থান, ইহাই পরমেশ্বরের পরাশক্তির প্রকাশ। প্রকাশশক্তির দ্বারা এক দিকে জ্ঞানবৈচিত্র্য ও ভূতরূপ রচনা করেন, অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসঙ্গ, তেমনই থাকিয়া, সেই প্রকাশকে বিধারণ ও ভোগ করেন। চিন্ময়ের চেতনাশক্তির এই উভয়মুখী প্রকাশ এই জন্য বিশেষভাবে সৃষ্টিতে স্বতন্ত্র আকারে পরিস্ফুট হয়। যেমন শক্তিমাত্রেই বাহ্যপ্রসারিণী ও চুম্বিনী বা কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণী, এই দুই রূপে ক্রিয়া করে, উভয়মুখী গতি ভিন্ন যেমন কোন শক্তিপ্রকাশ-ব্যাপারই সংঘটিত হয় না, জ্ঞানক্ষেত্রেও সেই বিজ্ঞান পরিস্ফুট। যেখানে কোন শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাও, সেইখানে কেন্দ্রাভিমুখী একটি গতির উপর আশ্রয় করিয়া—সেই বিপরীতমুখী প্রবাহকে ভূমি করিয়াই বাহ্য অভিমুখের ধাবিত হওয়ারূপ গতিটি ক্রিয়াশালা হয় ; সেই ক্রিয়াশীল অবস্থাতেই শক্তিমধ্যস্থ উভয়মুখী গতি দুইটি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। ঠিক তেমনই পরমাত্মা যেখানে পরমেশ্বররূপে অভিব্যক্ত, সেইখানে তাঁহার আত্মত্ব ও শক্তিত্ব বিশিষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ্য আকারে পরিস্ফুট থাকে। শ্রুতি বলেন,—"যদ্‌বৈ তন্ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু

তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ।”—তিনি যেখানে স্বীয় স্বরূপগত মহিমা জানিয়াও জানেন না, সেইখানে তিনি শুদ্ধ পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। তাঁহার বিজ্ঞাতৃশক্তি অবিনাশী বলিয়া বিপরিলোপ হয় না। তিনি ও তাঁহার মহিমা একই বলিয়া অবিভক্তভাবে অবস্থান করেন, দেখিবার মত থাকেন না, তাই দেখেন না—ইহাই অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ। ইহার ঠিক বিপরীত জীবত্ব। যেখানে শক্তিমাত্র সম্যক্‌রূপে পরিদৃষ্ট থাকে, আত্মতত্ত্ব জানিয়াও না জানার মত অবস্থান করে, সেইখানে তাঁহার নাম জীবাত্মা। আর যেখানে মহিমাজ্ঞান ও অসঙ্গ আত্মবোধ সম্যক্ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকটিত থাকে, পূর্ণ অসঙ্গত্ব ও পূর্ণ শক্তিত্ব, উভয়ই যেখানে পূর্ণভাবে যুগপৎ লীলায়িত থাকে, সেইখানে তিনি পরমেশ্বর নামে অভিহিত হন। এই লক্ষণটী তোমরা ভুলিও না। এই অমূল্য তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ব্রহ্মবিজ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হইতে বিলম্ব হইবে না। একই পরমাত্মা কেমন করিয়া পরমেশ্বর, জীবাত্মা ও ভূতাত্মক বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করেন, এটি তাঁহারই মূল বিজ্ঞান। জীব সাজিয়া অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় সর্ব্ববিজ্ঞানশক্তিটিতে তন্ময় হইয়া, নিজবোধটি উপেক্ষিত রাখিয়া, যেখানে বিহার করেন, সেখানে ঐ নিজবোধের সম্যক্ দর্শন না থাকাতে সর্ব্ববস্তুতেই অনাত্ম বা পর বা ভিন্ন জ্ঞানটি বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়; মূঢ় জীব আপনাকেও দেখে না বা দেখিতে পায় না এবং যাহা দেখে, তাহাকে আপনার ভাবিতে গিয়াও পর বলিয়া উপলব্ধি করে; জ্ঞানশক্তিবিলাস বিশ্বে অথবা আত্মায় কোথায়ও পরম আশ্রয়বোধ ফুটাইতে পারে না, কোথায়ও আপনাকে খুঁজিয়া পায় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধাতা ও ভোক্তা এইরূপে উভয়ত ভ্রষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত খণ্ডভোক্তা আত্মহারা জীব সাজেন।

একমাত্র অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মতত্ত্ব এমন করিয়া বিশ্বেশ্বর, জীব ও বিশ্ব সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই অপূর্ব্ব বিজ্ঞানময় তত্ত্বটী সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। এই বিজ্ঞানের মধ্যে দুইটী জিনিষ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে; একটী—আত্মস্বরূপ বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্ব কেমন করিয়া সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হন, সেইটী এবং আর একটী—কেমন করিয়া জ্ঞানমাত্রা বা জ্ঞানশক্তি স্থূল ভূতের আকার গ্রহণ করেন, সেইটী। এই দুইটী ধারণা করিতে পারিলে আত্মার ব্রহ্মত্ব অবধারিত হইবে। আপনাকে পরমেশ্বরের আশ্রিত দেখিয়া ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। এই দুইটী গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলেই অবাধ আত্মদর্শন হইবে। ভূতজগতে এই দুইটীর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আর একবার বলিতেছি। ভৌতিক জগতে যাহা কিছু উপলব্ধি করি—যে বস্তু, যে ধর্ম্ম, যাহা কিছু আছে বলিয়া জানি, সেই জানা মানেই জ্ঞানের পূর্ণমাত্রায় তদাকার গ্রহণ করা; কখনও কোথাও উপলব্ধি হয় নাই, অথচ বাহ্য জগতে আছে, এরূপ কোন বস্তু, বস্তুর ধর্ম্ম বা কোন কিছুর স্বাকার অসম্ভব। জ্ঞান যত রকম আকার লইবে ও লইয়াছে, উহাই আছে বলিয়া জানি ও আছে বলি বা বলিব। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, একই

জিনিষ জ্ঞানাকারে অন্তরে ও ভূতাকারে বাহ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। বস্তু ও বস্তুজ্ঞান অবিনাভাবী—একেরই দ্বিবিধ প্রকাশ। ঠিক তেমনই আবার একই জিনিষ অর্থাৎ একমাত্র পরমতত্ত্ব আত্মাকারে অন্তররূপে ও জ্ঞানশক্তি আকারে সেই আত্মারই বাহ্য মহিমারূপে প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছে। যে চিৎতত্ত্ব আত্মরূপে, সেই চিৎতত্ত্বই চৈতন্যশক্তি আকারে তদঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। সর্ব্ববিজ্ঞানশক্তি চৈতন্যশক্তিরই এক দিক্, চৈতন্যশক্তিই আত্মশক্তি এবং আত্মাই আত্মশক্তি ; সুতরাং এ বিশ্ব আত্মময়। তুমি জীব—তুমি তোমার দেহ-ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ ; তুমি তোমার এ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ত্তা। তুমি সাক্ষাৎ চিন্ময় পরমেশ্বরের আত্মরূপা চিতিশক্তি। তুমি ব্রহ্মস্থ, তুমি ব্রহ্ম-বিলাসী, তুমি ব্রহ্মে একীভূত হইয়া থাকিবার সনাতন অধিকারী। অজ্ঞান, অচেতন ভূতের বেষ্টনে তুমি বেষ্টিত নহ—ভগবৎজ্ঞানশক্তির আলিঙ্গনে তুমি আলিঙ্গিত। তুমি এক দিকে আপনাকে সম্যক্‌রূপে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, অন্য দিকে ঠিক তেমনই সম্যক্‌রূপে তুমি একান্ত মুক্ত, তুমি স্বয়ং পরমাত্মারই প্রতীক, তুমি তাই অথবা তুমি তাঁহারই শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি। তোমার এই ছবি তোমার বুকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই ভগবান্ আপনি আপনার শক্তিবিজ্ঞান তোমাকে শুনাইতেছেন—আপনার পরমেশ্বরত্ব তোমায় দেখাইতেছেন। ভগবান্ এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—এই সবিজ্ঞান জ্ঞান লাভ হইলে জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তুমি আপনার আত্মার—এই ভোগময় জীবত্বটির তলে আর এক অসঙ্গ নিজস্বরূপ রহিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিবে, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। তুমি দেখিবে, তিনি ভূমা—তোমার দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তৃত্ব তাঁহার প্রভাবেই সম্পাদিত। আপনার এই অসঙ্গ আত্মপ্রকাশটি দেখিলেই বুঝিবে, তোমার সে আত্মবোধ—অসঙ্গ পরমাত্মারই আত্ম বা "নিজ" আকারীয় চৈতন্যপ্রকাশ। অনির্ব্বচনীয়—বলা যায় না—শুধু মগ্ন হওয়া যায়—বলিতে গেলেই আত্মা বা নিজে বলিয়াই অভিব্যক্তি হয়—এমনই সে পরমাত্মতত্ত্ব।

আর একটী কথা বলিব। অসঙ্গ শব্দটী একটু বুঝিতে হইবে। অসঙ্গ অর্থে শক্তি বা চিত্তের সহিত যেখানে সঙ্গ হইতেছে না। ইহাতে সাধারণতঃ মনে হয়, যেন চিত্ত হইতে দূরে অপসারিত হইয়া থাকাটি অসঙ্গ শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইতেছে। প্রথম এইরূপ ধারণা হইলেও প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। যেখানে দ্বিতীয়বৎ, অন্যবৎ, বিভক্তবৎ চিৎ ও চিত্ত লক্ষ্য হয়, সেইখানে ওইরূপে চিত্ত ও চিৎ বিভিন্ন বোধ হইলেও সেইখানেই কিন্তু প্রকৃত সঙ্গ সম্ভব। কেন না, দুইটি না থাকিলে একটী আর একটীর সঙ্গ লাভ করিবে কিরূপে ? কিন্তু যেখানে দ্বিতীয়বৎ, বিভক্তবৎ থাকে না, সেখানে কে কাহার সঙ্গ করিবে ? চিত্ত বা সর্ব্ববিজ্ঞান আত্মবিজ্ঞানে বিলীন হইয়া যাওয়া—একীভূত হইয়া যাওয়া—ইহাই অসঙ্গ আত্মার প্রকাশ। বিভক্ত থাকিলেই দর্শন হইবে এবং দর্শন হইলেই সঙ্গ হইবে। ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ বুঝিতে হইলে এই দিক্ দিয়া

অসঙ্গত্ব দেখিতে হইবে। সে সঙ্গ দুই আকারের ;—এক উদাসীনবৎ সঙ্গ অর্থাৎ আমি উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভোগ করিতে স্বতন্ত্র আর একজন আমি হইয়া সঙ্গ করিতেছি—এখানে আমি অসঙ্গই রহিয়াছি, এইরূপ ঈশ্বরতুল্য মুক্তভাবে সঙ্গ। আর যেখানে আপনাকে সেই চিত্তময় বলিয়া দেখিতেছি, সেখানে বদ্ধ সঙ্গ। এই বদ্ধ সঙ্গতা পরিহার করিতে প্রথমে যেন চিত্ত হইতে আত্মত্বে ফিরিতেছি বা দূরে যাইতেছি, এইরূপ প্রত্যয়াকারে চিত্তই প্রকাশ পাইবে এবং শেষে ওই প্রত্যয়ময় চিত্ত আত্মাতে বিলীন হইবে, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত আর প্রকাশ পাইবার আবশ্যকতা থাকিবে না। তখনই পরম অব্যয় অব্যক্ত তত্ত্বে প্রবিষ্ট হওয়া হইবে। এইরূপে ভোগদায়িনী চিত্তাকারীয় শক্তিমূর্ত্তিই ভোক্তা আমাকে লইয়া—অভোক্তা, অব্যয়, অসঙ্গ পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হয়, যাঁহাতে একীভূত হইয়া আমি নিজেকে মুক্ত, অসঙ্গ, সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতা ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উপলব্ধি করি। এবং তখনই বুঝি, সাক্ষাৎ চৈতন্যশক্তিই "নিজ" এই জ্ঞানাকারে জগতের ধর্ত্তা ও জীব সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬

শক্তিদ্বয়ং দর্শয়িত্বা, স্বস্য পরমেশ্বরত্বং দর্শয়তি এতদিতি। এতদ্‌যোনীনি—এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী, মম শক্তী, যোনিঃ কারণভূতে যেষাং, তানি এতদ্‌যোনীনি সর্ব্বাণি ভূতানি ইতি উপধারয় জানীহি। অতঃ অহং কৃৎস্নস্য সমগ্রস্য জগতঃ প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ, তথা প্রলীয়তে অস্মিন্নিতি প্রলয়ঃ। এতৎশক্তিদ্বয়েন অহমীশ্বর ইতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সর্ব্বভূতকে এই প্রকৃতিদ্বয়জাত বলিয়া বুঝিবে। এবং এইরূপে আমিই সমস্ত জগতের প্রভব ও প্রলয়ের কর্ত্তা।

যৌগিক অর্থ।—সর্ব্বভূতের মূল কারণ ভগবান্। বীজস্বরূপ পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি পরিচালিত করিয়া, সেই শক্তিকে যোনিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া, তাহারই ভিতর দিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন। আবার সেই শক্তি আপনার মধ্যে সংহরণ করিয়া লইয়া বিশ্বের প্রলয় সংসাধন করেন। শক্তিকে আধারস্বরূপ করিয়া, আত্মবোধটি আধেয়রূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রত্যক্ষ জগন্মূর্ত্তিতে যিনি দিগ্‌দিগন্তে অভিব্যক্ত, যিনি অণুতে অণুতে অনুস্যূত, যিনি তোমার অন্তরে আত্মমূর্ত্তিতে স্বতঃসিদ্ধ প্রকটিত, তোমার প্রভব ও প্রলয় যাঁহার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, তাঁহাকে তোমার মূলে কি দেখিতে পাইতেছ ? যতক্ষণ আপনাকে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত না দেখিবে, ততক্ষণ এ বিশ্বের মূলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। আপনার মূলে তাঁহাকে দেখিতে হইলে, তুমি আপনি যে জ্ঞানস্বরূপ, অবিকারী, আত্মবোধরূপে নিজ ভূতাত্মক দেহাভ্যন্তরে ও জ্ঞানাত্মক সর্ব্ববোধের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ ও জ্ঞানময়

বিশ্বের ধর্ত্তা হইয়া অবস্থান করিতেছ, আপনার সেই অন্তঃসত্তাটি দর্শন কর এবং এক চৈতন্যশক্তিই যে আত্ম অনাত্ম জ্ঞানাকারে উভয় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছেন, এই শক্তিতত্ত্বটী বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম কর। তাঁহাকে জানা, এ কথার অর্থ ই তাঁহার শক্তি-প্রকাশকে জানা। তাঁহার এই শক্তিমূর্ত্তির সহিত পরিচয় হইলেই তোমার সবিজ্ঞান ভগবান্‌কেই জানা হইবে ও তুমি যে তাঁহাতেই বসবাস করিতেছ, ইহা দেখিতে পাইবে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

পরমাত্মনঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরং কারণান্তরং নাস্তীত্যাহ মত্ত ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠম্ অন্যৎ কিঞ্চিৎ কারণান্তরং ন অস্তি বিদ্যতে। অহমেব সর্ব্বকারণকারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়! সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং জগৎ প্রোতং গ্রথিতম্। তথা চাধ্যাত্মেষু আত্মপ্রত্যয়সারে সূত্রে বিশ্বপ্রত্যয়রূপা মণয়ঃ গ্রথি-তাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা পরতর আর কেহ নাই। এ সমস্ত বিশ্ব, সূত্রে মণিসকলের মত আমাতে গ্রথিত।

যৌগিক অর্থ।—তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ। তাঁহার আর কারণান্তর নাই, এই কথাটী এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরমাত্মাই পরমেশ্বর, এই কথাটি অনেক সময় আমরা ভুলিয়া যাই এবং পরমাত্মা ও পরমেশ্বর দুই পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করি। "মত্তঃ পরতরং নাস্তি"—আমা হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, ভগবানের এই উক্তিটি তাহাদিগের ভাল করিয়া দেখা উচিত ছিল, যাহারা পরমাত্মাকেই পরা শক্তি বলিয়া দেখিতে অনিচ্ছুক। নিষ্কল শব্দের ধাঁধায় পড়িয়া, অসঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া, বিমূঢ় হইয়া, শক্তি-বিজ্ঞানকে আত্মবিজ্ঞানে যাঁহারা পূর্ণমাত্রায় একীভূত করিতে পারেন নাই, "মত্তঃ পরতরং নাস্তি" এই শব্দটী তাঁহাদের সকল যুক্তি খর্ব্বিত করে ও অবাধ আত্মদর্শনের দীপ্তি তাঁহাদিগের চক্ষে ফোটে না। সমস্ত শক্তি-বিকাশের মূল পরমতত্ত্ব পরমাত্মা এবং শক্তিকে প্রকটিত করিয়া তিনিই সাজেন পরমেশ্বর ; সে শক্তি তাঁহাতেই এবং স্বশক্তি দর্শনে তিনিই হন বচনীয়, বেদনীয়, প্রাপণীয়, এবং অদ্বয় সংস্থানে তিনি হন অনির্ব্বচনীয়, অগ্রহণীয়, অদর্শনীয়, এইটুকু তোমরা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিও। তিনি বলিতেছেন,—আমাপেক্ষা পরতর আর কিছু নাই, আমাতেই যাহা কিছু সমস্ত অনুস্যূত। মণিমেখলার ভিতর সূত্রের মত বিশ্ববোধমেখলার ভিতর দিয়া আমার আত্মবোধ অনুস্যূত রহিয়াছে।

রসোঽহমপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

স্বস্য বিশ্বমূলত্বং দর্শয়িত্বা, সঙ্ক্ষেপেণ ভূতানাং ভগবন্মূলত্বং কথয়তি। তথা চ

শ্রুতিঃ,—"শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি প্রদর্শয়িতুং মূলাভিমুখং ক্রমং কথয়তি রস ইতি। হে কৌন্তেয়! অহম্ অপ্‌সু রসঃ, রসতন্মাত্রস্বরূপেণ মহিম্না অপাং মূলেষু স্থিতঃ সত্তাশক্ত্যোরভেদাৎ। শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা অহমস্মি। সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপঃ, নৃষু পৌরুষং কর্ম্মোদ্যমঃ সদসদ্‌জ্ঞানপূর্ব্বকম্, অহমস্মি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—জলে আমি রসতন্মাত্রাস্বরূপ, শশী সূর্য্যে প্রভাস্বরূপ, বেদসকলে প্রণবস্বরূপ, আকাশে শব্দতন্মাত্রাস্বরূপ, মনুষ্যে উদ্যমস্বরূপ বিদ্যমান আছি।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে স্বয়ং পরমেশ্বর যে বিশ্বমূল, সমগ্র বিশ্ব—সূত্রে মণিগণের মত তাঁহাতেই যে অবস্থিত, তিনিই যে বিশ্বের অনতিক্রমণীয় মূল কারণ, এই কথা বলিয়া বিশ্বের সন্মূলত্ব, সদায়তনত্ব ও সৎপ্রতিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। অঙ্কুর অবলম্বনে মূল অন্বেষণ করিবে, এইরূপ উপদেশ শ্রুতিতে আছে ; দেহের মূল অন্ন, অন্নের মূল জল, জলের মূল তেজ, তেজের মূল সৎ, এইরূপে অতি সুস্পষ্ট ক্রমধারায় বিশ্বের সন্মূলত্ব ও সদায়তনত্ব সেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে ভগবান্ সেরূপ ক্রমধারা অবলম্বনে বিশ্বের সন্মূলত্ব বর্ণনা না করিলেও তিনি ও তাঁহার মহিমা পরমার্থতঃ এক বলিয়া, স্থূল ভূততত্ত্বের অন্তরে সূক্ষ্ম শক্তির আকারে থাকাটি নিজের থাকা বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। জলের অন্তরে রসতন্মাত্রা, রসের অন্তরে অহংকার, অহংকারের অন্তরে মহদাত্মা, মহদাত্মার অন্তরে আমি, এমন করিয়া ক্রমধারা বর্ণনা না করিয়া, জলের ভিতর আমি রস, শশী সূর্য্যের ভিতর আমি প্রভা, বেদের ভিতর প্রণব, আকাশের ভিতর শব্দ, মনুষ্যের ভিতরে পুরুষকার, এই ভাবে বিশ্বের সন্মূলত্ব বর্ণনা করিলেন।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯

শক্তিরূপেণ কারণত্বম্ আহ পুণ্য ইতি। পৃথিব্যাং চ অহং পুণ্যঃ অবিকৃতঃ পবিত্রো গন্ধঃ গন্ধতন্মাত্ররূপেণ, বিভাবসৌ অগ্নৌ অহং তেজশ্চ অস্মি আশ্রয়রূপেণ। সর্ব্বভূতেষু জীবনং জীবনশক্তিঃ, তপস্বিষু চ তপঃ তপঃশক্তিঃ অহমস্মি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পৃথিবীতে আমি পুণ্য গন্ধস্বরূপ, অগ্নিতে আমি তেজঃস্বরূপ, ভূতে ভূতে আমি জীবনস্বরূপ এবং তপস্বীতে আমি তপস্যাস্বরূপ।

যৌগিক অর্থ।—এমনই করিয়া ধরিতে হইবে ভগবান্‌কে প্রতি ভূতমাত্রার তলে তলে। প্রতি ভূতের অন্তরে যে শক্তি, তাহার নাম-রূপ প্রকাশ করিতেছে, তাহার নাম-রূপের সার্থকতা দেখাইয়া দিতেছে, সেই শক্তিকেই প্রথমে ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়া লইবে। অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বরকে মাত্র তাঁহার মহিমা অর্থাৎ শক্তিপ্রকাশ দ্বারাই বিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং প্রতি শক্তিপ্রকাশের মূলে তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় পরম সংস্থানটী শক্তিবিম্বে বিম্বিত হইয়া বিজ্ঞেয় ও বচনীয় হয়। প্রতি কার্য্যরূপ প্রকাশের অন্তরে

শক্তিরূপে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্‌ই যে রহিয়াছেন, জ্ঞানশক্তিই যে জড়শক্তিরূপ পরিগ্রহণ করিয়া সত্য সত্যই ক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়াছেন, যে জড়শক্তির স্পন্দনই বিশ্বের সাক্ষাৎ কারণ, মূলতঃ সে শক্তি যে জ্ঞানশক্তিরই অনুভূতিগ্রাহ্য বিলাস, এই ধারণাটী সুদৃঢ় করিয়া বিশ্বের সদায়তনত্ব অবগত হইবে। 'পুণ্য গন্ধতন্মাত্রারূপে পৃথিবীর আশ্রয় আমি' বলিবার উদ্দেশ্য,—অবিকৃত গন্ধতন্মাত্রাকে লক্ষ্য করা। পরবর্ত্তী শ্লোকে এইরূপ অবিকৃততা স্থলে স্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

স্বরূপেণ কারণত্বম্ আহ বীজমিতি। হে পার্থ! সর্ব্বভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সনাতনং নিত্যং বীজং, কথম্ভূতং ? অব্যক্তম্ অব্যয়ং শক্ত্যাধাররূপং সনাতনং তত্ত্বং, যৎ স্বশক্ত্যা স্বতুল্যপৌনঃপুনিকেনানন্তপ্রবাহেণ আত্মানং প্রকাশয়িতুং, স্বয়মবিকৃতং সৎ স্বয়মেব বহুধা ভবিতুং শক্নোতি, এবম্ভূতং মাং বিদ্ধি জানীহি। অহম্ বুদ্ধিমতাম্ বুদ্ধিঃ, তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি, বীজাঙ্কুরবৎ প্রকাশশ্চৈবাহমিতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ! আমায় সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিমান্‌দিগের আমি বুদ্ধিস্বরূপ, তেজস্বীদিগের আমি তেজঃস্বরূপ।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ চরাচর বিশ্বের বীজস্বরূপ। বীজশক্তি অতি অপূর্ব্ব, ইহা অনন্ত অব্যয়, ক্ষরণশীল হইয়াও অক্ষর। ইহা স্বতুল্য সমানশক্তিসম্পন্ন অনন্ত বীজ অনন্ত কাল ধরিয়া প্রকাশ করিতে সক্ষম। দেখ—একটী ক্ষুদ্র বটবীজ, তাহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত একটী প্রকাণ্ড মহীরুহ। সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মহাপাদপের রূপ ধরিয়া যখন বিরাজ করে, দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—কেমন করিয়া অণুসদৃশ একটী ক্ষুদ্র পদার্থের অভ্যন্তরে বিশালায়তন মহাবৃক্ষ লুক্কায়িত ছিল ভাবিয়া। কিন্তু শুধু ইহা নহে—সেই মহাপাদপের শাখায় শাখায় লক্ষে লক্ষে ধরিল ফল, প্রতি ফলে লক্ষ লক্ষ বীজ—প্রতি বীজে বীজে মহাপাদপ লুক্কায়িত ; সে লুক্কায়িত পাদপে আবার লক্ষ বীজ লুক্কায়িত—ঐ একই আকার, একই শক্তি, অনন্ত বীজ-প্রকাশ-সামর্থ্যযুক্ত প্রতি বীজ। এ ধারার বিরাম নাই, এ বীজশক্তির পৌনঃপুনিক আবর্ত্তনের শেষ নাই ;—একটী বীজের অভ্যন্তরে অনন্ত বীজ, অনন্ত বৃক্ষবীজ অনন্ত কাল ধরিয়া প্রকাশ হইলেও ফুরাইবে না, এমনই শক্তি সে বীজে। পৌনঃপুনিক অনন্ত প্রকাশসামর্থ্য, ইহাই বীজশক্তির অপূর্ব্ব মহিমা। শক্তি অর্থই বীজপ্রবাহ। যখন থাকে শায়িত, অব্যক্ত, স্থির, শান্ত, তখন নাম বীজ ; যখন ছোটে, ফোটে, প্রবাহিত হয় অনন্তে বহুত্বে, তখন নাম হয় শক্তি। একটী বীজ যখন বৃক্ষের আকার গ্রহণ করিল, তখন সে বৃক্ষের মূলে সে বীজটী আর দেখিতে পাইলে না। ভাবিলে, বীজটী ফুরাইয়া বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন আবার সেই বৃক্ষশিরে তত্তুল্য কোটি বীজের প্রকাশ দেখিলে, যখন দেখিলে—

শাখায় শাখায়, ফলে ফলে সর্ব্বতোভাবে তত্তুল্য অনন্ত বীজ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন বুঝিলে, সে বীজ ফুরায় নাই—সে বীজ ঐ বৃক্ষটির অঙ্গে অঙ্গে অনন্তে অনন্তে বহু বহু সংখ্যায় অনুস্যূত হইয়া অবস্থান করিতেছে, তখন বুঝিলে, একটী বীজ অনন্ত বীজের মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইবার জন্যই বৃক্ষাকারে মূর্ত্ত হইয়াছে। একটি বীজ স্বতুল্য অনন্ত বীজমুর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে—প্রত্যেকটি সমান সমশক্তিসম্পন্ন, অনন্তে প্রকাশ হইবার যোগ্যতা প্রত্যেকটির মধ্যে লুক্কায়িত। বিজ্ঞান হইতে আমরা জানিতে পারি, একটী বালুকণার অন্তরে যে শক্তিটুকু লুকান থাকে, যে শক্তিটুকু বালুকার আকার গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার সেই বালুকার আকারটি যদি কোন ক্রমে ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেই শক্তিটুকুকে স্বাধীন প্রবাহের সুযোগ দিতে পারি, তাহা হইলে সে শক্তি অনন্তে বিস্তৃত হইতে সমর্থ হয়। যেমন জড়শক্তিতেও এই বিজ্ঞান পাই, যেমন জড় বীজেও অনন্ত পৌনঃপুনিক প্রকাশযোগ্যতা দেখিতে পাই, তেমনই স্বাধীন চিন্মূর্ত্তি বীজেও—চিন্ময় পরমাত্মতত্ত্বরূপ স্বাধীন তত্ত্বেও এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মের জন্যই তিনি বিশ্ববীজ—এই মহিমার বলেই তিনি অনন্ত জীবাকারে অনন্ত কাল ধরিয়া আপনাকে প্রকাশ করেন। তিনি আত্মবোধরূপ বীজশক্তির প্রভাবে আপনাকে বহু করেন—অনন্ত করেন; সেই বহু আত্মার প্রতিটির মধ্যেও আবার ওই পৌনঃপুনিক বীজ-প্রকাশশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। এই জন্য তিনি বীজস্বরূপ। শুধু বহু বহু বদ্ধ জীব হইয়া তিনি অবস্থান করিতেছেন না, অনন্ত অনন্ত মুক্ত পুরুষ, অনন্ত অনন্ত বিধাতা হইয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইয়া অনন্ত বিশ্ববৃক্ষের প্রভব ও প্রলয় সংঘটন করিতেছেন। সাধারণ জড় বীজের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা দেখাইলাম, সেখানে বীজ ক্ষেত্রসাহায্যসাপেক্ষ, ক্ষেত্রে সংযুক্ত হইলে তবে বীজ আপনার প্রকাশধারাকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এখানে এই পরমবীজে ক্ষেত্রসাপেক্ষতা থাকিলেও সে ক্ষেত্রের বীজও তিনি। আপনি আপনাকে তিনিই ক্ষেত্ররূপে প্রকাশ করিয়া, বীজরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, জীব ও জগদাকারীয় সংসার-বৃক্ষের মূর্ত্তি ধরেন। এই জন্যই তিনি পরমাত্মা পরমবীজ। সাংখ্যের বিভাগানুসারে মূলা প্রকৃতি আত্মতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম-ধারণায় আত্মতত্ত্ব হইতে ঐরূপ স্বতন্ত্র হইলেও পরমাত্মতত্ত্বে একীভূত। সেই জন্য পূর্ব্বে অপরা প্রকৃতি বর্ণনায় অব্যক্ত প্রকৃতিকে তদন্তর্গত কারলেন। যেখানে চৈতন্যশক্তি স্বীয় শক্তিত্ব অব্যক্ত করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারই নাম পরমাত্মতত্ত্ব। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এতদুভয়েরই বীজস্বরূপ এই পরমতত্ত্ব। এই জন্য চেতন অচেতন সর্ব্বভূতের তিনিই বীজ। বুদ্ধিমান্দিগের তিনি বুদ্ধিস্বরূপ, তেজস্বীদিগের তিনি তেজঃস্বরূপ, ইহা জলে আমি রসস্বরূপ, শশী সূর্য্যে প্রভাস্বরূপ যে ভাবে বলিয়াছেন. সেই ভাবে বলা হইয়াছে।

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১

অপ্রাপ্তেষু বিষয়েষু তৃষ্ণা কামঃ, প্রাপ্তেষু বিষয়েষু রঞ্জনা রাগঃ, উভাবেব কামময়-পুরুষস্য বলপ্রকাশৌ। বলং হি কামরাগ-বিষয়সংযোগাদশুদ্ধং, নির্বিষয়ং শুদ্ধম্ ভবতি। অতঃ তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলমহমস্মি। হে ভরতর্ষভ! ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অহমস্মি। ভূতেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু যা স্বাভাবিকী বিষয়ধারণতৃষ্ণা, স এব তেষাম্ অনুকূলঃ পরিপালকো ধর্ম্মঃ, তস্য অবিরুদ্ধো যঃ কামঃ, সোঽহমস্মি "কামময়োঽয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্দিগের কামরাগ-বিবর্জ্জিত বলস্বরূপ, আমিই ভূতে ভূতে স্বভাবপ্রতিপালক কামস্বরূপ।

যৌগিক অর্থ।—জলের যেমন মূল তত্ত্ব রস, কাম ও রাগের তেমনই মূল তত্ত্ব বল। রসতত্ত্ব বলিলে যেমন তাহার স্থূল জলমূর্ত্তিটী বিবর্জ্জিত করিয়া তাহার মূল তত্ত্বটী বুঝিতে হয়, তেমনই শুদ্ধ বলতত্ত্বটী বুঝিতে হইলে কাম ও রাগ আকারীয় প্রকাশ-বিবর্জ্জিত সামর্থ্যতত্ত্বটী বুঝিতে হয়। আমরা যত প্রকার বলপ্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃত পক্ষে কাম ও রাগেরই প্রকাশ। অপ্রাপ্ত বিষয়ের দিকে প্রাণের যে গতি, তাহার নাম কাম এবং প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি প্রাণের যে লীলায়ন, তাহার নাম রাগ। শ্রুতি বলেন, পুরুষ কামময়। তিনি কামের দ্বারাই পুর রচনা করিয়া তাহাতে অবস্থান করেন, এই জন্য তাঁহার নাম পুরুষ। যত প্রকারের প্রচেষ্টা দেখা যায়, হয় তাহা কোন অপ্রাপ্ত বিষয়ের দিকে ধাবমান হওয়া, অথবা তাহা কোন প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি ব্যবহারশীলতা। যে বলটী দ্বারা এইরূপে কাম ও রাগ আকারে জীব গতিশীল ও ব্যবহারশীল হয়, যে বলটী কাম ও রাগের আকারে প্রকাশিত হইয়া ক্রিয়াশীল রহিয়াছে দেখিতে পাই, সেই বলটী কাম ও রাগের তত্ত্বস্বরূপ। ভগবান্ বলিতেছেন, আমি সেই কাম ও রাগ-বিবর্জ্জিত বল। রসতত্ত্ব দর্শনে রসের জলত্ব যেমন বিবর্জ্জিত, বলতত্ত্ব দর্শনে বলের প্রকাশ কাম ও রাগ তেমনই বিবর্জ্জিত।

মা এখানে অর্জ্জুনকে 'ভরতর্ষভ' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। পালনার্থক ভৃ ধাতু হইতে 'ভরত' শব্দের উৎপত্তি। জীবের বা পুরুষের সাধারণ যে কামময়তা প্রকাশ পাইয়া, তাহাকে পুরুষ বা পুরশায়ী নামে অভিহিত করে, সেই পুরের তিনি পালক, কামই সেই পুরের ধর্ম্ম, কামনা করা তাহার স্বভাবসিদ্ধ; অকাম হইয়াও সকাম, সকাম হইয়াও অকাম, ইহাই আত্মলক্ষণ। জীব চাহে নিজেকে, ভগবান্কে অথবা বিষয়কে। এই যে কাম, ইহা ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম, এ কামনা তাহার ধর্ম্ম, ইহা পুরুষধর্ম্মেরই পরিচায়ক—পুরুষধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহার পরিপালক, পরিবর্দ্ধক, পরমাত্মতত্ত্বে পুনঃ প্রবিষ্ট হইবার একমাত্র পন্থা। ভগবান্ বলিতেছেন,—হে জীব, হে ভরত, হে আত্মপরিপোষণশীল, আমিই এই কামস্বরূপে তোমাতে অবস্থিত। তোমার স্বাভাবিক যে ধৃতিশক্তি, তাহা ইহার বিরোধী নহে। যে শক্তির বলে পরমাত্মা বিশ্ব-

বিধর্ত্তা, বিশ্বপালক, সেই শক্তির বলেই তুমি কামময়। এই কামময়ত্বই তোমাকে একদিন উপনীত করিবে ব্রহ্মত্বে। এ তৃষা তোমার ছুটিবে না তত দিন—যত দিন না তুমি তোমার আত্মার সেই পরমসংস্থানে উপনীত হও—যেখানে আপ্তকাম হইয়া সর্ব্ব-প্রাপ্তির সার্থকতায় তুমি অকাম হইতে সক্ষম হইবে। যে কামনায় আমাদিগের এই মূল আত্মিক পরিপালন ও পরিপোষণ সংঘটিত হয় না, যে কামনা আমাদিগকে মুগ্ধ মূঢ় করে, আমাদিগের অজ্ঞানতা রচনা করে, তাহাকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামনা বলে।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

স্ববিষ্ঠান্ ভাবানুক্ত্বা, ভগবতঃ শক্ত্যধীনতাং নিরাকর্ত্তুং সংগ্রহেণ মধ্যমান্ শক্তি-ভাবান্ কথয়তি যে চৈবেতি। যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বগুণপ্রধানাঃ, রাজসা রজোগুণপ্রধানাঃ, তামসাঃ তমোগুণপ্রধানা ভাবাঃ সচেতনাঃ শক্তয়ঃ, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব সমুৎপন্নান্ বিদ্ধি। নতু অহং তেষু ভাবেষু জীববৎ পরতন্ত্রো ব্যবস্থিতঃ, পরন্তু তে ময়ি ব্যবস্থিতাঃ, অহমেব তেষামাশ্রয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক, যত কিছু ভাব, সমস্তই আমা হইতে জাত বলিয়া জানিবে। তথাপ আমি সে সকলের অধান নহি, তাহারাই আমার অধীন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে কতকগুলি অধিভূত ও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে স্বীয় অধিষ্ঠানের কথা বলিয়া, এই শ্লোকে সমগ্রভাবে সেই সকল ক্ষেত্রমধ্যস্থ শক্তিবিলাসে নিজের অধিষ্ঠানতা ব্যক্ত করিতেছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক শক্তিবিলাস যাহা কিছু, সমস্তই ভগবান্ হইতে জাত। কি অধ্যাত্মে, কি অধিভূতে, যত কিছু ক্রিয়া বা শক্তি-বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবের আকারে বা ভবের আকারে যাহা কিছু মূর্ত্ত হইতে দেখি, সমস্তই ভগবানে এবং ভগবান্ হইতে জাত—সর্ব্বশক্তির একায়ন ভগবান্। ভগবৎশক্তি তিন ভাগে ক্রিয়াশীলা, শক্তিতত্ত্বই ত্রিগুণ, সেই ত্রিবিধ গুণের সমবায়ে যত কিছু বিশ্বপ্রকাশ; সুতরাং সমগ্র শক্তি-বিলাসের আধার তিনিই। তথাপি তিনি সে শক্তিবিলাসের অধীন নহেন, সমস্ত শক্তিবিলাস তাঁহারই অধীন। জগৎ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি অচ্যুত অব্যয় ভাবেই অবস্থান করেন, জীববৎ তিনি আপনার শক্তির অধীন হইয়া পড়েন না, জগৎ তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিত হইলেও তিনি জগদাশ্রিত হন না, ইহাই তাঁহার ঈশ্বরত্বের লক্ষণ। এই ভগবৎলক্ষণটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, ইহাই তাঁহার অব্যয়ত্ব। জীব আপনার প্রতি ক্রিয়ায়, প্রতি চাঞ্চল্যে বিমূঢ় হয়, অভিভূত হয়, আপনার ক্রিয়াধীনতা আপনি সর্ব্বদা উপলব্ধি করে, আপনি যেন সেই শক্তিপ্রকাশের দ্বারাই পরিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সেই শক্তিপ্রকাশই যেন তাহার অস্তিত্বের আশ্রয়, উহা না থাকিলে সে যেন নিজে থাকে না, এই ভাবে আপনাকে বোধ করে। শক্তিক্রিয়া

রুদ্ধ হইলে জীব আপনাকে হারাইয়া ফেলে। উদাহরণ—নিদ্রা। যখন নিদ্রিত হও, যখন সকল ক্রিয়া রুদ্ধ কর, তখন আছ কি নাই, এ জ্ঞানটি পর্য্যন্ত থাকে না। ভগবত্তত্ত্ব ঠিক ইহার বিপরীত। সর্ব্বদাই সর্ব্ব ভাববিলাসের ধর্ত্তা, অথচ তদ্‌বহির্ভূত, এই ভাবে অবস্থান করেন। সুপ্তিরও তিনি সাক্ষী, প্রলয়েরও তিনি দ্রষ্টা।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ ১৩

কথমীদৃশং সর্ব্বাশ্রয়ং পরমেশ্বরং জীবা ন জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি, তদাহ ত্রিভিরিতি। ত্রিভিঃ ত্রিবিধৈঃ এভির্যথোক্তৈঃ গুণময়ৈস্তজ্জাতত্বাদ্‌ভাবৈঃ ভগবন্মহিমস্পন্দনৈঃ ভগবচ্ছক্তি-বিলাসৈর্ব্বা ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতং বিমুগ্ধং সৎ, এভ্যো গুণেভ্যঃ পরং বিলক্ষণত্বাৎ শ্রেষ্ঠং, অব্যয়ং গতিরহিতং মাং ন অভিজানাতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত গুণময় ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা জগৎ বিমোহিত বলিয়া এই ভাবসকলের অতীত অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—অধিভূত ও অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে স্থূল প্রকাশগুলির মধ্যে নিজের অধিষ্ঠান বর্ণনা করিয়া, সেই স্থূল প্রকাশগুলির কারণস্বরূপ ত্রিবিধ শক্তি যে তাঁহাতেই জাত ও অবস্থিত, অথচ তিনি এক দিকে সেই শক্তিরূপ ধারণ করিয়াও তাহা হইতে অতীত ও নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, পূর্ব্বশ্লোকে এই কথা বলিয়াছেন। এমন করিয়া জগৎপ্রকাশের মজ্জায় মজ্জায় যিনি অবস্থিত, আমাদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে, আমাদিগের প্রতি ক্ষরণের তলে তলে, প্রতি শক্তিবিভঙ্গের মূলে মূলে অব্যয় অক্ষররূপে যাঁহার অধিষ্ঠান—তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন, তাঁহাকে জানিতে পারি না কেন ? আমরা জানিতে পারি না, তাহার কারণ, তাঁহার এই ত্রিবিধ শক্তিবিলাসে মুগ্ধ আছি বলিয়া। আর জানি না, তিনি এই শক্তিবিলাসের বাহিরে নিরীহরূপে অবস্থান করেন বলিয়া। এই দুই কারণে আমরা তাঁহাকে ধরিতে পারি না। আমরা আছি শক্তিক্রিয়ায় মুগ্ধ, শক্তিতরঙ্গ ভেদ করিয়া তন্মূলে দৃষ্টি ফিরাইতে চাহি না। আর তিনি আছেন শক্তি-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াও পরম স্বরূপে, সে শক্তিআবর্ত্তনের বাহিরে। প্রকাশ হওয়া অর্থে বাহিরে আসা। চক্ষে যেমন সমস্ত রূপ আছে, উদ্রিক্ত হইলেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অথচ উদ্রিক্ত না হইলে চক্ষু রূপময় হইয়াও যেমন রূপহীন ; জিহ্বা যেমন সমস্ত রসময়, উদ্রিক্ত হইলেই রসপ্রকাশ ঘটে, অথচ উদ্রিক্ত না হইলে রসনা যেমন রসময় হইয়াও রসহীন ; কর্ণ যেমন সমস্ত শব্দময়—উদ্রিক্ত হইলেই শব্দজাল প্রকাশ হইয়া পড়ে, উদ্রিক্ত না হইলে কর্ণ যেমন শব্দময় হইয়াও শব্দহীন ; নাসিকা যেমন সর্ব্বগন্ধময়, উদ্রিক্ত হইলেই সর্ব্বগন্ধ প্রকাশ হইয়া পড়ে, উদ্রিক্ত না হইলে নাসা যেমন গন্ধময় হইয়াও গন্ধহীন ; ত্বক্‌ যেমন সর্ব্বস্পর্শময়—উদ্রিক্ত হইলেই সর্ব্ব স্পর্শ প্রকাশ হইয়া পড়ে, উদ্রিক্ত না হইলে ত্বক্‌ যেমন স্পর্শময় হইয়াও স্পর্শহীন ; ঠিক সেইরূপ পরমেশ্বর

সর্ব্বগতিময় হইয়াও, সর্ব্ব অয়ন, সর্ব্বশক্তি প্রকটিত করিয়াও গতিহীন নিরীহ অব্যয় ; বিশ্বাকার প্রকাশ করিয়াও নিরাকার, শক্তিবিকার রচনা করিয়াও নির্ব্বিকার, শ্রুতি এই ভাবেই তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন।—"সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নং" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রকাশের একাশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত শক্তিবিলাস যে তাঁহারই বিলাস, বিশ্বমূর্ত্তি যে তাঁহারই মূর্ত্ত প্রকাশ, সমস্ত ক্রিয়া যে সেই পরম অব্যয়েরই ক্রিয়া, এই জ্ঞান সমুজ্জ্বল করিয়া, সমস্ত শক্তিঅনুভূতির তলে তলে, সমস্ত ভাবানুভূতির মূলে মূলে, সমস্ত আমি ও আমার বোধাকারীয় বোধপ্রকাশের আশ্রয়রূপে তাঁহাকে যদি অন্বেষণ করি, তবেই জানিতে পারি তাঁহার সে পরমস্থিতি, তবেই ধরিতে পারি সে সর্ব্বময় সর্ব্বাতীতকে। থাকি মুগ্ধ গুণবিলাসে, থাকি বিমূঢ় হইয়া গুণাভিঘাতের পরশে, তাই ধরিতে পারি না সে সর্ব্বগুণময় নির্গুণকে। বিশ্বগ্রামফোনের সঙ্গীতঝঙ্কারে বিমুগ্ধ হইয়া মত্ত থাকি সেই যন্ত্র লইয়া ; দেখিতে চাহি না তাঁহাকে— যাঁহার গান অচেতনে, জগৎরেকর্ডে বিধৃত ও ঝঙ্কৃত।

অব্যয় নির্গুণ প্রভৃতি শব্দ হইতে তাঁহাকে শক্তিহীন, গুণহীন, ক্রিয়াহীন বলিয়া ভাবিও না। উপরে যে ভাবে বর্ণনা করিলাম, সেই ভাবে তিনি নির্গুণ, সেই ভাবে তিনি অব্যয়, এ কথাটী স্মরণে রাখিও।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১৪

কথমিদং সর্ব্বং জগৎ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ম্মোহিতং, কে পুনরেতাং ত্রিগুণময়ীং মায়ামতিক্রামন্তি, তদুচ্যতে দৈবীতি। মম, নতু কস্যচিদন্যস্য, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারসম্পন্না এষা পূর্ব্বোক্তা, দৈবী—অব্যয়স্যামূর্ত্তস্য মম ঈক্ষণেন প্রকটিতা শক্তিময়ী মূর্ত্তির্দ্দেবতা "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইতি শ্রুতেঃ, সা এব মায়া হি দুরত্যয়া দুরতিক্রম্যা বিদ্যাবিদ্যয়োর্যুগপদ্গ্রহণাসামর্থ্যাৎ। মাং পরমেশ্বরমেব যে প্রপদ্যন্তে—শক্তিময়ত্বাৎ এষা অব্যয়স্য ভাগবতী মূর্ত্তিরিতি জ্ঞাত্বা যে মাং ভজন্তি, এতাং অবিদ্যাস্বরূপাং মায়াং তে তরন্তি অতিক্রামন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুরতিক্রম্যা। যে আমারই ভজনা করে, মাত্র সেই এ মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

যৌগিক অর্থ।—সমগ্র বিশ্ব কেন এ গুণময় শক্তিবিলাসে মুগ্ধ এবং কে এই মুগ্ধতা হইতে অব্যাহতি পায়, তাহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। ত্রিধা শক্তি আকারে প্রকাশ হইয়া যিনি রহিয়াছেন, উনি যে পরম অব্যয়স্বরূপ ভগবানেরই শক্তি, অন্য কেহ বা অন্য কিছু নহে, সৎস্বরূপ পরম অব্যয় পরমেশ্বর ঈক্ষণপ্রকাশে সর্ব্বশক্তিময়ী দৈবী পরমেশ্বরীরূপ পরিগ্রহণ করেন, শ্রুতি সে কথা বলিয়াছেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" বলিয়া, তাঁহার ত্রিধা ঈক্ষণ বর্ণনা করিয়াই, "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত" এইরূপ বলায় তাঁহার সেই প্রকটিত ঈক্ষণময়ী শক্তিমূর্ত্তিকেই যে দেবাকারীয় বা দৈবী প্রকাশ

আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাই। এই শ্লোকে সেই জন্য অব্যয় পরমেশ্বরের সেই দিব্যা শক্তিময়ী মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া দৈবী শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এ শক্ত্যাত্মিকা বিশ্বমূর্ত্তি পরমেশ্বরেরই সাক্ষাৎ মূর্ত্তি এবং এইরূপে মূর্ত্ত হইয়াও তিনি ইহার অভ্যন্তরে অমূর্ত্তরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি অব্যয় হইয়াও দৈবীরূপে প্রকটিতা, এই জন্যই তিনি অনির্ব্বচনীয়া ও দুরতিক্রম্যা। নির্গুণ হইয়াও গুণময়, অগ্রাহ্য হইয়াও সর্ব্ব-প্রকাশসম্পন্ন, দুই বিপরীত ভাব এইরূপে পরিগ্রহণ করিয়া আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, তাঁহার সে প্রকাশশক্তির মহিমা যে দুরতিক্রম্যা দুর্জ্ঞেয়া, ইহা আর বিচিত্র কি। এটি ভগবানের পরাবিদ্যারূপ। যাহারা চিৎ অচিৎ সমস্ত শক্তিবিলাসকে মাত্র শক্তি বলিয়াই জানে, পরমেশ্বরী বলিয়া দেখে না, তাহাদিগের নিকট এ শক্তি অবিদ্যা—সেখানেও ইনি দুরতিক্রম্যা, মাত্র অজ্ঞানান্ধকাররূপে ইনি সেখানে পরিদৃষ্ট হন। লক্ষ্য করিয়া দেখ, নিজের জ্ঞানক্ষেত্রে সমগ্র চিত্তজগতের মূলে তাহার আশ্রয়স্বরূপ যে আত্মবোধ, সেই আত্মবোধটী যদি প্রতি চিত্তবৃত্তির তলেই দেখ, প্রতি চিত্তবৃত্তিটীই আত্মাশ্রিত, চিত্ত আত্মার আশ্রয় নহে, এই ভাবে যদি চিৎ ও চিত্ত একত্রে গ্রহণ করিয়া পরিদর্শন কর, তাহা হইলেই নিজের আত্মাতেই পরমেশ্বরত্বের উপলব্ধি হয়। আর যদি চিত্তের মূলে আত্মাকে না দেখ, তাহা হইলেই সমস্ত চিত্ত-ব্যাপার তোমার নিকট মহা আবরণ বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। এইটি ভাল করিয়া লক্ষ্য কর—বুঝিবে, একই শক্তি আত্মজ্ঞের নিকট পরা বিদ্যা ভগবতীরূপে এবং অনাত্মজ্ঞের নিকট অবিদ্যারূপে প্রতিভাত। আত্মজ্ঞান না হইলেই এ শক্তিটী অবিদ্যার আকারে এবং আত্মোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা আকারে ইনি উপলব্ধ হন। সুতরাং পরম অব্যয় আত্মতত্ত্বটী চিত্তের মূলস্বরূপে অবস্থিত দেখিলেই পরমেশ্বর দর্শন করা হয় এবং এইরূপে ভজনা করিলে মায়ার অবিদ্যাবিলাস অতিক্রম করা যায়।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

পরমেশ্বরং কে ন ভজন্তি, তদাহ ন মামিতি। মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনো ন প্রপদ্যন্তে ভজন্তি। দুষ্কৃতিনো হি চতুর্ব্বিধা ভবন্তি—মূঢ়াঃ, নরাধমাঃ, মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ, আসুরং ভাবমাশ্রিতা ইতি। মূঢ়াঃ পশুবদ্‌বিষয়সুখবিমুগ্ধাঃ, অত এব অনার্ত্তা ইতি ভাবঃ। নরাধমাঃ—নরাঃ কার্য্যেষু কারণানুসন্ধানরতাঃ, তেষু অধমাঃ, কার্য্যম্ এব অধঃ, কারণম্ উর্দ্ধং—উর্দ্ধদৃষ্টিবিহীনা অধঃ কার্য্যেষু মজ্জন্তি যে তে অধমাঃ, এবম্ভূতা নরাধমা অজিজ্ঞাসব ইতি ভাবঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ—মায়য়া অবিদ্যয়া অপহৃতং জ্ঞানং যেষাং তে, কারণানু-সন্ধানরতা অপি অবিদ্যাপ্রক্ষীণজ্ঞানত্বাৎ তত্ত্বগ্রহণাসমর্থাঃ, অত এব অনর্থার্থিনঃ। আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ জ্ঞানবিরোধিস্বভাবসম্পন্নাঃ। এবম্ভূতা জনা বিনিশ্চিততত্ত্বা অপি স্বভাব-দোষাৎ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নপুরুষবৎ জ্ঞানানুসরণং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি, অত এব অজ্ঞানিবদ্-বিচরণশীলা ভবন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দুষ্কৃতকারী, মূঢ়, মায়াচ্ছন্নজ্ঞান এবং অসুরভাবাপন্ন অধম লোকেরা আমার ভজনা করে না।

যৌগিক অর্থ।—আমার ভজনা করিলে জীব অবিদ্যার কবল হইতে পরিত্রাণ পায়, পূর্ব্বশ্লোকে এই কথা বলিয়া, মনুষ্যকুলের মধ্যে কে আমার ভজনা করে এবং কে করে না—কাহাদের ভাগ্যে আমার ভজনা করিবার সৌভাগ্যের উদয় হয় এবং কাহাদিগের অদৃষ্টে হয় না, সেই বিভাগটী এই শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখাইতেছেন। তন্মধ্যে যাহাদিগের ভজনাধিকার আসে নাই, তাহাদিগের কথা এই শ্লোকে বলা হইতেছে। যাহারা দুষ্কৃতী, তাহারা ভজন-সামর্থ্যশূন্য, মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও অসুরভাবাপন্ন বলিয়া ভগবান্ এই শ্লোকে সেই দুষ্কৃতীদিগের উল্লেখ করিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকেও ভজনসমর্থ ব্যক্তিদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন ; সে কথা যথাস্থানে বলিব। এই শ্লোকটীতে মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান ও অসুরভাবাপন্ন, এই প্রকার স্বভাবের উল্লেখ থাকায় দুষ্কৃতীদিগকেও চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনি যেন দেখাইতেছেন, এই অর্থ আমরা গ্রহণ করিতেছি। মূঢ় কাহারা ? যাহারা বিমুগ্ধ, বিষয়ভোগে যাহারা পশু-তুল্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, তাহারাই মূঢ়পদবাচ্য। এতাদৃশ মনুষ্য পশু নামের যোগ্য, জাগতিক ভোগে বিভোর ; সুতরাং ভগবানের জন্য আর্ত্তি তাহাদিগের প্রাণে বিন্দু-মাত্র নাই। সেই জন্য সেখানে ভগবদ্‌ভজনা দেখিতে পাওয়া যায় না। তার পর বলিলেন, —নরাধম মনুষ্যও আমার ভজনা করে না। আত্মার বা নিজ স্বভাবের অথবা ভাবের উন্নতি যাহারা লাভ করে বা লাভের জন্য যত্নশীল হয়, তাহারাই নরপদবাচ্য। পশুরা অবস্থাগত কার্য্য সম্পাদন ও ভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। সে ক্রিয়া ও ভোগের অন্তরে বিচারবুদ্ধি লইয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু মনুষ্য সকল কার্য্যে, সকল ভোগে হিতাহিত জ্ঞান-বিচার লইয়া বিচরণ করে ও কার্য্যের অন্তরস্থ কারণের জিজ্ঞাসু এবং অন্বেষী হয়। সেইরূপ কারণস্তর দর্শন ও তদনুসারে আপনাকে পরিচালন করিবার যাহার যত শক্তি আছে, সে তত উচ্চাধিকারী মনুষ্য। এইরূপ অন্তঃপ্রবেশপ্রবণতা মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম হইলেও এমন মনুষ্যও দেখা যায়, যাহারা তাহার সেই অন্তর্জ্জিজ্ঞাসা থাকা সত্ত্বেও নিম্নে বা স্থূল কার্য্যে ও তদ্‌ভোগেই মত্ত থাকে অর্থাৎ অধঃস্তরেই অবস্থান করে, তাহার সে অন্তরানুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে স্ফুরিত হইতে দেয় না ; এইরূপ মনুষ্যই নরাধমপদবাচ্য। সুতরাং নরাধম বলিতে অজিজ্ঞাসু পুরুষকেই বুঝায়। তার পর আর এক স্তরের মনুষ্যকে ভগবান্ মায়াপহৃতজ্ঞান বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। এই শ্রেণীর মনুষ্য নরাধম না হইলেও অর্থাৎ অন্তর জিজ্ঞাসু হইলেও সম্যক্ মাত্রায় তত্ত্বগ্রহণে সমর্থ হয় না। আত্মানুসন্ধান এবং কার্য্য ও কারণের বিচার সাহায্যে তত্ত্বে প্রবেশ করিতে যত্নশীল হইয়াও জ্ঞানের দৌর্ব্বল্যবশতঃ অথবা অবিদ্যার প্রাবল্যবশতঃ সুদৃঢ় মূল অবধি লক্ষ্য করিতে, প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। সুতরাং সুচারুভাবে পরমতত্ত্ব গ্রহণ করিতে না পারিয়া, আপনাকে সম্যক্

ঊর্দ্ধে উন্নীত করিতে পারে না। অগ্রসর হইতে গিয়াও ভ্রমে বিপথে পতিত হয়, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে গিয়াও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়, পদস্খলিত হয়, মধ্যপথে রুদ্ধগতি হয়, প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারে না অর্থাৎ অনর্থার্থী হয়। তার পর চতুর্থস্তরীয় দুষ্কৃতীর কথা বলিতেছেন। তাহারা যদি বা তত্ত্বজ্ঞানে বিভূষিত হয়, যদি বা কার্য্যের ভিতর দিয়া মূল তত্ত্বে দৃষ্টি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া আপনার অন্তরকে জ্ঞান-সম্পদে পূর্ণ করিতে পারে, তথাপি স্বভাবসিদ্ধ অসুরভাবের প্রাবল্যবশতঃ সে জ্ঞানকে কার্য্যকারী করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না, জীবনের উপর সে জ্ঞানের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। ভিতরে পরমজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াও কার্য্যতঃ সে জ্ঞানবিরোধী কর্ম্মানুগ হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী হইয়াও সে অজ্ঞানিপদবাচ্য। প্রকৃত সর্ব্বসার্থকতাময় ভগবৎসাধনা এই চারি শ্রেণীর মনুষ্যদ্বারা ঘটিয়া উঠে না। দুষ্কৃতী জীব সাধনার পথে এই চারি প্রকার অন্তরায় অনুভব করে।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ১৬

যে দুষ্কৃতিনঃ পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং বিভাগচতুষ্টয়ং দর্শয়িত্বা, পরমেশ্বরভজনশীলানাং সুকৃতিনাম্ অপি বিভাগচতুষ্টয়ং দর্শয়তি চতুর্ব্বিধা ইতি। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনো জনাঃ মাং পরমেশ্বরং ভজন্তে প্রপদ্যন্তে। কে তে? আর্ত্তঃ, জিজ্ঞাসুঃ, অর্থার্থী, জ্ঞানী চেতি। আর্ত্তঃ—ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থং কাতরঃ সন্ যঃ তৎপথমনুসন্ধত্তে। জিজ্ঞাসুঃ, ভগবদভাবরূপমধমভাবং পরিহর্ত্তুং তারকতত্ত্বঞ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ। অর্থার্থী,—ভগবজ্জিজ্ঞাসাধিগতনিখিলশাস্ত্রার্থজ্ঞান-সারার্থরূপ-সুদৃঢ়বীর্য্যাবিদ্যানাশক্ষমপ্রকৃততত্ত্বাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্ততত্ত্বো বা। জ্ঞানী তত্ত্বাধিরূঢ়ঃ পরমাত্মবিদ্‌বিমুক্তো বা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! চতুর্ব্বিধ সুকৃতী পুরুষ আমায় ভজনা করে,—যাহারা সংসারমোহে বিপন্নভাবাপন্ন আর্ত্ত, যাহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যাহারা তত্ত্বসার-প্রাপ্তেচ্ছু ও যাহারা প্রকৃত লব্ধজ্ঞান।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে ভজনহীন পুরুষদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ভজনশীল পুরুষদিগের কথা বলিতেছেন। দুষ্কৃতী পুরুষ ভজনহীন, সুকৃতী পুরুষ ভজনশীল। সুকৃতীরাও সাধারণতঃ চারি প্রকারে বিভক্ত; সে বিভাগগুলির নাম—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আর্ত্ত কে? রোগ, শোক, দারিদ্র্যাদি দুঃখ-প্রপীড়িত পুরুষ আর্ত্তপদবাচ্য সত্য, কিন্তু সে সকলের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যদি কেহ ভগবান্‌কে ডাকে, ভগবানের শরণাপন্ন হয়, তবে সে কি ভগবদ্‌ভজনা? সে ত নিজের জীবত্বের ভজনা, নিজের মুখ চাহিয়া নিজের সংসারমূঢ়তাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা; সে কি সুকৃতী পুরুষের লক্ষণ? পুণ্যবান্ পুরুষ আমার ভজনা করে বলিয়া ভগবান্ কি সংসারমোহগ্রস্ত পুরুষকে পুণ্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করি-

তেছেন? ওরূপ অর্থ অসঙ্গত। যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কাতর, সংসারের সুখ-দুঃখ অপেক্ষা যে মায়ের আশ্রয়, মায়ের পাদপদ্ম লাভের জন্য লালায়িত, যার প্রাণ মাতৃবিচ্ছেদবিধুর, মাতৃলাভের জন্য প্রাণ যাহার হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে, সেই ভক্তই এখানে আর্ত্তপদবাচ্য। দুষ্কৃতী ভজনহীন পুরুষ যেমন সংসারে বিমূঢ়, সুকৃতী ভজনশীল পুরুষ তেমনই ভগবদ্‌বিমূঢ়। ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছু তাহার ভাল লাগে না; সংসারের হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রভৃতি জটিল গুরুভার যাহার কাছে নগণ্য উপেক্ষিত, সংসারের সুখ-প্রাপ্তিতেও যাহার অন্তরের ভিতর একটা ব্যাকুলতা, একটা আর্ত্তনাদ সতত জাগিয়া থাকে, সে-ই আর্ত্ত সাধক।

তার পর জিজ্ঞাসু। সেই আর্ত্তভাব একটু ঘনীভূত হইলে মানুষ জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। সে আর অধম শ্রেণীর নররূপে অথবা নরত্বের অধম স্তরে থাকিতে চাহে না। কেমন করিয়া ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে, কোথায় তিনি, কাঁহাকে ভগবান্ বলে, তাঁহার সহিত আমার ও জগতের সম্বন্ধ কি, কোন্ দিক্ দিয়া জীবন পরিচালনা করিলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাঁহার করুণা লাভ করা যায়, এ সংসার কি, ইত্যাদিরূপে সে সংসার ও ভগবান্ সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। নরাধম পুরুষ কার্য্যের মূলে কারণের দিকে লক্ষ্য ফিরাইলেও অধম স্তরের মোহ ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু সুকৃতী পুরুষ মূলাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে ও জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। নরাধম পুরুষ ঘরে বসিয়াই পথের কথা কয়—পথে বাহির হয় না, জিজ্ঞাসু পুরুষ পথ চলিতে চলিতে এইবার কোন্ দিকে যাইব, কোন্ দিক্ দিয়া গেলে গন্তব্য স্থান সুলভ হইবে, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। ইহাই নরক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের দুষ্কৃতী ও সুকৃতীতে পার্থক্য।

তার পর তৃতীয় স্তর—অর্থার্থী। জিজ্ঞাসা ও প্রচেষ্টার ফলে বহুবিধ শাস্ত্রোপদেশ, গুরুর উপদেশ, নিজের চিন্তাজাত ধারণা, এইরূপ বহু প্রকারের জ্ঞান অন্তরে সঞ্চিত হইলে, তখন সেই জিজ্ঞাসু পুরুষ তাহার ভিতর অনুকূল প্রতিকূল, জটিল সামঞ্জস্যহীন নানা ভাব দেখিতে পায়। সেই সকল ভাবের সমন্বয় করিতে, সামঞ্জস্য করিতে, তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহাকে যত্নবান্ হইতে হয়; এইরূপ অবস্থায় তাহাকে অর্থার্থী বলা হয়। সেইরূপ অর্থার্থী বা অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া কোন প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে প্রকৃত অর্থে অর্থী বা অর্থবান্ হওয়া যায়। দুষ্কৃতী পুরুষ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়াও অবিদ্যায় জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সুকৃতী পুরুষের হৃদয়ে ভগবৎকৃপায় প্রাতিভ জ্ঞান প্রকাশ হইয়া পড়ে। সহস্র চিন্তা, সহস্র প্রচেষ্টায় দুষ্কৃতী পুরুষ যে নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না, এক দিক্ দিয়া গ্রহণ করিতে গেলে অন্য দিক্ দিয়া অন্তরায় উপস্থিত হয় এবং তাহার নিকট ভগবৎতত্ত্ব অতীব জটিল, অতীব শ্রমসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। কিন্তু সুকৃতী পুরুষের হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ

আলোকের মত তত্ত্বধারা প্রবাহিত হয় ও ভগবৎসান্নিধ্য উপলব্ধি হইতে থাকে। দুষ্কৃতী পুরুষের মনে হয়, যেন তাহার নিজের আয়াসে, নিজের তপস্যায়, নিজের প্রাণপাত পরিশ্রমেই সমস্ত তত্ত্ব লাভ করিতে হয়। সুকৃতী পুরুষের মনে হয়, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সমগ্র তত্ত্বালোক বিনা প্রচেষ্টায় কে যেন ঢালিয়া দিতেছে, কে যেন আপনি তাহার নিকট আবির্ভূত হইতেছে। দুষ্কৃতী পুরুষ ভাবিয়া যাহা পায় না, সুকৃতী পুরুষ না ভাবিয়া তাহা লাভ করে। বিনা সংযমপ্রয়োগে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে প্রাতিভ জ্ঞান বলে। এইরূপ প্রাতিভ জ্ঞানে অধিকার আসিলে তবে তাহাকে প্রকৃত অর্থার্থী বা অর্থপ্রাপ্ত পুরুষ বলা হয় এবং এইরূপ হইলে সেই পুরুষের চতুর্থ স্তরে উন্নীত হইবার যোগ্যতা আসিয়াছে বোঝা যায়।

চতুর্থস্তরীয় সুকৃতী পুরুষকে ভগবান্ জ্ঞানী শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানিপদবাচ্য। জ্ঞান তখনই হইয়াছে বলিতে হয়, যখন পুরুষের আচার ব্যবহার বা কর্ম্মের উপর সে জ্ঞানের সম্যক্ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইলে পুরুষের কর্ম্ম জ্ঞানসমন্বিত না হইয়া থাকিতে পারে না। দুষ্কৃতী পুরুষ আসুর ভাবাশ্রিত থাকিয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান কখনও লাভ করিতে পারে না। মেধার উৎকর্ষতায় জ্ঞানভূমি তার যতই সম্পন্ন হউক, হৃদ্গ্রন্থিভেদী পরমার্থজ্ঞানে তাহার অধিকার বিস্তৃত হয় না এবং সে নামধেয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও অসুরভাবেই সমাচ্ছন্ন থাকে। সুকৃতী পুরুষ প্রাতিভ বিজ্ঞানলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া পরমতত্ত্বে সংস্থিত হয়; তাহার সমগ্র আসক্তি একাগ্র-ভূমিক হইয়া পরমতত্ত্বে আত্মসমর্পণ করিয়া অবস্থান করে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠত্বমাহ তেষামিতি। তেষাং চতুর্ব্বিধানাং সুকৃতিনাং মধ্যে নিত্যযুক্তঃ তত্ত্বজ্ঞত্বান্নিত্যপরমাত্মসম্বোধযুক্তঃ, একভক্তিঃ তদাত্মরূপত্বাৎ পরমাত্মনি নিতান্তানুরক্তঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে বৈশিষ্ট্যমাপ্নোতি। অহং হি জ্ঞানিনঃ পুরুষস্য অত্যর্থম্ অতীব প্রিয়ঃ, স চ জ্ঞানী মম প্রিয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ওই চতুর্ব্বিধ ভজনকারীদিগের মধ্যে জ্ঞানী, নিত্যযুক্ত, একভক্তি পুরুষই বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর একান্ত প্রিয়, জ্ঞানী আমার একান্ত প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—প্রকৃত জ্ঞানী হইলেই নিত্যযুক্ত হয়, একভক্তি হয়; ইহাই জ্ঞানীর প্রকৃত লক্ষণ এবং এইরূপ লক্ষণযুক্ত হওয়াই জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং—তিনিই সকলের আত্মা, এই জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া, পরমাত্মাকেই যে স্বীয় আত্মা বলিয়া অনুভব করে, সে-ই জ্ঞানী এবং শুধু তাহার নিজের নহে, সমস্ত চরাচরের একমাত্র

তিনিই আত্মা, এইরূপ জানিয়া সর্ব্বতোভাবে সে পুরুষ তাঁহারই অনুরক্ত হয়, ভূতে ভূতে তাঁহাকেই দেখে, সর্ব্ববিষয়ানুরাগ এইরূপে তাহার পরমাত্মানুরাগে পর্য্যবসিত হয়, বিষয়যুক্ততা পরমাত্মযুক্ততায় পরিণত হয়। এমন কি, থাকিয়া থাকিয়া নিজের থাকাটিও পরমাত্মার বিদ্যমানতা দেখিয়া, তাহাতে সমাহিত থাকে। জগতে তাহার প্রিয় বলিতে এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ থাকে না।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা অন্য একটী অপূর্ব্ব অনুভূতিতে সে জ্ঞানীর হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া যায়—সে নিজেকে ভগবানের অতীব প্রিয় বলিয়া বোধ করিতে থাকে। কবির ভাষায় সাধারণে বলিয়া থাকে সত্য, আমরা ভগবানের প্রিয়, ভগবান্ আমাদিগকে ভালবাসেন—কবি-হৃদয়ের স্বপ্ন-সুষমাময় এরূপ কত ভাব দূরাগত আলোক-সম্পাতের মত কখনও কখনও প্রতিভাত হয় সত্য, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যখন আপনাকে ভগবানের প্রিয় বলিয়া অনুভব করে, তাহার সে উপলব্ধির সহস্রাংশের একাংশও কবির কুহরণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেন না, কবির সে কুহরণ বিদ্যুৎচমকের মত, ক্ষণস্থায়ী কুহেলিকণার মত, কণামাত্র স্বপ্নের মত অধিকারবহির্ভূত;—ভাবভঙ্গে তাহা মিথ্যায় পরিণত হয়, ব্যবহারজগতে তাহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্ঞানীর দর্শন সত্য, জাগ্রত, সাময়িক আবেশ নহে, সিদ্ধলব্ধ, তাহার আচারে ব্যবহারে সে জ্ঞান অনুস্যূত থাকে। সাধারণ জাগতিক হিসাবে একটী সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত হৃদ্যতা হইলে মানুষ নিজেকে চরিতার্থ বোধ করে। স্বয়ং ভগবানের আমি প্রিয়, এইরূপ যে উপলব্ধি করে, তাহার হৃদয়ের চরিতার্থতার সীমা কোথায় ভাবিয়া দেখ। সে জ্ঞানী পুরুষ আপনার ভিতর আপনাকে দেখিতে পায় না, আপনাকে সে ভগবৎমন্দির বলিয়া ধারণা করে, অথবা ভগবৎসারূপ্যে আত্মহারা হইয়া, আত্মপরিচয় ভুলিয়া গিয়া ভগবৎ-পরিচয় প্রকাশ করিতে থাকে, অথবা জগতে সে তৎসারূপ্যবোধমগ্ন হইয়া নীরব নিথরে অবস্থান করে।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাঙ্গতিম্॥ ১৮

কথং জ্ঞানী ভগবৎপ্রিয়স্তদাহ উদারা ইতি। এতে সর্ব্বে এব উদার মদভিমুখগতিসম্পন্না মহাত্মানঃ। জ্ঞানী তু ন কেবলং মদভিমুখগতিসম্পন্নঃ, অপি মাং প্রাপ্য, ময়ি আত্মভাবেন ভাবিতঃ, লব্ধসারূপ্য আত্মা এব, ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ কথমীদৃশম্? হি যতঃ যুক্তাত্মা যুক্ত আত্মনি আত্মনা যেন, তথাভূতঃ স জ্ঞানী, বিদ্যতে উত্তমো যস্মা ইত্যনুত্তমাং গতিং মাম্ এব পরমব্রহ্ম আস্থিতঃ প্রাপ্তঃ চতুর্বিবধানাং সুকৃতিনাং মধ্যে ত্রিবিধাঃ সুকৃতিনো মদভিমুখগতিসম্পন্নাঃ, আত্মযুক্তত্বা জ্ঞানী তু ময়ি উপনীত ইতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ ভজনাকারী সকলেই উদার—মহান্, কি

তন্মধ্যে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ ; সে আমাতে যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তব্য আমাতে উপনীত হইয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—চতুর্ব্বিধ সুকৃতী পুরুষ সকলেই উদার, মদভিমুখী গতিসম্পন্ন ; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ বলিয়া আপনাকে বোধ করে, সেই হিসাবে সে আমিই। সে আমাকে আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া দেখে না এবং এই ভাবেই সে আত্মাদ্বারা বা স্বীয় নিজবোধ দ্বারা আমাতে যুক্ত থাকায় আমাকে পাইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি করে। এইরূপ উপলব্ধি করা ও আমাকে পাওয়া একই কথা ; এইরূপ উপলব্ধি করিতে করিতেই সে স্থায়িরূপে আমাতে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং আমাতে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বলিয়া যে উপলব্ধি, তাহাই আমাকে পাওয়া। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী—এ সকল অবস্থায় মদভিমুখী গতি আছে ; কিন্তু এরূপ প্রাপ্তিবোধ নাই। এই প্রকার প্রাপ্তিবোধই জ্ঞানীর বিশেষত্ব এবং এই প্রকার প্রাপ্তিবোধের ফলস্বরূপে সে পুরুষ চিরদিনের জন্য আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মাতে যুক্ত হওয়া আত্মাদ্বারাই সম্ভব হয়। প্রত্যগাত্মা বা ভোগময় জীব, আত্মভাব ভাবনা দ্বারা যখন আপনার মূলে অসঙ্গ ভূমা পরমাত্মাকে নিজ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ আমার এই আত্মবোধই ভূমা আত্মবোধ, আমার আত্মাই ভূমা আত্মা, আমি অন্য কেহ নহি—স্বয়ং পরম অব্যয় আত্মাই মদ্‌রূপে প্রকাশিত, শ্রুতির কথায় "এতদ্‌ব্রহ্ম যোঽয়মাত্মা" এই ভাবে যখন সে আপনাকে দেখে, তখনই তাহাকে আত্মযুক্ত পুরুষ বলা যায়—তখনই সে পরমাত্মসারূপ্য উপলব্ধি করিতেছে বলিয়া বুঝিতে হয়। এবং এইরূপ সারূপ্যের পরিণতিই পরমাত্মপ্রাপ্তি। সুতরাং আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী হইতে জ্ঞানী বিশিষ্টভাবে যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ১৯

জন্মজন্মান্তর-সাধনলভ্যমিদং সুদুর্ল্লভং ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যাহ বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং বহুবিধপুণ্যকর্ম্মবিপাকেন, তত্তজ্জন্মোপচিতজ্ঞান-সংস্কারপ্রসাদেন চ কর্ম্মজাল-চ্ছেদায় ভগবৎসাধনসম্পন্নো ভূত্বা, অন্তে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ আত্মজ্ঞানং লব্ধ্বা, মাং পরমাত্মানং প্রপদ্যতে ভজতি। কিম্ভূতং পরমাত্মানম্? বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। সর্ব্বে ভূতা বসন্ত্যস্মিন্নিতি বাসুঃ, স এব দেবঃ, সর্ব্বাত্মত্বাৎ স এব সর্ব্বমিতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি শ্রুতেঃ। স তথাবিধো ভজনশীলো মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বহু জন্মের পর জীব জ্ঞানবান্ হইয়া, বাসুদেবই যে সব, এই জ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়া, তদ্‌ভাবে আমাকে ভজনা করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ জ্ঞানবান্ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।

যৌগিক অর্থ।—ভূত-পদলেহী জীব বহু জন্মের ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্ত্তিত হইয়া, তবে জ্ঞান লাভ করে। কোন পদার্থকে তাহার মূল উপাদানে পরিণত করিতে হইলে যেমন দহন, বিদ্রাবণ, বিচূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া তবে তাহাকে তাহার মৌলিক ভাবে পরিণত করা যায়, তেমনই বহু বহু জন্মের সুখ-দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া, বহুবিধ অনুভূতির ঘূর্ণাবর্ত্তে সংশুদ্ধ হইয়া, তবে জীব আপনাকে ও বিশ্বকে জ্ঞানস্বরূপে দর্শন করিবার মত বোধশক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়—জ্ঞানবান্ আখ্যার যোগ্য হয়। এই ভূতমাত্রাময় বাহ্য জগতের উপাদানস্বরূপে ইহার অন্তরে রহিয়াছে জ্ঞানমাত্রা এবং সেই জ্ঞানমাত্রাময় অন্তর্ব্বিশ্বের মূলদেশে তাহার উপাদানস্বরূপ রহিয়াছেন পরমাত্মা। এইরূপ পরমাত্মাই সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকটিত রহিয়াছেন, এ জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া অবস্থান করা বহু জন্ম-মরণ-ভোগময় তপস্যার ফলস্বরূপে প্রকাশ পায়।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"—বাসুদেবই সমস্ত, ইহা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিরই দ্যোতক। অব্যয় পরমাত্মতত্ত্বের চিতিশক্তিরূপা পরমেশ্বরীমূর্ত্তিতে আত্মবোধ ও সর্ব্ববোধ, এই উভয়প্রকার জ্ঞানপ্রকাশ প্রকটিত। স্বগত ভেদ প্রকাশ করিয়া তিনি পরমেশ্বরীরূপে বিরাজিতা। তত্ত্ব হিসাবে এই জন্য তিনি অনির্ব্বচনীয় অদ্বয় তত্ত্ব হইয়াও ঐশ্বর্য্যময়ী পরমেশ্বরী হিসাবে তিনি আত্মা ও শক্তি, এই উভয় ভাবাত্মক স্বগতভেদময়ী। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে"—চিৎস্বরূপ ব্রহ্মপ্রকাশ দুই রূপে প্রকটিত। আমরা অসঙ্গ আত্মতত্ত্ব আলোচনাকালে দেখিয়াছি, নিজবোধাত্মক আত্মস্বরূপটী সর্ব্ববোধাত্মক চিৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন। কিন্তু এ ভিন্নতা মহিমাগত বা ক্রিয়াগত; জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্ব হিসাবে উভয়ই এক বা একত্বে পর্য্যবসিত হয়। সেই কারণে তিনি অনির্ব্বচনীয়—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" এইরূপ শ্রুতিদ্বারা সে তত্ত্ব অনুমেয়। এই ব্রহ্মত্বে অবগাহন করিতে হইলে ভূতাত্মক এ জগৎ যে জ্ঞানময় এবং জ্ঞানাত্মক বিশ্ব যে আত্মময়, সুতরাং পরমাত্মস্বরূপ বাসুদেবই সর্ব্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছেন, এই প্রজ্ঞাটীর সম্যক্ অনুশীলন করিতে হয়। এই জন্য পরমেশ্বর উপাসনায় সর্ব্বজ্ঞানবিভঙ্গের মূলে অথবা সমস্ত শক্তিবিলাসরূপ জাগতিক পদার্থের মূলে আত্মত্ব অবশ্যই দেখিতে হয়। এই আত্মত্ব দেখিবার জন্যই ষষ্ঠ অধ্যায়ে অসঙ্গ আত্মদর্শন অভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্মে আত্মদর্শন করিয়া, সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশের মূলে স্বীয় আত্মপ্রকাশের অস্তিত্ব দেখিয়া, আত্মাকেই বিশ্ববোধধর্ত্তা জানিয়া, প্রজ্ঞানময় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া, বহু আকারে লীলায়িতা প্রজ্ঞাশক্তির বাসস্থল যে ভূমা আত্মা, এই জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া, ব্রহ্মতত্ত্বে অধিকার লাভ করিতে হয়। সেরূপ অনুশীলনের ফলে স্বীয় আত্মভূমিতেই সপ্ত লোকাকারে প্রকাশিত, সপ্ত লোকে অবস্থিত যত কিছু শক্তি, যত কিছু মহিমা, সমস্ত দেখিয়া, লাভ করিয়া, ভোগ করিয়া, আপ্তকাম ও অকাম হইয়া ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে হয়। যত দিন না এইরূপে আত্মাতে ব্রহ্মবিলাস উপলব্ধ হয়,

তত দিন বাসুদেবই যে সমস্ত, এ জ্ঞান সুদৃঢ় হয় না—"ভগবান্" এই শব্দটীর প্রকৃত অর্থ হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। সুতরাং "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"—এ জ্ঞানে আরূঢ় হওয়া কত দুর্লভ, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। বাসুদেবে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিয়াও তাঁহাকে এই ভাবে লাভ করিবার পথে অন্তরায় দুষ্কৃতি। সুকৃতী পুরুষ পারে. বহু জন্মের ঘাত-প্রতিঘাতে জীব সুকৃতী পুরুষ হয়।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

ব্রহ্মতত্ত্বস্য সুদুর্ল্লভত্বে কারণং কথয়তি কামৈরিতি। তৈস্তৈঃ বিবিধাকারৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ, আত্মৈব সর্ব্বকামদ ইতি পরমরহস্যমবিজ্ঞায় বিষয়েষু বিমূঢ়চেতনাঃ সন্তঃ, তং তং নিয়মং আস্থায় আশ্রিত্য, স্বয়া স্বকীয়য়া প্রকৃত্যা স্বভাবরূপয়া নিয়তা নিয়মিতাঃ, অন্যদেবতাঃ আত্মতঃ অন্যা ইতি জ্ঞানেন মম পরমেশ্বরস্য পৃথক্পৃথক্শক্তিরূপা দেবতাঃ তত্তৎকামনাপরিপূরণার্থং প্রপদ্যন্তে ভজন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনায় অপহৃতজ্ঞান হইয়া, স্বীয় স্বভাববশে তত্তদ্ভাব অবলম্বন করিয়া, আমা হইতে অন্য দেবতা ভজনা করে।

যৌগিক অর্থ।—আত্মাই সর্ব্বকামদ। পরম পরমেশ্বরই কামকল্পতরু। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহাদিগের এ জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হয় নাই, যাহারা এখনও পরমেশ্বর-তত্ত্ববিজ্ঞানে অধিকার লাভ করে নাই, যাহারা জগতে নানা আকারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই এক পরমেশ্বরের অঙ্গীভূত করিতে শিক্ষা পায় নাই, তাহারা যখন যে কামনায় বিতাড়িত হয়, যে বস্তুর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়, সেই কাম্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য তদ্রূপ শক্তিমাত্রের উপাসনা করে—তদ্রূপ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা সেই কামনায় তন্ময় হইয়া, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া জীবনের সমস্ত শক্তিকে পরিচালিত করে। উপাসনা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কোন ভাবে সর্ব্বতোভাবে বিভোর হইয়া থাকার নাম তদ্ভাবের উপাসনা করা। তোমরা মনে কর, একটী কোন দেবতাবিশেষ অথবা পরমেশ্বরের পরমতত্ত্বে ক্ষণকালের জন্য চিন্তাশীল থাকিলেই তাহার সম্যক্ উপাসনা করা হইল। কিন্তু উহা উপাসনা-পদবাচ্য হইলেও অতীব তুচ্ছ ও নগণ্য; প্রকৃত উপাসনা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। সাধারণ মানুষ যে দেবতারই নামধেয় উপাসক হউক, প্রকৃতপক্ষে সে মানবতারই উপাসক। সে অহোরাত্র আপনার জীবভাবটীর ধারণা, চিন্তা, সেবা ও ভোগে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া, তাহার জীবত্বটিরই সম্যক্ভাবে উপাসনা করিতেছে। তাহার মাঝে যদি কোন কর্ত্তব্যজ্ঞানে বা কামনা পূরণের জন্য বা আত্মতৃপ্তির জন্য যদি কোন দেবতাবিশেষের অথবা পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তাহাও তাহার মুখ্যতঃ জীবত্বেরই উপাসনা করা হয়। সাধারণতঃ লোকে উপাসনার এ গভীরতাটি লক্ষ্য করে না। ভগবান্ এই শ্লোকে সর্ব্বকামপ্রদ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান

পুরুষের উপাসনার কথা বলিতেছেন; বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনা পূরণের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট শক্তিমাত্রের শরণাগত হইয়া, সেই শক্তি যে আত্মদেবতারই একটি বিশিষ্ট শক্তি, ইহা না জানিয়া, যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা—তার নিজেরও আত্মা, সেই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বা অন্য একজন বলিয়া সাধারণতঃ লোকে তাঁহার উপাসনা করে ও সেইরূপ দেবতা উপাসনার পদ্ধতি অনুসারে আপনার চিন্তা ও কার্য্যকে পরিচালিত করিতে থাকে। ইহাই সাধারণতঃ অন্য দেবতার উপাসনা নামে প্রসিদ্ধ। আবার যে ভাবটীকে জীবনে প্রধান করিয়া ফুটাইয়া লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে, অহর্নিশ যে ভাব লইয়া জীব ব্যস্ত থাকে, সেইটীই প্রকৃতপক্ষে তাহার সেই ভাবরূপ বা সেই শক্তিরূপ দেবতার উপাসনা। যাহা হউক, এই দুইরূপ উপাসনাই আত্মজ্ঞানহীন মানুষের ভিতর দেখা যায়। উভয় উপাসনাতেই সে আত্মজ্ঞানশূন্য, উভয় উপাসনাতেই আত্মবোধ না থাকায় সে আত্মা হইতে অন্য এক শক্তির উপাসক। উভয় উপাসনাতেই সে সাময়িক বা অহোরাত্রব্যাপী ভাবে আপনাকে কাম্য ভাব বা কাম্য দেবতার অনুসরণে নিযুক্ত রাখে। এ উভয়বিধ উপাসনাই কামনাপ্রধান। কামনাদ্বারা অপহৃতচিত্ত পুরুষের উপাসনা সাধারণতঃ এইরূপ। আর আত্মাপহৃতচিত্ত পুরুষের উপাসনা 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই ভাব। ইহাতে সংগ্রহ বা অধিকারের ভাব হৃদয়ে সম্বুদ্ধ থাকে না, আত্মসমর্পণ বা আত্মরমণের ভাব জাগ্রত থাকে। একটি হইল, নিজ প্রকৃতির বা চিত্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া। অন্যটি, চিত্ত যাঁহার শক্তি, তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করা। একটী হইল পাওয়া না পাওয়ার হিসাবে ভরা, অন্যটি স্বীয় আত্মত্ব অবধি পরমাত্মার অধিকার দেখিয়া, তাঁহাতে আত্মহারা হইয়া আত্মলাভ করা। কামাপহৃতজ্ঞান ও আত্মাপহৃতজ্ঞান, এই দুইটি কথা মনে রাখিয়া, অন্য দেবতার ভজনা ও সর্ব্বস্বরূপ বাসুদেবের ভজনার পার্থক্যটি লক্ষ্য করিবে।

কামনাপহৃতজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানশূন্য সাধারণ মনুষ্য যখন যে দেবতার অর্চ্চনা করে, সে দেবতা আত্মা হইতে অন্যরূপেই তাহার ধারণায় আসে। নিজের আত্মত্ব অবধি ভগবানের অন্তর্গত—যত দিন না এ ধারণা আসে, তত দিন জীব অন্য দেবতার উপাসক বুঝিতে হইবে। আবার আত্মবোধে যুক্ত হইয়া, 'পরমাত্মাই সমস্ত' এইরূপ জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া, সেই আত্মস্বরূপ ভগবানের নিকট যদি ক্ষুদ্র প্রার্থনা লইয়াও উপস্থিত হয়, সংস্কারবশতঃ ক্ষুদ্র কামনা পরিপূরণের জন্য তাঁহার কোন বিশিষ্ট শক্তি বা দেবভাবের ভজনা করে, অথচ জ্ঞান থাকে—সেই আত্মস্বরূপ সর্ব্বেশ্বরকেই এই বিশিষ্টভাবে ভজনা করিতেছে, তাহা হইলে তাহার সে ক্ষুদ্র কামনাজনিত ভজনা পরমাত্মভজনাতেই পর্য্যবসিত হইবে। বাসুদেবজ্ঞানশূন্য হইয়া ভজনা করিলেই অন্য দেবতার ভজনা করা হয়, ইহাই হইল তাৎপর্য্য। এই জন্য আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ভিন্ন অন্য সকলেই অন্য দেবতার উপাসক।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

অন্যদেবোপাসকেভ্যো ভগবতঃ শ্রদ্ধাপ্রদানকর্ত্তৃত্বমাহ যো য ইতি। যো যো ভক্তঃ যাং যাং তনূং মদীয়াং দেবায়তনরূপাং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং পূজয়িতুম্ ইচ্ছতি, অহং তস্য তস্য শ্রদ্ধান্বিতভক্তস্য তাম্ এব তনূবিষয়িণীম্ অচলাং শ্রদ্ধাং বিদধামি, সর্ব্বেষাং দেবানাং মদ্রূপত্বাদিতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে যে পুরুষ যে যে দেবতনূকে বা দেবতাকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই পুরুষকে সেই সেই দেবতাতে অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি।

যৌগিক অর্থ।—ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে বা ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে আমি প্রকাশ হইয়া আছি। ভিন্ন ভিন্ন কামনার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের জন্য জীব আমার সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অর্চ্চনায় নিযুক্ত হয়, সেই সকল বিশিষ্ট শক্তিমান্ ভাবে আমায় পাইতে ইচ্ছা করে। ভূমা ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান না থাকায় আমার বিশিষ্ট বিশিষ্ট তনু বা মূর্ত্তি—সুতরাং অল্পভাবাত্মক প্রকাশগুলি অবলম্বনে সাধনা করিতে থাকে। দেহবান্, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন জীব, সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ কামনায় সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট দেবশক্তির শরণাগত হইয়া, আপনা হইতে সম্পূর্ণ ভাবে অন্য একজনকে আরাধনা করিতেছি, এই ভাবে দেবতাবিশেষের উপাসনায় শ্রদ্ধাবান্ হয়। আমিও আমার সেই দেবভাবেই সে উপাসকের হৃদয়ে অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। যে যাহা চাহে, তাহাকে সেই বিষয়ে অচলা শ্রদ্ধা ফুটাইয়া দিই।

এই তোমার লীলা। এইরূপে জীবের প্রাণের গতি অনুসরণ করিয়া, জীবকে তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাপ্তিতে বিমুগ্ধ কর; জীবকে বিষয়ে বিষয়ে, শক্তিতে শক্তিতে, সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে জড়াইয়া দাও। জীবকে কর্ত্তা সাজাইয়া, আপনি তাহার ক্ষুদ্রতার খেলাঘরে তাহার ক্ষুদ্র বাসনার পূরণ করিয়া দিয়া, তাহাকে বিষয়-সুখে বিমূঢ় কর। এ লীলার বাহ্য উদ্দেশ্য—জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার পূরণ; এ লীলার মূল অন্তর্গত গূঢ় উদ্দেশ্য—ওই অচলা শ্রদ্ধার অনুশীলন। ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে বিষয়ে জীবের কামনাকে সঞ্চালিত করিয়া, বিষয়ে বিষয়ে লুব্ধ করিয়া, তাহাকে সেই বিষয়ে বিষয়ে অচলা শ্রদ্ধার সাধনা করাইয়া লও। বিষয় ভাঙ্গিয়া যায়—হারাইয়া যায়—আপনা হইতে অন্য, আপনা হইতে পর সে বিষয় আবার পর হইয়া যায়, থাকে জীবের অচলা শ্রদ্ধার সিদ্ধি। সেই অচলা শ্রদ্ধায় সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তর বা দেবতা হইতে দেবতান্তরকে আকুল আবেগে জড়াইয়া ধরে। সে বিষয় আবার হারায়, পর হইয়া যায়, আবার জীব অন্য বিষয়ে ততোধিক আবেগে শ্রদ্ধাবান্ হয়। ক্রমে কাহাকে ধরিলে আর হারাইতে হইবে না—কাহাকে হৃদয়ে পাইলে আর সে ফেলিয়া পালাইবে না—তাহার অচলা শ্রদ্ধায় অচল

হইয়া কে তাহার পূজা গ্রহণ করিবে, সেই দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে এবং তখন ক্রমে আত্মবোধের উদয় হইয়া, অচলা অচ্যুতা তোমাকে সে আপন আত্মায় আবিষ্কার করিয়া, সকল কামনায় আপ্তকাম হয় অথবা সকল ছাড়িয়া আত্মকাম হয়। এই অচলা শ্রদ্ধা দেওয়া—ইহাই তোমার অপূর্ব্ব লীলা।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

স তয়া মৎপ্রদত্তয়া অচলয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যা দেবমূর্ত্তেঃ রাধনং সাধনং ঈহতে করোতি। ততঃ দেবমূর্ত্তেরন্তিকাৎ সর্ব্বশক্তেরন্তর্যামিনা ময়ৈব বিহিতান্ নির্দ্দিষ্টান্ তান্ কামানীপ্সিতান্ আরাধনফলরূপেণ লভতে। সর্ব্বারাধনা হি তত্ত্বতঃ মদৈবেতি যথোক্তম্—'তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্'।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই মৎপ্রদত্ত শ্রদ্ধার দ্বারা সে তাহার কাম্য দেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্ত হয় এবং সেই অর্চ্চনা হইতে আমার বিধান অনুসারেই সে তাহার কাম্য ফল প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—দেবশক্তি-সকল ভাগবতী শক্তি; ভগবতী সেই দেবতা-সকলেরও অন্তর্যামী আত্মা। সুতরাং আত্মা হইতে অন্য বা ভিন্ন, এইরূপ অনাত্মজ্ঞানে দেবোপাসনা করিলেও সেই সকল দেবতা দ্বারা যে কাম্য ফল লাভ হয়, তাহা আমারই বিধান অনুসারে প্রকৃতপক্ষে আমারই দেওয়া। কেন না, সকল আরাধনাই আমারই আরাধনা; জানিয়া করিলেই বিধিপূর্ব্বক আমারই যজনা হয়, আর না জানিয়া করিলে, কোন দেবতাবিশেষের আরাধনা করিতেছি, এরূপ জ্ঞানে করিলে অবিধিপূর্ব্বক আমারই যজনা করা হয়। এ কথা ভগবান্ পরে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আমিই দিই শ্রদ্ধা—আমিই করি আমার সেই দেবশক্তিকে পরিচালিত—সে সাধকের সাধ পূর্ণ করিতে। শুধু বিশিষ্ট দেবসাধনায় নহে। জগতে যাহা কিছু তোমরা তোমাদের কাম্য বলিয়া জান অথবা যাহা কিছু তোমরা ভোগ কর, সব আমাকেই জান, আমাকেই পাও, আমিই দিই। তোমরা শুধু মনে কর—অন্য কিছু পাইলাম, অন্য কাহাকেও পাইলাম, অন্য কাহাকেও জানিলাম, অন্য কেহ দিল। দেবসাধনাও আমারই সাধনা, কিন্তু পরোক্ষে। প্রত্যক্ষভাবে তাহা অন্তবান্ দেবতাবিশেষের সাধনা। সুতরাং সে সাধনার ফল পরোক্ষে আমারই দেওয়া, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেবতার দেওয়া।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩

অন্তবন্তো হি দেবাঃ কামাশ্চেতি। তস্মাৎ কামিনো দেবয়াজিনশ্চ অন্তবৎ ফলং লভন্ত ইত্যাহ অন্তবদিত্যাদিনা। তু কিন্তু অল্পমেধসাং ব্রহ্মধারণাসমর্থানাং পরিচ্ছিন্নজ্ঞানানাং তেষাং তৎ ফলং ময়া বিহিতমপি অন্তবৎ বিনাশি ভবতি।

দেবান্ যজন্তি যে তে দেবযজঃ পরমাত্মবোধশূন্যা দেবোপাসকাঃ দেবান্ দেবলোকান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ মাং পরমেশ্বরং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। পরমাত্মন এব দেবমূর্ত্তয় ইতি বিদিত্বা যে দেবোপাসনাং কুর্ব্বন্তি, তেঽপি মামেব লভন্ত ইতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেইরূপ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি পুরুষের আরাধনার ফলসকলও পরিচ্ছিন্ন—তাহাই তাহারা লাভ করে। দেবোপাসকরা দেবতাকে পায়, মদ্ভক্তেরা আমাকেই লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—দেবতারাও আমার সৃষ্ট, সুতরাং অন্তবান্। কামনাসকলও অন্তবান্। সুতরাং দেবতা আরাধনা ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনাময় আরাধনার ফল পরিচ্ছিন্ন ও অন্তবান্। কাজেই কামনার দ্বারা অথবা পরিচ্ছিন্ন দেব-ধারণার দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে অন্তবান্ ফলই জীব লাভ করে। দেবযাজীরা দেবলোক পায়, পরমাত্মযাজীরা পরমাত্মাকেই লাভ করে। আমি বাসুদেব; সুতরাং সর্ব্বত্র সমস্ত শক্তিরই আমি ধর্ত্তা, সমস্ত দেবতা-প্রকাশ আমারই প্রকাশ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে আমাকে এরূপ সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানিয়াছে, এরূপ জ্ঞানবান্ পুরুষ অল্প। সাধারণতঃ আমার শক্তিমহিমা বা গুণবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া—একটী ব্যক্তি বা দেবতাবিশেষ বলিয়া,—আপনা হইতে সম্পূর্ণ অন্য একজন ভাবিয়া—সেই দেবতাকেই প্রত্যক্ষ ভাবে উপাসনা করে, তাহার শরণাগত হয়; পরোক্ষ ভাবে উহা আমারই উপাসনা হইলেও প্রত্যক্ষভাবে উহা দেবোপাসনা। সুতরাং উহার ফলরূপে দেবতাকেই সে লাভ করে, দেবলোকেই তাহার গতি হয়। কিন্তু যাহারা পরমাত্মভাবে আমার উপাসনা করে, তাহারা জানে,—যেখানে যাহা কিছু আছে, যে শক্তি আছে, সে সকল পরমাত্মারই শক্তি। সুতরাং উপাস্য একমাত্র পরমাত্মাই; তাঁহার উপাসনায় সর্ব্বোপাসনা, তাঁহার তৃপ্তিতেই সর্ব্বতৃপ্তি। আমার আত্মাও সেই পরমাত্মাই; তাঁহারই সব—তিনিই সমস্ত—এরূপ যাহারা জানে, তাহারা পরমাত্মাকেই আপনাতে লাভ করে। অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মভাবে আত্মপ্রয়োগের ফলে সে অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত ফল লাভ করে।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪

"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" ইত্যাকারপরমাত্মজ্ঞানাভাবাৎ ব্যক্তদেবভাবমাত্রস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ চ অল্পবুদ্ধয় আত্মতোঽন্যান্ দেবান্ যজন্তীত্যাহ অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মন্দমতয়ঃ, মম অব্যয়ং ব্যয়রহিতং, ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাদিত্যনুত্তমং, পরম্ আত্মস্বরূপং ভাবং অজানন্তঃ, অব্যক্তম্ অপ্রকাশং মাং ব্যক্তিম্ প্রপঞ্চগত দেবভাবাপন্নমাত্রমেব মন্যন্তে। বিবিধদৈবতত্ত্বপ্রকাশে সত্যপি স্বরূপতোঽব্যয়ত্বমবশিষ্যতে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি শ্রুতেঃ। তে ইত্থং ন জানন্তীতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অল্পবুদ্ধি পুরুষ আমার ব্যক্তিভাবগত প্রকাশেরই ধারণা করিতে সমর্থ হয়, আমার অব্যয় পরম শ্রেষ্ঠ ভাবটি গ্রহণ করিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'বাসুদেবই সব' এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ সুদুর্লভ। সেই সুদুর্লভতার কারণ, অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব বিবিধ শক্তিপ্রকাশে মূর্ত্ত শ্রী পরিগ্রহণ করিলেও যুগপৎ তাহার মূলে তিনি অব্যয়রূপে অবস্থান করেন। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি পুরুষ সেই অব্যয় তত্ত্বটীকে মূর্ত্তের মূলে মূলে দর্শন করিতে সক্ষম হয় না ; মূর্ত্ত ভাব প্রকাশে তিনি যুগপৎ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত, এই ধারণা করিবার যোগ্যতা বহু সৌভাগ্যে উদয় হয়। মূর্ত্ত বা শক্তিভাব ধারণায় যখন তাঁহাকে জীব উপাসনা করে, তখন দেখে না বা দেখিতে পায় না যে, তিনি মূর্ত্ত হইয়াও তাঁহার অব্যয় স্বরূপ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; জলের বুকে তরঙ্গের মত সেই অব্যয় তত্ত্বের উপরেই তাঁহার মূর্ত্ত প্রকাশ প্রকটিত। এই পরমাত্ম-ভাবটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে তাঁহার মূর্ত্ত ভাবের পরিগ্রহণে সমর্থ হয়, সে দেবভাবে উপাসনা করিতে গিয়া পরমাত্মারই উপাসনা করে, তাহার পরমাত্মার উপাসনায় সর্ব্বদেবতাই উপাসিত হন, তাহার দেব উপাসনায় পরমাত্মাই প্রকটিত হন। কিন্তু যাহার গুরুকৃপায় সেইরূপ দৃষ্টি মুক্ত হয় নাই, সে দেব উপাসনায় আত্মবোধ হারাইয়া ফেলে, সে মুখে পরমাত্মা যদিও বলে, তথাপি কার্য্যতঃ আত্মা হইতে অন্য দেবতার উপাসনা করে ; বদ্ধচক্ষু পুরুষের উপাসনা এই জন্য দেব উপাসনায়ই পর্য্যবসিত হয়। শ্রুতি বলেন,—"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ……সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ"—ব্রাহ্মণ তাহাকে পরাভূত করে, যে ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে অন্য দেখে…সকলই তাহাকে পরাভূত করে, যে সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখে। সুতরাং আত্মবোধশূন্য উপাসনা যে দেব উপাসনা, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। বস্তুতঃ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, দুই স্বরূপ একত্রে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা মাত্র অমূর্ত্ত অব্যয় তত্ত্বটী যে কোন প্রকারে সংবুদ্ধ রাখিতেই হইবে, মূর্ত্ত ভাবের উপাসনাতে তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইলে চলিবে না। সেতুস্বরূপ সর্ব্বলোককে বা সর্ব্বদেবতাকে সংযুক্ত রাখিয়া যিনি আত্মরূপে সর্ব্বান্তরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার সেই পরম ভাবটি জ্ঞানী পুরুষ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন না। কিন্তু অল্পবুদ্ধি পুরুষ—যাহারা সর্ব্বদা পরমাত্মা হইতে অন্য কিছু পাইতেছি, এইরূপ ভাবে বিষয়ভোগে অভ্যস্ত, তাহারা পরমাত্মার উপাসনা করিতে সাক্ষাদ্‌ভাবে অগ্রসর হইলেও জ্ঞানস্বল্পতা বা সংস্কারবশতঃ আত্মা হইতে অন্য ভাবে তাঁহাকে কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়া ফেলে। সুদুর্লভ জ্ঞানী পুরুষ ও সাধারণ পুরুষের উপাসনায় এই পার্থক্য।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌॥ ২৫

পরমাত্মজ্ঞানাভাবে হেতুমাহ নাহমিতি। অহং সর্ব্বস্য জনস্য প্রকাশঃ প্রত্যক্ষী-ভূতো ন ভবামি। যোগমায়াসমাবৃতঃ আত্মশক্তৌ অনুপ্রবিষ্টঃ, অতএব কর্ত্তৃত্বজ্ঞানা-ভিমানী মূঢ়ঃ শক্তিবিমূঢ়ঃ অয়ং লোকঃ সাধারণঃ, সর্ব্বরূপেণ জাতমপি অজং জন্মরহিতম্‌, অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি বেত্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি সকলের নিকট প্রকাশবান্ নহি। মৎশক্তি যোগ-মায়াতে অনুপ্রবিষ্টতাবশতঃ মূঢ় জীব, অজ ও অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—পরমাত্মাই যে সর্ব্বশক্তির শক্তি, তিনিই পরমেশ্বরীরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী, এই বিজ্ঞানের কথাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইতেছে। শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ শক্তিমোহে সমাচ্ছন্ন সাধারণ জীব, অসঙ্গ ও অকর্ত্তা আত্মার প্রভবস্বরূপ এই ঈশ্বরত্ব না দেখিয়া, আপনাদিগকে কর্ত্তা ভাবিতে বাধ্য হয় ও এইরূপে পরমাত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া, আত্মার অজত্ব ও অব্যয়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া ওঠে না—শক্তিপ্রকাশরূপ বিষয়েই বিমূঢ় থাকে। পরমেশ্বরীশক্তিজাত বিষয়েতে বিমূঢ় হইয়া, তাহারই তরঙ্গে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, সে শক্তিকে মূলতঃ আত্মপ্রভবজাত শক্তি বলিয়া না চিনিয়া, পরমাত্মারই শক্তিলীলা বলিয়া না বুঝিয়া, ঐশ্বর জ্ঞানের সন্ধান পায় না এবং সেই জন্য একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, এ বিশ্ব যে ভগবানেরই বিশ্বরূপ, গীতার ভাষায় "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"—বাসুদেবই যে সব, এ ব্রহ্মজ্ঞানে সমারূঢ় হইতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ জীব মূঢ় জীব নামে অভিহিত এবং এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মা সুদুর্লভ।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

কিমিয়ং যোগমায়াশক্তিঃ জীবেশ্বরয়োর্ম্মধ্যে তিরস্করিণীবদ্ব্যবস্থিতা—যয়া জীবঃ ঈশ্বরং নাভিজানাতি, ঈশ্বরোঽপি জীবং ন বেত্তি? নৈবমিত্যাহ বেদাহমিতি। হে অর্জ্জুন! অহং যোগেশ্বরঃ, সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি ত্রিকালবর্ত্তীনি সর্ব্বাণি ভূতানি সত্ত্বস্থাবরজঙ্গমরূপাণি বেদ জানামি। তু কিন্তু মাং কশ্চন ন বেদ জানাতি মদতিরিক্তস্য বেত্তুরভাবাৎ। সর্ব্বভূতেষু আত্মরূপেণ অহমেব বেত্তা, মদন্যঃ কোঽপি বেত্তা নাস্তীতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি সম্যক্‌রূপে সমস্ত অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূতবর্গকে জানি। হে অর্জ্জুন, আমাকে কিন্তু কেহ জানে না।

যৌগিক অর্থ।—এই যোগমায়া-শক্তি জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে অন্তরালবৎ অবস্থিতা হইয়া, উভয়কে উভয়ের দর্শন-বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন কি? জীব পরমাত্মাকে জানে না, পরমাত্মাও কি জীবকে জানেন না? অনির্ব্বচনীয় সপ্রকাশ পরমাত্মা শুধু কি আত্মানন্দে বিভোর হইয়া, নির্ম্মম উদাসীন সর্ব্বভাবাতীতরূপে অবস্থান করিয়া, জীবময় ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত হইয়া অবস্থান করেন? যোগমায়া কি এমন এক অভেদ্য অন্ধকারময় অন্তরাল, যাহা ভেদ করিয়া জীব দেখে না ভগবান্‌কে, ভগবান্ দেখেন না জীবকে? সে মায়ার এক দিকে জীবের আর্ত্তনাদ, আর এক দিকে আত্মানন্দে বিভোর পরমাত্মা? কেহ কাহাকেও দেখে না—জানে না—পায় না? ভগবদ্‌জ্ঞানশূন্য

অন্ধ জীবের চক্ষে যাহা ভ্রান্তিবিলাসময়ী, মিথ্যাজাল-রচনাশীলা, মরীচিকাপ্রসূরূপে প্রতিফলিত হয়, প্রকৃত পক্ষে সে মায়া যোগমায়া, প্রকৃত পক্ষে সে মায়া আত্মপ্রভবস্বরূপা পরমেশ্বরী, প্রকৃত পক্ষে সে মায়া "মা"এর মত স্বীয় ভূমা বুকে জীবাত্মাকে যুক্ত করিয়া রাখে, আত্মবোধসম্পন্ন করিয়া রাখে, সে মায়া আত্মবোধময়ী, সে মায়া ভুক্তিমুক্তিদায়িনী ঈশ্বরী। সে মায়া আত্মার অসঙ্গত্ব ও সসঙ্গত্ব রচনা করিয়া, আত্মপ্রীতিময় বিশ্বমেখলা রচিত করিয়া, অভোক্তা আত্মাকে করে ভোগময়, আবার ভোগময় করিয়াও রাখে তাহাকে অভোক্তা করিয়া। এই উভয় বিপরীত ধর্ম্ম একত্রে সংযোজিত করিয়া রাখার যে পরমাত্মার অপূর্ব্ব শক্তি, তিনিই যোগেশ্বরী, আত্মপ্রভবরূপা যোগমায়া। শক্তিমূর্ত্তি-গ্রহণে বিপরীত দ্বন্দ্বময়ীরূপে প্রকটিতা হইয়া, অটুটভাবে বিপরীতদ্বয়কে যুক্ত করিয়া রাখিয়া, তাঁহার আত্মপ্রভব যোগমায়া নামের সার্থকতা প্রকাশ করেন। ইহাঁকে মূলতঃ আত্মশক্তি বা ভাগবতী শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেই, ইহাঁকে পরমেশ্বরী মা বলিয়া ডাকিলেই এ যোগদায়িনী মূর্ত্তি দেখা যায়। আর না জানিলেই বা আত্মবোধরূপা বলিয়া না দেখিলেই জীবের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়—মিথ্যা, ভ্রান্তি, কুহক-কুজ্ঝটিকা-রূপে। আত্মার অনিমেষ দৃষ্টিই যোগমায়া নামে অভিহিতা। এই দৃষ্টির প্রভাবে তিনি পরমেশ্বর, এই দৃষ্টির প্রভাবে তিনি ধর্ত্তা, পাতা, মোক্ষদাতা, এই দৃষ্টির প্রভাবেই তিনি বহু হইয়াও এক এবং এক হইয়াও বহু। তাই ভগবান্ বলিতেছেন,—মদস্তিত্ব-স্বীকার-শূন্য মূঢ় জীব আমাকে দেখিতে না পাইলেও আমি কিন্তু ত্রিকালের সাক্ষী, বেত্তা, দ্রষ্টা। ত্রিকালে যেখানে যাহা রচিত হয়, মহাকালরূপে প্রকটিত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ময় কলনক্রিয়ার যে আবর্ত্তন, উহা আমারই শক্তি, আমারই প্রকাশ, আমারই মহিমার লীলাভঙ্গিমা। আমি সমস্তই জানি, আমাকে কেহ জানে না—জ্ঞাতারূপে আমিই সমস্ত জ্ঞেয়রূপ ভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত। "বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ"—এই অপৌরুষেয় বাণী সর্ব্বত্র আমারই জ্ঞাতৃত্ব ঘোষণা করিয়াছে। অগ্নি যেমন স্বীয় দাহিকা শক্তিতে দগ্ধীভূত হয় না, আমিও তেমনই আমার শক্তিতে সমাচ্ছাদিত হই না। শক্তিপ্রকাশে কলনময় হইয়াও আমি অব্যয়রূপে সমস্ত কলনের অন্তরে বিরাজ করি। দ্বন্দ্ব রচনা করিয়াও সেই দ্বন্দ্বের মাঝে দ্বন্দ্বহীন হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকি। তাই আমি সমস্তের বেত্তা, আমার বেত্তা কেহ নাই।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ২৭

জীবানাং মোহকারণমাহ ইচ্ছেতি। হে পরন্তপ ভারত! ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন—ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছাদ্বেষৌ, তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতি ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থঃ, তেন ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন, দ্বন্দ্বমোহেন—দ্বন্দ্বাত্মিকা অশেষশক্তিলীলা, তস্যাং মোহঃ ইচ্ছাদ্বেষময়োঽভিনিবেশঃ, তেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্ব্বভূতানি সর্গে সংসরণময়ে জন্মপ্রবাহে সম্মোহং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভারত! ইচ্ছাদ্বেষজাত দ্বন্দ্বমোহে সাধারণ ভূতসকল জন্মপ্রবাহে বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—দ্বন্দ্ব হইতে ইচ্ছাদ্বেষ, ইচ্ছাদ্বেষ হইতে মোহ। দ্বন্দ্বময় এ সৃষ্টি, শক্তিপ্রকাশ মানেই দ্বন্দ্বপ্রকাশ। কেন্দ্রে অবস্থান ও কেন্দ্র হইতে ক্রিয়াশীল হইয়া বহির্ভূত হইবার বেগ, এই দুই প্রকার মূল বিপরীত প্রবৃত্তির বৈষম্যে যে প্রবাহ রচিত হয়, তাহার নাম শক্তিপ্রকাশ। কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট থাকিয়াই কেন্দ্র হইতে ব্যাপ্তি গ্রহণ করে, ইহাই শক্তিতত্ত্বের নিয়ম। সুতরাং শক্তিময় এ বিশ্বপ্রকাশ দ্বন্দ্বময়। পরমাত্ম-শক্তি স্বরূপে অবস্থান করিয়াই সর্ব্বত্র বহু আত্মরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। এই জন্য ঋষি "তদেজতি তন্নৈজতি...." "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"—এই ভাবে পরমাত্মার বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রকাশপদবাচ্য যাহা কিছু, তাহাই উভয়মুখী গতি বা শক্তির পরিচায়ক। যেখানে প্রকাশক্রিয়াটি লক্ষিত হয়, সেইখানেই বুঝিতে হয়, উভয়মুখী ক্রিয়া তদভ্যন্তরে রহিয়াছে। কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা প্রতিরোধ না পাইলে বহিরভিমুখে গতি বলবতী হয় না। প্রতি ক্রিয়া, প্রতি চাঞ্চল্য, প্রতি স্পন্দন, তাহা জড় পদার্থেরই হউক, আর জ্ঞানেরই হউক, উভয় বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বময়। এই জন্য এ বিশ্ব দ্বন্দ্বময়। দ্বন্দ্ব অর্থে দুই একত্রে থাকা এবং দ্বন্দ্ব অর্থে কলহ বা দুইয়ের স্ব স্ব প্রাধান্য প্রকাশ করা। একত্রে দুই আছে এবং সেই দুইই একান্ত স্ব-স্ব-প্রধান ভাবে অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবে বিরাজ করিতেছে, ইহাই দ্বন্দ্ব। আলো অন্ধকার, চেতন অচেতন, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ, সৃষ্টি প্রলয়, এই সকল দ্বন্দ্ব। এইরূপ দ্বন্দ্বময় এ সংসার; সেই জন্য ইচ্ছা-দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব লইয়া জীব সংসারে বিচরণ করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছা-দ্বেষময় দ্বন্দ্ব হইতে যে মোহ জাত হয়, তাহার নাম ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থ দ্বন্দ্বমোহ। এই মোহই মূঢ়তা। জীবের গতাগতি পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করে এই মোহের উপর। কোন বস্তুতে বা কোন অবস্থাতে ইচ্ছাময় বা দ্বেষময় থাকিলেই বুঝিতে হইবে, সে তাহাতে মোহগ্রস্ত। সুতরাং সেই মোহবশতঃ তাহাকে পুনরায় সেই বস্তু বা অবস্থার সংসর্গে আসিতে হইবে। ইহাই জীবের পুনর্জ্জন্মের সাক্ষাৎ কারণ। যে দ্বন্দ্বের মাঝে একত্বটি দেখিয়া—একেরই উভয়বিধ প্রকাশ দেখিয়া, দ্বন্দ্বের মোহ পরিহার করিয়া, সেই একত্বে আপনাকে সংন্যস্ত রাখিতে প্রয়াসী হয়, সেই পুণ্যকর্ম্মা; সেই এই মোহের কবল হইতে পরিত্রাণ পায়। আর যাহারা ইচ্ছাদ্বেষজাত মোহে আবর্ত্তিত থাকে, তাহারাই পাপকর্ম্মা। পরের শ্লোকে এই কথাটি ভাল করিয়া বলা হইয়াছে।

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ জনা মম ভজনে সমর্থা ভবন্তীত্যাহ যেষামিতি। পুণ্যকর্ম্মণাং দ্বন্দ্বস্য বৈপরীত্যম্ উপেক্ষ্য তন্মূলতত্ত্বে দ্বন্দ্বীভূতভাবগ্রাহিণাং যেষাং জনানাং পাপং

দ্বন্দ্বমোহরূপং অন্তগতং বিনষ্টং, দৃঢ়ব্রতা একনিষ্ঠাঃ তে এবম্প্রকারেণ দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে সকল পুণ্যকর্ম্মা লোকের পাপাচার বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্ত পুরুষরা একনিষ্ঠ হইয়া আমায় ভজনা করে।

যৌগিক অর্থ।—সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, জ্ঞান অজ্ঞান, ইচ্ছা দ্বেষ, এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনটি জিনিষ পরিলক্ষিত হয় ; এক—তাহাদিগের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব. দ্বিতীয়—তাহাদিগের সংযুক্ত ভাবে সংস্থান, তৃতীয়—তাহাদিগের মৌলিক একত্ব। সাধারণ জীব প্রধানতঃ বিরুদ্ধ ভাবটিই অবলম্বন করিয়া কু ও সু অথবা তৃষ্ণা ও বিতৃষ্ণাময় হইয়া সেগুলিকে গ্রহণ করে, ভোগ করে, তাহাতে মুহ্যমান থাকে। আলো ভালবাসিলেই অন্ধকারে একটা বিতৃষ্ণা আসে ; আলোক অন্ধকার যে পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে স্ফুটতর করে, এটিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে না, এবং লক্ষ্য করিলেও উভয়কে যথাযোগ্য ভাবে সমাদরের চক্ষে দেখে না, অথবা উভয়ই মূলতঃ যে তত্ত্বের প্রকাশ, যে শক্তির বিরুদ্ধ বিলাস-ভঙ্গিমা, সেই মূল বা তত্ত্ব বা শক্তিকে অবলম্বন করিয়া, তদনুসরণে ব্যবহারশীল হয় না, ঐ ইচ্ছা ও দ্বেষ বা বিরুদ্ধ ভাবেই ব্যবহারশীল থাকে ; ইহাই পাপাচার। ভগবান্ বলিতেছেন, এইরূপ পাপাচার যাহাদিগের অপগত হইয়াছে, তাহারাই পুণ্যকর্ম্মা, অর্থাৎ তাহারা বিষয়ের বাহ্য মূর্ত্তিতে বিমূঢ় না হইয়া, তাহার মূলের দিকে লক্ষ্য করিয়া জগতে ব্যবহারশীল থাকিতে সমর্থ হয়। প্রতি বোধের অন্তরে যে জ্ঞানময় মূর্ত্তি এবং প্রতি জ্ঞানপ্রকাশের অন্তরে যে আত্মমূর্ত্তি বিরাজিত, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জগদ্ব্যবহারে বিচরণশীল থাকিলেই বস্তুতঃ পুণ্যাচারী হওয়া হয়, এবং এইরূপ পুণ্যাচারী হওয়ার অর্থ ই দ্বন্দ্বমোহ-বিনির্ম্মুক্ত হওয়া। "অন্তগতপাপ, পুণ্যকর্ম্মা, দ্বন্দ্বমোহ-নির্ম্মুক্ত"—এই তিনটী কথারই সমানাধিকরণ বুঝিতে হইবে। এইরূপ মোহমুক্ত পুরুষ আমাকে পাইবার জন্য একনিষ্ঠভাবে সচেষ্ট থাকে। সর্ব্বত্র সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, কু সু, সমস্তের মধ্যে একমাত্র আমাকেই অন্বেষণ করে, সমস্তকে আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রকাশ বলিয়া দেখিয়া, আদরে সর্ব্বত্র আমাকে বরণ করিয়া লয়।

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯

দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তানাং বিষয়কামনা স্বত এবাপগতা ভবতি। তে কথং ভজন্তে, ভজনয়া কিঞ্চ লভন্তে, তদাহ জরেতি। জীর্য্যতি চ ম্রিয়তে চ, তয়োর্ভাবাবিতি জরামরণে, তাভ্যাং মোক্ষঃ জরামরণমোক্ষঃ, তস্মৈ জরামরণমোক্ষায়, মাম্ পরমাত্মানম্ আশ্রিত্য যে যতন্তি যত্নং কুর্ব্বন্তি, তে যৎ ব্রহ্ম, তদ্বিদুঃ, কৃৎস্নং সমগ্রম্ অধ্যাত্মম্, প্রত্যগাত্মতত্ত্বম্ বিদুঃ, অখিলং কর্ম্ম চ আত্মশক্তিপ্রকাশরূপং বিদুঃ। জরামরণমোক্ষায় যত্নশীলঃ পুরুষঃ যৎ জ্ঞানং লভতে, প্রয়াণে সমুপলব্ধং সৎ তদেব তস্য মোক্ষকারণম্ ভবতি। এতদধ্যায়ান্তে

সাধিভূতাদিপ্রকারেণ তদেব স্ফুটীকৃতম্। অতোঽত্র ব্রহ্ম, অধ্যাত্মং, কর্ম্ম চোত শব্দত্রয়েণ তেষাং ভূমিঃ পরিলক্ষিতেতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—জরা মরণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা চেষ্টাশীল হয়, তাহারা আমার ব্রহ্মতত্ত্ব, আমার প্রত্যগাত্মতত্ত্ব ও আত্ম-শক্তিপ্রকাশরূপ সমস্ত কর্ম্ম বা বিশ্বতত্ত্ব অবগত হয়।

যৌগিক অর্থ।—বাসুদেবই সমস্ত, ইহাই মূল ব্রহ্মবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে অধিরূঢ় হইলেই জীব কৃতকৃতার্থ হয়, ইহার অধিক আর বিজ্ঞান নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞানে আরূঢ় হইতে পারা অতীব সৌভাগ্যের ফল। যিনি পারেন, তিনি দুর্ল্ভ পুরুষ। এই বিজ্ঞানযোগ নামক অধ্যায়টীতে আত্মতত্ত্বের এই বাসুদেবত্ব বা সমগ্র বিশ্বের সমগ্র শক্তির আশ্রয়ত্ব অর্থাৎ পরমেশ্বরত্ব দেখাইতে গিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কেন আত্মাকে এরূপ বাসুদেব বলিয়া দেখা সুদুর্ল্ভ, সে কথাটী পূর্ব্বের কয়েকটী শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। কামোপহতচিত্ত সাধারণ পুরুষ তাঁহার ধারণা করিতে অগ্রসর হইলেই প্রায়শই অন্য একজন, দ্বিতীয় একজন, এই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বসে। অথবা পরমেশ্বরই আমার আত্মা, এইটী ধারণা করিতে গিয়া প্রায়শই জীবত্বের মোহে বিমূঢ় পুরুষ এই আমার আত্মত্ব বা আমিই পরমেশ্বর, এই ভাবটিতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। আগে পরমাত্মার পরম সত্তায় আস্তিক্যবোধসম্পন্ন হইয়া, তবে সেই পরমাত্মাই আমার আত্মা, সুতরাং আমিও তাই বা তাঁহারই প্রকাশ, এইরূপ সংযত সুবৈজ্ঞানিক ধারায় জ্ঞানপ্রকাশ না হইয়া, সাধারণ জীব হয় তাঁহাকে করিয়া বসে আমা হইতে একান্ত অন্য একজন, না হয় মাত্র প্রত্যগাত্মভাবটির আভাস লইয়াই, অজ্ঞাতসারে আপনার জীবত্বটিকে পূর্ণমাত্রায় ছাড়িতে সক্ষম না হইয়াই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবে ধারণা করিতে গিয়া, ব্রহ্মরাক্ষসত্বে উপনীত হইয়া পড়ে। এই জন্য 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্' এ জ্ঞান যথাযথ ধারণা করিতে পারে, এমন পুরুষ দুর্ল্ভ, ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। এরূপ জ্ঞানবিপর্য্যয়ের কারণ বলিয়াছেন কামনা। কামনার দ্বারা চিত্ত এত আচ্ছাদিত থাকে যে, ভগবদ্ধারণা করিতে গিয়া আপনার কামসঙ্কীর্ণ চিত্তের আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। সেই জন্য জীবভাবীয় আপনার ভাবাভাব অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিয়া, জীবত্বের গণ্ডীর মধ্যেই সাধককে ধরিয়া রাখে; সাধক নিজেই তখন বুঝিয়া উঠিতে পারে না, প্রকৃত চিত্তভূমির কোন্ অংশে সে তখন অবস্থান করিতেছে। ব্যক্ত বিষয়গুলিই কাম্য; ব্যক্ত বিষয় প্রাপ্তিতেই জীব অভ্যস্ত; ব্যক্ত বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট জীব ব্যক্ততাতেই বিমূঢ়। সুতরাং ব্যক্ততার মূলে যে অব্যক্ত পরম আত্মস্বরূপে তিনি অবস্থান করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে উপদেশাদি সঞ্চয় করিয়াও কার্য্যতঃ তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিতে পারে না। ব্যক্ত বিষয় লইয়া মত্ত থাকায়, ব্যক্ত দ্বন্দ্বময় বিষয়ের কোথাও ইচ্ছা, কোথাও দ্বেষ জাগ্রত থাকে বলিয়া জ্ঞানকে এক সমভূমিতে

উন্নীত রাখিতে সমর্থ হয় না। সর্ব্বপ্রকাশের জ্ঞাতা একমাত্র অন্তর্য্যামী আত্মা, ইহা না দেখিয়া, এই জীব আমিই জ্ঞাতা, আমার মূলে আর কাহাকেও দেখিতেছি না, এই ভাবে বিমূঢ় হইয়া বিষয়াশ্রয়ীই থাকে, আত্মাশ্রয়ী হইতে পারে না। আত্মাশ্রয়িরূপে আপনাকে বোধ করিতে হইলে এই জন্য বিষয়াশ্রয়ী ভাবটির বিনাশ আবশ্যক। কাজেই বিষয়াশ্রয়ী পুরুষ যদি মোহের কবল হইতে উদ্ধার পাইতে চাহে, তবে আত্মাশ্রয়ী হইতে হইবে; নতুবা ব্যক্ত বিষয়মোহে রচিত জীবত্বটি আত্মাকে ব্রহ্মতত্ত্বে উন্নীত হইতে দিবে না। ব্যক্ততায় মূঢ় পুরুষ আত্মাকে ভগবান্ বলিতে গিয়াও ব্যক্ত জীবত্বটীকেই ভগবান্ বলিয়া ফেলিবে অথবা একান্ত অন্য একজন বলিয়া ভগবান্‌কে ধারণা করিতে বাধ্য হইবে। বিষয় জরামরণময় বলিয়া বিষয়-বিমূঢ় জীবও জরামরণময়। জরামরণভীতি জীবের অস্থিমজ্জাগত। দ্বন্দ্বময় বিষয়ের তলে তলে একত্ব বা আত্মত্ব দর্শন করিয়া, জীব বিষয়কে ভগবৎময় করিয়া ভোগ করিতে পারে এবং বিষয়-সংস্পর্শে তাহার ভগবৎ-সংস্পর্শ ই সূচিত হয়; সুতরাং বিমূঢ়তারূপ পাপাচার তাহার অন্তগত হয়। তখন বিষয়কামনা তাহার অন্তরে নির্জীব হইয়া পড়ে, বিষয়-সংস্পর্শ-জাত জরামরণভীতি অন্তরে প্রগাঢ় ভাবে পরিস্ফুট হয়। এত দিন বিষয়মোহে বিষয়ের বিষত্ব লক্ষ্যে পড়িত না; এখন আত্মসংস্পর্শে বিষয়ের বিরুদ্ধার্থক দ্বন্দ্ব অবসান হইয়া, একীভূতার্থক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়া, অজর অমর আত্মাকে সুপ্রকাশ করিয়া তুলিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অজর অমর আত্মালোকে শশাঙ্কে কলঙ্কের মত জরামরণময়ত্ব বিশেষ ভাবে লক্ষীভূত হয়; সুতরাং তখন সকল কামনা তুচ্ছ করিয়া, কেমন করিয়া জরামরণত্ব বিদূরিত করিয়া আত্মসত্তার অমৃতসাগরে নিমগ্ন থাকিবে, তাহাই তাহার একমাত্র প্রচেষ্টা হইয়া পড়ে। শুধু জিজীবিষা, শুধু আত্মজ্ঞানে সম্বুদ্ধ হইয়া নিত্য-জীবনের সাক্ষাৎকার, ইহাই হয় তাহার প্রাণের তৃষা, ইহাই হয় তাহার সাধনা।

সে সাধনার ফল কি? সে সাধনার ফল—আত্মার ব্রহ্মত্ব, আত্মার প্রত্যগাত্মত্ব, আত্মার আত্মপ্রকাশরূপ অখিল কর্ম্মবিজ্ঞান উপলব্ধি করা। ব্রহ্মত্ব, প্রত্যগাত্মত্ব ও কর্ম্ম, এই তিন শব্দের দ্বারা ভগবান্ এখানে আত্মার সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞ ও সাধিভূত ভাবত্রয়কে লক্ষ্য করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। কেন না, জরামরণ হইতে মুক্তি পাইতে যত্নশীল হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিবে, প্রয়াণকালে সেই জ্ঞানই সমুজ্জ্বল থাকিয়া অবশ্য তাহাকে মোক্ষ দিবে, নতুবা মরণনিবৃত্তি অন্বেষী পুরুষের ওই বিশিষ্ট জ্ঞান লাভের কথা ভগবান্ বলিতেন না। প্রয়াণকালে সেই মোক্ষকামী জীবের হৃদয়ে ভগবান্ যে জ্ঞান-প্রদীপ্ত মূর্ত্তিতে দীপ্তি পাইতে থাকিবেন, সেই জ্ঞানকে পরবর্ত্তী শ্লোকে সাধিভূতাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, ইত্যাদি শব্দে এই শ্লোকে যাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই যে সাধিদৈবাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সুনিশ্চিত। আমি বলিয়াছি—আত্মপ্রকাশই কর্ম্ম। আপনাকে বহু করিয়া,

স্বশক্তি-রচিত আয়তনে আয়তনে প্রতিষ্ঠা করা, আপনাকে তাহাদিগের করিয়া দেওয়া, আপনাকে তাহাদিগের অন্তরে বিলাইয়া দেওয়া—তোমরা যেমন করিয়া আত্মীয়তাবোধে পরিপ্লুত হইয়া আপনাকে স্ত্রীপুত্রের কাছে বিলাইয়া দাও, তেমনই—অথচ তদপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক ভালবাসায়, আত্মবোধে আত্মাকে তাহাদের করিয়া দেওয়া, ইহাই তাঁহার বহু হওয়া। ওরে, তোরা যেমন করিয়া তোদের স্ত্রীপুত্রকে আত্মীয়তার আতিশয্যে তোরই সর্ব্বস্ব বলিয়া আপনাকে তাহাদের তৃপ্তির জন্য বিলাইয়া দিস, তিনিও তেমনই করিয়া সত্যের আত্মদানময় এ বহু জীবপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-রচনারূপ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। বিলাইয়া দেন—আত্মভাব নয়—আত্মাকে, আপনাকে ঢালিয়া দেন আপনার শক্তিপ্রকাশের বুকে বুকে। আবার তোরা যেমন করিয়া সমগ্র হৃদয় দিয়া তোদের স্ত্রীপুত্রকে বক্ষে ধারণ করিস, তেমনই করিয়া সমগ্র আত্মা দিয়া তিনি তাঁহার নিজের বুকে তোদের সংহরণ করেন প্রয়াণে! ইহাই অজ্ঞ জীবের চক্ষে প্রতিফলিত হয় সৃষ্টি ও লয়, জন্ম ও মৃত্যুর আকারে। এ বিশ্বকর্ম্ম আত্মময়, আত্মদানময়, আত্মগ্রহণময় আত্মকর্ম্ম। জরামরণ হইতে অব্যাহতি পাইতে যাহারা স্বীয় মূলে আত্মরূপে তাঁহাকে দেখিতে প্রয়াস পায়, তাহারা তাঁহার এই অধ্যাত্মে আত্মরূপে বুকে থাকা, অধিদৈবে বিরাট্ ব্রহ্মপুরুষরূপে অবস্থান ও অধিভূতে ওই আত্মদান এবং আত্মগ্রহণরূপ কর্ম্মমূর্ত্তি দেখিতে পায়। ক্রিয়া বলিতে, কর্ম্ম বলিতে, শক্তিবিলাস যেখানে যাহা কিছু, সমস্তই আত্মারই আত্মত্বের বা আত্মীয়তার স্পন্দন।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

এবম্ভূতা জ্ঞানবন্তঃ প্রয়াণকালেঽপি পরমাত্মানং ন বিস্মরন্তীত্যাহ সাধিভূতেতি। যে জনা মাং, অধিভূতেন অধিদৈবেন চ সহ বর্ত্তমানমিতি সাধিভূতাধিদৈবং, অধিযজ্ঞেন সহ বর্ত্তমানমিতি সাধিযজ্ঞঞ্চ বিদুর্জ্জানন্তি, যুক্তচেতসঃ ময়ি আত্মনি সমাহিতচিত্তাঃ তে জনাঃ প্রয়াণকালেঽপি দেহত্যাগসময়েঽপি চ মাং বিদুঃ উপলভন্তে। বস্তুতস্তু সাধিভূতাদিত্রিবিধপ্রকারেণ পরমাত্মোপলব্ধিরেব "বাসুদেবঃ সর্ব্ব"মিতি প্রতিপাদয়তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সাধিভূত, সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞরূপে যাহারা আমায় জানে, সেই যুক্তচেতা পুরুষরা দেহত্যাগসময়েও আমায় উপলব্ধি করে।

যৌগিক অর্থ।—সাধিভূত, সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ পুরুষের কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। পরমাত্মার এই ত্রিবিধ স্বরূপ জ্ঞাত হইলে দেহত্যাগের সময়েও তিনি ওই সকল লব্ধতত্ত্বজ্ঞান যুক্তচেতা পুরুষদিগের হৃদয়ে সমুদিত থাকেন। প্রয়াণকালে থাকার আবশ্যকতা কি, সে কথাও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাহারা প্রচেষ্টাশীল হয়, তাহারা পরমাত্মার ত্রিবিধ স্বরূপ জ্ঞাত হয় ও সে জ্ঞান এমন অবিচ্যুত ভাবে লাভ করে যে, মৃত্যুকালেও

তাহা হইতে বিভ্রষ্ট হয় না। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়াই প্রকৃত পক্ষে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই জ্ঞানে আরূঢ় হওয়া।

তবেই এই অধ্যায়ের সিদ্ধান্তস্বরূপ ইহাই পাওয়া গেল যে, প্রকৃত পক্ষে অধ্যাত্মক্ষেত্রে যিনি অন্তর্য্যামী আত্মারূপে অবস্থিত, তিনি বিশ্বেশ্বর, সমগ্র শক্তি তাঁহারই শক্তি, সমগ্র বিশ্বপ্রকাশ তাঁহারই বিশ্বরূপ; তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব, বিশ্বাশ্রয়। কামমোহিত সংকীর্ণচিত্ত পুরুষ তাঁহার এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সর্ব্বত্র তাহারা আত্মা হইতে ভিন্নদর্শী হয়। তাহার ফল মৃত্যুলাভ, পুনঃ পুনঃ মরণের কবলে গ্রসিত হওয়া। মরণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া যাহারা এই আত্মতত্ত্বে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাই তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সাধিভূত, সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ, এই ত্রিবিধ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়, মৃত্যুকালে তাহারা তাহাদের নিত্য উপাস্য সেই বাসুদেবকেই লাভ করে। ইহাই আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞান।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ব্রহ্মখণ্ড ।

এই অধ্যায়টীর নাম তারকব্রহ্মযোগ। অক্রম ধারায় অর্থাৎ যুগপৎ যিনি অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান কালাশ্রিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার দর্শন করেন, যাঁহার একই ক্ষণে অনন্ত কালপ্রবাহ রচিত ও প্রত্যক্ষীভূত হয়, তিনিই তারকব্রহ্ম। ইনিই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম নামে অভিহিত। অনন্ত ক্ষরপুরুষের মূলে অনুশাসকরূপে ইনিই অধিষ্ঠিত বলিয়া ইঁহার নাম অক্ষর। ভূতগ্রাম ইঁহারই বক্ষে পুনঃ পুনঃ জাত ও প্রলীন হয়। পরমাত্মতত্ত্বের মূল-পরমেশ্বরত্বই তারকব্রহ্ম বা অক্ষর নামে অভিহিত। পুরে পুরে ক্ষরভাবময় বহু জীব হইয়া এবং তাহার মূলে কূটস্থ অক্ষররূপে অবস্থান করিয়া ইনি বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এক দিকে ইনি ক্ষরভাবময় জীব, সেই ক্ষরণ-শক্তির উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া ইঁহার নাম অধিভূত পুরুষ। আবার সেই ক্ষর জীবরাশির আধারস্বরূপ জড় জগতের শক্তিকেন্দ্র সূর্য্যাদিরূপে ইনি অধিদৈব নামে খ্যাত অর্থাৎ ব্যষ্টি ক্ষরত্বে ইনি ব্যক্ত অধিভূত এবং সমষ্টি শক্তিপ্রকাশে ইনি ব্যক্ত অধিদৈব পুরুষ। কূটস্থ অর্থাৎ সমগ্র জীব ও জগৎরাশির কেন্দ্র অক্ষর পুরুষ এইরূপে ব্যক্ত জীব ও শক্তিময় ব্যক্ত বিশ্ববপু ঈশ্বরভাব গ্রহণ করিয়া বিরাজ করেন এবং অন্য দিকে অব্যক্ত অক্ষররূপেই অধিষ্ঠিত থাকেন।

আর যে পরম আত্মতত্ত্বের উপর এই ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্ব ব্যক্তাব্যক্ত ভাবে বিরাজ করে, এই জীবেশ্বরময় শক্তিলীলা বীজাকারে ও ব্যক্তাকারে যাঁহাকে উপাদানস্বরূপ অবলম্বন করিয়া গঠিত হয়, সেই জ্ঞানমাত্রস্বরূপ পুরুষোত্তমই ক্ষরে ও অক্ষরে অধিযজ্ঞ নামে অভিহিত।

এই অধ্যায়টীতে পরমাত্মার মহাকালার্ণবস্বরূপ শক্তিবিলাসে ক্ষর ভূতসকল কেমন করিয়া জাত ও প্রলীন হয় এবং কেমন করিয়াই বা ক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন ঐ অক্ষর পুরুষকে লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য অবসান প্রাপ্ত হয়, সেই বিজ্ঞান আলোচনা করা হইয়াছে। পরমাত্মার ঐশ্বর শক্তিত্বই এই অধ্যায়ের আলোচ্য এবং জীব স্বায় অন্তরে তাঁহার এই শক্তিধররূপে সংস্থিতি কেমন করিয়া লাভ করিতে পারে, পারিলে কেমন করিয়া সে অনাবৃত্তি লাভ করে এবং না পারিলে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হয়, সেই গতাগতির বিজ্ঞানই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যষ্টি জীবের

ক্ষরভাবে অধিভূত বা জীবত্বের ধর্ত্তারূপে ও তাহার সংস্কার-গ্রন্থিতে অক্ষর পুরুষরূপে ও তাহার ব্যক্ত শক্তিতে অধিদৈবরূপে ইনিই অবস্থিত। এই ক্ষরভাব হইতে ওই অক্ষর-ভাবে প্রবেশ করাই অনাবৃত্তি লাভ।

আর অক্ষর ও ক্ষর, উভয়ের অন্তরে অসঙ্গ পরমাত্মারূপে উভয়ের উপাদানস্বরূপ যিনি বর্ত্তমান, যিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য, যিনি ক্ষরের ও অক্ষরের হৃদয়ে অধিযজ্ঞ-রূপে প্রতিভাত, সেই পরমাত্মতত্ত্ব পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। এ অধ্যায়ে শুধু তাঁহার শক্তিময় রাজরাজেশ্বরত্ব ও তারকত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবের পরিত্রাণ। অক্ষর পুরুষ ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া, জীবকে ব্যক্ত করিয়া, তাহার অন্তরে ও বাহিরে অধিভূতাদি ভাবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাকে স্বীয় অক্ষরত্বে উন্নয়ন করিতে এ মহাশক্তি-ময় লীলা বিস্তার করেন—জীবপরিত্রাণই ইহার উদ্দেশ্য। সেই জন্য তাঁহার তারক-ব্রহ্মত্বই জীবের পক্ষে একান্ত স্মরণীয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

সপ্তমাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণ পরমাত্মনঃ সাধিভূতাদি ত্রিবিধং তত্ত্বম্ উক্তম্। তদেব বিস্তরেণ জ্ঞাতুম্ অর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি কিন্তদিতি। অর্জ্জুন উবাচ—হে পুরুষোত্তম! তদ্‌ব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মং কিম্? কর্ম্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? হে মধুসূদন! অত্র দেহে জ্ঞানকর্ম্মময়ো যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তত্র অধিযজ্ঞঃ কঃ? কথম্ অসৌ অধিযজ্ঞঃ পুরুষঃ অস্মিন্ দেহে মদন্যো মদ্রূপো বা স্থিতঃ? প্রয়াণকালে দেহত্যাগসময়ে চ নিয়তাত্মভিঃ আত্মসমাহিতৈঃ পুরুষৈঃ, ত্বং কথং কেন প্রকারেণ জ্ঞেয়ঃ অসি?

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম কি? ত্বৎকথিত অধিভূতই বা কি এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে? হে মধুসূদন! এই দেহে কে অধিযজ্ঞ এবং কেন তাঁহাকে অধিযজ্ঞ বলে? সমাহিত-চিত্ত যোগীদিগের দেহত্যাগকালে কি প্রকারে তুমি জ্ঞেয়?

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ে সাধিভূত, সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞ, তাঁহার এই ত্রিমূর্ত্তির কথা অবতারণা করিয়াছেন। জরামরণের কবল হইতে পরিত্রাণের জন্য যাহারা আত্মাবলম্বনে যত্নশীল হয়, তাহারা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও অখিল কর্ম্ম, এই সমস্ত জ্ঞাত হয় এবং সেই অখিল কর্ম্মাকারীয় ভূতক্ষেত্র, নিজবোধময় যজ্ঞক্ষেত্র এবং সর্ব্বশক্তিপ্রকাশময় সগুণ ব্রহ্মক্ষেত্র, সর্ব্বত্র আমাকেই অধিষ্ঠিত দেখে অর্থাৎ সাধিভূত, সাধিদৈব ও সাধিযজ্ঞরূপে আমাকেই বিজ্ঞাত হয়। সেই মদ্‌যুক্তচেতা পুরুষরা প্রয়াণকালে আমাকেই উপলব্ধি করিতে থাকে। ভগবান্ আপনার এই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতারূপ ত্রিমূর্ত্তির কথা অবতারণা করায় অর্জ্জুন বিশদভাবে জানিবার জন্য সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। শ্রুতি বলেন,—"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা,

ব্রহ্ম এই ত্রিবিধরূপেই বিজ্ঞেয়। এই ত্রিবিধরূপে তাঁহাকেই জ্ঞাত হইলে জীব প্রয়াণকালে যে তাঁহাকেই জানিবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না, সৃষ্টি প্রধানতঃ এই তিন স্তরে বিভক্ত,—ভূত বা শক্তিক্রিয়ারচিত ভোগ্য ভূমি, ভোক্তা বা সুখ-দুঃখ-ভোগাদি-মণ্ডিত আত্মপ্রত্যয়প্রধান ভোক্তৃভূমি এবং এই ভোগ্য ও ভোক্তার নিয়ন্তা, প্রেরয়িতা বা অন্তর্য্যামিরূপ ঈশ্বরভূমি। এই তিন স্তরে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত দেখার অর্থ ই সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখা। ভগবান্ জীবের প্রভব ও প্রলয়ের আশ্রয়, মৃত্যুতে জীব তাঁহাতেই প্রলীন হয়; সুতরাং এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষ দেহত্যাগকালে যাঁহাতে প্রলীন হইতেছে, তাঁহাকে অবশ্যই দেখিতে পাইবে। এবং তাঁহাকে প্রয়াণকালে দেখার অর্থ ই পরিত্রাণ বা মোক্ষ লাভ করা। যে জ্ঞানের সাহায্যে এইরূপে জন্ম-মরণ হইতে ত্রাণ লাভ করা যায়, সে জ্ঞানে যোগস্থ হওয়া যে তারকব্রহ্ম যোগ, ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। পরমাত্মাই যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, সুতরাং তিনিই বাসুদেব, এই বিজ্ঞানটী সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া, এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে তাঁহার সেই সর্ব্বস্বরূপ শক্তিময় অব্যক্ত ব্রহ্মভাবটীকে সাধকের হৃদয়ে প্রকটিত করিয়া, কার্য্যতঃ সাধক তাঁহাতে কেমন করিয়া চিরদিনের জন্য প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে এবং কেমন করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে অহরহ সৃষ্ট ও প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাই বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই ত্রিবিধ ভাবময় ব্রহ্মতত্ত্ব সুগম ও সুস্পষ্ট করিবার জন্য অর্জ্জুনের এ প্রশ্ন অতীব সমীচীন।

অর্জ্জুন এই প্রশ্নটী করিবার সময় ভগবান্‌কে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বিনাশ বা ক্ষরণভাবাত্মক জীব ও ক্ষরণহীন ভাবাত্মক, নিশ্চল, সর্ব্বভূতের গূঢ় বিধর্ত্তা, চরাচর সমষ্টির ভোক্তা, বিশ্ববীজ, বিশ্বপ্রকাশক, সর্ব্বশক্তিমান্ সগুণ ব্রহ্ম বা অক্ষর, এই উভয় প্রকার পুরুষ হইতে একান্ত বিলক্ষণ, সর্ব্বভাবাতীত, অনির্ব্বচনীয় পরম তত্ত্বই পুরুষোত্তম। ইনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং পরমাত্মা নামে খ্যাত। বিশুদ্ধ পরমাত্মস্বরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া অর্জ্জুনের এখানে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিবার কারণ, একমাত্র তিনিই সর্ব্বপুরুষরূপে যে বিরাজিত, এ জ্ঞান অর্জ্জুনের স্বতঃসিদ্ধ। বহুরূপে অধিষ্ঠিত সেই পরমপুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিময় সংস্থিতির কথা হইতেছে, অর্জ্জুনের এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানেরই বিজৃম্ভণ এ সম্বোধন।

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকৃতপ্রশ্নসপ্তকস্য প্রতিবচনমবতারয়তি অক্ষরমিত্যাদিনা। পরমং জীবাদন্যৎ যৎ অক্ষরম্ অবিনাশি বিশ্বকারণং, তৎ ব্রহ্ম। "তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ, আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ, এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেষু সগুণব্রহ্মৈবাক্ষরমিত্যবগম্যতে।

অক্ষরঃ সন্নপি জীবঃ আত্মানং ক্ষরমিব পশ্যতি, ক্ষরদপি ব্রহ্ম আত্মানমক্ষরং পশ্যতাত্যুভয়োর্বিবশেষঃ। স্বভাবঃ স্বয়মিত্যাকারো ভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে। ভূতঃ পরিণত ইত্যাকারো ভাবঃ ভূতভাবঃ, তস্য উদ্ভবম্ উৎপত্তিং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ অক্ষরব্রহ্মণো নির্গতিঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি পরম অক্ষরভাবে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। অথবা পরমাত্মস্বরূপ পরমব্রহ্ম যেখানে অক্ষররূপে প্রতিভাত, তিনিই অক্ষরপুরুষ। "স্বয়ং" বা "নিজে" এই ভাবকে অধ্যাত্ম বলে এবং "হইয়া গিয়াছে" এতদাকারীয় ভাবের জনকরূপ যে বাহ্য গতি, উহাই কর্ম্মশব্দে অভিহিত।

যৌগিক অর্থ।—পরম অক্ষর যিনি, তিনি ব্রহ্ম। নিরতিশয় ভাবে অক্ষরত্ব প্রকটিত থাকাটিই যেখানে ব্রহ্মত্বের লক্ষণরূপে প্রকটিত, সেই ভাবটির কথা বলা হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন,—যিনি স্বরূপে থাকিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা গতিশীল, যিনি স্থির থাকিয়াই গতিশীল, যিনি শায়িত থাকিয়াই সর্ব্বত্র সঞ্চারা, তিনি ব্রহ্ম। এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্রসূর্য্যাদি বিধৃত রহিয়াছে, অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে এইরূপ বলা হইয়াছে। এই গীতাতেই অন্যত্র বলা হইয়াছে,—ভূতসকল ক্ষর পুরুষ এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষর। সুতরাং পরম অক্ষরত্ব যাঁহার লক্ষণ, তিনিই ব্রহ্ম, এ কথা বলায় সর্ব্বভূতবীজস্বরূপ ব্রহ্মের সগুণ ভাবটি লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। জীবসকল ক্ষর পুরুষ। তাহারা ক্ষরণশীল, ক্ষয়শীল, গতিশীল বলিয়া আপনাদিগকে অনুভব করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা ক্ষর নয়। ক্ষর না হইয়াও ক্ষররূপে আপনাকে দেখাই জীবধর্ম্ম; আবার জীবাত্মারূপে আপনাকে ক্ষরিত করিয়াও, বিশ্বপ্রকাশ-শক্তিরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াও অনন্ত বিশ্বের ধর্ত্তা আপনাকে অক্ষর বলিয়াই জানেন। বিশ্বমূর্ত্তিগ্রহণে তাঁহার সে অক্ষরত্বের বিচ্যুতি হয় না। জীবে ও ঈশ্বরে এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করিয়া পরম অক্ষর বলা হইল। তিনি থাকেন অক্ষর এবং বিজ্ঞাত হন অক্ষরত্ব। জীব অক্ষর থাকিলেও ক্ষরত্বই বিশেষ ভাবে বোধ করে। অক্ষর পুরুষই পরমব্রহ্ম, এ কথা বলা হইল না। পরমাত্মার পরম অক্ষরবোধময় প্রত্যক্ষ বিশ্বশাসকরূপ ভাবটি অক্ষরব্রহ্ম। পরমব্রহ্ম বলিতে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মার মূল ঈশানত্ব বুঝায়। অনির্ব্বচনীয় —যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয় হইতে বিলক্ষণ—"বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ"—তিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরেরও অতীত, এই জন্য পুরুষোত্তম বলিয়া সেই পরমাত্মা অভিহিত হন। যিনি পরমাত্মা পুরুষোত্তম, তিনি মূল পরমেশ্বর। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বভূতবিধর্ত্তা, সর্ব্বভূতে কূটস্থ অক্ষররূপে অবস্থানটি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়, সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের সর্ব্বভূতপ্রশাসকত্ব ভাবটিকে অক্ষর বা সগুণব্রহ্মরূপে গ্রহণ করা হয়। সগুণব্রহ্ম বলিতে উভয়ালিঙ্গাত্মক ব্রহ্ম বুঝিতে হয়; সগুণের মধ্যেও যিনি নিজ নির্গুণত্ব দর্শন করেন—সগুণত্ব নির্গুণত্ব,

উভয়বিধ ব্রহ্মপ্রকাশ যাঁহাতে সুস্পষ্ট, সেই সংস্থানটিই সগুণব্রহ্ম নামে অভিহিত। পুরুষোত্তম বা মূল পরমেশ্বরে কোন লিঙ্গ নাই; সগুণ নির্গুণ, কোন আখ্যায় তিনি আখ্যাত হন না। একেরই বিভিন্ন প্রকাশস্তর লক্ষ্য করিয়া অক্ষর, ব্রহ্ম, পুরুষ ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়, ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে। পরমব্রহ্মই পরমেশ্বর হিসাবে অক্ষরপদবাচ্য—"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" কথাটির এরূপ অর্থও করা যায়।

স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। "স্ব" বা "স্বয়ং" এইরূপ নিজবোধাত্মক ভাবটি যাহাতে সুপরিস্ফুট, তাহাই স্বভাব। 'নিজে' বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই স্বভাব বা অধ্যাত্মনামীয় চেতনভূমি। আর "ভূত"—"হইয়াছে" বা "হইয়াছি" এইরূপ ভাব যাহা দেখিয়া উদ্ভূত হয়, তাহার নাম ভূতভাবোদ্ভবকর। কোন ক্রিয়া বা গতি প্রকাশিত হইয়া, তাহার ফলস্বরূপ যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহাই ভূত। পদার্থসকলকে সাধারণতঃ ভূত বলা হয়। ভূত শব্দটি অতীত ক্রিয়ার ভাবাত্মক। ক্রিয়ার ফলস্বরূপে "ই" বা গতি অতিক্রম করিয়া যাহা অবস্থান করে, তাহাই "অতীত"। পদার্থ বলিয়া যাহা আমরা বুঝি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ক্রিয়াময়; মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতি যাহা কিছু, সে সমস্ত সর্ব্বদাই স্পন্দনময়, ক্রিয়াময়, তাহার বাহ্য ভূতমূর্ত্তির অন্তরে অপরিচ্ছিন্ন ক্রিয়াময়ী মূর্ত্তি রহিয়াছে। সেই ক্রিয়াময় ভাবটি স্থূল ইন্দ্রিয়ে গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু সেই ক্রিয়ার রূপটি ভূতরূপে বা বস্তুরূপে পরিদৃষ্ট হয়। ক্রিয়া যে আকারে বা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই সেই জন্য ভূত নামে অভিহিত। উহার অন্তরের অব্যক্ত ক্রিয়াটি যেন বর্ত্তমান, আর বাহ্য রূপটি যেন অতীত বা ভূত। আর ক্রিয়ারূপে যে শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, সেই শক্তি ভবিষ্যৎ অর্থাৎ যাহা সব হয় বা হইবে। মূল শক্তিটি ভবিষ্যৎ, ক্রিয়ারূপে প্রকটিতা শক্তি বর্ত্তমান এবং ক্রিয়ার উপর ক্রিয়া অতিক্রম করিয়া, তাহার বাহ্যে যে মূর্ত্তি ফুটিয়া থাকে, তাহাই ভূত। প্রতি পদার্থ এইরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানময়। শক্তি, তদ্বাহ্যে যাহা প্রকাশ করিয়া, সেই প্রকাশের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার নাম ক্রিয়া। আবার ক্রিয়া বা কর্ম্ম, তদ্বাহ্যে যাহা প্রকাশ করিয়া, সেই প্রকাশের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, তাহার নাম ভূত। এখানে কর্ম্মের কথা হইতেছে। সুতরাং ভূতভাব উদ্ভবকর যে প্রকাশ, গতি বা বহিঃক্রমণরূপ বিসর্জ্জন, তাহাই কর্ম্ম। তা সে কর্ম্ম জড়মূর্ত্তিপ্রকাশক ক্রিয়া হউক, অথবা বিভিন্ন জ্ঞানায়তনরচনাময় জ্ঞানক্রিয়া হউক। বিশ্ব মূলতঃ জ্ঞানময়। জ্ঞানস্বরূপ অক্ষর ব্রহ্মের ব্যক্ত শক্তিময় ভাবই বিশ্বরূপ। সুতরাং এখানে কর্ম্ম শব্দে জ্ঞানক্রিয়াই সাক্ষাৎভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

তোমরা যখন যাহা জ্ঞান কর, যখন যে আকারে তোমাদের জ্ঞানক্রিয়া চলিতে থাকে, তখন তোমরা সেই জ্ঞানানুসারে আপনাদিগকে সুখী দুঃখী ইত্যাদি ভাবে বোধ করিতে থাক অর্থাৎ তোমরা তখন সুখীভূত বা দুঃখীভূত হইয়া পড়। তোমার

জ্ঞান একাংশে হয় ক্রিয়াশীল ও অন্য অংশে হয় ভূতশীল। যে অংশে তোমার জ্ঞান এইরূপ ভূতশীল, সেই অংশে তুমি হইলে ভোক্তা এবং জ্ঞানের যে অংশ ক্রিয়াশীল, সেই অংশে তুমি হইলে শক্তিপ্রকাশময়, কর্ম্মময়। আর এই উভয়বিধ আকার প্রকাশ করিতেছে—জ্ঞান বা বোধশক্তি। যেখানে জ্ঞান ভূত আকারে পরিস্ফুট, ওইখানেই ভোগ বা ভোক্তৃত্ব; যেখানে কর্ম্ম আকারে, সেইখানেই ভোগ্যত্ব এবং যাহা হইতে এই ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব প্রকাশ পাইল, তাহাই হইল জ্ঞানশক্তির অর্ণব। সুতরাং ওই জ্ঞানসমুদ্র হইতে প্রকাশ পাইল কর্ম্ম বা ভোগ এবং তাহাতে রচিত হইল ভূত বা ভোক্তা। এই জ্ঞানার্ণবকে কারণ বা অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া, ওই জ্ঞানক্রিয়াকে কর্ম্ম, যজ্ঞ বা ভোগ বলিয়া এবং ওই ভোগের বাহ্য পরিণতিকে অধ্যাত্ম বা ভোক্তৃ ভূত বলিয়া গ্রহণ কর। এইবার বিরাট্ ভাবটি দেখ। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশ—ইহা যে জ্ঞান-প্রকাশ, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এই জ্ঞানপ্রকাশে ভূত, তদন্তরে কর্ম্ম, ইহাই সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। অক্ষর ব্রহ্মের এই বিপুল জ্ঞানকর্ম্মরূপ যজ্ঞবিস্তারে ভূতসকল বা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রসকল অবিরাম সম্ভূত ও প্রলীন হইতেছে এবং জ্ঞানক্রিয়া বলিলেই বুঝিতে হয়. ইহার সর্ব্বত্র ভূমিস্বরূপ আত্মবোধ নিহিত আছে। এইবার পরবর্ত্তী শ্লোকটীর অবতারণা করি।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥ ৪

অধিভূতাদিভাবান্ কথয়তি অধিভূতমিত্যাদিনা। যদিদং কিঞ্চ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং ভূতজাতং, তৎ সর্ব্বং জ্ঞানমূলং তন্মাত্রময়ত্বাৎ। অতএব আত্মময়মেবেদমধ্যাত্মক্ষেত্রম্। তত্র ক্ষরো বিনশ্বরো ভাব এব প্রধানো ভবতি। ক্ষরভাবময়ং ভূতত্বমধিকৃত্য আত্মনো যদবিদ্যাময়মধিষ্ঠানং, তদধিভূতত্বং "ক্ষরন্ত্বিদ্যে"তি শ্রুতেঃ। বক্ষ্যতি চ পঞ্চদশাধ্যায়ে "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানী"তি। পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি পুরং, তেষু শয়নাৎ পুরুষশ্চ অধিদৈবতম্। দেবশক্তিমধিরুহ্য তিষ্ঠতীত্যধিদৈবতম্। এতেন অক্ষরব্রহ্মণো ব্যক্ত-মীশ্বরত্বম্ অবগম্যতে "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ, জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্যে"তি শ্রুতেঃ। আদ্যঃ প্রকাশো হি ব্রহ্মণো দেবতাময়ঃ, স এব অধিদৈবঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। হে দেহভৃতাম্বর! ক্ষরাণাং ভূতানামত্র দেহে, অক্ষরস্য চ দ্যুভ্বায়তনে দেহে অহমেব পুরুষোত্তমঃ অধিযজ্ঞঃ। আত্মনঃ কামায় তুষ্ট্যর্থঞ্চ অনুষ্ঠীয়মানত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব কর্ম্মাণি যজ্ঞরূপাণি ভবন্তি। তৎ সর্ব্বং কর্ম্ম ক্ষরাক্ষরয়োর্যজ্ঞরূপম্ অধিতিষ্ঠামীত্যহমে-বাধিযজ্ঞঃ পুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ। উক্তং হি ভগবতা পঞ্চদশাধ্যায়ে ক্ষরাক্ষরপুরুষোত্তমানাং বিভাগত্রয়ম্। তেষু অধিভূতাধিদৈবতশব্দাভ্যাং ক্ষরাক্ষরয়োর্ব্যপদেশাৎ পুরুষোত্তম এবাবশিষ্যতে। পরমাত্মৈনব ক্ষরাক্ষরয়োরীশানঃ "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ" ইতি পঞ্চদশাধ্যায়বচনাৎ। অতএব পরমার্থতঃ ক্ষরাক্ষরয়োর্যজ্ঞপুরুষয়োরধিষ্ঠাতা অধিযজ্ঞঃ পুরুষোত্তম ইতি ব্যবস্থিতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অধিভূত ভাবটি ক্ষরণশীল, অধিদৈব ভাব পুরুষ, হে শরীরি-শ্রেষ্ঠ, ক্ষর ও অক্ষর, উভয়ের দেহে পুরুষোত্তম আমিই অধিযজ্ঞ।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ক্ষর বা জন্মমরণময় ভূতাশ্রয় ভাবটিই ক্ষর ভাব। কর্ম্মফল প্রাপ্তে জীব ভূতময় হইয়া আপনাকে যে জাত মৃত ইত্যাদি ভাবে ধারণা করিতে বাধ্য হয়, এই যে ভাবটি, ইহাই ক্ষর পুরুষত্ব বা ক্ষর ভাব। ভূতাশ্রয়ে জীব আপনার আত্মত্বকে বা নিজত্বকে ভুতবৎ উপলব্ধি করে, এই জন্য জীবের এই অধ্যাত্ম ক্ষর ভাবটিকে প্রকাশ রাখাই অধিভূতত্ব। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু, সমস্তই পরমাত্মার তন্মাত্রজ্ঞানজাত ভূত এবং সমস্তই অধ্যাত্মক্ষেত্র অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতই "নিজে, নিজে" এইরূপ আত্মবোধময়। ইহারা সকলেই ক্ষরণস্বভাব-সম্পন্ন অর্থাৎ জন্মমরণময় বিনশ্বর। ভূতত্ব আশ্রয় করিয়া, অবিদ্যাময় করিয়া রাখাই অধিভূত পুরুষের ধর্ম্ম এবং ক্ষরণশীলতার কারণ।

আর আদি পুরুষই অধিদৈব নামে অভিহিত। যেখানে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সমস্তই পুর শব্দে অভিহিত এবং সেই সকল পুরে অবস্থান করেন বলিয়া ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রকাশ হইলেই তিনি পুরুষপদবাচ্য হন। শ্রুতি বলেন, তিনি প্রথম দেবতাত্রয়রূপে প্রকাশ হইয়া বলিয়াছিলেন,—আমি এই তিন দেবতা লইয়া, এক একটী সত্তা রচনা করিয়া, জীবরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া, নামরূপ প্রকাশ করিব। সুতরাং সেই আদিদেব অক্ষরব্রহ্মই দেবতাময়। সেই দেবময় ব্যক্ত ভাবই অধিদৈব নামে খ্যাত। পরম অক্ষর ব্রহ্মই ব্যক্তকালে অধিদৈব পুরুষ নামে পরিচিত। বিশ্বকেন্দ্র সূর্য্যাদিতে এ ব্যক্ত দৈবত্ব প্রকাশ।

এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষে যাহা কিছু কর্ম্মাকারে প্রকাশ হইতেছে, সেই সমস্তই আত্মপ্রীতির জন্য, এই জন্য কর্ম্মমাত্রই মূলতঃ ব্রহ্মযজ্ঞ। ক্ষরে ও অক্ষরে বা জীবে ও মহদ্ব্রহ্মে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, পরমাত্মতত্ত্বই তাহার উপাদান, তাহার প্রকৃত অধীশ্বর, সেই জন্য পরমাত্মাই অধিযজ্ঞ নামের যোগ্য। জীবের ক্ষুদ্র দেহে এবং মহদ্-ব্রহ্মের দ্যুভূ আয়তন দেহে যজ্ঞাধিরূঢ় প্রকৃত পক্ষে তিনিই। ইহাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ঈশানত্ব। তিনিই ক্ষর ও অক্ষরের উপাদান। "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ"—যিনি লোকত্রয় বা এই অধিভূতাদি পুরুষভাবত্রয়ে অবস্থান করিয়া, ইহাদিগকে ভরণ করিতেছেন, তিনিই পুরুষোত্তম।

ভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—যে তাঁহাকে পাইবার জন্য যত্নশীল হয়, সে ব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম ও সমস্ত কর্ম্ম, এই তিনই অবগত হয়। ব্রহ্মভাব, অধ্যাত্মভাব ও কর্ম্ম—এই তিন আয়তনেই তাঁহাকে অধিদৈবাদিরূপে উপলব্ধি করিতে হয়। সমগ্র ভূতে যে ক্ষরভাব, সেই ক্ষরভাবের বিধর্ত্তারূপে তাঁহার যে অধিষ্ঠান, উহাই তাঁহার অধিভূত ভাব। আর জীবের ভিতর যত কিছু শক্তি ব্যক্ত দেখা যায়, সেই সমস্ত

শক্তিভাবে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি অধিদৈব। প্রতি আত্মার অন্তরে তাহার বীজরূপে বা সংস্কারের ধর্ত্তারূপে, তাহার ভূতভুবনের প্রশাসক, কর্ম্মফলদাতা ও সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা-রূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনি অক্ষর পুরুষ নামে অভিহিত। এবং ঐ অক্ষর পুরুষ ও ক্ষর পুরুষ, এই উভয় মহিমাত্মক ভাবের বিধর্ত্তা, অধীশ্বর ও উপাদান এবং উভয়ের যজ্ঞসাক্ষিরূপে একমাত্র তিনিই অবস্থান করেন, এই জন্য পরমাত্মা অধিযজ্ঞ নামে খ্যাত। এক পরমাত্মস্বরূপ বৃক্ষে অক্ষর ও ক্ষর—ঈশ্বর ও জীব অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তিনি জ্ঞানীর চক্ষে এই তিন ভাবে পরিলক্ষিত হন।

ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। তোমার নিজের ভিতরে দেখ। 'আমি নিজে' —এই আকারীয় তোমার যে চেতনা, উহাই তোমার অধ্যাত্ম ভাব। এই তোমার নিজত্বকে দেহাভিমানবশতঃ সর্ব্বদাই দেহী, সুতরাং ভূতময়রূপে অবগত হইতেছ। এই জন্য তোমার এই ভাবের মূলে আত্মা অধিভূত নামে পরিচিত।

তার পর তোমার হৃদয় দেখ। সমস্ত সুখ-দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, আনন্দ ভোগে এইখানে তুমি অহর্নিশ ব্যাপৃত। এইখানে তুমি আত্মদান ও আত্ম আহরণরূপ যজ্ঞে বা কর্ম্মে নিয়ত প্রযুক্ত রহিয়াছ। ইহাই তোমার কর্ম্মক্ষেত্র—ইহাই তোমার যজ্ঞভূমি। এই যজ্ঞভূমির অনুভূতির ফলস্বরূপ তোমার গতি নির্দ্ধারিত হয়। এইখানে তুমি আপনাকে প্রকৃত যজ্ঞভোক্তারূপে দেখিতেছ। তোমার এই প্রীতিময় যজ্ঞশীল আয়তনে আত্মবোধ জড়িত রহিয়াছে, সুতরাং তন্মূলে আত্মার অধিষ্ঠান স্বতঃসিদ্ধ। তুমি নিজের প্রীতির জন্য এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছ বলিয়া মনে করিলেও তোমার নিজত্বের আশ্রয়-স্বরূপ পরমাত্মাই ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। আত্মভাবই এই ভূমির প্রধান ভাব; এই ভূমিতে পরমাত্মা এই জন্য অধিযজ্ঞ নামে খ্যাত।

আর তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মগত কর্ম্মসংস্কার অনুসরণে তোমারই ভূতময় ও যজ্ঞময় ভাবদ্বয়কে ব্যক্তাব্যক্ত করা হইতেছে, ইহা তুমি জান। তোমার জন্ম মৃত্যু, তোমার শক্তি, ভোগ ও ভৌতিক অবস্থা পরিবর্ত্তন অহর্নিশ হইতেছে দেখিতে পাইতেছ। সুতরাং তোমারই এই নিজবোধের এক অংশে তোমার সমস্ত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, বীজস্বরূপ নিহিত রহিয়াছে, ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। তোমার সেই আয়তনের উপর অধিষ্ঠিত পরমাত্মাই অক্ষর ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ইত্যাদি নামে আখ্যাত। ইনিই ব্যক্ত শক্তির প্রকাশক বলিয়া অধিদৈব নামে খ্যাত।

তোমাতে যেমন, এইরূপ সমগ্র বিশ্বে পরমাত্মা এই তিন ভাবে অবস্থান করিতেছেন,—জীবাত্মারূপে, অক্ষর ঈশ্বররূপে ও অনবচ্ছিন্ন পরমাত্মারূপে। তোমার হৃদয়ে যেমন তিনি অধিযজ্ঞ, ঐ দ্যু-ভূ-আয়তন বিশ্বনিয়ন্তা অক্ষর পুরুষের হৃদয়েও তেমনি তিনি অধিযজ্ঞ। পরমাত্মার এই ত্রিবিধ ভাব উপলব্ধব্য এবং এই ত্রিবিধ ভাবের সহিত তাঁহাকে জানাই সাধিভূতাদি ভাবে জানা।

পরিচালিত করিতেছেন। এই তিন ভাবে তাঁহাকে দেখিলে তুমি কি আর তাঁহাকে না চাহিয়া থাকিতে পার? তাঁর এ অপূর্ব্ব ভালবাসার প্রতিদানকল্পে তোমার তুমিত্ব কি আকুল আবেগে তাঁহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে না? যেমন করিয়া আত্মদান করিয়া, তিনি তোমায় রচনা করিয়া, বুকে ধরিয়া তোমার স্বাধীন ক্রীড়াকে পরিচালিত করিতেছেন, তেমনই করিয়া তাঁহার দেওয়া তোমার সমস্ত লইয়া, তোমার আত্মত্ব পর্য্যন্ত কি তাঁহাকে নিঃশেষে দিতে চাহিবে না? চাহিবে—না চাহিয়া জীব থাকিতে পারে না। কেন না, তাঁহার ওই ত্রিভঙ্গ সংস্থান দেখিলেই স্বতঃই যেন তাঁহাতে সব অর্পণ হইয়া যায়। শক্তি শক্তিতে গিয়া মিলিয়া যায়, আত্মা পরমাত্মার বুকে আলিঙ্গিত হয়, জীব আমি পায় নির্ব্বাণ—পরিত্রাণ—তারকব্রহ্মে চিরঅবসান। তাই বলিতেছিলাম, এই তিন তত্ত্ব না হৃদয়ঙ্গম হইলে তাঁহার তারকব্রহ্মত্ব উপলব্ধি হয় না। যত দিন না তুমি তাঁহাকে এই তিন ভাবে তোমার মূলে দেখিতে পাইবে, তত দিন চলিবে তোমার জীবকর্ত্তৃত্বের অহম্ভরিতার ভূতলালা!

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫

অর্জ্জুনস্যান্তিমপ্রশ্নঃ বিনির্ণীয়তে অন্তকাল ইতি। অন্তকালে প্রয়াণমুহূর্ত্তে চ মামেব পরমাত্মানং স্মরন্ বিজানন্ কলেবরং শরীরং মুক্ত্বা পরিত্যজ্য যঃ প্রয়াতি গচ্ছতি, স মদ্ভাবং পরমাত্মস্বরূপতাং যাতি প্রাপ্নোতি, অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি, নিঃসংশয়মেব মাম্ আপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অন্তকালে যে আমায় স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, সে আমারই লোক প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

যৌগিক অর্থ।—প্রয়াণকালে ভগবান্‌কে দেখিতে পাওয়ার সার্থকতা তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া, তল্লোকে আশ্রয় পাওয়া, মর্ত্ত ভূমি হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় পাওয়া, অজ্ঞানের পারে—তামসের পারে—মৃত্যুর পারে চিরদিনের জন্য আশ্রয় পাওয়া, অমৃতে অভয়ে অপার আনন্দে ব্রহ্মাত্ববোধে মগ্ন হওয়া। কালপ্রবাহের অতীত, কর্ম্মাবর্ত্তনের বহির্ভূত, সর্ব্বস্বের ধাতা, সর্ব্বময় অথচ সর্ব্বাতীত ব্রহ্মত্বের ভোগে ভোক্তা হওয়া, আত্মকাম হওয়া, আপ্তকাম হওয়া। সর্ব্বচাঞ্চল্য, সর্ব্ব অভাবের অবসান হওয়া, প্রশান্ত হওয়া, নির্দ্বন্দ্ব হওয়া; শত প্রজাপতিলোকের আনন্দের নিত্যভোক্তা হওয়া। কোথায় দ্বন্দ্বমোহের আবর্ত্তনে বিঘূর্ণন, আর কোথায় অদ্বয় সুখের স্থির সাগরে সুখাসন। মৃত্যুময় বদ্ধ জীবের এরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে, ইহা ধারণাতে আনাই সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। প্রয়াণকালটিতে ভগবান্‌কে জানিলে তবে এইরূপ ফল হয় কেন? আমি যদি অন্য সময়ে ভগবদ্ভাবে মগ্ন থাকি, কিন্তু প্রয়াণকালটিতে যদি সেরূপ ভাব আমার না থাকে, তবে কি আমার সেরূপ লাভ হইবে না? আমার প্রয়াণকাল ভিন্ন

অন্য সময়ের ভগবৎসাধনা, ভগবৎধারণা কি বিফল হইবে ? না—বিফল হইবে না—এমন হইতে পারে না। সে কথা ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন। যাহারা তাঁহার অধ্যাত্মভাব, ব্রহ্মভাব, কর্ম্মময় ভাব বিজ্ঞাত হইয়াছে, মৃত্যুকালে অবশ্যই তাহাদের ভগবদ্ভাব হৃদয়ে উদিত হইবে। স্বয়ং ভগবান্ই আমার আত্মা, এই ভাবে যাহারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বদা জীবনের মাঝে আপনার ভগবদাশ্রয়ত্ব বা তাদাত্ম্যভাবে থাকিয়া থাকিয়া বিভোর হইয়া পড়ে। যাহারা ভগবান্কে কর্ম্মময় বা অধিযজ্ঞভাবে জানিয়াছে, তাহারা প্রতি কর্ম্ম করিতে গিয়াই ভগবান্কে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর বলিয়া অবশ্য দেখিতে সমর্থ হইবে, কর্ম্ম করিয়াই সে দেখিতে পাইবে, পরমাত্মপ্রীতিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের সার বিজ্ঞান। আর যাহারা ভগবান্কে অধিদৈব বা সর্ব্বশক্তিময় অক্ষরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরভাবে জানিয়াছে, তাহারা বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবস্থা পরিবর্ত্তনে, শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্বে, প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্দ্ধক্যে, সুস্থতা হইতে জরায়, জরা হইতে দেহত্যাগে, অথবা জাগরণ হইতে স্বপ্নে বা সুপ্তিতে, সুপ্তি হইতে জাগরণে, অথবা জীবন হইতে মরণে, এইরূপ বিশিষ্ট বিশিষ্ট গতির পরিবর্ত্তনে তাঁর সেই পরমেশ্বরত্ব, সর্ব্বানুশাসকত্ব, জীবের ভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব অবশ্যই দেখিবে। দেশ হইতে দেশান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিচালনা করাই বিরাট্ ব্রহ্মের জীবের উপর অনুশাসকত্ব। সুতরাং তাঁহাকে অক্ষর পরমেশ্বর বলিয়া জানিয়াছি বলার মানেই—তিনি যে জীবের গতাগতির একমাত্র কারণ, এই জ্ঞানটি লাভ করা। সুতরাং অধিদৈব ভাবেও তাঁহাকেই পাইতেছি, যিনি অধিভূত ও অধিযজ্ঞ, যিনি আমার আত্মা, তিনিই আমার সকল কর্ম্মের অধিপতি, আমার সকল যজ্ঞের অধীশ্বর, আবার তিনিই আমার সেই সকল কর্ম্মজাত ফলানুসারে আমার অদৃষ্টের, আমায় লোকান্তরে পরিচালিত করিবার নিয়ন্তা, এ কথা সে নিশ্চয়ই জানিবে। সে জানিবে, জীবের স্বীয় স্থিতিতে, কর্ম্মে ও অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাতায়াতে, অধিভূত বা অধ্যাত্মভাবে, অধিযজ্ঞভাবে এবং অধিদৈবভাবে যথাক্রমে সেই পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রয়াণকালে সে জীবের হৃদয়ে ভগবৎস্মরণ যে অবশ্যই আসিবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? সাধারণ জীব স্বীয় সৌভাগ্যবলে যদি ভগবান্কে ডাকিবার জন্য যত্নশীল হয়, তাহা হইলে সে এইরূপ সবিজ্ঞান ভগবৎরহস্যে অধিকার লাভ করে এবং এই ভগবদ্বিজ্ঞানরহস্য জানিলে তবে মৃত্যুকালে স্বতঃসিদ্ধভাবে জীবের অন্তরে ভগবদাবির্ভাব ঘটে। এই জন্য এ বিজ্ঞানটি এত মূল্যবান্। অধিভূত, অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব, এই ভাবগুলির বৈশিষ্ট্য জানার কত আবশ্যকতা, ভগবান্কে এই ত্রিরূপে না জানিলে, না পাইলে যে ভগবৎজ্ঞান সম্যক্ কার্য্যকর হয় না, স্বীয় স্থিতিতে, কর্ম্মে ও অবস্থাপরিবর্ত্তনে সর্ব্বত্র তাঁহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইলেই তবে তাঁহাকে সবিশেষে জানা হয়, এ কথাটি এইবার তোমরা বুঝিতে পারিলে। ভগবান্কে পাইবার জন্য যত্নশীলতা তখনই সার্থকতা আনিয়া দেয়, যখন

এই ত্রিস্থানে তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব জীব দেখিতে পায়। শুধু ভগবান্‌কে ডাকিলেই হইল, আবার সাধিভূত, সাধিদৈব, সাধিযজ্ঞ প্রভৃতি অত কথার আবশ্যকতা কি, এরূপ উক্তি কত বালকোচিত, তাহা এইবার তোমরা বুঝিলে। মোটকথা, যত ক্ষণ না ভগবদুপলব্ধি এই ত্রিভূমিতেই প্রকাশ পায়, তত দিন বুঝিবে, তোমার ভগবৎস্মরণ অসম্যক্। তাই ভগবান্ বলিলেন, সৌভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহাকে ডাকিতে যত্নশীল হয়, যত্নশীল হইলে তাঁহাকে স্বীয় স্থিতির বা অধ্যাত্মবোধের মূলে, কর্ম্মের মূলে ও অবস্থাপরিবর্ত্তনের মূলে পায় এবং এইরূপ পাইলে তবে প্রয়াণকালে ভগবদনুস্মরণ তাহার অন্তরে প্রকাশ পায় ও প্রয়াণকালে এইরূপে ভগবদাবির্ভাব হইলে তবে জীব তল্লোক প্রাপ্ত হয়—চিরদিনের জন্য প্রাপ্ত হয়।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥ ৬

তত্র বিজ্ঞানমাহ যং যমিতি। নহি মদ্‌ভাবমাত্রং, যং যম্ অপি বা ভাবং স্মরন্ অনুভবন্ অন্তে ভোগক্ষয়ে কলেবরং ত্যজতি, হে কৌন্তেয়! স তং তম্ এব অনুভূয়মানং ভাবম্ এতি প্রাপ্নোতি। জীবিতকালে স সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তদ্ভাবময় আসীদিতি বিজ্ঞেয়ম্। জীবদ্দশায়াং যদ্‌ভাবপ্রধানো হি জীবো ভবতি, প্রয়াণকালে তদ্ভাবঃ প্রাধান্যেনাবির্ভবতি, তদনুকূলে চ লোকে স গচ্ছতীতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে জীব দেহত্যাগ করে, সে মৃত্যুর পর সেই ভাবময় লোক প্রাপ্ত হয়; জীবিতকালে সর্ব্বদা সে সেইরূপ ভাবাপন্নই ছিল বুঝিতে হইবে।

যৌগিক অর্থ।—মৃত্যুকালে যে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে মৃত্যুর পর ভগবৎলোকই লাভ করে, ইহা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়া, এই শ্লোকটিতে কেন এইরূপ হয়, তাহার বিজ্ঞান বর্ণনা করিতেছেন। জীব জীবিতকালে সর্ব্বদা যে ভাব অবলম্বন করিয়া বিচরণ করিবে, মৃত্যুকালে সেই ভাবটিই তাহার অন্তরে বিশেষভাবে উদিত হইবে, ইহাই বিজ্ঞান। শুধু ভগবৎস্মরণ নয়, সকল ভাব সম্বন্ধেই এই এক বিজ্ঞান। মৃত্যুর সময়ে জীব তাহার মন, প্রাণ ও শরীরের উপর আত্মকর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে। সুতরাং স্বপ্নে যেমন পুরুষের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না, ইচ্ছামত বা চেষ্টামত স্বপ্ন সাধারণতঃ যেমন দেখা যায় না, তেমনই মৃত্যুকালে ইচ্ছা করিয়া বা চেষ্টা করিয়া কোন অভীষ্ট ভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখা যায় না। জীবনে সর্ব্বদা বিশেষভাবে যে ভাবেতে সে বিহার করিত, সেই ভাব তাহার স্বভাবগত হইয়া যায় বলিয়া, সেই অবশ শক্তিহীন অবস্থায় সেই ভাবই তাহার অন্তরে প্রকাশ পায়। সেই ভাব অবলম্বনেই সে দেহত্যাগ করে। সে মৃত্যুতে সমাচ্ছন্ন যখন হয়, তখন সেই সমাচ্ছন্নতার তলে তাহার স্ফুটনোন্মুখ থাকে সেই ভাব। এবং অক্ষর অধিদৈব পুরুষের দ্যুভূআয়তন বিরাট্ অঙ্গে যেখানে সেইরূপ ভাবপ্রধান

লোক বা ক্ষেত্র আছে, কাজেই সমধর্ম্মতাবশতঃ সে সেই লোকই সম্প্রাপ্ত হয়। প্রয়াণকালে সেই ভাবময় করিয়া লইয়াই অধিদৈব পুরুষ জীবকে সমাহরণ করেন— যে ভাবটি সে জীবনে বা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রধান করিয়া রাখিয়াছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু এইরূপে জীবকে তাহার বাসনানুসারে লোক হইতে লোকান্তরে পরিচালিত করেন। এখন যাহারা অনাত্মজ্ঞ, তাহারা মৃত্যুকালে বলাদাকৃষ্টবৎ হইয়া, আপনার স্বভাবের প্রধান ভাবটি স্বতঃসঞ্জাতভাবে প্রাপ্ত হইয়া, দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আর যাহারা জানিয়াছে যে, সে যে আত্মবোধে ভূতময় হইয়া বিরাজ করিতেছে, যে আত্মবোধে সর্ব্ববোধক্রিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, সেই আত্মবোধ বা আত্মপ্রত্যয়ের সারস্বরূপে স্বয়ং পরমাত্মাই অবস্থান করিতেছেন এবং তিনিই পরমেশ্বর বা অক্ষর অধিদৈবরূপে তাহার গতাগতির নিয়ন্তা, সে জীব জীবিতকালে সর্ব্বকর্ম্মে ও সর্ব্বাবস্থান্তরেই আত্মভাবপ্রধান হইয়া পড়ে এবং আত্মপ্রত্যয়ের সারস্বরূপ তাহার আত্মা যে ভূমা অক্ষর পরমেশ্বরেরই ভাবে ভাবে সঞ্চরণ-যোগ্য প্রত্যগাত্মরূপে অধিষ্ঠিত, এইটি সবিশেষ ভাবে বিজ্ঞাত হয়। সুতরাং প্রয়াণকালে পরমেশ্বরের অণু অংশরূপে আপনাকে বিজ্ঞাত সেরূপ জীব প্রয়াণ দেখিয়া, প্রয়াণের নিয়ন্তাস্বরূপ অধিদৈব পুরুষই তাহাকে স্বীয় বক্ষে তুলিয়া লইতেছেন, এই জাতীয় ভাবই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং পরমেশ্বরকেই লাভ করে। এমন কি, মাত্র আত্মার অধিভূত ও অধিযজ্ঞ ভাব জানিলেও প্রয়াণকালে তাঁহার অধিদৈব ভাবটি দেখিতে পাওয়া যায়।

"তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্" হইতে এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, ইহাই তারক জ্ঞান। ভগবান্‌কে আপনার সত্তাবোধে, কর্ম্মে ও কর্ম্মফলস্বরূপ গতাগতিতে এইরূপে জানাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া এই জ্ঞানকে তারকব্রহ্মজ্ঞান বলে। ইহাই তারকব্রহ্মজ্ঞানের রহস্য। আত্মাই ভাব হইতে ভাবান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে জীবকে পরিচালনা করেন, জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলকেই এইরূপে স্বভাব অনুসারে ক্ষেত্র প্রাপ্ত করান ও ভোগে বা মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যুগপৎ তিনি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎরূপ জীবের ত্রিকালের দ্রষ্টা, ইহা জানা গেল। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিতে জীবের অভিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ভূমিই যে লক্ষিত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যুগপৎ ত্রিকালজ্ঞানকে যোগশাস্ত্রেও তারকজ্ঞান বলে। এই তারকব্রহ্মতত্ত্বটি বিশেষভাবে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥ ৭

যস্মাৎ প্রয়াণকালে বিবশোঽপি জীবঃ, প্রাধান্যেন জীবদ্দশানুস্মৃতভাবময়ো ভূত্বা তমেব এতি তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ পরমাত্মানম্ অনুস্মর অনুচিন্তয়, যুধ্যচ যুধ্যস্বচ কর্ম্মানুষ্ঠানময়ো ভব। অধিভূতাদিত্রিবিধরূপেণ সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিতে ময়ি পরমাত্মনি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ ত্বং অসংশয়ঃ সন্ মাম্ এব পরমাত্মানম্ এষ্যসি প্রাপ্স্যসি। অননুষ্ঠিত-

কর্ম্মণঃ পুরুষস্য অধিযজ্ঞতত্ত্বদর্শনাভাবাৎ তারকব্রহ্মজ্ঞানার্থিনা কর্ম্মৈবানুষ্ঠেয়মিতি সিদ্ধান্তঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অতএব সকল সময়ে আমাকে চিন্তা কর ও কর্ম্মে নিযুক্ত থাক। আমাতে মন বুদ্ধি এইরূপে সমর্পিত হইলে আমাকে লাভ করিবে, ইহা নিঃসংশয়।

যৌগিক অর্থ।—আপনার তারকব্রহ্মস্বরূপ ত্রিবিধ ভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা সুপরিস্ফুট করিয়া, কর্ম্ম করাই যে যুক্তিসঙ্গত, ভগবান্ সেই কথাই অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। তোমার প্রাণের প্রাণ পরমাত্মস্বরূপ আমাকে যদি সর্ব্বত্র দেখায় তুমি অভ্যস্ত না হও, যদি তোমার চেতনার কোন ভূমিতে আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখিতেছ, এরূপ ভাব সুপ্রতিষ্ঠ থাকে, তবে মৃত্যুকালে সেই ভাব হয় ত তোমায় অভিভূত করিবে। মৃত্যুকালে তুমি অবশ—শক্তিহীন, ইচ্ছামত ভাব স্মরণে শক্তি তোমার থাকিবে না। সেরূপ অবস্থায় অন্তরের কোন কোণে অনীশভাব থাকিলে, তাহা সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তোমায় আক্রমণ করিবে না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। সেই জন্য তিন মূর্ত্তিতে আমাকে দেখাই তোমায় অবশ্য অনুশীলন করিতে হইবে। তোমার অধ্যাত্ম-ভূমিতে আমিই অধিভূত, তোমার কর্ম্মযজ্ঞে আমিই অধিযজ্ঞ, তোমার সংস্কারপুঞ্জে আমিই অধিদৈব ; অন্য কেহ কোথাও তোমার নাই, আমি তোমার জন্য ভূতময়, কর্ম্মময়, শক্তিময়, সর্ব্বচেতনভূমিতে আমি তোমার নিত্যসাথী, সকল কর্ম্মে আমি তোমার যজ্ঞ-ভাগী, তোমার সর্ব্বকর্ম্মফলের আমিই অনুশাসক, অন্য কোন শক্তি কোথাও তোমার উপর অধিরূঢ় নহে, এইরূপ ভাবে আমায় না জানিলে, না দেখিলে, না পাইলে, তুমি নিশ্চিন্তে প্রয়াণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার ত্রিভাবে তুমি আমাকে পাওয়ার অনুশীলন না করিলে, কর্ম্মে কর্ম্মে আমার যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে না দেখিলে, আমাতেই তুমি সর্ব্বদা রহিয়াছ, ইহা উপলব্ধি না করিলে, আমিই তোমার কর্ম্মফলরূপে অবস্থা-যোগ্য শক্তি দিয়া তোমায় শক্তিময় করিয়া রাখিতেছি ও পর পর অবস্থাক্রম তোমার জন্য রচনা করিতেছি, এ ধারণায় তুমি স্থিরপ্রত্যয় না হইলে, আমিই তোমার সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বাবস্থায় আশ্রয়, আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কোথাও পাও না, এ জ্ঞানচক্ষু তুমি কেমন করিয়া পাইবে ? এবং এ জ্ঞান না পাইলে মৃত্যুকালে অনীশভাব আসিবে না, এ কথা কেমন করিয়া বলিতে সমর্থ হইবে ? পরমাত্মা বা ভগবান্ বলিতে যদি তাঁহাকে সর্ব্বভাবময় বলিয়া না উপলব্ধি কর, যদি অনীশ আকারীয় কতকগুলি ধারণা থাকে, তবে তুমি ঈশ্বর ভাবটি যেমন এক দিকে সম্বুদ্ধ করিবে, অন্য দিকে যাহাতে তোমার অনীশভাব বর্ত্তমান, সেই দিক্‌টি ততই অনীশদর্শন উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। সুতরাং প্রয়াণকালে সে অনীশভাব যে তোমায় আচ্ছন্ন করিবে না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে না। সুতরাং তিন স্তরে তোমায় ভগবদনুভূতি পরিস্ফুট করিতেই

হইবে। এবং এই তিন স্তরে ভগবদনুভূতি জাগ্রত করার নামই কর্ম্মময় হওয়া। কেন না, কর্ম্মদ্বারাই অনুভূতিবৈচিত্র্য উদ্রিক্ত হয়, হৃদয় ভোগময় হয়, কর্ম্মচক্রে বা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে জগদাবর্ত্তনে ভগবান্‌কে অনুস্যূত দেখা যায়। শক্তিবিলাসকে যদি ভগবদ্-বিলাস বলিয়া না বুঝিয়া, অনীশশক্তি বলিয়া বা ভগবৎসম্বন্ধশূন্য অবিদ্যাদি বলিয়া ধারণা থাকে, তবে মৃত্যুর আবির্ভাবকে তুমি সেই অনীশ কিছুরই আবির্ভাব বলিয়া চিনিতে বাধ্য হইবে।

"সর্ব্বেষু কালেষু"—সকল কালে আমায় অনুস্মরণ কর। সকল কালে অনুস্মরণ করারূপ সাধারণ অর্থ টি গ্রহণ করিলেও গূঢ় অর্থ টিও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভূত বা অধ্যাত্মক্ষেত্র—ইহা ভূত বা অতীতকালজ্ঞাপক। কর্ম্ম বা হৃদয়, ইহা বর্ত্তমানকালজ্ঞাপক এবং ব্রহ্ম বা অধিদৈব ভবিষ্যৎকালজ্ঞাপক। সুতরাং "সর্ব্বেষু কালেষু"র প্রকৃত অর্থ—ওই তিন স্থলেই—তিন প্রজ্ঞাভূমিতেই। ওই তিন ভূমিতেই আমায় দেখ, তাহা হইলেই ত্রিকালেই আমায় দেখা হইবে।

কর্ম্ম কর বীর—কর্ম্ম কর। কর্ম্মেই তুমি গঠিত, কর্ম্মেই তোমার ভূতমুর্ত্তি জাত, আবার সেই ভূত বা হওয়া ভাবটিই তোমার জন্য ভবিষ্যৎরূপা মা বক্ষে ধরিয়া বসিয়া আছেন—তোমায় তদনুসারে কর্ম্ম বা ভোগ দিবার জন্য। সুতরাং আমার অধিদৈব ভূমিতেই তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্মিলিতভাবে বিদ্যমান। এখন ভাবিয়া দেখ, তুমি বর্ত্তমান বলিতে কি পাও। বর্ত্তমান বলিতে যাহা পাও, তাহা কি অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গম নহে ? এখন অজ্ঞান জীবভাবে—যেখানে তুমি কালের ক্রমধারার আবর্ত্তনে পড়িয়া রহিয়াছ, এখানে তোমার বর্ত্তমান বলিয়া যাহা দেখ, তাহা এই ক্রম-প্রবাহের দ্বারা প্রাপ্ত, ক্রম প্রবাহের দ্বারা পরিদৃষ্ট একটী চাঞ্চল্যময় বিদ্যমানতা মাত্র। এ বিদ্যমানতা, অগ্নিমুখ কাষ্ঠখণ্ডের বিঘূর্ণনে রচিত অগ্নিচক্রের মত একটী অস্থির স্থিতি মাত্র। কিন্তু যেখানে ভূত ও ভবিষ্যৎ মিলিত, যুগপৎ পরিদৃষ্ট, সেখানে স্থিতি, সেখানে বিদ্যমানতার জ্ঞান নিত্য। সুতরাং যদি নিত্য আপনাকে দেখিতে চাহ, পাইতে চাহ, তবে আমার ওই তারকব্রহ্ম রূপে লক্ষ্য ফিরাও ; দেখিবে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একত্রে সম্মিত হইয়া রহিয়াছে। উহারই বুকে আপনাকে তুমি নিত্য বলিয়া দেখিতে পাইবে, উহারই বুকে তোমার ধ্রুব স্মৃতি জাগিবে, উহারই বুকে তুমি ক্রমধারার পূর্ণাবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, ক্রমহীন ক্ষরণহীন আমাকে পাইয়া, অক্রমত্ব অক্ষরত্ব লাভ করিবে। আমাতে মন বুদ্ধি সংন্যস্ত করিলে আমাকেই পাইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮

পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে পরমাত্মানমাশ্রিত্য জরামরণমোক্ষায় যত্নং কুর্ব্বতামেব ব্রহ্মাধ্যাত্মকর্ম্মবিজ্ঞানেষ্বধিকারঃ কথিতঃ। অধুনা কীদৃশঃ স যত্নঃ, তস্য পরিণতির্ব্বা

কীদৃশী, তদুচ্যতে অভ্যাসযোগ ইতি। পুনঃ পুনঃ প্রত্যয়বিশেষধারণম্ অভ্যাসঃ, স এব যোগঃ অভ্যাসযোগঃ, তেন যুক্তেন, অতএব নান্যগামিনা বিষয়ান্তরমনভীপ্সুনা চেতসা অনুচিন্তয়ন্ অনুপ্রবিষ্টঃ সন্ সারূপ্যমুপগচ্ছন্, হে পার্থ! দিব্যম্ অধিদৈবম্ অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমং পুরুষং যতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, অভ্যাসরূপ যোগ অবলম্বনে অনন্যগচিত্ত হইয়া, সেই দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিয়া, জীব তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যত্নবান্ পুরুষ ভগবান্‌কে ত্রিবিধরূপে জানিতে পারে। সেই যত্ন কিরূপ এবং সেই প্রাপ্তিই বা কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। অভ্যাসযোগে সেইরূপ যত্ন করিতে হয়। প্রত্যয়বিশেষে পুনঃ পুনঃ যুক্ত হওয়ার নাম অভ্যাস। ভগবদ্‌ভাবে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ যুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে। স্বীয় চেতনা যখন অন্য বিষয়ে ধাবিত হইবে না, তখন তুমি স্বীয় ধ্যেয় ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যাইবে, তৎসারূপ্য লাভ করিবে; আপনাকে সেই ধ্যেয় বলিয়া অনুভব করিবে এবং এইরূপে তুমি সেই দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করিবে। ইহাই চেতনার ধর্ম্ম। যে কোন ভাব গ্রহণ করিয়া তোমার জ্ঞানশক্তিকে একধারায় পরিচালিত করিবে, সেই ভাবটি একধারায় প্রবাহিত রাখিতে পারিলেই তুমি দেখিবে, তুমি আপনি তদ্ভাবময় হইয়া গিয়াছ, তোমার আত্মপ্রত্যয়টি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; তুমি তখন আপনাকে সেই ভাবময় বলিয়াই অনুভব করিতেছ। ইহাই ভাবে অনুপ্রবেশ করা—ইহা অনুচিন্তা, ধ্যান সাহায্যে ধ্যেয়ের সারূপ্যলাভ। অধ্যাত্মভূমিতে এইরূপে ভগবদ্‌-ভাবে সারূপ্য লাভ অভ্যস্ত হইলেই অধিদৈবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯

অধ্যাত্মে যথা অক্ষরম্ অনুস্মর্য্যতে, অধিদৈবে চ যথা প্রাপ্যতে, বিশেষেণ তদুচ্যতে কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং, পুরাণং সর্ব্বকালসিদ্ধং, অনুশাসিতারং কর্ম্মানুসারেণ প্রশাসকং, অণোরণীয়াংসং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং যঃ কশ্চিদনুস্মরেৎ অনুচিন্তয়েৎ, অনেন অধ্যাত্মভাবঃ কথিতঃ। সর্ব্বস্য ধাতারং পালকং কর্ম্মফলানুসারেণ ভুক্তিমুক্তি-নিয়ন্তারমিতি ভাবঃ, অচিন্ত্যরূপং চিন্তাধিকারবহির্ভূতং মনোবুদ্ধ্যগোচরং, আদিত্যবর্ণং স্বয়ম্প্রকাশত্বাদাদিত্যতুল্যং, তমসঃ অচিদন্ধকারস্য পরস্তাদ্বহির্ভূতম্, অনেন অধিদৈবভাবঃ কথিতঃ, অনুস্মরণেন ইমম্ অধিদৈবপুরুষং যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যিনি কবি, চিরপুরাতন, অনুশাসক, অণু অপেক্ষা অণু, তাঁহাকে অনুস্মরণ করিলে, বিশ্বপালক, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ, তমোবহির্ভূত পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—অক্ষর পুরুষ অধ্যাত্মে যে ভাবে অনুস্মরণে প্রত্যক্ষীভূত হন এবং অনুস্মৃত হইলে যে ভাবে তাঁহাকে অধিদৈবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই

দুইটি ভাব বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে পরমপুরুষকে অনুচিন্তা করার কথা বলিয়াছেন। অনুচিন্তা অনুস্মরণ প্রায় একই কথা। অনুচিন্তা প্রকৃত কি ভাবে হয়, পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছি। আপনার মাঝে জীব তাঁহাকে যে ভাবে চিন্তার দ্বারা সারূপ্যবোধে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রয়াণে তিনি যে ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হইবেন, সেই দুইটি ভাবের কথা বিশেষ করিয়া বলা এই শ্লোকটির উদ্দেশ্য। তোমার ভূমিত্বের ভিতর তিনটি স্তর আছে, ইহা সুস্পষ্ট করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্মধ্যে তোমার ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, তোমার সমস্ত শক্তি ও ভোগের পরিচালক, তোমার সমস্তের বিজ্ঞাতারূপে যে অধিষ্ঠান, তাহার নাম অক্ষর বা পরমপুরুষ। তাঁহারই দর্শন, শ্রবণ, বিজ্ঞাত হওয়া, হৃদয়ময় হওয়া প্রভৃতি শক্তির কর্ম্মফলানুসারী অংশটুকু লইয়া তুমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছ; তাঁহার প্রাণ লইয়া তুমি প্রাণী, তাঁহার হৃদয় লইয়া তুমি হৃদয়বান্, তাঁহার শক্তি লইয়া তুমি শক্তিমান্। সেই যে তোমার অধ্যাত্মে অধিষ্ঠিত তোমার একার ঈশ্বর—তিনি এখানে একদিকে মাত্র তোমাকে ভিন্ন অন্য কিছু জানেন না, তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখেন না, তোমার ত্রিকালের কর্ম্ম-গতি বিধারণ করিয়া, তোমার পরিচালনেই তিনি বিভোর। কিন্তু অন্য দিকে তিনি আবার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক এই রকমই দ্রষ্টা, প্রশাসক, ফল ও শক্তির নিয়ন্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধাতা। প্রতি জীবটির সারা জীবনের অনুভূতির ফলস্বরূপে তাহার দেহত্যাগের সময় বিশিষ্ট প্রবলভাবে অঙ্কিত অনুভূতিটিই আবির্ভূত হয় এবং তদনুসারে বিরাট্ এই অক্ষর পুরুষের বিশ্বরূপের যথোপযুক্ত তদ্ধর্ম্মপ্রধান স্থানটিতে সে এই অক্ষর পুরুষের দ্বারাই নীত হয়। এ কথা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। কেন না, যিনি তোমার অন্তরে অক্ষর, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরেও অক্ষর ব্রহ্ম। কিন্তু তোমার একার ঈশ্বর, তোমার একার সমস্তের জ্ঞাতা, তোমার মাঝে তিনি প্রথমে এই ভাবে প্রতিভাত হন। তুমি চিদণুস্বরূপ জীব, তোমার অপেক্ষাও সূক্ষ্মভাবে তোমার তুমিত্বের অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিয়া তোমায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এইটিই তাঁহার তোমাতে অধ্যাত্ম ভাব। সেই সর্ব্বজ্ঞ বা সমস্ত কালক্রমের জ্ঞাতা, চিরন্তন অন্তর্যামী, ত্রিকালের সাক্ষিস্বরূপ, এই জন্য অণোরণীয়ান্‌রূপে তোমার মাঝে পরিলক্ষিত। তুমি যদি দেহত্যাগের সময়ে তাঁহার সেই অণোরণীয়ান্ মূর্ত্তিটি অনুস্মরণ করিতে সক্ষম হও, যদি তাঁহাতে তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইতে পার, তবে তুমি আপনাকেই তখন "অণোরণীয়ান্" এই ভাবেই উপলব্ধি করিবে। ইহাই হইল তোমার সেই অন্তর্যামী অক্ষর পুরুষকে দেখা, তদ্বৎ হওয়া বা তাঁহাকে পাওয়া। আর তার পর তুমি দেখিবে, তিনি মাত্র তোমার অন্তর্যামী নহেন, তিনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী; তিনি মাত্র তোমার সমগ্র জ্ঞানের জ্ঞাতারূপ সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তিনি সর্ব্বভূতের সর্ব্বজ্ঞ; তিনি মাত্র তোমার ধাতা নহেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের ধাতা; শুধু তোমার ভগবান্ নহেন, বিশ্বের ভগবান্। তাঁহাকে বিশ্বের ধাতা, বিশ্বের সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বের

ভগবান্ বলিয়া দেখা মানেই তোমার নিজের বিশ্বের ধাতৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, অন্তর্যামিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া। এ কি দান রে, এ কি আত্মদানের মহিমা! ক্ষুদ্র তমসাচ্ছন্ন জীব, নিজের মাঝে নিজের নিজস্বটি অবলম্বনে, অক্ষর ব্রহ্মপুরুষ স্বয়ং তোমার মাঝে ওই নিজ-নামীয় বোধমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছেন, এইটুকু ব্যবহারতঃ বলিতে পারিলেই তাহার ফল হইবে ওইরূপ অক্ষরত্বের অনুভূতি, এইরূপ সর্ব্বজ্ঞতার আস্বাদ লাভ, এইরূপ সর্ব্বান্ত-র্যামিতার উপলব্ধি। নিজেকে আর জীব বলিয়া, সেই পূর্ব্বেকার ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবমাত্র বলিয়া কস্মিন্ কালে দেখিতে পাইবে না—আপনার মাঝে অক্ষর ব্রহ্মপুরুষের ভোক্তা হইবে, এ কি তাহার আত্মদানের আত্মগ্রহণের হার্দ্দ লীলা! শুধু আত্মায় ভরা হৃদয়—তাহাতে শুধু আত্মদান আর আত্মগ্রহণ, ইহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপূর্ব্ব রূপ! হেথা অনাত্ম অন্ধকার নাই, হেথা মোহের নিশা চির অবসান—হেথা পরমুখাপেক্ষিতা নাই; পৃথিবী যেমন আলোর জন্য সূর্য্যের মুখাপেক্ষী, তেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানিবার আলোকের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা নাই—আদিত্যতুল্য স্বয়ম্প্রকাশ এ অক্ষরত্ব। ক্ষরজ্ঞানালোক-রশ্মি-জালের মধ্যে অক্ষর স্থির উদয়াস্তবিহীন আদিত্যপ্রকাশ! তাই ভগবান্ আপনার তারকব্রহ্মত্ব বুঝাইতে গিয়া, স্বীয় অক্ষরভাব অবলম্বনে কেমন করিয়া তিনি হৃদয়ভরা অনুরাগের সহিত আপন অক্ষরত্ব তাহাকে ভোগ করান, সেই কথাটি বলিতে গিয়া শ্রুতির—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" এই মহত্ত্বের কথাটি স্মরণ করিলেন। সেই জন্য শ্লোকে "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" কথাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। জীব আপনার ভিতর তাঁহার অর্থাৎ অক্ষর অসঙ্গ আত্মতত্ত্বের অণু রূপটি লাভ করিলে, সে সেই অক্ষর আত্মার মহতী মূর্ত্তিটি সাক্ষাৎকার করে, যিনি অণোরণীয়ান্, তিনিই মহতো মহীয়ান্, এই তত্ত্বটি দেখিতে পায়। সে জীব আপনি চিরদিনের জন্য তমের গহ্বর পরিহার করিয়া, সপ্রকাশ অক্ষর ব্রহ্মে আশ্রয় লাভ করে; অন্য জীবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া, অপরের উদ্ধারের পথে আলোক বিস্তার করে।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

জীবানাম্ অক্ষরত্বপ্রাপ্তিবিজ্ঞানং সামান্যত উক্ত্বা, তদ্‌যোগসিদ্ধানাং প্রয়াণকালো-চিতাং সাধনাং কথয়তি প্রয়াণকাল ইতি। প্রয়াণকালে দেহত্যাগসময়ে অচলেন বিক্ষেপ-রহিতেন মনসা, ভক্ত্যা প্রগাঢ়ানুরক্ত্যা, যোগবলেন অভ্যাসযোগসিদ্ধিপ্রভাবেন চৈব যুক্তঃ সমাহিতঃ, ভ্রূবোর্ম্মধ্যে—ভ্রমতীতি ভ্রূঃ, এতয়োরন্তরে অন্তর্ব্বহিঃক্রিয়াধারদ্বয়সঙ্গমরূপঃ স্নায়ুমস্তিকসন্ধির্ব্বাবস্থিতাঃ। চক্ষুর্দ্বয়োপরিস্থকেশরেখাদ্বয়ঃ নাসামূলাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়াভিমুখং প্রসৃতো বর্ত্ততে। নামরূপয়োঃ সম্বন্ধবশাৎ নামানুসারিণী চক্ষুর্গতির্ভবতি, সৈব ভ্রূদ্বয়েন প্রদর্শিতা। শব্দেনান্তঃপ্রকাশঃ রূপেণ চ বহিঃপ্রকাশো ব্যাবর্ত্ততে। অতো ভ্রূমধ্যশব্দেন অন্তর্ব্বহিরাকারজ্ঞানপ্রবাহদ্বয়সন্ধিরিতি গূঢ়ার্থোঽবগন্তব্যঃ। অতঃ প্রাণস্যাপি প্রবাহসন্ধিঃ

"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব ভ্রূমধ্যশব্দস্ত সা মান্যার্থেন সহ আত্মবোধরূপো গূঢ়ার্থোঽপি বিদুষা গ্রহীতব্যঃ আত্মপ্রজ্ঞানস্যাত্র অপরিহার্য্যত্বাৎ। প্রাণমাবেশ্য সুষুম্নামার্গেণ আত্মবোধে জীবভাবং অপলাপ্য, সম্যক্ পূর্ণরূপেণ উর্দ্ধগামিনীম্ অপুনর্ভবানাম্নীং হৃদয়নাড়ীং প্রাপ্তঃ সন্ স যোগী তৎ পরং পুরুষং অক্ষরং ব্রহ্ম দিব্যম্ অধিদৈবাখ্যম্ উপৈতি প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যোগী প্রয়াণকালে অচলমনে ভ্রূমধ্যে সম্যক্‌রূপে ভক্তিময় ভাবে ও যোগবলে প্রাণ উন্নত করিয়া, সেই দিব্য পরম পুরুষকে লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—এ পর্য্যন্ত ভগবান্ সাধারণ জীবসকলের অক্ষর পুরুষপ্রাপ্তির বিজ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন। যত্নশীল হইলে যে ভাবে জীব প্রয়াণকালে তাঁহাকে লাভ করে, দেহত্যাগের সময় স্বতঃসিদ্ধভাবে তাহার অন্তরে অক্ষরপুরুষভাব উদিত হইয়া তাহাকে যে বিজ্ঞানের বলে পরম লোক প্রাপ্ত করায়, সেই কথা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। এই বার যাহারা অভ্যাসযোগের দ্বারা তাঁহার অধিভূত, অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব ভাব ধারণায় কৃতকার্য্য হইয়াছে, যাহারা নিত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সেই অক্ষরভাবে যুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছে, সেই যোগীরা প্রয়াণকালে কি ভাব অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিবেন, সেই কথা বলিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতে পার, যদি ওইরূপ অনুশীলনকারী সকল লোকেরই অন্তরে তিনি স্বতঃসিদ্ধভাবে সমুদিত হন, তবে যোগসিদ্ধ পুরুষদিগের অন্তরেও যে তিনি আপনি উদিত হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? তবে তাঁহারা আবার সে সময়ে বিশেষভাবে কি করিবেন, এ কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা কোথায়? আবশ্যকতা এই যে, সাধারণ জীব প্রয়াণপূর্ব্বে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তখন তাহার করিবার কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু যোগসিদ্ধ পুরুষ সে সময়ে সেরূপ শক্তিহীন হন না; সুতরাং তিনি স্বীয় যোগশক্তিকে কি ভাবে প্রয়োগ করিবেন, সেই কথা বর্ণনা করা সঙ্গত। "যোগবল" শব্দটি শ্লোকে থাকায় ইহা যে সাধারণ পুরুষ হইতে বিশিষ্ট যোগী পুরুষের কথাই বলা হইতেছে, ইহা সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। ভগবান্ বলিতেছেন, যোগী পুরুষ প্রয়াণকালে ভক্তিযুক্তভাবে অবিচলমনে যোগবলে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবেন। সাধারণতঃ হঠপ্রথানুসারে ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ মনের কেন্দ্রে প্রাণবায়ুকে পূর্ণভাবে উন্নত করার কথাই যেন বলা হইতেছে মনে হয়। কিন্তু সেটি আনুষঙ্গিকভাবে লক্ষিত হইলেও মূল লক্ষ্য জ্ঞান। আত্মবোধশূন্য পুরুষের অক্ষরপুরুষ লাভ হইতে পারে না বলিয়া, অক্ষরব্রহ্মলাভ বর্ণনায় মাত্র হঠ প্রাণায়ামবোধক অর্থ গ্রহণ করা কোন প্রকারেই সঙ্গত হয় না। সুতরাং ইহার মধ্যে অন্য কোন গূঢ় অর্থ আছে কি না, দেখিতে হইবেই। সে অর্থ আছে এবং তাহাই প্রকৃত অর্থ। ওই যে তোমার ললাটপ্রান্তে চক্ষের উপরিভাগে নাসামূলভাগ হইতে আকর্ণবিস্তৃত দুইটি কেশরেখা ভ্রূ নামে খ্যাত, উহা কি জান? কেন উহার নাম

ভ্রূ? ভ্রূশব্দ ভ্রমণবাচক। দৃষ্টির গতিনির্ণায়ক ওই ভ্রূ দুটি। শব্দ অনুসরণ করিয়া দৃষ্টি প্রবাহিত হয়। শব্দ বা নাম আন্তর প্রকাশ, রূপ বাহ্য প্রকাশ। ভিতরে শব্দ বা নাম অনুসরণে দৃষ্টি রূপান্বেষী হয়। রূপ নামের সমবায়ী। দৃষ্টির গতি এইরূপ শব্দ বা নামাভিমুখী বলিয়া ভ্রূ দুটি কর্ণাভিমুখে প্রবাহিত। এই জন্য ভ্রূমধ্য বলিতে অন্তর ও বাহ্যনামক প্রজ্ঞাদ্বয়ের মধ্য বা সন্ধি বুঝিতে হয়। অনন্তর অবাহ্য যে আত্মবোধ, উহাই অন্তর্ব্বাহ্যপ্রজ্ঞার সন্ধিস্থল। অন্তর্ব্বাহ্য প্রজ্ঞা বা অন্তর্ব্বাহ্যচারী প্রাণ, ইহাও প্রায় একই কথা। শ্রুতি বলেন—যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ, যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা। সেই জন্য এই জ্ঞান ও প্রাণের অন্তর্ব্বাহ্য গতি ও তাহার সন্ধিক্ষেত্র ভ্রূমধ্যস্থলকে আত্ম-বোধের বাহ্য প্রতীকভূমিরূপে লক্ষ্য করা হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুচ্ছের সন্ধি উহারই পশ্চাতে, সেই হিসাবেও উহা স্থূল অন্তর্ব্বাহ্যসন্ধি। সুতরাং আত্মবোধে জীবভাবরূপ প্রাণপ্রবাহকে প্রলীন করিয়া দেওয়াই ভ্রূমধ্যে প্রাণস্থাপন। এইরূপ প্রাণ স্থাপন করিতে পারিলেই স্থূলতর অন্যান্য সমস্ত শারীর ক্রিয়া জ্ঞানে ও জ্ঞান আত্মবোধে স্বতঃ প্রলীন হইতে থাকে। যখন সমগ্র শক্তি সহ জীবভাব এইরূপে কূটস্থ হইবার পথে হৃদয় হইতে উঠিতে উঠিতে হৃদয়স্থ অপুনর্ভবানামীয় নাড়ী বা গতি প্রস্ফুটিত হয়, তখন সম্যক্‌ভাবে আত্মস্থ হওয়া হয়—তখন সে কূটস্থ ভূমি হইতে আর বাহ্যে বা নিম্নে গতি নামে না। হৃদয়ের চারি প্রকার গতি আছে,—রমা, অরমা, ইচ্ছা ও অপুনর্ভবা। কূটস্থ হইতে গেলে একপ্রকার হার্দ্দ প্রজ্ঞা সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে—"আমি আর ফিরিব না" এই আকারের একটি স্বাধীন গতি পরিস্ফুট হইয়া জীবকে ঊর্দ্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া দেয়। পূর্ণমাত্রায় অসঙ্গ আত্মত্বের দর্শনে এই প্রজ্ঞালোক প্রজ্বলিত হয়। উহাই অপুনর্ভবা নামে অভিহিত। সেই গতি ফুটিলে তখন বুঝিতে হয়, এইবার ঠিক কূটস্থ হওয়া হইতেছে। প্রয়াণকালে যোগী এই ভাবে সম্যক্‌রূপে পরমপুরুষে বিলীন হইবার প্রয়াস পাইবে—যতক্ষণ না অধিদৈব পুরুষ তাহাকে শরীর হইতে বিমুক্ত করেন।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

অক্ষরব্রহ্মণো মন্ত্রসাধনং সূচয়তি যদিত্যাদিনা। যদক্ষরং বেদবিদঃ বেদাচার-পরায়ণা গৃহাশ্রমিনঃ বদন্তি, যৎ অক্ষরপুরুষবাচকং পদং বীতরাগা রাগাত্মককর্ম্মময়াশ্রম-ত্যাগিনঃ যতয়ঃ সন্ন্যাসিনঃ বিশন্তি প্রবিশন্তি, যৎ প্রাপ্তুম্ ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি অনুতিষ্ঠন্তি, তৎ পদমক্ষরাখ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ তে তুভ্যম্ অহং প্রবক্ষ্যে, তস্য সাধনং সংক্ষেপেণ কথয়িষ্যামীতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বেদবিৎ পুরুষেরা যে পদকে অক্ষরবাচক বলিয়া জানেন, বীতরাগ সন্ন্যাসীরা যে পদে প্রবিষ্ট হন, যে অক্ষরকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তোমাকে সেই পদটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—অক্ষর ব্রহ্মবাচক মন্ত্রাবলম্বনে সাধনের কথা ভগবান্ এইবার সূচিত করিতেছেন। কি গার্হস্থ্যাশ্রমী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, সকলেই যে ব্রহ্মকে জানিবার জন্য, পাইবার জন্য ব্যাকুল প্রচেষ্টাময়, সেই ব্রহ্মকে যে মন্ত্রদ্বারা সাধনা করিতে হয়, সংক্ষেপে বা বীজাকারে তাঁহার যাহা নাম এবং সেই নাম অবলম্বনে যেমন করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হয়, তাহারই কথা বলিবার সূচনা ভগবান্ এই শ্লোকটিতে করিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, এই তিন আশ্রমের লোকই অর্থাৎ সকলেই ব্রহ্মপদ পাইবার অভিলাষী। গৃহী তাঁহাকে পাইবার জন্যই প্রকৃতপক্ষে বেদবিহিত কর্ম্মময় আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত; সন্ন্যাসী তাঁহাকে পাইবার জন্য রাগময় কর্ম্মত্যাগী যতি; ব্রহ্মচারা তাঁহাকে পাইবার দিকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মবোধে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মই সকলের লক্ষ্য। সেই জন্য ব্রহ্মবাচক পদ অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর হওয়া সকলেরই আবশ্যক। বেদবিৎ শব্দে এখানে গৃহীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সংস্কারাদি বৈদিক অনুষ্ঠান লইয়া সর্ব্বদা বেদেরই যাঁহারা অনুধাবন করেন, সর্ব্বদা বৈদিক তত্ত্বই অনুশীলন করেন, জ্ঞাত হন, উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই বেদবিৎ। ব্রহ্মের সহিত ভূতাত্মক জগতের যে বীজাঙ্কুর সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটি স্মরণে রাখিয়া, যাঁহারা সংসার-কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্ম বলিয়া বেদিত হইয়া, কর্ম্মযজ্ঞে যুক্ত থাকেন, তাঁহারাই বেদবিৎ গার্হস্থ্যাশ্রমী। বেদবিৎ গৃহী পুরুষেই জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চিত। ভগবান্ 'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ' বলিয়া জাবকে এই গৃহস্থধর্ম্ম পালনেরই উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থধর্ম্ম পালনে জীব তাহার নিজের মধ্যে ত্রিবিধ ভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করে। সেই দর্শনের ফলে কর্ম্মী গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী হয়, স্ত্রীসংযুক্ত হইয়াও ব্রহ্মচারী থাকে। সংস্কার-গ্রন্থিতে সে ব্রহ্মে বিচরণ করে, ব্রহ্মেরই শক্তি তাহার সর্ব্বত্র নিয়ন্তা, সকল শক্তি তাঁহারই এবং তিনিই তাহার মধ্য দিয়া প্রজাসৃজনে আপনাকে বহু করিতে প্রযুক্ত, ইহাই সে দেখে স্ত্রীসঙ্গে; সুতরাং তাহাতে তাহার ব্রহ্মচর্য্য পরিপালিতই হয়, নষ্ট হয় না। হৃদয়ে বা তাহার কর্ম্মে বা যজ্ঞে সে অসঙ্গ আত্মদর্শনে আদর্শ সন্ন্যাসিরূপে আপনাকে দর্শন করে; সংসারে সর্ব্বকার্য্যকে সে ব্রহ্মকর্ম্ম বলিয়া অনুভব করে; সুতরাং কর্ম্ম তাহাকে বহিরভিমুখে লইয়া যাইতে পারে না, অন্তরে মূলে ব্রহ্মতত্ত্বেই পরিচালিত করে। কর্ম্মী পুরুষ এইরূপে কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী, গৃহী হইয়াও ব্রহ্মচারী। প্রধানভাবে গৃহী আত্মজ্ঞ পুরুষের এই লক্ষণ হইলেও ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী পুরুষেরও সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের ত্রিবিধ মূর্ত্তি দর্শনে জীব আপনাতেও ব্রহ্মচর্য্যত্ব, যতিত্ব ও বেদবিৎ গৃহিত্ব দেখিতে পায়। কেন না, সকল পুরুষেই গৃহিভাব, ব্রহ্মচারি-ভাব ও সন্ন্যাসিভাব প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকটিত ভাবেই হউক, থাকেই। প্রসঙ্গক্রমে অক্ষর ব্রহ্মের সাধনমন্ত্র বলিতে গিয়া এই তিন আশ্রমের উল্লেখ করার কারণই এই।

অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ, অক্ষর ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর প্রভৃতি বহুবিধ ভাবাত্মক শব্দের ভাবের যে বহুধা বিস্তার, তাহা সংক্ষেপে বীজাকারে গ্রহণ করা সাধনাকে সুগম করার উপায়। এই জন্য ভগবান্ 'সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে' কথাটি বলিলেন।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

সামান্যেন পরাগতিপ্রাপ্তিং যোগিনাং প্রয়াণকালোচিতাং সাধনাঞ্চ কথয়িত্বা, পরম-পুরুষস্য তদেব সমন্ত্রং সাধনং বিশদীকরোতি সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসি প্রত্যাহৃত্য, তন্মনশ্চ হৃদি দহরাকাশে আত্মবোধরূপে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা, আত্মনো মূর্দ্ধ্নি সহস্রারে আত্মবোধরূপয়া উর্দ্ধগামিন্যা সুষুম্নানাড্যা প্রাণং তৎপ্রজ্ঞাময়ী-মাত্মগতিম্ আধায় সংস্থাপ্য, যোগধারণাং—তস্মিন্ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বেশ্বরভূমৌ যুক্তোঽহম্ ইত্যাকৃতিং ধারণাম্ আস্থিতঃ প্রাপ্তঃ সন্, ওমিতি একাক্ষরং ব্রহ্ম বীজরূপং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যর্থবোধকং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্, মাম্ অক্ষরম্ অনুস্মরন্ যথোক্তমনুচিন্তয়ন্ যো দেহং ত্যজন্ প্রযাতি, স পরমাং মৎস্বরূপাং গতিং যাতি প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়-সকলকে মনে সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া, নিজের শিরোদেশে প্রাণ সন্নিবেশিত করিয়া, যুক্ত হইয়া, ওম্ এই ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণে আমাকে অনুস্মরণ করিয়া, যে দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সে পরমা গতি লাভ করে।

যৌগক অর্থ।—প্রথমে সাধারণভাবে প্রয়াণে পরাগতি লাভের কথা বলিয়া, যাহারা অধিদৈবাদি ভাবে পরমেশ্বরের ধারণায় অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই যোগীদিগের দেহত্যাগসময়ের কর্ত্তব্যতা এই দুইটি শ্লোকে বিশদভাবে সমন্ত্র বলিতেছেন। পূর্ব্বে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্" বলিয়া যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাই ব্রহ্মবাচক মন্ত্র সহ কেমন করিয়া করিতে হইবে. সেই কথাই স্ফুটতর করিয়া বুঝাইতেছেন। প্রথমে ইন্দ্রিয়-সকলকে মনে সংযত করিবে, তার পর মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিবে। হৃদয় বলিতে দহরাকাশ বুঝায়—যেখানে তুমি কর্ম্মময় ভোক্তা। সুখ দুঃখ আকারে যে অন্তরাকাশ নিত্য তোমাদিগকে ভোগময় করিয়া রাখে, সেই আকাশের নাম দহরাকাশ। যে আকাশ সুলভ বা সুপ্রশস্ত হইলে তাহার নাম হয় সুখ, দুর্লভ বা সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইলে তাহার নাম হয় দুঃখ, এইরূপে যে অন্তরাকাশ তোমায় সুখ দুঃখ ভোগ করায়, তাহার নাম দহরাকাশ। এই দহরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সেই সমস্তই নিহিত; ইহাই অনুভূতির আকাশ। ব্রহ্মে যাহা কিছু আছে, জীব এই

আকাশে সেই সমস্তই উপলব্ধি করিতে, ভোগ করিতে পারে। এইখানে জীব বদ্ধ হইতে পারে, মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মত্ব হইতে জীবত্ব বা ভূতত্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থা এইখানে সে কার্য্যতঃ পাইতে পারে। আর এইখানে যাহা পায়, বিরাটে সেই লোকেই তাহার গতি হয়। ইহারই মধ্যে আত্মা অধিযজ্ঞরূপে অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তুমি আপনাতে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আপনাকে পাইয়াছ, ইহা জাগ্রতভাবে উপলব্ধিতে আসে। এইখানেই তোমার যত কিছু প্রকৃত আদান প্রদান। হৃ অর্থ আহরণ করা, দ অর্থে দান করা, য অর্থে গতি। আহরণ ও দানরূপ যজ্ঞে এইখানেই জীব ব্যাপৃত থাকে। অজ্ঞ জীব কাহাকেও আপন বলিয়া গ্রহণ করে, কাহাকেও পর বলিয়া বর্জ্জন করে এবং এইরূপে এইখানেই জগদ্‌ব্যাপারে মত্ত থাকে ; সুতরাং এই চেতনভূমিতে প্রবেশ করিলেই মনে হয়, এইখানেই আমার সর্ব্বস্ব, এইখানেই আমি। শ্রুতি বলেন,—ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব। এই দহরাকাশ বক্ষঃস্থল হইতে শিরোদেশ অবধি বিস্তৃত। তবে প্রথমেই যেখানটিতে অঙ্গুষ্ঠমাত্রবৎ প্রকাশরূপে সহজেই আপনাকে জীব দেখিতে পায়, সেইখানটিই স্থূল হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরদেশ। উহাই জীবাত্মার ভূমি এবং ঊর্দ্ধে সহস্রারে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ভূমি। একাত্মবোধ-প্রধান এই দহরাকাশের এক প্রান্তে কর্ম্মফলভোক্তা জীব, অন্য ঊর্দ্ধ প্রান্তে ফলদাতা, সর্ব্বশক্তিদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর বা অক্ষরব্রহ্ম। এই দহরাকাশ বা আত্মবোধরূপ একই বৃক্ষে এই দুই পুরুষ অবস্থিত। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" বলিয়া শ্রুতি স্বগতভেদাত্মক এই জীবেশ্বর ভাবটি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রথমে এই হৃদয়ে প্রবিষ্ট না হইতে পারিলে পরমেশ্বরতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় না। একজন ভোক্তা, একজন ঈশ্বর, সাক্ষী, উভয়েই আত্মতত্ত্বরূপ এক সেতুতে সংযুক্ত—নিজবোধরূপ একই বৃক্ষে সমাসীন।

আচ্ছা, স্থূল শরীরসম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এই কথাটি আগে তোমাদিগকে একটু বুঝাইবার চেষ্টা করি। আধুনিক শারীর বিজ্ঞান হইতেও তোমরা জানিয়াছ যে, তোমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির অতি সূক্ষ্ম কেন্দ্রসকল রহিয়াছে। তোমাদের মাথার মধ্যে যে মাখমের মত শুভ্র ঘনপিণ্ড, উহাতে অসংখ্য কোষসকল সন্নিবিষ্ট এবং প্রতি কোষটি এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বোধ ও শক্তিপ্রকাশের কেন্দ্রস্বরূপ। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, শরীরাদি সঞ্চালন, সুখ-দুঃখ শীতোষ্ণাদি অনুভূতি, এ সকলেরই কেন্দ্র ওই মস্তিষ্কে। যত কিছু জ্ঞান বিজ্ঞান মনে বা চেতনায় প্রকাশ হওয়া সম্ভব, পরমব্রহ্মতত্ত্ব হইতে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞানটি পর্য্যন্ত, অলৌকিক যোগশক্তি হইতে সাধারণ রক্তসঞ্চালনশক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ওই মস্তিষ্ককেন্দ্রেই অবস্থিত। তোমার শরীরের একটীমাত্র অনুভূতিও ফোটে না—ওই মস্তিষ্কের প্রেরণা না পাইলে। ভাল,

এইবার মনে কর, তোমার হাতে একটী মশা বসিয়া দংশন করিল। এই মশার বসা ও দংশন, এ সমস্ত তোমায় কে জানাইয়া দিল? ওই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক জানাইয়া দিল,—মশা বসিয়াছে ও দংশন করিয়াছে, সে দংশনের তীব্রতা কতটা, ওই মশাটি তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, এইরূপ প্রত্যেক জ্ঞানটি দিল তোমায় তোমার মস্তিষ্ক। মশাটি তাড়াইবার জন্য, যে শক্তি যেখান দিয়া পরিচালিত করা প্রয়োজন, তাহাও পরিচালিত করিল ওই মস্তিষ্ক। জানিল—করিল যাহা কিছু সব মূলতঃ ওই মস্তিষ্ক। কিন্তু ভোগ করিল তোমার হাত—তুমি। হাতে কামড়াইল মশা, মাথা জানাইল—তোমায় মশা কামড়াইয়াছে, তোমার জ্বালা করিতেছে, হাত যন্ত্রণায় অধীর হইল। মাথাটি সে ব্যথার মূর্ত্তি ধরিল, কিন্তু মাথা সে যন্ত্রণা ভোগ করিল না, ভোগ করিল হাত। তোমার হাতে মশা কামড়াইলে, কই—মাথা ত চুলকাও না। মাথা ধরে ব্যথার মূর্ত্তি, সে ব্যথা ভোগ করে হাত। যন্ত্রণাজ্ঞান জাত হইল মস্তিষ্কে, ভোগ করিল হাত। সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল, মস্তিষ্কই ঈশ্বরের মত তোমার সকল সুখ-দুঃখ ও তাহার ভোগ এবং সকল শক্তি ও সকল পরিবর্ত্তন তোমার জন্য রচনা করিয়া তোমায় দিতেছে, আর তোমার সর্ব্বাঙ্গ তাহার ভোক্তামাত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। এই মস্তিষ্ক যেন নিয়ন্তা, দাতা, সাক্ষী, কিন্তু অভোক্তা; সর্ব্বাঙ্গ ভোক্তা। প্রবাদ কথা, যাহার বিবাহ, তাহার মনে নাই, প্রতিবেশীর নিদ্রা নাই! এ ঠিক তেমনই নহে কি? এই প্রতিবেশী তোমার ভগবান্। তোমার ভগবানের স্থান তোমার ওই মস্তিষ্কে। আর তুমি ভোক্তা শরীরাভিমানী, শরীরকেন্দ্র হৃদয়ের শেষ প্রান্তে ওই হৃৎপিণ্ডে তোমার স্থান। ওই মস্তিষ্কের ধর্ম্ম স্মরণে ভগবান্ কি ভাবে তোমার সর্ব্বস্বের দাতা, নিয়ন্তা, সাক্ষী অথচ ভোক্তা নহেন, তাহা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। আর তুমি সমস্তের ভোক্তা হইয়াও কি ভাবে তুমি ভগবানের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত, বিধৃত, পালিত, ইহাও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। সুতরাং এই স্থূল শারীর ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়াই তুমি ধারণা করিতে সক্ষম হইলে, কেন আমরা মস্তিষ্কে সহস্রারে অর্থাৎ ওই সহস্রবিজ্ঞানময় মন্দিরে অনুশাসক ভগবানের বাসস্থান বলিয়া নির্ণয় করি। স্থূল লক্ষণের দ্বারা সত্য সত্যই যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিধর ভগবান্ তোমার শিরোদেশে, ইহা ধারণ করিয়া তুমি ধন্য হও। এক দেহ, এক নিজবোধে ধরা এই শরীরে এই দুই অভোক্তা ও ভোক্তা বিভাগ দেখিয়া, এক আত্মবোধে ঈশ ও অনীশ, দুই পুরুষের ধারণা কর।

আর একটু বলি। ওই যে তোমার মস্তিষ্ক, উহার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, ইহা দেখিলে। কিন্তু তুমি ত কই, সমগ্র বিশ্বের ভোক্তা হইতে পারিতেছ না, সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান্ হইতে সমর্থ হইতেছ না? তোমাতে তুমি ভোগ করিতে পাইতেছ অতি সামান্য, সাধারণ মানবোচিত কতকগুলি জ্ঞান বা অনুভূতি, কতকগুলি সসীম শক্তি মাত্র। তোমার চক্ষুর দৃষ্টি, তোমার শ্রবণশক্তি,

ঘ্রাণশক্তি, গমনশক্তি, সমস্তই সঙ্কীর্ণ সসীম। অথচ তোমার মস্তিষ্কে রহিয়াছে সমস্ত অসীম অফুরন্ত। তোমাকে দেওয়া হইতেছে যেন মাপিয়া মাপিয়া। প্রজ্ঞা ও প্রাণ, অনুভূতিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, সব পাইতেছ তুমি যেন অতীব হিসাবের উপর একজনের বা ওই মস্তিষ্কের আজ্ঞামত। প্রাণ বলিতে আমি এখানে ওই সর্ব্বভৌতিকক্রিয়া-সম্পাদিনী শক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি। তোমরা যে শক্তিবলে বাঁচিয়া থাক ও জীবন্তবৎ শারীর গঠন, সঞ্চালন, পরিবর্জ্জন কর বা দেহ ত্যাগ কর, সেই প্রাণ বলিতেছি। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ, এই উভয়ই মস্তিষ্কের আজ্ঞামত তুমি পাইতেছ। "যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ, যঃ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা"—যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ, যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা, ইহা অপৌরুষেয় শ্রুতির বাণী। অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইলে তাপ ও আলোক উভয়াকারে বিকীর্ণ হয়, মস্তিষ্কপ্রতীক ভগবান্ তেমনই কিছু প্রকাশ করিলেই প্রজ্ঞা ও প্রাণ, উভয়াকারে বিকীর্ণ হন। জীব ওই মস্তিষ্ক-প্রতীক ভগবান্ হইতে তাঁহার আজ্ঞামত প্রজ্ঞা ও প্রাণ ভোগ করিতে পায় বলিয়া মস্তিষ্কের যে ভূমি হইতে উহা ওইপ্রকার দুই বিভক্ত-রূপে ক্রিয়াশীল, সেই ভূমিকে দ্বিদল আজ্ঞাচক্র বলে। প্রজ্ঞা বা অনুভূতি অন্তর্বোধাত্মক এবং প্রাণ বাহ্যবোধাত্মক। উহার স্থূল প্রবাহী নাড়াগুলি বোধাত্মক ও ক্রিয়াত্মক স্নায়ু নামে অভিহিত। ওই যেখান হইতে স্নায়ু আরম্ভ ও যত দূর যেখানে যেখানে উহার বিস্তৃতি, সেইখান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত ভোগভূমি, তত দূর তুমি ভোক্তা। আর নদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ স্নায়ুগুলি যেখানে গিয়া মস্তিষ্কে মিশিয়াছে, সেইখান হইতে ঈশ্বরভূমি—উহাই রুদ্রগ্রন্থি। স্নায়ুগুলি প্রজ্ঞা ও প্রাণের প্রবাহের প্রণালী মাত্র। সুতরাং ক্ষরণ বা প্রবাহ যেখানে, সেইখানেই জীবত্ব। যেখান হইতে সকল ক্ষরণ জাত, অথচ যাহাতে ক্ষরণ নাই, উহাই অক্ষর ব্রহ্মভূমি। স্নায়ুগুলি যেন জীব-শরীর, মস্তিষ্ক যেন ঈশ্বর-শরীর।

শরীর অবলম্বনে এই যে তোমাদের ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বসংস্থান বর্ণনা করিলাম, ইহা হইতে এইবার সুন্দরভাবে জানিলাম যে, যদি প্রজ্ঞানঘন পরমেশ্বরকে পাইতে হয়, তবে প্রাণ ও প্রজ্ঞা, এই উভয় আকার যেখানে এক হইয়া অবস্থিত, যেখান হইতে উহা বিভিন্নরূপে বিভক্ত হইয়াছে, সেই মূল ভূমিতে যাইতে হইবে। কেন না, এই বিভক্ত প্রবাহভূমিতে থাকাই জীবত্ব। সুতরাং হৃদয় হইতে তোমায় মস্তিষ্কে উন্নীত হইতেই হইবে। জীবত্ব হইতে ভগবানে প্রবেশ, এই কথাটি যদি শরীরযন্ত্র অনুসরণে বলিতে হয়, তবে বলিতেই হইবে,—হৃৎপিণ্ড হইতে মস্তিষ্কে যাও। সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন,—"মূর্দ্ধ্নি আধায় প্রাণং"—মূর্দ্ধায় প্রাণকে ধারণা করিয়া যোগস্থ হও, যোগ-ধারণা প্রাপ্ত হও। জ্ঞান ও প্রাণ যেথায় যুক্ত—একীভূত, সেই স্থলেই তোমার যোগ-ধারণা, ইহা বেশ দেখা গেল। প্রজ্ঞা ও প্রাণ একীভূত হওয়া এবং জীবে ও ভগবানে যুক্ত হওয়া এক কথাই হইল।

শারীর সংস্থান অবলম্বনে আর একটি কথা বলিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি,—অধ্যাত্ম, কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বা অধিভূত, অধিযজ্ঞ ও অধিদৈব, এই তিনটি জীবের প্রধান চেতনভূমি ও এই ভূমিতেই জীবের সর্ব্বতঃসঙ্গী ভগবানের ত্রিসংস্থান। এই তিনের মধ্যে অক্ষর ব্রহ্মভূমি মস্তিষ্ক, কর্ম্ম বা যজ্ঞভূমি হৃদয়, ইহা বলিয়াছি। এইবার অধিভূত ভূমিটি বলি। মুলাধারই প্রকৃত অধিভূত ভূমি। মূলাধার হইতে নাভিদেশ অবধি ইহার বিস্তার—মূলাধারই মূল কেন্দ্র। দেখ, তুমি অন্তরে অন্তরে হয় ত নানাপ্রকার অসৎচিন্তায় বা কোন প্রকার হৃদয়াবেগে আলোড়িত হইতেছ। কিন্তু বাহ্যতঃ তুমি সে সকল কিছু ব্যক্ত না করিয়া, যেন একজন সৎপুরুষ বা স্থির পুরুষ রহিয়াছ, এইরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছ। এই যে অন্তরালোড়নের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়িত না হওয়ারূপ একটী স্থিরবৎ জ্ঞানসংস্থান, ইহাই ভূতভূমি। প্রজ্ঞা ও প্রাণ ক্রিয়াশীল থাকিয়া, সে ক্রিয়ার উপরে কূর্ম্মের শরীরের বাহ্য কঠিন আবরণটির মত একটী নিজ সত্তাভাব সম্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, উহাই তোমার ভৌতিক স্থিতি। জ্ঞান ও প্রাণের ক্রিয়া যেখানে আসিয়া মূল ভৌতিক পরিণতি গ্রহণ করিতেছে, উহাই মূলাধার। সাধারণতঃ জীব "আমি" বলিতে এই ভৌতিক স্থিতিটিই অনুমান করে। এই স্থান হইতে বাক্‌শক্তি প্রবাহিত হইয়া, বাহে বৈখরী নাদে বাক্যাকারে প্রকাশ পায়, এই স্থানেই কামবৃত্তি জননক্রিয়া উদ্দীপিত করে, এই স্থান হইতেই ওজঃশক্তি জাত হইয়া ভৌতিক শরীরকে বলবীর্য্য ও পুষ্টিময় করে। এই ভূমিতে প্রাণ ও প্রজ্ঞা একাভূত হইয়া ভূত বা তামসিক স্থিতি রচনা করে।

এখন ভূতাভিমানী তুমি যদি ভগবদভিমানী হইতে চাহ, যদি প্রজ্ঞানঘন ভগবানে প্রবিষ্ট হইতে চাহ, তবে তোমার অহংবোধটিকে এখান হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া লইতে হইবেই। ভগবান্ এখানেও অধিভূত ভাবে তোমায় ধরিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্ দেখিতে আরম্ভ করিতে হইবে তোমায় এই স্থূল হইতে—এই অধিভূত চেতনভূমি হইতে।

ব্রহ্মবাচক বীজ ওম্। প্রাণ ও প্রজ্ঞা আত্মবোধে সমবায়ী হইয়া প্রণব হইয়াছে। প্রাণ ও প্রজ্ঞার তামসিক যুক্ততা যে ভূতভূমিতে, সেই স্থানের আত্মভাবই ত ক্ষরভাব। আর প্রাণ ও প্রজ্ঞার সাত্ত্বিক যুক্ততা যেখানে, মস্তিষ্কে প্রবেশের মুখে, সেই স্থানের আত্মভাবই ত অক্ষর ভাব। আর হৃদয়ে প্রাণ ও প্রজ্ঞার আত্মবোধে রাজসিক যুক্ততা। সুতরাং আত্মভাবটি প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহিত ত্রিবেণীরূপে মূলাধার হইতে আজ্ঞাক্ষেত্র অবধি ব্যাপ্ত। হৃদয়ের নিম্নে আত্মবোধ অতীতবৎ তমসাবৃত। মূর্দ্ধায় সাত্ত্বিক—সাধারণ জীবের নিকট অব্যক্ত। হৃদয়ে রাজসিক, প্রত্যক্ষ অনুভূতিময়। সুতরাং আত্মবোধকে ব্রহ্মবোধে যুক্ত করিতে হইলে মূলাধার হইতে উত্থান আরম্ভ করিতে হইবে। "ওম্" এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে গেলে মূলাধার হইতে অ, হৃদয় হইতে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত উ এবং ম্-টি বাহ্যতঃ ওষ্ঠ হইতে অনুনাসিক ভাবে মূর্দ্ধার ভিতর দিকে উকারেরও উপরিভাগে প্রবাহিত হয়। সুতরাং শুধু স্থূল শব্দটির গতিও জীবের ত্রিবিধ সংস্থানের অনুসরণেই

বিস্তৃত হয়। অধিভূত, অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, এই ত্রিভাবসংস্থানেরই তটভূমি দিয়া গতি বলিয়া ওই শব্দটি ব্রহ্মবাচক বলিতে পার। সেই জন্য ওম্ অক্ষর উচ্চারণ করিয়া ভগবান্‌কে অনুস্মরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। প্রণবকে ধনু ও আত্মাকে শরস্বরূপ করিয়া, ব্রহ্ম লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবার কথা শ্রুতিতে আছে। আত্মবোধটিকে তুলিতেই হইবে। শুধু মন নহে, শুধু প্রাণ নহে, শুধু প্রজ্ঞা নহে, আত্মাকে—নিজেকে। এই জন্য হৃদয়ে সুষুম্না বা আত্মবোধরূপ আকাশ অবলম্বন করিয়া, ওঙ্কার অনুস্মরণে আপনাকে ওই মূর্দ্ধাদেশে উঠাইয়া লইতে হইবে। ব্রহ্মসারূপ্যবোধে সম্বুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মত্ব দর্শন করিতে হইবে। আর সেইরূপ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরা গতিই লাভ হইবে।

স্থূল শারীর সংস্থান লইয়া উপরে যেমন জীব ও ঈশ্বরের বর্ণনা করিয়াছি, এখানে তেমনই ওঙ্কারের স্থূল শব্দাকারটি লইয়াই তাহার বর্ণনা করিলাম।

প্রাণ ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে আর একটু খুলিয়া বলি। জ্ঞান বা অনুভূতি প্রকাশ পাইলেই তাহা অন্তর ও বাহ্য, এই দুই দিক্ রচনা করে। অনুভূতি হওয়া মাত্র আমি অনুভূতিময় হইয়া যাই—আংশিক বা সর্ব্বতোভাবে আমি আপনাকে সেই বা তন্ময় বলিয়া বোধ করি—ইহা অন্তরের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুভূতি দ্বারা একটী বহিঃ বা আমার সেই অনুভূতিময় সত্তার বাহ্যে অথচ তাহারই উপর একটী প্রবহমানা শক্তি যে ক্রিয়াশীলা হইয়া ওঠে, ইহা জানিতে পারি—অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের স্বাভাবিক গতির ধারায় যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার দ্বারা। একটি আনন্দজনক অনুভূতি হইলে বুকখানা যেন স্ফীত হইয়া ওঠে, আবার একটি দুঃখজনক অনুভূতি হইলে বুক যেন বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যায়; ক্রোধ প্রকাশ হইলে শরীরের স্নায়ুসকল—পেশী-সকলে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, একটি স্নেহের উদয়ে তদ্‌বিপরীত অন্য এক প্রকার স্নায়বিক গতি যে রচিত হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ কর। ভৌতিক শরীরকে পরিচালিত করিবার মত শক্তি যখন অনুভূতি দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া ওঠে, তখন অনুভূতি যে তাহার বাহ্য আবরণস্বরূপ একটি শক্তি রচনা করে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে; কেন না, শক্তি না হইলে শক্তিকে কে পরিচালিত করিবে? সুতরাং অনুভূতি হইতে যে প্রবহমান বা বাহ্য বোধপ্রদ একটি শক্তি বিচ্ছুরিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। উহাই স্থূল প্রাণশক্তি। এই জন্য ভগবান্ এই প্রসঙ্গে বলিলেন,—'মামনুস্মরন্‌····প্রাণং মূর্দ্ধ্নি আধায়'—আমায় অনুস্মরণ করিতে করিতে অর্থাৎ আমার ভাবে তন্ময় হইতে হইতে প্রাণকে মূর্দ্ধায় রক্ষা করিবে। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞরূপ দেবতাত্রয়ময় অক্ষর ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইবার জন্য তাঁহাকে অনুস্মরণ করিলেই মূর্দ্ধদেশে যাইতে হইবে এবং মূর্দ্ধায় গেলেই প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে উপনীত হইবে, এই জন্য অনুস্মরণের সঙ্গে প্রাণকে মস্তিষ্কের ভূমিতে রক্ষা করিবার কথা বলিলেন।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

সুলভো হি ভগবান্ নিত্যযুক্তানামিত্যাহ অনন্যেতি। ন ভগবতঃ অন্যা ইয়ং চেতনা আত্মরূপেতি অনন্যচেতাঃ, প্রীতিঘনোঽয়মাত্মা, প্রীতির্ব্বৈ ঈদৃশং যোগং দদাতি, অতঃ প্রীত্যা তদ্‌যুক্তচেতন ইত্যর্থঃ, যো জনঃ সততং বারম্বারং মাম্ অক্ষরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং যথোক্তপ্রকারেণ স্মরতি, হে পার্থ, নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ অনায়াসেন প্রাপ্যঃ। ননু, দুর্লভত্বং হি ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধমস্তি "যদি মন্যসে সুবেদেতি" শ্রুতৌ। তৎ কথমত্র সুলভতাবচনম্? উচ্যতে। দুর্লভমপি ব্রহ্ম প্রাণনেন সুলভং ভবতি। নিত্যশঃ স্মরণেন তৎপ্রীতিরুদ্দীপ্যতে, তত এব স সুলভো ভবতীতি ভাবঃ। তৎপ্রীতির্ব্বৈ তল্লাভং প্রতি মুখ্যকারণম্। ভাগবতে চ,—"ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ। আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥"

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, অনন্যচেতা হইয়া বার বার প্রতিদিন যে আমায় স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে ভগবানে যুক্ত থাকা ও তৎফলস্বরূপ তাঁহাকে প্রয়াণকালে পাওয়ার কথা বলিয়া, এই শ্লোকে তিনি যে নিত্যযুক্ত পুরুষের পক্ষে সুলভ, সেই কথাটি বলিতেছেন। বিজ্ঞানের এত কথা, তত্ত্বের এত কথা, আত্মবোধের এত কথা বলিলাম—এত কথা শুনিলে, কিন্তু আজ এক ভগবন্মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব মৃতসঞ্জীবনী বাণী তোমাদের মর্ম্মের মধ্যে ঘোষণা করিতেছি। সে বাণীর উদ্‌ঘোষণে মৃতে জীবন সঞ্চার হয়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে তড়িদ্‌বিভাস প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, হৃদয়ে প্রবাহিত হয় অমৃতের বন্যা, প্রাণে সঞ্চারিত হয় অলৌকিক বীর্য্য, ভরিয়া যায় সমগ্র চেতনা আশার নবীন আলোকে। সেটি জ্ঞানের কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নহে, যোগের কোন গুপ্ত কৌশল নহে, সিদ্ধির কোন রহস্যময় সচেতন মন্ত্র নহে, সেটি একটী ক্ষুদ্র অতি সাধারণ শব্দ মাত্র —সুলভ। ভগবান্ বলিতেছেন—আমি তাহাদের সুলভ। তুমি সুলভ। এমন জীব আছে, এমন জীব এই মর্ত্ত অসুখময় অন্ধ অজ্ঞানভূমিতে আছে—থাকিতে পারে, যাহাদের নিকট তুমি সুলভ! ভগবন্—বিশ্বনাথ! তুমি সুলভ সত্য কি? দ্রষ্টা ঋষিরা যে তোমাকে চিন্তারও বহির্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে তোমাকে জানিয়াছি মনে করিলেও 'জানা হয় নাই' সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, সেই তুমি বলিতেছ—আমি তাহাদের পক্ষে সুলভ। কাহারা তারা—কি তাহারা—কি করে তাহারা—দুর্লভতম পরশমণি! সুলভ তুমি যাহাদের কাছে, তারা কি আমাদেরই মত জীব, আমাদিগের মতই তাহারা মর্ত্ত—আমাদিগের মতই তাহারা রক্তমাংসময় তনু লইয়া বিচরণ করে? দুর্লভতম স্পর্শমণি! তুমি সুলভ? আছে এমন জীব—যাহারা তোমার মত অনর্ঘ রত্ন অনায়াসে—সুলভে লাভ করে? কি পুণ্যে, কি সৌভাগ্যে, কি কর্ম্মফলে, দুর্য্যোগময় মর জীবনে এ সুযোগের অভ্যুদয়?

সুলভ—সত্যই আমি সুলভ। আমি দুর্লভ অপেক্ষাও দুর্লভ, আবার সুলভ অপেক্ষাও সুলভ। যাহারা আমার জন্য আত্মায় আসন পাতিতে পারিয়াছে, তাহাদিগের নিকট আমি একান্ত সুলভ। যাহারা প্রীতির সাগর আমাকে তাহাদিগের আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে আজ পর্য্যন্ত পারে নাই, তাহাদিগের নিকট আমি দুর্লভ। যাহারা আত্মারূপে সর্ব্বরসস্বরূপ আমাকে আপনার মধ্যে দেখিয়া, সমগ্র বিশ্ব আমারই মহিমা বা আমিই বলিয়া প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে আমাময় করিতে পারিয়াছে, তাহাদিগের নিকট আমি সুলভ। যাহারা আমাকে আপনার মধ্যে—সুতরাং বিশ্বের মধ্যে দেখিতে পায় নাই, তাহাদিগের নিকট আমি দুর্লভ। যাহারা আমাকে তাহাদিগের আত্মারূপে পাইয়া জানিয়াছে, আমিই তাহাদিগের নিয়ন্তা, গতি, ত্রিকালের সাক্ষী, অন্তর্যামী, আমি তাহাদিগের অধিভূতভাবে, অধিযজ্ঞভাবে, অধিদৈবভাবে তাহাদিগকে বক্ষে লইয়া বিরাজ করিতেছি—শুধু বীর্য্য দিয়া, প্রতাপ দিয়া ধরিয়া নাই, হৃদয় দিয়া—প্রীতির প্লাবন দিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছি, যাহারা আত্মা বলিতে শুধু নিজপ্রত্যয়বোধক চেতনা না পাইয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পায় প্রীতির নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সাগর, বিশ্বরসের স্নিগ্ধ প্রবাহহান স্মৃতিহীন আগার, বিশ্বশক্তির পূর্ণতায় ঢলিয়া শায়িত হইবার শয়নভূমি, তাহাদিগের নিকট আমি সুলভ। আর যাহারা আমায় তেমন করিয়া পায় নাই, তাহাদিগের নিকট আমি দুর্লভ। যেমন রসনায় তোমাদিগের কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মিষ্ট, সর্ব্ববিধ রস আছে, অথচ তাহা সাধারণ ভাবে আছে কি না, জানা যায় না, একটু কোন কটুতিক্তকষায়লবণাম্লমিষ্টরসময় কোন দ্রব্য স্পৃষ্ট করাইলেই সেই রসে সমগ্র রসনা প্লাবিত, সেই রসাস্বাদনে সর্ব্বশরীর যেন সেই রসময় হইয়া ওঠে; যে জানে যে, এ রস জিহ্বাতেই ছিল এবং তাহা হইতেই জাত হইল—বস্তুটি সে জিহ্বাস্থ রসকে উদ্দীপিত করিয়া দিল মাত্র, বস্তুতে ও রসবোধ ছিল না, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যেমন অবাক্ হইয়া উপলব্ধি করে যে, এই জিহ্বাই সর্ব্বরসবোধশূন্যরূপে সাধারণতঃ মনে হইলেও ইহাই সর্ব্বরসের আগার, তেমনই আমার নিষ্কল নির্গুণ অসঙ্গ আত্মরূপ উপলব্ধি করিয়াও যে জানিয়াছে, সকল রসের, সকল শক্তির অস্তি নাস্তি যাহা কিছু, সমস্তের ইনি আগার, তাহারই নিকট আমি সুলভ। আকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যুৎভরা, কিন্তু তাহা যেমন সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু যখন একটী শীর্ণ বিজলীরেখা চক্ষু ধাঁধিয়া জ্বলিয়া উঠে, তখন যেমন আকাশকে বিদ্যুন্ময় বলিয়া অনুভব করা যায়, তেমনই এই শান্ত নিরীহ আত্মস্বরূপ আমাকে যাহারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ তড়িৎলালার আধার বলিয়া আপনার মাঝে চিনিয়াছে, তাহাদিগের নিকট আমি সুলভ। আমাকে তোমরা ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে যদি স্মরণ কর—সে স্মরণ সাক্ষাৎভাবে আমায় পাইবার দেখিবার কারণ না হইলেও সেই স্মরণে প্রীতিময় আমি উছলিয়া উঠি, তাহার হৃদয়ে সে তত আমাতে নিবিষ্ট হয়, তত সে আপনার মাঝে সর্ব্বত্র আমায় জড়াইয়া ধরিতে প্রয়াস পায়, তত আমি হৃদয় ভরিয়া

তাহাকে আমার মাঝে চাপিয়া ধরি, তাকে একাত্মবোধে সম্বুদ্ধ করিয়া, অনন্যচেতা করিয়া, জীবেশ্বর ভেদ অপসৃত করিয়া, অভেদ আলোকে দাঁড়াই তাহার হৃদয়ে। এইরূপে আমি জীবকে সাধক করি ; অনন্যচেতা নিত্য সাধকহৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া দিয়া আমি তাহাকে তার আত্মরূপেই দেখা দিই।

ভাগবতে আছে, অচ্যুতকে প্রীত করা বহু আয়াসসাধ্য নহে। কেন না, তিনিই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ এবং সর্ব্বত্র তিনিই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে ভাবে আপনার চেতনার তিনটি ভূমিতে তাঁহাকে দেখিতে প্রয়াস করিবার কথা বলা হইয়াছে, সেই ভাবে ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে যদি কেহ সাধনা করে, তবে সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে ভগবৎ-লাভ যে সুলভ, ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঙ্গতাঃ॥ ১৫

সুলভতয়া হি ভগবতঃ কিং ফলং স্যাৎ, তদুচ্যতে মামিতি। মাং পরমেশ্বরম্ উপেত্য প্রাপ্য, পুনর্জন্ম পুনঃ সংসারাবর্ত্তনং ন আপ্নুবন্তি। কীদৃশং তৎ পুনর্জন্ম, তদুচ্যতে —দুঃখালয়ং তুর্ল্লভান্তরাকাশাত্মকম্ আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধদুঃখানাম্ আগারস্বরূপম্, অশাশ্বতম্ অনিত্যম্। কে তে অপুনরাবর্ত্তনভাজ ? মহাত্মানঃ—পরমাত্মদর্শনাৎ তদ্বৎ মহান্ ভূমা আত্মা যস্য, তথাবিধাঃ ; পরমাং সংসিদ্ধিং আপ্তকামত্বরূপাং সম্যক্‌সিদ্ধিং গতাঃ প্রাপ্তাঃ। অয়মেব মোক্ষঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমাকে পাইয়া পরম সিদ্ধি-সমারূঢ় মহাত্মারা পুনরায় অনিত্য, দুঃখসাগররূপ পুনর্জন্ম লাভ করেন না।

যৌগিক অর্থ।—ভগবৎলাভে পুনর্জন্ম হয় না। জীব মহাত্মা হইয়া যায় পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া। পরমাসিদ্ধি—আপ্তকামত্ব—মোক্ষ। আপ্তকাম মুক্ত পুরুষ কখনও পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন, কখনও বা আপ্তকামস্বরূপ পরাসিদ্ধিপ্রকাশে ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হন। এই উভয়মুখী অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, সমগ্র ব্রহ্মৈশ্বর্য্যকে ও পরমাত্মাকে আত্মাতেই পাইয়া তিনি হন মহাত্মা। ভূমা পুরুষতুল্য আত্মা যাঁর, তিনিই মহাত্মা। এইরূপ মহাত্মা হইলে আর তাঁহাকে সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সংসারে অনাবৃত্তি, ইহাও ভগবৎলাভের ফল। এক দিকে অনাবৃত্তি, অন্য দিকে আপ্তকামত্ব, ইহাই সে পরমাসিদ্ধির লক্ষণ।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

অনাবৃত্তেরুৎকর্ষতামাহ আব্রহ্মেতি। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ—ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং, ব্রহ্মভুবনম্ ব্রহ্মণঃ প্রজাপতের্লোকম্ আরভ্য সর্ব্বে লোকাস্তদধঃস্থিতাঃ ,পুনরাবর্ত্তিনঃ জন্মমরণাবর্ত্তনস্বভাবাঃ ভবন্তি। হে কৌন্তেয়! মাং পরমাত্মানং তু উপেত্য পুনর্জন্ম জন্মমরণাবর্ত্তনং ন বিদ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে ভূতসকল পর্য্যন্ত সকলেই সংসারাবর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত। হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইয়া কিন্তু এবম্বিধ পুনর্জ্জন্ম আর থাকে না।

যৌগিক অর্থ।—অনাবৃত্তি কত দুর্লভ, ভগবান্ সেই কথাটি ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন। ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল; ভুবনের সহিত ভুবনবাসী সকলেই এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল। জন্ম-মরণের আবর্ত্তনই ব্রহ্মের সৃষ্টির ধর্ম্ম। কিন্তু আমাকে যে পায়, সে এ আবর্ত্তন হইতে উদ্ধার পায়। মৃত্যুশীল এ সৃষ্টির মাঝে এ অমৃতত্ব লাভের মহাগৌরবের অধিকার পায়—তোমার আমার মত নগণ্য একটি জীব! কাহার প্রভাবে, কাহার পরশে মৃত্যু হইয়া যায় অমৃত? তোরা দেখিয়াছিস কি পরশমণি, যার স্পর্শমাত্রে প্রস্তর পায় সুবর্ণত্ব? গল্প শুনিয়াছিস—দেখিস নাই। রামচন্দ্রের শ্রীপাদ-পরশে প্রস্তরময়ী অহল্যা যখন মানবী তনু ফিরিয়া পাইল, পাথরের অহল্যা জীবন্ত হইয়া, রক্তমাংসময় তনু ধরিয়া আবার যখন দাঁড়াইল, বিস্ময়-প্লাবনে ভরিয়া গেল সারা বিশ্ব, তড়িদ্‌ঘোষণায় প্রচারিত হইল দিকে দিকে সে অভূতপূর্ব্ব ঐশী লীলার কাহিনী। কিম্বদন্তী আছে, শ্রীরামচন্দ্র নদী পার হইতে গিয়া বিপদে পড়িলেন মাঝির কাছে। সে ত দিবে না তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কাষ্ঠময়ী তার তরণী! যে চরণপরশে প্রস্তর হইল মানবী, সে চরণপরশে যদি তাহার কাঠের নৌকাও মানবীতে হয় পরিণত! দরিদ্র সে মাঝি, আপনার সংসারে অন্নসংস্থান তার কষ্টকর; আবার একটি মানুষ লইয়া তাহার সে অন্নকৃচ্ছ্রতা বাড়িবে বই ত কমিবে না! না—সে দিবে না শ্রীশ্রীরামচন্দ্রকে তাহার নৌকায় করিতে পদার্পণ—পাথর যদি মানুষ হয়, কাঠ যে মানুষ হইতে পারে না, এ কথা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে বল ত!

রামচন্দ্রের যুগে পাথর দেখিয়াছিস মানুষ হইতে—আর কোথাও কি হয় না রে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু যে রামচন্দ্রে পূর্ণ, সে রামচন্দ্রের স্পর্শে প্রতিনিয়ত প্রতি ভূতে কাষ্ঠ-পাথর যে মানুষ হইতেছে, মৃত হইতেছে জীবনময়, ইহা কি তোরা দেখিস নাই? তোদের বুকের ভিতর রামচন্দ্র—তোদের হৃদয়ের মাঝে স্পর্শমণি, এ কথা কি জানিস না? ওই যে ভক্ষ্য বলিয়া কাঠ-পাথর কত প্রতিদিন তোরা মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিতেছিস, কে আছে তোদের ভিতরে, যাঁর পরশে সে কাঠ-পাথর সব রক্ত, রস, মেদ, মজ্জা, মস্তিষ্ক, মন, প্রাণ বুদ্ধিতে অনায়াসে হইতেছে পরিণত; কাহার প্রভাবে, কাহার পরশে অপূর্ব্ব এ ইন্দ্রজাল প্রতিনিয়ত সংঘটিত প্রতি জীবের মাঝে রে! আহার করিলি মৃত কতকগুলি ছাই আর ভস্ম, পরশে হইল জীবনধারা—মৃত্যুতে জাত মহাপ্রাণ, এ কি অলৌকিক পরশ তার! চিন্ময় মণি হৃদয়ের মাঝে রহিয়াছে তোর লুক্কায়িত, তাই না ঘটিল অঘটন! কই, কে আছে তোদের বৈজ্ঞানিক, একটু রক্ত, একটু মস্তিষ্ক, রাসায়নিক

ক্রিয়াপ্রভাবে একটু কিছু জীবন্ত তারা করুক দেখি রচিত! একটু জল, একটু পাতা হয় ত কোথাও পড়িয়া আছে—কাল দেখিলি, তাহার মাঝে অগণিত কীটপুঞ্জ করিয়াছে জন্মলাভ—প্রাণ ও প্রজ্ঞার আবির্ভাব। মৃত্যুর মাঝে জীবনকণা— রামচন্দ্র দেখিলি না?

এমনই রাম—আত্মারাম তোদের হৃদয়ে হৃদয়ে লুকান। তুই আত্মা দিয়া সে আত্মারামকে করিস যদি স্পর্শ, তবে তুইও হবি মৃত্যুহীন—তুই হবি সনাতন—তোর সত্তা করিবে অমৃতলাভ—সে আত্মব্রহ্মের পরশে। আর থাকিবে না তোর মৃত্যুবোধ, থাকিবে না তোর জন্মবোধ—জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া, সৃষ্টি-প্রলয়ের সাক্ষিরূপে বিরাজ করিবি ব্রহ্মভোগে—অভয় আত্মরমণে। জন্ম-মৃত্যু-খণ্ডিত এ ক্ষুদ্র জীবন তুই ভুলিবি; দেখিবি তুই পরমব্রহ্ম রামচন্দ্রের যুগ-সহস্রব্যাপী দিবারাত্রিময় মহাজীবনের মহালীলা। তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

অক্ষরস্য ব্রহ্মণঃ অপারং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপং ক্ষরপ্রতিকূলং মহিমানং প্রদর্শয়িতুং দৈবং কালবিস্তারমাহ সহস্রেতি। সহস্রং দৈবযুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্য, তথাবিধং যৎ ব্রহ্মণঃ অহঃ, যুগসহস্রান্তাং দিবসবৎ যুগসহস্রপর্য্যবসানাং রাত্রিং চ যে জনাঃ বিদুঃ জানন্তি, তে অহোরাত্রবিদঃ কালবিভাগবিদঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ মনুঃ—দৈবিকানাং যুগানাস্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া। ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতীং রাত্রিমেব চ॥

ব্যাবহারিক অর্থ।—যাহারা ব্রহ্মের সহস্রযুগব্যাপী দিবা ও সহস্রযুগব্যাপী রাত্রি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহারাই যথার্থ অহোরাত্রবিৎ।

যৌগিক অর্থ।—আপনার ব্রহ্মত্বের ব্যক্তাব্যক্ত-ভাবমহিমময় বিশ্বরহস্য ক্ষর পুরুষকে শুনাইতে দৈব কালবিস্তার বর্ণনা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাকে বিজ্ঞাত হইলে ক্ষর জীব, তাঁহার যে মহিমাবারিধির পারে বসিয়া উহা সন্দর্শন করিয়া, ব্রহ্মত্ব সম্ভোগে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, সে মহিমার্ণব কত অসীম, কালবিস্তৃতি তার কত সুদীর্ঘ—অপার, তাহাই বর্ণনা করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষরের চক্ষে তাহা ফুটাইয়া ধরিয়া, তাহার ক্ষুদ্রতাকে যেন বিদূরিত করিতেছেন। এতটুকু জীবনের এতটুকু সাধনা—লইয়া যাইবে তাহাকে কোথায়, দেখাইবে তাহাকে—পাওয়াইবে তাহাকে কি, তাহার পরিমাণ কত, তাহা বুদ্ধিতে ধারণা করিলেও যেন সকল ক্ষুদ্রতা দূর হইয়া যায়, সকল সঙ্কীর্ণতা যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়, সকল দৈন্য যেন মুছিয়া যায়। এই যে তুমি ক্ষুদ্র মানবীয় পরিমাণের শত বৎসরের আয়ুর হিসাব লইয়া, তাহাকেই কত ধ্রুব অবিনশ্বর বোধে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছ, তাহারই পরিমাণের হিসাব ধরিয়া আপনার ক্ষতিলাভের আন্দোলনে অহর্নিশ ব্যস্ত রহিয়াছ, কিন্তু জান কি, যাঁহাকে পাইবার কথা তোমায় বলা হইতেছে, যাঁহাকে দেখিয়া তুমি তাঁহারই মত মহিমময়রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিবে,

তাঁহার হিসাবের মাপকাঠি কি প্রকার? তোমাদের মানবীয় পরিমাণে যাহাকে বল এক পক্ষ অর্থাৎ পঞ্চদশ দিন, উহাই পিতৃলোকের এক দিন এবং আর এক পক্ষ উহঁাদের এক রাত্রি। সুতরাং তোমাদের এক মাস পিতৃলোকের এক অহোরাত্র। সেইরূপ মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র। দৈব দ্বাদশসহস্র-বৎসর-পরিমাণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগে দেবতাদিগের এক যুগ হয়। সেইরূপ দৈব সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ওইরূপ সহস্র যুগে তাঁহার এক রাত্রি। ব্রহ্মার এইরূপ অহোরাত্র একবার ধারণা কর। এইরূপ অহোরাত্র ধারণা করিতে পারিলে তবে তুমি প্রকৃত অহোরাত্রবিৎ পুরুষ হইবে। যাঁর এক এক দিনে দেবতাদিগের সহস্র যুগ-পরিবর্ত্তন হয়, সেই পুরুষের স্থিতির পরিমাণ তোমার কালজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া কেমন করিয়া করিবে? কিন্তু করিতে না পারিলেও সেইরূপ আয়ুঃসম্পন্ন পুরুষ যে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে জাত হন, সেই অব্যক্ত অক্ষর কালাতীত পুরুষ ক্ষরণাতীত, আব্রহ্ম ক্ষর-ভুবনের ধর্ত্তা ও অনুশাসক। সেই অক্ষর পুরুষই তোমার চালক ও তোমার নিয়ন্তা। পরমাত্মতত্ত্বের এই অক্ষরত্ব আত্মায় উপলব্ধি করিতে পারিলে তোমার গতি কোথায়, কি বিশাল কালাবর্ত্তনের বাহিরে গিয়া উপনীত হইবে, ভাবিয়া দেখ। যিনি কালমূর্ত্তি ধরিয়া এইরূপ অহোরাত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবেরও ব্যক্তাব্যক্ততা সংঘটিত করেন, সেই অক্ষর পুরুষই তোমার অন্তর্য্যামী।

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮

অব্যক্তম্ অক্ষরব্রহ্মৈব ভূতানাং প্রভবাপ্যয়স্থানম্ ইত্যাহ অব্যক্তাদিতি। অহরাগমে অব্যক্তস্য অক্ষরব্রহ্মণো জাগরণে দিবসাগমে সতি অব্যক্তাৎ অক্ষরব্রহ্মণঃ, ব্যজ্যন্তে ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকাঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি সমুদ্ভবন্তি, রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে নিশাগমে সতি তত্রৈব অব্যক্তসংজ্ঞকে অক্ষরব্রহ্মণি সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রলীয়ন্তে। অত্র তু ব্রহ্মণো দিবারাত্র্যভ্যুদয় এব বিশ্বেষাং প্রভবাপ্যয়কারণম্ অস্তমিতে উদিতে চ সূর্য্যে মনুষ্যাণাং নিদ্রাজাগরণবৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে দিবাগমে যাহা কিছু ব্যক্ত, সমস্ত প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্র্যাগমে সমস্ত সেই অব্যক্তসংজ্ঞক অক্ষরে প্রলীন হইয়া যায়।

যৌগিক অর্থ।—সমস্তের বীজস্বরূপ এই অক্ষর পুরুষ হইতে দিবারাত্রিরূপ বিপরীত প্রকাশদ্বয় সূচিত হইয়া, সেই সমস্ত সৃষ্টি ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে থাকে। আকাশ যেমন তড়িৎপুঞ্জে পরিপূর্ণ, অথচ আকাশে তড়িৎ আছে, কি নাই, তাহা জানা যায় না; কিন্তু যখন তাহার বক্ষে একটী বিদ্যুৎলহর চমকিয়া ওঠে, তখন বুঝা যায়, এই আকাশ বিদ্যুতের আগার—তেমনই এই অক্ষর পুরুষে অব্যক্তভাবে সমস্ত নিহিত। যখন বিশ্ব ব্যক্ত হয়, তখন বোঝা যায়, এই অব্যক্তসংজ্ঞক অক্ষর হইতেই ইহা জাত

হয়, আবার আকাশে বিদ্যুতের মত সেই অক্ষরেই তাহা বিলয় হইয়া যায়। দিবাগমে সৃষ্টি প্রভবময় হয়, নিশাগমে সৃষ্টি বিলয় হয়। সৃষ্টি হইলে দিবাগম হয় না—প্রলয় হইলে নিশাগম হয় না। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে জীবজগৎ জাগ্রত হয়, জীবজগৎ জাগিলে সূর্য্যোদয় হয় না, তেমনই দিবা ও রাত্রির অভ্যুদয়ই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া জানিবে।

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

ন কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমঃ, এক এব ভূতনিকায়ঃ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনম্ অধিগচ্ছতীতি পূর্ব্বোক্তিং বিশদীকরোতি ভূতগ্রামঃ স এব ইত্যাদিনা। হে পার্থ, যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ, স এব অয়ং ভূতগ্রামঃ সমুদয়েন গৃহীতো ভূতপুঞ্জঃ, ন অন্যঃ, ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ জাতঃ সন্ ব্রহ্মাহরাগমে, রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে অবশঃ অস্বতন্ত্র এব প্রলীয়তে, অহরাগমে প্রভবতি স্বতন্ত্রবৎ জায়তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই এক ভূতগ্রামই পুনঃ পুনঃ জাত হইয়া, আবার প্রলীন হয়। রাত্রিতে স্বাতন্ত্র্য হারায়, দিবাগমে স্বতন্ত্রবৎ জাত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে ভগবান্ সমগ্র ভুবনই পুনরাবর্ত্তনশীল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অব্যক্ত হইতে সমস্ত যে জাত হয়, আবার অব্যক্তেই বিলীন হয়, ইহা নূতন নূতন ভূতগ্রামের উৎপত্তি ও প্রলয় নহে। অকৃত ভূতগ্রাম সৃষ্ট হয় না, কৃত ভূতগ্রাম বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; ভূতগ্রামরূপে একই শক্তি পুনঃ পুনঃ জাত ও প্রলীন হইতেছে। গীতাতেই আছে, অসৎ বলিয়া কোন ভাব হইতে পারে না, আবার সতেরও অপলাপ সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং সমগ্র ভৌতিক সৃষ্টি এক অনাদি সৎশক্তিরই প্রকাশ। রাত্র্যাগমে ভূতগ্রাম স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া অক্ষরে একীভূত হয়, আবার দিবাগমে সেই অক্ষর হইতে স্বতন্ত্রবৎ জাত হয়। এইরূপে অব্যক্তস্বরূপ অক্ষর অব্যক্ত থাকিয়া, তাঁহার সেই মূল অব্যক্ত স্বরূপের উপরেই একটী ব্যক্ত লীলা রচনা করেন।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

অক্ষরাদন্যদব্যক্তম্ অক্ষরস্যান্তঃস্বরূপং পুরুষোত্তমত্বং কথয়তি। ক্ষরাক্ষরৌ অবিদ্যাবিদ্যাময়ৌ সমানং বৃক্ষং পরমাত্মরূপম্ অধিতিষ্ঠতঃ "দ্বা সুপর্ণে"তি শ্রুতেঃ। কিং নাম সমানং? ক্ষরাক্ষরয়োরাশ্রয়রূপেণ ব্যবস্থিতম্। অক্ষরো নাম পরমাত্মনঃ সর্ব্ববিদ্ভাবঃ, সর্ব্বেষাং ক্ষরাণাং বীজরূপঃ, ক্ষরত্বাপেক্ষী গুণঃ, ক্ষরোদ্ভবকরঃ স্বতঃসিদ্ধঃ প্রাগ্‌ভাব ইত্যুচ্যতে। অতঃ ক্ষরাক্ষরয়োরন্তরে যো নির্ব্বিশেষঃ সগুণনির্গুণাতীতঃ সর্ব্বসামান্যঃ সর্ব্বেশানঃ, সঃ অন্যঃ "বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স এব অব্যক্তাৎ অন্যোঽব্যক্তঃ ইত্যাহ পর ইতি। তস্মাৎ পূর্ব্বকথিতাৎ ক্ষরবীজরূপাৎ

অব্যক্তাৎ পরঃ সূক্ষ্মতরঃ অন্যঃ যোঽব্যক্তঃ সনাতনো ভাবঃ পরমাত্মত্বমিত যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠতি, স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু প্রলীয়মানেষু ন বিনশ্যতি। কিং তদা অক্ষরত্বমপি বিনশ্যতি? নৈবম্। অক্ষরস্য পরমাত্মভাবাবস্থানমেব রাত্র্যাগম ইতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই অব্যক্ত ভাব হইতেও অন্য যিনি অব্যক্ত—সূক্ষ্মতর, অন্য সনাতন, তিনি ভূতগ্রাম প্রলীন হইলেও প্রলীন হন না।

যৌগিক অর্থ।—সেই অব্যক্ত অক্ষর যখন যোগনিদ্রাসম্ভোগের জন্য রাত্রি রচনা করেন, তখন সমস্ত ভূতগ্রাম তাঁহাতে প্রলীন হয়। কিন্তু প্রলীয়মান সেই ভূত-সকলের অন্তরেও তিনি আছেন, যিনি অক্ষরেরও অন্তরে, যিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতেও অন্য। অবিদ্যাময় পুরুষ ক্ষর এবং বিদ্যাময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অক্ষর। এই জীব ও ঈশ্বর, উভয়ের অন্তরেই যিনি সমানভাবে অবস্থিত, তাঁহাকে গীতায় বলা হইয়াছে—পুরুষোত্তম। তিনিই সগুণ নির্গুণ, সকল ভাবের অতীত পরমাত্মা। তিনিই একদিকে জীব, একদিকে বিশ্ববীজ অক্ষর পরমেশ্বর। সুতরাং জীব ও পরমেশ্বর, উভয় সংস্থানের অন্তরেই তিনি সংস্থিত বা তাঁহারই উপর এই সর্ব্ববীজময় বা সর্ব্বজীবময় পরমেশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি অব্যক্তের অন্তরেও অন্য অব্যক্ত। একই বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বিরাজ করিতেছেন বলিয়া, শ্রুতিতে তাঁহাকেই বৃক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে। তিনিই পরমেশ্বর অক্ষর, এ কথা পরের শ্লোকে বলা হইবে। তাঁহার দুইটি প্রকাশ শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন—একদিকে পরমাত্মা, অন্য দিকে পরমেশ্বর। একদিকে সবীজ, অন্য দিকে নির্ব্বীজ, একদিকে অক্ষর, অন্য দিকে পরমাত্মা। এই অক্ষর অব্যয়াদি নঙ্‌তৎপুরুষযুক্ত শব্দগুলি আপেক্ষিক শব্দ। যেটিকে নিষেধ করিবার জন্য "ন" যুক্ত করা হয়, সেইটির কথাও ইহারা স্মরণ করাইয়া দেয়। অক্ষর বলিতে "ন ক্ষর" এইরূপ বুঝায়। সুতরাং ক্ষর ভাবটি প্রথমেই মনে গৃহীত হয় এবং তার পর তাহার নিষেধজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। ক্ষরের দিক্ হইতে এই জন্য প্রথম তাঁহার অক্ষরত্ব দর্শনই সম্যক্ সিদ্ধ হয়। ক্ষরজ্ঞান না থাকিলে অক্ষর শব্দটি কোন অর্থ প্রকাশ করে না। ভূত-সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও তাহার মধ্যে যিনি থাকেন, তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন না, ভগবানের এ কথায় অব্যক্ত হইতে অন্য অব্যক্ত অর্থাৎ পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়াছেন। তোমরা এখানে আশঙ্কা করিতে পার, তবে কি তখন অক্ষর পুরুষও বিনাশ প্রাপ্ত হন। এরূপ আশঙ্কা অমূলক। অক্ষর পুরুষের রাত্রিরচনা অর্থই পরমাত্মভাবে অবস্থান। ক্ষরত্ব বিলয় হইলেই অক্ষরত্বও আর পরিদৃশ্যমান থাকে না। ক্ষর জ্ঞান না থাকিলে যেমন অক্ষর জ্ঞান হয় না, তেমনই ক্ষর পুরুষ বিলয় প্রাপ্ত হইলে অক্ষর পুরুষও বিলয় প্রাপ্ত হন। অথবা অক্ষর আপনার অক্ষরত্ব তখন আর বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি না করিয়া, প্রজ্ঞানঘনমাত্ররূপে 'ন প্রজ্ঞ, নাপ্রজ্ঞ'রূপ পরমাত্মতত্ত্বে অবস্থান করেন। ইহার নামই ক্ষরলীলার পক্ষে রাত্র্যাগম।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১

অলিঙ্গস্য পরমাত্মনঃ প্রকাশরূপম্ উভয়লিঙ্গত্বং ব্যাকরোতি অব্যক্ত ইতি। অব্যক্ত এব অক্ষর ইতি উক্তঃ কথিতঃ, তম্ অব্যক্তম্ অক্ষরং পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং মুক্তিপ্রদাতৃত্বাৎ আহুঃ। অনেন পরমাত্মন ঈশ্বরত্বম্ উক্তম্। উত্তরার্দ্ধেন পরমাত্মনঃ অনির্ব্বচনীয়ত্বং কথয়তি—এতস্য অক্ষরপাদস্য অন্তঃস্বরূপং যম্ অচিন্ত্যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে অপুনরাবর্ত্তনতাং প্রাপ্নুবন্তি, তৎ মম পরমাত্মনঃ পরমং প্রকৃষ্টং ধাম। ধাম-পরমাত্মনোরভেদাৎ অত্র রাহোঃ শির ইব উপচারো বোদ্ধব্যঃ। ধামশব্দো গতিসমাপনার্থকঃ, যথা গৃহাগতস্য প্রব্রজনং পরিসমাপ্যতে তথা তদীয়মক্ষরত্বমবলম্ব্য তস্মিন্ প্রবিষ্টে সতি সর্ব্বা গতয়ঃ পরিসমাপ্যন্তে "স্থিতঞ্চ যচ্চ" ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অব্যক্তকেই অক্ষর পুরুষ বলা হয়। এই অক্ষর পুরুষই পরমগতিস্বরূপ এবং যাঁহাকে পাইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মার প্রকাশ দুইরূপ। একটি গত্যাত্মক, ক্রিয়াত্মক; উহা ঈশিত্ব এবং একটী তদভ্যন্তরে স্থিত্যাত্মক। গত্যাত্মক ঈশিত্ব প্রকাশে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা স্থিত্যাত্মক স্থির শান্ত পরমাত্মত্বরূপে তদন্তরে প্রত্যক্ষীভূত হন। বস্তুতঃ পরমাত্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব, ইহাই আত্মতত্ত্বের প্রকাশদ্বয়। এই পরমেশ্বরত্বই অক্ষর, সর্ব্বশক্তিরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বগতির নিয়ন্তা, আর এই পরমাত্মত্বই সর্ব্বোপাদানস্বরূপ। 'অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ' প্রভৃতি বলিয়া পূর্ব্বে যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, সে যে অক্ষর পুরুষেরই কথা এবং সেই অক্ষরত্বই যে পরমেশ্বরত্ব, ইনিই যে পরমা গতিরূপা, এই শ্লোকটির প্রথম পাদে সেই কথা বলিয়াছেন। আর শেষার্দ্ধে যে পরমাত্মারই এই পরমেশ্বরত্ব, সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকটির দ্বারায় পরমাত্মাই যে পরমেশ্বর, সেই কথা বলিয়া, পরমাত্মার প্রকাশের উভয়লিঙ্গত্বই উল্লেখ করিয়াছেন। পরমেশ্বরত্বটি গতি শব্দে এবং পরমাত্মত্বটি ধাম শব্দে বর্ণনা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, আমার এই অব্যক্ত ভূতবীজ ভাবটি অক্ষর। ওই রূপেই আমি সর্ব্বভূতের নিয়ন্তা, সর্ব্বভূতাশ্রয়, সর্ব্বভূতময়। বিশ্বের দিক্ দিয়া দেখিলে সমগ্র ভূতের অন্তরে আমায় এই ঈশ্বরস্বরূপ অক্ষর অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। সকলের অসঙ্গ আত্মস্বরূপ আমিই আমাকে বহু করিয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছি। আমিই সকলের গতি—ভুক্তি-মুক্তির আমিই প্রদাতা। আমিই পুনঃ পুনঃ জীবের সাধনামত ভোগ সম্পাদনে পুনঃ পুনঃ বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত করি, আবার আমিই মুক্তিকামী পুরুষকে আমার অন্তরে আমার পরমাত্মত্বরূপ সংস্থানে চিরদিনের জন্য মিলাইয়া লই। অন্তর্ব্বাহ্য সকল শক্তিপ্রবাহ আমার শক্তিরই গতি। আমিই পরা গতিরূপে

জীবকে বরণ করিয়া, তাহার অপরা গতিকে সংহরণ করি। সুতরাং আমাকেই তোমাদের পরমা গতি বলিয়া জানিবে ও আমার আশ্রয় অবলম্বন করিবে। আমাকে অবলম্বন করিয়া আমাতে আসিয়া উপনীত হইলে, আমারই অন্তরে তোমরা তোমাদের পরম ধাম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। আমিই যে তোমার আত্মার আত্মা পরমাত্মা, ইহা জানিয়া তুমি সকল গতাগতি হইতে নিস্তার লাভ করিবে। জীব স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলে তাহার সমস্ত পথভ্রমণ নির্ম্মূল ভাবে যেমন শেষ হইয়া যায়, তেমনই আমাকে অবলম্বন করিয়া আমাতে উপাগত হইলে, আমাকেই তাহার পরম ধাম বলিয়া সে বুঝিতে সমর্থ হইবে। আমাতেই সে তার পরমাত্মত্ব দেখিতে পাইবে। পরমাত্মরূপ আমিই ঈশ্বর ও আমিই জীব সাজিয়া অবস্থান করি। এই পরমাত্মত্বই তোমাদের ধামস্বরূপ, এই পরমেশ্বরত্বই তোমাদের গতিস্বরূপ। আমিই উপাদান, আমিই নিমিত্ত।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

সমুদিতো হি তারকব্রহ্মজ্ঞানঘনঃ ভক্তিতোয়মেব প্রবর্ষতি, অত উচ্যতে ভক্ত্যা লব্ধব্যং হি এতৎ পরমাত্মত্বম্ ইতি। হে পার্থ, স পরঃ পরমঃ পুরুষঃ, যস্মাৎ পরং ন কিঞ্চিদস্তি, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চি"দিতি শ্রুতেঃ, ভক্ত্যা অনুরক্ত্যা লভ্যঃ। কিম্ভূতয়া ভক্ত্যা? অনন্যয়া—স পরমাত্মৈব মম আত্মা, স মত্তো ন অন্যঃ, এবম্ভূতয়া, অতএব জ্ঞানলক্ষণয়া। কথম্ এবম্ ভবিতুমর্হতি, তদুচ্যতে—যস্য পরমাত্মনঃ অন্তঃস্থানি, অন্তঃ ভক্তিপ্রেমাদিবৃত্তীনাম্ আশ্রয়ভূতং হৃদয়ং, তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতানি ভূতানি, যেন পরমাত্মনা ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, সেই পরম পুরুষ—সর্ব্বভূত যাঁহার অন্তঃস্থ এবং যাঁহার দ্বারা সমস্তই পরিব্যাপ্ত, তিনি কিন্তু অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য।

যৌগিক অর্থ।—পরমাত্মাই সমস্ত ভূতের আশ্রয়। কেন না, তিনিই সকলের উপাদান। সুতরাং সকল ভূত তাঁহার অন্তরেই অবস্থান করিতেছে; তাঁহার দ্বারাই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ব্যাপ্তি তাঁহারই পরিব্যাপ্তি। তবে তাঁহাকে আমরা পাই না কেন? তবে কেন জীব তদভাবে এ দারুণ হাহাকারের মধ্যে নিমজ্জিত? যখন তাঁহাতেই সকলে রহিয়াছে, তখন তাঁহাকে ত পাইয়াই রহিয়াছি। তবে আবার নূতন করিয়া পাইবার কথা বলাই বা কেন? আর সত্য যদি তাঁহাকেই পাইয়া রহিয়াছি, যদি সে অগাধ প্রীতির সাগরস্বরূপ পরমাত্মার বুকেই আমি রহিয়াছি, তবে এত অপ্রীতি কেমন করিয়া আমায় আক্রমণ করিল? ইহা শুধু না জানার ফল। না জানার ফল না দেখা, না দেখার ফল তাঁহাতে আকৃষ্ট না হওয়া। তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতে হইবে, সকল প্রাণের অনুরাগ দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে হইবে, তাঁহাতে জড় হইতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিলে হইবে না,

তিনিই আমার আত্মা, তিনি আমার পর কেহ নহেন, এই ভাবে তাঁহাতে আপনার সমস্ত অস্তিত্ব দেখিয়া, তাঁহাকে সেই ভাবে প্রাণে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তাঁহারই অন্তরে তোমার সমস্ত—তোমার আত্মা হইতে স্থূল শরীর পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপিয়া তিনিই রহিয়াছেন, ইহা দেখিলে তবে তাঁহাকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা তৃপ্ত করা হইবে। এইটি বলিবার জন্য ভগবান্ শ্লোকের শেষার্দ্ধটি বলিলেন।

এই ভক্তি কথাটির উল্লেখ যেন তাঁহার সমস্ত তারকব্রহ্মতত্ত্বটি বুঝাইবার শেষ কথা। কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রয়াণকালে পাওয়া যাইবে, সেই বিজ্ঞানটি অতীব সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া, সেই বিজ্ঞানলাভের ফল যে ভক্তি এবং প্রকৃত পক্ষে সেই ভক্তিরূপ প্রসূন প্রস্ফুটিত হইলে তবে যেন এ বিজ্ঞান-বৃক্ষটি সার্থকতা পায়, নতুবা বিজ্ঞান কার্য্যকর হয় না, এই কথাটি বলাই এখানে তাঁহার উদ্দেশ্য। তারকব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ মেঘের উদয় হইলে ভক্তি-বারি বর্ষিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা যদি না হয়, তবে বুঝিবে, তারকব্রহ্ম-বিজ্ঞান সম্যক্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এরূপ হইলে আবার বুঝিবে, আবার তাঁহার পরিত্রাতা-রূপ মহিমার বিজ্ঞানটি বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার প্রয়াস পাইবে। পরিত্রাণ যদি চাহ, তবে চাই—নিজের নিজত্বের অন্তরতম দেশে তাঁহার থাকাটি জানিয়া, তদনুরক্ত-প্রাণ হইয়া আপনাকে তাঁহাতে নিমজ্জিত করা। এইরূপে পরমাত্মভাবমগ্ন হইলে অনাবৃত্তি হয়। আর সেই পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হইতে হইলে মহাকালস্বরূপ অন্তর্যামী নিয়ন্তা অক্ষরকে তোমার তিন গ্রন্থিতে দেখিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

অব্যক্তোঽক্ষর এব সর্ব্বেষাং ভূতানাং গতিরিতি প্রদর্শিতম্। সংপ্রতি তস্য আবৃত্ত্যনাবৃত্তিরূপং গতিদ্বয়ং বিবক্ষুঃ বিবক্ষিতার্থং সূচয়তি যত্রেত্যাদিনা। হে ভরতর্ষভ, যোগিনঃ যত্র কালে যস্মিন্ দ্যুভ্বায়তনস্য অহোরাত্রময়স্য অক্ষরস্য কালপ্রবাহবিভাবে প্রযাতা দেহং ত্যজন্তঃ অনাবৃত্তিং অপুনর্জ্জন্ম যান্তি, যত্র কালে চ প্রযাতা আবৃত্তিং পুনর্জ্জন্ম যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, তং কালং বক্ষ্যামি। তারকব্রহ্মজ্ঞানসংসিদ্ধা যোগিনঃ অনাবৃত্তৌ, অব্রহ্মজ্ঞাঃ কর্ম্মযোগনিরতাঃ পুনরাবৃত্তৌ অধিকারিণো ভবন্তি। এতয়োরিতরেতর-প্রতিকূলফল-কালাভিমানিপুরুষাধিকারে প্রয়াণং অক্ষরপ্রশিষ্টেন তত্তৎকালসম্প্রাপ্ত্যনু-কূলজ্ঞানাধিকারেণৈব হি সম্পাদ্যতে। অতঃ ফলপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ কালোঽত্র উপচার এব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভরতর্ষভ, যে কালে যোগীরা দেহত্যাগ করিলে অনাবৃত্তি লাভ করে এবং যে কালে দেহত্যাগ করিলে পুনরাবর্ত্তন লাভ করে, সেই কালের কথা বলিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—অক্ষর ব্রহ্মকে পূর্ব্বে পরমা গতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত্যুর পথে অথবা মুক্তির পথে তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। মহাকালরূপে তিনি স্থূল

বিশ্বলীলা প্রকটনের জন্য অহোরাত্রিময় পুরুষ। মুক্তির পথে অথবা ভোগের পথে জীবের যে গতি, সে গতিশক্তিও তিনি। যে কালে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়, আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, এবং যে কালে দেহত্যাগ করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, সেই উভয় কালের কথা বলিতেছি, ভগবান্ এইরূপ বলায় মনে হইতে পারে, কোন বিশেষ কালব্যাপ্তিতে মৃত্যুসংঘটনই ফল-তারতম্যের কারণ; একরূপ কালে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হইবে, অন্যরূপ কালে দেহত্যাগ করিলে পুনরাবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। গতির কারণ অনুবেদন, কাল উপচার মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞ জীব দেহত্যাগ করিলে যে কালাধিকার দিয়া বা যে কালাভিমানী পুরুষের সহায়তায় সে অনাবৃত্তি লাভ করিবে এবং অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আশ্রমবিহিত কর্ম্মনিষ্ঠ হইলেও যে কালাভিমানী পুরুষের আশ্রয় লইয়া যাইতে বাধ্য হইবে বা আশ্রয় লাভ করিবে, সেই কালদ্বয়ের কথা বলাই এখানে ভগবানের অভিপ্রায়। একই কালে জ্ঞানীকে ও অজ্ঞানীকে দেহত্যাগ করিতে দেখা যায়। তাই বলিয়া উভয়ের গতিও যে সেই কালগত ফল অনুসারে হইবে, তাহা ভাবিও না।

এ অধ্যায়টির নাম তারকব্রহ্মযোগ। ইহাতে অক্ষর ব্রহ্মের নিয়ন্তৃত্ব ও জীবের গতাগতির বিজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বর্ণিত হইয়াছে। গীতার ব্রহ্ম-বর্ণনা এই অধ্যায়ে যেন তাহার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত। আকাশের মেঘ পর্ব্বতোপরি বর্ষিত হইয়া, সংকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া সংগৃহীত হয়, আবার সেখান হইতে অন্য একটি সূক্ষ্ম ঊর্দ্ধমুখী ছিদ্র দিয়া যেমন তাহা প্রস্রবণ আকারে প্রকাশ পাইয়া, নিম্নে প্রবাহিত হয়, তেমনি নানা যোগের আকারে ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়া, তারকব্রহ্মজ্ঞানের আকার গ্রহণ করিয়া, ভক্তি-প্রস্রবণরূপে জীবকে অভিসিঞ্চিত করে। শুধু তাঁর নিয়ন্তৃত্বের কথায় এ অধ্যায়টি পূর্ণ। কোন্ জীব দেহত্যাগ করিয়া, কোন্ মার্গে কেমন করিয়া তাঁহাতে সম্মিলিত হইবে, আবার সম্মিলিত হইয়াও অজ্ঞানাবরণের জন্য, অননুবেদনের জন্য পুনরায় ভূতযোনিতে ফিরিতে বাধ্য হইবে, তাহা সুস্পষ্টরূপে তাঁর প্রিয় জীবকে বুঝাইয়া দিতে তিনি যেন বদ্ধপরিকর। কর্ম্মমাত্রই তাঁহার যোগ বলিয়া তিনি পদে পদে জীবকে যোগী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন। সংসারাশ্রমী অথবা ত্যাগী সন্ন্যাসী, উভয়েই তাঁহার নিকট যোগিপদবাচ্য। সংসার ত্যাগ করিলেও শারীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া, ত্যাগী সন্ন্যাসীও কর্ম্মী বা যোগিপদবাচ্য। সংসারেই থাকুক, অথবা সন্ন্যাসই গ্রহণ করুক, ব্রহ্মজ্ঞান যদি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তারকব্রহ্মজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া, আপনার গ্রন্থিত্রয়ে যদি তাঁহার অধিদৈবাদি মূর্ত্তির সহিত পরিচিত হয় এবং সে পরিচয় যদি এমনই নিবিড় হয় যে, তাঁহাকে নিজের আত্মা বলিয়া জীব গ্রহণ করিতে পারে এবং সেই বেদনে অনুবেদিত হইয়া তদনুরক্তিতে তাহার সমগ্র প্রাণ নিমজ্জিত হয়, তবেই সে অনাবৃত্তিরূপ গতি

লাভ করিবে এবং তদুপযুক্ত কালমার্গ অবলম্বনে সমর্থ হইবে। আর যদি কর্ম্মমার্গ সুসম্যক্ ভাবে অবলম্বন করিয়াও তাঁহার তারকব্রহ্মত্ব দেখিবার সুযোগ ইহ জীবনে না ঘটে, তবে তাহাকেও পুনরাবর্ত্তনরূপ গতি লাভের উপযোগী কালমার্গ পাইতে বাধ্য হইতে হইবে, কর্ম্মত্যাগীর ত কথাই নাই।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪

অনাবৃত্তিমার্গং কথয়তি অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিরিত্যাদিভিঃ শব্দৈস্তত্তদভিমানিনী দেবতা অবগন্তব্যা, ন অন্ত্যেষ্ট্যগ্ন্যাদয়ঃ। আত্মবিদো হি ঋতেঽপ্যন্ত্যেষ্ট্যগ্নিমর্চ্চিষমাপ্নুবন্তি "যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ ন, অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তী"তি শ্রুতেঃ। অত উপচার এব অত্র অন্ত্যেষ্ট্যগ্ন্যাদয়ঃ। ব্রহ্মবিদো জনাঃ তত্র তস্মিন্ দেবযানাখ্যে মার্গে প্রয়াতাঃ সন্তঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি। কিম্ভূতঃ স মার্গ ইত্যুচ্যতে। অগ্নিঃ—প্রাণাগ্নিহোত্রসম্পাদনশীলো বৈশ্বানরো বাঙ্‌ময়ঃ, উৎক্রমণে তেজোমাত্রাং সমভ্যাদদানঃ সহাত্মনা হৃদয়মেবান্ববক্রামতি। ততস্তস্য হৃদয়াগ্রভাগঃ প্রদ্যোততে, জ্যোতিঃ—তেন প্রদ্যোতেন জ্যোতিষা স অধ্যাত্মে অহঃ সূর্য্যনাড়ী, তামুপেত্য অধিদৈবে দিবসাভিমানিনীং দেবতামুপৈতি। শুক্লঃ শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, পিতৃণাং রাত্রিস্বরূপিণী, আত্মবোধপ্রদ্যোতেন অন্তরীক্ষং সংস্কারগ্রন্থিরূপং সমুত্তীর্য্য, শুক্লপক্ষাভিমানিনীং দেবতাং প্রাপ্নোতি। ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্—তেন শুক্লপক্ষাভিমানিদেবতাসহায়েন সূর্য্যরূপস্য দ্যুলোকাধিপতেঃ ব্যক্তাধিদৈবপুরুষস্য দিবসম্ উত্তরায়ণাখ্যং ষণ্মাসাত্মকং পুরুষং প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেহ ত্যাগ করিয়া যথাক্রমে অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ষণ্মাস, এই সকল অভিমানিনী দেবতাদিগের ভিতর দিয়া ব্রহ্মত্বে গিয়া উপনীত হন।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ প্রথমে অনাবৃত্তি-মার্গের বর্ণনা করিতেছেন। ইহার অন্য নাম শুক্লা গতি। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দেহান্তে এই পথ দিয়া ব্রহ্মস্থ হন। অগ্নি অর্থে প্রধানতঃ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রজ্বলিত চিতাগ্নিকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ স্থূল অগ্নি উপচার মাত্র। স্থূল অগ্নিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় পথে গতি লাভ করেন, এ কথা শ্রুতিতে আছে। "যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ ন, অর্চ্চিষমেব অভিসম্ভবন্তি"—শব্য বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর বা না কর, জ্যোতির্ম্মার্গ আত্মজ্ঞ পুরুষ লাভ করেন। সুতরাং স্থূল চিতাগ্নির বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কেমন করিয়া এবং কোন্ অগ্নি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ জীবের ব্রহ্মগতি সূচিত হয়, তাহা বলিতেছি। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেহস্থ পঞ্চ প্রাণ আত্মার সহিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়। সেই পঞ্চ প্রাণ লইয়াই দেহীর জীবিত থাকারূপ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সেই অগ্নিই বৈশ্বানর অগ্নি এবং সেই অগ্নি অবলম্বনেই তাঁহার অর্চ্চিরাদি পথে গতি সূচিত

হয়। প্রাণ সহ আত্মা ঐরূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পর হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে—"এতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈব আত্মা নিষ্ক্রামতি।" এই প্রদ্যোতনই জ্যোতি। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহাদের এই প্রদ্যোতন পূর্ণ মাত্রায় ঘটে এবং সেই জ্যোতি অবলম্বন করিয়া মূর্দ্ধাভিমুখে সূর্য্যনাড়ীতে দিবাভিমানী পুরুষকে প্রাপ্ত হন। তিনি বিজ্ঞানময় হন। সূর্য্যনাড়ী বলিতে আত্মজ্ঞানোজ্জ্বল বোধপ্রবাহ। এই প্রবাহের দ্বারা জীব বাহ্য সূর্য্যের সহিত প্রধান মস্তিষ্কখণ্ড দিয়া নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। বাহ্য সূর্য্য, অধিদৈব পুরুষের বাহ্য প্রতীক, এক এক সৌর জগতের কেন্দ্ররূপে ব্যক্ত অক্ষর পুরুষ অবস্থান করেন। সুতরাং বৈরাজাভিমানী ব্যক্ত ব্রহ্মের সহিত জীব নিত্য আত্মবোধ-রশ্মিদ্বারা মস্তিষ্করূপ কেন্দ্রে পরিধৃত। কেন না, তিনিই ভূতে ভূতে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সূর্য্যনাড়ী পাওয়াই দিবাভিমানী দেবতাকে পাওয়া। সূর্য্য যেমন আপনার জ্যোতিতেই আপনি উদ্ভাসিত, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তেমনি স্বয়ংপ্রকাশরূপে উদ্ভাসিত থাকেন। এই জন্যও উহার নাম সূর্য্যনাড়ী। চন্দ্রের নিজের জ্যোতি নাই, সূর্য্যের জ্যোতি লইয়াই চন্দ্র জ্যোৎস্নাময়; এই জন্য অনাত্মজ্ঞ পুরুষের গতি হয় চন্দ্রনাড়ীতে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষ বিষয় অবলম্বনে আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধময় থাকে অর্থাৎ পরকীয় জ্যোতিতে সে জ্যোতির্ম্ময়—স্বাত্মজ্যোতি তাহার নিকট অব্যক্ত।

আত্মজ্ঞ পুরুষ এইরূপে আত্মজ্যোতির্ম্ময় হইয়া শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাতে উপনীত হন। অন্তরীক্ষ ভেদ করিয়া সূর্য্যে উপনীত হইতে হয় বলিয়া চন্দ্রমার অধিকারের ভিতর দিয়া সকলকেই যাইতে হয়।

মস্তিষ্কের মধ্যে উত্তরপূর্ব্বভাগ ও দক্ষিণপশ্চিম-ভাগরূপে দুইটি বিভাগ দৃষ্ট হয়। উত্তরপূর্ব্ব বা ঊর্দ্ধ ভাগটি বৃহৎ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বা নিম্নপশ্চাৎ ভাগটি তদপেক্ষা ক্ষুদ্র; এই ক্ষুদ্র ভাগটী—যাহা পাশ্চাত্ত্য ভাষায় সেরিবেলাস নামে কথিত, উহারই সান্নিধ্যে প্রাণকেন্দ্র—যাহার যোগশাস্ত্রোক্ত নাম চন্দ্রমা। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে ইহার নাম লুনার। স্থূলে চন্দ্র যেমন পৃথিবীর জলরাশির উপর আধিপত্য করে, এই অধ্যাত্ম চন্দ্রমাও বাহ্য চন্দ্রেরই প্রতিনিধিস্বরূপ জীব-শরীরের রস ও প্রাণশক্তির উপর আধিপত্য করে। ইহা সম্মুখদিক্ হইতে তালুমূলের নিকটবর্ত্তী। "তালুমূলে বসেচ্চন্দ্রঃ"—তন্ত্রে ইহা কথিত। এই চন্দ্রমার প্রভাবই ওই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের উপর বিস্তৃত। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটি পিতৃলোক নামে খ্যাত। চন্দ্রের যেমন নিজের জ্যোতি নাই, সূর্য্যের জ্যোতি লইয়াই উহা পৃথিবীর উপর বীজ, ওষধি ও জলকে পরিচালিত করে, এবং সূর্য্য-বিধৃত অন্যান্য গ্রহরাশিও যেমন পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অবস্থিত, তেমনই এই চন্দ্রগ্রন্থি ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক জীবের সমস্ত শারীর বীজ ও শক্তির উপর আধিপত্য করে। চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ যেমন পৃথিবীর উপর অধিকার বিস্তার করে, সেইরূপ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সমগ্র ভৌতিক অংশ স্বায়ত্তশাসন-ভারপ্রাপ্ত প্রদেশের প্রতিনিধির মত এই চন্দ্রগ্রন্থি ও ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের

অধিকারভুক্ত। জীবের ভূতাভিমানজাত জ্ঞানসংস্কার বীজাকারে এই পিতৃলোকে থাকে এবং সেই সংস্কার-শক্তিগুলি শরীরের সমস্ত বীজ, পেশী ও পরিচালক স্নায়ুর উপর কর্তৃত্ব করে। মূর্দ্ধার এই স্থানে প্রয়াণকালে আসার নামই চন্দ্রমার অধিকারে আসা। এই অধ্যাত্ম চন্দ্রমাভূমিতেও বাহ্য অন্তরীক্ষের মত দুই পক্ষ আছে। এক দিকে বৃহৎ মস্তিষ্কের প্রভাব হইতে জাত সমগ্র আত্মবোধসম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানক্রিয়া হইতে যে ধ্রুবজ্ঞান জাত হইয়া, শক্তি আকারে বিকীর্ণ হইয়া, এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ও চন্দ্রে আসিয়া সংস্কার বা বীজশক্তিরূপে সংগৃহীত হইতেছে, সেইটি কৃষ্ণপক্ষ, আর যে দিকে সেই সংগৃহীত বীজশক্তি ভূতাভিমানী জীবের উপর আধিপত্য করিতেছে, সেইটি শুক্লপক্ষ। পিতৃলোক একদিকে স্বশক্তি সংগ্রহে বা অন্নগ্রহণে যেন নিযুক্ত, সেই দিকে উহারা জাগ্রত। আর তাহার প্রভাবে আপনা হইতে যে দিকে তাহার আধিপত্য স্বতই চলিতেছে, পিতৃলোককে বিশেষ কিছু করিতে হইতেছে না, সেই দিক্‌টী রাত্রি। সুতরাং কৃষ্ণপক্ষই পিতৃলোকের দিন এবং শুক্লপক্ষই রাত্রি। বাহ্য চন্দ্রে যুগপৎ যেমন এক দিক্ কৃষ্ণ, অন্য দিকে জ্যোৎস্না, এই পিতৃলোকেও সেইরূপ যুগপৎ কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ বিদ্যমান। আত্মজ্ঞ পুরুষ পিতৃলোকের এই রাত্রিকালের মধ্য দিয়াই পিতৃলোক অতিক্রম করেন এবং এইরূপ করিবারই কথা। কেন না, আত্মবোধপ্রকাশরূপ সূর্য্যালোকে সংস্কারসকল দগ্ধ বীজবৎ মৃতকল্প বা সুপ্তবৎ হইয়া যায়। এখানেও তোমরা স্মরণ রাখিও, এই অধ্যাত্ম দিবা ও শুক্লপক্ষই প্রধান, বাহ্য অহঃ ও শুক্লপক্ষ উপচারস্বরূপ।

তার পর দেবলোক। বাহ্যে সূর্য্য-দ্যুতিময় ঊর্দ্ধাকাশ, অধ্যাত্মে বৃহৎ মস্তিষ্ক—পাশ্চাত্ত্য ভাষায় যাহার নাম সেরিব্রাম। সমগ্র চেতনশক্তির সমুদ্র, সমগ্র বিজ্ঞান-দেবতাময় ঈশানভূমি। এ ক্ষেত্রের গতি দুই ভাগে বিভক্ত—এক উত্তরায়ণ, অন্য দক্ষিণায়ন। এক বিশুদ্ধ চিৎমুখে, এক ভূতক্ষেত্রমুখে; এক ঊর্দ্ধমুখে বা উত্তরমুখে, এক নিম্নমুখে বা দক্ষিণমুখে। দক্ষিণাভিমুখী গতিতে যেমন চন্দ্রমা ও পিতৃলোকরূপ স্বায়ত্তশাসন-শক্তিতুল্য কেন্দ্র, উত্তর বা ঊর্দ্ধগতিতেও তেমনই সমগ্র জ্ঞানক্রিয়ার মূলে যে আত্মবোধ, তাহা কেন্দ্ররূপে ভূমা আত্মবোধে নিত্য সংন্যস্ত। বৃহৎ মস্তিষ্কের মধ্যে সেইরূপ একটি পৃথক্ ক্ষুদ্র শূন্য অংশ আছে। পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যেমন উত্তরাভিমুখে চুম্বিনী শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট, জীবের সমস্ত বিজ্ঞানক্রিয়াও তেমনই ঠিক আত্মবোধরূপ উত্তরাভিমুখে আকৃষ্ট—ইহাই ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তি; আর দক্ষিণায়ন ব্রহ্মের বিকর্ষণ-শক্তি। এই আকর্ষণী শক্তির কেন্দ্রই ধ্রুবলোক। ব্রহ্মপ্রতীক সূর্য্যের সহিত বাহ্য ধ্রুবের মত এই আকর্ষণকেন্দ্র ব্রহ্মবোধের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। অধ্যাত্মে এইখানে যাওয়াই বিরাটে অধিসম্বৎসর পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া। অধিসম্বৎসর পুরুষ, ব্যক্ত অক্ষরপুরুষ, ব্রহ্মা, এ সব এক কথা। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার জন্য ভগবান্ গীতায় অবকাশ দেন নাই। আত্মজ্ঞের অধ্যাত্মে ব্রহ্মাভিমুখী গতি গীতায় এই পর্য্যন্তই

বলা আছে। শ্রুতিতে আর একটু উর্দ্ধভূমি বিশ্লেষিত করা আছে। যাহা হউক, এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞ জীব দেহত্যাগের সময় অধ্যাত্মে ও তদনুসরণে অধিদৈবে ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হয় ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥ ২৫

পুনরাবৃত্তিমার্গম্ আহ ধূম ইতি। ধূমো ধূমাভিমানিনী, রাত্রিঃ রাত্র্যভিমানিনী, কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনীতি পূর্ব্ববদ্দেবতা এব অবগন্তব্যাঃ। তত্র মার্গে চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ কর্ম্মফলরূপং প্রাপ্য ভুক্ত্বা, তস্য ক্ষয়াৎ যোগী নিবর্ত্ততে পুনর্ম্মর্ত্তলোকম্ প্রতি আগচ্ছতি। কিন্তুতোঽয়ং ক্রমঃ? উচ্যতে। প্রাক্ উৎক্রমণাৎ সহ প্রাণৈঃ বিমূঢ় এব হৃদয়ং প্রবিশতি অনাত্মজ্ঞো জনঃ। বিমূঢ়স্যাত্মবোধাভাবাৎ ন তত্র প্রাণাগ্নয়ঃ প্রজ্বলন্তি, ধূম এবাভিসম্পদ্যতে, তস্মাদনাত্মজ্ঞো জনঃ ধূমাভিমানিনীং দেবতামাপ্নোতি। তস্য হৃদয়াগ্রভাগপ্রদ্যোতনাভাবাৎ আত্মবিস্মৃতিলক্ষণা রাত্রিঃ সমুদেতি, তেন চ অনাত্মসংস্কারবহুলং পিতৃণাং দিবসাখ্যং কৃষ্ণপক্ষম্ এতি, ততঃ সংস্কারাভ্যুদয়ার্থং, ষণ্মাসা দক্ষিণায়নং তদভিমানিনীং দেবতাম্ অধিদৈবপুরুষস্য রাত্র্যভিধাং প্রাপ্নোতীত্যেষ পুনরাবৃত্তিমার্গঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অব্রহ্মজ্ঞ যোগী ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস যথাক্রমে মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হইয়া, চন্দ্রমা জ্যোতি অবলম্বনে মর্ত্তে পুনরাবর্ত্তন করে।

যৌগিক অর্থ।—দেবযানের কথা বলিয়া, এইবার পিতৃযানের কথা বলিতেছেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের দেবযানের ক্রমগুলি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে তদ্বিপরীত গতির ক্রমটিও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। অনাত্মজ্ঞ পুরুষ দেহত্যাগের পূর্ব্বে হৃদয়ে মূঢ়ভাবেই প্রবিষ্ট হয়। প্রাণসকল তাহার সহিত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেও আত্মবোধের অব্যক্ততাবশতঃ সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না—ধূমময় হয়; বিষয়জ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করে বলিয়া নিদ্রার মত গাঢ় অজ্ঞানতাই অধিকার বিস্তার করে। হৃদয়াগ্রভাগে আত্মবোধরূপ দিবা অস্তমিত ও আত্মবিস্মৃতিরূপ নিশার অভ্যুদয় হয়; সুতরাং অনাত্ম সংস্কারসকল যে পক্ষে প্রভবশীল, চন্দ্রমার সেই কৃষ্ণপক্ষ তাহারা প্রাপ্ত হয়। সংস্কারসকলের পুনরভ্যুদয়ের জন্য বিকর্ষণী শক্তির আবশ্যকতা বলিয়া, দেবলোকের দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাসাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় চন্দ্রমায় আসিয়া স্থান লাভ করে এবং পরে ক্রমে মর্ত্তে পুনরাবর্ত্তন করে। মাসসমূহ হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমায় আসিয়া অবস্থান করে ও সেখান হইতে জ্যোৎস্না অবলম্বনে ব্রীহি যবাদিতে প্রবিষ্ট হয়।

অধ্যাত্মে এই অজ্ঞ পুরুষ, মূর্দ্ধার পূর্ব্ববর্ণিত পিতৃলোক অবধি গিয়া, দেবলোকে বা বৃহৎমস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়াও অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং আকর্ষণীশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ সেই শূন্য অব্যক্ত হইয়া যায় এবং বিরাটেও চন্দ্রলোক অভিমুখে অজ্ঞান

অবস্থায় ফিরিয়া আসে। দেহত্যাগের প্রাক্কালে অধ্যাত্মে এই উভয়বিধ গতি সংঘটিত হইয়া, তবে বিরাটে নিষ্ক্রান্ত হয়।

"যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, সে পুরুষের প্রাণ-সকল উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ একটি কথা থাকায় সন্ন্যাসবাদীরা উহা সন্ন্যাসের একটি বিশিষ্ট প্রাপ্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দেবযানমার্গ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়কৃৎ সংসারী পুরুষের ক্রমমুক্তির পথ। সন্ন্যাসীকে ব্রহ্মলাভের জন্য কোন মার্গ অতিক্রম করিতে হয় না, এইখানেই তাঁহারা ব্রহ্ম লাভ করেন। কথাটি অকিঞ্চিৎকর ও সাম্প্রদায়িক মোহের পরিচায়ক। ব্রহ্মবিৎ হইলে সন্ন্যাসীই হউক বা গৃহীই হউক, এই দেবযানে যাইতে হইবে। কেন না, সন্ন্যাসীকেও স্থূলদেহ ত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে। স্থূলদেহত্যাগের ক্রম অধ্যাত্মে যে ভাবে সংঘটিত হয় এবং সেই অধ্যাত্মগতির অনুসারে বিরাটে যে ভাবে গতি লাভ করে, তাহা পূর্ব্বোক্ত দেবযান ও পিতৃযান বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া জীবন্মুক্ত হইলে, গৃহী হউক বা সন্ন্যাসী হউক, তাহার এই দেবযানের পথে যাওয়াটি পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই জন্য দেহত্যাগের সময় নূতন একটি গতি বা বেগ লাভ করিতেছে, এরূপ সে পুরুষ অনুভব করেন না। এই জন্য ঐ শ্রুতিতে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" বলা হইয়াছে। তত দূর ব্রহ্মবোধে যাঁহারা সিদ্ধ হন নাই, তাঁহারাই দেবযানগতি অনুভব করেন। প্রকৃত পক্ষে দেহত্যাগ এই দুই ভাবেই হয়। এতদুভয়ের কোন পথ দ্বারাই যাহারা গমন করে না, তাহারা নিত্য আবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র প্রাণিরূপে জাত হয়। ইহাই তৃতীয় স্থান, ইহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

দেবযানের কথা বলিতে অগ্নি ও জ্যোতির কথা বলিয়াছি। আত্মবোধসম্পন্ন থাকিলে জীবের প্রাণাগ্নি প্রদ্যোতনশীল থাকে ও সে জীব বাঙ্‌ময় থাকে; অগ্নি ও বাক্ একই জিনিষ, অগ্নির অণিষ্ঠ অংশই বাক্। আত্মজ্ঞান অব্যক্ত হওয়া অর্থই বাঙ্‌ময়ত্ব অব্যক্ত হওয়া। বাকের অব্যক্ততাই ধূম ও রাত্রি লাভের কারণ।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬

মার্গদ্বয়বর্ণনমুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে আত্মবোধপ্রাচুর্য্যাৎ শুক্লা, তদভাবাৎ কৃষ্ণা, এতে গতী জগতঃ সর্ব্বস্য শাশ্বতে নিত্যে মতে অভিপ্রেতে। তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া পুনরাবর্ত্ততে সংসারায়।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সর্ব্বভূতের পক্ষে এই শুক্ল ও কৃষ্ণ গতিদ্বয় নিত্য। একটীর দ্বারা অনাবৃত্তি বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যটীর দ্বারা পুনরায় আবর্ত্তিত হইতে হয়।

যৌগিক অর্থ।—তারকব্রহ্ম কি ভাবে জীব-সকলকে পরিচালিত করেন, তাহা বিশদ ভাবে বলিয়া, শেষে দেখাইয়া দিলেন—তাঁহাকে চেনা ও না চেনায় গতির তারতম্য। একটী শুক্লা গতি, অন্যটী কৃষ্ণা গতি। আমাকে চেন; শুক্লা গতিতে চিরদিনের জন্য আমাতে আসিয়া আমাতে স্থান পাইবে। আমাকে না চেন; অজ্ঞানান্ধকারের পথে, বীজ-সংস্কারের গণ্ডিতে পুনরাবর্ত্তন করিয়া মর্ত্তে আবার ফিরিবে। এ বিধান হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই, এ বিধান শাশ্বত।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন॥ ২৭

মার্গদ্বয়ং বিজানতাং কর্ম্মযুক্তানাং ত্যাগনিষ্ঠানাং বা ন পুনর্ম্মোহাশঙ্কেত্যাহ নৈতে ইত্যাদিনা। হে পার্থ, এতে পূর্ব্বকথিতে সৃতী শুক্লকৃষ্ণাখ্যৌ মার্গৌ জানন্ কশ্চন যোগী কর্ম্মযোগনিষ্ঠঃ ত্যাগশীলো বা ন মুহ্যতি মোহং প্রাপ্নোতি। হে অর্জ্জুন, তস্মাৎ কারণাৎ ত্বং সর্ব্বেষু কালেষু সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়ান্তঃস্থে ময়ি যোগযুক্তো ভব, মৎসত্তাদর্শন-পরায়ণো ভব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই পথদ্বয় জানিয়া, কোন যোগী কখনও আর মোহ প্রাপ্ত হয় না। হে অর্জ্জুন, সেই জন্য তুমি সর্ব্বসময়ে আমাতে যোগযুক্ত হও।

যৌগিক অর্থ।—দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া একটী আলোকময় প্রশস্ত পথ বিস্তৃত রহিয়াছে। গভীর নিশায় একা তোমায় সেই পথে যাইতে হইতেছে। এই পথটি হইতে অসাবধানতাবশতঃ ভ্রষ্ট হইলে, গহন অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হিংস্র জন্তুর কবলে পড়িতে হইবে। এরূপ জ্ঞান যদি সজাগ থাকে, তবে তুমি যেমন অতীব সন্তর্পণে সেই আলোকময় পথটি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে থাক, তেমনই আজ ভগবান্ তোমার দুই প্রকার পরিণতি পাশে পাশে রাখিয়া, তোমায় দেখাইয়া দিলেন, কোন্ পথ তোমার শ্রেয়ঃ। এই দুইটি গতির কথা পরিস্ফুট ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে, আর কি কেহ অন্ধকারের পথে যাইতে চাহিবে, আর কি কেহ আত্মরূপী ভগবানের আত্মবোধরূপ আলোকপ্রকাশময় দেবযান ছাড়িয়া, কৃষ্ণাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে চাহিবে? না যদি চাহে—যদি না চাহিয়াও সেই দিকে ধাবিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সে এখনও তোমায় চেনে নাই, ধরিতে পারে নাই। অধিদৈবাদি ত্রিভঙ্গিম তারক রূপ এখনও তাহার নয়নে প্রতিভাত হয় নাই—তাহার উপলব্ধিতে এখনও আসে নাই—তুমি তাহাকে কেমন করিয়া বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছ। তাই সর্ব্বভাবপ্রবাহের তলে তলে তোমাকে ধরিবার জন্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, বিশ্ববাসীকে এই উপদেশ। তোমার নিজসত্তা-বোধে, তোমার কর্ম্মকেন্দ্রে, তোমার কৃত কর্ম্মের সঞ্চয়-ভূমি অব্যক্ত গ্রন্থিতে—যে দিকে দৃষ্টি পড়িবে, যে দিক্ লইয়া চিন্তামগ্ন হইবে, সেই দিকেই তাহার মূলে দেখ—তোমার পরিত্রাতাকে, তোমায় শুক্লমার্গে পরিচালিত করিবার সাথীকে। এই অক্ষর তারকব্রহ্ম-

জ্ঞান তোমাদের একমাত্র তরণী। ইহা অবলম্বনে সচেষ্ট হও—শুক্লা গতি অবশ্যই তোমরা লাভ করিবে।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

তারকব্রহ্মজ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং স্তুবন্ অধ্যায়ম্ উপসংহরতি বেদেষ্বিতি। বেদেষু স্বধীতেষু, যজ্ঞেষু সম্যগনুষ্ঠিতেষু, তপস্সুঃ কৃচ্ছ্রপ্রচেষ্টাসু, দানেষু সৎপাত্রদত্তেষু যৎ পুণ্যফলং শাস্ত্রবচনৈঃ প্রদিষ্টং কথিতং, ইদং তারকব্রহ্মজ্ঞানং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি অতিক্রামতি। অতিক্রম্য কিং প্রাপ্নোতি, তদুচ্যতে—পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্, আদ্যং ব্রহ্মরূপং সর্ব্বমূলীভূতং স্থানম্ উপৈতি প্রাপ্নোতি। যজ্ঞতপোদানাদিভিঃ যৎ ফলম্ আপ্নোতি, তৎ অপর্য্যাপ্তমপি কালবশাৎ অপক্ষায়তে। ইদন্ত্ববিনশ্বরং ক্ষরাতীতং স্থানম্ উপেত্য সর্ব্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষরণধর্ম্মিভ্যো বিমুচ্যত ইতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বেদাধ্যয়নে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে, যত কিছু ফল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, যোগী এই তারকজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, সে সমস্ত ফলপ্রাপ্তি অতিক্রম করিয়া ফল লাভ করে, সে বিশ্বের আদি মূল-কারণস্বরূপ পরমব্রহ্মকে লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—তারকব্রহ্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য বলিয়া এ অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়নাদি যত কিছু পুণ্যফলপ্রদ কার্য্য আছে, সে সমস্তের ফলই নশ্বর। যত অপরিসীম, যত মহান্ সে ফল হউক, তাহা অক্ষয় নহে। কিন্তু এই তারকজ্ঞান লাভ করিলে যোগী অবিনশ্বর ফল প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সর্ব্বপুণ্য-কর্ম্মফল ইহার কাছে ক্ষুদ্র। সে অবিনশ্বর ফল—বিশ্বের মূলীভূত কারণ পরমব্রহ্মে স্থান লাভ—ক্ষরণময় কর্ম্মের ক্ষরণময় ফলভোগ হইতে অনন্ত নিবৃত্তি।

তারকব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে এই যে অতুলনীয় লাভের কথা ভগবান্ বলিলেন, মাত্র বুদ্ধিলব্ধ এ জ্ঞান হইলেই কি এ ফল লাভ হইবে? তাহা নহে। এ জ্ঞান এমন মাত্রায় হওয়া চাই, যাহা হইতে তাঁহাতে অনন্যা ভক্তির উদয় হয়। পূর্ব্বে ভগবান্ এ কথা বলিয়াছেন। অনন্যা ভক্তির উদয় হইলে তবে বুঝিবে, এ জ্ঞানে অধিকার আসিয়াছে। কোন অনির্দ্দিষ্ট বস্তুতে ভক্তি আসে না। আনুমানিক বস্তুতে অহেতুকী ভালবাসা দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং তারক পুরুষকে ধ্রুব-বোধে আপনার সর্ব্বতঃ আশ্রয় বলিয়া যত ক্ষণ না দেখা যায়, তত ক্ষণ ভক্তির উদয় হয় না—তত ক্ষণ জীবের মোহ কাটে না—তত ক্ষণ এ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অবিনশ্বর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যক্ষাবগম জ্ঞান হওয়া চাই; তবে আসিবে এ শ্রদ্ধাভক্তির পূত প্রবাহ। ভগবান্ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই কথাই বিশেষ করিয়া সবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবম অধ্যায়

ব্রহ্মখণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ প্রত্যগাত্মার কথা বলিয়া, গীতার প্রথম ষট্ক সমাপ্ত করিয়াছেন। সপ্তম অধ্যায়ে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' বলিয়া আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সমস্ত শক্তি পরমাত্মারই এবং তিনিই স্বমহিমায় জীব ও জগদ্রূপ পরিগ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আত্মজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞান বা অনাত্মজ্ঞান, উভয়বিধ জ্ঞানপ্রকাশ চিৎস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মারই প্রকাশ, সুতরাং তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সব। সপ্তম অধ্যায়ে এইরূপে ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই পরমাত্মাই অক্ষর পরমেশ্বর-রূপে ক্ষর ভূত-সকলের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ সাজিয়া, ভূতগ্রামকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সেইটি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া, স্বীয় পরমেশ্বরত্ব অষ্টম অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জীবের ভোগ ও মোক্ষের তিনিই যে নিয়ন্তা—তিনিই তারকব্রহ্ম, তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে পরমেশ্বররূপে আপনার মূলে অবস্থিত জানিতে পারিলে জীব অনন্যচেতা হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য আগ্রহবান্ হয় এবং তাঁহাতে যোগস্থ হইবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। যোগশক্তিপ্রভাবে সেই অক্ষরত্বে স্বীয় সত্তাবোধ বিলয় করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারিলে অপুনরাবৃত্তিরূপ মহাফল লাভ হয়। তাঁহার এই অব্যক্ত অক্ষর পরমেশ্বরত্বে সহজে প্রবিষ্ট হইতে হইলে ক্ষর ও অক্ষরের মূল উপাদানরূপে তাঁহার যে স্থিতি—পরা ও অপরা শক্তিপ্রকাশে জীব-জগৎ ও তাহাদের নিয়ন্তা পরমেশ্বর সাজিয়াও যে স্থিতিতে তিনি তাহা হইতে অন্য, যে স্থিতিতে তিনি ক্ষর অক্ষরের অন্তরে অধিযজ্ঞ পুরুষ, যে স্থিতিতে তিনি ক্ষর জীবের ও স্বীয় পরমেশ্বরত্বের হৃদয়ে আত্মারূপে ঘনিষ্ঠতমভাবে নিবদ্ধ থাকিয়াও তাহা হইতে ভিন্ন, যে স্থিতিতে তিনি জীবের পক্ষে মাত্র নিয়ন্তৃত্বদ্বারা অনুমেয় নহেন—অপরোক্ষ অনু-ভূতিদ্বারা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, সেই ঘনিষ্ঠতম অসঙ্গ পরমাত্মবোধে আত্মা দিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে হয়—প্রাণ দিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া অহৈতুকী ভক্তিতে তাঁহাতে বিগলিত হইতে হয় ও তাঁহারই প্রীতির উদ্দীপনা করিয়া, তাঁহারই দ্বারা পরম ক্ষেত্রে নীত হইতে হয়। তাঁহার এই সর্ব্বউপাদানস্বরূপে অবস্থানটি—এই গুহ্যতম প্রত্যক্ষাবগম সাধনাটি বিশদভাবে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। নবম অধ্যায়ের প্রথমেই এই পরমাত্মত্ব পরিস্ফুট করিয়া, ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব বিশ্লেষিত করিয়া দেখান হইয়াছে। পরমব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, ইহা না বুঝিলে ব্রহ্মতত্ত্বে অধিগমন করা যায় না। সেই জন্য অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব এইরূপে বিভক্ত। তন্মধ্যে কূটস্থ ভাবটী

অক্ষর পরমেশ্বরভাব, আর হৃদয়ক্ষেত্রে ব্যক্ত পরমভাবরাশির অন্তরে আত্মবোধেরও সার আত্মস্বরূপ যে ভাবটি, সেইটি পরমাত্মভাব। একটি জীবের সমগ্র অব্যক্ত জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফলরাশির মূলে তাহার নিয়ন্তা ও বীজরূপে অবস্থান অথবা সমগ্র সৃষ্টির এইরূপ অনাদি অব্যক্ত বীজরূপে ও নিয়ন্তারূপে অবস্থান কূটস্থ পরমেশ্বরভাব। আর প্রতি জীবক্ষেত্রে ব্যক্ত আত্মবোধরূপ ভাবের দ্বারা পরিলক্ষিত ভূমা উপাদানস্বরূপতাটি, ব্যক্ত অব্যক্ত সর্ব্বদেশেই যিনি উপাদানস্বরূপ, উহাই পরমাত্মভাব। সুতরাং তাঁহার কূটস্থ অব্যক্ত অর্থাৎ অনাগত ভাবের আশ্রয়স্বরূপ যে অক্ষরভাব, তাহা অপেক্ষা ব্যক্ত হৃদয়ান্তরস্থ এই পরমাত্মভাবটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ ও ঘনিষ্ঠতম। এই ভাবটি অবলম্বনে জীব আপনাকেও তিনি বলিতে অধিকারী এবং তিনিও এই ভাব অবলম্বনে জীবকে আত্মসাৎ করেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যক্ততার মূলে মূলে তাঁহার বিদ্যমানতাটি প্রত্যক্ষীভূত হইলেও উনি একান্ত অসঙ্গ ও নির্লেপরূপেই প্রত্যক্ষ হন। এই প্রত্যক্ষীভূত পরম আত্মতত্ত্বই যে পরমেশ্বর, এই প্রজ্ঞায় আরূঢ় হইলে তবে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়। এই ব্যক্ত হৃদয়দ্বারা ব্যক্ত পরমাত্মত্ব অবলম্বন করিতে গেলেই হার্দ্দ প্রীতি ও ভক্তি স্বতঃ উৎসারিত হইতে থাকে এবং অনায়াসে জীব তাঁহার উপর আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হয়। সর্ব্বস্ব সমর্পণের ফলস্বরূপ তিনি আপনার পরমেশ্বরত্ব অর্থাৎ অব্যক্ত নিয়ন্তৃত্ব সে জীবের চক্ষে মুক্ত করিয়া ধরেন। সবই যে তিনি এবং তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সমস্তই যে তাঁহারই বিভূতি বা তিনিই, এই কথাটি সেই জন্য দশম অধ্যায়ে বিবৃত। শুধু বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনার অব্যক্ত বিশ্বরূপটি অর্থাৎ ব্যক্ত বিশ্বরূপ বিভূতি ভিন্ন যে অব্যক্ত পরে ব্যক্ত হইবে, সেই বিশ্বরূপও সাধকের যোগচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া দেখিবার অধিকার দেন। দশম অধ্যায়ে ব্যক্ত বিশ্ববিভূতি ও একাদশে অব্যক্ত বিশ্ববিভূতি এই জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রতি জীবই এইরূপে স্বীয় ব্যক্ত জীবনের ব্যক্ত ভাবাবর্ত্তনের মূলে মূলে তাঁহাকে দেখিলে, তিনি সেই জীবের অব্যক্ত জীবনাবলী তাহাকে দেখিতে দেন, তাহার ধ্রুবা স্মৃতি জাগিয়া উঠে। শরীর হিসাবে বলিতে গেলে বলিব, সে জীব হৃদয় হইতে মস্তিষ্কে সহস্রারে অব্যক্ত পরমেশ্বরে সমানীত হয়। অর্জ্জুন কোথায় অব্যক্ত বিশ্বরূপ দেখিয়াছিল? ভীষ্ম দ্রোণাদি কুরুপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়া রহিয়াছে, এ দৃশ্য অর্জ্জুন স্বীয় সহস্রারেই যে দেখিয়াছিল, ইহা তোমাদের স্বচ্ছন্দে হৃদয়ঙ্গম হইল। এইরূপে স্বীয় ব্যক্ত হৃদয়ের অন্তরস্থ পরমাত্মত্ব অবলম্বনে তাঁহার অব্যক্ত নিয়ন্তৃত্ব দেখিয়া, তবে জীবের হৃদয়ে অহৈতুকী ভক্তির প্লাবন প্রকাশ পায়। সেই জন্য একাদশ অধ্যায়ের পর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বর্ণিত।

অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার এই উভয়বিধ প্রকাশ যে ক্রমপরম্পরায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট হইতে থাকে, তাহা এই ভাবে গীতায় এই বারটী অধ্যায়ে সবিজ্ঞানে বর্ণনা করা হইয়াছে। গীতার এই বিভাগ অপূর্ব্ব। আত্মবোধ হইতে ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত যাওয়া এবং বুদ্ধিকে অহৈতুকী ভক্তিতে পরিপ্লুত করা কি ভাবে সংঘটিত হয়, তাহার এইরূপ ক্রম-বিভাগের বিজ্ঞান সহ বর্ণনা, ইহাই গীতাকে অমূল্য করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশ-বিজ্ঞান গীতার আলোচনায় যাঁহারা না লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গীতার যথার্থ মর্ম্ম দেখিতে পান নাই। আমি দ্বাদশ অধ্যায় অবধি গীতার মর্ম্ম বুঝিবার সুবিধার জন্য এইখানে একত্রে সারাংশ বলিলাম। আর প্রতি অধ্যায়ের মূলে ব্রহ্মখণ্ড দিব না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

নবম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১

পূর্ব্বস্মিন্ অধ্যায়ে অক্ষরস্ত তারকব্রহ্মত্বম্ উপদিষ্টম্। অক্ষরস্তু অব্যক্তঃ কূটস্থোঽবিচিন্ত্যঃ অপ্রত্যক্ষঃ ক্লেশময়যোগমাত্রগম্যো ভবতি। ততঃ প্রত্যক্ষাবগমং, জীবক্ষেত্রেষ্বপি প্রতিভাসিতং, সর্ব্বোপাদানরূপং, ঘনিষ্ঠতমং পরমাত্মত্বং দর্শয়িত্বা ভক্ত্যুদ্দীপনার্থং শ্রীভগবান্ আহ ইদমিতি। তুশব্দো নৈকট্যপ্রদর্শনার্থঃ। যদি চ অষ্টমে তারকত্বং কথিতং, তথাপ্যত্র ততো গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতম্ ইদং জ্ঞানং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মত্বম্ অনসূয়বে তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা ত্বম্ অশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ মোক্ষ্যসে। অনসূয়বে অসূয়াবিহীনায়। অসূয়া নাম অচেতনবদনাত্মজগদ্দর্শনসম্ভবা। তদ্বিহীনায়। যথা পরিদৃষ্টে কস্মিংশ্চিন্মানবে মাংসাস্থিপিণ্ড-মাত্রোঽয়মিতি ন গৃহ্যতে, অপিচ সচেতনঃ শরীরী পুরুষোঽয়মিতি, তদ্বৎ জগদিদং পরমাত্মনঃ সচেতনং বিশ্বরূপং, ন ব্যাবহারিকং ভূম্যাদিরূপমাত্মচেতনহীনমিতি দ্রষ্টুমশক্নুবতামেব জ্ঞানদৌর্ব্বল্যজা অসূয়া ভবতি। জ্ঞানেনাত্রোপদিষ্টেন সা তিরোভবিষ্যতীতি অন্বর্থমেব বিশেষণম্ অনসূয়ুরিতি। কাদৃশং তজ্জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বিজ্ঞানসহিতং পরমাত্মবোধযুক্তং, যেন হি নির্হেতুভক্তিরূপেণ হৃদয়গ্রন্থির্ভিদ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অসূয়াশূন্য পুরুষ, যাহা বিজ্ঞাত হইলে অশুভ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, সেই গুহ্যতম সাধনজ্ঞান তোমায় বলিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—কূটস্থ, অচিন্ত্য, অপ্রত্যক্ষ, মাত্র অনুশাসক শক্তিদ্বারা অনুমেয়, তারকব্রহ্মরূপ অক্ষর পরমেশ্বরের কথা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। তাহা অপেক্ষা ব্যক্ত, জীবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, জীবের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে সম্বন্ধী তাঁহার যে পরমাত্মস্বরূপ —যে স্বরূপে তিনি ক্ষর অক্ষর সকলের উপাদান, যে স্বরূপে জীব আপনার ব্যক্ত জীব-ভাবের ভিতরেই তাঁহার প্রত্যক্ষতা আত্মবোধদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে, আপনার ব্যক্ত ব্যবহারময় হৃদয়ের মাঝে পাইয়া অহৈতুকী ভক্তির প্লাবনে আপনাকে অভিস্নাত করিতে সমর্থ হয়, সেই স্বরূপের কথা বলিবার জন্য এই নবম অধ্যায়ের অবতারণা। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতন অচেতন সমস্তের উপাদান, তাঁহাকে যদি বিশ্বের ব্যক্ততার মাঝে দেখিতে না পাই, যদি তিনি অব্যক্ত, দুর্জ্ঞেয়, সুতরাং অনুমানগ্রাহ্যই থাকেন, জীবের ব্যক্ত হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা যদি তিনি পূজিত না হন, তবে তাঁহার সর্ব্বপ্লাবী

ব্রহ্মত্ব কোথায়? তাই জীবের অব্যক্ত কর্ম্মফলনিয়ন্তা স্বরূপের কথা বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে যেখানে আমাদের ব্যক্ত প্রীতির সম্বন্ধ, আপনার ঈশ্বরত্ব বর্ণনা করিবার পর জীবকে ব্রহ্মত্ব বুঝাইতে এইবার তাঁহার সে ঘনিষ্ঠতম সংস্থিতিটীর কথা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। অপূর্ব্ব তাঁহার রহস্য, অপূর্ব্ব তাঁহার জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, সেতুর মত আত্মস্বরূপে অবস্থান, আর বুঝি, তদপেক্ষাও অপূর্ব্ব তাঁহার বলিবার ভঙ্গিমা। এই তত্ত্বটীর প্রসঙ্গ তুলিয়াই অর্জ্জুনকে 'অনসূয়ু' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। এই সম্ভাষণটির দ্বারাই যেন তিনি বলিয়া দিলেন, তিনি কি বুঝাইতে চাহেন। তিনি যেন বলিতে যাইতেছেন, দেখ বৎস, এই ত্রিভুবনে চেতন অচেতন যাহা কিছু আছে, এ সমস্ত আমারই ব্যক্ত রূপ—আমিই রূপময় হইয়া বিশ্বাকারে প্রতিভাত। কিন্তু আমারই এ বিশ্বরূপ, তোমরা ইহা দেখিতে পাও না; দেখিতে পাও—শুধু চেতনশূন্য জল, মাটি, আকাশ, বাতাস, অগ্নি; দিগ্‌দিগন্তে দৃষ্টি তোমার অচেতনে ভরা। তোমরা যখন তোমারই মত একটি মনুষ্যকে দেখ, তখন ত তোমার উপলব্ধি হয় না যে, তুমি একটি অচেতন মাংস-পিণ্ডকে দেখিতেছ; তখন ত সেই ব্যক্ত অচেতন মাংসপিণ্ডরূপ তাহার শরীরটি, তাহার অব্যক্ত গুহ্য চেতনতার সহিত একীভূত করিয়া লইয়া একটি সচেতন পুরুষকে দেখিতেছ বলিয়া তুমি ধারণা কর; সে পুরুষের চিন্ময়তার জ্যোতিতে তাহার অচেতন শরীর পর্য্যন্ত তাহার সহিত একীভূত করিয়াই দেখ,—এ মাংসপিণ্ডটি ইহার গৃহস্বরূপ এবং ইহার মধ্যে গুহ্য সেই চেতন পুরুষ অবস্থান করিতেছেন, এমন ভাবে ত তাহাকে দেখ না। কিন্তু আমার অঙ্গস্বরূপ এই বিরাট্ ভুবনে আমাকে ত তেমন করিয়া দেখিতে পাও না। শুধু "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" এ কথা মুখে বলিলে ত হইবে না, অথবা আমার অব্যক্ত স্বরূপে প্রবেশ করিয়া, আমার দেহকে উপেক্ষা করিয়া "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" বলিলেও সে ত ওই শরীরের মধ্যে শরীরীকে দেখার মতই প্রচেষ্টা হইবে। বিশ্বে চক্ষু পড়িবামাত্র আমাকেই যদি দেখিতে না পাও, তবে তোমার ব্রহ্ম তোমার কাছে অব্যক্ত বুঝিতে হইবে। ঐ সশরীর পুরুষকে দেখার মত বিশ্ব দেখিতে যখন সশরীরে আমাকে দেখিবে, তখনই বুঝিবে, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান সমাকৃতা লাভ করিতেছে। এইরূপ ব্যক্তভাবে আমাকে যে উপায়ে দেখিতে পাইবে, তোমার অচেতন ও চেতন ভিন্ন করিয়া দেখা যে উপায়ে তিরোহিত হইবে, অচিৎরূপ দোষদর্শন তোমার চক্ষু হইতে যে উপায়ে ঘুচিয়া যাইবে, সেই তত্ত্বই আজ তোমাকে আমি বলিতে অগ্রসর। আমার ব্যক্ত বাসুদেব-রূপে অচিৎ-দর্শনরূপ তোমার জ্ঞানের অসূয়া মুছিয়া দিব বলিয়াই আজ তোমাকে অসূয়াশূন্য বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। 'অনসূয়বে' বলিয়া অর্জ্জুনকে বিশেষিত করিবার ইহাই সার্থকতা। যদিও আমি পূর্ব্বে আমার ঈশ্বরত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়াছি, কিন্তু এইবার তোমার হৃদয়ের যে গুহ্যতম দেশ উন্মোচন করিতেছি, বিজ্ঞানের সহিত—মাত্র ভাবের আবেগে নহে, যে জ্ঞানালোক তোমাকে আজ জ্বালিয়া দিতেছি, ইহা দ্বারা তোমার

অচেতন দেখা ঘুচিবে ; সুতরাং তোমার সকল অশুভ বিদূরিত হইবে। আমার দুরধিগম্য ঈশ্বরভাব বর্ণনা করিবার পর সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম, তোমাদের একান্ত সন্নিহিত আমার পরমাত্মভাবটির কথা বলিতেছি। ঈশ্বরভাবটি সুসঙ্গতভাবে অনুমিত হইলে, তবে তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ভাবটিতে লক্ষ্য পড়ে। অধিদৈবাদি ভাবে তারকব্রহ্মত্ব বুঝিলে তবে তদপেক্ষা নিকটতম প্রাণারাম পরমাত্মভাব গ্রহণে অধিকার আসে।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২

পরমাত্মজ্ঞানস্য শ্রেষ্ঠত্বং কথয়তি রাজবিদ্যেতি। সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং রাজেতি রাজবিদ্যা, সর্ব্বাঃ খলু বিদ্যাঃ রাজ্ঞ ইব এতস্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া অধীনতাং যান্তি। রাজগুহ্যং গুহ্যানাং রাজা, একান্তসন্নিহিতমপ্যেতৎ পরমাত্মতত্ত্বং দৃষ্টের্দ্রষ্টৃবৎ অদৃষ্টম্ ভবতি, অত উচ্যতে রাজগুহ্যমিতি। পবিত্রং শুচি ইদং উত্তমং ঊর্দ্ধতমং সর্ব্বোপরি বিরাজমানং সর্ব্বেষাং পাবনানাম্ অপি বিশুদ্ধিকারণম্ ইদমাত্মজ্ঞানম্। প্রত্যক্ষাবগমং, যথা শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মো বা, শঙ্খধ্মাতমপি পরিগৃহ্যতে, এবং পরমাত্মতত্ত্বগ্রহণেন সর্ব্বং গৃহীতং প্রত্যক্ষং ভবতীত্যতঃ প্রত্যক্ষেণ অপরোক্ষেণ অবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং। সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ভূতত্বাৎ ধর্ম্ম্যং সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধং বা। কর্ত্তুং সুসুখং সুখেন সম্পাদ্যং, অস্মিন্ আত্মতত্ত্বে সুখান্যেকান্তসুলভানীতি ভাবঃ। অথবা "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্," অতঃ পরমাত্মসাধনং সুসুখং সুখময়ম্। অপিচ অব্যয়ং ব্যয়রহিতং, বিজ্ঞাতঃ পরমাত্মা ন তিরোভবতি, নচ বা বিপরিণমতি ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এ জ্ঞান সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ, গুহ্যাপেক্ষা গুহ্য, উর্দ্ধতম ও পবিত্র, প্রত্যক্ষগম্য, সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধ, অনুষ্ঠানে সর্ব্বসুখময় ও অব্যয়।

যৌগিক অর্থ।—এই যে বিদ্যাটির কথা বলিতেছি, এটি রাজবিদ্যা—সর্ব্বাবদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ; ইহা জানিলে জানিবার সমস্ত তৃষ্ণা দূর হইয়া যায়। সর্ব্ববিদ্যা ইহার অধীন হইয়া পড়ে। শুধু রাজবিদ্যা ইহা নহে—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য। এ গুহ্যত্ব অপূর্ব্ব। গুহ্য হইয়াও একান্ত প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষবোধে নিত্যগ্রাহ্য। কোন বস্তু সুদূরে সুগুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত থাকিলে অতীব গুহ্য হয় সত্য, কিন্তু এ জ্ঞান সেরূপ গুহ্য নহে। চক্ষু যেমন সমস্তকে দর্শন করে, অথচ সে দৃষ্টিদ্বারা চক্ষু পরিদৃষ্ট হয় না ; কিন্তু আবার স্থূলতঃ পরিদৃষ্ট না হইলেও সেই দৃষ্টিই যেমন আমার চক্ষের অস্তিত্ব আমাকে অপরোক্ষ ভাবে জানাইয়া দেয়, সেইরূপ ভাবে যিনি গুহ্য হইয়াও প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ হইয়াও গুহ্য, তাঁহারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই অপূর্ব্ব রহস্যময়ী বিদ্যা ; সুতরাং ইহাও প্রত্যক্ষ, অথচ পরম গুহ্য। এই বিদ্যায় যাঁহাকে পাওয়া যায়, যাঁহার সাক্ষাৎ রসবিদ্রাবণই এই পরমা বিদ্যা, তাঁহাকেই ইহা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দেয় এবং তিনি অন্তরে গৃহীত হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বিজ্ঞান-রহস্য দিবালোকবৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে বলিয়া ইহা রাজবিদ্যা।

শ্রুতিতে ঋষি এই কথা অপূর্ব্বভাবে বুঝাইয়াছেন,—বাদ্যমান শঙ্খ বা শঙ্খবাদক গৃহীত হইলে যেমন সমগ্র শব্দ গৃহীত হয়, তেমনই এই বিদ্যার আবির্ভাবে অথবা যাঁহার সম্বন্ধে এই বিদ্যা, তাঁহার প্রাপ্তিতে বিশ্ববিজ্ঞান অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গৃহীত হইয়া যায়। জিহ্বা যেমন সকল রসের একমাত্র অয়ন বা আশ্রয়, জিহ্বা গ্রহণে যেমন সর্ব্বরস গৃহীত হয়, সর্ব্বরসের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যেমন জিহ্বাকে বাহির করা যায় না, অথচ সর্ব্বরসই যেমন আবার জিহ্বাকে প্রত্যক্ষীভূত করায়, তেমনই এই বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয়, তেমনই এই বিদ্যা গুহ্য হইয়াও প্রত্যক্ষ। সূর্য্যের দীপ্তি যেমন সূর্য্যে একীভূত হইয়া থাকে, তেমনই এ বিদ্যা যাঁহার বিদ্যা, তাঁহাতেই একীভূত হইয়া থাকে। যে পরমতত্ত্বের কথা আজ আমি বলিতেছি, তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম আত্মা। দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু আবার দ্রষ্টা বলিয়া দৃষ্টি দ্বারাই যেমন দ্রষ্টা অপরোক্ষ ভাবে গৃহীত হয়, শ্রুতির দ্বারা তাঁহাকে শোনা যায় না সত্য, কিন্তু শ্রুতির দ্বারাই যেমন শ্রোতার প্রত্যক্ষতা উপলব্ধ হয়, মননের দ্বারা মননকারীকে ধরা যায় না সত্য, কিন্তু আবার মননের দ্বারাই যেমন মন্তাই অভিব্যক্ত হন, এমনই ভাবে ইহাঁর গুহ্যত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত। আর এইরূপ বর্ণনায় তাঁহার সপ্রকাশ প্রতিষ্ঠাটি অন্তরের ভিতর জাজ্বল্যমান ভাবে দীপ্তি পায়, অন্তরের অন্তরতম দেশে তাঁহার অস্তিত্ব যেন একান্ত ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ইহাই প্রত্যক্ষাবগমতা। তিনি রহিয়াছেন আত্মবোধরূপে আমার সমগ্র আমিত্বের অন্তরে, আমার জীবভাবীয় আমিত্ব হইতে একান্ত গুহ্য অথচ আমার আমিত্ব প্রকাশের দ্বারাই তাঁহার অস্তিত্ব নিত্য-প্রত্যক্ষ, এইরূপ সুকৌশলে তাঁহার গুহ্যত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব এই বিদ্যার প্রভাবে প্রকাশ হইয়া অন্তরকে হারাণ রত্ন খুঁজিয়া পাওয়ার আনন্দে পূর্ণ করিয়া দেয়। ইহাঁকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববিজ্ঞানময় আমাকেও পাওয়া যায়, এমনই অপূর্ব্ব এই বিদ্যা, ইহাই রাজবিদ্যা নামের সার্থকতা। জীবের নিজত্ব অপেক্ষা প্রত্যক্ষ আর কিছু নাই। জগদ্দর্শন অপেক্ষা তার নিজত্বানুভূতিই সম্যক্ সুপ্রকাশ। এই জন্য প্রত্যক্ষাবগম শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইহা পবিত্র, ইহা উত্তম। তোমরা জগৎ দেখ অচেতন—তোমরা জগৎ দেখ মৃত। এই মৃত-সংস্পর্শাশৌচ হইতে এই জ্ঞান তোমাকে উদ্ধার করে—এই মৃতকে করিয়া জীবন দান, এই অচেতন জগৎকে চিন্ময়ের চিন্ময় বপুরূপে প্রত্যক্ষ করাইয়া। তাই ইহা পবিত্র। তোমার অশুচিতা, তোমার অপবিত্রতা এই মৃত-সংস্পর্শে ; জগৎকে অচেতনবৎ দেখার অর্থই মৃতসংস্পর্শে দূষিত হওয়া। মৃত জগৎ দেখিয়া তুমি হইয়া রহিয়াছ মৃতাশৌচে অশুচি। আজ যে জ্ঞানামৃতের সিঞ্চনে তোমাকে অভিসিঞ্চিত করিতেছি, এই জ্ঞান সঞ্জীবিত করিবে তোমার মৃত বিশ্বকে, তোমার পবিত্র স্পর্শে জগৎ উঠিবে বাঁচিয়া। তুমি জগৎ দেখিবে—জীবন্ত চিন্ময়ী প্রত্যক্ষ দেবতা। ওরে, সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, মহেশ্বর যেমন সতী সতী করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সতীর

মৃতদেহ হারাইয়া, আবার জীবিতা সতীকে ফিরিয়া পাইয়াছিল, এই জ্ঞান তোর অন্তরে সঞ্চারিত হইলে তোর চেতনা-হারা মৃতা অসতী অন্তর্দ্ধত হইবে ; জীবিতা সতী ফিরিয়া পাইবি তোর অন্তরে। এই মৃত বিশ্ববপু হইবে জীবিতা সতীর জীবিত বপু—এই চেতনাহীন অসতী প্রকৃতি হবে অন্তর্হিতা—চিন্ময়ী সতী পরা প্রকৃতির আবির্ভাবে। এমন পবিত্র আর নাই—পবিত্রতার ইহা উর্দ্ধতম দেশ—যেখানে পবিত্রতা আনে প্রাণ, আনে জীবন—মৃতকে করিতে মৃত্যুহীন। তাই ইহা উত্তম পবিত্র—উর্দ্ধতম পবিত্র। এই জন্য এই বিদ্যা 'পবিত্রং উত্তমং' বলিয়া বিঘোষিত।

আত্মজ্ঞানরূপ এ বিদ্যা "ধর্ম্ম্যং"। সর্ব্বধর্ম্ম এখানে বিরোধহীন। এ জ্ঞানলাভে সর্ব্ব একদেশদর্শী ধর্ম্মমত ইহার অন্তর্গত হইয়া যায়, সর্ব্বসম্প্রদায় ইহাতে আপনাকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়। ত্যাগ, যোগ, সব ইহাতে একীভূত হয়। ইহা অবলম্বনে সর্ব্বদেবতা পূজিতা হন—সর্ব্বশক্তি সহ স্তুতা হন—ভুক্তি মুক্তি পরস্পরকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে। জ্ঞান, কর্ম্ম, সন্ন্যাস, সব ইহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান করে—এ বিদ্যার দ্বারা বিধৃত হয় সমস্ত। সকল ভাব অবলম্বনেই এ বিদ্যার দেবতাকে সমানভাবে তৃপ্ত করা যায়। বদ্ধ জীবের অজ্ঞান-উপচারে পূজা, তত্ত্বসিদ্ধের তত্ত্ব-উপচারে পূজা সমান আদরে হেথায় স্থান পায়। নিরঞ্জন জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া ইহাঁর আরতি কর, আর ভৌতিক দ্রব্য-সম্ভারে ইহাঁর প্রীতিবিধানে যত্নবান্ হও, রতি এ দেবতার উভয়েই একরূপ। যিনি ক্ষর অক্ষর উভয়র উপাদান, যিনি জ্ঞান অজ্ঞান উভয়েরই মুল তত্ত্বস্বরূপ, চেতনধর্ম্মী অচেতন-ধর্ম্মী, উভয়ই যাঁহার দ্বন্দ্বপ্রকাশ, তাঁহার নিকট কাহার হইবে আদর, আর কাহারই বা হইবে অনাদর ? আত্মবোধ হইতে স্থূল অচেতন ভূত পর্য্যন্ত যাঁহার আপন অঙ্গলাবণ্য, তাঁহার সহিত অপরোক্ষ সম্বন্ধ কাহার নাই ? সর্ব্বশক্তি যাঁহার শক্তি, কোন্ শক্তির কোন্ লীলাবিলাসের তাঁহার বক্ষে স্থান নাই ? সকলের মাঝে উপাদানরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও আবার সকলের যিনি অতীত, তাঁহাকে অনুগমন করিবে না—তাঁহাতে অবিরুদ্ধভাবে মিলিত হইবে না কোন্ দ্রব্য, কোন্ ভাব বা কোন্ শক্তি অথবা কোন্ ধর্ম্ম ? আত্মানাত্ম উভয়বিধ ধর্ম্মময় বিশ্ববস্তু এই আত্মতত্ত্বেই বিধৃত, সেই জন্য 'ধর্ম্ম্য' বলা হইল।

'সুসুখং কর্ত্তুম্'। শুধু তাহা নহে—এ বিদ্যা অবলম্বনে এ বিদ্যার দেবতাকে সাধনা করা সুখময়। সুখই এ দেবতার মূর্ত্তি, শ্রুতি ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং' ইহাই শ্রুতির ভাষা। সুখপ্লাবনই এ অপূর্ব্ব বিদ্যা, যাহার দ্বারা তিনি চিরবিদিত। সুতরাং এ বিদ্যার অনুশীলন সুখ-সাগরেরই উদ্বেলন।

'অব্যয়ং'। এ জ্ঞান অব্যয়। অন্য সকল জ্ঞান পরিণত হয়, ক্ষরিত হয়, এ জ্ঞানের পরিণতি ও ক্ষরণ নাই। কাল ইহাকে বিনষ্ট করিতে অক্ষম, বিস্মৃতি ইহাকে মুছিয়া দিতে অসমর্থ। এ পরমাত্মবোধের ক্ষরণ নাই। অথবা ইহাতে ক্ষরিত হয় অনন্তে অনন্তে বহু বহু অব্যয় সনাতন আত্মা, আর সঙ্গে সঙ্গে ইনি সেই ক্ষর আত্মারাশির তলায় কূটস্থ আত্মারূপে করেন অবস্থান।

'প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং' প্রভৃতি সমস্ত বিশেষণের দ্বারা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এ শ্লোকের দ্বারা আত্মতত্ত্বই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

হৃদয়ং হি জীবানাং যজ্ঞক্ষেত্রমুচ্যতে। অত্র তে যাজ্ঞিকা বা ভোক্তারো বা ভবিতুমর্হন্তি। পরমস্যাং ভূমৌ তে ব্যক্তনিজবোধজন্মস্থানরূপেণ সমুপলভ্য পরমাত্মানম-সঙ্গং স্বোপাদানস্বরূপং নির্হেতুভক্তিভাজো ভবন্তি। এবং ভক্তেরাত্মানুবেদনলক্ষণত্বাৎ তদ্বিহীনা আত্মানম্ অপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্ত ইত্যাহ অশ্রদ্দধানা ইতি। সর্ব্বেষাং তপসাং পরং শ্রেষ্ঠং ভক্তিতপঃ, তৎ তপতীতি পরন্তপ হে অর্জ্জুন! অস্য ধর্ম্মস্য পরমাত্মদর্শনরূপ-ঘনিষ্ঠতমসাধনস্য স্বরূপে অশ্রদ্দধানাঃ ভক্তিপ্রবাহশূন্যাঃ পুরুষাঃ মাং পরমাত্মানম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি মৃত্যুময়সংসারমার্গে নিবর্ত্তন্তে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমার এই ধর্ম্মের স্বরূপে যাহারা ভক্তিহীন, তাহারা আমাকে না পাইয়া, মৃত্যুময় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে তাঁহাকে জানিতে হয়, দেখিতে হয় এবং তাঁহাতে প্রবেশ করিতে হয়। মন দিয়া জানিয়া, প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া, তেজ বা সংস্কার দ্বারা সংস্কারময় হইয়া, তবে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে হয়—তদধিবাসী হইতে হয়। চেতনা যখন এই ত্রিবিধ ভাবে কোন কিছুকে পায়, তখনই সেই বস্তুকে যথার্থ পাওয়া হয়। কোন কিছুকে বুদ্ধির দ্বারা জানিয়া, প্রাণের দ্বারা ব্যবহারময় হইয়া, তবে তাহাকে দেখা হয়, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার স্বভাব ও ধর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া যায়। প্রাণময় ব্যবহার ভিন্ন কাহারও যথার্থ পরিচয় কখনও পাওয়া যায় না। ইহা চেতনতত্ত্বের বিজ্ঞান। বুদ্ধিময় হওয়া, হৃদয়ময় হওয়া ও সংস্কারময় হওয়া, ইহাই চেতনকে কোন কিছু তত্ত্বাধিকারে উপনীত করিবার উপায়। সুতরাং ভগবানে হার্দ্দ ব্যবহারময় না হইলে ভগবৎতত্ত্বে প্রবেশাধিকার বা ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। এই হার্দ্দ ব্যবহারই ভক্তি-শ্রদ্ধা। বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব যত দূর জ্ঞাত হওয়া যায়, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম-পুরুষকে ঈশ্বররূপে যত সুদৃঢ়ভাবে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, ততই স্বতঃ তাঁহাতে হার্দ্দ ব্যবহার প্রকাশ পাইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। হৃদয়বৃত্তি-সকল তন্মুখে প্রবাহিত হইবার জন্য বিচঞ্চল হইতে থাকে। সেই বিচঞ্চলতার ফলস্বরূপ হৃদয়ের মাঝে তাঁহার যে অধিষ্ঠান নিত্য-সিদ্ধ, সেই অধিষ্ঠানে লক্ষ্য পড়ে—আত্মরূপতার সংস্থানটি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত হন—জীবের প্রাণেরই প্রাণস্বরূপে—তাহার নিজত্বের জন্মস্থলস্বরূপে, উপাদানস্বরূপে—আত্মবোধের আত্মাস্বরূপে।

হৃদয়ই জীবের যজ্ঞভূমি, ভোগভূমি, তাহার নিজের বসবাসভূমি। অণ্ডের ভিতর

শ্বেতসারের একটি তরল আবেষ্টনীর মাঝে পীতবর্ণ জীব-ভ্রূণটি যেমন নিমজ্জিত থাকে, তেমনই হৃদয়ের মাঝে জীবের আত্মবোধটি নিমজ্জিত—প্রাণের গহ্বরে জীবের বসবাস। সুতরাং আমার নিয়ন্তা, আমার অন্তর্য্যামী রহিয়াছেন বলিয়া যদি তাঁহাকে জীব সুদৃঢ় ভাবে জানিয়া, তাঁহাকে পাইবার জন্য উন্মুখ হয়, তবে তাঁহার জন্য হৃদয় যে উদ্বেলিত হইবে এবং সেই হৃদয়মধ্যস্থ আপনারই মূলে তাহার যে দৃষ্টি পড়িবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি ? সে হৃদয়ই যে সর্ব্বতত্ত্বের সমুদ্র, সর্ব্বভোগের আগার, সর্ব্বশক্তির গুপ্ত গৃহ—যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমস্ত যে এই হৃদয়পুরেই সমাহিত। সুতরাং হৃদয়ের মাঝে আপনি এবং আপনার মাঝে আপন হইতে আপনস্বরূপ পরমাত্মা, এ কথা একটু সজীব সত্যভাবে বুদ্ধিতে পরিগৃহীত হইলে, সে আত্মায় আত্মার জন্য সমগ্র হৃদয় স্বতঃ অহেতুক ভাবে আলোড়িত হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এবং ইহাই যখন চেতন-বিজ্ঞান, তখন এ কথা সহজেই বলা যায় যে, ভগবদন্বেষণের পথে শ্রদ্ধার উদয় অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং যাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না, ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, এই আত্মবোধরূপ স্বরূপ-ধর্ম্মটিতে শ্রদ্ধাবান্ না হইলে তাঁহাকে না পাইয়া, মৃত্যুময় সংসারপথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

আত্মনঃ অসঙ্গত্বম্ ঈশিত্বঞ্চ প্রকাশয়িতুম্ আদৌ তস্য নিরালম্বত্বং কথয়তি ময়েতি। ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্যক্তাকারং ময়া ততং ব্যাপ্তম্। কীদৃশেন ময়া, তদুচ্যতে—অব্যক্তমূর্ত্তিনা বীজস্বরূপাব্যক্তাক্ষরাখ্যব্রহ্মশক্তিমূর্ত্তিনা। তস্মিন্ ময়ি বীজস্বরূপাব্যক্তাক্ষরাখ্যব্রহ্মশক্তি-মূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি চরাচরাণি, ন চ অহং তেষু চরাচরেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ। অহমেব তেষামাশ্রয়ঃ, ন তে মম ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি অব্যক্তভাবে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। ভূতসকল আমাতেই অবস্থিত, আমি ভূতসকলে অবস্থিত নহি।

যৌগিক অর্থ।—যে বিজ্ঞানটিকে রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, অপরোক্ষভাবে অনুভূত বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞানটি যে আত্মবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্বের রহস্য, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দুইটী বিষয় প্রধানভাবে বর্ণনীয়,—তাঁহার অসঙ্গত্ব ও ঈশিত্ব। এই অসঙ্গত্ব ও ঈশিত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার সূচনায় প্রথমেই তিনি যে নিরবলম্ব, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ভূতসকল অবস্থিত—তিনি ভূতের আশ্রিত নহেন, এই কথাটি উল্লেখ করিতেছেন। করিবার কারণও সুস্পষ্ট। সাধারণ মূঢ় জীবমাত্রই আত্মতত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে, প্রথমেই তাহার মনে হয়, যেন সে নিজেই আত্মার আধার ; আত্মার দ্বারাই সে যে পরিধৃত, আত্মাই তাহার আধার, এরূপ

উপলব্ধি দেহাত্মবোধের প্রাধান্যবশতঃ সহজে আনিতে পারে না। স্থূলদেহ-জ্ঞানের ও স্থূল জগতের সত্তাই যেন প্রধান সত্তা এবং যাহা কিছু জ্ঞান, চেতনা, প্রাণ নামে অভিহিত, সে সমস্ত যেন ঐ স্থূল সত্তার আশ্রিত, ঐ স্থূল সত্তারই ধর্ম্মবিশেষ, এইরূপ মূঢ়তা সর্ব্বসাধারণ। স্থূলবোধ-বিমূঢ় চিত্তের এই সংস্কারটি আত্মধারণার প্রধান ও প্রথম অন্তরায়। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, একান্ত অমূর্ত্ত, জ্ঞানমাত্রস্বরূপ আত্মাই যে সমগ্র স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে আশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই সূক্ষ্মই আশ্রয়—স্থূল তাহার আশ্রিত, এইটী সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য করিতে হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অব্যক্তরূপে আমি ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি ভূতে অবস্থিত নহি। 'অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছি' বলিয়া, এখানে তিনি স্বীয় অব্যক্ত অক্ষর পরমেশ্বরত্বকে লক্ষ্য করিতেছেন, যিনি পরমাত্মা ও অব্যক্ত পরমেশ্বর, এই দুই আখ্যার যোগ্য; তিনি অব্যক্ত পরমেশ্বর বা ঈশ্বরীশক্তিরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। আত্মত্ব ও ঈশিত্বরূপ উভয়লিঙ্গ যাঁহার প্রকাশ, তিনি ঈশিত্বরূপ কারণ-লিঙ্গের দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়াও পরমাত্ম-রূপে অসঙ্গই থাকেন। সুতরাং অব্যক্ত বীজস্বরূপ ও পরমাত্মা, এই দুই আখ্যায় একজনকেই বুঝায়, এ কথাটি ভুলিও না। এখানে পরমাত্মতত্ত্বের অসঙ্গত্বের কথা বিশেষভাবে বলা হইবে, সেই জন্য তিনি অব্যক্ত বিশ্ববীজ হইয়াও যে অসঙ্গ, এই কথাটি স্ফুটতর করিবার সূচনা করিতেছেন। জীবক্ষেত্রেও তদ্রূপ তোমরা ভোক্তা জীব হইয়াও অসঙ্গ। স্থূল শরীরই যেন তোমাদিগের আশ্রয়, এবং তোমরা তাহাতেই বসবাস করিতেছ, এইরূপ যে তোমাদিগের সাধারণ উপলব্ধি, উহা তোমাদিগের জীবত্বের তামসিক সংস্কার। তোমার স্থূল শরীর হইতে তোমার সত্তাবোধটী পর্য্যন্ত সমস্তের মূলে সমস্তের আশ্রয় ও ধর্ত্তারূপে যিনি রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। তোমরা আত্মাতে বসবাস করিতেছ, সর্ব্বাগ্রে এই ধারণাটি সুদৃঢ় করিয়া লইবে।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

আত্মনঃ অসঙ্গত্বং কথয়তি ন চেতি। যদ্যপি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানীতি পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে কথিতং, তথাপি মম অসঙ্গত্বাৎ তানি ভূতানি ন চ মৎস্থানি ময়ি স্থিতানি। এতদ্ধি আত্মনঃ আশ্চর্য্যম্ অসঙ্গত্বং, যৎ তস্মিন্ স্থিতান্যপি ভূতানি অনবস্থিতানীব প্রতিভান্তি অম্ভাংসীব পদ্মপত্রে। অত উচ্যতে পশ্য মে ঐশ্বরং যোগম্ ঈশ্বরত্বপ্রকাশ-সামর্থ্যরূপং স্বরূপধর্ম্মং, অনেন শক্তিযোগেনৈব মম ঈশ্বরত্বং বিধৃতং তিষ্ঠতি, অত যোগ ইত্যুক্তং ভবতি। মম আত্মা অব্যক্তাক্ষরাখ্যঃ, ভূতানি বিভর্ত্তীতিভূতভৃৎ, ন চ ভূতস্থঃ জীববদ্ভূতাধীনতাং গতঃ, ভূতানি ভাবয়তি তেষাং সৃষ্টিস্থিতিলয়ং করোতীতি ভূত-ভাবনঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভূত-সকল আমাতে থাকিয়াও আমাতে অবস্থিত নহে, আমার অসঙ্গত্বরূপ ঐশ্বর যোগশক্তি দর্শন কর। আমার ভূতভাবন অত্মা ভূতভৃৎ অথচ ভূতস্থ নহে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে আপনার বিশ্বাশ্রয়ত্ব বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে তাঁহার অসঙ্গত্বরূপ পরম যোগশক্তির কথা বলিতেছেন। এই যোগপ্রভাবের দ্বারাই তিনি জীববৎ শক্তির অধীন নহেন, শক্তিই তাঁহার অধীন। তিনি শক্তির ঈশ্বর। পূর্ব্বশ্লোকে 'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি'—আমাতেই সকল ভূত অবস্থিত, এই কথা বলিয়া, অব্যবহিত পরশ্লোকেই 'নচ মৎস্থানি ভূতানি'—ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে, এইরূপ বলায় স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, তাঁহাতেই অথচ তাঁহাতে নহে, ভূতসকল এইরূপ ভাবেই তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহাতেই অথচ তাঁহাতে নহে, এই ভাবে স্বীয় শক্তি-প্রকাশকে ব্যবস্থিত করিবার মত যে তাঁহার স্বরূপগত মহিমা, সেই মহিমারই নাম অসঙ্গত্ব। এবং ঐরূপ ভাবে আপনাকে আপনার শক্তিপ্রকাশ হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হন বলিয়াই তিনি শক্তির উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ। ইহা তাঁহার ঈশ্বরত্ব-প্রকাশের যোগস্বরূপ। 'যোগমৈশ্বরং' শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ চেতনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই অসঙ্গত্বরূপ ধর্ম্মটী বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পরমাত্মাকে জানিতে হইলে আপনার ভিতর আপনার অসঙ্গত্বটী অবলম্বন করিয়া, তাহারই অনুসরণে পরমাত্মাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। যতক্ষণ না নিজের ভিতর নিজের অসঙ্গত্বটী ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পার, ততক্ষণ পরমাত্মার স্বরূপ ও তাঁহার ঈশ্বরীয় রহস্য বুঝিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য তোমার নিজের অন্তরে যাবতীয় জ্ঞানক্রিয়ার তলায় নিজবোধটী কেমন করিয়া সে সমস্ত পরিণামী জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র থাকে, সেইটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। তোমার জ্ঞান ও জ্ঞানশক্তির আবর্ত্তনের তলায় তুমি যেমন অসঙ্গ, এই সমগ্র বিশ্বক্রিয়ার তলায় পরমাত্মা তেমনি অসঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত। তোমরা সাধারণতঃ আপনাদের ভূতস্থ ভাবটী লইয়াই বিচরণ কর, ভূতভৃৎ অথচ ভূতস্থ নহ, এই ভাবটীকে লক্ষ্য কর না। ঐ ভাবটী লক্ষ্য না করাই বদ্ধ জীবের লক্ষণ এবং ঐ ভাবটীকে লক্ষ্য করাই মুক্তির পন্থা। পরমেশ্বর জীবরূপে ভূতস্থ হইয়াও তাহা হইতে স্বতন্ত্র, ভূতভৃৎ—ভূতস্থ নহেন, এই ভাবটীতে সম্বুদ্ধ থাকেন। এইরূপ থাকিতে পারেন বলিয়াই তিনি ভূতভাবন—অসঙ্গ হইয়াও ভূতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬

শ্লোকদ্বয়েন কথিতমসঙ্গত্বম্ উদাহরণেন প্রতিপাদয়তি যথেতি। যথা লোকে নিত্যং সর্ব্বকালং, সর্ব্বত্রগঃ সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীলঃ, মহান্ অপরিমেয়ঃ বায়ুঃ, আকাশস্থিতঃ

আকাশে বর্ত্তমানঃ, তথাপি তৎসংশ্লিষ্টো ন ভবতি, সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি তথা তদ্‌বদেব মৎস্থানি ময়ি আকাশবৎ সর্ব্বাধাররূপে আত্মনি স্থিতানি ইতি উপধারয় জানীহি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মহান্ বায়ু যেমন আকাশস্থিত ও সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল অথচ আকাশে সংশ্লিষ্ট নহে, ভূতসকলও ঠিক সেই ভাবে আমাতে স্থিত জানিবে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে আপনার অসঙ্গত্বের কথা বলিয়া, এই শ্লোকে সেই অসঙ্গত্ব উদাহরণের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন। আকাশে যেমন সর্ব্বত্র সঞ্চারী বায়ু অবস্থান করে, ভূতসকল তেমনি আমাতে অবস্থান করে। বায়ু আকাশে অবস্থান করিয়া, আকাশেরই উপর সঞ্চারিত হইয়া, আকাশকে যেমন ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, ভূতসকলও তেমনি আমাতে অবস্থান করিয়া, আমারই উপর পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়াও আমাকে সংক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। ওতপ্রোতভাবে ভূতসকল আমা দ্বারাই পরিধৃত, আমা দ্বারাই পরিবৃত, আমাতেই অবস্থিত, আমা হইতে জাত; কিন্তু তবু দেখ, আমার অত্যাশ্চর্য্য নিঃসঙ্গতা।

শ্রুতি বলেন,—আকাশ হইতে বায়ু জাত। সুতরাং আকাশ ও বায়ুর উদাহরণটী, জীবে ও পরমাত্মাতে যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটী সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। এক অবাধ অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মস্বরূপ তুমি, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ বা কিছু কোথাও নাই; কিন্তু এমনই অপূর্ব্ব তোমার ঈশ্বরীয় শক্তি, তোমা হইতে যাহা কিছু জাত হয়, জাত মাত্র তাহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে। আকাশস্বরূপ তুমি, আপনার বুকে আপনি আপনাকে প্রাণরূপে প্রকাশ করিয়া, আপনি সাজিলে পরমেশ্বর, আপনি সৃজিলে বিশ্বভূত, আপনার বুকে ভূমা ঈশ্বরলীলা আপনি করিলে রচনা। অথচ আপনি রহিলে সে লীলার মাঝেও অচঞ্চল, সে প্রাণময় গ্রন্থিজালের বাহিরে। তোমাতে আমাতে মিলন ও বিচ্ছেদের এ কি অদ্ভুত সম্মিলন! আমি তুমি হইয়াও তুমি নহি, তোমাতে থাকিয়াও তোমাতে নহি, আমার অন্তরে স্থিত হইয়াও তুমি আমার বাহিরে। মিলন ও বিচ্ছেদের এই যে একত্র সমাবেশ, ইহার সমাপ্তি কোথায়, কবে, কেমন করিয়া ঘটিবে? সে কি আমার ভিতর তোমার ওই অসঙ্গত্ব দেখিলে? তাই কি তুমি তোমার ও আমার মাঝের মিলন ও বিচ্ছেদের অবস্থানটী ধারণা করিতে দিলে উপদেশ? আমার অন্তরের আমারই আত্মরূপে তোমার সংস্থানটী লক্ষ্য করিলে মিলন ও বিচ্ছেদ, এই দুইএরই হবে অন্তর্দ্ধান। যতক্ষণ দুই, ততক্ষণ মিলন, ততক্ষণই বিচ্ছেদ। ওগো আমার জন্ম-মরণের চিরাশ্রয়! আমার মাঝে তোমাকে দেখিতে গেলে তোমার এই অসঙ্গত্বেই প্রথমে পড়ে লক্ষ্য, আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যায় আমার যত বিশ্বসঙ্গ, আমার গ্রন্থিজাল। ঐ যে তোমার অসঙ্গ রূপ, ঐ যে আমার তোমার ঐ অসঙ্গত্বের অনুভূতি, ঐখানেই কি দিবে দেখা তুমি—স্বীয় মহতী তনু ফুটাইয়া?

হাঁ, দিবে। 'ইত্যুপধারয়' বলিয়া সেই জন্যই দিলে তোমাতে আমাতে মিলন-বিচ্ছেদময় এই সম্বন্ধটীর ধারণা করিবার উপদেশ।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

সর্ব্বযজ্ঞসাক্ষী যোঽয়মাত্মা অধিযজ্ঞঃ আত্মবোধাশ্রয়রূপেণ সকরণহৃদয়ান্তরে নিত্যমপরোক্ষ উপলভ্যতে, স এব হি স্বকীয়ং পরমেশ্বরত্বং বক্তুং, পরমাত্মত্বং তচ্ছক্তিঞ্চ অব্যক্তাখ্য-প্রকৃতিং বিভজ্য, তস্যাং প্রকৃতৌ সর্ব্ববীজত্বং প্রদর্শ্য, আত্মনঃ অসঙ্গত্বং প্রভুত্বঞ্চ কথয়তি সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বভূতানি মুক্ত-ব্যতিরিক্তানি মামিকাং মদীয়াং প্রকৃতিং—যাম্ অধিষ্ঠায় অহমেব অক্ষরনাম্না অভিহিতঃ, তাং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, পুনঃ কল্পাদৌ উৎপত্তিকালে তানি ভূতানি অহং বিসৃজামি উৎপাদয়ামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে ভূত-সকল আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়, আবার কল্পারম্ভে আমিই তাহাদিগকে সৃজন করি।

যৌগিক অর্থ।—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সহ জীবের অন্তরে অধিযজ্ঞরূপে এবং সর্ব্ব-যজ্ঞের সাক্ষী ও নিজবোধাশ্রয়রূপে অপরোক্ষভাবে তিনি নিত্য অনুভূত। জীবের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রস্বরূপ পরমাত্মাই যে পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বর হইয়াও অসঙ্গ, এই কথাটী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য স্বীয় শক্তিত্ব ও অসঙ্গ আত্মত্ব বিভাগ করিয়া, সেই শক্তিতে বা প্রকৃতিতে ভূত-বীজত্ব দেখাইয়া, আপনার অসঙ্গ প্রভুত্ব বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন। যে স্বাত্মশক্তির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি অব্যক্ত অক্ষর নামে পরিচিত হন, শুধু সেই শক্তির নাম প্রকৃতি। ঐ শক্তি সহ দেখিলেই উনি অক্ষর বা অব্যক্ত পরমেশ্বররূপে পরিচিত হন, আর বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে দেখিলে উহাঁকে পরমাত্মা বলিতে হয়। মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সমস্ত ভূত কল্পক্ষয়ে এই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে, আবার কল্পারম্ভে ঐ প্রকৃতিতে অধিরূঢ় আত্মাই তাহাদিগকে বিসৃজিত করেন। পরমাত্মার ইহাই পরমেশ্বরত্ব। পূর্ব্বশ্লোকে 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি' বলিয়া আপনার আত্মত্বের যে অসঙ্গত্বটী লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 'প্রকৃতিতেই বিলীন হয়' এই বলিয়া আত্মার সেই অসঙ্গত্বটীকে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন। শক্তিঅংশেই জাত হয় ও শক্তিঅংশেই বিলীন হয়, সুতরাং আত্মত্ব তাহাতে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না। গৌণভাবে এ কথাও বলা হইল।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥ ৮

আত্মনঃ স্রষ্টৃত্বং, ভূতানাং প্রকৃতিবশত্বঞ্চ কথয়তি প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বকীয়াং প্রকৃতিম্ অব্যক্তাম্ আত্মশক্তিম্ অবষ্টভ্য অধ্যারুহ্য, প্রকৃতের্ব্বশাৎ শক্ত্যনুপ্রবিষ্টত্বাৎ

অবশং সম্যগ্রূপেণ শক্তিহীনং কৃৎস্নং সমগ্রমিমং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ং পুনঃ পুনঃ বারং বারং অহংবিসৃজামি উৎপাদয়ামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি স্বীয় প্রকৃতির উপর অধিরূঢ় হইয়া, প্রকৃতির অধীনতাবশতঃ একান্ত পরাধীন এই ভূত-সকলকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ময় করি।

যৌগিক অর্থ।—এই যে নিরীহ, শান্ত, সাক্ষী আমি তোমাদিগের যজ্ঞালয়ে এই আমিই পরমেশ্বররূপে আমার শক্তির উপর সম্রাট্‌বৎ আধিপত্য বিস্তার করিয়া তোমাদিগকে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ময় করিয়া থাকি। অবশ তোমরা, শক্তিহীন তোমরা, শক্তিহীন সর্ব্বভূত, তাই তোমাদিগের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের মাঝে আবর্ত্তন। জীব আমার, প্রিয় আমার, কেন তোমরা এরূপ শক্তিহীন জান? আমাকে দেখ না বলিয়া, আমার এই শক্ত্যধিরূঢ়, নিষ্কল, নিশ্চিন্ত, শান্ত, অসঙ্গ স্বরূপটী. আমার সমস্ত শক্তি-প্রকাশের মূলে অনুভব কর না বলিয়া। শুধু শক্তিই দেখ, শুধু শক্তিবিলাস এই ব্রহ্মাণ্ড-নর্ত্তন প্রত্যক্ষ কর—দেখ, মজ, বিমূঢ় হও, আত্মহারা হও, আপনাকে বিলাইয়া দাও—আমার এই শক্তিনর্ত্তনের পদতলে। ইহাকে আমার শক্তি বলিয়া দেখ না, ইহার মূলে আমার শিবশম্ভু স্বাত্মমূর্ত্তি লক্ষ্য কর না বলিয়া। তাই এ শক্তি তোমার কাছে অচেতন, হৃদয়হীন, প্রাণহীন। স্নেহ-মমতাহীন করিয়াছ তুমি আমার এই প্রাণময়ী হৃদয়ময়ী শক্তিকে—আমাকে অবিনাভাবে ইহার মাঝে না দেখিয়া, আমাকে কারণভাবে ইহার মূলে না খুঁজিয়া। তাই এ ভীমা শক্তি ক্রূর পাষাণবৎ তোমার বুকে চাপান। এ পাষাণ-স্তূপের চাপে তুমি হইয়াছ পাষাণময়। আপনি হইয়াছ অমূল—আপনার মূলে আমাকে না দেখিয়া; এ বিশ্বকেও করিয়াছ অমূল—বিশ্বের মূলে আমাকে তোমরা খুজিয়া পাও না। অচেতন শক্তি দেখিয়া, অচেতন বিশ্ব সেবিয়া তোমরাও হইয়াছ অচেতন—জড়তুল্য। জড়তুল্য—তাই শক্তিহীন। জড়াশ্রয়ী—তাই শক্তিশূন্য। আত্মবোধহীন, তাই বিশ্ব তোমার আত্মহীন. তাই তুমি জড়ের পদে লুণ্ঠিত, জড়ের অধিকৃত, বলহীন, অবশ। তাই পুনঃ পুনঃ তোমার বুকে এই জন্ম-মৃত্যুর সংঘাত, পাষাণ ভাঙ্গিয়া তোমায় বাহির করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ করিতে—আমাতে লক্ষ্য ফিরাইতে—তোমার প্রাণের তলায় শান্ত শীতল আমার এ স্থিতি দেখাইতে। তুমি শক্তির মাঝে অনুপ্রবিষ্ট, তাই তুমি শক্তিহীন; আমি শক্তির উপরে অধিরূঢ়, তাই আমি শক্তির নিয়ন্তা। আর আমি অসঙ্গ, তাই আমার এই শক্তির উপর প্রভুত্ব।

পূর্ব্বশ্লোকে ভূতসকলকে প্রকৃতিতে সংন্যস্ত দেখাইয়াছেন। এই শ্লোকে কেন ভূত-সকল প্রকৃতি-সংন্যস্ত, তাহা দেখাইলেন এবং আপনি যে, সে প্রকৃতির উপর সম্রাট্‌বৎ আধিপত্য করেন, তাহাও দেখাইলেন। আর জীবে ও পরমেশ্বরে এই যে শক্তির দাসত্ব ও প্রভুত্বরূপ পার্থক্য, এ তত্ত্বটীতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এ পার্থক্য

যে শুধু সঙ্গত্ব ও অসঙ্গত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের সাক্ষাৎ ফল, ইহা দেখানই এখানে মূল লক্ষ্য। আত্মসম্বন্ধশূন্য, সুতরাং আত্মা হইতে অন্য বা পর, সুতরাং অচেতন, সুতরাং জড়, এই দেখিয়া জীব হয় পরবশ, হয় আত্মশক্তিহারা, তাই তাহারা থাকে শক্তিত্বের মাঝে বদ্ধ হইয়া—যে শক্তি জড়ারূপে দিগ্‌দিগন্তে জীবের চক্ষে প্রতিভাত। আর পরমাত্মা অসঙ্গত্বরূপ যোগপ্রভাবে সেই প্রকৃতির উপর করেন আধিপত্য, পুনঃ পুনঃ জড় ও জড়াভিমানী ভূত-সকলের করেন প্রসব ও প্রতিপ্রসব—প্রলয়।

নচ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯

আত্মনঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বমুক্ত্বা, উদাসীনবত্তেষু অসক্তত্বং কথয়তি। বস্তুতস্তু দৃশ্যতে চ পরমাত্মনঃ শক্তিপ্রকাশস্য উভয়লিঙ্গত্বং "তদেজতি তন্নৈজতি, অনেজদেকং মনসো যবীয়ঃ, আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ, স্থিতঞ্চ যচ্চে"তি শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ। স্মৃতাবপি—"দৃশিঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" ইতি চ। অতঃ কর্ত্তৃত্বম্ ঔদাসীন্যঞ্চেতি বিরুদ্ধভাবদ্বয়ম্ আত্মনি ন বিরুধ্যতে। যতঃ অসঙ্গত্বাদব্যক্তাত্মনঃ, ততঃ সমুৎপন্নং যৎকিঞ্চ ব্যক্তং, তস্মিন্ স্থিতমপি ততঃ স্বতন্ত্রম্ ভবতি। ঈশ্বরত্বং নাম ঔদাসীন্যপ্রধানং কর্ত্তৃত্বং, জীবত্বং নাম কর্ত্তৃত্বাভিমানপ্রধানং ভোক্তৃত্বমুচ্যতে। অতো জীবে কর্ম্মবন্ধনং, ন তু ঈশ্বরে ইত্যাহ ন চ মামিতি। হে ধনঞ্জয়, জীবস্য ব্রহ্মৈশ্বর্য্যাধিকারিত্বং স্মারয়ন্নিদং সম্বোধনম্। ন চ মাং কর্ত্তারং পরমেশ্বরং তানি সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি অধিকুর্ব্বন্তি। কথম্? উদাসীনবৎ আসীনং, অতএব তেষু কর্ম্মসু অসক্তং নির্লিপ্তম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ধনঞ্জয়, উদাসীনবৎ সেই কর্ম্মসকলে অসক্ত থাকায় সে কর্ম্মসকল আমাকে সম্বদ্ধ করিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মৈশ্বর্য্যরূপ ধন-বিজয়ী হইতে, আত্মশক্তির উপর বিজয়-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে জীবকে তিনি দেখিতে চান, তাই অর্জ্জুনকে এখানে 'ধনঞ্জয়' বলিয়া ভগবানের এই সম্বোধন। ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বিশ্বসৃষ্টি পুনঃ পুনঃ করি সত্য, কিন্তু কেমন করিয়া করি জান? সেই সৃষ্টিআদি কর্ম্মে আমি নিজে পরমাত্মরূপে থাকি অসক্ত, সঙ্গহীন, উদাসীনবৎ; সেই জন্য সে কর্ম্মসকল আমার উপর গ্রন্থিবন্ধন করিতে পারে না। তোমরা যদি ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হইতে চাহ, তবে আপনার মূলে উদাসীনবৎ অসঙ্গ সংস্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত হও। বস্তুতঃ ভোগময়, শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট, বদ্ধ জীবভাবটির অন্য দিকে আত্মা যে অসঙ্গ স্বাধীন স্বরূপে বিরাজিত, জীব তাহা প্রত্যক্ষ করে না, মাত্র ভোগাধীন অবস্থাটির দিকে চাহিয়া থাকে। কাজেই সে শক্তিতে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সে তদ্বৎ হইয়া পড়ে। সুখপ্রকাশে সুখী, দুঃখপ্রকাশে দুঃখী, প্রতি জ্ঞানপ্রকাশে আপনি তন্ময় হয়। ভোগের ইহাই নিয়ম,

ভোগ-সার্থকতার ইহাই বিজ্ঞান। সেই আত্মার এই ভোগময় দিক্‌টিই জীবত্ব, এই দিকে তিনি বহু জীব। কিন্তু যে দিকে তিনি পরমেশ্বর, সে দিকে তিনি থাকেন উদাসীনবৎ—স্বীয় অসঙ্গত্ব-স্বভাবের প্রভাবে। সেই প্রভাবে সমাসীন থাকেন বলিয়াই তিনি উদাসীনবৎ অবস্থান করিতে সমর্থ হন। আর সেই জন্য কর্ম্মসকল বস্তুতঃ তাঁহারই কৃত হইলেও তাঁহাকে তদধীন করিতে পারে না।

অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি আপনাকে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অথচ এই শ্লোকে তিনি আপনার উদাসীনতা বিশেষভাবে ব্যক্ত করিলেন। ইহা বিরুদ্ধোক্তি বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে আশঙ্কা উঠিতে পারে। কিন্তু সেরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। তিনি "উদাসীনবৎ" এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—এ কর্ম্মে একেবারে উদাসীন নহেন। স্বীয় শক্তিপ্রকাশে একেবারে উদাসীন হইলে কোন ক্রিয়াই হইত না। ইহা সাধারণ জীবক্ষেত্রেও দেখা যায়। অনাদি সৃষ্টিক্রিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে ; কখনও সৃষ্টি, কখনও লয়, এ লীলার বিরাম নাই। সুতরাং কর্ত্তার ঐকান্তিক উদাসীনতা অকল্পনীয়। তিনি করেন অথচ করেন না, কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, করিয়াও না করার মতই অবস্থান করেন। এইটি হইল তাঁহার সৃষ্টি-লীলার মাঝে পরম ভাব। শ্রুতি এ কথা পুনঃ পুনঃ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। "তদেজতি তন্নৈজতি, অনেজদেকং মনসো যবীয়ঃ, আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ, স্থিতঞ্চ যচ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনি কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা, এই ভাবেই পরিব্যক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ "তদ্‌বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ ...নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদি বলিয়া দর্শন শ্রবণাদির কর্ত্তা যে তিনি, ইহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। যোগদর্শনেও "দৃশিঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" বলিয়া তাঁহার উভয়লিঙ্গত্ব দেখিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং তিনি কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা, এই ভাবটী বিশেষভাবে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-রহস্যের ভিতর লক্ষ্য করিতে হইবে। এই জন্যই 'উদাসীন' না বলিয়া 'উদাসীনবৎ' বলিয়াছেন। তিনি নিজে কর্ত্তৃত্বের মূলে স্বীয় অসঙ্গ অকর্ত্তা ভাবটী অব্যাহত রাখেন বলিয়া কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশটুকু অবলম্বন করিয়া জীব-সকল জাত হয় বলিয়া তাহারা ভোক্তা হইতে বাধ্য হয়, অথবা তিনিই জীবরূপে ভোক্তা হইয়া অবস্থান করেন। এইরূপে অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মতত্ত্ব এক দিকে অসঙ্গত্বপ্রধান পরমেশ্বর, অন্য দিকে ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বপ্রধান জীবত্ব পরিগ্রহণ করেন। তিনি অসঙ্গ বলিয়া তাঁহা হইতে শক্ত্যাদি সর্ব্ববিধ প্রকাশই স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হয়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে॥ ১০

জগদ্‌ব্যাপারকারণং বিভজ্য স্বস্য কর্ত্তৃত্বম্ অসক্তত্বঞ্চ প্রদর্শয়তি ময়েতি।

অধি উপরি অক্ষি যস্য স অধ্যক্ষঃ, তেন অধ্যক্ষেণ ঈক্ষয়িতৃরূপেণ ময়া পরমাত্মনা, নিমিত্তকর্ত্তৃরূপেণ, প্রকৃতিঃ মম পরাঽপরেক্ষণশক্তিঃ জগত উপাদানকারণরূপা সচরাচরং জগৎ সূয়তে ব্যাকরোতি আত্মানাত্মবোধরূপেণ স্বামেব প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। পরমার্থতস্তু পরমাত্মৈব নিমিত্তোপাদানকারণং, শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। হে কৌন্তেয়! অনেন অধ্যক্ষত্বেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ত্ততে সৃষ্টের্লয়ং লয়াৎ সৃষ্টিং চ প্রযাতীত্যর্থঃ। অধ্যক্ষ্যত্বং নাম সাক্ষিত্বং, যেন হি শুদ্ধস্য পরমাত্মন ঈক্ষণকর্ত্তৃত্বম্ অবগম্যতে। সংসিদ্ধে চ ঈক্ষণ-কর্ত্তৃত্বে জগতো নিমিত্তকর্ত্তৃত্বং পরমাত্মন্যেব ব্যবস্থিতং ভবতি। যেয়ম্ ঈক্ষণশক্তিঃ শুদ্ধস্য পরমাত্মনঃ, সা এব জগতামুপাদানমিতি শক্তেঃ পরিচালকত্বে আত্মত্বমেব কারণং "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেভ্যঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমার অধ্যক্ষতায় আমার শক্তি বা প্রকৃতি চরাচর সৃষ্টি করে। হে কৌন্তেয়! এই জন্য জগৎ সৃষ্টি ও লয়াদিরূপে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে নিজেকে উদাসীনবৎ জগৎকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া, কেমন করিয়া ঔদাসীন্য ও কর্ত্তৃত্ব উভয় বিরুদ্ধ ভাব একত্রে তাঁহাতে সন্নিবেশিত থাকিতে সমর্থ, সেইটি বিশদ করিয়া বলিতেছেন। প্রতি কর্ম্মেই দুই প্রকার কারণ অবশ্যম্ভাবী—একটী নিমিত্ত-কারণ, একটী উপাদান-কারণ। বিশ্বব্যাপারেও সেইরূপ দুইটি কারণ ব্যবস্থিত। জ্ঞানমাত্রস্বরূপ পরমাত্মার যে উভয়বিধ প্রকাশের কথা বলিয়াছি, সেই উভয়বিধ প্রকাশই জগদ্ব্যাপারের কারণদ্বয়। চিতিশক্তি হইলেন নিমিত্ত-কারণ এবং তাঁহার জ্ঞানশক্তিত্ব হইল উপাদান-কারণ। চিতিশক্তি অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করেন এবং সেই অধ্যক্ষতার প্রভাবে প্রযুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমা বা শক্তি কর্ম্মময়, রূপময়, নামময় জগদায়তন রচনা করে। এই পরাশক্তিই বহু আত্মারূপে আপনাকে বিভাগ করিয়াও আপনি পরমেশ্বরীরূপে অবস্থান করেন। সপ্রকাশ পরমাত্মার আপনার দ্বারা আপনি নিত্যপ্রকাশ থাকারূপ যে মহিমা, উনিই সর্ব্বাত্মরূপা পরা প্রকৃতি বা চিতিশক্তি। এবং আপনার সর্ব্ববিজ্ঞাতৃত্বরূপ শক্তিই অপরা প্রকৃতি নামে অভিহিত। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতারূপ যে শক্তি, উহাই জগদ্ব্যাপারের নামরূপকর্ম্মময় উপাদান এবং ওই আপনার দ্বারা আপনার নিকট নিত্য প্রকাশ থাকারূপ পরা শক্তিই বহু প্রত্যগাত্মারূপে সেই জগতে অনুপ্রবিষ্ট জীব এবং সেই জীবজগতের পরিচালিকা পরমেশ্বরী। একই শক্তি এই দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়া অবস্থান করেন। এই জন্য ইহাঁকে পরমার্থতঃ শক্তি বা মহিমা নাম না দিয়া, তিনিই বলা সমধিক সঙ্গত। 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতং যদি বা ন মহিম্নি ইতি'—শ্রুতি এই ভাবে এ বিজ্ঞানটি অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার মহিমা, এইরূপ বিভক্তভাবে দেখিলেও চলে, না দেখিলেও চলে। কর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তিনি ও তাঁহার মহিমা, এই ভাবে দেখাটিই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ও বিভাগ দেখার উপায় থাকে না; এ সমস্ত এক প্রজ্ঞান-

স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। এই পরাশক্তির বলেই তিনি সর্ব্ববীজ হইয়াও অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সর্ব্ব হইতে অসঙ্গভাবে থাকিতে সমর্থ। তাঁহার মহিমার এই পরা ও অপরারূপ দুই দিক্ একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। 'অহম্ অস্মি' ইত্যাকারে যে তাঁহার প্রকাশটি, এইটি হইল অপরা, আর যে শুদ্ধ চেতনা বা চিতিশক্তি 'আমি আছি' এই ভাবের আশ্রয়স্বরূপে বা আত্মরূপে 'আমি আছি' ভাবটির মূলে অবস্থিত, উনিই পরা। ওই পরা সংস্থানটিই পরমেশ্বরী, অক্ষর ইত্যাদি নামে অভিহিত। ওই পরমাত্মার নিত্য আপনাকে আপনার দ্বারা প্রকাশ রাখিবার স্বরূপ-মহিমাতেই তিনি আপনি প্রতিষ্ঠিত। ওই মহিমার দ্বারাই তিনি আপনাকে যুগপৎ অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মারূপে ও অন্য দিকে সর্ব্বেশ্বররূপে মহদাদি তত্ত্বক্রমে প্রকাশ করেন। এক দিকে পরমেশ্বরাদি সর্ব্বময় ভাব পরিগ্রহণ করিয়াও অন্য দিকে একান্ত সর্ব্বহীন। চেতনা-শক্তি জানিতে হইলে তাঁহার এই উভয়লিঙ্গত্ব দেখিতেই হইবে। শক্তিত্বের দিকে এইরূপ উভয়লিঙ্গ প্রকাশ পায় বলিয়া, যে সত্তার এই মহিমা, তিনি অনির্ব্বচনীয় এবং শক্তিপ্রকাশে তিনি উভয়-বিপরীতধর্ম্মী বলিয়াই যুগপৎ প্রতিভাত হইবেন, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই জন্যই সেই পরমতত্ত্বকে "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি ভাবে শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। 'মনাদি উপাধি-সংযোগে তিনি দেখিতে সক্রিয় হন, প্রকৃতপক্ষে নহেন' এরূপ শ্রুতিপ্রতিকূল ধারণা সারহীন। যাহা হউক, তাঁহার ওই পরাশক্তিভাবটি নিজে নিমিত্তবৎ হইয়া, অপরাশক্তিভাবটিকে অস্মি আদি জ্ঞানক্রিয়া বিস্তারে প্রযুক্ত করে ও এইরূপে বিশ্বায়তনমূর্ত্তি—যাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই, তাহা রচিত হয় এবং আবার বিশ্ব বা অপরাশক্তি সংহরণ করিয়া, আপনার ওই অনির্ব্বচনীয় পরামহিমায় গ্রস্ত করিয়া, 'নেহ নানাস্তি' এইরূপ অব্যক্ত ভাবের শয্যা পাতিয়া, যে দিকে তিনি নিত্য শুদ্ধ পরামহিমায় একীভূত, যে দিকে মহিমা ও তিনি, এ ভেদ কল্পনার অযোগ্য, সেই সংস্থানে একীভূত হন। সুতরাং পরামহিমময় আপনিই নিমিত্ত-কারণরূপে আপনার অপরানামীয় জগদুপাদানরূপ অব্যক্ত ভাবটিকে প্রকাশ ও প্রলয়-মূর্ত্তিগ্রহণে প্রযুক্ত করেন। ইহাই তাঁহার অধ্যক্ষতা এবং ইহার দ্বারা তিনি প্রত্যগাত্মভাবে তন্মধ্যে এক দিকে অনুপ্রবিষ্ট বা সঙ্গময় হইয়াও অন্য দিকে পূর্ব্ববৎ একান্ত অসঙ্গভাবেই নিত্য অবস্থান করেন। শুধু অব্যক্ত অপরা-প্রকৃতি জগৎকারণ হইলে সৃষ্টি হইতে লয়, লয় হইতে সৃষ্টি ও তাহার মধ্যে বিচিত্র প্রকাশ ও ভোগের বৈজ্ঞানিক ক্রমমুক্তিময় ধারা থাকিত না। এই জন্য শ্লোকে তিনি বলিলেন,—আমার অধ্যক্ষতাবশতই প্রকৃতি-রচিত জগৎ বিপরিবর্ত্তনময়। বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মভোগ ও মুক্তি আদি উদ্দেশ্যযুক্ত পরিবর্ত্তনকেই বিপরিবর্ত্তন বা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মবোধসম্পন্ন বা পরামহিমময় প্রকৃতি না হইলে এইরূপ প্রলয় ও ক্রমমুক্তি আদি সে জগৎরচনায় থাকিত না। পরামহিমা

বা আত্মবোধটিকে ভুক্তি ও মুক্তি দেখানই তাঁহার লীলার হেতু। কোথাও ভোগপ্রধান, কোথাও ভুক্তিমুক্তিময় মুক্ত পুরুষ এবং কোথাও ভোগ ও মুক্তির অতীতরূপে থাকিয়া আপনার ব্রহ্মত্বকে আপনি উদাসীনবৎ দর্শন করেন—ইহাই তাঁহার লীলা। এ লীলায় তিনি নিত্য কর্ত্তা, নিত্য অকর্ত্তা ; এ লীলায় তিনি নিত্য ভোক্তা, নিত্য অভোক্তা ; এ লীলায় তিনি নিত্য বদ্ধ, নিত্য মুক্ত ; এ লীলায় তিনি নিত্য জীব, নিত্য পরমেশ্বর। আপনার মাঝে আপনার মহিমাকে ভেদ করিয়া তাঁহার স্বগতভেদময় লীলা সনাতন। এক দিকে তিনি সমস্ত লীলায়নশূন্য, অন্য দিকে তিনি নিত্যলীলার অধিষ্ঠান ; তাঁহার এই উভয় লিঙ্গ যাহার হৃদয়ে প্রকটিত হয়, সেই তাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বাকারে জানিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ কর্ত্তা ও অকর্ত্তা বলিয়াই তিনি উদাসীনবৎ থাকিয়াই যে জগৎরচনায় সমর্থ, এ কথাটির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

অসঙ্গস্য পরমাত্মনঃ এবম্ভূতং সর্ব্বভূতমহেশ্বরত্বম্ অনাদৃতমিব তিষ্ঠতীত্যাহ অবজানন্তীত্যাদিনা। মূঢ়া অপরাপ্রকৃতিমাত্রসঙ্গিনঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মানবদেহধারিণং প্রত্যগাত্মরূপেণ নিত্যম্ অনুভূয়মানং মাং পরমাত্মানম্ অবজানন্তি অবজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি। কথম্? মম মানবদেহাশ্রিতপ্রত্যগাত্মনঃ ভূতমহেশ্বরং পরং শ্রেষ্ঠং ভাবম্ অজানন্তঃ, অয়মাত্মা প্রত্যগ্‌রূপঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্যৈব প্রত্যগ্‌ভাবঃ, এবম্ অপশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। অত্র মানুষশব্দো বদ্ধজীবমাত্রপরো বোদ্ধব্যঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মূঢ় মনুষ্যেরা মানবদেহধারী অর্থাৎ জীবের আত্মারূপী আমাকে সর্ব্বভূতমহেশ্বর বলিয়া না জানা বশতঃ অবহেলা করে।

যৌগিক অর্থ।—ভূত-সকল আমাতেই আছে, আমি আত্মারূপে তাহাদের নিত্য আশ্রয়, অথচ তাহারা আমাতে নাই, এমনই তাহাদের অন্তরে আমার সত্তা নির্লেপ। আমি নিজবোধরূপে তাহাদের নিত্য প্রত্যক্ষ হইয়াও তাহাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি। এই অসংশ্লিষ্ট ভাবেই থাকিয়া আমি প্রকৃতির অধীশ্বর ও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অধ্যক্ষস্বরূপ। মানুষ নিজের মাঝে আমাকে আত্মরূপে অনুভব করিয়াও আমার সঙ্গময় জীবভাবটিরই উপাসনা করে, আমার অসঙ্গ সর্ব্বভূতেশ্বর পরম ভাবটি দেখে না, দেখিতে চাহে না, চেষ্টা করে না ; সেই জন্য কার্য্যতঃ তাহারা আমার অবহেলাই করিয়া থাকে।

মূঢ়তাবশতঃ তোমরা জীবত্বেরই কর উপাসনা, জীবত্বই কর উপভোগ, পরিচিত হও আপনাকে জীব বলিয়া, সিদ্ধিলাভ কর জীবত্বের। যদি আমার ওই সঙ্গময় পরামহিমার তলে অসঙ্গ পরামহিমাটির উপাসনা করিতে, উহাতে দৃষ্টি ফিরাইতে, উহাকে ভোগ করিতে, উহার সহিত পরিচিত হইতে, তবে ওই অসঙ্গত্বে সিদ্ধি লাভ করিয়া তোমরা আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বর ভাবটি দেখিতে পাইতে, আপনাকে ব্রহ্ম-পরিচয়ে

পরিচিত করিতে। আমার এই পরম ভাবটি লক্ষ্য না করাতেই তোমরা মূঢ়বৎ অবস্থান করিতেছ।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

আত্মাবহেলনফলমুচ্যতে মোঘাশা ইতি। যে তু আত্মনঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরং পরং ভাবং নোপাসতে, তেনৈব আত্মনঃ পরিভবং কুর্ব্বন্তি চ, তে রাক্ষসীং রক্ষ রক্ষেতি-ভাবাত্মিকাং কামক্রোধপ্রচুরাং রজোবিপ্লবময়ীং, তথা আসুরীং অন্ধতমসাবৃতাং মৃত্যুময়ীং তামসীং, মোহিনীং মোহজননীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ মোঘা নিষ্ফলা আশা যেষাং তে মোঘাশাঃ, মোঘং ব্যর্থং কর্ম্ম যেষাং তে মোঘকর্ম্মাণঃ আত্মপ্রজ্ঞানহীনত্বাৎ উপচিতান্যপি শাস্ত্রজ্ঞানানি মোঘানি যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ, বিক্ষুব্ধানি চেতাংসি যেষাং তে বিচেতসঃ ভবন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ওইরূপে আমি যাহাদের নিকট উপেক্ষিত, তাহাদের সকল আশা ব্যর্থ হয়, সকল কর্ম্ম অকর্ম্ম হয়, সকল জ্ঞান মৃতবৎ হয়, সকল চেতনা বিক্ষোভময় হয়। তাহারা আপাতমধুর রাক্ষসী বা রাজসী ও আসুরী বা তামসী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—আত্মার ওই পরম ভাবটি উপাসিত না হইলে জীব হয় রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রিত। রাক্ষসী প্রকৃতি অর্থ—রক্ষ রক্ষ, ত্রাহি ত্রাহি ভাবপ্রসূ, কাম-ক্রোধ-বিপ্লবসঙ্কুল রাজসী প্রকৃতি। আর আসুরী প্রকৃতি বলে —অন্ধতমসাবৃত মৃত্যুময়া তামসা প্রকৃতিকে। আত্মদর্শনহীন পুরুষ অন্ধতমসাবৃত অসুরলোক প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি এইরূপ বলেন। আত্মদর্শনহীন পুরুষকে আত্মঘাতী, বরিতমৃত্যু বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সনাতন আত্মার উপলব্ধি না থাকাই মৃত্যুর কারণ। পরম সর্ব্বভূতমহেশ্বর ভাবটি—যাহা জীবত্বের আশ্রয় হইয়াও তাহাতে অসঙ্গ, সেটি না পাওয়াই যে কাম-ক্রোধ-বিক্ষোভময়, ত্রাহি ত্রাহিময় রাজস ভাব ও মৃত্যুময় তামস ভাব প্রাপ্তির কারণ, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ওইরূপ প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে বলিয়া সে জীবের আশা আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্ম উদ্যম, জ্ঞান বিবেক, হার্দ্দ প্রসন্নতা, সমস্তই ব্যর্থ, অসার, অর্থহীনবৎ হইয়া পড়ে। তাহারা আত্মঘাতীর পরিণতি প্রাপ্ত হয়। অসঙ্গ আত্মা না দেখা, আর আত্মহত্যা করা সমান কথা। কেন না, ভোগের দিকে আত্মা হততুল্য, বিধ্বস্ত, বিড়ম্বিত ও ব্যর্থতার বিফলতায়, মৃত্যুর বিদলনে বিমর্দ্দিত।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

আত্মনঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরত্বং প্রতি শ্রদ্ধাবন্তঃ কাং প্রকৃতিং প্রাপ্নুবন্তি কিং বা কুর্ব্বন্তি,

তদুচ্যতে মহাত্মান ইতি। হে পার্থ! আত্মনঃ ভূতমহেশ্বরত্বং প্রতি শ্রদ্ধাতিশয়াৎ মহান্ আত্মা যস্য, তথাবিধা মহাত্মানঃ দৈবীং দ্যোতনশীলাং সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ, মাং ভূতানাং জগতাং প্রাণিনাঞ্চ আদিম্ অব্যয়ং কারণং জ্ঞাত্বা, অনন্যমনসঃ অয়ম্ আত্মা মে প্রত্যগ্‌রূপঃ পরমাত্মৈব, ন ততোহন্যঃ, এবম্বিধং নিশ্চিতং মনো যস্য, তথাবিধাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তি সেবন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, দৈবী প্রকৃতিপ্রাপ্ত মহাত্মারা ভূত-সকলের আদি ও অব্যয় ভাবে আমায় জানিয়া, অনন্যমনা হইয়া আমায় ভজনা করেন।

যৌগিক অর্থ।—আত্মার পরম ভাব না জানিলে, জীব রাজসী ও তামসী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিয়া, তাঁহাকে জানিয়া জীব যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় ও যেরূপ ব্যবহারময় হয়, সেই কথা বলিতেছেন। আত্মাই ভূত-সকলের আদি কারণস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি পরমেশ্বর এবং তিনি অব্যয়, এই ভাবে আত্মা বিজ্ঞাত হইলে জীব, দৈবী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দৈবী প্রকৃতি অর্থে দেবতাদিগের প্রকৃতি—দেবতাদিগের প্রকৃতি অর্থে দ্যোতনশীলা সাত্ত্বিকী প্রকৃতি। সেই সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া জীব হয় মহাত্মা। আত্মার মহত্ত্ব বা পরমেশ্বরত্ব বা ব্রহ্মত্ব দর্শন করিলেই জীবও আপনি মহান্ হইয়া যায়, সেই জন্য মহাত্মা বলিয়া জীবকে ভগবান্ সম্ভাষণ করিলেন। জীব মহাত্মা হয় এবং অনন্যমনা হইয়া পরমাত্মোপাসনায় নিরত হয়। অনন্যমনা হইয়া উপাসনা করে অর্থাৎ আত্মাই যে পরমাত্মা, পরমাত্মাই আমার আত্মারূপে অবস্থিত, অন্য কেহ নহেন, এই বোধে দৃঢ় প্রত্যয়শীল থাকিয়া উপাসনা করে, ভগবান্ আর তাহার নিকট ইতস্ততঃ অনৃতময় থাকেন না।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

সর্ব্বৈবোপাসনা বাক্‌প্রাণমনঃসাধ্যা, প্রাধান্যেন দ্বিবিধা, ভক্তিনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা চ। তত্রাদৌ ভক্তিপ্রধানম্ উপাসনং কথয়িতুং তৎসাধনভূতৈঃ বাক্‌প্রাণমনোভিঃ ভক্তানাং যজনমুচ্যতে সততমিতি। সততং সর্ব্বদা মাং পরমেশ্বরং কীর্ত্তয়ন্তঃ বাক্যেন মম মহিমানম্ উচ্চারয়ন্তঃ, কদা বা মাং প্রাপ্তুং দৃঢ়ব্রতাঃ সন্তঃ যতন্তঃ চিত্তেন্দ্রিয়াদিভিঃ মম সেবাং প্রকুর্ব্বন্তঃ, অন্যে তু বিশেষেণ চিত্তেন্দ্রিয়াণ্যবলম্ব্য ধারণাধ্যানসংযমাদিভিঃ প্রচেষ্টাং কুর্ব্বন্তঃ, কদা বা হৃদয়স্থিতং মাং নমস্যন্তশ্চ ভক্ত্যা প্রাণবৃত্ত্যবলম্বনেন আত্মানং মদধীনং কর্ত্তুমিচ্ছন্তঃ, গুণাধিকারতারতম্যাদেবং ত্রিবিধৈর্ভাবৈঃ নিত্যযুক্তাঃ সন্তঃ ভক্তা মাম্ উপাসতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমার মহিমা কীর্ত্তনে রত হইয়া, দৃঢ়চিত্তে মৎপ্রাপ্তির জন্য যত্নশীল হইয়া, ভক্তিভাবে আমাতে প্রণতাত্মা হইয়া, এইরূপে সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ভক্তগণ আমার উপাসনা করে।

যৌগিক অর্থ।—বাক্, প্রাণ, মন, অনুভূতির এই তিনটি বিভাগ। উপাসনা করিতে গেলে চিত্তে যখন যেরূপ গুণ আধিপত্য করে, তদনুসারে ওই তিনটি বিভাগের যে কোন একটী প্রধান ভাবে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে; কখনও বাক্, কখনও মন, কখনও প্রাণ। রজোগুণপ্রধান চিত্ত থাকিলে অনুভূতি বাগ্‌ব্যবহার-প্রধান, তমোগুণাধিকারে চিত্ত থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়-সংগ্রহ-প্রধান এবং সত্ত্বগুণাধিকারে প্রাণব্যবহার-প্রধান উপাসনা হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, সাধক সর্ব্বদা আমাতে তিন ভাবে যুক্ত থাকিয়া উপাসনা করে। কখনও মন্মহিমাকথনাদি-প্রধান ভাবে, কখন চিত্তেন্দ্রিয়াদির সংযমপ্রধান ভাবে, কখন বা প্রাণময় ব্যবহারপ্রধান ভাবে আমাতে যুক্ত থাকে। তাহারা কখনও পরস্পর মৎকথায় বিভোর হইয়া আমার আলোচনা করিতে থাকে, কখনও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া, আমাতে সংন্যস্তমনা হইতে প্রচেষ্টাবান্ হয়, অথবা ভক্তপক্ষে মন ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমার সেবাপরায়ণ হয়, কখনও ভক্তিবিগলিত-প্রাণে আমাতে বিপ্রণতাত্মা হইয়া থাকিতে প্রচেষ্টা করে। এই শ্লোকটিতে সাধারণ ভজনার লক্ষণ বর্ণিত হইলেও সাধকদিগের মধ্যে যাহারা ভক্তিপ্রধান, তাহাদিগের কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। সাধক সাধারণতঃ দুই প্রকারের—জ্ঞানপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান। উপাসনা সকলেরই একই প্রকারের হইলেও কেহ ভগবদ্‌ভাব প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়া, তাহার সেবাপরায়ণময় ভাবটিকে প্রকৃতি অনুসারে প্রাধান্য দেয়। কেহ ব্রহ্ম-ভাবপ্রধান ধারণায় থাকিয়া তাঁহাতে সমাহিত থাকিতে প্রধান ভাবে প্রচেষ্টাশীল হয়। এই শেষোক্ত জ্ঞানপ্রধান সাধকদিগের ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা অপরোক্ষানুভূতিময় পরমাত্ম-বোধে স্থিতিটীই বিশেষভাবে আদরণীয়। তাহাদিগের কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইতেছে।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে সামান্যেন বাঙ্মনঃপ্রাণাত্মকং সাধনবিজ্ঞানমুক্ত্বা, তচ্চ বিশেষেণ ভক্তবিষয়মিতি কথিতম্। অত্র তু সাধকানাং সাধ্যোপলব্ধিং সামান্যতঃ উক্ত্বা, সা চ বিশেষেণ জ্ঞানিবিষয়েতি কথয়তি জ্ঞানযজ্ঞেনেত্যাদিনা। অপি চ অন্যে জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানং ভগবদুপলব্ধিরেব যজ্ঞঃ, তেন জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ আরাধয়ন্তঃ মাং পরমেশ্বরম্ উপাসতে। স চ ভগবদুপলব্ধিরূপো জ্ঞানযজ্ঞঃ কীদৃশ ইত্যুচ্যতে একত্বেন সাধ্যসাধকয়োরভেদেন, একমেব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, ন চেতনস্বরূপাদদ্বয়াৎ পরমাত্মতোহন্যৎ কিঞ্চিদস্তীতি অভেদজ্ঞানযজ্ঞেন। কদাপি বা পৃথক্ত্বেন সাধ্যসাধকয়োর্ভেদেন, বিচিত্রে অস্মিন্ জগতি এক এব স্বগতভেদবান্ পরমেশ্বরঃ স্বকীয়ং মহিমানং পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা হরিহরব্রহ্মাদিনানারূপেণ বিরাজত ইতি পরমেশ্বরভাবপ্রাধান্যেন, বহুধা ভূতেষু পৃথক্-পৃথক্শক্তিমদ্‌ভাবেন বর্ত্তমানং বিশ্বতোমুখং মাং পরমাত্মানং জ্ঞাননিষ্ঠা

মহাত্মানঃ উপাসতে। 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' ইত্থংপ্রকারাঃ শ্রুতয়োঽপ্যেবং বদন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অন্যে জ্ঞানযজ্ঞ অবলম্বনে কখনও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধে, কখনও বিশ্বতোমুখ পৃথক্ পৃথক্ বহুধা বিভক্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বরবোধে আমার উপাসনা করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে সাধনার সাধারণ বিজ্ঞান অর্থাৎ বাঙ্ময়, প্রাণময়, মনোময় অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা বিশেষভাবে ভক্তিপ্রধান সাধকদিগকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধ্যকে কি ভাবে সাধক ধারণা করে, এই শ্লোকে সেইটি সাধারণ ভাবে বলিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানপ্রধান সাধকদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। ভক্তিপ্রধান সাধকেরা ভগবত্তত্ত্ব অপেক্ষা ভগবৎসেবাতত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে এবং জ্ঞানীরা সেবাদি অপেক্ষা ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধিতেই সমধিক নিষ্ঠাবান্ সেই জন্য সাধনবিজ্ঞান-বর্ণনামূলক পূর্ব্বশ্লোকটিতে ভক্তের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে এবং এই শ্লোকটিতে জ্ঞানীর প্রসঙ্গই বিশেষভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু সাধ্যকে সাধকেরা কি ভাবে গ্রহণ করে, সেইটিই এ শ্লোকের প্রধান কথা। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কখনও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধে তাঁহাকে উপাসনা করে, আবার কখনও বহুধা পৃথক্ পৃথক্ দৈবী শক্তিভাবে বিভক্ত এক স্বগতভেদময় পরমেশ্বর ভাবে তাঁহার উপাসনা করে। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বং' এই জ্ঞানে আরূঢ় হইয়া কখনও দেখে—এক অদ্বয় চেতনস্বরূপ পরমাত্মা ভিন্ন কোথাও কেহ নাই, আবার কখন দেখে—এই অনন্ত বৈচিত্র্য-পূর্ণ বিশ্বে এক পরমেশ্বরই বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। কখনও তত্ত্বৈকত্বের দিক্‌টি প্রধান করিয়া, কখনও বহুধা বিভক্ত মহিমময় স্বগতভেদযুক্ত পরমেশ্বরভাবটি প্রধান করিয়া সাধ্য পরমতত্ত্বের উপাসনা করে। কখনও সাধ্য সাধক অভেদে গ্রহণ করিয়া, কখনও সাধ্য সাধক পৃথক্ করিয়া, বিশ্বতোমুখ ভগবান্‌কে ভূতে ভূতে পৃথক্ শক্তিমান্ ভাবে উপাসনা করে। বস্তুতঃ সাধ্যকে এই উভয়বিধ ভাবে দর্শনের কথা অন্যান্য স্থলেও বলা হইয়াছে, —"সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি, যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি, সর্ব্ব-ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে" ইত্যাদি ভাবে শ্রুতিতে ও গীতাতেও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

এ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সর্ব্বান্তরে অসঙ্গ পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উদাসীনবৎ অধ্যক্ষতায় ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভূতটি বিসৃজিত হইতেছে এবং তাঁহারই শক্তি এ বিশ্বের উপাদান, এ কথা বলিয়া, ভগবান্ তার পর সাত্ত্বিক পুরুষেরা কি ভাবে তাঁহার সাধনা করে ও কি প্রকারে তাঁহার ধারণা করে, সেইটি বর্ণনা করিলেন। এ কথা বলার উদ্দেশ্য, তিনিই যে সব, স্বীয় শক্তিপ্রভাবে তিনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু সমস্ত, এই তথ্যটি জীবের চক্ষে প্রতিভাসিত করা। যেখানে যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা আমারই শক্তির মূর্ত্তি,

আমিই তাহার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি বলিয়া আমারই দর্শন বা আমারই অধ্যক্ষতার প্রভাবে সে সমস্ত প্রকাশিত, বিধৃত—আমিই সর্ব্বরূপে সুপ্রকাশ, অথচ সর্ব্বরূপের মধ্যেই আবার অরূপ অব্যক্ত অসঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছি, আমার এ অপূর্ব্ব সর্ব্বভূতমহেশ্বর ভাব তোমরা ধারণা কর। সেই ধারণার প্রভাবে সাত্ত্বিকী প্রকৃতি লাভ কর, আমার একত্ব ও বহুত্ব দর্শন করিয়া তোমরা আমাতে আসক্ত হও—তোমাদিগের রাক্ষস ও আসুর জীবনের অবসান হউক—অহন্তরিতা তোমাদের বিমর্দ্দিত হউক—তোমাদের নিজত্বের মূলে আমার এই মহামহিম পরমাত্মমূর্ত্তিদর্শনে। আমাকে অবহেলা করিয়াই তোমরা এ মর্ত্ত্য মূঢ় জীবন-ভোগে ক্লিন্ন—পরাধীন মৃত্যুময়। আমায় দেখিলেই তোমাদিগের এ দুর্গতি বিদূরিত হইবে। এই ভাবে আমাদিগের প্রত্যেকের মূলেই যে তিনি ও তাঁহার অধ্যক্ষতা, সেইটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে একত্বেন পৃথক্ত্বেন চ জ্ঞাননিষ্ঠানাম্ উপাসনম্ উক্ত্বা, অত্র স্বস্য সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপতাং যজ্ঞাঙ্গরূপতাঞ্চ কথয়তি অহং ক্রতুরিতি। প্রাক্ অভিব্যক্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং যৎ আন্তরং ক্রমরূপং ভবতি, তদেব ক্রতুরিত্যুচ্যতে, সোমস্য মনোঽধিপতিত্বাৎ সোমরসসাধ্যো যজ্ঞো বা। ভগবানাহ—অহং ক্রতুঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু যোঽন্তর্যজ্ঞঃ, স অহমেব। অহং যজ্ঞঃ অন্তর্গতানাং কর্ম্মণাং বহিঃপ্রকাশরূপঃ, স চ বিষয়েন্দ্রিয়মিথুনতয়া সর্ব্বজীবসাধারণঃ, শ্রুতি-স্মৃতিবিহিতো বা। অহং স্বধা—যয়া পিতৃযজ্ঞে পিতৃভ্যোঽন্নাদি দীয়তে। পিতরস্তু সর্ব্ব-কর্ম্মণাং বীজরূপাঃ, যে তু বীজফলরূপং স্বম্ আত্মানং ধারয়ন্তি, অত উচ্যতে তেষামন্নং স্বধেতি। অহম্ ঔষধম্—ওষধিভ্যো জাতম্ ইত্যৌষধম্ সর্ব্বপ্রাণিভিরদনীয়মন্নং, যেন হি প্রাণযজ্ঞো নিষ্পাদ্যতে, ততশ্চ শরীরে উষ্মা ভবতি, উষ্মা প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ। অথবা আত্মনো যজ্ঞরূপম্ অপশ্যতাং যঃ প্রত্যবায়জো ব্যাধির্ভবতি, তদুপশমার্থং ভেষজম্। অহং মন্ত্রঃ, যজ্ঞেষু যস্য বিনিয়োগো ভবতি, অহম্ এব আজ্যম্ অগ্নৌ অর্পণীয়ং হবিঃ, অহম্ অগ্নিঃ যস্মিন্ হবির্জ্জুহোতি, অহম্ হুতং হবনকর্ম্ম, তথা ব্রহ্মৈব সর্ব্বযজ্ঞৈস্তর্পিতং ভবতি, তেন হুতং তর্পিতং ব্রহ্মেত্যপি ভবিতুমর্হতি। এবং ক্রতবো যজ্ঞা যজ্ঞাঙ্গানি সর্ব্বাণ্যে-বাহমিত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি সোমসাধ্য যজ্ঞ, আমিই সমস্ত সাধারণ যজ্ঞ, আমিই স্বধারূপ পিতৃযজ্ঞ, এবং আমিই ঔষধস্বরূপ। আমি মন্ত্র, আমি হবি, আমি অগ্নি এবং আমিই হবনক্রিয়া।

যৌগিক অর্থ।—ভোগাধীন জীব আপনার আত্মার এই ভোক্তৃত্ব-মূর্ত্তি ছাড়া আর তিনটি সংস্থান সাধারণতঃ উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মার অসঙ্গত্ব, আত্মার ঈশ্বরত্ব ও আত্মার ব্রহ্মত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব। সাধারণ জীবের অনুপলব্ধ এই তিন প্রকার আত্মমহিমা

বিজ্ঞাত হইলে, তবে জীবের যথার্থ পরমাত্মজ্ঞান হয়। ভগবান্ এই অধ্যায়ে পূর্ব্বেই আপনার অসঙ্গত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তার পর আপনার সেই অসঙ্গ স্বরূপের অধ্যক্ষতায় তাঁর সমস্ত পরা ও অপরা শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি সংসরণ-ব্যাপার চলিতেছে, ইহা বলিয়া আপনার ঈশ্বরত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। সে ঈশ্বরত্বপ্রকাশে তাঁহার আশ্চর্য্য যোগশক্তিপ্রভাবে তিনি সমস্তের ধর্ত্তা হইয়াও কিছুর ধর্ত্তা নহেন, কর্ত্তা হইয়াও উদাসীনবৎ অকর্ত্তা থাকেন, 'এইরূপ উভয়-বিপরীত প্রকাশ এক তাঁহাতেই সংস্থিত দেখাইয়া, আপনার সেই ঈশ্বরত্বের মূল রহস্যরূপ অসঙ্গত্বের বিজ্ঞান বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার এই শ্লোকে আপনার ব্রহ্মত্ব বর্ণনা করিতেছেন। আগে দেখাইলেন,—আপনি সমস্ত হইতে একান্ত ভিন্ন, তার পর দেখাইলেন—তাঁহাতেই সব এবং তাঁহারই অধ্যক্ষতায় সব, অথচ তিনি তাহাতে লিপ্ত নহেন, এই পরম রহস্যময় ভাব। এইবার তিনিই যে প্রকৃতপক্ষে সব, এই কথা বলিয়া স্বীয় ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই শ্লোকটির অবতারণা করিলেন। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বিবিধ প্রকাশ—আত্মস্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞান বা অনাত্মজ্ঞান-ক্রিয়াস্বরূপ। এই আত্মস্বরূপ বোধটি অনাত্মজ্ঞানক্রিয়াস্বরূপ বোধ হইতে একান্ত ভিন্ন, ইহা দেখিয়াছ। ওই আত্মস্বরূপ বোধের উপরই সমগ্র জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশীলা, উহারই উপর অবস্থিত, অথচ উহা হইতে ভিন্ন, ইহা দেখিয়াছ। এই আত্মপ্রকাশ ও জ্ঞানশক্তি-প্রকাশ, উভয়ই উপাদানতঃ জ্ঞান, সুতরাং এক; সুতরাং যাঁহার এ প্রকাশদ্বয়, তিনিই অদ্বয় ব্রহ্ম। পরমাত্মার এই ব্রহ্মভাব বর্ণনা করিতে তিনি নিজেই যে যজ্ঞ এবং যজ্ঞেশ্বর, তিনিই ইহা বলিতেছেন। এ বিশ্ব যজ্ঞমূর্ত্তি। প্রতি ভূতে তিনিই যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর-মূর্ত্তিতে বিরাজিত। তাঁহার এ যজ্ঞময় মূর্ত্তি চারি ভাগে বিভক্ত—ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা ও ঔষধ। ক্রতু বলিতে সাধারণ অর্থে সোমরসসাধ্য যজ্ঞকে বুঝায়। মনের উপর চন্দ্রমার আধিপত্য, এই জন্য অধ্যাত্মে ক্রতুই সোমযাগ। সোমরসসাধ্য যজ্ঞ আর অন্তর্যজ্ঞ একই কথা। "কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি, তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।" এই শ্রুতি অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যায়—ক্রতু অন্তর্যাগ। "পুরুষ কামময়, তিনি যাহা কামনা করেন, সেইরূপ ক্রতুময় হন, যেরূপ ক্রতুময় হন, সেইরূপ কর্ম্ম করেন"—এই কথা বলায় আগে কামনা প্রকাশ, তার পর সেই কামনার আন্তর প্রচেষ্টা বা মনে প্রাণে তাহার আয়তন রচনা, তার পর বাহ্য কর্ম্ম, ইহাই স্পষ্ট দেখাইতেছে। সুতরাং ক্রতু অর্থে অন্তর্যাগ, ইহা সুস্পষ্ট। ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বত্র এই অন্তর্যজ্ঞস্বরূপ। তার পর বলিতেছেন, আমিই যজ্ঞ অর্থাৎ বহির্যজ্ঞ; বাহ্য বিষয়েন্দ্রিয়মিথুনময় মূর্ত্তিরূপে সর্ব্বত্র যাহা অভিব্যক্ত, কি সচেতন তোমাতে, কি অচেতনরূপে প্রতিভাত ভৌতিক জগতে, সে সমস্ত আমারই মূর্ত্তি। তার পর বলিলেন,—আমি স্বধা। পিতৃলোক উদ্দেশে প্রদত্ত বস্তু ও বস্তু দানকে বলে স্বধা। পিতৃলোক—কর্ম্মসংস্কারাত্মক বীজলোক। সুতরাং অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মজাত সংস্কার বা কর্ম্মবীজমূর্ত্তি, সেও ভগবানেরই মূর্ত্তি। তার পর বলিলেন, আমি ঔষধ। যাহা উষ্মা

বিধারণ করে, তাহার নাম ঔষধ। জীবশরীরে যে উষ্মা, যাহা মৃত্যুর পর তিরোহিত হয়, ওই উষ্মারূপে চিন্ময় পুরুষের প্রাণজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত থাকে। শ্রুতি বলেন,—"তস্য এষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিন্ শরীরে সংস্পর্শেন উষ্ণিমানং বিজানাতি।" এই শরীর-সংস্পর্শে যে উষ্ণতা জানা যায়, সেই উষ্ণতার দ্বারাই তিনি রহিয়াছেন বলিয়া পরিদৃষ্ট হন। এই শারীর উষ্মা যাহা দ্বারা পুষ্ট হয়, রক্ষিত হয়, তাহার নাম ঔষধ। অন্ন গ্রহণে জীব জীবিত থাকে, এই জন্য ভুক্ত অন্নই ঔষধস্বরূপ। ভগবান্ বলিলেন,—আমিই এই ঔষধস্বরূপ অর্থাৎ জীবের স্থূল অন্নযজ্ঞস্বরূপ। জীবের যে স্থূল পানভোজনাদিময় অন্নযজ্ঞ, উহাও আমি। তিনি ভূতে ভূতে যজ্ঞ, ভূতে ভূতে তিনি যজ্ঞেশ্বর। জীবের প্রতি চাঞ্চল্যই যজ্ঞ। যজ্ঞকে চারি প্রকারে বিভাগ করিয়া, সেই চারি স্তরেরই তিনিই পালক, পোষক, তিনিই সেই চারি স্তর, এই কথা বলাই তাঁহার এই শ্লোকের প্রথম পাদের লক্ষ্য। জীবের বাক্‌প্রাণমনোময় অনুভূতিক্রিয়াত্মক আত্মিক সংস্থিতি, তাহার ইন্দ্রিয়াদিময় শক্ত্যাত্মক কর্ম্মময় সংস্থিতি, তাহার কর্ম্মসংস্কারাত্মক অব্যক্ত সংস্থিতি এবং স্থূল শরীরাত্মক ভৌতিক সংস্থিতি—এই চারি স্তরেই তিনি অন্নস্বরূপ, তিনিই এই চারি স্তরে অন্নভোক্তা। এই চারি প্রকার অন্ন বা যজন দ্বারা তাঁহার যজনা সুসম্পন্ন হইতেছে। প্রতি ভূতে আত্মরূপে তিনি যজ্ঞেশ্বর, আর তাহাতে এই চারি প্রকার যজ্ঞক্রিয়া আত্মপ্রীতির জন্যই প্রকাশ পাইতেছে। আত্মপ্রীতির জন্য এই বিভাগচতুষ্টয়ময় ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে, এই জন্য ইহার নাম যজ্ঞ। ক্রতু বা অনুভূত্যাত্মক অন্নযজ্ঞ, যজ্ঞ বা ইন্দ্রিয়াদি দৈবশক্তি-সহায়ে বাহ্যপ্রচেষ্টাময় অন্নযজ্ঞ, স্বধা বা কর্ম্মসংস্কাররূপ বীজময় অন্নযজ্ঞ এবং এই তিনের সাহায্যে পরিণত, প্রাণোষ্মা-বিধৃত ভৌতিক শরীর ও ভৌতিক ওষধিভোগময় অন্নযজ্ঞ; এই চারি প্রকার যজ্ঞাঙ্গের দ্বারা তাঁহারই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইতেছে। স্বং ধারয়তি ইতি স্বধা। স্বয়ং যাহার দ্বারা ধৃত হইয়া আছ, তাহাই স্বধা। সংস্কারের দ্বারাই তোমার জীবত্ব বিধৃত, সংস্কারময় হইয়াই তুমি পরমেশ্বরে অঙ্গীভূত, সংস্কারের অনুসারেই তোমার জীবত্ব ও ওষধি বা উষ্মাময় এ জীবন। সুতরাং অনুভূতিক্রিয়া ও তাহার ফলরূপ সংস্কার, এইগুলির দ্বারাই তুমি প্রাণময় হইয়া জগৎ ভোগ করিতেছ। কাজেই এই চারি প্রকার যজ্ঞাঙ্গের প্রকাশই তোমার জীবত্ব। আমার এই ভোগময়রূপে পরিচিত জীবের আত্মা, পরমাত্মাই যদি এই আত্মা হইয়া থাকেন বা হন, তাহা হইলে তিনিই উষ্মা বা প্রাণময় জীব সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং তোমার জীববৎ যে স্থিতি, ইহা প্রকৃত পক্ষে শিবযজ্ঞ।

তোমরা যাহা আহার কর, তাহার দ্বারা তোমাদের এই উষ্মা পুষ্টি লাভ করে, অন্ন এই জন্য ঔষধ নামে গ্রাহ্য। এবং উষ্মার প্রভবের ব্যতিক্রমেই ব্যাধি উৎপন্ন হয়; এই জন্য ব্যাধিতে প্রযোজ্য ভেষজ প্রচলিত কথায় ঔষধ নামে পরিচিত। আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভিটামিনতত্ত্বের পর এই উষ্মাতত্ত্ব লইয়া গবেষণায় মত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই

শারীরোষ্মা-বিজ্ঞান ঋষিদিগের চিরবিজ্ঞাত ছিল, রোগনাশক পদার্থকে ঔষধ নাম দেওয়াতেই তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এই শারীর উষ্ণতা শুধু তোমার জীবনের লক্ষণ নহে, পরন্তু তোমাদের যত কিছু বাহ্য পদার্থভোগ হয়—স্ত্রী-পুত্রাদির স্পর্শ-সুখ, শীতোষ্ণাদি অনুভূতি, এমন কি, সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখানুভূতির ভিতর এই উষ্মার প্রভাব অনেক দূর। যাহা হউক, উষ্মাভোগবৈচিত্র্যময় তোমার জীবন—ইহা যজ্ঞ, ইহা স্বয়ং ভগবান্ এবং তোমার আত্মস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ই এ যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর। সুতরাং তুমি এখানে কোথায়? তোর অনুভূতি, তোর কর্ম্মচাঞ্চল্য, তোর তজ্জাত জ্ঞানসংস্কার এবং তার চরম পরিণতি এই উষ্মা বা জীবনময় স্থিতি, চারি পাদে পূর্ণ এই যজ্ঞে তর্পিত তোর আত্মাই। এই চারি প্রকার যজ্ঞভাগের তিনিই ভোক্তা—তুই নহিস, এই ভাবে তাঁহাকে যদি তোর হৃদয়ে যজ্ঞভুক্ বলিয়া চিনিতে পারিস, তোর মৃত্যুপসেবিত ভোগ অন্তর্হিত হইয়া, অমৃতসিঞ্চিত ব্রহ্মযজ্ঞশিষ্ট ভোগাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তুই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবি। অদ্বয় ব্রহ্মবোধ বিরাজ করিবে তোর জীবত্ব সরাইয়া।

কি অপূর্ব্ব এই যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বররূপে আপনাকে দেখাইয়া, তাঁহার ব্রহ্মত্ব বর্ণনা! আমি সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ উপগ্রহ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আমি, সর্ব্বদেবতা, সর্ব্বজীব, সর্ব্বভূত, আমিই সমস্ত, আমি ভিন্ন কেহ কোথাও নাই, ইত্যাদি ভাবে তাঁহার ব্রহ্মত্ব কত রূপে কত স্থলে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু যজ্ঞবিজ্ঞানময় এই অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব। জীবত্বের প্রতি স্তরগুলিকে যথাক্রমে গ্রহণ করিয়া, সমগ্র জীবত্বটিকে ব্রহ্মত্বে পর্য্যবসিত করা—ইহা অদ্ভুত। ইহা দ্বারা আপনার মাঝে আপনার ভোগময় সত্তার প্রতি স্তরে আত্মার অধিষ্ঠান দেখিয়া, ধীরে ধীরে আপনার জীবত্ব হারাইয়া, আপনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া, এ বিশ্ব যে ব্রহ্মময়, ইহাই জীব আপনাতেই প্রতিপাদিত হইতে দেখিতে পায়। ক্রতুর তলায় আত্মবোধ, যজ্ঞের তলে আত্মবোধ, স্বধার তলে আত্মবোধ, ভৌতিক জীবত্বের তলে আত্মবোধ, প্রতি বিভাগে যজ্ঞেশ্বর; সুতরাং প্রতি বিভাগই যজ্ঞ, প্রতি যজ্ঞ বা যজ্ঞাংশই জ্ঞানমূর্ত্তি, প্রতি জ্ঞানে তর্পিত তিনিই। অহং হুতম্—আমিই সর্ব্বত্র তর্পিত। আমিই জ্ঞানপ্রকাশ—আমিই সে জ্ঞানময় ভোগের ভোক্তা। অধ্যাত্মে ব্রহ্মত্ব দেখিবার ইহাই অপূর্ব্ব পরিকল্পনা। এই জন্য ভগবান্ এখানে সব ছাড়িয়া, যজ্ঞ অবলম্বনে যজ্ঞ-বিজ্ঞান ও তদ্দ্বারা ব্রহ্মত্ব বর্ণনা করিলেন। শুধু শ্রৌত যজ্ঞ, স্মার্ত্ত যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ—আমিই সব, এরূপ অর্থ করিলে এ শ্লোকের কোন তাৎপর্য্যই পাওয়া যায় না।

এই শ্লোকটির প্রথমার্দ্ধে এইরূপে যজ্ঞের বিজ্ঞানময় বিভাগ-চতুষ্টয় বর্ণনা করিয়া, এই চতুর্বিবধ যজ্ঞবিভাগই সাধারণ যজ্ঞক্রিয়ায় মন্ত্রাদিরূপ চতুরঙ্গ আকারে পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং সে মন্ত্রাদিও তিনিই, সেই কথা শেষার্দ্ধে বলিতেছেন। যজ্ঞ সম্পাদনে চাই মন্ত্র বা মননাদির দ্বারা চেতনাকে যজ্ঞময় করা, আজ্য বা যজ্ঞে আহুতিস্বরূপ যাহা কিছু অর্পিত হইবে, তাহা অগ্নি বা সেই হব্যবহনকারী কিছু বা অন্য কোন শক্তি এবং হুত বা যিনি

সেই আহুতি দ্বারা তর্পিত হইবেন, তিনি। প্রতি কর্ম্মেই জীবের অল্পবিস্তর আন্তর ক্রিয়া, বাহ্য ক্রিয়া, সংস্কারক্রিয়া ও স্থূল শরীরের উপর কার্য্যকরী ক্রিয়া থাকে। প্রতি কর্ম্মেই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা ও ঔষধ থাকে। সুতরাং মন্ত্র তিনিই, আজ্য তিনিই, অগ্নি তিনিই এবং তিনিই হুত—যজ্ঞেশ্বর। স্বধাই অগ্নি। সংস্কারগ্রন্থি বাঙ্ময়। যাহা অগ্নি, তাহাই বাক্। বাগাকারে সকল সংস্কার আত্মাতে প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই জন্য অগ্নি বা তেজস্তত্ত্বই হব্যবাহন।

জীব! এই জ্ঞানে তোর আত্মার আত্মা যজ্ঞেশ্বরকে দর্শন করিয়া, যজ্ঞময় হইয়া, যজ্ঞেশ্বরকে তর্পিত কর। "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" জ্ঞানকে বা পরমা সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকে জাগ্রত কর তোর আত্মাতে। এইরূপে কর—জ্ঞান-ভক্তির সম্মেলন, একত্বে ও পৃথক্‌ত্বে তাঁহাকে বরণ করিয়া তোর হৃদয়ে। ওই যে সাক্ষিরূপে তোর কর্ম্মভোগময় হৃদয়-মণ্ডপের অন্তরে নিরীহ অসঙ্গ, শান্ত সুন্দর শিবরূপ, ওই অধিযজ্ঞ পুরুষই তোর কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর। এ যজ্ঞ তুই করিতেছিস দেখিলে উনি সাক্ষিমাত্ররূপে ধরা দেন, আর উনিই করিতেছেন দেখিলে উনিই পরমেশ্বররূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন। গূঢ় গুপ্ত অক্ষর পরমেশ্বরত্ব ওই শান্ত শিবমূর্ত্তিতেই মহেশ্বরবেশে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

সৃষ্টের্বিলোমক্রমাবলম্বনেন স্বস্য ব্রহ্মত্বং কথয়তি পিতেতি। অহম্ অস্য জগতঃ পিতা মাতা, পিতৃশক্তিরূপেণ মাতৃশক্তিরূপেণ চ অহম্ অস্য জগতঃ সর্ব্বত্র তিষ্ঠামি, যয়োর্ম্মিলনেন ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি চ যাভ্যাং বিধৃতানি তিষ্ঠন্তি। তদূর্দ্ধ্বে অহং ধাতা পিতৃশক্তের্ম্মাতৃশক্তেশ্চ ধর্ত্তা, পরিচালকঃ প্রজাপতিঃ। তদূর্দ্ধ্বে অহং পিতামহঃ সর্ব্বেষাং প্রজাপতীনাং বিধর্ত্তা পিতৃস্বরূপঃ। তদূর্দ্ধ্বে অহং বেদ্যং সর্ব্বৈঃ সাধকৈঃ জ্ঞেয়ম্ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞাতে ময়ি অজ্ঞানাৎ তদুদ্ভবাচ্চ সংসারবন্ধনাদ্‌বিমুক্তাঃ সন্তঃ জীবাঃ পরিশুদ্ধা ভবন্তি, অতোঽহং পবিত্রং পাবনং সর্ব্বভূতানাম্। পবিত্রৈঃ জীবৈঃ গম্য ওঙ্কারঃ অহম্ অক্ষরপরমেশ্বররূপঃ, ঋক্ সাম যজুরেব চ অহং বেদবপুঃ বাক্‌প্রাণমনোময়ঃ। ওঙ্কাররূপাদব্যক্তাক্ষরাৎ ব্যক্তঃ পিতামহো ব্রহ্মা, পিতামহাদ্‌ব্যক্তব্রহ্মণঃ প্রজাপতয়ঃ, প্রজাপতিভ্যঃ পিতৃশক্তিঃ মাতৃশক্তিশ্চ, তাভ্যাং প্রজা বিশ্বানি চেতি ভূতগ্রামময়ো বিশ্বরূপো বেদবপুঃ পরমেশ্বর এব বিরাজত ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ। আমিই বেদ্য পাবন প্রণব; আমিই ঋক্, সাম, যজুরাদি বেদ।

যৌগিক অর্থ।—বিলোমে সৃষ্টিক্রম অবলম্বন করিয়া, সমস্তই যে তিনি, সৃষ্টির সমস্ত স্তররূপে তিনি বিরাজিত এবং তাঁহারই বেদন এ বিশ্ব এবং সর্ব্ববেদনসার, আত্মপ্রজ্ঞা-

লোকরূপ তিনিই ত্রয়ী বেদ—এ বিশ্ব বেদজাত, ইহা বলিয়া ব্রহ্মত্ব বিস্তার করিতেছেন। ভূত-সকল পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির একত্র সমাবেশ বা মিলনের দ্বারা সৃষ্ট ও বিধৃত। এ জগতের সর্ব্বত্র তিনিই পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তিরূপে বিরাজিত। এই যে পিতৃ ও মাতৃশক্তির দ্বন্দ্বময় হইয়া একত্বে সমাবেশ, যাহা দ্বারা প্রজাসকল জাত—উভয় মুখে ক্রিয়াশীল হইয়া গতিআদি প্রকাশ করারূপ যে দ্বিধা-বিভক্ত শক্তি, তাহার ধর্ত্তার নাম প্রজাপতি। কোন কিছুর প্রজনন বা প্রকাশ করিতে হইলে শক্তি উভয়মুখী হইয়া তবে সে প্রকাশকার্য্য সম্পন্ন করে। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি মিলিত না হইয়া কোন ক্রিয়া-প্রকাশ হয় না। এই উভয় শক্তি পরিচালনা যিনি করেন, তিনিই বিধাতা বা প্রজাপতি নামে খ্যাত। ভগবান্ বলিলেন,—তিনিই ওই পিতৃ ও মাতৃশক্তি এবং তিনিই বিধাতা বা প্রজাপতি। আবার তদূর্দ্ধে তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। তদূর্দ্ধে তিনিই একমাত্র বেদ্য বা জ্ঞেয়; তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে জীব, অজ্ঞান ও তজ্জাত সংসার-বন্ধন হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া পবিত্র হয়, এই জন্য তিনি পবিত্র বা পাবন। এবং জীব পবিত্র হইলে তাঁহাকেই ওঙ্কাররূপে বা অক্ষর পরমেশ্বররূপে প্রাপ্ত হয়। ওঙ্কাররূপ অব্যক্ত অক্ষরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতে ব্যক্ত ব্রহ্মা পিতামহ, পিতামহ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে পিতৃমাতৃশক্তি এবং সেই শক্তি হইতে প্রজা—বিশ্ব—জগৎ—এ সমস্ত তিনিই। তিনি এইরূপে জীবসংঘময় বিশ্বরূপ পরিগ্রহণ করিয়া বেদময় হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বরূপের এ বিশ্ববপু বেদনময়। যে বেদনের অভিব্যঞ্জনার জন্য তিনি বিশ্বরূপে ব্যক্ত, সেই বেদন তিনি। এ বিশ্বের অণুতে অণুতে ঝঙ্কৃত কি? ঋক্, সাম, যজুঃ। এ চতুর্দ্দশ ভুবনের ভূতে ভূতে কোন্ বেদনের শিহরণ? ঋক্, সাম, যজুঃ। ভবার্ণবের সুনীল বুকে কিসের বেদন লহরিত—ঋক্, সাম, যজুঃ। চিদ্গগনে তড়িৎলহরে ফুটিয়া উঠিয়াছে নর্ত্তন, ভীম রুদ্র, শান্ত শীতল, তীব্র মধুর, কত ব্যথার বিপ্লাবন স্পন্দিত, ধ্বনিত, অভিরঞ্জিত, স্তব্ধ—জীবন-মরণের ভৈরব ভীম ভবোল্লাস —এ সব কি? বেদন। কিসের বেদন? অপৌরুষেয় আকাশ-বাণীর বিঘোষণ, ভগবানের বুকের ব্যথার মূর্ত্ত রূপ—ঋক্, সাম, যজুঃ। পরমাক্ষর ত্রয়ীতনু; পূত প্রণবের বেদনত্রয় ত্রয়ী বিদ্যা; বেদন-বিলাসের ত্রিধারা—ঋক্, সাম, যজুঃ। ঋক্ সাম যজুঃ—বাক্, প্রাণ, মন—নাম, রূপ, শক্তি-ভাবব্যঞ্জনা। পরমাত্মার পরা শক্তি—তেজোময়ী, মন্ত্রময়ী, বীজময়ী—ঋতচ্ছন্দা, ঋতপ্রজ্ঞা, ঋতবেদা ঋক্। ইহাঁর দ্বিতীয় প্রকাশ—ভাবময়, হৃদয়ময়, ব্যক্তাব্যক্তের সন্ধিময়, আত্মা ও ভূতের মিলন-সংবেগময়, বেদন-বৈচিত্র্যময়, সুখময়, প্রাণময়, উভয় বৈষম্যের সমতাময়, সংগীতিময় সাম। তৃতীয় প্রকাশ কর্ম্মময়, বহির্বিলাসময়, প্রতিদানময়, ভোগময়, যজ্ঞময় যজুঃ। এই ত্রিমূর্ত্তিতে পরমাত্মার আত্মানাত্ম-জ্ঞানমূর্ত্তিপ্রকাশই বেদন। তন্মধ্যে যেগুলি বিশেষ ভাবে পরমাত্মতত্ত্বালোক-প্রধান, জীবন্ত বীর্য্যবান্, বাঙ্ময় মন্ত্রদেবতাস্বরূপ, তাহাই বিশেষ ভাবে বেদশব্দাখ্য। বেদন এক দিকে জগৎমূর্ত্তি ধারণ করে, অন্য দিকে পরমসত্যস্বরূপ পরম তত্ত্বকে অপরোক্ষ অনুভূতিরূপে উপলব্ধ করায়

এই দিক্‌টিই প্রকৃত বেদ ; ইহা ত্রিধা—ঋক্, সাম, যজুঃ। ঋক্‌বেদ বলিতে সাধারণতঃ বেদের মন্ত্রাত্মক অংশ, সামবেদ বলিতে গীতিচ্ছন্দময় অংশ এবং যজুঃ বলিতে যজ্ঞময় বেদাংশকে বুঝায়। মন্ত্রময়, তেজোময়, আত্মিক শক্তিময় বা বাঙ্ময়ী দেবতা একই কথা। অমোঘ বাঙ্ময়ী শক্তিই মন্ত্ররূপে সম্বদ্ধ। রুদ্রগ্রন্থিতে বা জীবের সংস্কারগ্রন্থিতে এবং পরমেশ্বরে এই শক্তি বিরাজিতা। হৃদয়ময় বা ভাবময়, প্রাণময় বেদনের অভিব্যক্তিই বেদের সামাংশ। যজনময় বেদাংশ যজুঃ। জীবের তিন গ্রন্থি অর্থাৎ মন, হৃদয় ও সংস্কার, আর এই যজুঃ, সাম, ঋক্ একধর্ম্মী—এক শক্তি। জীবত্বে উহা গ্রন্থি, পরমেশ্বরে উহা শক্তি —মন্ত্রশক্তি। সুতরাং যিনি বেদজনক ও ওঙ্কাররূপ অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই জীবরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। এ জগৎ বাসুদেবেরই বিশ্বরূপ। জীবের আত্মায়, প্রাণে, মনে ইন্দ্রিয়ে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, সমস্ত বেদন। সাধারণ জীবে সাধারণ ভাবে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা গ্রন্থি, আর পরমেশ্বরে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই ত্রয়ীবিদ্যারূপ বেদ। বেদনই এই ভাবে সত্যানৃতরূপে ঝঙ্কৃত। এই বেদনই ধরে বিশ্বরূপ, এই বেদনই ধরে স্থূল ভূতমূর্ত্তি—নাম রূপ আয়তন।

পূর্ব্বশ্লোকে বিশ্বকে যজ্ঞময়রূপে দেখিয়া, এই শ্লোকে যজ্ঞের প্রাণস্বরূপ যে বেদ বা বেদন, সেই বেদনের বর্ণনা করিলেন। বিশ্ব ক্রতুময়, যজ্ঞময়, স্বধাময়, অভিসম্পাদ্যতাময় বা স্থূল সপ্রাণ ভৌতিক অভিব্যক্তিময় ; আবার তদন্তরে বেদনের বিশ্ব ঋক্‌ময়, সামময়, যজুর্ম্ময়—বাক্‌প্রাণমনোময়। ক্রতু বাক্‌প্রাণময়, যজ্ঞ মনইন্দ্রিয়ময়, স্বধা সূক্ষ্ম অপ্রাণ অব্যক্ত-লিঙ্গময়। ওই অব্যক্ত লিঙ্গশরীরীই প্রকৃত জীব—ভৌতিক সত্তাটি তাহার অভিব্যক্তি। সুতরাং ক্রতু, যজ্ঞ ও স্বধাই অন্তর্দ্দৃষ্টিতে ঋক্, সাম, যজুঃ। ইহা যে বুঝিতে পারিবে, সে-ই বেদজ্ঞ।

বিশ্বের অন্তরে যজ্ঞ, যজ্ঞের অন্তরে বেদ, বেদের অন্তরে অক্ষর ব্রহ্ম ওঙ্কার যজ্ঞেশ্বর। তোমার অন্তরে যজ্ঞ, যজ্ঞের অন্তরে বেদ, বেদের অন্তরে মন্ত্র, মন্ত্রের অন্তরে অন্তর্যামী যজ্ঞেশ্বর। তুমি যতক্ষণ বদ্ধ অজ্ঞ, ততক্ষণ তুমি পরাধীন, ততক্ষণ তোমার নিকট অচেতন-রূপে বিশ্ব প্রতিভাত, তোমা হইতে পর—অন্য ; সেই অন্যের প্রতিঘাতে, অন্যের রঞ্জনায়, তুমি হও বেদনময়। উহা তোমার বাক্‌শক্তিহীন অনৃত বেদন। আর যখন তুমি মুক্ত, জ্ঞ, তখন তুমি স্বাধীন, তখন তোমার নিকট বিশ্ব প্রতিভাত হয় আত্মার বিশ্বরূপ বলিয়া ; তখন তোমার বেদনে বিশ্ব হয় প্রাণময়, চিন্ময়, বেদময়, আত্মময়। তখন 'জ্ঞ'য়ের প্রভবে চলে শক্তি, প্রকৃতি ; তখন তুমি মন্ত্রময়। তখন তোমা হইতে যে বেদন প্রকাশ পায়, তাহাই অপৌরুষেয় বেদ।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮

জীবেশ্বরয়োঃ সম্বন্ধ উচ্যতে গতিরিতি। গতিশব্দস্য দ্বাবর্থৌ ভবতঃ, গমনং গন্তব্যঞ্চ।

শ্লোকস্থ প্রথমোত্তরার্দ্ধয়োঃ তদেবার্থদ্বয়ং যথাক্রমম্ উদ্দিষ্টমস্তি। তত্রাদৌ গমনার্থ উচ্যতে—জীবানাং জন্মান্তরে, লোকান্তরে, অবস্থান্তরে চ যা গতিঃ গমনক্রিয়া, সা অহম্। তাসু সর্ব্বাসু গমনক্রিয়াসু অহং ভর্ত্তা ধারণপালন-পোষণকর্ত্তা। গতাগতিসু পরিণামশ্রেয়স্করং মদভিপ্রেতম্ অজানন্তঃ, আপাতপ্রিয়ম্ উৎসৃজ্য জীবা ন গন্তুমিচ্ছন্তি, অতস্তেষাং লোকান্তরাদিগমনে অহং প্রভুঃ রাজেব নিয়ামকঃ। লোকান্তরাদ্যনিচ্ছূনাং যানি সুখদুঃখানি, নাহং তেষু উদাসীনঃ, অপিতু তেষাং সাক্ষী দ্রষ্টা। ন হ্যহং দূরাদেব পশ্যামি, অপি তু জীবানাং নিবাসঃ ভোগাশ্রয়স্বরূপঃ, ময্যেব তে অবস্থিতা ইত্যর্থঃ। ন তে রথেষু রথিন ইব ময়ি স্থিতাঃ, কিঞ্চ তেষাম্ অহং শরণং দুঃখসন্ততি-হর্ত্তা রক্ষকঃ। ন কেবলং রক্ষকঃ, কিঞ্চ সুহৃৎ প্রত্যুপকারনিরপেক্ষো বন্ধুঃ। প্রথমার্দ্ধে জীবানাং গতাগতৌ ভগবৎস্বরূপতাং তৎকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রদর্শ্য, দ্বিতীয়ার্দ্ধে গন্তব্যঃ স্বরূপার্থ উচ্যতে। প্রভবতি অস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তির্জ্জীবানাম্ অহং, প্রলীয়তে অস্মিন্নিতি প্রলয়ঃ মৃত্যুর্জ্জীবানামহমেব। তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানং, যস্মিন্ পরমে আত্মনি স্থিত্বা জাতো মৃতশ্চ ভবতি, স অহং। নিধানং নিধীয়তে অস্মিন্নিতি কার্য্যাবসানে নিত্যবাসস্থানং, বীজং বীজস্বরূপং সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অহং, মত্ত এব ভূতানি জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। কিং তর্হি অঙ্কুরোদ্ভবে বীজনাশবৎ জীবোৎপত্তৌ আত্মা বিনশ্যতি ইত্যত আহ অব্যয়ং ব্যয়-রহিতং বীজং সর্ব্বেষাং গন্তব্যম্ আত্মতত্ত্বমিতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি জীবের গতি, ধারক, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, উৎপত্তি, বিনাশ, স্থিতি, অব্যাকৃতভাবে থাকিবার স্থান, বীজ ও বীজ হইয়াও অব্যয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে আপনাকে যজ্ঞ ও বেদরূপে বর্ণনা করিয়া যাহা বিজ্ঞান-ময় ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যবহারতঃ তিনি জীবের সহিত যেরূপ সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই বলিতেছেন। প্রথমেই বলিলেন,—আমি জীবের গতি। গতি বলিতে দুই ভাব বুঝায়—এক, গমন করারূপ ক্রিয়া, আর এক স্বরূপ বা যাহাকে পাইবার জন্য অথবা যেখানে যাইবার জন্য এ গমনক্রিয়া, সেই আশ্রয়। এই শ্লোকটির প্রথম অর্দ্ধে গমনক্রিয়াটি এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ওই স্বরূপ বা আশ্রয়ভাবটি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সর্ব্ববিজ্ঞানময় ভগবান্ এবার ভাবের মণ্ডপে, প্রাণের মণ্ডপে, ভাবময় প্রাণময় হইয়া, তাঁহার প্রাণময়, মধুময়, জীব-প্রীতিময় অভিব্যক্তিটি বুঝি আবেগ-ভরা, উচ্ছ্বাস-ভরা সোহাগ-ভরা ভাষায় জীবের কাছে ব্যক্ত করিতেছেন। বৎস! এই যে তোমাদের জন্ম হইতে জন্মান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গতি, এ গতি, এ গমনশক্তি, এ গমনক্রিয়া আমিই। আমিই লইয়া যাই তোমাদের কল্যাণ হইতে কল্যাণতমে, দুঃখ হইতে দুঃখের পারে, শোক হইতে শোকের পারে, অন্ধকার হইতে অন্ধকারের পারে, অসৎ হইতে অসতের পারে। লইয়া যাই বলিয়া

আমি আমার বীর্য্যের পরিচয় দিতেছি না; আমার আদেশের, আমার প্রভবের গৌরব করিতেছি না; আমার আজ্ঞায়, আমার অনুচরের দ্বারা ধরিয়া লইয়া যাই না, আমিই ভর্ত্তা। লইয়া যাই আমি নিজে ধরিয়া—পালকের বেশে, ধারকের বেশে, নিজে শক্তি সাজিয়া। অজ্ঞ তোমরা, দৃষ্টিহীন তোমরা, তোমরা বুঝিতে পার না—এই অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়ার মাঝে কি শ্রেয় লুকান আছে। আপাত-প্রিয়ের অন্বেষী তোমরা, তোমরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়া যাহা আপাত-প্রিয় বলিয়া বুকে ধর, তাহাতেই যাও মগ্ন হইয়া, অভিভূত হইয়া, মত্ত বিমূঢ় হইয়া। জ্ঞান থাকে না তোমাদের, উহা চরম প্রিয় নহে—উহা চরম শ্রেয় নহে, উহা চিরবাঞ্ছিত তোমার নহে। তাই প্রভুর মত আমায় লইয়া যাইতে হয় তোমাদের অনিচ্ছায়, তোমাদের শিশু হৃদয়কে কাঁদাইয়া, ব্যথা দিয়া, তোমাদের সাশ্রু আবেদন, নিরশ্রু চক্ষে ব্যর্থতায় দিয়া ভরিয়া। সেইখানে আমি প্রভু। দিতেই হইবে শ্রেয়, পাওয়াইতেই হইবে চিরপ্রিয়, তাই আমার এ প্রভুত্ব আমি সজাগ রাখি তোমাদের ভার বহনে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমাদের সে আর্ত্তনাদ, তোমাদের সে প্রিয়বিচ্ছেদের মর্ম্মদহন, সে না যাইবার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার ক্লমক্লান্তি, সে হাহুতাশ অথবা আপাতপ্রিয়তর, শ্রেয়তর প্রাপ্তিতে তোমাদের সে উদ্দাম আনন্দ, সে অহম্ভরিতা, সে আনন্দ-প্রমূঢ়তা, সে সব আমি অগ্রাহ্য করি না, উপেক্ষা করি না, দেখি—বিশেষ করিয়া দেখি; তাই শুধু গতি, ভর্ত্তা, প্রভু নহি, আমি তোমাদের সমস্তের সাক্ষী। সাক্ষীর স্বরূপ সে সমস্ত আমি দেখিতে দেখিতেই লইয়া যাই। শুধু তাহাই নহে। কেহ যদি কাহাকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, তাহার শত আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া, তাহাকে পথ দিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যায়—ধূলি-বিলুণ্ঠিত, ঘর্ষণ-বিক্ষত, রক্তাক্ত, যন্ত্রণাকাতর তার মুখের দিকে নির্ম্মম চক্ষে চাহিয়া, আমার এ লইয়া যাওয়া কি তাহারই সহিত উপমেয়? না, তাহা নহে; আমি নিবাস। কাহাকেও যদি বুকে ধরিয়া অথবা কোন যানে বসাইয়া কোন দেশে লইয়া যাও, সে ক্ষেত্রে যে বুকে করিয়া লইয়া যাইতেছে—তাহারই অথবা যে যানে করিয়া লইয়া যাইতেছে, সে যানেরই যেমন হয় যথার্থ যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে বক্ষঃস্থ বা যানস্থ জীবটির যাওয়াও যেমন সম্পন্ন হয়, সে বুক বা সে যান যেমন সে বাহিতের হয় নিবাস, আমিও তেমনই তোমাদের নিবাসের স্বরূপ, ভোগাশ্রয়স্বরূপ হইয়া নিজে চলিয়া তোমাদের যাওয়া করি সংসাধন। তখন যদি তোমরা চক্ষুষ্মান্ হও, তবে দেখিতে পাইবে, আমি তোমাদের স্বেচ্ছাচারীর মত গায়ের জোরে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি না—বন্দী করিয়া, অবশ করিয়া, আমার উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য বন্দিশালায় তোমায় পুরি নাই—সে বুক, সে যান তোমার রক্ষাদুর্গ, তোমার শরণ, আশ্রয়, রক্ষাকবচ, তনুত্রাণ। না রে! তাও শুধু নহে—দেখিবি, আমি সুহৃৎ—প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ বন্ধু। শুধু রক্ষক নহি—সুহৃৎ। শুধু কর্ত্তৃত্ব, শুধু মঙ্গল-পথে পরিচালক, শুধু কর্ত্তব্যতার সম্পাদন এ সব নহে। প্রাণের

ব্যথায় ভরা আমার সে তোমাদের গতির জন্য যাহা কিছু সব করা। ওরে জীব—প্রিয়, আমি উপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়াই প্রাণের অহেতুক প্লাবনেই বহিয়া লইয়া যাই তোদের কল্যাণে।

প্রাণের ছন্দে, ব্যথার বন্ধে, এই আমার নিজে গিয়া তোদের লইয়া যাওয়া—তোদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকিয়া। এইবার কোথায় লইয়া যাই, সেটি দেখ। এই যে আমার প্রাণের প্লাবনে বহন করিয়া তোদের লইয়া যাওয়া, এ যাওয়া হয়—মরণ হইতে জীবনে অথবা জীবন হইতে মরণে, আর সকল যাওয়াটিই প্রধানতঃ বন্ধন হইতে মোচনে। মরণ হইতে জীবনে গিয়া তোরা যে প্রভব লাভ করিস, সে প্রভব আমি; জীবন হইতে মরণে গিয়া তোরা যে প্রলীনতা প্রাপ্ত হইস, সে প্রলয় আমি; আর এই জীবনরূপে বা মরণরূপে এই যে তোদের স্থিতি, এ স্থিতিও আমিই রে! প্রভব প্রলয়, জন্ম মৃত্যু, তোদের সে আমিই। আর এই প্রভব-প্রলয়ের মাঝে যে স্থিতি, সে স্থিতিও আমিই। যে পরম সংস্থানে অবস্থান করিয়া তোদের এ প্রভব ও প্রলয়, সে পরম আত্মরূপ সংস্থান, সেও আমি। তোদের আত্মস্বরূপ সেই পরম সংস্থানই আমি—তোদের নিধান, তোদের নিত্যাবাস এই প্রত্যক্ষাবগম আত্মা। এই আত্ম-স্বরূপ, আমিই তোদের বীজস্বরূপ, আমা হইতেই তোদের প্রভব, প্রলয় ও স্থিতি। আর এই বীজস্বরূপ আমি তোদের আত্মা—অব্যয়। এত প্রভবে প্রলয়ে সে আত্মা তোদের, সে বীজ তোদের, সে আমি ব্যয়িত হই না, ব্যথিত হই না, ব্যাকৃত হই না, ক্ষয়িত হই না; থাকি চির অক্ষত, চির অচ্যুত, চির প্রশান্ত, স্থির স্থবির। ওই গতিরূপে আমিই মূর্ত্ত হইয়া তোদের বহিয়া আনি এই অব্যয় বীজ আত্মস্বরূপ তোদের আমিতে, তোদের আত্মাতে। আমিই এই উভয়রূপে তোদের গতি। আমিই তোদের পরা গতি। এই আমি, এই প্রত্যক্ষীভূত আমি—তোর বুকে যাহাকে দেখিয়া তুই বলিস,—"আমি নিজে"।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯

সূর্য্যো যথা স্বরশ্মিভিস্তিগ্মৈর্ব্বারিরাশিং নিগৃহ্ণাতি উৎসৃজতি চ, পরমাত্মাপি তদ্বৎ স্বকীয়েন তপসা স্বশক্তিলীলাং নিগৃহ্ণাতি উৎসৃজতি চেত্যাহ তপামীত্যাদিনা। অহং নিত্যপ্রকাশরূপঃ আত্মবান্ ভবিতুং তপামি তপস্যাম্ আত্মার্চ্চনং করোমি। ইদমেব মে বহ্বাত্মবর্ষণং। তেন মে আত্মার্চ্চনরসেন তৎসারভূতোঽগ্নিঃ গতিরূপঃ প্রজায়তে। স চ ময়া সমীক্ষিতোঽব্যক্তবাঙ্মনসয়োর্ম্মিথুনরূপঃ কালো ভবতি, তস্মাৎ বাক্ চ কালশ্চ ব্যক্তা-কারঃ, মদ্রূপাবপি মত্তঃ পৃথগ্‌ভূতৌ ভবতঃ। তাবহং কণশঃ কণশো ভোক্তুম্ ইচ্ছামি, তয়া চ মে কণশো বুভুক্ষয়া কনীয়াংস এব তে ভবন্তি—ঋক্, সাম, যজুঃ, ছন্দাংসি, যজ্ঞাঃ, পশবো মনুষ্যাঃ কাল ইতি। অন্নীকার এব অয়ং বর্ষঃ, স চ দেশ-কাল-ভূত-

প্রাণিবিষয়াদিভেদেন বহুধা ভবতি। কালাত্মকঃ সম্বৎসরাদি-কলাকাষ্ঠাপর্যন্তঃ, দেশাত্মকো ভারত-হরিবর্ষাদিঃ, ভূতাত্মক আকাশাদিক্ষিত্যন্তঃ, প্রাণিবিষয়ো মনুষ্যাদি-পিপীলিকান্তঃ, দেববিষয়ঃ পিতামহাদিদেবযোন্যন্ত ইতি তাবদেব সৃষ্টিজাতম্ আত্মশক্তি-লীলারূপং বর্ষপদবাচ্যম্ ভবতি। তং বর্ষম্ অহং নিগৃহ্ণামি প্রলয়কালে আত্মসাৎকরোমি, উৎসৃজামি ব্যাকরোমি চ সৃষ্টিকালে। অতোঽহম্ অমৃতম্ অন্নাদ-মহাকালরূপেণ, মৃত্যুশ্চ ভোগরূপেণ। হে অর্জ্জুন, সৎ অসচ্চ অহম্ এব "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে....সচ্চ ত্যচ্চে"তি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন! আমিই তাপ প্রদান করি, বর্ষণ ও অবর্ষণ আমিই করিয়া থাকি। অমৃত ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ, সমস্তই আমি।

যৌগিক অর্থ।—ওরে, একমাত্র আমিই সপ্রকাশরূপে চিরদীপ্তিমান্। সেই আমি মনে করিয়াছিলাম—আত্মবান্ হই। উহাই আমার আত্মার্চনা, উহাই আমার বহু আত্মারূপে বিচরণশীল হওয়া, উহাই আমার প্রথম তপস্যা, আত্মবর্ষণ। শ্রুতিতে এই জন্যই আমার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে—"তন্মনোঽকুরুত আত্মন্বী স্যামিতি।" আমার সেই আত্মবান্ হওয়াতে আমি সুখময় বা রসময় হইয়াছিলাম। "অর্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি।" 'ক' অর্থে সুখ, রস বা জল। ইহাই আমার তপস্যা। 'অহং তপামি'—আমিই আদিতাপস। আমার এই তপস্যায় বর্ষ-সকল রচিত হয়। আমার সেই তপস্যাজাত রস হইতে তৎসারভূত অগ্নি বা গতি উৎপন্ন হয়। ওই গতিকে আমি যত ক্ষণ দেখি, তাহার নাম—কাল, কালাগ্নি। উহাই আমার ভিতর অব্যক্ত বাক্ ও অব্যক্ত মনের মিথুন। উহা হইতেই আমার উপর ব্যক্ত কাল ও ব্যক্ত বাক্ জাত হয়। উহা অবলম্বনে আমার বর্ষিত আত্মাসকল, আমিই অথচ আমার উপর ও আমা হইতে দ্বিতীয়রূপে প্রকাশ পায়। আমিই তখন উহা ভক্ষণ করিতে চাই—অল্পে অল্পে, কণায় কণায় ভোগ করিতে চাই। তাই আমার অপৌরুষেয় বাণী,—"স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি"—যদি ইহাকে ভক্ষণ করি, তবে এই অন্নকে অল্প অল্প, কণা কণা করিয়া ফেলিব। এই অল্প করাই বর্ষণ। ইহা হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, যজ্ঞ, মনুষ্য, সমস্ত কণায় কণায় পুঞ্জীভূত সৃষ্টি। খণ্ড খণ্ড কাল, খণ্ড খণ্ড শব্দ ভাব ভাষা, খণ্ড খণ্ড দেশ, খণ্ডময় ব্রহ্মাণ্ড, খণ্ডে খণ্ডে অন্ন বর্ষণ—আমার খণ্ডে খণ্ডে কণা কণা করিয়া বর্ষণ—অন্ন ভোগ। দিক্, দেশ, কাল ও তদ্‌গত যত অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব রস—সব বর্ষণ। এই জন্য কালের ও দেশের বিভাগ বর্ষ নামে অভিহিত হয়। এই বর্ষ বা বর্ষণকে আমিই কখনও ব্যক্ত করি, কখনও করি অব্যক্ত; কখনও করি নিগৃহ্ণণ—নিঃশেষরূপে গ্রহণ, অব্যক্ত, কখনও করি উৎসৃজন—ব্যক্ত; কখন কোথাও ব্যক্ত ভোগ, ভোগক্রিয়া; কখনও কোথাও অব্যক্ত ভোগ, ভোগতৃপ্তি, উৎসৃজন ও নিগৃহ্ণণ। কণায় কণায় বরিষণ, কণায়

কণায় আস্বাদন, কণায় কণায় সম্ভোগ, কণায় কণায় পরিতর্পণ, কণায় কণায় প্রত্যাবর্ত্তন। চিরসপ্রকাশ অমৃতস্বরূপ আমি—ভোক্তারূপে, মহাকালরূপে, পরমেশ্বররূপে, অন্নময় অন্নাদরূপে আমি—ভোগরূপ, মৃত্যুরূপ ধরিয়া লীলায়ন করি রচনা। ভোগই মৃত্যু—"অশনায়া হি মৃত্যুঃ।" এই ভোগতৃপ্তি, এই কালী; এই কালিকার দ্বারা শিবামৃত আমি থাকি আবৃত। "নৈবেহ কিংচ নাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ।"

বুঝিলে জীব, আমার বর্ষণ, আমার তপস্যা, আমার অমৃত ও মৃত্যু রূপ? আমিই মৃত্যু, আমিই অমৃত, আমিই সৎ, আমিই ত্যৎ বা অসৎ অব্যক্ত। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে··· মর্ত্ত্যং চামৃতং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" সৎ অসৎ যাহা বল—যাহা কল্পনা কর, আমিই সব। আমি ভিন্ন অন্য কেহ নহে—কিছু নহে। আমি ব্রহ্ম—বাসুদেব।

বর্ষ বলিতে শুধু বারিবর্ষণ বলিতে পার; কিন্তু বর্ষ বলিতে দেশগত খণ্ড, যেমন কিম্পুরুষবর্ষ ভারতবর্ষ, কালখণ্ড অর্থাৎ বৎসর এবং বরিষণও বোঝায়; সুতরাং এইরূপ ব্যাপক অর্থই গ্রহণীয়।

দেখ জীব, নিজের অন্তরে। যত জ্ঞান, যত উপলব্ধি, অন্তরে তোমার যত অনুভূতির বিশ্বজাল, যত সদসৎ সংস্কার, সেই সমস্তই তোমার ভোগ ও তৃপ্তি; জ্ঞানক্রিয়া ভোগ, জ্ঞানসংস্কার তৃপ্তি; ব্যক্ত ভোগরূপ ও অব্যক্ত মৃত্যুরূপ। মৃত্যুর মাঝে তুমি। এ মৃত্যুকে তৃপ্তি বলিয়া যদি চিনিতে পার, জানিতে পার—উপলব্ধি করিতে পার, তবেই দেখিবে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়, অমৃত আত্মা। অথবা যদি এ ভোগের তলে তলে আত্মবোধকে ধরিতে সচেষ্ট থাক, তবেই চিনিবে, এ মৃত্যু তোমার তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিমাপন্নানাং মহাত্মনাং পরমাত্মোপলব্ধিম্ উক্ত্বা, অধুনা কিঞ্চিৎসত্ত্বপ্রধানানাম্ অনাত্মবিদাম্ অতএব স্বর্গাদিকামিনাং ত্রয়ীধর্ম্মং কথয়তি ত্রৈবিদ্যা ইতি। তিস্রো বিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামানি অধীয়তে বিদন্তি বেতি ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ, সোমং যজ্ঞীয়ং সোমরসং কর্ম্মফলং বা পিবন্তীতি সোমপাঃ মনোবুদ্ধ্যাদ্যবলম্বনেন যজ্ঞকর্ম্মপরায়ণাঃ, ন তু আত্মাবলম্বিনঃ, তেন কর্ম্মসাধনেন পূতপাপা নিরস্তকিল্বিষা জনাঃ, যজ্ঞৈঃ জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ তত্তদ্‌যজ্ঞাধিপতিরূপং মাম্ ইষ্ট্বা অভ্যর্চ্চ্য স্বর্গতিং স্বর্গগমনং প্রার্থয়ন্তে। তেন কর্ম্মণা তয়া চ প্রার্থনয়া তে পুণ্যং পবিত্রং সুরেন্দ্রলোকং দেবাধিপতেঃ স্থানম্ আসাদ্য দিবি স্বর্গে দিব্যান্ দেবোচিতান্ উৎকৃষ্টান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সাধারণ বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক পুরুষ, যাহারা যজ্ঞাদির দ্বারা

অর্চ্চনা করিয়া, বিগতপাপ হইয়া দেবলোকে গতি প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্যময় দেবলোকে গিয়া দিব্য ভোগে ভোগী হয়।

যৌগিক অর্থ।—সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মারা যে ভাবে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন, তাহা বলিয়া, যাহারা সাধারণ সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, অথচ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সুতরাং মহাত্মা নহে, মাত্র যজ্ঞাদিতে নিরত, তাহাদিগের কথা বলিতেছেন। সোমপা বলিতে যাজ্ঞিক পুরুষ অথবা কর্ম্মী পুরুষ বুঝিতে হইবে। যাঁহারা যজ্ঞে সোমরস পান করিতেন, তাঁহারা সোমপা। মনাদি লইয়াই যাঁহাদিগের সাধনা, আত্মবোধ লইয়া নহে—তাঁহারা সোমপা পদবাচ্য। কামকামী কর্ম্মীরা সোমপ, কর্ম্মফলভোগী। বেদের সাধারণ কর্ম্মকাণ্ড যাহারা অনুধাবন করে, সাত্ত্বিক হইয়াও যাহারা পূর্ণমাত্রায় সাত্ত্বিক নহে, সেই সকল পুরুষ ভগবদুপাসনার দ্বারা স্বর্গাদি-লোকবাস প্রার্থনা করে। পরমাত্মতত্ত্ব অনধিগত থাকায় তন্নিকৃষ্ট স্বর্গাদি লোকে ভোগ প্রার্থনা তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী—তাই তাহারা করিয়া থাকে। এবং তাহার ফলে সেইরূপ গতিই তাহারা লাভ করে ও দেবভোগে ভোগী হয়।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

বিগতা শালা গৃহাকারা সঙ্কীর্ণতা যস্মাৎ, তং বিশালম্ উন্মুক্তং তং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা, পুণ্যে ক্ষীণে সতি তে কর্ম্মিণঃ কামকামা মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মং বেদবিহিতং কেবলং কর্ম্ম অনুপ্রপন্নাঃ, ন তু বেদসারভূতং পরমাত্মজ্ঞানং, অতএব কামান্ কাময়ন্তে যে তে কামকামাঃ জনা গতাগতং গমনাগমনং লভন্তে, ন তু অপুনরাবৃত্তিং। যতস্তে আত্মানং ন কাময়ন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এই প্রকারে পরমাত্মবোধশূন্য, বেদবিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানপরায়ণ, কামনাময় জীবসকল মর্ত্ত্যে যাতায়াত করে।

যৌগিক অর্থ।—পুণ্যকামী, বেদবিহিত অনুষ্ঠানতৎপর, অথচ বেদের সার সম্পদ্ পরমাত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ পুরুষরা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বর্গাদি কামনার ফলস্বরূপ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইয়া, সেখানে সেই ভোগ লাভ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই যাতায়াতই তাহারা পাইতে থাকে, অনাবর্ত্তন তাহারা পায় না। কেন না, তাহারা আত্মজ্ঞানশূন্য ; সুতরাং আত্মকামী নহে—কামকামী। তাহা-দিগের কামচক্ষু সম্বদ্ধ থাকে ভোগে—বিরতিতে নহে, পুরুষকারে—নৈষ্কর্ম্মে নহে, পরে—আপনাতে নহে, অনাত্মে—আত্মাতে নহে। তাহারা আমাকে দেখে নাই ; সুতরাং আমাতে তাহাদিগের কামনা সম্বুদ্ধ হয় নাই ; যাহা তাহাদিগের কাম্য, তাহাই তাহাদিগকে আমি দিই। কল্পতরু আমি—যে যেমন চাহে, যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই আমি তাহাকে দিই।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২

কামকামিনাং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনম্ উক্ত্বা, অধুনা আত্মকামিভ্যঃ স্বস্য যোগক্ষেমপ্রদাতৃত্বং কথয়তি অনন্যা ইতি।, পরমাত্মা স্বাত্মতঃ অন্যো ন যেষাং, তে অনন্যাঃ, তথাবিধা যে জনাঃ চিন্তয়ন্তঃ সারূপ্যম্ উপগচ্ছন্তঃ মাং পর্য্যুপাসতে পরি সমন্তাৎ আরাধয়ন্তি, নিত্যম্ অভিযুক্তানি মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণি ময়ি যেষাং, তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং যোগঃ অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং, ক্ষেমঃ প্রাপ্তস্য রক্ষণং, তদুভয়মহং বহামি প্রদদামীত্যর্থঃ। ব্রহ্মণ্যাত্মরূপে স্থিতধিয়ামপি কেষাঞ্চিদদৃঢ়ভূমিকানাং বাহ্যাপেক্ষয়া বাহ্যৈরেব বস্তুভিঃ, অন্যেষান্তু সম্যগাত্মবিদাং ঋষীণাম্ আত্মত এবেতি দ্বিবিধেন বর্ত্মনা ভগবান্ যোগক্ষেমং প্রাপয়তি। "স যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অনন্যকামী হইয়া যাহারা আমারই সম্যক্‌ভাবে উপাসনা করে, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই পুরুষদিগের যোগক্ষেম আমিই বহন করি।

যৌগিক অর্থ।—কামকামীদিগের কথা বলিয়া, এইবার আত্মকামীদিগের কথা বলিতেছেন। কল্পতরুস্বরূপ আমি, জীবের কামকল্পলতাকে ফলময়ী করিয়া তাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ করি। কামনানুসারে তাহারা ভোগক্ষেত্র পায়, সেথায় গিয়া তাহাদিগের ভোগ সম্পাদিত হয়; আবার অন্য কামনা করে, কামনা অনুসারে ক্রতুময় হয়, কর্ম্মময় হয়, আবার তদনুসারে অন্য ভোগস্থানসংপ্রাপ্তি ঘটে ও ভোগ সুসিদ্ধ হয়। ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে এইরূপে যাতায়াত করিয়া তাহারা গতাগতিময় হইয়া থাকে। ইহাই আমার অধিদৈব ভূমির ব্যবস্থা। কিন্তু যাহারা মাত্র মৎকামী, শুধু আমিই যাহাদিগের প্রধান কাম্য, যাহারা অন্য কিছুর জন্য কামময় হয় না, ক্রতুময় হয় না, কর্ম্মময় হয় না, তাহাদিগের ত শরীর আছে, হয় ত সংসার আছে, সুতরাং তদুপযুক্ত অপরিহার্য্য বিষয়াবশ্যকতা আছে। তাহাদিগের ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, সমস্ত আমার দিকে প্রধানতঃ সংন্যস্ত হইলেও তবু ত সে সকলের পূর্ব্বসংস্কারগত স্বাভাবিক একটু বিষয়প্রবণতা আছে—যাহা শারীর ধর্ম্মরূপে জীবের স্থূল, ভাবময় ও কারণশরীরে বিদ্যমান; নতুবা তাহার শরীর-গ্রহণই হইত না। সে দিকে সে কামনাময় নহে, কিন্তু তবু আছে—থাকে। সংসারাদিতে কর্ত্তব্য বলিয়া কতকগুলি জিনিষ করণীয় রহিয়াছে, যাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে করিতে হয়, হয় ত না করিলেও প্রত্যবায় হয়। এই সকল বিষয়ে সে যদি না দৃষ্টি দেয়, সে সকলে সে যদি কামনাময় না হয়, তবে ত তাহার জীবন-ধারণ দুষ্কর। আমার দিকে অবিচল স্থিতি সম্বর্দ্ধিত করা তাহার পক্ষে হয় অসম্ভব। না—তাহা ভাবিও না। সেই অনন্যচেতা উপাসকদিগের যোগক্ষেম আমি নিজে বহন করি। অপ্রাপ্ত আবশ্যকীয় বস্তুপ্রাপ্তি-সংঘটনের নাম যোগ এবং

সেই সকল বস্তুর বা তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম। সে সকল বস্তু তাহার পক্ষে তখন তাহার যোগের অঙ্গস্বরূপ। সেই জন্য তাহাও যোগ নামে খ্যাত। তাহার রক্ষণাবেক্ষণই তখন তাহার পক্ষে পরম মঙ্গল, কল্যাণকর। সেই জন্য সে রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম। সেই যোগক্ষেম আমিই সম্পাদন করি তাহার জন্য। আমাতে যাহারা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, আমাকে কামনা করা ভিন্ন অন্য কামনা হৃদয়ে রাখে না, পার্থিব সুবিধা অসুবিধা গ্রাহ্য না করিয়া, আমাতেই মনঃসংযোগে তৎপর, তাহাদিগের সুবিধা অসুবিধা আমি নিজে দেখি। যে আমাকে চাহে, আমি আনিয়া দিই তাহাকে সমস্ত, আমি রক্ষা করি তার সমস্ত। কোন্ দিক্ হইতে কেমন করিয়া দিই, তাহা সে নিজেই দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। তাহাকে জানিতে দিই না—ভাবিতে দিই না—চঞ্চল হইতে দিই না। শুধু একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি নহে—তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে যাহাতে যাহাতে প্রিয়ত্ববোধ আছে, তাহা তাহাকে দিবার জন্য আমি হইয়া পড়ি লালায়িত। আমি শুধু অবসর অন্বেষণ করি তাহাকে দিবার, তাহাকে সেই প্রচ্ছন্ন কাম্য ভোগ করাইবার জন্য। তাহার প্রাণের, তাহার সাধনার অবস্থা যত্নের সহিত লক্ষ্য করিয়া, যখন যেটি দেওয়া বা ভোগ করান সুবিধা বোধ করি, তখনই সেইটিতে তাহার আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কামনা জাগাইয়া, সেই কাম্যটি তাহাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আনিয়া দিয়া অথবা আগে কাম্যটি আনিয়া দিয়া, তাহাতে কামনাটি সাময়িক ভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, তাহার সে প্রচ্ছন্ন সংস্কারটিকে ভোগের ভিতর দিয়া ক্ষয় করিয়া দিই। এমনই করিয়া দিয়া, তবে যেন আমি তৃপ্তি পাই, তাহার সে বস্তু ভোগে যে সুখ, তাহা অপেক্ষা তাহাকে ভোগ করাইয়া আমার যেন সমধিক সুখ হয়। আমার প্রাণ চাহে তাহার তৃপ্তি, আমার প্রাণ চাহে তাহার ভার বহন করিতে, তাহার ক্লান্তি ঘুচাইয়া তৃপ্তি দিতে, তাহার ভজনায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে করিতে ভজনা। তখন মাত্র সে আমার উপাসক নহে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাহার উপাসক। এ কথা কি বুঝিবি না জীব! আমার এ জীবগত প্রাণ কি তোরা দেখিবি না?

সর্ব্বময় পরমাত্মা। যাহারা তাঁহাকে নিজের আত্মা বলিয়া ধারণা করে, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার প্রচেষ্টা করে অথচ এখনও এমন প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যে প্রজ্ঞার প্রভাবে তাহার আত্মাই যে সর্ব্বাত্মা বা ভূমা আত্মা, ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে এখনও যাহারা পূর্ণমাত্রায় স্থিতধী হয় নাই, তাহারা ভৌতিক বিশ্ব হইতেই সমস্ত ভোগ্য পদার্থ লাভ করিতেছে, এইরূপ সাধারণ জ্ঞানেরই অধীন থাকে; সুতরাং তাহাদিগের যোগক্ষেম তিনি বাহ্য বিশ্ব হইতেই বাহিত করিয়া দেন। কিন্তু যাহারা তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিতাত্মা, যাহাদিগের ব্রাহ্মী স্থিতি ধ্রুবভূমি পাইয়াছে, আত্মবিজ্ঞান যাহাদিগের সম্যক্ ভাবে অধিগত, তাহারা স্বীয় আত্মা হইতেই সমস্ত যোগক্ষেম লাভ করে। তাহারা আপ্তকাম, আপনারা ইচ্ছামাত্রেই যদৃচ্ছ মহিমা আপনা

হইতেই প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। “স যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে।” সে যাহা কামনা করে, তাহাই তাহার সঙ্কল্পমাত্র হইতে সমুত্থিত হয় ; সে তৎসম্পন্ন হয়, তন্মহিমায় মহিমান্বিত হয়।

যোগক্ষেম এই দুই রকমে তিনি জীবকে দেন। বাহ্য বিশ্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া, প্রেরণ করিয়া, তাহাকে প্রাপ্তি করাইয়া দেন অথবা ঋষি হইলে, সম্যক্ আত্মজ্ঞ হইলে, তাহার আত্মা হইতেই সে মহিমা প্রকাশ করেন। শাস্ত্রে ঋষিদিগের অলৌকিক আত্মশক্তির প্রভাবের এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত তোমরা দেখিয়াছ। এই উভয়ই তাঁহার যোগক্ষেম বহন, এই উভয়ই তাঁহার প্রীতির তাড়নায় ভক্তাধীন হওয়া। ভক্তাধীন ভগবান্, এ কথা উপকথা নয় রে, উপন্যাস নয়—একান্ত সত্য, একান্ত সত্য। জীবের মন যোগাইতে জীবের পিছনে পিছনে তাঁহার এ ছুটিয়া যাওয়া। আমি ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া তোমাদিগের হৃদয়কে আবেগময় করিতে এখন চাহি না। কিন্তু বিস্ময়-বিহ্বল অন্তরে জীবের অধিকারের কথা একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এ অধিকারের দাবী করিতে তোরা কি অগ্রসর হবি না ?

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩

ননু পরমাত্মনঃ সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ দেবযাজিনোঽপি ন কথং পরমাত্মোপাসকা ভবন্তি, ইত্যত আহ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা ইতি। আত্মতঃ অন্যাসু পৃথগ্‌ভূতাসু দেবতাসু ভক্তা ইত্যন্যদেবতাভক্তা যেঽপি শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা অন্বিতাঃ যুক্তাঃ সন্তঃ যজন্তে দেবানারাধয়ন্তি, হে কৌন্তেয় ! তেঽপি মাম্ এব পরমাত্মানম্ যজন্তি উপাসতে ইতি সত্যং, কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বকং বিধির্ব্বেদাদেশঃ “আত্মা ইত্যেবম্ উপাসীত” ইত্থংপ্রকারঃ, তম্ অতিক্রম্য উপাসতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যাহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অন্য দেবতার ভজনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই ভজনা করে।

যৌগিক অর্থ।—আমিই সর্ব্বদেবতারূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছি, সুতরাং যে কোন দেবভাবেরই উপাসনা কর, সে দেবতা আমিই এবং সে আমারই উপাসনা ; সুতরাং এই প্রত্যক্ষাবগম আত্মায় সর্ব্বদেবতার অধিষ্ঠান না দেখিলেই সে উপাসনা মহিমামাত্রের উপাসনা হয়। তাহা মোক্ষ দিতে পারে না ; সেই উপাসিত দেবতার যে বিশিষ্ট মহিমা, সেই মহিমা মাত্র তাহা হইতে লাভ হইতে পারে। এই জন্য ওরূপ উপাসনা বৈদিক বিধান নহে। বৈদিক বিধান—পরমাত্মবোধসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করা। কাজেই ওরূপ উপাসনা অবিধি। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিলে তাহাও আমারই উপাসনা হয় সত্য, কিন্তু তাহা বিধানোচিত নহে। এই যে আমার মূলে প্রত্যক্ষীভূত স্বতঃ উপলব্ধ আত্মা, ইনিই সর্ব্বদেবময়—আমিও পরমার্থতঃ ইনিই বা ইঁহারই, এই বোধে সর্ব্বদেবতাশ্রয় বলিয়া এই আত্মাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

অবৈধেন হেতুনা তে পরমাত্মোপাসনফলাৎ প্রচ্যবন্তীত্যাহ অহমিতি। অহং পরমাত্মা হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ক্রত্বাদীনাং ভোক্তা তত্তদ্‌যজ্ঞদেবতাত্মরূপেণ, প্রভুঃ অধ্যক্ষঃ এব চ অধিযজ্ঞরূপেণ। তথা যজ্ঞরূপাণাং জগতাং পরমেশ্বররূপেণ 'অহম্ এব ইদং সর্ব্বম্' ইতি চরাচরগ্রহণাদত্তা ভোক্তা। শ্রুতিশ্চ,—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" ইতি। তে অন্যদেবতাভক্তা তত্ত্বেন নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি ভোক্তা ইতি ভোক্তৃভাবেন প্রভুভাবেন চ মাং পরমাত্মানাং ন অভিজানন্তি, অতস্তে পরমাত্মোপাসনফলাৎ মোক্ষাৎ চ্যবন্তি প্রচ্যুতা ভবন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। আমাকে এইরূপে তত্ত্বতঃ জানে না বলিয়া তাহারা লোকলোকান্তরে যাতায়াত করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য হইয়া দেবতা উপাসনাকে অবিধি-পূর্ব্বক উপাসনা বলিয়াছেন। সেই অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা যে মোক্ষ দিতে পারে না, সেই কথা এই শ্লোকে বলিতেছেন। আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং আমিই সর্ব্বযজ্ঞের প্রভু। আমি ভোক্তা—কেন না, প্রকৃত পক্ষে আমিই ত ভোক্তা দেবতাদি সর্ব্বজীবের আত্মা। আমিই ত সেই সকল মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছি; সুতরাং আমিই ভোক্তা। ইহা ব্যতীত সাক্ষাৎ পরমেশ্বরভাবেও আমি ভোক্তা। শ্রুতিতেও "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং, ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমার ভোক্তৃত্ব বিঘোষিত। তবে আমার সে ভোক্তৃত্ব জীবের মত ভোক্তৃত্ব নহে। জীব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অনুভোক্তা হয়, আমি পরমেশ্বর—সম্ভূতিশক্তিবলে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া, সেই অনুসারে হই সম্ভোক্তা। "অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ"—সমগ্র চরাচর লইয়া আমি ভোক্তা। 'আমিই সব'—এইরূপ দর্শন, ইহাই আমার ভোগ। জীব যেমন জীবত্বের ভোক্তা, পরমেশ্বররূপে তেমনই আমি পরমেশ্বরত্বের ভোক্তা। জীবত্ব বিষয়াধীন ভোগ, পরমেশ্বরত্ব স্বাধীন ভোগ, ইহাই পার্থক্য।

বস্তুতঃ পরমাত্মাই যখন পরমেশ্বর, তখন তাঁহাতে এরূপ স্বাধীন ভোক্তৃত্ব স্বীকারে কোন বৈজ্ঞানিক দোষ সূচিত হয় না। কোন কোন ভাষ্যকারকে পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব স্বীকারে একেবারে খড়্গহস্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার পরমেশ্বরত্বটি যদি অনুচিন্তন করেন এবং ভোগ কাহাকে বলে, সেইটি ভাল করিয়া অনুধাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এ অমূলক আশঙ্কায় আড়ষ্ট হইতে হইত না। তিনি পরমেশ্বর বলিয়া নিজেকে যখন যেখানে বোধ করেন, তখনই সেইখানে তিনি ভোক্তা পদবাচ্য। সুতরাং মাত্র দেবতাদি জীবের আত্মা বলিয়া তিনি ভোক্তা বা অনুভোক্তা নহেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন ভাবে স্বয়ং সমস্ত হয়েন, এই হিসাবেও তিনি চরাচরের স্বাধীন সম্ভোক্তা।

আর তাঁহার এইরূপ স্বাধীন সম্ভোক্তৃত্ব তিনি সৃষ্টির প্রভু বলিয়াই, সম্ভব হয়। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু; ইহার সৃষ্টি স্থিতি লয় তাঁহার ইচ্ছাধীন। তাঁহার এই ভোক্তৃত্ব ও প্রভুত্ব না জানিলে তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা হয় না। ইনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য ভোক্তা নাই, এরূপ ভাবে যতক্ষণ এই আত্মাকে উপলব্ধি না করা হয়, তত ক্ষণ আত্মতত্ত্বের রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয় না। অভোক্তা, ভোক্তা, অনুভোক্তা, এ সকল ভাবে ভাবময় হওয়া যে আত্মতত্ত্বেরই স্বাধীন ধর্ম্ম, অন্য কাহারও নহে—বিশ্বমূর্ত্তি গ্রহণে তাঁহাতে যুগপৎ যে এই তিনটি মহিমা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এটি না হৃদয়ঙ্গম হইলে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইয়াছে বলা চলে না। পরমাত্মা কেমন করিয়া প্রতি অধ্যাত্মক্ষেত্রে অসঙ্গ বা অভোক্তা, অনুভোক্তা বা জীব ও ভোক্তা বা যজ্ঞেশ্বর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেইরূপ ভাবে আত্মাকে দেখে না বলিয়াই, চেনে না বলিয়াই জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। তোমরা সহজেই তোমাদের ভোগক্রমময় নিজ সত্তাটি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ। ইহার তলে এ ভোগসকল হইতে অতীত অথচ এ সমস্তের আশ্রয়স্বরূপ অসঙ্গ আত্মবোধেরও উপলব্ধি কেমন করিয়া তোমরা করিতে পার, সে কথা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। সেই অসঙ্গ আত্মবোধটিতে যদি অভিনিবিষ্ট থাকিতে পার, তবে দেখিবে, তাঁহাতে অক্রম সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুমানও করিতে পার; এইরূপ অক্রম সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, সমস্ত যুগপৎ সুপ্রকাশ হইয়া, তোমার মূল বা জন্মস্থিতির ভূমিস্বরূপ চিৎস্বরূপে যদি না থাকিত, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফলানুযায়ী তোমাতে পরিবর্ত্তনগুলি সংসাধিত হওয়া অসম্ভব হইত। 'এইরূপ সংস্কার রহিয়াছে, ইহার পরিণতি এইরূপ' এই ভাবে তোমার ভূত ও ভবিষ্যৎ তোমার মূলে দীপ্তালোকবৎ রহিয়াছে এবং শুধু রহিয়াছে নহে, তোমার অনুভোগের জন্য সেইগুলি স্বল্পে স্বল্পে, ক্রমে ক্রমে তোমার ত্রিশরীর ব্রহ্মাণ্ডে ক্রিয়াশীল হইতেছে, তাহার উপর তোমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা সহজেই দেখিতে পাইতেছ। ওই অসঙ্গ চিৎস্বরূপটিতে গিয়া তুমি নিজেকেই অসঙ্গ বলিয়া দেখ। এবং সম্যক্ ভাবে যদি ওই তত্ত্বে অবস্থিত হইয়া থাকিবার অধিকার পাও, তবে এমন চিন্ময়ে গিয়া উপনীত হইবে, যেখানে তিনি ওইরূপ তোমার ভূত ও ভবিষ্যতের সম্যক্ অক্রম সাক্ষী ও নিয়ন্তা। সুতরাং যিনি বিভু, ভূমা, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অক্রম সাক্ষী, তিনিই তোমার অন্তর্যামী, তোমার অক্রম সাক্ষিরূপে তোমার এই অনুভোগময় আত্মত্বকে বুকে করিয়া অবস্থান করিতেছেন—মা যেমন ভ্রূণকে গর্ভে ধরিয়া থাকে, তেমনই রহিয়াছেন, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পার। আহা! তোমার হৃদয়ের তলে ওই পরমাত্মতত্ত্ব হইতে প্রতি ভাবে ভাবে তুমি জাত হইতেছ ও ভাবে ভাবে তুমি মরিতেছ, ইহা কি দেখিতেছ না? এই সুখী পুরুষ হইয়া জন্মাইলে, আবার পরমুহূর্ত্তেই সে সুখী তুমি, এক দুঃখী তুমিরূপে জাত হইলে, ইহা কি দেখ নাই? এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে তুমি তাঁহাতে জাত ও মৃত হইতেছ।

আর এইরূপে বিদিত হওয়াই তত্ত্বতঃ তাঁহাকে বিদিত হওয়া, এইরূপে জানাই "অনুবিদ্য বিজানাতি" বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত, এরূপ তত্ত্বদর্শন হওয়া অর্থই ওই নিয়ন্তা ভূমিতে আত্মবোধাবলম্বনে একীভূত হওয়া; সুতরাং ওরূপ সম্যক্ প্রবেশ হইলে পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে না। তাই ভগবান্ বলিলেন,—আমিই যে নিয়ন্তা প্রভু এবং সর্ব্বনিয়ন্ত্রী শক্তি বা দেবতা যে আমি, এই ভাবে আমার পরমেশ্বরত্ব জীব যতক্ষণ তত্ত্বতঃ না জানিতে পারে, তত ক্ষণ তাহাকে পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫

এবং চেৎ, তর্হি দেবাদীনাম্ উপাসকাঃ কাং গতিম্ আপ্নুবন্তি, তদুচ্যতে যান্তীত্যাদিনা। দেবেষু মম পরমেশ্বরস্য পৃথক্‌পৃথক্‌শক্তিপ্রকাশেষু ব্রতো নিষ্ঠা যেষাং তে দেবব্রতাঃ, দেবান্ যান্তি তত্তদ্‌বিলক্ষণশক্তিভাবান্ প্রাপ্নুবন্তি। তদ্‌বৎ পিতৃষু ব্রতো যেষাং তে পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধতর্পণাদিপিতৃযজ্ঞেন তেষাম্ উপাসকাঃ অথবা পুত্রস্বজনকুটুম্বাদীনাং পালনপোষণাভ্যাং কল্যাণমীহমানা যে চ গৃহমেধিনো ভবন্তি, তেঽপি পিতৃব্রতা উচ্যন্তে, এবম্ভূতা জনা পিতৄন্ অগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি। ভূতেজ্যা ভূতেভ্য ইজ্যা অর্চ্চনাদিরূপা যেষাং তে ভূতেজ্যা দেবযোনিভেদানাম্ উপাসকাঃ অথবা সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ শারীরমেব কেবলং সুখমন্বিষ্যন্ত আত্মত্বরিত্বেন প্রখ্যাতা ভূতাত্মোপাসকাশ্চ, তে ভূতানি দেবযোনিভেদানাং স্থানানি অথবা অন্যে ক্রমশো জড়ত্বপর্য্যন্তানি যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। মদ্‌যাজিনো মাং পরমাত্মানাং হৃদয়েশয়ং যজন্তি যে তে মদ্‌যাজিনঃ পরমাত্মোপাসকা অপি মাং পরমাত্মানং স্বাত্মন্যেব যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, ন তেষাং লোকান্তরেষু গতির্ভবতি, স্বাত্মনি মাং প্রাপ্য অকামা আপ্তকামা বা ভবন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দেবোপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হয়, পিতৃ উপাসকেরা পিতৃলোক, ভূতোপাসকেরা ভূতলোক এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—পরমতত্ত্ব তত্ত্বতঃ না জানা পর্য্যন্ত মুক্তি নাই, এ কথা বলিয়া, কোথায় কাহার কেমন করিয়া গতি হয়, সেই কথা বিশদ করিয়া বিজ্ঞানতঃ বলিতেছেন। দেখ—আমিই সব, সর্ব্বযজ্ঞের নিয়ন্তা, সর্ব্বদেবশক্তিময় আমিই সর্ব্বযজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা, ইহা জানিলেই জীব হয় স্বাধীন, মুক্ত, অপুনরাবর্ত্তনময়, আর না জানিলেই লোকে লোকে, জন্মে মরণে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। সুতরাং আমাকে না জানা এবং জানাই জীবের গতাগতি ও মুক্তির কারণ। সে জানা কি রকম জানা—মাত্র মনের দ্বারা কল্পনা করিয়া জানা, না বুদ্ধির দ্বারা কৃতনিশ্চয় ভাবে জানা, না অন্য কোন রকম জানা? সে জানার নাম উপাসনা। যাঁহাকে জানিব, তাঁহাতে উপ-আসন রচনা করা, অন্ততঃ অস্থায়িভাবে তাঁহাতে সমাসীন হইয়া তদ্ধর্ম্মে ধর্ম্মী হওয়া। সে জানাকে "অনুবিদ্য

বিজানাতি”—অনুবেদিত হইয়া জানা বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। উপাসনা করা অর্থ ই তচ্চৈতন্যে চৈতন্যময় হওয়া। এখন দেখ, যাহারা পরমাত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহারা সাধারণতঃ কাহার উপাসনা করে। উপাসনা জীবধর্ম্ম। সাধারণ পুরুষ মাত্রেই কামময়। যতক্ষণ না পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, ততক্ষণ জীবের বিষয়কামনা ফুরায় না। আত্মা তাহার কামনার অন্ন চাহে। যতক্ষণ না আপনাকে পায়, ততক্ষণ এ কামনা রুদ্ধ্ বা বিজিত হয় না। কাজেই সে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিপুল শক্তিলীলা দেখিয়া, সেই শক্তির উপাসক হইয়া পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা জ্ঞানে তাহার মধ্যে কোন শক্তিবিশেষকে তাহারা আপনার উপাস্য বলিয়া বরণ করে, অথবা সমগ্র শক্তির একমাত্র ধর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার শরণাগত হয়।

ইহাই দেবোপাসনা। পরমেশ্বর মুখে বলিলেও ইহা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে। কেন না, মাত্র শক্তিত্ব দেখিলে শক্তি বা দেব উপাসনাই হয়। তিনি সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বভূতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ, অথচ নির্লিপ্তরূপে সর্ব্বান্তরে অবস্থিত, এই পরমাত্মভাবটি তাহাতে থাকে না। মাত্র শক্তিব্যঞ্জক ভাবটি লইয়াই তাহারা উপাসনা করে। সুতরাং যে বিশিষ্ট দেবভাবটিতে সে পুনঃ পুনঃ সচেতন থাকে, সেই দেব বা শক্তিক্ষেত্রেই তাহার গতি হয়। সচেতন থাকা অর্থ ই সেই লোকে যাওয়া, সেই লোকস্থ হওয়া, সেই লোকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া। পুনঃ পুনঃ ক্রমে ক্রমে এইরূপে তার উপাস্য ভাবটি পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তাহাকে তল্লোকস্থ করিয়া তোলে। কোন বিশিষ্ট ভাবে চেতনাময় থাকাই সেই লোকে অস্থায়ী বা স্থায়িভাবে প্রবিষ্ট হওয়া।

অথবা কেহ পিতৃযাজী হয়। শ্রাদ্ধাদি করা পিতৃলোকের উপাসনা করা সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুশাসনে বিবাহাদি করিয়া, সংসারী হইয়া, সন্তানাদির পিতামাতা হইয়া, সেই স্ত্রীপুত্র, সন্তান-সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ, সর্ব্বদা তাহাদিগের কল্যাণকামনা, সর্ব্বদা তচ্চিন্তায় বিভোর থাকিয়া তাহাদিগের ইষ্টানিষ্ট লইয়া মত্ত থাকে, তাহারাও পিতৃযাজী। আর যাহারা ভূত, পিশাচ, যজ্ঞ রক্ষ বা ডাকিনী আদি শক্তির উপাসক, ভূতযাজী বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইলেও যাহারা মাত্র আপনার আহার বিহার, বসন ভূষণ, আপনার স্বার্থ সুখ, আপনার সুবিধা অসুবিধা, এই সব লইয়া মত্ত থাকে, তাহারাও ভূতযাজী। মানুষ এইরূপে হয় আপনার শারীর সুখ-দুঃখকেই জীবনের উপাস্য করিয়া তোলে, না হয় আত্মীয়স্বজনময় স্বীয় সংসারধর্ম্মকে করে জীবনের আদর্শ, না হয় সংসারাদি উপেক্ষা করিয়াও ওই পরমাত্মবোধহীন দেবযজনায় বিমুগ্ধ থাকে। এই তিন প্রকার জ্ঞানে সজাগ থাকিয়া কেহ দেবলোক, কেহ পিতৃলোক, কেহ বা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা আপনার শারীর সুখ-স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুতে সজাগ থাকে না, ক্রমশঃ স্থূল জড় ভূতত্বে পর্য্যন্ত তাহাদের পরিণতি হইতে পারে। যাহা হউক, আত্মজ্ঞানশূন্য সাধারণ মনুষ্যের এই তিন প্রকার গতি হয়।

"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।"—ঠিক তেমনই যাহারা পরমাত্মার উপাসক, পরমাত্মায় যাহারা ওইরূপ উপ-আসন রচনা করে, তাহারা পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের আর লোকলোকান্তরে গতি হয় না। তাহারা আর অবস্থাবিশেষের দাস থাকে না, ক্ষেত্রবিশেষে আকৃষ্ট হয় না, কালক্রমের তাহারা আর অধীন থাকে না। তাহারা স্বীয় আত্মাতেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অকাম বা আপ্তকাম হয়।

গীতোপনিষদের এই নবম অধ্যায়ে পরমাত্মতত্ত্ব কি ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, একবার দেখ। যাহার উপাসনা করিবে, তাহার বিজ্ঞান যত সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ে ফুটিয়া থাকে, উপাসনা তত সিদ্ধিপ্রদ হয়। সুতরাং পরমাত্মাকে কি ভাবে পাইলে, এক বার দেখ। আত্মতত্ত্বে দুইটি দিক্ রহিয়াছে, ইহা দেখিয়াছ। একটী তাঁহার ভোক্তৃত্ব, অন্যটি তাঁহার অসঙ্গত্ব। পরমাত্মা যে দিকে ভোক্তা, সেই দিকে তিনি বহু অনুভোক্তা প্রত্যগাত্মময় ব্যক্ত পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত, আর যে দিকে তিনি অভোক্তা, সেই দিকে তিনি সমস্ত সৃষ্ট্যাদিব্যাপার হইতে, এমন কি, তাঁহা হইতে জাত সমস্ত অনুভোক্তা আত্মা হইতেও পৃথক্। এই যে একত্ব ও পৃথক্ত্বের যুগপৎ একেই সমাবেশ, ইহাই আত্মতত্ত্বের অপূর্ব্বত্ব। এইটিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়, এই বিষয়টিই বিশেষ ভাবে অধিগত হইতে হয়। নিজেদের হৃদয়ে দেখ,—ওই যে ভোক্তা তোমরা নিজে, আবার উহার তলে ওই যে তোমাদের অসঙ্গ নিজবোধটি—যাহাতে কিছুমাত্র সংশ্লিষ্ট নাই, অথচ তাহারই উপর ভোগময় তুমি বার বার ভোগে ভোগে জন্মিতেছ ও মরিতেছ, ব্যক্ত হইতেছ ও অব্যক্ত হইতেছ, ইহাও সহজেই দেখিতে পাও। এই হইল অসঙ্গ আত্মা হইতে জীবাত্মার জন্ম ও মৃত্যু—সৃষ্টি ও প্রলয়। এইরূপেই পরমাত্মা হইতে বহু আত্মা জাত হয়। ভোগের মাঝেও নিজবোধ—আবার অসঙ্গেও নিজবোধ—এক নিজের এই দুই প্রকার সংস্থিতি লক্ষ্য কর। কিন্তু লক্ষ্য করিতে গেলে প্রথম প্রথম দেখিবে, অক্রমভাবে অর্থাৎ যুগপৎ দুই জন নিজকে দেখিতে পাইতেছ না। যখন ভোক্তা নিজেকে দেখিতেছ, তখন অভোক্তা নিজেকে পাইতেছ না, আবার যখন অভোক্তা নিজেকে দেখিতেছ, তখন ভোক্তা নিজেকে পাইতেছ না। এরূপ হইবার কারণ, এখন তুমি তোমার অসঙ্গ নিজেকে ভাল করিয়া লাভ কর নাই—অসঙ্গত্বে এখনও তোমার সম্যক্ অধিকার আসে নাই। যখন ভোগ কর, তখনও তোমার তলায় অসঙ্গ এই আত্মা থাকেন, ইহা ত সত্য। কিন্তু হইয়া যান—একান্ত অব্যক্ত, অগ্রাহ্য। অর্থাৎ যেন আত্মত্ব বলিয়া বা আত্মা বলিয়া যে কেহ ছিল, সমস্তই যেন ভোগময় হইয়া গেল। ইহাতে আত্মার মাত্র সঙ্গত্বই উপলব্ধ হইল—অসঙ্গত্ব দেখা গেল না। অসঙ্গত্বে যদি গেলে, তবে সেখান হইতে যেমনি ভোগের দিকে লক্ষ্য পড়িল, অমনি যেন অসঙ্গত্ব নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। এরূপ উপলব্ধি হওয়ার কথা নহে। অসঙ্গ আত্মা বলিতে একমাত্র তিনিই লক্ষিত হন; যাঁহা হইতে কেহ বা কোন কিছু প্রকাশ হইবা মাত্র

তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। আত্মা হইতে যাহা জাত হয়, তাহাই আত্মা হইতে স্বতন্ত্র —আত্মা হইতে আত্মা জাত হইলেও দীপ হইতে দীপান্তরবৎ সে আত্মা হইতে সে জাত আত্মা স্বতন্ত্র। এইরূপ নির্লিপ্ততা, এইরূপ অসঙ্গত্ব তোমার হৃদয়ের তলের অসঙ্গ আত্মায় দেখিতে হইবে। তোমার এই ক্ষুদ্র দেহব্রহ্মপুরে, তোমার দহরাকাশে, হৃদয়ে দেখ— আত্মার এই ঈশিত্ব ও জীবত্ব। জ্ঞানস্বরূপ যে অসঙ্গ শিবকে দেখিতে বলিয়াছি—সমগ্র বিশ্ব-জ্ঞানের তলে তলে, সেই অসঙ্গ শিবাত্মা হইতে প্রতি সুখে, প্রতি দুঃখে তুমি সঙ্গময় জীবাত্মা, অনন্তে অনন্তে, ক্রমে ক্রমে, পুনঃ পুনঃ জন্মিতেছ ও মরিতেছ, ইহা বলিয়াছি। এই সুখময় তুমি জাত হইলে, আবার পরক্ষণেই সে সুখময় তুমি মৃত, অব্যক্ত হইয়া, দুঃখময় তুমি জাত হইলে, দুঃখের—দুর্দ্দৈবের প্রেরণায়। ওই ভূতভবিষ্যৎহীন অসঙ্গ শিব তোমার ভূত-ভবিষ্যৎক্রমময় অনুভূতিযজ্ঞের সাক্ষী ও ধর্ত্তা, সকল যজ্ঞফলপ্রেরয়িতা, তিনি তোমার যজ্ঞকর্ম্মফলানুসারে তোমার সুখময় মূর্ত্তির বিনাশ সাধন করিয়া দিয়া, দুঃখময় করিয়া তোমায় করিলেন সঞ্জাত। ওই শিবকে দেখিতে মনে করিলেই তুমি তাই হইয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাও; সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ আত্মতত্ত্বই এক দিকে অসঙ্গ, একান্ত নির্লেপ, প্রেরক, তোমার পরমেশ্বররূপে, অন্য দিকে ভোগ-সঙ্গময় তোমার আকারে অবস্থান করিতেছেন। উনি দেখিতেছেন,—আমি ওই ভোক্তা জীব হইয়া, আমা হইতেই প্রকাশ হইয়াছি ও উহার যজ্ঞফলদাতা, ধর্ত্তা ও সংহর্ত্তারূপে অবস্থান করিয়াও আমি উহাতে লিপ্ত নহি। আমিই ওই জীব, অথচ আমি উহা হইতে একান্ত ভিন্ন, বিন্দুমাত্র উহাতে লিপ্ত নহি। এইরূপে তিনি দুইটি আত্মত্ব বা নিজত্ব দর্শন করেন। জ্ঞানস্বরূপ অসঙ্গ হইলেই ভূমা হন। সুতরাং তিনি এইরূপ একত্ব ও পৃথক্ত্ব দেখিতে সমর্থ হন। কিন্তু ভোগানুপ্রবিষ্ট জীবাত্মা তাহা পারে না। এই জন্য তোমার হৃদয়ে তোমার সুখ-দুঃখময় জন্ম-মরণের তলে ওই তোমার ঈশিত্বময় অসঙ্গ শিবকে দর্শন করিয়া, আপনার অসঙ্গত্ব পরিস্ফুট করিয়া, আত্মার যুগপৎ সঙ্গত্ব ও অসঙ্গত্ব দর্শন করিতে অভ্যস্ত হও। স্বীয় নিজবোধাত্মক আত্মার এই ঈশিত্ব ও জীবত্ব দর্শন করিলেই তুমি আত্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্যে অধিকারী হইবে। তোমার উপাস্য পরমাত্মার এই অসঙ্গত্বপ্রধান একত্ব ও বহুত্বটিতে লক্ষ্য ধীরভাবে রক্ষা করিয়া অসঙ্গত্বকে সম্যক্তায় লইয়া যাইতে থাক। এই তোমার পরমাত্মোপাসনা। এই উপাসনায় তোমার পরমাত্মপদপ্রাপ্তি হইবে, তোমা হইতেই অসংখ্য তুমি জাত হইয়াও তুমি জন্মমৃত্যুহীন, উদয়াস্তবিহীন, নির্লেপ শিবরূপে আপনাকে পাইয়া কৃতার্থ হইবে। আপনার জন্ম-মৃত্যুর স্থল দেখিয়া, জন্ম-মৃত্যু চিরদিনের জন্য পরিহার করিয়া, মৃত্যুঞ্জয়রূপে বিরাজ করিবে। ইহাই তোমার পরমাত্মোপাসনা—ফল অপুনরাবর্ত্তন। কিন্তু এ অপুনরাবর্ত্তন তখনই আসিবে, যখন এই ব্যক্ত পরমেশ্বরের উপাসনার ফলস্বরূপ তিনি তোমার কর্ম্মবীজের অব্যক্ত সংস্থিতিরূপ অব্যক্ত অক্ষরভূমিতে লইয়া গিয়া, তোমায় সর্ব্ববীজের অক্রম দ্রষ্টা করিয়া, তোমার সংস্কাররাশিকে অন্তর্হিত করিবেন। ব্যক্ত

সাক্ষিস্বরূপ পরমেশ্বরউপাসকদিগকে তিনি এইরূপ সহায়তা করেন, অব্যক্ত উপাসক এ সাহায্য পায় না, এ কথা পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। এই জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন,—"অত্র মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" ইহাই আপন আত্মায় পরমাত্মলাভ। ইহার বলেই ঋষিরা যুগপৎ দুই জন, চারি জন, সাত জন, দশ জন, অসংখ্য জন হইয়া বিহার করিতে সক্ষম হইতেন। ইহাই—"যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।"

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

উপাসনতত্ত্বং বিবৃণোতি পত্রমিতি। আত্মতো ভূতবর্গান্তং তাবদেব বস্তুজাতং তত্ত্বজ্ঞানাং পরমাত্মনি সম্যগর্পণযোগ্যং ভবতি, তেষাং সর্ব্বেষামেব পরমাত্মরূপত্বাৎ তদবস্থানাচ্চ। তত উচ্যতে পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং জলং বা মে মহ্যং যো ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি, ভক্ত্যা উপহৃতং প্রদত্তং তৎ পত্রাদি অহম্ অশ্নামি মৎস্বরূপং মদন্নং কৃত্বা অদ্মি, ন তু জীববৎ গৃহ্ণামি, কস্য? প্রযতাত্মনঃ ময়ি পরমাত্মনি প্রকর্ষেণ যত আত্মা যস্য, তথাবিধস্য মদেকাত্মনঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু যে আমায় ভক্তি করিয়া অর্পণ করে, আমাতে সংন্যস্তাত্মা পুরুষের সেই ভক্তিসহকারে উপহৃত দ্রব্য আমি সাদরে গ্রহণ করি।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ আপনার রহস্যময় উভয়লিঙ্গাত্মক প্রকাশ-মহিমা ও তদ্দ্বারা ব্রহ্মত্ব বুঝাইয়া, তাঁহাকে পাইলে তবে জীবের জীবত্ব দূর হয়, ইহা বলিয়া, এইবার ভক্তের ভগবান্ উপাসনাতত্ত্ব বিস্তার করিতেছেন। আত্মতত্ত্ব হইতে ভৌতিক পদার্থ অবধি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দ্বারা পরমাত্মায় সম্যক্‌ভাবে অর্পিত হইতে পারে; কেন না, বিশুদ্ধ আত্মা হইতে আর স্থূল ভূতবর্গ পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি এবং তাঁহাতেই। সুতরাং ভগবদুপাসনার অঙ্গস্বরূপে সমস্তই ব্যবহার্য্য হইতে পারে। তাই বলিতেছেন,—ফল, ফুল, জল, পত্র, যাহা কিছু, সমস্তই ভক্তিসহকারে আমাকে দেওয়া যায়। সভক্তি যদৃচ্ছ পদার্থ অর্পণ, যদি তাহা আমাতে সংযতাত্মা পুরুষ অর্পণ করে, তবে তাহা আমি গ্রহণ করি। আমার উপাসনার প্রধান অঙ্গ ভক্তি—সবিজ্ঞান ভক্তি। মনের তলে যিনি মাত্র অসঙ্গ পুরুষরূপে প্রতিভাত, হৃদয়ের তলে যিনি অসঙ্গ অথচ পরমেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মায় যিনি পরমাত্মভাবে অভিন্নাত্মা, সেই পরম ব্রহ্মপুরুষ আমিই। সুতরাং আমার ভজনা—সে ত সর্ব্বদাই তোমরা করিতেছ। তোমাদিগের সকল কাজেই আমি অর্চ্চিত হইতেছি—শুধু জান না, তাই এ ভক্তির উল্লেখ। তত্ত্বতঃ জানা হইলেই সে জানাটি, সে জ্ঞানটিই ভক্তির আকারে প্রবাহিত হয়—উদ্বেলিত হয়—হৃদয়গ্রন্থির সকল কাঠিন্য বিদূরিত হইয়া, হৃদয় দ্রবময়ী গঙ্গায় পরিণত হয়। কেন না, জানা মানেই বিদিত হওয়া, বেদিত হওয়া

ও নির্ব্বেদ হওয়া—আত্মৈকতায় নির্ব্বেদ হওয়া। সাধারণ ভাবে জানা, তত্ত্বতঃ জানা ও প্রবিষ্ট হওয়া, এ সকল এক জানারই যে বিলোম ক্রমপরম্পরা। তাই আমাকে হৃদয়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত দেখিলেই আমার সম্বেদন ত অহেতুক ভক্তি-প্রবাহের আকারে বহিবেই। সে প্রবাহে অভিস্নাত করাইয়া যে দ্রব্য দিবে, তাহাও যখন আমিই, তখন তাহাও আমাতে একীভূত হইবেই ত। বিদ্রাবিত হইবে দ্রব্যত্ব তার, আমার মমতার দ্রাবণে। মুক্ত হইবে তার সকল গ্রন্থি, আমার মুক্ত প্রাণের গ্রন্থনে। আমার আদরে দরদর তার হৃদয়ে বহিবে ধারা রে; আমার বিধৃতিতে তার স্বসত্তাসংরক্ষণের সকল প্রচেষ্টা মুহূর্ত্তে পড়িবে এলাইয়া; সে শায়িত হইবে, সত্তা হারাইবে, স্বয়ংকে পাইবে আমাতে। রসস্বরূপ আমার রসে সে রসরূপে হবে একীভূত। আমার হবে অশন সে। আমার ভোগেচ্ছাই যে অন্নরূপ বিশ্বাকারে প্রদীপ্ত, আমার ভোগতৃপ্তিই যে পদার্থত্বের মৃত্যু ও পরমপদের পরপ্রকাশ। আমার অন্ন, আমার ভোগ, আমাতেই সে হয় আত্মসাৎ—যেমন তোমাদের অন্ন তোমাদের আয়তনে হয় আয়তনসাৎ। তোমরা আয়তন-জ্ঞানপ্রধান, তাই তোমাদের ভোগ তোমাদের আয়তনে হয় একীভূত। আমি অনায়ত, আত্মময়, তাই আমার ভোগ আমাতে হয় আত্মময়। তাই তোমাদের অর্পিত দ্রব্য আমি আহার করি—শুধু তোমাদের মত গ্রহণ করি না, ব্যবহার করি না—করি আমাময়, আত্মময়—অশ্নামি। গৃহ্ণামি বলিলে আমার তৃপ্তি হয় না—অশ্নামি।

কাহার প্রদত্ত দ্রব্যসম্ভার এমন করিয়া গ্রহণ করি? প্রযতাত্মা পুরুষের। আত্ম-রূপী আমাতে যে আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে সংযত করিয়াছে—তাহার। যে জানিয়াছে যে, সে আমাতেই জাত, স্থিত ও বিলীন হয়, আমাতেই জগৎ ভোগ করে, আমি ভিন্ন তার আপন বলিতে অন্য কিছু নাই, আমিই তার জীবনের একমাত্র উপাস্য, তাহার উপহৃত দ্রব্য আমি এইরূপে গ্রহণ করি। ধন্য সেই পুরুষ—যাহার অধিকারে আসিয়া দ্রব্য-সকল এইরূপে আমাতে অর্পিত হইয়া আমাময় হয়। ধন্য সেই দ্রব্যসম্ভার—যাহা এইরূপ তত্ত্বস্থ ভক্তের সাহচর্য্যে আমায় প্রাপ্ত হয়।

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞৈর্ভগবদুপাসনম্ উক্ত্বা, অধুনা সর্ব্বাণ্যেব কর্ম্মাণি পরমাত্মনি সমর্পয়িতুম্ উপদিশতি যৎ করোষীত্যাদিনা। হে কৌন্তেয়, যতো ময্যর্পিতানি দ্রব্যাণি মদ্রূপাণি ভূত্বা মদন্নানি ভবন্তি, ততস্ত্বং গমন-ভাষণ-দর্শন-শ্রবণাদি যৎ করোষি, অশনীয়ং যৎ অশ্নাসি, অগ্নৌ যৎ হবির্জ্জুহোষি, বিপ্রেভ্যো দরিদ্রেভ্যশ্চ বস্ত্রাদিকং যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি তপশ্চরসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং ময়ি অর্পণং কুরুষ্ব। সত্তা-শক্তি-কর্ত্তৃত্বাদীনি সর্ব্বাণি হি মদীয়ানি, স্বকীয়ানীত্যভিমানাদপহ্রিয়ন্তে জীবৈঃ। তেন হি ব্রহ্মস্বহরণেন সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিস্তে বধ্যন্তে। তেভ্যো বিমোক্ষায় অসঙ্গে ব্রহ্মণি স্বান্তঃস্থে ময়ি সর্ব্ব-কর্ম্মার্পণং কুর্ব্বিতি ভগবদুপদেশঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু তুমি কর, যাহা কিছু তুমি ভোজন কর, যাহা কিছু তুমি যজন কর, যাহা কিছু তুমি দান কর, যাহা কিছু তপস্যা বা প্রচেষ্টা কর, সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর।

যৌগিক অর্থ।—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ দ্রব্যময় যজ্ঞের কথা বলিয়া, এইবার সমগ্র কর্ম্ম অর্পণের কথা বলিতেছেন। প্রযতাত্মা পুরুষ হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম ভগবানেই স্বতঃ সমর্পিত হইয়া যায়। তাহার দ্রব্যই যখন সমর্পিত হইয়া যায়, তখন তাহার কর্ম্মসকলও যে সমর্পিত হইয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তাই ভগবান্ বলিতেছেন,—হে কৌন্তেয়, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তোমার সকল প্রচেষ্টা, সকল কর্ম্ম আমাতেই সমর্পিত কর। হৃদয়ের অনুরক্তি লইয়া যাহা আমাকে দিবে, তাহা ত আমি সবিশেষ প্রীতির সহিত ভোগ করিবই; কিন্তু তোমরা জান না, তোমরা প্রযতাত্মা হও বা না হও, তোমাদিগের সকল কর্ম্মে আমিই সর্ব্বদা তর্পিত হই। এমন একটি ক্রিয়া, একটি চাঞ্চল্য তোমাদিগের নাই—একটি অনুভূতি, একটি চিন্তা তোমাদিগের থাকিতে পারে না, যাহা আমাকে অর্চ্চনা করে না—আমার মুখ চাহিয়া কৃত হয় না। আমার প্রীতির জন্যই তোমাদের সকল প্রিয়বোধ। আমার তৃপ্তির জন্যই তোমাদের যত বিশ্বভোগ। তোমাদের আহার বিহার, শয়ন, স্বপন, জাগরণ, তোমাদের চলা ফেরা, ধরা ছাড়া, যত কর্ম্মে বিচরণ, সে সকল আমারই মুখ চাহিয়া, আমারই তৃপ্তি চাহিয়া। তোমরা ভাব, তোমাদের নিজের মুখ চাহিয়া তোমরা সকল কার্য্য করিতেছ, কিন্তু তোমার মাঝে, তোমার "আমি" আকারে পরিস্ফুট সত্তার ভিতরে উপাদানরূপে আমি রহিয়াছি বিরাজিত। আমার তৃপ্তিকেই তুমি তোমার তৃপ্তি বলিয়া গ্রহণ কর, আমার সত্তাকেই তুমি তোমার সত্তা বলিয়া ভোগ কর, আমার শক্তিকেই তোমরা তোমাদের শক্তি বলিয়া ধারণা কর, আমার কর্ত্তৃত্বকে তোমরা তোমাদের কর্ত্তৃত্ব বলিয়া অভিমান কর। আর এইরূপ ব্রহ্মস্ব হরণ কর বলিয়াই তোমরা কর্ম্মে কর্ম্মে বদ্ধ হও। সেই জন্য আমার এই অসঙ্গ ব্রহ্মত্ব অবগত হইয়া, তোমাদিগের সকল প্রচেষ্টা আমাতে সমর্পণ করিতে থাক।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

কর্ম্মসমর্পণফলমাহ শুভাশুভেতি। এবংপ্রকারেণ কর্ম্মণাং ময়ি সম্যক্ ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ, স এব যোগঃ সন্ন্যাসযোগঃ, তেন সন্ন্যাসযোগেন ময়ি যুক্ত আত্মা যস্য, তথাবিধস্ত্বং, শুভাশুভফলৈঃ শুভঞ্চ অশুভঞ্চ ফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি, তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মপাশৈঃ মোক্ষ্যসে মুক্তিং প্রাপ্স্যসে ইতি নির্গুণাত্মাভ্যুপগমাৎ কর্ম্মবন্ধনমোচনরূপো মোক্ষস্য প্রথমঃ পাদঃ। এবং কর্ম্মবন্ধনৈর্ব্বিমুক্তস্ত্বং মাং ব্রহ্মস্বরূপং পরমাত্মানম্ উপৈষ্যসি আগমিষ্যসি, যস্মিন্ আগতস্য তে আপ্তকামতা অকামতা চ ভবিষ্যত ইতি মুক্তের্দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এইরূপ আমাতে কর্ম্মসমর্পণের ফলে তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে এবং আমাতে সর্ব্বপ্রচেষ্টা-সমর্পণরূপ যোগের দ্বারা যুক্ত হইয়া, বিমুক্ত হইয়াছ বলিয়া আমাতেই উপনীত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—শুভাশুভ-ফলপ্রসূ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির ইহাই উপায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে কর্ম্মসকল আমাতে অর্পণ করিলে শুধু যে বন্ধনমুক্ত হইবে, তাহা নহে। ইহা মুক্তির এক পাদ। মুক্তির অন্য পাদ—ব্রহ্মত্ব লাভ, আপ্তকামত্ব লাভ, পরমাত্মস্থিতি লাভ। যদি কর্ম্মপরিহাররূপ সন্ন্যাস বা ত্যাগ অবলম্বনে বিমুক্ত হইতে, তাহা হইলে মুক্তির ওই প্রথম পাদটি অর্থাৎ বন্ধনমোচনরূপ অসঙ্গত্বময় আত্মসংস্থান-টিতেই অধিকার পাইতে। কিন্তু কর্ম্মময় থাকিয়া, আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সংন্যস্ত করিয়া কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইবে বলিয়া, বন্ধনমুক্ত সেই তুমি আমার ব্রহ্মস্বরূপে, পরমাত্ম-স্বরূপে উপনীত হইবে। তুমি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া বিজ্ঞাত হইবে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯

স্বস্য উভয়লিঙ্গত্বং, তত্ত্ববিদো ভক্তস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চ প্রদর্শয়তি সমোঽহমিতি। অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ একরূপঃ শান্ত-নিরীহ-নির্গুণস্বরূপেণ, সর্ব্বাত্মস্বরূপত্বাৎ মে মম কোঽপি দ্বেষ্যঃ দ্বেষভাজনং নাস্তি, নির্গুণস্বরূপত্বাৎ কোঽপি প্রিয়ো বা নাস্তীত্যুভয়লিঙ্গস্য পরমেশ্বরস্য প্রথমো লিঙ্গো নির্গুণাখ্যঃ। তু কিন্তু যে মাং ভক্ত্যা প্রাণবৃত্ত্যবলম্বনেন ভজন্তি উপাসতে, তে ময়ি তিষ্ঠন্তি, অহমপি তেষু তিষ্ঠামীতি দ্বিতীয়ো লিঙ্গঃ পরমেশ্বরস্য সগুণাখ্যঃ। ননু এতদ্ধি বিপরীতমুক্তং ভগবতা, যৎ 'ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ, ন চ ভূতস্থো মমাত্মা' ইতি। নৈষ দোষঃ, পূর্ব্ববচনয়োরনুপাসকভূতৈকনিষ্ঠত্বাৎ। তত্ত্ববিদো হি ভক্তাঃ স্বাত্মন্যেব পরমেশ্বরমুপলভন্তে, অতস্তেষু ভগবদবস্থানং ন বিরুদ্ধম্ ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি সর্ব্বভূতের পক্ষেই সমান, আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, আমাতে তাহারা এবং তাহাদিগের মাঝেও আমি থাকি।

যৌগিক অর্থ।—উভয়লিঙ্গত্বের পরিচয় ও তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন; তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের সহিত তিনি যে একপ্রাণ, একাত্মা, সেইটি বলিয়া, ভক্তের প্রতি স্বীয় ভালবাসার বর্ণনা করিতেছেন। তিনি সকলকারই আত্মস্বরূপ, সুতরাং তিনি যে সর্ব্বভূতে সমান ভাবে অবস্থিত, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। যিনি সকলেরই আত্মা, তাঁর বিশেষ ভাবে দ্বেষ্যই বা কে, আর প্রিয়ই বা কে। নির্গুণ তত্ত্ব হিসাবে তিনি সমান, শান্ত, নিরীহ ভাবে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। কিন্তু যে তাঁহার ভক্ত, সে তাঁহাতেই অবস্থিত, তিনিও সেই ভক্তেতেই অবস্থিত, ইহা সগুণ পরমেশ্বরতত্ত্ব। এই অধ্যায়ে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, ভূতসকল আমাতে থাকিয়াও আমাতে অবস্থিত

নহে। এখন বলিতেছেন,—ভক্ত আমাতেই অবস্থিত, আমি ভক্তে অবস্থিত। ইহা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বিরুদ্ধ নহে। ভক্ত—তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত, সে ত দেখিবেই যে, সে পরমাত্মার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে। সে ত প্রতি বোধের তলে তলে তোমাকে পাইবে—সে বোধের দাতা, প্রেরয়িতা, ধর্ত্তা বলিয়া। কিন্তু তুমি নিরবলম্ব পরমেশ্বর, তুমি ভক্তে অবস্থিত, এ কথার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সে ভক্ত স্বীয় আত্মাতেই পরমাত্মত্ব লাভ করে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্য এষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্"—যাহাকে ইনি বরণ করেন, সে স্বীয় আত্মাতেই তাঁহাকে লাভ করে, আর এই আত্মাই তাঁর মহতী তনু প্রকাশ করেন, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান এই, যেমন গ্রীষ্মকালে আবদ্ধ গৃহে বসবাস করিলে তাহাতে শ্বসনাদি সাধারণ প্রাণক্রিয়া মাত্র কোনরূপে সম্পাদিত হইলেও উষ্ণতার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, শ্বাসও যেন বদ্ধ হইবার মত হইতে থাকে—গৃহবহিঃস্থ বিপুল স্নিগ্ধ বায়ু-মণ্ডল তাহার বিশেষ উপকারেই আসে না, তেমনিই সাধারণ অনাত্মবোধসম্পন্ন অজ্ঞ জীবের হৃদয়স্থ আত্মা, বদ্ধ বায়ুবৎ তাহার প্রাপ্ত সংস্কারানুসারে শুভাশুভ অর্পণ করেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার পরমাত্মস্বরূপ মহিমময় স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশ পায় না। সেই গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ প্রভৃতি মুক্ত করিয়া দিলে যেমন বাহ্য স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর লহর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, গৃহের বায়ুমণ্ডলকে স্নিগ্ধ শীতল করিয়া তোলে, তেমনিই জীব তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ভগবদ্ভক্তিময় হইলে তাহার হৃদয়স্থ আত্মাই ভূমা পরমাত্মারূপ মহতী তনু প্রকাশ করিয়া, তাহার জীবত্বের বিষয়াধীনতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহাকে ব্রহ্মত্বের আস্বাদে, অসঙ্গত্বের আস্বাদে চর্চ্চিত করিয়া দেখাইয়া দেন যে, তাহার আত্মারূপে স্বয়ং পরমাত্মাই তাহার অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। অথবা পরমাত্মা তাহাতেই অবস্থিত।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০

ভগবদ্ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যম্ উচ্যতে অপি চেদিতি। চেৎ যদি সুদুরাচারঃ নিরতিশয়-জঘন্যাচারোঽপি, অনন্যভাক্—ন অন্যং ভজতীত্যনন্যভাক্, কস্মাদন্যং ন ভজতি? সর্ব্ব-হৃদয়নিবাসাৎ জ্ঞানস্বরূপাৎ— যেন হি রূপরসগন্ধাদীনি বিজানাতি, এবম্ভূতোঽনন্যভজন-শীলঃ সন্ মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বভূতহৃদয়নিবাসং ভজতে, স সাধুরেব মন্তব্যঃ বিজ্ঞাতব্যঃ, হি যতঃ স সম্যক্ যথাযথং ব্যবসিতঃ কৃতাধ্যবসায়ঃ যথাবদধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ। ভগবৎস্মরণেনানন্যভাগ্ভবতি, অনন্যভাগেব সাধুর্ভবতি, সাধুরেব সম্যগ্ব্যবসিতাত্মা ভক্তো ভবতি, ভক্ত এব সদাচারকদাচারাতীতো ভবতীতি ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যং স্বয়মেব ভগবতা প্রপঞ্চিতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যদি অতীব দুরাচারী ব্যক্তিও আমাতে অনন্যানুরক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে। কেন না, সে যথাযথ কৃত-প্রচেষ্ট হইয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—সর্ব্বকলুষনাশন ভক্তির মহিমা বিস্তৃত করিতেছেন। পরম-দেবতার সজীব সত্য আশ্বাসময়ী এ বাণী; ইহার তুলনা নাই। দুষ্কৃতিভারসঙ্কুল দগ্ধ হৃদয়ে পীযূষধারা এমন করিয়া ঢালিতে আর বুঝি দেখি নাই। এ বাণী পঙ্গুকে করে চলনশীল, হতাশের বুকে ঢালে জীবন্ত আশা, অন্ধকারে জ্বালে ত্রিদিবের আলো, ভূলুণ্ঠিতকে তোলে স্বর্গে। সুদুরাচারী পুরুষও যদি আমায় ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়াই জানিবে। কেন? তাহার জীবনগতির দিক্‌নির্ণয় হইয়া গিয়াছে, সে ঠিক দিকে লগ্নদৃষ্টি। ধ্রুবতারায় তার অক্ষিতারকা সংন্যস্ত! ভগবান্‌কে সে আপনার মাঝে বসাইয়াছে, আপনার মাঝে আপনার আত্মার আত্মাকে সে দেখিতে শিখিয়াছে। যদিও তার আচার কলুষে ভরা, তার দুষ্কৃতির অন্ত নাই, যদিও সে এখনও দুষ্ট নষ্ট ভ্রষ্ট সর্ব্বতোভাবে, তবু সে তাহারই মাঝে দেখিতে শিখিয়াছে কলুষ-হরণ দেবতাকে। তাই সে সাধু না হইয়াও সাধু, অসজ্জীবী হইয়াও পরম সৎ, পাতকী হইয়াও পুণ্যবান্! কয়লার মাঝে জন্মাইয়াছে মহামূল্য হীরক, সর্পে উদ্ভূত হইয়াছে মণিখণ্ড! থাক্ না তার যত পাপ-তাপ-কালিমা, থাক্ না তার কলুষ-কার্পণ্য আবর্জ্জনা, সব হইবে দূরীভূত আলোকপ্রজ্বালনে যুগান্তের অন্ধকারের মত মুহূর্ত্তে! আঁধারের ভিতর জ্বলিয়া উঠিয়াছে তার তীক্ষ্ণ চক্ষু, গুরু করিয়াছে চক্ষুদান—প্রাণের ভিতর সে তার প্রাণের চক্ষে চক্ষু মিলাইতে শিখিয়াছে। তার বুকে বহিয়াছে মা বলিয়া অনুরাগ, তপস্যার প্রভাবে নয়—পাতকের দুর্ব্বহ ভারবহনের ক্লমে। সে কাঁদিয়াছে মা বলিয়া, সে কাঁদাইয়াছে তার অধ্যাত্মে যত দেবতাকে, যত সিদ্ধর্ষি ফিরিয়া চাহিয়াছে ক্রন্দনে তার সচকিতে! সে ক্রন্দন ছুটিয়াছে—ছুটিয়াছে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া তার হৃদয়নাথের কুটীরে। জানে না তপস্যা, জানে না সাধনা, জানে না কোন সদাচার, সে জগতে করে ক্রূর পাতকীর তাণ্ডবলীলা; কিন্তু জ্বালা ধরিলেই ছুটিয়া চলে অন্তরের মাঝে ভগবৎস্বীকৃতির প্রবাহে। আহা, আছে—দুরাচারেরও এমন করিয়া আত্মমন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে! তড়িৎ যেমন ধাবিত হইয়া, জগৎ ঘুরিয়া, ফিরিয়া আসে আবার যেখানে সে জাত হইয়াছিল, সেইখানে, যে কোন বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল হইলেই সে বিশ্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে—যেখান হইতে সে জাত হইয়াছিল, সেইখানে—তার জন্মস্থলে ফিরিয়া আসিয়া লুটাইয়া পড়ে মরিয়া। তাই যে কোন বৃত্তি অবলম্বনেই তাঁরই দ্বারে যাওয়া যায়, সকল বৃত্তির জন্মস্থল যে আত্মরূপী সদাশিব। তাই দুরাচারেরও আছে শক্তি, বীর্য্য, অধিকার—ওই পরম-দেবতার পরশে। শিবপূজায় আছে আচণ্ডালের অধিকার। সয়ম্ভু শিবের দ্বারের

দিকে মুখ ফিরাইলেই সে হয় সম্যক্‌ব্যবসিত, ঠিক পথে পরিচালিত, থাক তার শিরে পূজার ফুল বা চৌর্য্য-লুণ্ঠনের পুলিন্দা।

শোন্ বলি। অধ্যাত্মে, কি অধিদৈবে, যে দিক্ দিয়াই দেখিতে যাবি, জ্ঞান-সম্পদ্‌ময়, জ্ঞানশক্তিময়, আত্মবোধময় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও পাইবি না। এ বাহ্য বলিয়া পরিদৃশ্যমান সর্ব্বভূতময় বিশ্বজাল, ইহাও কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি। কিন্তু ইহা মাত্র তোর জ্ঞানের মূর্ত্তি নহে, অসংখ্য আত্মার অসংখ্য জ্ঞানেরও মূর্ত্তি নহে। কেন না, জীব ইহার সৃষ্টি প্রলয় সংসাধনে অক্ষম। অথচ তুই যাহা দেখিস, তাহা তোরই জ্ঞানের মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। তোরা জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধি করিস না—কাঠিন্য, তারল্য, স্থৌল্য, ব্যাপ্তি, আকাশ, দিক্, শক্তিলহর, এ সমস্ত জ্ঞানই তোর অন্তরে মূর্ত্তি ধরিয়া জানাইয়া দেয় তোকে। জ্ঞানই যখন বাহ্যে উপলব্ধ যত কিছুর মূর্ত্তি ধরিতে সক্ষম, তখন বাহ্যে যে বিশ্ব রহিয়াছে, উহাও একজন জ্ঞানময়েরই মূর্ত্তি। জ্ঞানই ভৌতিক পদার্থরূপে বিরাজিত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। জ্ঞান বলিয়া যে জ্ঞানকে পরিচিত হও ভিতরে, সে জ্ঞান এ বাহ্য বিশ্বের নির্ম্মাতা যে নহে, ইহা বলিয়াছি। সুতরাং জ্ঞানময়, আত্মময় এক সর্ব্বজ্ঞ দেবতার এই অসীম অনন্ত বিশ্বরূপ। তিনিও আমারই মত জ্ঞানময়, আমারই মত আত্মময়। আমিও এ বিশ্বরূপের অন্তর্গত; সুতরাং সেই পুরুষ হইতেই জাত, আমি সেই পুরুষেরই অংশ। তাঁর জ্ঞানশক্তির এ বহু জীবাত্মময় বিশ্বরূপের তলে স্থির স্থবির পরমাত্মরূপে তিনি রহিয়াছেন অবস্থিত। তাঁহার স্থূলভূতাকৃতি জ্ঞানায়তনই বিশ্ব। কাজেই তোর স্থূল শরীর তাঁরই স্থূল শরীর, তোর শক্তি তাঁরই শক্তি, তোর ইন্দ্রিয় তাঁরই ইন্দ্রিয়, তোর মনঃপ্রাণ তাঁরই মনঃপ্রাণ, তোর আত্মা তাঁরই আত্মা, তুই তাঁরই, তুইও তিনিই। যখন তুই আপনার মাঝে আত্মবোধে উপনীত হইতে থাকিস, তার অর্থই তুই সেই স্বসম্বেদনময় পরমাত্মার আত্মবোধেই উপনীত হইয়াছিস; যখন তুই স্থূলশরীরী বলিয়া আপনাকে মনে করিস, তখন তুই স্থূল বিশ্বরূপ ভগবানের স্থূল শরীরেই অবস্থিত। কেন না, সেই ভূমা আত্মা হইতেই যত প্রত্যগাত্মা প্রসৃত। সুতরাং তোর ভগবান্ ত অন্বেষ্য নহে—নিত্যপ্রত্যক্ষ। আর সেই জন্যই ভগবৎস্বীকৃতিই আনিয়া দেয় ভগবান্‌কে তোর হৃদয়ে। দৃঢ়প্রত্যয়ে তোর সেই স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে হয় সত্য ভগবান্; অচল, অটল, অপরিণামী, অচ্যুত সত্য নিজবোধাশ্রয় আত্মা; তাই আপনার হৃদয়ের অন্তরে আত্মভূমিই সত্য প্রত্যয়ের প্রকৃত ভূমি। তাই ভগবদাশ্রিত বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলেই সত্যবীর্য্য জাগ্রত হয়, সেই বীর্য্যবলে প্রত্যয়প্রবাহকে প্রবাহিত করিতে হয় সত্যলোকে, সত্যবোধে, আত্মবোধের প্রাণবন্ত দীপ্ত জ্যোতির মণ্ডলে। শুধু স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে সমস্ত। স্বীকার অর্থই স্বায় করা—আপনার করা—আত্মময় করা; আত্মময় হওয়া—সুতরাং অনন্যভাক্ হওয়া।

—কেন না, ভজনা মানেই নিজেকে ভজনীয়তে অনুপ্রবিষ্ট করান। ভাল করিয়া এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম কর,—ভগবান্ বলিলেই হইবি অনন্যভাক্, অনন্যভাক্ হইলেই হইবি সাধু, ব্যবসিতাত্মা, ভক্ত, যাবি সকল আচারের বাহিরে।

চিন্ময় দেবতার চিন্ময় এ বিশ্ববপুতে চিন্ময় তুই অনুপ্রবিষ্ট চিন্ময়ে। কোথায় সে চিরমৃত্যুময় বিশ্বের মাঝে চিরমৃত্যুময় তুই আর! সে ত হইয়াছে অন্তর্হিত চিন্ময়েরই চেতনে, সে ত হইল চিরগুপ্ত তোরই চেতনগহ্বরে। মৃত্যু নাই, তাই দুরাচার নাই; কেন না, মৃত্যুরই বাহক দুরাচার। যখন মৃত্যুও প্রাণ, তখন কোন্ আচার হবে দুরাচার, কোন্ আচার হবে সদাচার! ডাক—শুধু ভগবান্, শুধু নারায়ণ—শুধু বিশ্বযামী বাসুদেব, শুধু—মা।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১

এবম্ অনন্যভাবভজনসামর্থ্যেন স সুদুরাচারঃ স্বকীয়াং সুদুরাচারতাং পরিত্যজ্য ক্ষিপ্রং সত্বরং ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপ্রাণো ভবতি, শশ্বৎ নিত্যমেব শান্তিং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। হে কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি সর্ব্বান্ জনান্ শ্রাবয়িত্বা ত্বং প্রতিজ্ঞাং কুরু—মে মম ভক্তো ন প্রণশ্যতি অব্যক্ততাং নাপ্নোতি, ইহ পরত্র চ স সপ্রকাশো জ্যোতির্ম্ময়ো ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সে পুরুষ শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় ও পদে পদে শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, তুমি অঙ্গীকার কর, আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—মুক্ত প্রাণের মুক্ত বাণী! সংশয় নাই, সঙ্কোচ নাই, আড়ষ্টতা নাই, ভক্তবিহ্বল ভগবান্ ভক্তিবিহ্বল করিয়া তুলিতে তাঁর আত্মা দিয়া গড়া জীবকে, ভক্তিদেবীর ভজনায় আজ বিভোর। ভাষায়, ভাবে, ছন্দে বহিতেছে আজ পতিত-পাবনের তারক তেজ, বিপুল গগনে দিগন্ত ব্যাপিয়া আকাশ-বাণী মুখরিত ওই—ভয়ানাং ভয়ং অভয়ের! তীর্ণ হইল পাতকী যত, পতিত যত, হতাশভাঙ্গা হৃদয় যত পড়িয়াছিল তীরে রে, কণ্টকাকীর্ণ, কঙ্করময়, কর্দ্দমময়, ভীম ভবাব্ধির চরে, সবার জন্য আসিয়াছে কূলে যোজনব্যাপী জলযান! যোজনব্যাপী জলযান রে—যোজন অর্থে যোগ, যোজন অর্থে পরমাত্মা। পরমাত্মাই যোগ—চতুর্ব্যূহব্যাপী যোগ। কেহ রবে না আর পড়িয়া এখানে আঁধারে, শীতে, কুজ্ঝটিকায়, সকলকে ওই ডাকিয়া ডাকিয়া তুলিতেছে তরীতে কর্ণধার! বলিতেছে ওই জীবকে, পৃথক্ দ্রষ্টা, পৃথক্ ভোক্তা, পৃথক্ক্ষেত্র পৃথার সুতে—পার্থে, প্রতিজ্ঞা কর, অঙ্গীকার কর সকলের কানে শুনাইয়া,—'আমার ভক্তের বিনাশ নাই!' ব্যর্থতা নাই, বিফলতা নাই, নাই তাহার বিপন্নতা। জানিলে মাত্র আমাকে তত্ত্বতঃ বা স্বীকৃত—বিদিতমাত্রে আমাকে, ডাকিবা মাত্র আমাকে—রবহীনে বা উচ্চৈঃস্বরে, পরাতে বা বৈখরীতে, ডাকিবামাত্র নামেতে

—তার আত্মাকে করি ধর্ম্মময়, তার প্রাণে বাহিত করি শান্তি—ত্বরিতে তুলিয়া লইয়া যাই তাকে মরণ-জীবনের পরপারে। আমার ভক্তের বিনাশ নাই—আমার ভক্তের নাই অব্যক্ততা—হয় সে স্বয়ং সপ্রকাশ, চিরব্যক্ত, চিরজ্যোতির্ম্ময়, প্রথিত-নামা পার্থ।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥ ৩২

হে পার্থ, অপরঞ্চ শৃণু মদাশ্রয়মাহাত্ম্যং—যেঽপি পাপযোনয়ঃ নিকৃষ্টজন্মানঃ জন্মত এব কলুষস্বভাবসম্পন্নাঃ স্যুঃ ভবেয়ুঃ, তথা স্বভাবত এব জ্ঞানবিহীনাঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ, তেঽপি হি শর্করাপুত্তলীষু শর্করাদর্শনবৎ বিশ্বরূপেণ স্থিতং মাং ব্যপাশ্রিত্য বিশেষেণ আশ্রিত্য পরাম্ উৎকৃষ্টাং গতিং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। কিং পুনঃ পুণ্যা জ্ঞানপাবনা ব্রাহ্মণাঃ, তথা ভক্তা ভক্তিশীলা রাজর্ষয়ঃ রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ, তে তু মাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব, অতস্তেষাং বিষয়ে কিং পুনর্ব্বীমীতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, আমাকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় করিলে, যাহারা পাপযোনিজাত, যাহারা স্ত্রী, যাহারা বৈশ্য, যাহারা শূদ্র, তাহারাও পরা গতি লাভ করে, পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ বা ভক্তিমান্ ক্ষত্রিয় রাজর্ষিদিগের কথা আর কি বলিব ?

যৌগিক অর্থ।—হউক পাপযোনিজাত, হউক শূদ্র, হউক বৈশ্য, হউক স্ত্রী, ভাবিতে হইবে না—ভাবিতে হইবে না কাহাকেও। শোন্ রে তোরা বাণী তাঁর, যিনি সত্য অভয়, হৃদয়ে তোদের আত্মারূপে অধিষ্ঠিত, যে সত্য অভয় বাহিরে তোদের বিশ্বরূপে পরিচিত। আমাকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় করিলে সকলে পাবি পরা গতি, সকলে পাবি আমার লোক। আমার আশ্রয়ে সকলেই ত রহিয়াছিস্ এবং সকলের জন্য মঙ্গলময় বিধান রচনা করিয়া, তোদের ক্রমমুক্তির উপায় আমি করিয়াই ত রাখিয়াছি। কিন্তু তোরা ত তাহা জানিস্ না—জানিয়াও হয় ত জানিস্ না। আমার অচিৎপ্রকাশে লুব্ধ হইয়া, নামে রূপে আছিস্ প্রমত্ত। কিসে গড়া, কাহার গড়া এ অনন্ত বিশ্বজাল, কিসে গড়া, কাহার গড়া তোরা—তোদের অস্তিত্ব তলাইয়া ত দেখিস না। চিনির পুত্তলী লইয়া যেমন শিশুরা মত্ত থাকে রূপে—চিনিতে নয়—গঠনে, তেমনই তোরা ত প্রমত্ত। যদি শুধু ওইটুকু দেখিস, রূপের তলে তলাইয়া শুধু যদি চিনির পুত্তলী দেখিস তোরা, পুত্তলী না দেখিয়া, শুধু যদি চিন্ময়ের এ চিন্ময় বিশ্ব, এইটুকু করিস ধারণা—এইটুকু আনিস স্বীকৃতিতে, এইটুকুর দিস প্রতিষ্ঠা, তবেই হইবে আমাকে তোদের বিশেষ ভাবে আশ্রয় করা, বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি। সেই স্বীকৃতি দেখাইয়া দিবে আত্মস্বরূপ অমৃত ; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, যে হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। জ্ঞানপুণ্য ব্রাহ্মণ বা ভক্তিপুণ্য ক্ষত্রিয়, তাহাদের ত কথাই নাই, আপামর পাবে আমাকে পার্থ, এ বাণী আমার ভুলিও না।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩

যতো মদাশ্রিতানাং মষ্যেব গতিরবশ্যম্ভাবিনী, অতোঽনিত্যং অসুখম্ ইমং লোকং প্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং নিত্যসুখস্বরূপং ভজস্ব উপাসস্ব মম বিশ্বরূপাবলম্বনেনেত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই অনিত্য, অসুখ লোক পাইয়া আমায় ভজনা কর।

যৌগিক অর্থ।—চারি ধারে অগ্ন্যুদ্গম, চারি ধারে ভুমিকম্প, এ তীরে কেন, এ কূলে কেন আর থাকা? জ্বালার মাঝে, তাপের মাঝে, ত্রাহি ত্রাহি এ ছুটাছুটির মাঝে মত্ত থাকিবি আর কত প্রিয়, তৃষ্ণায় কাতর প্রাণটি ধরিয়া হৃদয়ে? এ অনিত্য মূর্ত্তি আমার, ধরিয়াছি আমি নিত্যমূর্ত্ত ভগবান্। এ অসুখমূর্ত্তি আমার, ধরিয়াছি আমি চিরসুখময় ভূমাত্মা। ঋতেরই এ অনৃতমূর্ত্তি, নিত্যেরই এ অনিত্যমূর্ত্তি, সুখস্বরূপেরই দুঃখমূর্ত্তি। আহা—ওরে ঋতের কাঙ্গাল, নিত্যের কাঙ্গাল, সুখের কাঙ্গাল জীব আমার, আমার বলিয়া, চিন্ময় বলিয়া, গুরুর নির্দ্দেশে অনিত্যে দেখ নিত্যকে, অসুখে দেখ সুখকে, উহাই আমার ভজনা। আবার বলি, স্মরণে রাখ, কোথাও কোন জ্ঞানক্রিয়া নাই, যাহার তলে নাই আত্মবোধ, কোথাও কোন জ্ঞান নাই, যাহার তলে নাই আত্মা। আমি আত্মা—তাই আছি আমি এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুর তলে তলে, প্রতি জ্ঞানের মূলে মূলে। আমি পরমাত্মা বিশ্বভূ—আমিই অণু আত্মা অনুভূ সে বিশ্বের। যেখানে দেখি—আমিই সব, সেইখানে আমি ভূতিশক্তিরূপে প্রকটিত, যেথায় দেখি—বাহিরে সব, সেইখানে আমি অনুভূতিশক্তিরূপে লীলায়িত। যেথায় সব দেখিয়াও কিছু দেখি না, সেথায় আমি পরমাত্মা—সর্ব্বভোলা সদাশিব। ভূমাতে আত্মশক্তি ভূতি, অণুতে আত্মশক্তি অনুভূতি। বাহিরে আত্মার হওয়া বিশ্ব—অন্তরে আত্মায় পাওয়া বিশ্ব, আত্মা ভিন্ন বিশ্ব কোথাও নাই রে! বাহিরে ভিতরে আমাকেই তোরা দর্শন কর—আমারই ধরা বিশ্বরূপ, আর অনিত্য বিশ্ব থাকিবে না, আর অসুখ বিশ্ব ফুটিবে না। অনুভূতি—তাই অনিত্য, তাই বিনাশ, অনিত্য—তাই অসুখ। বিশ্বব্যাপী আত্মা দেখ, বিশ্ব হইবে সম্ভূতিময় বিশ্বরূপ—সম্ভূতি হইলেই নিত্য, নিত্য হইলেই সুখ। সম্ভূতিময় বিশ্ব মানে—সম্ভূতিবোধশক্তিময় পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ। আমার ভজনা করার অর্থই নিত্য করা, সুখময় করা, জীবন্ত করা—অনুভূতির বিশ্বকে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৩৪

ভজনপ্রকারমাহ মন্মনা ইতি। ময়ি মনো যস্য স মন্মনাঃ, ত্বং তাদৃশো ভব, ময়ি মনঃ সমাধৎস্ব, ইন্দ্রিয়োপাত্তবিষয়রূপেণ মামেব সর্ব্বতঃ পশ্য ইত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র মাং পশ্যন্ মদ্‌ভক্তো ময়ি অনুরাগবান্ ভব, হার্দ্দেনানুরাগেণ সর্ব্বতো মাম্ পরিবেষ্টয়। ময়ি ভক্তিমান্ সন্ মদ্‌যাজী ভব, ভাবেন কর্ম্মণা দ্রব্যেণ চ মম যজনপরায়ণো ভব। ততো মাং নমস্কুরু কায়েন, মনসা, হৃদয়েন ময়ি সমর্পিতাত্মা ভব। এবং দর্শনানুরাগ-

যজনাত্মসমর্পণৈর্ম্মৎপরায়ণঃ অহমেব পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যস্য, তথাবিধঃ সন্ আত্মানং নিজবোধরূপং ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব নিত্যসুখরূপং পরমেশ্বরম্ এষ্যসি আগমিষ্যসি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মন্মনা হও, আমার ভক্ত হও, আমার যজনা কর, আমাতে নত হও। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া, আমাতে নিজেকে যুক্ত করিয়া আমাকে লাভ করিবে।

যৌগিক অর্থ।—ভক্তিমহিমা বিস্তার করিয়া, পূর্ব্বশ্লোকে স্থূলতঃ ভজনা করিবার কথা উপদেশ করিয়াছেন। এখানে ভজনার ক্রমগুলি দেখাইতেছেন। কি সাধ রে, কত সাধ তাঁর বুকে, তোমায় বুকে তুলিয়া লইতে জীব! ভগবানের এ কি সাধনা জীবোদ্ধারের কামনায়। এ কি গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ—স্নেহের আবেগউথলে। মন্মনা ভব—আমাতে মন দাও। জ্ঞান যেখানে সমগ্র ইন্দ্রিয়বাহিত বস্তুর সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং সঙ্কল্প বিকল্প করে, সেই জ্ঞানাংশের নাম মন। আমাতে মন দাও বলিয়া তিনি বলিলেন,—যে দিক্ হইতে যে বিষয়ই আসুক, সেই সেই বিষয়ে বিষয়ে আমাকে দর্শন কর। নতুবা অন্যকে মন দেওয়া হইবে। আমার ভক্ত হও—অনুরক্তি আমাতে দাও। অনুরক্তির আধার হৃদয়, ভক্ত হও বলিয়া তিনি হৃদয়গ্রন্থি অর্পণের কথা বলিলেন; হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া তাঁহাকে বাঁধিতে বলিলেন। হৃদয় দিয়া অর্চ্চনার লক্ষণই অর্চ্চিতে যজ্ঞময় হওয়া—ভাব দিয়া, কর্ম্ম দিয়া, দ্রব্য দিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকা। কেন না, ভাবের পরিণতিই কর্ম্ম। ইহাই যজন—যজ্ঞ; ইহাই মদ্‌যাজী হওয়া। তাই বলিলেন, মদ্‌যাজী হও। মাং নমস্কুরু, আমায় নমস্কার কর। নমস্কার করা, নমিত হওয়া একই কথা। সে নমস্কার কায়িক মাত্র নহে—কায়িক, মানসিক, হার্দ্দ; কায়মনঃপ্রাণে আমাতে নত হও—আমাতে সমর্পিত হও। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হও। আমি যার পরম অয়ন বা গতি, সেই মৎপরায়ণ। ভগবানে সমর্পিতমনঃপ্রাণ হইলে তবে ভগবৎপরায়ণ হওয়া হয়। এইরূপে ভগবৎপরায়ণ হইলে তবে তাঁহাতে আত্মার দ্বারা যুক্ত হওয়া যায়। নিজে অহর্নিশ ভগবদ্‌যুক্ত তখনই হইতে পারে, যখন সর্ব্বতোভাবে তার মনঃপ্রাণের গতি 'আমি তোমারই' এই ভাবে তন্মুখে ধাবিত হয়। নতুবা মাত্র মন নিরোধ হইলেই আত্মস্থ হওয়া যায় না, আত্মবুদ্ধিস্থ হওয়া যাইতে পারে। আত্মার দ্বারা যুক্ত হইলে তবে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য উপায় নাই।

দুর্ব্বিনীত শিশুকে যেমন মা মিষ্টভাবে স্নেহাদরে অভিষিক্ত করিতে করিতে সদুপদেশ দেয়—শান্ত হইতে, ধীর হইতে, বিনীত হইতে, ভগবান্‌ও সেইরূপ স্বীয় ব্রহ্মত্বের উপদেশ দিয়া, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, সে বিজ্ঞানের প্রথম ফল মুক্তি, শেষ পরিণতি ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া, তার পর আপনার জীবপ্রীতি স্নেহপূর্ণ উপদেশ আকারে প্রকাশ করিলেন।

দুইটি কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব। একটি কথা, অধ্যাত্মভাবে তাঁহার তত্ত্ব

উপলব্ধি করিতে করিতে আমরা তাঁহার অধিদৈব ভাবের আলোচনায় কেন প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, অধ্যাত্মে যাহা উপলব্ধি করিবে, অধিদৈবেও তাহাই পাইতে হইবে। অধ্যাত্মেও যাহা, অধিদৈবেও তাহাই; দুই দিক্ দিয়া তাঁহাকে না পাইলে পাওয়া সম্যক্ হয় না। আত্মাকে সর্ব্বভূতাত্মারূপে না দেখা পর্য্যন্ত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। ভগবান্‌ও সেই জন্য সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিভূতিযোগরূপে আপনার দৈব প্রকাশ উল্লেখ করিয়াছেন। অধিদৈব প্রকাশে তাঁহার উপলব্ধি হইলে, তবে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকার জীব লাভ করে।

দ্বিতীয় কথা—ভক্তি। ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিতে ভগবান্ মুক্তপ্রাণে আপামর সাধারণের পরাগতি লাভের কথা বলিলেন। স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, পাপযোনি, যে কেহ অনন্যভক্তি হইয়া তাঁহার ভজনা করিবে, সেই তাঁহাকে লাভ করিবে, ইহাই যখন ভগবদ্‌বাণী, তখন আশঙ্কা করা যাইতে পারে, তবে এ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীবিভাগের আবশ্যকতা কি, ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাদি হইতে বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব আছে। প্রথম, যেমন রেলপথের যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ প্রথম শ্রেণীতে বিলাসীর মত যায়, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীতে নির্য্যাতন ভোগ করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়; পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও পুণ্যবান্ শূদ্রের গতির তারতম্য এইরূপ। উভয়েই একই সময়ে একই গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবে সত্য, কিন্তু একজনের যাত্রা সুখসম্ভোগময়, অন্যের নির্য্যাতনময়। দ্বিতীয়, ভক্তিমান্ শূদ্র গতি লাভ করিবে সত্য, কিন্তু অন্যকে গতিযুক্ত করিতে, বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে না। কেন না, তাহার তত্ত্বপ্রকাশ সে নিজে উপলব্ধি করিতে পারিলেও অন্যের চক্ষু মুক্ত করিয়া দিবার মত অধিকার সে কদাচিৎ পাইতে পারিবে। অসদাচারত্বের প্রতিবন্ধক ইহার কারণ। কিন্তু ভক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্যকে এইরূপ সহায়তা দান স্বতঃসিদ্ধ। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মময়তাই ইহার কারণ। তৃতীয় কথা, ভক্ত ব্রাহ্মণাদি সুনিশ্চিত সেই জন্য তাঁহাকে লাভ করিবে, কিন্তু ভক্ত শূদ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া তবে তাঁহাকে লাভ করিবে, এইরূপ ভগবদুক্তি থাকায় স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, সেই শূদ্র যদি ধর্ম্মাত্মা হইতে অবসর পায়, তাহা হইলে হয় ত সে সেই জন্মেই ভগবান্‌কে লাভ করিবে, নতুবা তাহাকে জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হইবে। "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা" এইরূপ উক্তি থাকায় ইহাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহার দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগের অসারতা প্রতিপন্ন হয় না, বরং সারবত্তাই লক্ষিত হয়।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

দশম অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

ন চেদং পরমং জ্ঞানমুচ্যতে, যৎ বিশ্বেষামন্তঃস্থো ভগবানিতি। কিং তর্হি পরমং জ্ঞানং? মূর্ত্তো হি ভগবান্ বিশ্বরূপেণ প্রত্যক্ষ ইতি। দশমেঽস্মিন্নধ্যায়ে তস্যৈবোপদেশ উদ্দিষ্টঃ। কিন্তু দেবা ঋষয়োঽপি নৈতৎ সর্ব্বদা ধারয়িতুং শক্নুবন্তি, কিমুতাল্পশক্তয়ো মনুষ্যাঃ। অতো যেষু যেষু ভগবদ্বিভূতেরাধিক্যং, তেষু তেষু ভাবেষু ভগবাননুস্মর্ত্তব্য ইতি দশমাধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে। হে মহাবাহো, সুসূক্ষ্মাদাত্মতত্ত্বাৎ ভূতমাত্রাবধি সর্ব্বত্রাবস্থিতং ভগবচ্চরণারবিন্দম্ আদাতুং ক্ষমৌ মহান্তৌ জ্ঞানবাহূ যস্য, তথাবিধ হে অর্জ্জুন! ভূয়ঃ পুনরেব মে মম পরমং আত্মোপদেশময়ত্বাৎ উৎকৃষ্টম্ বচঃ শৃণু, যদহং তব হিতকাম্যয়া মঙ্গলেচ্ছয়া, মদ্বচনামৃতপানাৎ প্রীয়মাণায় প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং বক্ষ্যামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহো! তুমি আমার বাক্য শুনিয়া প্রীতি অনুভব করিতেছ, সুতরাং তোমার মঙ্গলেচ্ছা করিয়া পুনরায় যে পরম উপদেশ দিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

যৌগিক অর্থ।—ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধি যত ক্ষণ ভগবান্‌কে চাক্ষুষ সত্যাকারে বিশ্বরূপে ফুটাইয়া না তোলে, স্থূল বিশ্ব দেখিতে গিয়া, যত ক্ষণ না বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরূপ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ইহা জীবের জ্ঞানচক্ষে প্রতিভাত হয়, তত ক্ষণ তত্ত্বোপলব্ধি সম্যক্ ভাবে হয় না, ইহা বুঝিতে হইবে। তত ক্ষণ জীব ব্রাহ্মণ হয় না, তত ক্ষণ জীব ব্রাহ্মী স্থিতি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে পারে না। সূর্য্যে, চন্দ্রে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে, অনলে, জীবে, বৃক্ষে, ধূলিকণায়, এ সকলের মধ্যেও ভগবান্ রহিয়াছেন; এরূপ ভগবদ্জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নহে; ভগবান্‌ই এই সমস্ত মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, দৃষ্টি এত দূর বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ দর্শনের উপদেশ দেওয়াই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সঙ্কীর্ণ চক্ষু জীব সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে এ ভাবে ধারণা করিতে পারে না; ঋষিরা দেবতারা পর্য্যন্ত সেরূপ ধারণায় অক্ষম। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ ভাবে তাঁহার বিভূতি যেখানে প্রকটিত, সেইগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায় সূচিত করিয়াই ভগবান্ অর্জ্জুনকে 'মহাবাহু' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব হইতে স্থূলাদপি স্থূল জড়প্রকাশ পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টির বাহু বিস্তার করিয়া ভগবৎপাদ স্পর্শ করিতে

হইবে, সেই জন্যই এই 'মহাবাহু' সম্বোধন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ত্বের অনুযোগ, শ্রেয়ত্বেরও নির্দ্দেশ। এমন কথা বলিতেছি, যাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ অথচ সে শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে গুরু কর্ত্তব্য পালনের কঠোরতা তোমায় ভোগ করিতে হইবে না, প্রীতির সহিত, রুচির সহিত, আনন্দের সহিত তুমি তাহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। সে হিত পালনে শ্রম নাই—তৃপ্তি আছে, সংযম-কাঠিন্য নাই—উল্লাস-লালিত্য আছে, তপস্যা নাই—অনুরক্তি আছে, কর্ম্ম নাই—সম্ভোগ আছে। 'প্রীয়মাণায়,' 'হিতকাম্যয়া' শব্দ দুইটির ব্যবহার এই ভাবেরই জ্ঞাপক। আমার এই উপদেশ একাধারে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২

বিভূতিং বিবক্ষুরাদৌ ভগবৎপ্রভবস্য দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং তৎকারণঞ্চ কথয়তি ন মে বিদুরিতি। ন সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ, নাপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো মে মম প্রভবং প্রভবনং বিভূতরূপেণ জীবজগদ্রূপেণ চ উৎপত্তিং ন বিদুর্জ্জানন্তি। নন্‌ ব্রহ্মাদয়ো দেবা মহর্ষয়শ্চ ভগবতো নিরতিশয়সান্নিধ্যমুপগতাঃ, তৎ কথং তে ন বিদুরিত্যত আহ হি যস্মাদহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ আদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈরেব প্রকারেণ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমার প্রভব দেবতাগণ বা মহর্ষিগণ কেহই অবগত নহে। কেন না, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণেরও সর্ব্বতোভাবে আদি।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্‌ তাঁহার বিভূতিরূপ প্রভব-সকলের বর্ণনা করিবেন বলিয়া, প্রথমেই তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন ও কেন দুর্জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছেন। প্রভব বলিতে তাঁহার বিভূতিরূপে উৎপত্তির কথা অথবা জ্ঞানময় হইয়াও তাঁহার জীব ও অচিৎ ভূতরূপে প্রকটিত হওয়ার কথাই বলিতেছেন বুঝিতে হইবে। কেন না, পরে বিভূতির কথাই বলা হইয়াছে। বিভূতি বলিতে যাহা তিনি বিশেষ ভাবে হইয়াছেন, তাহাই বুঝায়। তিনি বলিতেছেন, আমার প্রভব ব্রহ্মাদি দেবতা বা ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু আদি মহর্ষিরা কেহই জানেন না। দেবতা ও মহর্ষিদিগের পরমতত্ত্বসান্নিকর্ষ্য অন্য জীব অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাঁহাদিগের জানাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভব। কিন্তু তবু তাঁহারাও জানেন না; কেন না, তিনি দেবতা ও মহর্ষি-সকলেরও আদি। কার্য্য যেমন স্বীয় কারণকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে না, তেমনই তিনি দেবতা ও মহর্ষিদিগেরও আদি বলিয়া, দেবতা ও মহর্ষিরাও তাঁহাকে সম্যক্‌ জানিতে পারেন না। এ ভাবে স্বীয় আদিত্ব উল্লেখ করিবার কারণ পরে বলিতেছেন।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩

স্বস্য অজত্বম্‌ অনাদিত্বঞ্চ বিবক্ষুঃ দ্বিতীয়ে শ্লোকে দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ অহম্‌ আদিরিত্যুক্তং। অত্র ভগবতোঽজত্বাদিকং, তত্তদ্রূপেণ ভগবদুপলব্ধিফলঞ্চ কথয়তি য ইতি।

যতোঽহং দেবানাং ঋষীণাঞ্চ আদিঃ, মদাদিরন্যো ন বিদ্যতে, অতোঽহমনাদিঃ, অজশ্চ অনাদিত্বেন হেতুনা। অজত্বম্ অনাদিত্বঞ্চ সর্ব্বাত্মত্বং গময়তঃ, সর্ব্বাত্মত্বে সতি লোকমহেশ্বরত্বম্ উপপদ্যতে, সর্ব্বভূতেষু মহেশ্বরং পশ্যন্ অসংমূঢ়ো ভবতি, অসংমূঢ়ো মর্ত্ত্যদর্শনজৈঃ সংস্কারৈঃ প্রমুচ্যতে ইত্যাহ ভগবান্—যো মাম্ আত্মানম্ অজম্ অনাদিং লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তমীশ্বরঞ্চ বেত্তি জানাতি, স তেন জ্ঞানবলেন মর্ত্ত্যেষু মর্ত্ত্যদর্শনোৎপন্নেষু সংস্কারেষু অসংমূঢ়ঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ আত্মাতিরিক্তং সর্ব্বদর্শনমেব পাপম্ ইতি সর্ব্বপাপৈঃ, তৈঃ প্রমুচ্যতে মুক্তো ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে আমাকে অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া অবগত হয়, সে মর্ত্ত্য বিষয়ে অসংমূঢ় হইয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে তিনি নিজেকে ঋষি ও দেবতাদিগেরও আদি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার অজত্ব ও অনাদিত্ব বলিবার জন্য। তিনি প্রজাপতি, দেবতা ও ঋষিদিগেরও আদি; সুতরাং অনাদি এবং অনাদি—সুতরাং অজ। তাঁহা হইতে সমস্ত জাত হইয়াছে, সুতরাং তিনি অজ। জ্ঞানস্বরূপের এই অজত্ব ও অনাদিত্ব তাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব উপলব্ধি করাইয়া দেয়। এবং সর্ব্বাত্মত্ব উপলব্ধি হইলেই তাঁহার লোকমহেশ্বরত্ব জানা যায়। সুতরাং সর্ব্বভূতেই জ্ঞানস্বরূপ মহেশ্বর, ইহা দেখিয়া জীব অসংমূঢ় হয়। মর্ত্ত্যদর্শন, মৃত্যুশীলতা দর্শনই সংমূঢ়তা। সুতরাং অসংমূঢ় হইলেই মর্ত্ত্যে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। মর্ত্ত্যে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, এ কথার অর্থ—মর্ত্ত্যদর্শনজাত যত কিছু সংস্কার আছে, সেই সমস্ত বদ্ধ সংস্কার বিদূরিত হয়।

পূর্ব্বশ্লোকে আমাকে কেহ জানে না বলিয়া ভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন; এ শ্লোকে বলিলেন,—অনাদি ও অজ আমাকে যে লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে, সে-ই সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া আশঙ্কা করিও না। পূর্ব্বশ্লোকে যে জানার কথা বলিয়াছেন, সে সম্যক্ জানা, তাঁহার সমস্ত প্রভবকে জানা। তাঁহাকে সমগ্র ভাবে কেহ কখনও জানিতে পারে না। কেন না, জানা সম্যক্রূপে হইতে গেলেই উহা আত্মতত্ত্বে গিয়া উপনীত হয় এবং সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত তখন জীবত্ব অন্তর্হিত হইতে থাকে। যে জানিবে, সে যায় ফুরাইয়া নির্ব্বাণে—যিনি বেত্তা, তাঁহাতে। সুতরাং তাঁহাকে জানিবে কে? এই অজ অনাদি আত্মাই যে সর্ব্বলোকমহেশ্বর, এই বিজ্ঞানটি জানার কথা দ্বিতীয় শ্লোকে বলিলেন।

বাহিরে যে বিশ্ব আমরা দেখি, ইহা যে সত্য সত্য বিশ্বেশ্বরেরই স্থূল মূর্ত্তি, এই উপলব্ধির সম্যক্ প্রকাশই অবাধ ভগবান্কে দেখাইয়া দেয়। এ উপলব্ধি হইতে থাকিলে তবেই পরমা অহৈতুকী ভক্তি উৎসারিত হইতে থাকে। নতুবা প্রজ্ঞামাত্রায় উপলব্ধি করিয়া, ভৌতিক বিশ্বপ্রকাশটি যদি প্রজ্ঞাবহির্ভূত আবরণবৎ থাকে, তবে সর্ব্বলোকমহেশ্বরত্ব সম্যক্ উদয় হয় নাই বুঝিতে হইবে। কেন না, জড় তত্ত্ব তখনও সে সাধকের

কাছে মৃত জড়বৎই প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেই উপলব্ধি লক্ষ্য করিয়াই বিভূতিযোগ বর্ণনা ও অজ, অনাদি, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে লোকমহেশ্বর বলিয়া দেখিবার কথা ভগবান্ বলিলেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ৫

বিস্তরেণ বিভূতয়ঃ পুরস্তাদ্‌বক্তব্যাঃ। ইহ তু সংক্ষেপেণ বিবক্ষুরধ্যাত্মাধিদৈবভেদেনাদৌ অধ্যাত্মবিষয়িণীং বিভূতিং কথয়তি বুদ্ধিরিতি। অত্রেদং প্রণিধেয়ম্—কিমর্থং বিভূতয়ো বাচ্যাঃ? অস্মাদেবান্তঃস্থাদ্‌ব্রহ্মণঃ স্বাত্মরূপাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং যৎ কিঞ্চাধ্যাত্মম্ অধিদৈবম্ ইতি তেষু তেষু স্বাত্মভাবভোক্তৃত্বপ্রতিষ্ঠয়া স্বাত্মনঃ স্বল্পতাপরিহারপূর্ব্বক-ব্রহ্মৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যর্থং। অতস্তাবত্য এব বিভূতয়ো বক্ষ্যমাণপ্রকারাঃ স্বাত্মনো, নতু অন্যস্য কস্যচিদাত্মন ইতি বোধ্যব্যম্। তমনুস্থত্যৈব অধ্যাত্মবিভূতিপ্রখ্যাপনেনাত্মনো মহেশ্বরত্বং কথয়তি। বুদ্ধিঃ সূক্ষ্মাদ্যর্থাবধারণশক্তিঃ, জ্ঞানম্ আত্মবোধশক্তিঃ, অসম্মোহো দীপ্তপ্রজ্ঞতা, ক্ষমা আহতস্য প্রত্যাহননানিচ্ছা, সত্যং যথার্থানুবর্ত্তনং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমঃ অন্তঃকরণসংযমঃ, সুখম্ আমোদঃ, দুঃখং সন্তাপঃ, ভব উৎপত্তিঃ, অভাবঃ অনুৎপত্তিঃ, ভয়ং ভীতিঃ, অভয়ং নিঃশঙ্কচিত্ততা, অহিংসা প্রাণিনামপীড়নং, সমতা সমদৃষ্টিঃ, তুষ্টিঃ যথাপ্রাপ্তেন সন্তোষঃ, তপঃ অভিলষিতপ্রাপ্ত্যর্থং সংযমপূর্ব্বিকা প্রচেষ্টা, দানং যথাশক্তি বস্তুত্যাগঃ, যশঃ কীর্ত্তিঃ, অযশঃ অকীর্ত্তিঃ, ইত্যেতে পৃথগ্‌বিধা ভূতানাং প্রাণিনাং ভাবা বুদ্ধ্যাদয়ো মত্তঃ পরমেশ্বরাদাত্মত এব ভবন্তি উৎপদ্যন্তে। অতস্তে তব আত্মন এব বিভূতিপ্রকাশাঃ পৃথক্‌পৃথগিতি পশ্য।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, অন্তঃকরণ-সংযম, সুখ দুঃখ, ভাবাভাব, ভয়াভয়, অহিংসা, সমদৃষ্টি, তুষ্টি, তপস্যা, দান, যশ, অপযশ, ভূতবৃন্দের এই ভাবসকল আমা হইতেই পৃথক্ পৃথকরূপে জাত হইয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—বিস্তারিত ভাবে বিভূতি-সকল বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিভূতি বর্ণনা করিতে, অধ্যাত্ম বিভূতি ও অধিদৈব-বিভূতি, এই দুই বিভাগ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই তোমার অন্তরস্থ আত্মরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতেই জাত হইয়াছে অধ্যাত্ম ও অধিদৈব যত কিছু। বিভূতি বর্ণনার উদ্দেশ্য,—আত্মরূপী ব্রহ্মের বিস্তার দেখাইয়া, তোমার আত্মাই যে বিভূতিময়, তোমার আত্মাই অধ্যাত্মে অধিদৈবে বিস্তৃত এবং সেই তুমি অধ্যাত্ম অধিদৈব সমস্তের ভোক্তা হইতে পার, এইটিতে লক্ষ্য ফিরান। এ কথাটি ভুলিও না। অধ্যাত্মে আত্মস্বরূপ দর্শনের পর, অধিদৈবে সমস্তই যে সেই আত্মারই বিভূতি, ইহা জানার অর্থ ই জীবের সঙ্কীর্ণ সত্তাবোধ মুছিয়া দিয়া, তাহাকে ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা করিবার পথে লইয়া যাওয়া—আত্মার ভূমা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করা। প্রথমে

অধ্যাত্মবিভূতি বর্ণনা করিয়া, অধ্যাত্মে আত্মার মহেশ্বরত্ব বলিতেছেন। বুদ্ধি—সর্ব্ববোধ-শক্তি, জ্ঞান—আত্মবোধশক্তি, অসংমোহ—দীপ্তপ্রজ্ঞতা, ক্ষমা—ঘাত প্রাপ্ত হইয়াও প্রতিঘাত দিবার অনিচ্ছা, সত্য—যথার্থানুবর্ত্তন, দম—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম, শম—অন্তঃসংযম, এই সমস্ত এবং সুখ দুঃখ, ভাব অভাব, ভয় অভয়, এই সমস্ত ; এবং অহিংসা, সমদৃষ্টি, তুষ্টি, তপ বা সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা, দান, যশ, অপযশ, এই সমস্ত ; ভূতসকলের এই সমস্ত ভাব আত্মা হইতেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং এ সকল তোমার আত্মারই পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি বলিয়া দর্শন কর। আমিই ওই সকল আকার পরিগ্রহণ করিয়া তোমাদিগের অন্তরে প্রকাশিত।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬

পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে অধ্যাত্মবিভূতয়ঃ প্রোক্তাঃ। অস্মিংস্তু সংক্ষেপেণাধিদৈববিভূতয়ঃ প্রোচ্যন্তে মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদ্যাঃ, পূর্ব্বে তেভ্যোঽপি পূর্ব্বকালোৎপন্নাশ্চত্বারঃ সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমারাঃ, তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়শ্চতুর্দ্দশ, এতে মদ্ভাবা মম ভাবো যেষু তে মদ্‌ভাবা মম প্রভাবসম্পন্নাঃ, মানসা জাতা মম মনসঃ সমুৎপন্নাঃ, অস্মিন্ লোকে ইমাঃ প্রবর্দ্ধমানা ব্রাহ্মণাদ্যা মনুষ্যা যেষাং মহর্ষীণাং মনূনাঞ্চ প্রজাঃ। মদ্রূপাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ মহর্ষয়ো মনবশ্চ প্রভবন্তি, মহর্ষিভ্যো মনুভ্যশ্চ সর্ব্বাঃ প্রজা ইতি জীবপ্রপঞ্চো মমৈব বিভূতিরিত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভৃগু আদি সপ্ত মহর্ষি, সনকাদি চারি জন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু, এই লোকে সকলেই যাঁহাদিগের প্রজা বা সৃষ্টি, তাঁহারা আমারই প্রভবজাত, আমারই সঙ্কল্পে উৎপন্ন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে অধ্যাত্মবিভূতি বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে অধিদৈব-বিভূতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিলেন। ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষি, সনক প্রভৃতি চারি ঋষি, ইহাঁরা হিরণ্যগর্ভের মানস পুত্র বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। মন্বাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রসকল প্রজাপতি, সেই প্রজাপতি হইতে এই জীববৃন্দ। সেই প্রজাপতিগণ আমারই প্রভাবে জাত, সুতরাং বিশ্বপ্রকাশ আমারই বিভূতির প্রকাশ।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

বুদ্ধ্যাদয়োঽধ্যাত্মে, সপ্রজাঃ প্রজাপতয়োঽধিদৈবে মমৈব বিভূতয় ইত্যুক্ত্বা, অধুনা তজ্‌জ্ঞানফলমুচ্যতে এতামিতি। মম সকলহৃদয়নিবাসস্য আত্মন এতাং যথোক্তাম্ অধ্যাত্মাধিদৈববিষয়িণীং বিভূতিং তত্তদ্রূপেণ সম্ভবনং, যোগঞ্চ নিষ্কলাত্মস্বরূপাবস্থানং যঃ তত্ত্বতো বেত্তি তত্ত্বভাবেন যুগপদেব জানাতি, সঃ অবিকল্পেন বিকল্পরহিতেন অবিচ্ছিন্নেন যোগেন ময়ি যুজ্যতে যুক্তো ভবতি, অত্র সর্ব্বদৈব তস্য আত্মস্বরূপাবস্থানবিষয়ে সংশয়ো নাস্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমার এই বিভূতি এবং যোগ যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে নির্ব্বিকল্প যোগে আমাতে যুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

যৌগিক অর্থ।—অধ্যাত্মে বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ দুঃখ আমার বিভূতি, অধিদৈবে সমগ্র প্রজা সহ প্রজাপতিবৃন্দ আমার বিভূতি। এই তোমার হৃদয়ের আত্মা আমি, এই যে আমাকে তুমি তোমার নিজত্বের অন্তরতম দেশে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ, এই আমি কি অধ্যাত্মে, কি অধিদৈবে বিভূতিময় হইয়া, বিশ্বেশ্বর সাজিয়া, তোমাকে বুকে করিয়া বসিয়া আছি। বোধের পর বোধ, ভোগের পর ভোগ সাজিয়াছি আমি স্তরে স্তরে তোমার অন্তরে। ভোগ্যের পর ভোগ্য, ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ড, ব্যোমের পর ব্যোম সাজিয়াছি আমি তোমার ভোগ্যসম্ভার যোগাইতে। এই আমি, এই অণু অপেক্ষাও অণু, প্রত্যক্ষাবগম তোমার হৃদয়ের হৃদয়, তোমার প্রাণের প্রাণ, তোমার আত্মার আত্মা, এই আমি ধরিয়াছি মূর্ত্তি অসীম, অব্যাহত, অবাধ, মহৎ হইতে মহীয়ান্, সীমারেখাশূন্য, অপার, শুধু তোমারই মুখ চাহিয়া। এই আমার অধ্যাত্মভূমি হইতে অধিদৈবভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃতি যে পরিমাণে তোমার উপলব্ধিতে আসিবে, তোমার চক্ষের জ্ঞানদৃষ্টি যত দূর পর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়া আমার দৃষ্টির সন্ধান পাইবে, যত দূর পর্য্যন্ত তুমি আমার এই বিভূতির তলে তলে আমাকে পাইবে দেখিতে, তত দূর তুমি লাভ করিবে আমার ভোগে অধিকার, তত দূর তুমি ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের অনুভোক্তা, মুক্ত পুরুষ, আপ্তকাম। আমার সীমা নাই, তোমারও এ ভোগের সীমা নাই। আমার এই বিভূতিময় বিশ্বরূপ দর্শনে এইরূপ তত্ত্বতঃ অধিকার তোমার আসিলে, আমার সহিত যুক্ত থাকা তোমার হবে স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। সেই যোগের আর বিকল্প থাকিবে না, বিরাম থাকিবে না, বিচ্ছেদ থাকিবে না; আমি ভিন্ন অন্য কাহাকেও কোথাও তুমি দেখিবে না। তখন তুমি আমারই মত অণুর মধ্যে হইবে অসীম, তখন তোমার ব্যাপ্তিব্যাপক জ্ঞানের প্রচ্ছদ হবে অপসৃত, যাবে ঘুচিয়া দেশের সীমা, কালের সীমা, অণুমহানের সীমাবদ্ধ ব্যবধান, তুমি আমি গণ্ডীরেখা চিরতরে হবে অস্তমিত।

এই বিজ্ঞানটি ভুলিও না। অধ্যাত্মে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির সার্থকতার পরীক্ষা এই-খানে। আত্মার অঙ্গে স্থূল বিশ্ব স্থূলমূর্ত্তিতে, স্থূল ভোগে যত দিন না দেখিবে, অধ্যাত্মে জ্ঞানমাত্রার রচিত বিশ্বদর্শন তত দিন তোমার সম্যক্ হয় নাই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মতত্ত্বে অবগাহন অর্থই ব্রহ্মবিভূতিতে বিভূতিময় হওয়া, আবার বিভূতিময় হইয়াও তদন্তরে নিষ্কলস্বরূপে বিরাজ করা। এই নিষ্কলস্বরূপটি যুগপৎ বিভূতিস্বরূপের সহিত উপলব্ধ না হইলে আত্মা হইয়া যান জীবমূর্ত্তি, আর যুগপৎ প্রকাশ পাইলেই আত্মা হন পরমেশ্বর অথবা আত্মকাম নিত্যপুরুষ।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

অবিকল্পযোগপ্রাপ্ত্যুপায়ং বিবক্ষুস্তৎসাধনক্রমমাহ অহমিতি। প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিস্থানম্ অহং সর্ব্বস্য চরাচরস্য জগতঃ, সর্ব্বং চরাচরাত্মকং জগৎ মম বিভূতিরূপেণ মত্তঃ প্রবর্ত্ততে জায়তে। এবং মদ্‌যোনিত্বাৎ মদ্‌বিভূতিত্বাচ্চ জগতাং সর্ব্বত্রৈবাহম্ ওতঃ প্রোতশ্চ বর্ত্তে, ইতি মত্বা এবং বিজ্ঞায়, ভাবসমন্বিতাঃ সর্ব্বা এব মদ্‌বিভূতয় ইতি ভাবেন সমন্বিতা যুক্তাঃ সন্তো বুধাঃ পণ্ডিতা মাং ভজন্তে আরাধয়ন্তি। ইত্যেষা সাধনভূমিঃ প্রথমা ধৃতিলক্ষণা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমিই সমস্তের প্রভব এবং আমা হইতেই সমস্ত জাত হয়, এইরূপ ভাবে ভাবময় হইয়া বিজ্ঞ পুরুষেরা আমার ভজনা করেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত অবিকল্প যোগ কেমন করিয়া আসিবে, সেই কথার সূচনা করিতেছেন। কি অধ্যাত্মে, কি অধিদৈবে, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সমস্তই যখন আমার বিভূতি, তখন যেখানে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমস্ত যে আমারই প্রভব, আমারই প্রকটিত হওয়া, আমারই শক্তিবিলাস, এবং আমা হইতেই সে সমস্ত যে জাত, প্রবর্ত্তিত, এই সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত কর। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা কিছু হৃদয়গ্রাহ্য, সমস্ত আমা হইতেই যখন বৃত্তিময় হইয়া রহিয়াছে, তখন এমন কিছু কোথাও ত তুমি দেখিতে পার না, যাহাতে ওতপ্রোত ভাবে আমি বিদ্যমান নাই। বিজ্ঞ পুরুষেরা এইরূপ ভাবসমন্বিত হইয়াই আমাকে দেখিয়া থাকেন, আমার উপাসনা করেন। এইরূপ ভাবসমন্বিত হইয়া উপাসনা করিতে করিতে তাহারা সাধনার দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী গভীরতর স্তরে প্রবেশ করে। যাহা তাহারা মাত্র জ্ঞাত ছিল, তাহাদের অনুমানসিদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ ছিল, তাহা তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হইবার পথে অগ্রসর হয়।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

আদ্যাং সাধনভূমিং ধৃতিপ্রতিষ্ঠিতাম্ উক্ত্বা, দ্বিতীয়া সাধনভূমিরনুভবপ্রতিষ্ঠিতা বিস্তরেণোচ্যতে মচ্চিত্তা ইতি। ময়ি চিত্তং যেষাং, তে মচ্চিত্তা মন্ময়মানসাঃ পরমাত্মন্যর্পিতমনোগ্রন্থয়ঃ, মাং গতঃ প্রাপ্তঃ প্রাণো যেষাং, তে মদ্‌গতপ্রাণাঃ পরমাত্মন্যর্পিতহৃদ্‌গ্রন্থয়ঃ, পরস্পরম্ অন্যোন্যং বোধয়ন্তঃ ভগবৎসারূপ্যেণাত্মাববোধং কথয়ন্তঃ পরমাত্মন্যর্পিতসংস্কারগ্রন্থয়ঃ, তেন আত্মাববোধেন নিত্যম্ অহরহঃ মাং কথয়ন্তঃ অহম্ আত্মেতি স্বানুভবম্ উচ্চারয়ন্তশ্চ তুষ্যন্তি তুষ্টিম্ আপ্নুবন্তি চ, রমন্তি তস্মিন্ পরমাত্মানুভবে চ নিত্যম্ অহরহঃ। ইত্যেষা সাধনভূমির্দ্বিতীয়া চৈতন্যলক্ষণা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তাহারা মচ্চিত্ত ও মদ্‌গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরকে মদ্বোধময় করে, আমারই কথা কয়, এবং এইরূপে নিত্য তুষ্টি লাভ করে ও আমাতে রমণশীল থাকে।

যৌগিক অর্থ।—সাধনার প্রথম স্তর অর্থাৎ অনুমান-যুক্তিপুষ্ট স্তরের কথা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়া, সেই ভজনার দ্বিতীয় স্তর বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছেন। 'মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ' এই শব্দ দুইটির দ্বারা তাহাদিগের মন ও হৃদয়, এই গ্রন্থিদ্বয়ের উল্লেখ করা হইল। 'বোধয়ন্তঃ' শব্দের দ্বারা তাহাদিগের আত্মার বা আত্মবোধের ভগবন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়ার কথা লক্ষ্য করা হইল। তাহাদিগের মনোগ্রন্থি, প্রাণগ্রন্থি ও সংস্কারময় আত্মগ্রন্থি, এই তিন স্তরেই তাহারা ভগবান্‌কে আয়তনময় করিয়া, নিজেরা ভগবন্ময় হইয়া যায় ও বাহ্যে ভগবৎকথায় বিভোর থাকে। তাহারা আমাকে চিত্তে জানিতে থাকে, প্রাণে বেদনময় হইতে থাকে ও নিজ আত্মবোধে আমাকেই অনুভব করিয়া আমাময় হইতে থাকে। গ্রন্থিত্রয়ের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুতরাং এখানে আর বিস্তৃতভাবে বলিলাম না। এইরূপে পরমাত্মময় মন, পরমাত্মময় প্রাণ, পরমাত্মময় আত্মা, সুতরাং পরমাত্মময় বাক্ যখন যাহার হয়, তখন তাহার কথা কওয়ার মানেই পরমাত্মারই কথা কওয়া এবং সেই কথনের প্রাণস্বরূপ থাকে পরমাত্মার তুষ্টি ও পরমাত্মে রমণ। তুষ্টি রমণের প্রচ্ছদস্বরূপ, অন্তর্নিহিত রমণের ফলে বাহিরে তুষ্টি প্রকাশ পায়। ধান্যের অন্তরে যেমন থাকে তণ্ডুল, সেই তণ্ডুলের উপর প্রচ্ছদস্বরূপ যেমন থাকে তুষ, তেমনই রমণের উপরে তুষ বা প্রচ্ছদরূপে থাকে তুষ্টি। সে সাধকের তখন কথায় কথায় আত্মরমণ, কথায় কথায় তুষ্টি। শুধু ভগবৎনাম উচ্চারণ বা শ্রবণমাত্রে সে ভগবন্ময় হইয়া যায়, তাহার নিজ জীববোধটি হইয়া যায় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত, তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় ভগবদ্‌বাণী, ভগবন্মহিমা, ভগবদ্‌বিজ্ঞান। ইহাই সাধনার দ্বিতীয় স্তর। ইহাই সাধনায় চৈতন্যময় হওয়া। পূর্ব্বাবস্থায় সাধনা থাকে মেধাময়—শুধু সঙ্গময়, ধৃতি বা ধারণাময়, শুধু সাধ্যের ধারণা, সঙ্গ, বিচার। এই মধ্য স্তরে হয় প্রাণময়, জীবন্ত হৃদয়ময়, পুলকাবেগস্পন্দনময়, চৈতন্যময়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

অধ্যাত্মাধিদৈববিভূতয়ঃ প্রাগেবোক্তাঃ, তদ্‌বিদাং তত্ত্বতোঽবিকল্পযোগশ্চ। সাধন-ভূমিদ্বয়মপি যোগস্য ধৃতিচৈতন্যলক্ষণম্ উপদিষ্টং। অধুনা তৃতীয়া সাধনভূমিরবিকল্প-যোগরূপা, ভগবৎপ্রাপ্তিশ্চ তৎফলম্ ইত্যুচ্যতে তেষামিতি। প্রীতিঃ হার্দ্দানুরাগঃ, তৎপূর্ব্বকং ভজতাম্ আরাধয়তাং হৃদ্‌গ্রন্থিসমর্পণেন সেবমানানাম্ ইত্যর্থঃ, সততযুক্তানাং সংস্কারগ্রন্থ্যর্পণেন নিত্যমৎসারূপ্যভাজাং তেষাং বুদ্ধিযোগং বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞয়া যোগ ইতি বুদ্ধিযোগঃ; তং বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন বুদ্ধিযোগেন তে মাং পরমেশ্বরং নির্ব্বিকল্পতয়া আত্মত্বেনোপযান্তি প্রাপ্নুবন্তি। জাগরে, স্বপ্নে, সুপ্তৌ বা নাস্য যোগস্য কদাচিৎ প্রচ্যুতির্ভবতি, উদয়াস্তরহিতাদিত্যবৎ সর্ব্বদৈবান্তরাকাশং ভগবৎপ্রত্যয়ঃ সমুদ্ভাসয়-তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই নিত্যযুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল পুরুষদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দিয়া থাকি, যাহার দ্বারা তাহারা আমায় পূর্ব্বোক্ত অবিকল্পযোগে প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত সাধনার পরিণতিই তৃতীয় স্তরের সাধনা অর্থাৎ অবিকল্পযোগপ্রাপ্তি এবং তাহার ফলে অলৌকিক ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রকাশ ও ভগবৎলাভ। পূর্ব্বে অধ্যাত্মে ও অধিদৈবে বিভূতিযোগের কথা বলিয়া, সেই বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানিলে অবিকল্প যোগপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছিলেন। সেই যোগপ্রাপ্তির পর পর সাধনার পরিণতি দেখাইয়া, এই বার শেষ পরিণতি বুদ্ধিযোগ বা পূর্ব্বোক্ত অবিকল্প যোগলাভের কথা বলিতেছেন। মধ্যস্তরীয় সাধনায়, যে সাধনায় সাধ্য-সারূপ্য সাধকের প্রকাশ পায়, সেই চৈতন্যময় সাধনায় অধিকার আসিলেই তখন অন্তরে প্রজ্ঞালোক দীপ্ত হইয়া ওঠে। সে প্রজ্ঞালোকে ভগবৎপ্রত্যয় উদয়াস্তবিহীন সূর্য্যের মত অন্তরাকাশে উদ্ভাসিত থাকে। সে প্রত্যয় আর একবার জাগে, একবার জাগে না, এরূপ বিকল্পময় থাকে না; দর্পণে প্রতিবিম্বের মত প্রথমে সে আপনাকে ভগবজ্জ্যোতিতে জাত ও ভগবজ্জ্যোতিবিধৃত বিম্বপুরুষরূপে অনুভব করে। দর্পণস্থ বিম্ব যেমন দর্পণের জ্যোতিতেই জাত ও বিধৃত হইলেও উহা দর্পণবহির্ভূত অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির ছায়াপাতে ব্যক্ত হয়, তেমনই সে প্রথমে আপনাকে ভগবানে জাত ও ভগবানের দ্বারা বিধৃত, ইহা উপলব্ধি করিলেও সঙ্গে সঙ্গে যেন ভগবান্ হইতে সে অন্য, এইরূপ একটি ভাবসংস্কার তাহার জৈব নিজত্বটিকে জাগাইয়া রাখে। তার পর প্রজ্ঞালোক আরও প্রকাশবান্ হইলে তখন সে স্বপ্নপুরুষবৎ আপনাকে অনুভব করে। অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা অভিভূত ভাবে থাকে, যাহা স্বপ্নে প্রকাশ পায়, তাহাই সে ভোগ করে, সে ভোগের পরিবর্ত্তনে তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনই ভাবে সে সাধক আপনাকে মাত্র ভোক্তারূপে জ্ঞাত হয়। তার পর প্রজ্ঞালোক প্রদীপ্ততর হইলে তখন জলের উপর ছায়ার মত ব্রহ্মবক্ষে সে আপনাকে অনুভব করে। অর্থাৎ জলবক্ষে ছায়া যেমন জলতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আপনি এক হয়, বহু হয়, ছিন্নভিন্ন হয়, স্বস্থ হয়, তেমনই সে সাধক ভগবৎশক্তির দ্বারা লীলায়মান হইয়া রহিয়াছে, ভগবৎশক্তিই তাহার অন্তরে বাহিরে, সে পূর্ণমাত্রায় জাত, স্থিত ও পরিচালিত ভগবতীরই লীলায়নে, ভগবতীরই লীলায় সে লীলায়মান, সে অভিভূত নহে, পরন্তু ভগবচ্ছন্দে ছন্দোময়, ভগবদ্ভাবে ভাবময়, ভগবদ্গতিতে গতিময়, এই ভাবে আপনাকে উপলব্ধি করে। এখানে সে লীলা-নন্দে বিভোর, ছিন্নভিন্ন হইয়াও তার আনন্দ, স্বস্থ থাকিয়াও তার আনন্দ, সুখ-দুঃখের প্লাবনের মাঝেও তার তৃপ্তি, স্থির আত্মস্থভাবেও তার তৃপ্তি; সে সর্ব্বদা ভগবৎরমণময়, পরমাত্মশক্তির অসীম লহরে সে আত্মরমণবিভোর। তখন তাহার লক্ষ্য নিজের উপর নহে—ভবকারণার্ণবের উপর, তাহার আনন্দলীলায় সে আনন্দ-নর্ত্তনময়। স্বপ্নাবস্থার

জাড্য তাহাতে আর নাই। সে আর অভিভূত ভোক্তা নহে, পূর্ণ জাগ্রত ভোক্তা, ভগবদ্‌বিভূতিতে বিভূতিময় আপ্তকাম।

আর তার পর বুদ্ধিযোগের অবসান, চরম বোধবিলয়, সূর্য্যকিরণে ছায়ার মত সে অন্তর্হিত। সে কথা পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

বুদ্ধিযোগস্যাবিকল্পস্য ফলমুচ্যতে তেষামিতি। বুদ্ধিযোগেন সততমাত্মনি যুক্তানাং তেষাম্ আত্মভাবস্থ আত্মভাবেনাবস্থিতোঽহং ভাস্বতা ভাস্বরেণ জ্ঞানদীপেন, জ্ঞানং পরমাত্মবিষয় এব দীপঃ জ্ঞানদীপস্তেন জ্ঞানদীপেন, অজ্ঞানজং অজ্ঞানাৎ পরমাত্ম-বিষয়াৎ জায়ত ইত্যজ্ঞানজং তমঃ অন্ধকারং মত্তঃ পৃথগ্‌বুদ্ধিরূপং নাশয়ামি। কিমর্থম্? অনুকম্পার্থমেব তেষাং বুদ্ধিযোগযুক্তানামিতি সাধনৈরলভ্যং, কেবলং পরমাত্মানু-কম্পালভ্যমেব ব্রহ্মনির্ব্বাণং ভবতি। তথাচ ব্রহ্মসূত্রে—"জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জ্যম্" ইতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই সাধকদিগের আত্মভাবে অবস্থিত আমি কৃপাপরবশ হইয়া, প্রজ্বলিত দীপস্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানজাত অন্ধকার নাশ করি।

যৌগিক অর্থ।—অবিকল্প বুদ্ধিযোগের ফল এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। বুদ্ধি এক দিকে জগন্ময়, অন্য দিকে নিত্য আত্মস্থ; এই নিত্য আত্মস্থ বুদ্ধির প্রান্তটি আবিষ্কৃত হওয়াই সংক্ষেপে বুদ্ধিযোগ নামে অভিহিত। সেইরূপ বুদ্ধিযোগযুক্ত হইয়া আপনি সম্যগ্‌ভাবে ভগবৎশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছি, এইরূপ উপলব্ধি যখন লাভ করিতে থাকে, তখন আমার অনুকম্পা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাহাদিগের আত্মভাবে অবস্থিত আমি তখন পরমাত্মজ্ঞানস্বরূপ ভাস্বর প্রদীপ জ্বালিয়া দেই, তাহাদিগের আত্মবোধকে আমি পরমাত্মবোধে পর্য্যবসিত করি; ছুটিয়া যায় সে ছায়াময় পুরুষ—তাহার সকল জীবায়তন পূর্ণমাত্রায় ভাঙ্গিয়া। যে আত্মা অণুর মাঝে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধ ছিল সীমার মাঝে, আয়তনের মাঝে, ব্যাপ্তিব্যাপক জ্ঞানের মাঝে বিমূঢ়তায় ডুবিয়া, সেই আত্মাকে খুঁজিয়া পাইল আজ তাহার সর্ব্বব্যাপ্তিহীন পূর্ণতায়, আজ ছুটিল তাহার সকল আঁধার, সকল ছায়াময় সত্তাবোধ, প্রবিষ্ট হইল সকল ব্রহ্মাণ্ড তাহারই আত্মার গহ্বরে, অভীতি অপার ব্রহ্মানন্দে চিরতরে তার নির্ব্বাসন। এইটি আমার বিশেষ অনুকম্পা, জীবের সাধনাধিকারের বাহিরে। জীব সাধনার বলে আত্মবিৎ হয়, ব্রহ্মবিৎ হয়, কিন্তু ব্রহ্মবেত্তা ও আত্মবেত্তারূপ সংস্থান হইতে সাধনার দ্বারা মুখ্যভাবে ব্রহ্ম হইতে পারে না। জীবশক্তির সীমা এইখানে; জীব ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হইতে পারে, কিন্তু যেমন জগদ্ব্যাপারে তাহার কর্তৃত্ব নাই, তেমনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভে জীব-সাধনার সাক্ষাৎ ফলদায়কত্ব নাই। এই জন্যই এইটি আমার বিশেষ অনুকম্পা বলিয়া ধারণা করিবে।

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

সংক্ষেপেণ ভগবতো বিভূতিং, যোগং, তৎসাধনক্রমং, সাধনফলঞ্চ শ্রুত্বা, অধুনা বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছুরর্জ্জুন উবাচ—ভবান্ পরং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা, পরং ধাম তেজো ব্রহ্মশক্তির্ভবানেব, ভবন্তং বিদিত্বৈব অজ্ঞানপাপৈর্ম্মুচ্যন্তে জীবাঃ, অতঃ পরমম্ উত্তমং পবিত্রং পাবনং ভবান্। ত্বমেব সর্ব্বত্র পুরুষরূপেণাবস্থিতঃ, অতস্ত্বাং ঋষয়ঃ পুরুষম্ আহুর্ব্বদন্তি, বিদিতে তব পৌরুষে রূপে অশাশ্বততয়া প্রতিভাতস্যাপি জগতঃ শাশ্বতত্বম্ উপলভ্যতে, অতস্ত্বাং শাশ্বতং নিত্যম্ আহুঃ ঋষয়ঃ, সর্ব্বদেবানাম্ আদিদেবং, অতোঽজং জন্মরহিতং, দিব্যং গগনোপমং চিদাকাশতয়া প্রতিষ্ঠিতং, বিভুং ভুবনরূপেণ বিভবনশীলং ত্বাং সর্ব্বে ঋষয়ঃ আহুঃ, তথা দেবর্ষির্নারদঃ, অসিতো দেবলো ব্যাসশ্চ এবমাহ, স্বয়ঞ্চৈব ত্বং মে মহ্যম্ এবং ব্রবীষি।

ভূয় এব ইত্যাদিভির্ভগবদ্বচনৈঃ গৌণত ইদং প্রাপ্যতে, যৎ আদৌ সাধনা, পশ্চাদ্ভগবদনুকম্পেতি দ্বয়োঃ সংযোগেন জীবানাং ভগবৎপ্রাপ্তির্ভবতীতি। যদুক্তং ঋষিভির্বেদমুখৈস্তৎসংশ্রয়ণেন হি সাধনা প্রারভ্যতে, পশ্চাদাত্মন্যাত্মা পরমাত্মতয়া-বিভূতস্তদেব ঋষিভিরুক্তং বাক্যং যদা স্বানুভবতয়া ব্রবীতি, তেনানুকম্পাবচনেন হি জীবানাং ভগবৎপ্রাপ্তির্ভবতি, সাধনা চ পরিসমাপ্যতে। ইদমেব তত্ত্বম্ অর্জ্জুনেন প্রোক্তমত্র গৌণতঃ "আহুস্ত্বামৃষয়ঃ, স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে" ইতি বচনাভ্যাং।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন বলিলেন, তুমি পরমব্রহ্ম, পরম তেজঃস্বরূপ, পরম পাবন পুরুষ, তুমি নিত্য, তুমি দিব্য, তুমি আদিদেবতা, জন্মরহিত, বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস ও সকল ঋষিরাই তোমায় এইরূপ বলিয়া থাকেন এবং তুমি স্বয়ংও আমাকে সেইরূপ বলিতেছ।

যৌগিক অর্থ।—সংক্ষেপে আপনার বিভূতি ও তাহাতে যুক্ত হইবার উপায় বর্ণনা করিবার পর বিস্তারিতভাবে বিভূতি জানিবার জন্য অর্জ্জুন প্রশ্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি পরমব্রহ্ম এবং তুমিই ব্রহ্মতেজ বা ব্রহ্মশক্তিস্বরূপ। তুমিই পরম পবিত্র বা পাবন। তোমার জ্ঞানোদয়ে জীবের অজ্ঞানরূপ অশুচিতা বিদূরিত হয়, সুতরাং তুমি নিজে মাত্র পবিত্র নহ, সকলের পাবনস্বরূপ। তুমি সর্ব্বত্র পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমার সেই পৌরুষ রূপ বিজ্ঞাত হইলে এই অনিত্যরূপে আপাত-প্রতিভাত জগতের মাঝেও নিত্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য তুমি শাশ্বত। তুমি সর্ব্বদেবতার আদিদেব, সুতরাং তুমি জন্মরহিত। তুমি দিব্য গগনোপম চিদাকাশরূপে

প্রতিষ্ঠিত, তুমি বিভু, তুমিই বিশিষ্ট ভাব গ্রহণ করিয়া ভুবনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ ; অনাদিকাল হইতে ঋষিরা তোমাকে এইরূপেই আখ্যাত করিয়া আসিতেছেন এবং তুমি নিজেও আজ সেই কথাই আমাকে শুনাইতেছ।

এইখানে দুইটি জিনিষ আমরা লক্ষ্য করিব। ভগবান্ সাধনতত্ত্ব বর্ণনা করিবার সময় গৌণভাবে দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করা প্রথমে জীবের সাধনা ও শেষে তাঁহার কৃপা, এই দুয়ের সংযোগে সংঘটিত হয়। বেদমুখে ঋষিরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই সাধনা এবং যখন তিনি আত্মার মাঝে আত্মরূপে প্রকাশ পাইয়া আপনিই সেই কথা ব্যক্ত করেন, তখনই সাধনার শেষ। ঋষিরা বলিয়াছেন ও তুমি নিজেও বলিলে, এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন ঐ তত্ত্বটিই গৌণভাবে ব্যক্ত করিলেন। তুমি যতক্ষণ না বুকের ভিতর বলিয়া উঠ,—আমি ব্রহ্ম, আমি ভগবতী, আমি দিব্য, আমি পবিত্র এবং গগনোপম হইয়াও বিভু বিশ্বরূপ, তত ক্ষণ জীবের সাধনার সমাপ্তি নাই, এবং তুমি ঐরূপ বলিলেই তবে তোমার এই অপার অপূর্ব্ব তত্ত্ব জীবের উপলব্ধিতে আসে। তোমার কথাই যখন বিশ্বরূপপ্রকাশ, তখন তোমার বলাই যে জীবের পরমাত্মলাভ ঘটাইবে, ইহা ত সহজেই বোধগম্য হয়। তোমাকে আত্মরূপে দেখিতে দেখিতে তোমার পরমাত্মস্বরূপ আবির্ভূত হইয়া, তোমার এই বিভুত্ব জীবকে দেখাইয়া দেয়। ভগবান্‌ও গৌণভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে পাওয়া প্রথমে সাধনা ও শেষে তাঁহারই কৃপাসাপেক্ষ। অর্জ্জুনও গৌণভাবে বলিলেন, তুমি নিজ পরিচয় নিজে আত্মার মাঝে দিয়া থাক।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪

হে কেশব, কে কারণার্ণবে শব ইব নিরীহতয়া বিরাজমানত্বাৎ তদাকৃতিরুভয়-লিঙ্গো হি ভগবান্ কেশব ইত্যুচ্যতে। ত্বং মাং যদ্‌বদসি ভাষসে 'ন মে বিদুঃ সুরগণা' ইত্যাদি, এতৎ সর্ব্বম্ অহম্ ঋতং যথার্থমেব মন্যে। হে ভগবন্, হি যতস্তে তব ব্যক্তিং প্রকাশং ন দেবাঃ, ন দানবা বিদুঃ জানন্তি। দেবা দ্যোতনশীলা অমরাঃ, দানবা দনোরপত্যানি পুমাংস ইতি দনোর্জ্জনধাতুনিষ্পন্নত্বাৎ পুনঃপুনর্জ্জন্মভাজ ইত্যমরণশীলা মরণশীলাশ্চ ন কেঽপি তব প্রভবং জানন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কেশব! তুমি যে সমস্ত কথা আমায় বলিলে, এ সমস্তই আমি সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি। তোমার প্রকাশ-সকল দেব বা দানব, কেহই বিদিত নহে।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমার প্রভব দেবতা বা ঋষি, কেহই সম্যক্ অবগত নহে। অর্জ্জুনও তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিভূতিযোগ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া, তাহাই সত্য বলিয়া অনুভব করিলেন। তিনি অনুকম্পাপ্রকাশে যাহাকে তাঁহার এই

উভয়লিঙ্গাত্মক বিভু স্বরূপ দেখিতে দেন, সেই তাহা দেখিতে পায়। এক দিকে গগনোপম চিদাকাশ, অন্য দিকে সর্ব্ববিভূতিমূর্ত্তি, অচিৎরূপে উপলব্ধ জগৎ, এই উভয় আয়তনময় তাঁহাকে দর্শন করা, তিনি বিশিষ্ট কৃপাপ্রকাশে দিব্য চক্ষু না দিলে হয় না। আপ্তকাম পুরুষ হওয়া, নির্ব্বাণ লাভ করা, এ সমস্ত তাঁহার বিশিষ্ট কৃপাসাপেক্ষ। সেইরূপ ঋষিরা, কি দেবতারা যেটুকু তাঁহাকে উপলব্ধি করেন, তদপেক্ষাও তাঁহার মহিমা বহুদূরব্যাপী। মুক্ত পুরুষ হউক বা দেবতা হউক, তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে জীবের জানিবার উপায় নাই। কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এখানে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে 'কেশব' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। 'কে' কি না কারণার্ণবে 'শব' বা শববৎ যিনি বর্ত্তমান, এক দিকে যিনি কারণার্ণবস্বরূপ এবং অন্য দিকে যিনি সেই কারণার্ণবে শববৎ নিরীহ শান্ত, সেই উভয়লিঙ্গাত্মক ভগবান্‌ই কেশব নামে আখ্যাত। কেশব নামের ইহাই সার্থকতা। দানব অর্থে দনুর অপত্য। জন্মার্থ জন ধাতু হইতে দনু শব্দ নিষ্পন্ন। যাহারা পুনঃ পুনঃ জাত হয় অর্থাৎ যাহারা জন্ম-মরণময়, তাহারা দানব বা দানবতুল্য। আর যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ মৃত্যু নাই, সুতরাং জন্ম নাই, তাহারাই দেবতা বা দেবতুল্য।

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

যতস্ত্বাং কেঽপি ন জানন্তি, ততো হে পুরুষোত্তম পরমাত্মন্, হে ভূতভাবন স্থাবরজঙ্গমাদীনাং ভূতানাং জনক, হে ভূতেশ, তেষাং ভূতানাং পরিচালক, হে জগৎপতে দেবদেব, ত্বং স্বয়মেব আত্মনা আত্মানং বেত্থ জানাসি। কুত্র কিম্ভূতম্ আত্মনা আত্মানং জানাসি? স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ স্বরূপে নির্বিবশেষতয়া, "নহি বিজ্ঞাতুর্বিবজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বা"দিতি শ্রুতেঃ, অব্যক্তে অক্ষরে বিভক্তভাবেন, ঈশ্বরে সবিশেষতয়া, প্রত্যগাত্মনি ভোক্তৃভাবেনেতি যে কেচন যত্র যত্র যদ্‌যদ্রূপম্ আত্মানং বিজানন্তি, তত্র তত্র ত্বমেবাত্মানং তত্তদ্রূপং বেত্থ, ত্বদতিরিক্তস্য বেত্তুরভাবাৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পুরুষোত্তম, হে ভূতস্রষ্টা, হে ভূতনিয়ন্তা, হে দেবদেব জগৎপতি, তুমি নিজে আপনার দ্বারা আপনাকেই জ্ঞাত হও।

যৌগিক অর্থ।—আপনি আপনার দ্বারা আপনাকে জানা, ইহা চিৎস্বরূপ পরমতত্ত্বের স্বরূপধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের কখনও অপলাপ হয় না। কোন কোন দুর্ব্বলপ্রজ্ঞ পুরুষকে, চিৎস্বরূপের এই আপনার দ্বারা আপনাকে জানা ধর্ম্মটিকে, সগুণত্ব আসিয়া পড়িবার আশঙ্কায় কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়া পরিহার করিবার নিরর্থক প্রচেষ্টা করিতে দেখা যায়। 'যদা আত্মৈবাভূৎ তদা কঃ কং পশ্যতি কঃ কং শৃণোতি' ইত্যাদি শ্রুতিকে সাম্প্রদায়িক ভাবে অবলম্বন করিয়া, তাহারা বলিতে চেষ্টা করে,—আত্মা কিছু জানেন

না, আপনি আপনাকেও জানেন না; জানা ক্রিয়াটি তাঁহাতে নাই। তর্কমোহে এইরূপে চরমপন্থী হইয়া, তাহারা আত্মতত্ত্বকে গ্রহণ করিতে গিয়া, কার্য্যতঃ হারাইয়া বসে। আত্মার স্বরূপধর্ম্মে জানারূপ ক্রিয়াটি নাই, ইহাও সত্য, আবার আছে, ইহাও সত্য। "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিবজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্‌বিভক্তং যদ্‌বিজানীয়ৎ"—বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাত হইবার শক্তি অবিনাশী, তাহার বিপরিলোপ হয় না; সেখানে তাঁহা হইতে অন্য বিভক্ত কিছু থাকে না, যাহা জানিবেন, সেই জন্য জানারূপ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহার সপ্রকাশত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। চিৎশব্দের অর্থই সপ্রকাশ বা স্বয়ংপ্রকাশ। সেই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা স্বয়ং বলিয়া যখন আপনাকে বিশেষভাবে বিজ্ঞাত হন, তখন জানা ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হয়। আর যে দিকে "স্বয়ং" এরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানক্রিয়া না করেন, সে দিকে আত্মবোধভাবনাশূন্য, অনির্ব্বচনীয়, শান্ত, শিব, মন বুদ্ধির অগ্রাহ্য। সুতরাং তিনি নিত্যপ্রকাশ,—কোথাও আত্মানাত্মবোধময়, কোথাও আত্মানাত্মবোধগ্রসনে আত্মবোধপ্রকাশের বা বহু আত্ম-প্রকাশেরও অতীত অন্তর্যামী পুরুষোত্তম, কোথাও আত্মানাত্ম বিভাগপ্রকাশে নির্গুণ, কোথাও অনুপ্রবেশে অনুভোক্তা বা অনুজ্ঞাতা।

যাহা হউক, দার্শনিক বিচার-বিস্তার এখানে নিষ্প্রয়োজন। তিনি ভিন্ন যখন কেহ বেত্তা নাই এবং যখন তিনি স্বীয় বিজ্ঞাতৃশক্তির প্রভাবে ভূত, ভূতস্রষ্টা ও ভূতের ঈশ্বর সবই, তখন কি ব্যক্তে, কি অব্যক্তে, তিনিই সর্ব্বতোভাবে আপনার দ্বারা আপনাকে নিত্য জানেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ কর।

তাই সাধক অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন,—তোমাকে ত কেহ জানে না বিশ্বনাথ, তুমি আপনিই আপনাকে জান। সুতরাং এ ভূতময় বিশ্বে যেখানে যে কেহ আপনি আপনাকে জানিতেছে বলিয়া মনে করে, সে তুমিই তোমাকে তেমনই জানিতেছ। কেন না, তুমি ভূতপ্রকাশ অর্থাৎ "ভূত" হইয়া বা জাত হইয়া, ভবিত হইয়া থাকা, ইহা তোমারই থাকা; তাহার নিয়ন্তৃত্ব করা, সেও তোমারই করা। কেন না, যে ভূত বলিয়া আপনাকে জানিতেছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ বেত্তা নাই বলিয়া মূলতঃ সে তুমিই তোমাকে ভূত বলিয়া জানিতেছ।

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

যতো বিশ্বমিদং তবৈব বিভূতিঃ, আত্মনা তত্তদ্রূপেণাত্মবিজ্ঞানরূপা, অতস্ত্বমেব তাসাং বর্ণনে ক্ষমো নান্যঃ কশ্চিদিত্যাহ—যাভির্বিবভূতিভিস্ত্বম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য আচ্ছাদ্য তিষ্ঠসি, দিব্যা অলৌকিকাস্তা আত্মবিভূতয় আত্মনো বিভূতীরশেষেণ নিঃশেষেণ বক্তুম্ কথয়িতুম্ অর্হসি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তুমি যে সকল বিভূতিদ্বারা এই লোকসকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার নিজের সেই দিব্য বিভূতিসকল বর্ণনা করিতে তুমিই সক্ষম।

যৌগিক অর্থ।—এ বিশ্ব যখন তোমারই আপনাকে বিশ্বরূপে জানারূপ বিভূতি বা জানিয়া হওয়া, তখন বিস্তৃতভাবে বিভূতি বর্ণনা করিতে তুমিই একমাত্র যোগ্য। ওগো, তুমি না বুকের ভিতর বলিয়া উঠিলে আমার যে কিছুই উপলব্ধি হয় না; আমার উপলব্ধি মানেই যে তোমার বলা। আমার নিজের অস্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত, এ যে তুমি বলিতেছ আর আমি উপলব্ধি করিতেছি, ভোগ করিতেছি; ইহাই যে তোমার ও আমার মাঝে রহস্য। তুমি বলিতেছ—আমি জীব, তাই না আমি জীবত্বের দ্রষ্টা ও ভোক্তা জীব। আমার প্রতি উপলব্ধি, প্রতি দৈনন্দিন মৌহূর্ত্তিক ভোগ, সে যে তোমারই জানাইয়া দেওয়া, তোমারই প্রেরণ করা, তোমারই ভোগ যোগাইতে আমি যে তাহার ভোক্তা। তোমার বিভূতি দেখাইতে, তোমার বিভূতিযোগ লাভ করাইতে, সেও ত তোমাকেই হইবে। আমার অন্তরে বসিয়া তুমি দেখাইলে তবে ত দেখিব, তুমি জানাইলে, তুমি বলিলে তবে ত আমি ভোগে পাইব। ভোগ মানেই ত তোমার বলাটির অনুভূত মূর্ত্তি। আমায় তোমার বিভূতি দেখাইতে আর কে আছে?

কথং বিদ্যামহং যোগিন্ ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥ ১৭

যোগো নাম যোগশক্তিঃ সবিকল্পাবিকল্পরূপা। সবিকল্পয়া হি যোগশক্ত্যা আত্মা জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপম্ ঐশ্বর্য্যং তস্মিন্নবলিপ্ত এব তনোতি, জীবেনাত্মনা বিষয়মনুপ্রবিশ্য তস্মিন্ যুজ্যতে, ততো বিমুক্তশ্চ বা তিষ্ঠতি। অবিকল্পা চ স্বরূপধর্ম্মাখ্যা দাহশক্তিরিব বহ্নৌ নিত্যমাত্মন্যবস্থিতা ভবতি। তথাবিধো যোগোঽস্যাস্তীতি হে যোগিন্, সদা সততং কথং কেন প্রকারেণ পরিচিন্তয়ন্ অহং ত্বাং যোগশক্ত্যধিরূঢ়ং বিদ্যাং বিজানীয়াম্, হে ভগবন্, কেষু কেষু চ ভাবেষু বিভূতিরূপেষু ময়া ত্বং চিন্ত্যশ্চিন্তনীয়োঽসীতি স্বরূপতো বিভূতিমত্তয়া চ অর্জ্জুনো ভগবন্তং জ্ঞাতুমিচ্ছতীত্যগ্রে স্ফুটং বক্ষ্যতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে যোগিন্, কি ভাবে তোমায় সর্ব্বদা পরিচিন্তন করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ ভাব অবলম্বনে তুমি আমার চিন্তনীয়?

যৌগিক অর্থ।—অর্জ্জুন মাকে এখানে 'যোগী' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তিনি আপনার যে শক্তিপ্রভাবে বিভূতিময় স্বীয় মূর্ত্তি রচনা করেন, আবার সংহরণ করেন, অথচ এই সব করিয়াও নিজে কিছু হয়েন না, নিঃসঙ্গই থাকেন, সেই শক্তির নাম যোগশক্তি। এই শক্তিই তাঁহার ঐশ্বরী শক্তি—ইহার প্রভাবেই তিনি ঈশ্বরী। 'পশ্য মে যোগমৈশ্বরং' বলিয়া পূর্ব্বে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মা জীবরূপে অনাত্ম বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, এই শক্তিপ্রভাবেই তাহাতে যুক্ত হন; ঈশ্বররূপে এই

শক্তিপ্রভাবেই বিশিষ্ট ভাবে আপনাকে জানিয়া বা আত্মসম্বেদনময় হইয়া বিশ্বভূত হয়েন ও নির্লিপ্ত থাকিয়াই তাহাতে যুক্ত থাকেন। আবার এই শক্তিপ্রভাবেই বিশ্ব সংহরণ করিয়া, বিশ্বকে সলিলে সলিলবৎ যুক্ত করিয়া লইয়া, স্বাত্মভূত করিয়া, অবাধ আত্মত্বে যোগবিহার করেন, এই জন্য এ শক্তির নামই যোগশক্তি। এ যোগশক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার—সবিকল্প ও অবিকল্প; বিবিধ কল্পময় ও বিবিধ কল্পনাশূন্য। যখন বিবিধ কল্পনা-শূন্য, তখন অবিকল্প। আত্মায় আত্মশক্তি অবিকল্প যোগে নিত্যযুক্ত—অগ্নিতে যেমন দাহিকা শক্তি, জলে যেমন শৈত্য, তদ্রূপ। স্বরূপধর্ম্মগুলি অবিকল্প-যোগযুক্ত ধর্ম্ম। তাহার ধর্ম্ম বা মহিমা নাম দেওয়া যাইতেও পারে, নাও যাইতে পারে। ব্যবহারকালে বিভক্তবৎ হয়, তখন উহা ধর্ম্ম, মহিমা, এই সব নামের যোগ্য; এবং যেখানে কোন প্রকাশ বা ব্যবহার নাই, সেখানে উহা আর ধর্ম্ম বা মহিমাপদবাচ্য নহে, উহা বস্তুস্বরূপই। ইহাকে ভেদাভেদ বলে না, ইহা অভেদই। ভেদাভেদ বলিলে অভিন্নতার সম্যক্ বোধ হয় না। এমনই অভিন্ন যে, ভিন্ন হইলেও ভিন্ন নহে, ইহাই সম্যক্ অভেদের তাৎপর্য্য। আর ভেদও সত্য, অভেদও সত্য, ইহার তাৎপর্য্য—একত্রে সংহত হইয়া থাকা মাত্র, স্বরূপতা প্রাপ্ত হওয়া নহে। অর্থের এই পার্থক্য সহজেই লক্ষ্যে পড়িয়া যায় বলিয়া অভেদ শব্দই ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ। যাহা হউক, এই সবিকল্প ও অবিকল্পরূপ দ্বিমূর্ত্তি যোগশক্তির দ্বারা সমগ্র পরমাত্মপ্রকাশ বা বিভূতি পরমাত্মায় যুক্ত, এই জন্য এ মহাদেবীর নাম যোগ বা যোগেশ্বরী বা যোগমায়া। এই শক্তি লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন ভগবান্‌কে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। "হে যোগিন্, সর্ব্বদা কেমন করিয়া পরিচিন্তন করিয়া তোমায় জানিব," এ কথার দ্বারা অর্জ্জুন সেই যোগশক্তিটিকে লক্ষ্য করিলেন। এবং "কোন্ কোন্ ভাবে তুমি আমার চিন্তনীয়" এ কথার দ্বারা চিন্তয়িতব্য বিভূতি-মূর্ত্তিগুলিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই কথা পরে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

হে জনার্দ্দন, যেন যোগেনাহং যোগশক্ত্যধিরূঢ়ং ত্বাং বিজানীয়াং, যয়া চ বিভূত্যা যোগারূঢ়স্য তব সর্ব্বস্বরূপতাং তত্ত্বতো বিদ্যাং, আত্মনস্তং যোগং তাঞ্চ বিভূতিং ত্বং বিস্তরেণ ভূয়ঃ পুনঃ কথয়, হি যতস্তব অমৃতং বচঃ শৃণ্বতো মে মম তৃপ্তির্নাস্তি, পুনর্ম্মে শুশ্রূষা প্রজায়তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে জনার্দ্দন, তোমার যোগ ও বিভূতি পুনরায় বিস্তৃত ভাবে বল; তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে আমি তৃপ্ত হইতেছি না (আমার শোনার সাধ মিটিতেছে না)।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ভাবে বিভাগ করিয়া, সংক্ষেপে বিভূতির কথা বলা হইয়াছে। পুনরায় বিস্তৃতভাবে শুনিবার জন্য অর্জ্জুনের এই তৃষ্ণা। পূর্ব্বে

ভগবান্ বলিয়াছেন, মনু প্রভৃতি প্রজাপতি-সকল তাঁহার বিভূতি। সে কথায় সর্ব্বব্যাপী বিভূতিময় পুরুষের ধারণা স্পষ্টীকৃত হয় না। তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি কেহ বলেন, আমিই ভৃগু আদি ঋষি, আমিই সাবর্ণাদি প্রজাপতি মনু, সে কথায় তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার হৃদয়ে ফুটিবে না। তাই তাহার অন্তর্য্যামী আত্মা যত ক্ষণ না বলিয়া ওঠেন,—'আমিই সমস্ত,' ততক্ষণ তার সর্ব্বময়ত্বের প্রত্যয় আত্মময় হইয়াও হইবে না বুঝিয়া, অর্জ্জুন পুনর্ব্বার শুনিবার প্রার্থনা করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯

বিভূতিদর্শনেন তত্ত্বজয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যতস্তস্য বিপুলতাম্ অর্জ্জুনস্য চ কর্ম্মসামর্থ্যং স্মারয়ন্ ভগবানুবাচ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ কর্ম্মিপ্রধান, হন্তাধুনা তে দিবি অন্তরাকাশে ভবা দিব্যা হি আত্মবিভূতয় আত্মনো মম যা বিভূতয়ঃ, তাঃ কথয়িষ্যামি প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যেন, যত্র যত্র যা যা বিভূতিঃ প্রধানা, তাং তাম্ বক্ষ্যামি ইত্যর্থঃ। যতো মে মম বিভূতীনাং বিস্তরস্য অন্তোঽবধির্নাস্তি, অতো নিঃশেষেণ বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ ক্ষুদ্রয়া বৈখর্য্যা বাচা, ক্ষুদ্রায় জীবায়, অল্পেন চ কালেনেত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি প্রধান প্রধান বাছিয়া আমার বিভূতির কথা তোমায় বলিতেছি। আমার বিভূতি-বিস্তৃতির অন্ত নাই।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ অর্জ্জুনকে কুরুশ্রেষ্ঠ বলিয়া এখানে সম্বোধন করিয়া, অর্জ্জুনের কর্ম্মবীরত্ব তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। আজ তত্ত্বজয়রূপ বিপুল কর্ম্ম, সাধকের সম্মুখে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে ভূতমাত্রার তলে প্রজ্ঞামাত্রা, প্রজ্ঞামাত্রার তলায় নিজবোধমাত্রা দেখিয়াছে। সে দেখিয়াছে, সে প্রজ্ঞার বিশ্বই ভোগ করে, প্রজ্ঞাবিশ্ব তাহার নিজবোধের উপরই জাত, স্থিত ও প্রলীন হয়; সে নিজত্ব থাকে অপরিণামী, অসঙ্গ। প্রজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বুকে এইরূপে আত্মানাত্মবোধময় লীলা ভিন্ন কোথাও কিছু কেহ দেখে নাই, জানে নাই, ভোগ করে নাই। সে তাহা হইতে সিদ্ধান্ত পাইয়াছে, বাহ্য স্থূল ভৌতিক বিশ্বরূপে যাহা পরিদৃশ্যমান, তাহাও নিশ্চয়ই ওই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা হইতে জাত হয় ও তাঁহাতেই প্রলীন থাকে। অধ্যাত্ম-ভূমিতেও যাহা, অধিদৈব ভূমিতেও তাহাই। কিন্তু তবু সে সিদ্ধান্ত এখনও তাহার কাছে বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ধারণা মাত্র; এখনও তাহার সে সিদ্ধান্ত পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ব্যবহারতঃ পাওয়া হয় নাই—তত্ত্বজয় হয় নাই। সেই জন্য এখনও সে দেখে, তাহার নিজের জ্ঞানশক্তির সে অধীন, তাহার অধীন তাহার শক্তি নহে। বাহ্য ভৌতিক জগতের অনুপাতে তাহার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশীলা, বাহ্য বিশ্ব যখন যাহা দেখায়, তাহাই মানিয়া লইতে হয় মাথা পাতিয়া। বাহ্য বিশ্বের সাহায্য ব্যতীত সে আপনার ভোগ

আপনার জ্ঞানভূমিতে আবির্ভূত করিতে পারে না; বাহ্য বিশ্বগ্রহণে ইন্দ্রিয়-সকল নিরস্ত হইলেই সে পড়ে অচেতন হইয়া—সে আছে, কি নাই, তাহাও সে জানে না; পরমাত্মার মত জানিয়াও জানে না, এরূপ নহে; জানিবার ক্ষমতাশূন্য হয়। সে আত্মার মাঝে পরমাত্মার ভূমা প্রকাশের আভাস অনুভব করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে স্থিতি তাহার নাই। এ দৌর্ব্বল্যের কারণ, এ প্রজ্ঞামাত্রাই যে প্রাণ বা শক্তিপ্রবাহরূপে অধ্যাত্মের মত অধিদৈবেও প্রবহমান, ইহা জানা হইলেও তত্ত্বতঃ দেখা হয় নাই। সেই জন্য সে এখনও অনুপ্রবিষ্ট অণু; সে পরমাত্মার বিভুত্ব আপনার মাঝে অনুভব করিয়াও স্থূল বিশ্বে এখনও দেখিতে পায় নাই। সেই জন্য স্বীয় আত্মার প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি ধারণা করিয়া, তাহাতে তন্ময় হইয়া, বাহ্য বিভূতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত স্বীয় আত্মার বিস্তার দেখিতে হইবে। আত্মার বিভূতি দেখিলে তবে পরমাত্মার বিভূতিগুলি তত্ত্বতঃ জানা হইবে। এবং তবেই পরমাত্মার ব্রহ্মাত্বে তাহার প্রবিষ্ট হওয়া হইবে। আপনার শরীররূপ স্থূল ব্রহ্মাণ্ড অবলম্বনেও ইহার সূচনা, এবং বাহ্য বিশ্ব-বিভূতিময় পরমেশ্বরে উপনীত হইবার ইহাই উপায়। স্বীয় আত্মাকে বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিয়া যে যত দূর দেখিতে সমর্থ হইবে, তাহার আত্মশক্তি তত দূর ঐশী শক্তির ভোক্তা হইবে। এই সকল যোগ সাধন করিবার রহিয়াছে বলিয়া অর্জ্জুনকে তিনি কুরুশ্রেষ্ঠ বা কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ বলিলেন।

অসীম, অপার, অনন্ত বিভূতি—সীমাবদ্ধ জীবকে সীমাবদ্ধ বৈখরী ভাষায় কালের গণ্ডিতে বলিয়া উঠা যায় না। সেই জন্য 'প্রাধান্যেন' অর্থাৎ প্রধান প্রধান নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন বলিলেন।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

বিভূতিং কথয়তি। নহি অবিজিতনিদ্রাণাং তত্ত্বজয়ে কর্ম্মণ্যধিকারোঽস্তি। তস্মাদাত্মবিভূতিশ্রবণেচ্ছুভির্নিদ্রা জেতব্যা ইত্যতোঽর্জ্জুনং তথৈব সম্বোধয়তি গুড়াকেশ ইতি। গুড়াকায়া নিদ্রায়া ঈশঃ নিয়ন্তা ইতি হে গুড়াকেশ, বিজিতনিদ্র, অহং সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আশয়ে কর্ম্মসংস্কারবহুলে অন্তর্হৃদয়ে স্থিত আত্মা চেতনরূপঃ, অহং ভূতানামাদিরুৎপত্তিস্থানং চ, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ প্রলয় এব চ, ইতি ত্বয়া পরিচিন্তনীয়ম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে বিজিতনিদ্র, আমি সর্ব্বভূতের কর্ম্মাশয়স্থিত আত্মা। আমি ভূতসকলের আদি, মধ্য ও অন্ত।

যৌগিক অর্থ।—বিভূতি বিস্তার করিয়া বলিতেছেন। ভগবান্ পূর্ব্বে অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্মরণ করাইয়া 'কুরুশ্রেষ্ঠ' বলিয়াছিলেন; কর্ম্মী হইতে হইলে আলস্য, নিদ্রা, এ সমস্ত জড়তা বর্জ্জনীয়; গুড়াকা অর্থে নিদ্রা; নিদ্রাবিজয়ী হইলে কর্ম্মী হয়। সেই জাড্য পরিহার লক্ষ্য করিয়া এ 'গুড়াকেশ' সম্বোধন। অথবা সপ্রকাশ সদাজাগ্রত পরমাত্মা আপনার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মত্ব বর্ণনায় অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া, অর্জ্জুনকে আপনার

মত 'গুড়াকেশ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাহার ব্রহ্মদর্শনের প্রজ্ঞাচক্ষু মুক্ত করিতে উদ্যত হইতেছেন। আমি সর্ব্বভূতের আশয়ে, কর্ম্মসংস্কারময় অন্তরে আত্মারূপে স্থিত। আমি ভূতসকলের আদি, মধ্য ও অন্ত; তাহাদিগের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ অথবা জীবত্বের সমস্তটুকু আমিই। আমি মূল আত্মা, আবার আমিই জীবের জীবত্ব।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

এবং চ ত্বয়া পরিচিন্তনীয়োঽহং—আদিত্যানামরুণাদীনাং দ্বাদশানাম্ অহং বিষ্ণুর্নাম অন্তিম আদিত্যঃ, জ্যোতিষাং প্রকাশকানামহম্ অংশুমান্ কিরণবান্ রবিঃ, মরুতাং মরুদ্‌গণানামহং মরীচির্নামাস্মি, নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমা অস্মি।

অর্থ।—আদিত্য-সকলের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের মধ্যে আমি অংশুমান্ রবি, বায়ুসকলের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রসকলের মধ্যে আমি শশী।

কোন্ কোন্ ভাবে তিনি প্রধানতঃ চিন্তনীয়, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে এই বিভূতি বর্ণনা। সাধক স্বীয় আত্মবোধ অবলম্বনে এই সকল বিভূতিতে সত্যপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তন্ময় হইয়া, তন্মধ্যস্থ পুরুষের সহিত আপনার ঐক্য ঘটাইয়া, স্বীয় আত্মার বাহ্য বিভূতিময় প্রকাশ সাক্ষাৎকার করিয়া, আত্মার বিভুত্ব উপলব্ধি করিবে, ইহাই বিভূতি বর্ণনার উদ্দেশ্য। সুতরাং এ সকল শ্লোকের সাধারণ অর্থই গ্রহণীয়। এই জন্য যৌগিক অর্থ বলিয়া আর এ সকল শ্লোকের স্বতন্ত্র মর্ম্মপ্রকাশের আবশ্যকতা নাই।

তিনি বলিতেছেন, আদিত্য-সকলের মধ্যে আমি বিষ্ণু। দ্বাদশ আদিত্য শাস্ত্রসিদ্ধ। দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত। কোন শাস্ত্রে বা ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংস, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বৎ, পুষন্, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, এই সকল দ্বাদশ আদিত্যের নাম। ঋগ্বেদে আদিত্যসংখ্যা ছয়—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। তৈত্তিরীয়ে আটটি আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য। বৃহদারণ্যকেও দ্বাদশ মাসই দ্বাদশ আদিত্য নামে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং আমরাও মাসকেই আদিত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্রে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতা, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র এবং পৌষে বিষ্ণু। সুতরাং পৌষমাসীয় সূর্য্যই বিষ্ণু শব্দে এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

বেদানামিতি। বেদানাং চতুর্ণামহং সামবেদোঽস্মি, দেবানাং মধ্যে বাসব ইন্দ্রোঽহমস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনামেকাদশানামহং মনশ্চ অস্মি, ভূতানাং প্রাণিনামহং চেতনা জ্ঞানশক্তিরস্মি নিত্যপ্রকাশমানা।

অর্থ।—বেদসকলের মধ্যে আমি সাম, দেবতাসকলের মধ্যে আমি ইন্দ্র। ইন্দ্রিয়-সকলের মধ্যে আমি মন, এবং ভূতসকলের মধ্যে আমি চেতনা বা জ্ঞানশক্তি অথবা চেতনাবান্ ভূত।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩

রুদ্রাণামিতি। রুদ্রাণামেকাদশানাম্ অহং শঙ্করশ্চ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাঞ্চ মধ্যে অহং বিত্তেশো ধনাধিপতিঃ কুবেরোঽস্মি, বসূনামষ্টসংখ্যকানাং মধ্যে অহং পাবকোঽস্মি অগ্নিঃ, শিখরিণাং শিখরবতাম্ উচ্ছ্রিতানাং পর্ব্বতানাম্ অহং মেরুরস্মি।

অর্থ।—রুদ্র-সকলের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের, বসু-সকলের মধ্যে আমি পাবক অগ্নি, পর্ব্বতের মধ্যে আমি মেরুপর্ব্বত।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

পুরোধসামিতি। হে পার্থ, পুরোধসাং পুরোহিতানাং মধ্যে মুখ্যং প্রধানং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি জানীহি। সেনানীনাং সেনানায়কানাং মধ্যে অহং স্কন্দো দেবসেনাপতিঃ কার্ত্তিকেয়ঃ, সরসাং স্থিরাণাং জলাশয়ানাং মধ্যে অহং সাগরঃ সমুদ্রোঽস্মি।

অর্থ।—পুরোহিত-সকলের মধ্যে আমায় দেবপুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিদিগের মধ্যে আমায় স্কন্দ বলিয়া জানিবে, এবং জলাশয়মধ্যে আমাকে সমুদ্র বলিয়া জানিবে।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণামহং ভৃগুরস্মি, গিরাং বাচামহমেকমক্ষরম্ ওঁকারোঽস্মি, যজ্ঞানাং মধ্যে অহং জপযজ্ঞোঽস্মি, স্থাবরাণাং স্থিতিশীলানাং মধ্যে অহং হিমালয়োঽস্মি।

অর্থ।—মহর্ষিসকলের মধ্যে আমি ভৃগু। ভৃগুপদচিহ্ন তিনি বক্ষে ধারণ করেন, এইরূপ উপাখ্যান ভাগবতে আছে ও তাহার অধ্যাত্ম অর্থ আছে, কিন্তু তাহা এখানে গ্রহণীয় নহে। বাক্যসকলের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ, এবং পর্ব্বতসকলের মধ্যে আমি হিমালয়।

জপযজ্ঞের কথা একটু বলি। পুনঃ পুনঃ মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করার নাম জপ। সেইরূপ যদি দেবতা উদ্দেশে কৃত হয়, তবেই উহা হয় যজ্ঞ। বাক্ বা বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বাক্যের সমষ্টিই মন্ত্র। সাধক আপনাকে বাঙ্ময় করিয়া লইয়া পরমাত্মায় অর্পণ করিবে। বাঙ্ময় হওয়া মানেই তেজোময় হওয়া; চেতনপ্রকাশ বা চেতনার তেজ বাক্যের আকার গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পায়। মন্ত্রকে চৈতন্যময় করিলেই উহা হয় আত্ম-তেজোময়। আপনি মন্ত্রস্বরূপ এবং আপনি আপনাকেই পরমাত্মায় অর্পণ করিতেছি

অথবা তেজোময় হইয়া পরমাত্মায় গিয়া একীভূত হইতেছি, এইরূপ উপলব্ধি করিতে করিতে মন্ত্রোচ্চারণই জপযজ্ঞ।

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

অশ্বত্থ ইতি। সর্ব্বেষাং বৃক্ষাণামহম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ—দেবাশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি দেবর্ষয়ঃ, তেষাং দেবর্ষীণামহং নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণামহং চিত্ররথস্তন্নামা গন্ধর্ব্বঃ, সিদ্ধানাং জন্মত এব যোগৈশ্বর্য্যাদ্যুপপন্নানামহং কপিলোঽস্মি।

অর্থ।—বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদিগের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে আমি চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্ব, এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

উচ্চৈরিতি। অশ্বানাং মধ্যে মাম্ অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তসমুদ্রমথনোদ্ভবং উচ্চৈঃশ্রবসং বিদ্ধি, গজেন্দ্রাণাং হস্তিপ্রধানানাং মধ্যে মাম্ ঐরাবতম্ ইরাবত্যা অপত্যং বিদ্ধি, নরাণাং মনুষ্যাণাং মধ্যে মাং নরাধিপং রাজানং বিদ্ধি জানীহি। অত্রেদং প্রসঙ্গপ্রাপ্তমুচ্যতে—উচ্চৈঃশ্রবা নাম শতক্রতোরশ্বঃ শুভ্রবর্ণঃ, সপ্তমুখঃ, ঐরাবতস্তস্য হস্তী। কোঽয়ং শতক্রতুঃ? প্রজ্ঞামাত্রাসমুৎপন্নে আদ্যে তেজসি অভিমানবান্ পুরুষঃ, তেজঃশরীরিণাং সর্ব্বেষাং দেবানাং প্রধানঃ, যশ্চ স্বশক্তিভির্বিবিদ্যুৎসূর্য্যাদিভির্ভূতভূমিং তদ্গতাংশ্চ জীবান্ তেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতঃ সন্ পরিপালয়তি। সপ্তানাং বর্ণানাং সংহতত্বাৎ শুভ্রঃ, সূর্য্যস্য প্রাণস্বরূপঃ, সূর্য্যনিহিতশ্চ সরবস্তেজোরাশিঃ—উচ্চৈর্ভূমিকায়াং তস্য রবময়ত্বাৎ, "শৃণ্বন্ শ্রোত্র"মিতি রবস্যৈব শ্রবণেন্দ্রিয়তয়া প্রাদুর্ভাবাচ্চ উচ্চৈঃশ্রবা উচ্যতে, স চ সপ্তবর্ণমুখো ভূত্বা দিশি দিশি প্রধাবতি, তমধিরুহ্য ইন্দ্রো জগৎ পাতি। ঐরাবতো নাম তত্তেজোরাশ্যন্তর্গতজলাদানবর্ষণশক্তিঃ, যয়া হি ইন্দ্রো বর্ষং নিগৃহ্লাতি উৎসৃজতি চ।

অর্থ।—আমাকে অশ্বের মধ্যে অমৃতোদ্ভব উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া ধারণা করিবে, গজেন্দ্রদিগের মধ্যে ঐরাবত বলিয়া ধারণা করিবে, মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা বলিয়া ধারণা করিবে। উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের সমুদ্রমন্থনোদ্ভব অশ্ব, ঐরাবত ইন্দ্রের গজ। শ্বেতবর্ণ সপ্তমুখ অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা। সূর্য্যে নিহিত সূর্য্যের প্রাণস্বরূপ সপ্তবর্ণাত্মক তেজোরাশি একত্রে সংহত হইয়া শ্বেতবর্ণরূপে অবস্থিত, উহাই বিকীর্ণ হইবার সময় সপ্ত বর্ণরূপ সপ্ত মুখ প্রকাশ করিয়া দিগন্তে ধাবিত হয়; উহাই ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা এবং সেই তেজোরাশির মধ্যে জলশোষণ ও জলবর্ষণরূপ যে শক্তি আছে, উহাই ঐরাবত। প্রজ্ঞামাত্রা হইতে যে আদি ভৌতিক তেজ জাত হয়, যাহা তড়িৎ, সূর্য্যপ্রভৃতিরূপে অধিভূত ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করে, উহাই ইন্দ্রশক্তি। অধ্যাত্মে ঐ শক্তিই সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিরূপে ও প্রাণপ্রবাহরূপে বিরাজিত। ওই আদি তেজোমূর্ত্তির ভিতর শব্দ ও আলো, উভয়ই

নিহিত, রব ও রবি সম্বন্ধ। তাহা হইতেই তড়িৎ প্রভৃতি বিচ্ছুরিত। রব উহাতে নিহিত বলিয়াই উচ্চৈঃশ্রবা নাম।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

আয়ুধানামিতি। আয়ুধানামস্ত্রাণামহং বজ্রং দধীচেরস্থিবিনির্ম্মিতং, ধেনূনাং সৌরভেয়ীনামহমস্মি কামধুক্ কামধেনুর্ব্বশিষ্ঠস্য, প্রজনঃ প্রজননশক্তিস্বরূপোঽহমস্মি কন্দর্পঃ কামদেবঃ, সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ। সর্পশব্দেন কেন্দ্রপ্রসৃপ্তাঃ শক্তয় উচ্যন্তে, তাসামধিপতির্লোকবিধারকো বসন্ত্যস্মিন্ লোকা ইতি বাসুকিরহমস্মি ইতি ত্বয়া চিন্তনীয়ং।

অর্থ।—অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুসকলের মধ্যে আমি কামধেনুরূপে চিন্তনীয়, প্রজননশক্তিস্বরূপ আমি কামদেব, সর্পসকলের মধ্যে আমি বাসুকি। বিসর্পিত শক্তি, যাহার দ্বারা লোকসকল বিধৃত, তাহার নাম বাসুকি। আর কুণ্ডলিত শক্তির নাম নাগ। সে কথা পরে বলিতেছেন।

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

অনন্ত ইতি।—কেন্দ্রেশয়াঃ কুণ্ডলিন্যো হি শক্তয়ো নাগা উচ্যন্তে। তেষাং নাগানামহম্ অনন্তো নাম নাগাধিপতিরস্মি, যশ্চ প্রলয়ে কেন্দ্রপ্রসৃপ্তাঃ সর্ব্বশক্তীঃ সমাকৃষ্য ভূতানাং প্রলয়ং করোতি। যাদসাম্ অপ্‌শরীরিণাং দেবানাম্ অহং বরুণোঽস্মি তেষামধিপতিঃ, পিতৄণামহম্ অর্য্যমানামাস্মি পিতৃপতিঃ, সংযমতাং সংযময়িতৃণামহং যমো ধর্ম্মরাজঃ, এবং ত্বয়া চিন্তনীয়ম্।

অর্থ।—শক্তি উভয়মুখী। কেন্দ্রাভিমুখী শায়িতা বা কুণ্ডলিতা শক্তির নাম নাগ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই নাগসকলের মধ্যে আমি অনন্ত বা শেষ নাগ। প্রলয়কালে সমস্ত আকর্ষণ করিয়া যে শক্তি ভৌতিক প্রলয় সংসাধন করে, সেই শক্তিই অনন্ত নাগ। সেই অনন্ত নাগ আমি। যাদস্ বা জলদেবতাদিগের মধ্যে আমি বরুণ। পিতৃসকলের মধ্যে আমি অর্য্যমা। পিতৃশক্তি বা সংস্কারশক্তিসকলের মধ্যে যেগুলি গতিশীল, ক্রিয়াশীল, সেইগুলি অর্য্যমা। সংযমকারীদিগের মধ্যে যম বলিয়া আমায় ধারণা করিবে।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

প্রহ্লাদ ইতি।—দৈত্যানাং দিতিবংশোদ্ভবানাম্ অহং প্রহ্লাদশ্চ অস্মি, কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা অহং কালোঽস্মি, মৃগাণাং পশূনাং মধ্যে অহং মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ, পক্ষিণাং মধ্যে অহং বৈনতেয়ো বিনতাসুতো গরুড়োঽস্মি।

অর্থ।—আমি দৈত্যদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, কলনকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, পশুদিগের মধ্যে সিংহ, পক্ষিসকলের মধ্যে আমি গরুড়।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণামহং পবনো বায়ুরস্মি, শস্ত্রভৃতাং শস্ত্রধারয়িতৃণামহং রামোঽস্মি পরশুভৃৎ, ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরশ্চ অস্মি তন্নাম্না খ্যাতো মৎস্যজাতিবিশেষঃ, স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে জাহ্নবী ভাগীরথী অস্মি।

অর্থ। – পবিত্রকারীদিগের মধ্যে আমি পবন, অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যসকলের মধ্যে আমি মকর, এবং প্রবাহিণীসকলের মধ্যে আমাকে জাহ্নবী বলিয়া ধারণা করিবে।

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

সর্গাণামিতি। হে অর্জ্জুন, সর্গাণাং সর্ব্বাসামেব সৃষ্টীনাং আদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চ অহমেব, বিদ্যানামহম্ অধ্যাত্মবিদ্যা তস্য মোক্ষার্থত্বাৎ, প্রবদতাং বাদিনাং অহং বাদঃ, বাদজল্পবিতণ্ডানাং মধ্যে বাদস্যৈবার্থনির্ণয়ক্ষমত্বাৎ প্রাধান্যম্।

অর্থ।—হে অর্জ্জুন, সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত আমিই। বিদ্যাসকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদীদিগের মধ্যে আমি বাদস্বরূপ।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামহং অকারো বর্ণোঽস্মি, সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে অহং দ্বন্দ্বঃ অস্মি, অহমেব অক্ষয়ঃ কালঃ মহাকালরূপঃ পরমেশ্বরঃ, বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখো ধাতা কর্ম্মফলপ্রদাতা অহমেব, ইতি ত্বয়া চিন্ত্যং।

অর্থ।—অক্ষরসকলের মধ্যে আমি আদি অক্ষর অকার, সমাসসকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস, আমি অক্ষয় মহাকালস্বরূপ পরমেশ্বর, বিশ্বতোমুখ কর্ম্মফলবিধাতা আমিই।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

মৃত্যুরিতি। প্রলয়ে সর্ব্বহরো মৃত্যুশ্চ অহম্ অস্মি, ভবিষ্যতাং জীবানাম্ উদ্ভবশ্চ অভ্যুদয় অহমস্মি, নারীণাং কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, ললিতা বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ অহমস্মি, ইতি ত্বয়া ধ্যেয়ং।

অর্থ।—সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও আমিই, এবং আগামী কল্পে প্রাণিসমূহের উদ্ভবও আমিই। আমি কীর্ত্তি, নারীসকলের শ্রী, ললিত ভাষা, আমি স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

বৃহদিতি। তথা সাম্নাং মধ্যে অহং বৃহৎ সাম তস্য মোক্ষার্থত্বাৎ, ছন্দসাং মধ্যে অহং গায়ত্রী, মাসানামহং মার্গশীর্ষোঽস্মি, ঋতূণামহং কুসুমাকরঃ বসন্তোঽস্মি, এবং ত্বয়া ধ্যাতব্যং।

অর্থ।—আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম অর্থাৎ তাহার মোক্ষপ্রতিপাদক অংশ, ছন্দঃসকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসসকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, ঋতুসকলের মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষক্রীড়নলক্ষণম্ অহমস্মি ছলয়তাং ছলনং কুর্ব্বতাং, তেজস্বিনামহং তেজোঽস্মি, জয়োঽস্মি বিজেতৃ,ণাং, ব্যবসায়োঽস্মি ব্যবসায়িনাং, সত্ত্বমস্মি সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং পুরুষাণামহম্ ইতি ত্বয়া ধ্যেয়ং।

অর্থ।—ছলনাকারীদিগের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়াস্বরূপ, তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি তেজঃস্বরূপ, আমি জয়, আমি উদ্যম, সাত্ত্বিক পুরুষদিগের মধ্যে আমি সত্ত্বগুণ।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭

বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি অয়মহং ত্বৎপুরতোঽবস্থিতঃ, পাণ্ডবানামহং ধনঞ্জয়ঃ ত্বমেব, মুনীনাং মননশীলানাং মধ্যেঽপি অহং ব্যাসঃ, কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামহং বশীকরণাদিবিদ্যাবিদুশনাঃ কবিরস্মি।

অর্থ।—বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে আমি উশনা বা বশীকরণাদি-বিদ্যাবিৎ শুক্রাচার্য্য।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮

দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৃ,ণামহং দণ্ডোঽস্মি, জিগীষতাং জয়েচ্ছুনামহং নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপনীয়ানামহং মৌনমস্মি, জ্ঞানবতামহং জ্ঞানমস্মি।

অর্থ।—দমনকারীদিগের মধ্যে আমি দণ্ডস্বরূপ, জয়েচ্ছুদিগের মধ্যে আমি নীতি-স্বরূপ, গুহ্যতার প্রাণস্বরূপ মৌন আমি, জ্ঞানীদিগের জ্ঞান আমিই।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইতি বিভূতিবর্ণনদ্বারেণোক্ত্বা, সাকল্যেন স্বস্য সর্ব্বভূত-বীজত্বং সর্ব্বাত্মত্বঞ্চ কথয়তি যচ্চাপীতি। অত্র প্রথমমেব শুভ্রোপমং স্বস্য সর্ব্বভূতবীজত্বং বক্তব্যমিত্যতঃ শুভ্রার্থে নৈবার্জ্জুনশব্দেন শ্রোতারং সম্বোধয়তি অর্জ্জুন ইতি। হে অর্জ্জুন, যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং বীজম্ উৎপত্তিকারণং, তদহমস্মি।

ন তদস্তি ভূতং চরাচরং স্থাস্নু চরিষ্ণু বা, যন্ময়া আত্মনা বিনা স্যাৎ ভবেৎ, ময়া বিহীনো ন কোঽপি সত্তাবান্ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন, ভূতসকলের যাহা বীজ, আমি তাহাই। এই চরাচর ভূতসকলের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে আমি নাই।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বপ্রকাশের সর্ব্বত্র আপনার সংস্থিতি বর্ণনা করিয়া, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ক্ষেত্রে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবে আত্মসংযোগ করিয়া, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই জ্ঞানটির অনুশীলন করিবার সাধনোপায় বর্ণনা করিয়া, 'অর্জ্জুন' বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানবিস্তার লক্ষ্য করিয়াই এ সম্বোধন। 'অর্জ্জুন' অর্থে শ্বেতবর্ণ অথবা শ্বেতবর্ণযুক্ত। শ্বেত বর্ণ যেমন সমস্ত বর্ণের সংহত মূর্ত্তি, সেইরূপ ভূমা আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইলে, বহু বিচিত্র বিশ্বজ্ঞান আত্মময় হইয়া, সংহত হইয়া, একীভূত হইয়া, বৈচিত্র্য অপসারিত করিয়া, অথচ সমস্ত বৈচিত্র্যের আধার হইয়া যে ভাস্বর প্রজ্ঞার জ্যোতি প্রকাশ পায়, তাহা শুভ্রোপম, দীপ্ত সূর্য্যোপম। সে জ্ঞানের ভিতর সমগ্র বিশ্বজ্ঞান নিহিত থাকে, অথচ কোন বৈচিত্র্যের বিশেষ প্রকাশ থাকে না। সে জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞ, অথচ বিশেষজ্ঞ নহে; সে জ্ঞান উদ্‌গমোন্মুখী, অথচ উদ্‌গমহীন বীজস্বরূপ। সেই জন্য সার্ব্ব-ভৌমিক আত্মজ্ঞান অর্জ্জুনকে শুনাইয়া, বিশেষ ভাবে এখানে 'অর্জ্জুন' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। শুভ্র বর্ণের অর্থই সর্ব্ববর্ণের একত্বে সমাবেশ, এই জন্য মহেশ্বরকে আমরা শুভ্রবর্ণ দেখি। বিশ্ববীজ দেখিলেই তাঁহাকে শুভ্রবর্ণীয় দেখিতে হইবে। এই শ্লোকে তিনি আপনাকে বীজ বলিয়া বর্ণনা করিলেন, সেই বীজত্বের প্রতিভাস স্মরণ করিয়াই অর্জ্জুনকে বলিলেন—শুভ্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার স্মরণ করাইয়া দিই, এ বিভূতি বর্ণনার উদ্দেশ্য—বিশিষ্ট বিশিষ্ট দিকে, যথেচ্ছভাবে স্থূল বিশ্বে স্বীয় প্রত্যগাত্মা অবলম্বনে পরমাত্মার ব্যক্ত বিশ্বরূপে, ব্যক্ত ঈশ্বরত্বে সংযুক্ত হওয়া। যিনি আমার ভিতর আত্মরূপে বিরাজিত, নিজবোধরূপে নিত্য যিনি আমার হৃদয়ে প্রতিভাত, তিনিই সেই আমার সমগ্র আমিত্বের নিত্য আশ্রয়, এই বিশ্বভুবনেরও নিত্য আশ্রয়রূপে ইহার অণুতে অণুতে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত। প্রতি অণুতে এই আত্মাই বীজস্বরূপ, যিনি এই অধ্যাত্মে আমার বীজস্বরূপ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই অধিদৈবে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ; ইনি আমার আত্মা, ইনি বিশ্বাত্মা, ইনিই সর্ব্বভূতের বীজ; চরাচরে এমন কোথাও কিছু নাই, যাহা এই বীজ হইতে জাত নহে, যাহা আমার অন্তরের এই চিদ্‌ঘন আত্মা হইতে প্রসৃত নহে, প্রজাত নহে, এই চিদ্‌ঘন আত্মায় প্রলীন নহে। হে শুভ্র, হে শান্ত, হে নিরীহ বীজমূর্ত্তি, তোমার এই বীজত্ব-দর্শনে অর্জ্জুনের মত শুভ্রত্বে আমাদিগকেও ঢাকিয়া দাও, করিয়া দাও তোমারই মত শিব, তোমারই মত শান্ত শুভ্র শাশ্বত।

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥ ৪০

নান্ত ইতি। হে পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তোঽবধির্নাস্তি, ন শক্যতে মম বিভূতীরিয়ত্তয়া জ্ঞাতুং বক্তুং বা কেনচিৎ। এষ তু উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতো বিভূতের্বিবস্তরো ময়া প্রোক্তঃ কথিতঃ, অহমেব সর্ব্বমিতি তে জ্ঞানদার্ঢ্যার্থম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতিসকলের কোথাও অন্ত নাই। আমার এই বিভূতিবিস্তার যে উল্লেখ করিলাম, ইহা শুধু নির্দ্দেশ করিবার জন্য।

যৌগিক অর্থ।—ভূমা আত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বকে অভিব্যক্ত করিয়া অর্জ্জুনকে বর্ণনা করিতেছেন, তল্লক্ষ্যেই পরন্তপ সম্ভাষণ। অর্জ্জুনের ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন, মহাকালপ্রবাহে আজ মাহেন্দ্র ক্ষণ তাহার জন্য উপস্থিত। এখনই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দেখাইয়া, শুধু অর্জ্জুনের জন্য নহে—অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভূভারতের জন্য অর্জ্জুনের দিব্য চক্ষে ও ভূভারতের দিব্য প্রজ্ঞায় যে পরম মূর্ত্তি আজ ধারণ করিবেন, সেই পরম আবির্ভাবটি পুরুষোত্তমের অন্তরে প্রকাশোন্মুখ, কল্যাণ বর্ষণের করুণাময় দৃষ্টি নয়নে তাঁহার সুপ্রকাশ, স্নেহের বিদ্রাবণে হৃদয় আজ তাঁহার উৎসরিত, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর মহাপ্রাণ আজ ভক্তের আশাতীত আশাপূরণে অগ্রসর। তাই তাঁহার প্রাণের সখাসম্বোধনে অধিকারী ভক্ত পার্থকে 'পরন্তপ' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া তিনি বলিতেছেন,—আমার দিব্য প্রকাশের অন্ত নাই হে তাপসশ্রেষ্ঠ! অন্ত নাই, অন্ত নাই অনন্তরূপী আমার; ব্যাপ্তি আমার অনন্ত, সংহতি আমার অনন্ত, অনন্ত বীজত্বে অনন্ত বিকাশ, অনন্তই আমার স্বরূপ। এই বিভূতিবিস্তার—যাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, ইহা আমার সীমা দেখাইবার জন্য নহে; ভাবিও না, মাত্র ঐগুলিই আমি। বিভূতিরূপে, স্থূল মূর্ত্ত রূপে সত্য সত্য আমিই প্রকাশ পাইয়া রহিয়াছি, এই কথাটি নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য তোমার নিকট আমার এই বিভূতিবর্ণনা।

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১

ভগবতঃ সদসদ্রূপত্বেঽপি ন শক্যতে মানবৈরসতি ভগবন্তং চিন্তয়িতুম্ আত্মন্যসদভ্যুপগমভয়াৎ। অত উচ্যতে যদ্‌যৎ সত্ত্বং বস্তু বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং, শ্রীমৎ কান্তিযুক্তং, ঊর্জ্জিতং তেজঃসম্পন্নমেব বা ভবেৎ, তত্তদেব বস্তুং ত্বং মম ঈশ্বরস্য তেজোঽংশসম্ভবং তেজসোঽংশেন একদেশেন সম্ভব উৎপত্তির্য্যস্য, তৎ তেজোঽংশসম্ভবং অবগচ্ছ জানীহি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে কোন বস্তু কোনরূপ ঐশ্বর্য্যময়, শ্রীময় বা কোন প্রকার বিশেষ গুণপ্রভাবময়, সেই সেই বস্তুকেই আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া অবগত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—মাত্র স্বীয় বিভূতিত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিভূতি বর্ণনা। সমস্তই তাঁর বিভূতি, সুতরাং বিভূতি অন্বেষ্য নহে। শুধু কোথায় কোথায় তোমরা যোগস্থ হইবার জন্য ধারণা করিবে, সেই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে এই শ্লোকের অবতারণা। ভগবান্ বলিতেছেন—বস্তু লক্ষ্য করিয়া বিভূতি বলি নাই। বস্তুত্বটি প্রভবের নিধন, শেষ তামসিক

প্রকাশ। উহাও আমি। কিন্তু উহা ত তোমাদিগের সহজজ্ঞানোপলব্ধ প্রত্যক্ষ। উহাও যে আমি, ইহা জানিতে উহার মধ্যস্থ প্রভব দেখিতে হইবে। কেন না, প্রভব বা তেজই বস্তুর আকার লইয়া ব্যক্ত রহিয়াছে। প্রভবই প্রাণ, প্রাণই প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই আত্মবোধময়, সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। কাজেই আমি ভূতমূর্ত্তি, ইহা অবগত হইতে হইলে ভূতের অন্তরে তাহার প্রভব বা প্রাণময়ত্ব, তাহার প্রজ্ঞাময়ত্ব, তাহার আত্মময়ত্ব অবগত হইতে হইবে। সেই তত্ত্বাবগতির জন্য যে বিভূতিযোগ বর্ণনা করিলাম, সেই বিভূতিযোগের সাধনার জন্য এই লোকসকলের যখন যে লোকটি যদৃচ্ছাক্রমে অবলম্বিত হইয়া যাইবে, তখন সেই লোকের মধ্যে যাহা সমধিক প্রভবময়, শ্রীময়, প্রাণবন্ত, তাহাই তোমার অবলম্বনীয়। যেমন বলিয়াছি, ঋষিলোকমধ্যে ভৃগু, জ্যোতিঃসম্পন্ন লোকের মধ্যে রবি, প্রবাহিণীলোকমধ্যে গঙ্গা, এইরূপ। হে পরন্তপ, যেখানে শ্রী দেখিবে, প্রাণবত্তা দেখিবে, কোনরূপ বৈশিষ্ট্য দেখিবে, তাহাকেই আমার তেজোংশসম্ভব বলিয়া জানিয়া, তাহাতে যোগস্থ হইয়া অবগত হইতে চেষ্টা করিবে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা বিসদৃশ, যাহা কু, যাহা নগণ্য, তাহাতে সহজে মহিমময়ত্ব ধারণা করিতে পারিবে না, সেই জন্য এ বাছাবাছি। নতুবা আমিই সমস্ত, তাহাতে সংশয় নাই। 'কু'কে, মলিনকে ধারণা করিতে গেলে অতর্কিত ভাবে ধারণাও কু ও মলিন হইতে পারে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

খণ্ডশো বিভূতিশ্রবণেন তেষু প্রাপ্তযোগানামেব সাকল্যতো বিভূতিশ্রবণাধিকারো ভবতি, অত উচ্যতে—অথবা হে অর্জ্জুন, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিং স্যাৎ, ত্বন্তু মদ্‌বচনসামর্থ্যাৎ এতেষু প্রাপ্তযোগ এব, অতোঽধুনা শৃণু সমষ্টিভাবেন মম বিভূতিং—অহং সর্ব্বেশ্বরঃ একাংশেন একপাদেন ইদং কৃৎস্নং সমগ্রং জগৎ বিষ্টভ্য বিশেষেণাবষ্টভ্য স্তম্ভনং কৃত্বা স্থিতঃ, "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী"তি শ্রুতেঃ। অতস্ত্বং তাদৃশে ময়ি যোগযুক্তো ভব ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন, অথবা এত পৃথক্ পৃথক্ ভাববহুল অবলম্বনে জানিবার তোমার প্রয়োজন নাই; আমি আমার একাংশে জগৎমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—খণ্ডে খণ্ডে, লোকে লোকে ওইরূপে যোগস্থ হওয়া অভ্যস্ত হইলে তখন ভূমা ভাবে যোগস্থ হইবার অধিকার লাভ করিবে। সেই অধিকার স্মরণ করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন,—"আমি আমার একাংশে জগৎ বিধৃত করিয়া অবস্থান করিতেছি," এই ভাবে আমাতে যোগস্থ হও। 'অবগত হও,' 'জ্ঞাত হও', এ সকল শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিও না, এখানে এই প্রকার বচনের দ্বারা তত্ত্বতঃ দর্শন লক্ষ্য করা হইতেছে।

বিশ্বরূপ প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগবান্ বলিলেন, আমার একাংশে জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে দর্শন কর। স্ফটিকের ভিতর রক্তবর্ণ-রঞ্জনার মত জগৎ আমার অন্তরে

একাংশে অবস্থান করিতেছে। বিশ্বরূপ দর্শন অর্থে আত্মারই প্রভব বিশ্বাকারে প্রতিভাত হইতে দেখা। এ জগৎ তখন আর এরূপ সাধারণ দৃষ্টিগোচরীভূত তামস জড়তাময় বলিয়া প্রতিভাত হয় না, চিজ্জ্যোতির্ম্মণ্ডিতরূপে উপলব্ধ হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ শক্তিময়ী মূর্ত্তি, প্রাণময়ী মূর্ত্তি, দেবতাময়ী মূর্ত্তি প্রকট হয়। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি"- চিদ্ঘন পরমাত্মার প্রভবময় পাদই এই বিশ্বরূপ। ব্যোমে তড়িজ্জালের মত চিদ্ব্যোমে এ বিশ্বতড়িতের মেখলা। অধ্যাত্মে প্রজ্ঞাময়ী, অধিদৈবে ভূতময়ী এই অভিব্যক্তি বিশ্বদেবতার। একই পরমাত্মস্বরূপ পরম অরূপ দেবতা রূপময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, অসংখ্য অগণিত দেবীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া, নিত্য পরমেশ্বরী সাজিয়া, অঙ্কে জীবসংঘ ধরিয়া অবস্থিতা। কোথাও ব্যস্ত সৃজনে, কোথাও নিযুক্তা পালনে, কোথাও প্রবুদ্ধা সংহারে। অন্তরে প্রজ্ঞাময়ী, বাহ্যে ভূতময়ী এ পরমাত্মপ্রভবরূপা দেবী—অনুভূতি ও সম্ভূতিরূপিণী—পরতন্ত্রা ও স্বতন্ত্রা, আগম নিগমের প্রতিপাদ্যা দুই মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইয়া দ্যোতনশীলা—মহাকালকে ব্যক্ত করিয়া ক্রমে ও অক্রমে। এই শক্তিপ্রভবেই মহাকাল বিশ্বরূপ। ভূত ভবিষ্যৎ ইহাঁরই অঙ্গে মিথুনীকৃত। ভূত ভবিষ্যতের মিথুনই জীবের বর্ত্তমান, বর্ত্তমানের আত্মবিভাগই ভূত ভবিষ্যৎ। বিভাগ ও মিথুন—ইহাই ভোগ, ইহাই ক্রমকাল, বিভাগ মিথুনের অবসান নিধন—ইহাই ভগ—মহাকাল—যোনিমুদ্রার বাহ্য রূপ—আনন্দঘন তমঃকরাল! সেথা দয়া নাই, মমতা নাই, শুধু গ্রসন, শুধু আত্মপূরণ, শুধু চর্ব্বণ আর সংহরণ! বাহিরে চর্ব্বণ—ক্রমকালের কলন; ভিতরে গ্রসন—মহাকালের তর্পণ। আত্মচর্ব্বণ, আত্মগ্রসন, আত্মতর্পণ—যোনিমুদ্রার ভীমা শোভা। তোর হৃদয়ের মাঝে শান্ত নিরীহ ওই যে যজ্ঞের সাক্ষী তোর—বিভূতিযোগে দেখিতে দেখিতে ছাইয়া ফেলিল—প্রকাশ হইল—শুভ্র শুক্র প্রশান্ত শাশ্বত শিব স্বয়ম্ভূ, উহারই অন্তরে সে কালশোভা। সেইখানে তোর ভূত ভবিষ্যৎ লুকান। দেখিবি যদি, ছুটিয়া চল রে পৃথার কুমার, ও পার্থ-সারথির সকাশে। পার্থকে সে দিবে দেখা এখনই সেই করাল রূপে, তার দিব্য চক্ষু খুলিয়া। তোরাই হইবি মুক্তচক্ষু, যদি বিভূতি ধরিয়া বিভূতিযোগের করিস তীব্র সাধনা। বিভূতি ও তাহাতে যোগ হওয়া, এই দুইটি এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, সেই জন্য ইহার নাম বিভূতিযোগ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

একাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

শ্রুতা হি ভগবদ্‌বিভূতয়ো দশমে অর্জ্জুনেন। তেন চ তস্য যৎ বৃত্তং, তচ্চিখ্যাপয়িষু-রর্জ্জুন উবাচ—কিং উবাচ? মোহোঽয়ং বিগতো মমেতি। মোহো নাম অচিদাশ্রয়লক্ষণঃ, ইদং শরীরং পাঞ্চভৌতিকং, ইদঞ্চ জগৎ পরিদৃশ্যমানমেব মম আশ্রয়ঃ, নাতঃপরং মম কিমপ্যাশ্রয়ণমস্তি, ইত্যেবম্ অচিদাশ্রয়ো ভাবো মোহশব্দবাচ্যো ভবতি। অয়ম্ ইত্থংপ্রকারো মম মোহো বিগতঃ অপগতঃ। কেনাপগতঃ? ত্বয়া যৎ পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বচ উক্তং, তেন। ত্বদ্‌বচনসামর্থ্যেন মম শরীরস্য জগতশ্চ ভূতভাবো হ্যপগতঃ, প্রাপ্তশ্চ ময়া তয়োরধ্যাত্মভাবঃ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং তে বচঃ শৃণ্বতা। তেনাহম্ আত্মানমেব জ্ঞানবপুষমাশ্রয়-ত্বেনোপগতোঽস্মি, জগৎ শরীরঞ্চ জ্ঞানময়ং, জ্ঞানস্য চ আত্মতোঽবিনাভাবিত্বাৎ আত্মময়ঞ্চ পশ্যন্। ভূতমাত্রান্তঃস্থেয়ং প্রজ্ঞামাত্রা সুগূঢ়েতি তস্যা বচনমপি পরমং গুহ্যং স্যাদিত্যত আহ পরমং গুহ্যম্ অতিশয়গোপনীয়ং। তর্হি কিমর্থমুক্তম্? মদনুগ্রহায় মমানুগ্রহার্থমেব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন বলিলেন, আমাকে অনুগ্রহ করিতে গুহ্য অধ্যাত্মজ্ঞানপূর্ণ যে সকল বাক্য আপনি বলিলেন, তাহার দ্বারা আমার মোহ অপগত হইল।

যৌগিক অর্থ।—পার্থ আজ বিগতমোহ। গুরুরূপ গরুড়েশ্বর নারায়ণ স্বয়ং আজ তার গুরু—চক্ষুদাতা। তত্ত্বোপদেশে বিধৌতহৃদয়, প্রদীপ্তপ্রজ্ঞ, মোহাবসানের অশোকা জ্যোতিতে অন্তর তার জ্যোৎস্নাময়। দহর তার প্রদ্যোতনশীল, ঋতে সে প্রবিষ্ট, বিশ্ব তাহার নিকট জ্ঞানমূর্ত্তি, অধ্যাত্মনামধেয়—আত্মময়। মোহাপসরণের প্রথম লক্ষণ—দেহাত্মবোধের তিরোধান। দেহই সর্ব্বস্ব, দেহই আধার, বিশ্বই সর্ব্বস্ব, বিশ্বই আধার, এই প্রকার অচিদাশ্রয়ী ভাবটি তিরোহিত হইয়া, জ্ঞানবপু আত্মাই সর্ব্বস্ব—আত্মাই আশ্রয়, এইরূপ আত্মাশ্রয়ী ভাবের অবির্ভাব হইয়া, জীবকে ভৌতিক জগতের অন্তরে জ্ঞানময় দেবতাময় বিশ্ব দেখিবার, ভৌতিক শরীরের অন্তরে জ্ঞানময়, দেবতাময় শরীর দেখিবার অধিকার দেয়। তখন বিশ্ব বা দেহ অধ্যাত্ম দেহ—অধ্যাত্ম বিশ্বরূপে উপলব্ধ হয়। ভগবদ্‌বাণী অর্জ্জুনের হৃদয়ে এইরূপ উপলব্ধি প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া 'অধ্যাত্ম-সজ্ঞিতং বচঃ' বলিয়া অর্জ্জুন উল্লেখ করিলেন। আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তিতে সমগ্র ভৌতিক সত্তা জ্ঞানময়রূপে প্রতিভাত হয়; এবং যখন জ্ঞানময়, তখন আত্মময়; কেন না, আত্মবোধশূন্য

কোন জ্ঞানক্রিয়া হয় না, সুতরাং জ্ঞানময় বিশ্ব দেখার পরিণতি আত্মময় বিশ্ব দর্শন। এইরূপে. বিশ্ব বা শরীর আত্মময় বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মময় হইয়া যায় বলিয়া, তখন সমগ্র সত্তা অধ্যাত্মসংজ্ঞার যোগ্য হয়। ভৌতিক বিশ্বপ্রকাশের অন্তরে এইরূপ জ্ঞানময় বিশ্ব গুহ্য ভাবেই অবস্থিত, সুতরাং তৎসংক্রান্ত জ্ঞানটিও গুহ্য জ্ঞান। এই জন্য অর্জ্জুন ভগবদ্-বাণীকে 'গুহ্যং' বলিয়া অভিহিত করিলেন।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

কম স্পৃহায়াঃ যথাবদুপযোগেনালঙ্করণাৎ কমলশব্দো হি কামপ্রদানক্ষমার্থো ভবতি। ইতঃপরম্ বিশ্বরূপদিদৃক্ষা ভগবতে বক্তব্যা, অতস্তদাদৌ ভগবদীক্ষণস্য কামনাপূরণসামর্থ্যম্ অনুস্মরন্ তদর্থেন বাক্যেন ভগবন্তং সম্বোধয়তি কমলপত্রাক্ষ ইতি। হে কমলপত্রাক্ষ, কমলদললোচন, সর্ব্বকামদেক্ষণ, ভব উৎপত্তিঃ, অপ্যয়ো লয়ঃ, তৌ ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং চরাচরাণাং ময়া ত্বত্তস্ত্বৎসকাশাৎ বিস্তরশঃ বিস্তরেণ শ্রুতৌ, মাহাত্ম্যং মহিমানমপ্যাত্মনস্তব অব্যয়ং ব্যয়রহিতং শ্রুতং। কিন্তু ন কিমপি দৃষ্টম্ ইত্যর্জ্জুনস্য বচনাভিপ্রায়োঽবগম্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।– হে কমলপত্রাক্ষ, তোমার শ্রীমুখে ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়ের কথা এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্যের কথা বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিলাম।

যৌগিক অর্থ।—অর্জ্জুনের অচিদ্দর্শন-সংকীর্ণ চক্ষু আজ বিশালায়ত মুক্তদৃষ্টিলাভোন্মুখী, তাই ভগবান্‌কে 'কমলপত্রাক্ষ' বলিয়া অর্জ্জুনের এ স্তুতিময় সম্ভাষণ। এখানে 'কমলপত্রাক্ষ' শব্দ শুধু পদ্মদলের সহিত তাঁহার চক্ষু উপমেয়, এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। 'কমল' অর্থে ইচ্ছা বা কামনামণ্ডিত। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বকামপ্রদ, তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বকামময়, সর্ব্ব ইচ্ছা-পূরণময়, তাঁহার দৃষ্টি দেখিতে পাইলে সকল বাসনা সিদ্ধ হয়, সকল প্রাপ্তব্য জীবের লাভ হয়। অর্জ্জুন আজ আশাতীত আশা হৃদয়ে লইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছে—তাই এ সম্ভাষণ। কম = কামনা + অল ভূষিত করা, এই অর্থে কমল শব্দের প্রয়োগ।

হে কামদদৃষ্টি ভগবন্, তোমার মুখে ভূতসংঘের সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিজ্ঞান বিস্তৃত ভাবে আমি অবগত হইয়াছি, তোমার অক্ষয় অব্যয় মাহাত্ম্যের কথাও আমার শোনা হইয়াছে। শোনা হইয়াছে, জানা হইয়াছে, কিন্তু দেখা হয় নাই, ইহাই বলিবার জন্য অর্জ্জুন উদ্গ্রীব।

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩

এবমিতি। হে পরমেশ্বর, ত্বম্ আত্মানং যথা যেন প্রকারেণ আত্থ ব্রবীষি মৎসন্নিধৌ, এতৎ এবমেব, ন অন্যথেতি সুদৃঢ়োঽস্তি মে প্রত্যয়ঃ, কিন্তু হে পুরুষোত্তম, কেবলং শৃণ্বত এব মে কৃতার্থতা ন স্যাৎ, অতস্তে তব ঐশ্বরং রূপং অধুনা দ্রষ্টুমিচ্ছামি, যেনাহং কৃতার্থো ভবেয়মিত্যর্থঃ। স্বকীয়ানামৈশ্বর্য্যাদীনামীক্ষণেন পুরুষোত্তম এব পরমেশ্বরাখ্যো ভবতি

ব্যক্তোঽব্যক্তশ্চ। অত্র হি আদৌ অন্তে চ 'পরমেশ্বর-পুরুষোত্তম'-বচনাভ্যাং তৎপ্রজ্ঞ এব অর্জ্জুন আসীৎ ইত্যুপলভ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, তাহা সেইরূপই বটে। হে পুরুষোত্তম, এখন আমি তোমার সেই ঐশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।

যৌগিক অর্থ।—পুরুষোত্তম যখন রূপময়, ঐশ্বর্য্যময়, তখনই তিনি ব্যক্ত পরমেশ্বর। সেই জন্য যখন বলিলেন,—"তোমার যে রূপ বর্ণনা করিলে," তখন অর্জ্জুন 'পরমেশ্বর' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, আর তার পর "তোমার ঐশ্বর্য্যময় রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি" এই কথা বলিবার সময় বলিলেন, —'পুরুষোত্তম'। যিনি পুরুষোত্তম, তিনিই অব্যক্ত অক্ষর পরমেশ্বর এবং তিনিই ব্যক্ত বিশ্বরূপময় পরমেশ্বর, এই প্রজ্ঞা অর্জ্জুনে প্রতিষ্ঠিত।

জ্ঞানতত্ত্বের আত্মানাত্ম বিভাগ অবলম্বনে তত্ত্বচক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকিলে প্রথমতঃ সেই বিভাগদ্বয়ে যে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়, দেহাত্মবোধ হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিভুত্ব প্রকাশ হইতে থাকিলে সেই বিভাগ অদৃশ্য হইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় যেমন সাধকের অন্তরে জ্ঞানক্রিয়া অসীম ব্যাপকরূপে উপলব্ধ হয়, আত্মতত্ত্ব অণুবৎ অনুমেয়বৎ থাকে, পরবর্ত্তী অবস্থায় আত্মতত্ত্বই অসীমরূপে দেখা দেন, জ্ঞানশক্তি তদঙ্গীভূত হইয়া শক্তি-শক্তিমান্ ভেদটি আর দেখিতে দেন না। "জ্ঞানমনন্তং জ্ঞেয়মল্পং" এইরূপ তখন হইয়া আসিতে থাকে। এক প্রজ্ঞানঘন নিত্যজাগ্রত পরমশক্তিমান্ পুরুষরূপে বা পরমেশ্বররূপে তখন চেতনার দিগন্ত ভরিয়া যায়। আত্মানাত্ম বিভাগ আর দৃষ্টও হয় না, দেখিবার আবশ্যকতাও থাকে না। বিভূতিযোগ সাধনার ইহা পরিণতি। ভূতে ভূতে প্রজ্ঞান ও প্রজ্ঞানঘন আত্মাকে দর্শনের ইহাই ফলস্বরূপ প্রকাশ পায়। অর্জ্জুনের হৃদয়ে সেই পরিণতি প্রকাশোন্মুখ। কিন্তু হায় দৈব বিড়ম্বনা, ফুল ফোটে ফোটে ফোটে না, দেবতা আসে আসে আসে না। গুরূপদেশের প্ররোচনায় গুরুনির্দ্দিষ্ট পন্থা ধরিয়া ভূতে ভূতে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞায় প্রজ্ঞায় আত্মা দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল বিশ্ব ; প্রজ্ঞানের বিভুবৎ হইল আত্মবোধ, ব্রহ্মবোধের বিপুল বিকাশে বিশ্ব হইল আত্মময়, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিতে আর দ্বিধা ঠেকিল না, 'জীবাস্মি'র দেখা আর মিলিল না ; মনে হইল, কেহ কোথাও নাই, শুধু অনন্ত চিৎসাগর, অথবা রহিল 'ঋতং পিবন্তৌ' আমি ও ভগবান্—চলিল স্তুতি নতি, আকুল প্রাণের পীযূষ-স্রাবণে ভরিয়া গেল চিদাকাশ ; কিন্তু দেবতা ঐ আসে আসে আসে না। কেন এমন হয় ? সে দেখা, সে সাধনা, সে প্রকাশ ফুটিয়াছে প্রজ্ঞার সেই একান্ত বাহ্য অংশে, যাহার নাম মন, অথবা ফুটিয়াছে প্রজ্ঞার সেই মধ্যাংশে, যাহার নাম হৃদয়, অথবা ফুটিয়াছে প্রজ্ঞার সেই গভীরতর অংশে, যাহার নাম আত্মবোধ ; কিন্তু সংস্কারে তখনও হয় নাই আত্মা দ্যোতনশীল। ব্যক্ত জৈব সংস্কার মরিয়াছে, কিন্তু অব্যক্ত জৈব সংস্কার তখনও আছে ক্রিয়াশীল—শুধু ক্রিয়াশীল নহে, সে ক্রিয়ার প্রভাব সে সাধকের উপর জৈব সঙ্কীর্ণতার

গুহা রচিয়া বিদ্যমান। তাই জানিয়াও জানা হয় নাই, দেখিয়াও দেখা হয় নাই, পাইয়াও পাওয়া হয় নাই। প্রাণের দেবতা তার তখনও আসি আসি করিতেছে, কিন্তু তখনও আসে নাই। আসিবে—বিলম্ব নাই, কিন্তু তবু মুহূর্ত্তের কি নির্য্যাতন। মরিবে সে মুহূর্ত্তে মহাকালের আবির্ভাবে হয় ত পরমুহূর্ত্তেই, কিন্তু শত আশ্বাসের স্নিগ্ধ ধারায় সে জ্বালা যায় না জুড়াইয়া। এখনি সে আসিবে, এখনি তার অব্যক্ত জৈব সংস্কার ব্রহ্ম-সন্নিধির কিরণস্পর্শে হইবে মাতৃবক্ষে ধৃত শিশু, হইবে সে নৃসিংহের বুকে প্রহ্লাদ, হইবে সে রবিকরোজ্জ্বল চন্দ্রমা; তখনও থাকিবে জীব, অগ্নিবিদগ্ধ লৌহখণ্ডের মত ব্রহ্মময় হইয়াও থাকিবে জীব, হইবে ব্রহ্মময় জীব—আরও একটু সংস্কারের দ্বীপ নিমগ্ন হইলে ভক্তিবন্যার প্লাবনে। এখনই দিবেন মুক্ত করিয়া তৃতীয় চক্ষু ত্রিনেত্র গুরু মহাকাল। কিন্তু অজ্ঞ জীব, বিলম্ব ত সহে না। পার্থের এখন সেই অবস্থা, সেই দুর্ব্বহ আবেগ বুকে লইয়া নতজানু পার্থ প্রার্থী আজ প্রাণেশের চরণে,—ওগো, দেখিতে বড় সাধ। যদি জানিতে দিয়াছ, তবে দেখিতে দাও। যদি স্পর্শে দিয়াছ অধিকার, তবে আলিঙ্গনে ঘুচাও ব্যবধান। 'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম।'

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

মন্যসে ইতি। বুদ্ধি-প্রজ্ঞা-সাধন-প্রচেষ্টানাং মে শক্তিপ্রদানেনানুগ্রাহকত্বাৎ হে প্রভো স্বামিন্, যদি তদ্ ঐশ্বরং রূপং তে, ময়া অর্জ্জুনেন দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে গণয়সি, যতস্ত্বমেব মে শক্তিপ্রদানেন যোগ্যতানিষ্পাদকোঽসি, ততস্তর্হি হে যোগেশ্বর, ত্বয়ি মম যোগস্য ত্বদ্দর্শনাখ্যস্য ঈশ্বর ঘটনাঘটননিষ্পাদক, ত্বং মে মহ্যং দর্শয় অব্যয়ং নিত্যম্ আত্মানম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে প্রভো, তোমার সে ঐশ্বর রূপ দেখিবার মত আমাকে যদি যোগ্য বিবেচনা কর, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে সেই অব্যয় আত্মস্বরূপ দেখাও।

যৌগিক অর্থ।—নমিত হইল সাধকশক্তি সাধ্যের রক্ত চরণে। আত্মা হইল সমর্পিত, স্বীকৃত হইল প্রভুত্ব তাঁর সাধ্যসাধক-সংগ্রামে। আমার বোঝা, আমার জানা, আমার সাধনপ্রচেষ্টা—সবার মূলে প্রভু তুমি, প্রভু তুমি। প্রভু তুমি, নিয়ন্তা তুমি, তোমাতে আমাতে যোগসংঘটনের অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব তোমার। আমার প্রচেষ্টা—সে তোমারই দেওয়া শক্তিধারার আবর্ত্তন; তোমার শক্তিধারাই আমায় করে রাধা, তোমার আলোকই আমায় করে প্রজ্ঞাময়, তোমার প্রীতিই আমায় করে তোমার জন্য ব্যথাব্যাকুল। প্রভু তুমি, প্রভু তুমি। তুমি যদি মনে কর, এ ভৃত্যে তোমার দেওয়া হইয়াছে যোগ্যতা, করা হইয়াছে দাসের হৃদয় পূত-প্রযত-প্রণত, তোমার অব্যয় আত্মমূর্ত্তি আমায় দেখিতে দাও। তোমাতে আমাতে যোগই তোমাকে দেখা, সে যোগের কর্ত্তা তুমি, তুমিই একমাত্র যোগেশ্বর।

যোগেশ্বর স্বয়ং পরমাত্মা, সমস্ত শক্তিপ্রকাশ তাঁহারই, সমস্ত সংঘটনই তাঁহারই ইচ্ছার পরিপূরণ, সমগ্র শক্তি নর্ত্তিত তাঁহারই ইঙ্গিতে, জীব যত ক্ষণ না এই ধারণা পায়,

তত ক্ষণই যত দুর্ব্বহ কর্ত্তৃত্ব, যত কর্ম্ম, যত কর্ম্মফল, সবই থাকে তারই শিরে, সবই তাহাকে মাথা পাতিয়া বহিতে হয়। কিন্তু প্রজ্ঞা-প্রদ্যোতনে জ্বলিয়া ওঠে মহাজ্ঞান,—আমাতে যাহা কিছু, এ সকল তাঁহাতে স্থিত, আমি শুধু তাঁর প্রকাশমূর্ত্তি, আমি শুধু তাঁরই বাক্‌নির্ঘোষের শূন্যে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসা প্রতিধ্বনির সংবর্ত্তন। তখন প্রচেষ্টা ধরে প্রার্থনার রূপ, প্রার্থনা ধরে প্রাপ্তির আকার, প্রাপ্তি আসিয়া বরণ করে প্রণত প্রচেষ্টার প্রগতি। তাই শুধু প্রণতি, শুধু ঈশিত্বের স্বীকার, শুধু আত্মভূমিতে অবলুণ্ঠিত আত্মভরা স্বীকৃতি—স্বীকৃতি প্রণতি একই কথা—আত্মব্যাপী প্রণতি, ইহাই শোনায় বিজয়বাদ্য তার আগমনীর সুরে।

আহা রে দুঃস্থ জীব! আজ এই অবসরে মনে পড়ে তোর চিন্তামলিন মুখ। কিসের ভাবনা জীব, কিসের ভাবনা—কোথায় তোদের ভাবনা! যে জানে, তার ভগবান্ আছে, কোথায় তাহার ভাবনা? যে জানে 'নাই ভগবান্,' কোথায় বা তারই ভাবনা? যদি ভগবান্ নাই, এমনই তোমার জ্ঞানমূর্ত্তি, তবে কর্ম্মফল নাই, পরকাল নাই, পুনর্জ্জন্মও প্রলাপ ত; তবে যাহা খুসি, তাহা করিয়া যাও—মরণ, সে ত আসিবেই, মরণই ত তবে সর্ব্বশেষ—নির্ভয়ে হও যথেচ্ছাচারী, কোথায় তোমার ভাবনা! আর "আছ ভগবান্" প্রজ্ঞার যদি এই ভূমিতে আসিয়া থাক তুমি—তবেই বা তোমার কোথায় কিসের ভাবনা রে—তোমার কিসের কোথায় দুশ্চিন্তা! পার্থকে যেমন শুনাইয়া শুনাইয়া অপৌরুষেয় মহাবাণী আনিল তুলিয়া সত্যলোকে, দেখা দিতে তারে বিশ্বরূপে—চক্ষু করিয়া বিমুক্ত, তোমাকেও তেমনই লইবে তুলিয়া সংসাররণাঙ্গন মাঝে অপৌরুষেয় বাণী শুনাইয়া রবহীন ভাষায় অন্তরে! স্বীকৃতি নাই, এমন জীব হয় না রে, নিজে আছি মানেই তাঁহারই স্বীকৃতি পরোক্ষ ভাষায় ব্যক্ত! তাই চল্ রে বিশ্ব, বিশ্ববাসী যে কেহ ওই পার্থে করিয়া অনুসরণ, পার্থসারথির চরণতলে সমর্পিয়া তোদের শক্তিরাশি অস্ত্র-শস্ত্র পুরুষকার! ওই সমর্পণ সম্যক্ করিতে পদাঙ্ক কর অনুসরণ গুরুরূপী ওই উপদেশের ক্রমধারা; শুধু জ্ঞান কর, ওই জ্ঞানই তোর গুরুমূর্ত্তি, ওই বাণীই তোর পার্থসারথি ভগবান্। চল দেখি, ওই ভাষার দর্পণে অব্যয় সে মহাকালের করালমূর্ত্তি কিরূপে দীপ্ত হইয়াছিল পার্থের যোগ-নয়নে! 'আছে নাই'য়ের মধ্যে পড়িয়া, কর্ম্মসঙ্কট রচনা করিয়া, বদ্ধ হতচিত্ত হইয়া থাকিস না মৃত্যুশীল, আত্মমর্ম্ম পিষিয়া। ওই নিজত্ব মূলধন করিয়া, চলিয়া আয় রে, প্রচ্ছন্ন-সাধক নাস্তিক যত, লুটাইয়া তারই চরণতলে ফুটাইতে তার বিশ্বম্ভর করাল মহাকাল রূপ। মাটি, জল, জীব, কেহ তোরা নহিস নাস্তিক, ওরে কেহ তোরা নহে ঈশহারা।

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

এবংহি প্রার্থিতোঽর্জ্জুনেন কামপ্রদঃ শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ, পশ্য মে মম

রূপাণি শতশঃ অথ সহস্রশঃ অনন্তশ ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতানি তানি ? নানাবিধানি নানা পৃথক্ পৃথক্ বিধয়ঃ প্রকারা যেষাং তানি নানাবিধানি বহুপ্রকারাণি, নানা পৃথক্ পৃথক্ শ্বেতপীতলোহিতাদিপ্রকারা বর্ণাঃ তদ্‌বদাকৃতয় আয়তনানি চ যেষাং রূপাণাং তানি নানা-বর্ণাকৃতীনি, দিব্যানি দিবি অন্তরাকাশে ভবানি চ। পশ্য একস্যৈব মে চিতিশক্তিরূপস্য বিজ্ঞানবীর্য্যোদ্ভবাঃ কতি কতি শক্তিলীলাঃ, কতি চ জ্ঞানায়তনানি, তেষু তেষু চ প্রবিষ্টং মাং জীবভূতম্ ইত্যতঃ অহমেব পরমেশ্বরো জীবো জগদিত্যাত্মনো নানাত্বমপি পশ্য ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পার্থ, আমার শত শত, সহস্র সহস্র, নানাবর্ণের নানা আকৃতির নানাবিধ রূপ দর্শন কর।

যৌগিক অর্থ।—বরদা দেবীর আবির্ভাব হইল সংঘটিত পুরুষোত্তমের হৃদয়ে। পার্থের ভাগ্যাকাশে অরুণোদয়। ভগবান্ বলিলেন,—পার্থ, আমার অনন্ত মহিমময় মূর্ত্তি দর্শন কর। নানা বর্ণ, নানা আয়তন, নানা প্রকারের রূপ সকল দেখ। আমি এক হইয়াও নানা, নানা আয়তন গ্রথিত একই অঙ্গে, নানা রূপ বিচ্ছুরিত একই বপুতে, শতে শতে সহস্রে আমিই বিভক্ত হইয়া রহিয়াছি দেখ। একই আত্মবোধের বুকের উপর ফুটাইয়া রাখিয়াছি সহস্রে সহস্রে কত রূপ, অনন্তে অনন্তে কত আয়তন, দেখ দেখ দেখ। একই চিতিশক্তিরূপা আমি, দেখ—আমার বিজ্ঞানবীর্য্যে আমারই উপর রচিত কত শক্তিলীলা, কত জ্ঞানায়তন। আয়তনে আয়তনে প্রবিষ্ট হইয়া আমিই হইয়াছি জীবভূতা। আমিই পরমেশ্বর, আমিই জীব, আমিই জগৎ। আত্মার এই নানাত্ব দর্শন কর।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬

কিঞ্চ হে ভারত, পশ্য আদিত্যান্ দ্বাদশ, বসূন্ অষ্টৌ, রুদ্রান্ একাদশ, অশ্বিনৌ দ্বৌ, মরুতঃ একোনপঞ্চাশৎসংখ্যকান্, তথা বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া পূর্ব্বম্ অদৃষ্টানি আশ্চর্য্যাণি অদ্ভুতানি পশ্য মম রূপাণীতি পূর্ব্বেণানুবর্ত্ততে।

অর্থ।—দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, একোনপঞ্চাশৎ বায়ু এবং বহু বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমা, যাহা পূর্ব্বে কখনও তোমার কল্পনাতে আসে নাই, সেই সকল আশ্চর্য্য বিভূতি আমার দর্শন কর।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

হে গুড়াকেশ, হৃদি তে জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপস্য উদয়াস্তবিহীনস্য মম প্রকাশাৎ হে বিজিতনিদ্র, ন কেবলান্যেতাবন্ত্যেব মম রূপাণি, ইহ অস্মিন্ মম দেহে একস্থম্ একস্মিন্নবস্থিতং, সচরাচরং চরেণ অচরেণ চ সহ বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রং জগৎ অদ্য পশ্য, যচ্চ অন্যৎ অভিলষিতং দ্রষ্টুমিচ্ছসি, তদপি পশ্য।

অর্থ।—আজ দেখ, এই আমার দেহে একত্রে অবস্থিত রহিয়াছে সমগ্র চরাচর

জগৎ। আজ তুমি বিজিতনিদ্র, তোমার নিশামোহ আর নাই, উদয়াস্তহীন জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপ আমি আজ উদিত তোমার হৃদয়ে। যাহা কিছু দেখিতে চাহ, দেখ আমারই অঙ্গে।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

তু কিন্তু অনেন স্বচক্ষুষা স্বকীয়েন মানুষেণৈব চক্ষুষা মাং বিশ্বরূপং দ্রষ্টুং ন শক্যসে, অতস্তে তুভ্যং দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, তেন দিব্যেন চক্ষুষা ঈশ্বরস্য মম ইতি ঐশ্বরং মে যোগং যোগশক্তিপ্রকাশং পশ্য। কিং নাম চক্ষুর্দ্দিব্যমুচ্যতে? সনাতনোঽয়মাত্মেতি আত্মবোধ-প্রদ্যোতনেন তমঃপ্রায়াণাং জীবসংস্কারাণামন্তর্ধানাৎ অতীতানাগতাত্মলৌকিকদর্শনশ্রবণা-দীনাং সামর্থ্যপ্রকাশরূপং যোগাত্মকং চক্ষুর্দ্দিব্যম্ উচ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কিন্তু তোমার এই জৈব চক্ষুর দ্বারা আমায় তুমি দেখিতে পাইবে না। আমি তোমায় দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঐশ্বর যোগশক্তি দর্শন কর।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জৈব সংস্কারের সঙ্কীর্ণতায় আমরা ভগবানে আত্মহারা হইয়াও হইতে পারি না। অন্তর্ম্মুখে দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া প্রতি জ্ঞানবৈচিত্র্যের তলে তলে আত্মসংস্থান দেখিতে দেখিতে ভূমা আত্মত্বের অনুভূতি কতক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেও ক্রমদর্শন ঘোচে না। একটি জ্ঞানপ্রকাশের তলে যখন আপনাকে দেখি, তখন অন্য জ্ঞানপ্রকাশ যায় অব্যক্ত হইয়া। সেই জন্য আত্মার ভূমা প্রকাশ প্রকটিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জৈব সংস্কারে যে বিষয়গুলি সর্ব্বদা ভোগ করি, সেই লৌকিক জ্ঞানবৃত্তি ভিন্ন অন্য অলৌকিক জ্ঞানবৃত্তির প্রকাশ ঘটে না। ইহাও ওই জীবের ক্রমদর্শনরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। এই জন্য ত্রিবিক্রম আত্মা যতক্ষণ না অক্রম মহাকালরূপে আবির্ভূত হন, ততক্ষণ দ্যুভূআয়তন পরমাত্মদেবতাকে দেখা যায় না। জীব ভৌতিক দেহ ভুলিয়া, ভৌতিক জগৎ ভুলিয়া, জ্ঞানময় বিশ্ব, জ্ঞানময় আপনি, এইরূপ দেখার ভিতর সমাহিত হইয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমজ্ঞান বা কালজ্ঞান ধীরে ধীরে হয় অপসৃত, নিত্য জ্ঞানের বিভাস উঠিয়া মহাকালের দেয় সংস্পর্শ; হৃদয় হইয়া উঠে প্রদ্যোতনশীল, ভক্তি-জ্যোৎস্নার আলোক-প্লাবনে অন্তর্হিত হয় অন্ধকারময় জৈব স্মৃতি। সেই নিত্যজ্ঞানভূমিরূপ মহাকালের প্রকাশে তার আত্মবোধ হয় সমুজ্জ্বল প্রতিভাশীল, অলৌকিক লোক প্রকাশ পায় তার আত্মাকাশের দিগন্তে। এই অলৌকিক দর্শনযোগ্যতার প্রকাশই দিব্য চক্ষু। যোগশাস্ত্রে পুরুষজ্ঞান হইলে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা এই ভাবে বলা হইয়াছে। "ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে।"—পুরুষজ্ঞান হইতে, প্রতিভাপ্রকাশ হইতে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, অতীত অনাগত জ্ঞান, শ্রাবণ প্রকাশ, দিব্য শব্দসংবিৎ, বেদন হইতে দিব্য স্পর্শ, দর্শনপ্রকাশ হইতে দিব্য রূপ দর্শন, আস্বাদপ্রকাশ হইতে দিব্য রসসংবিৎ এবং লোকবৃত্ত অর্থাৎ বিধৃতি বা বিত্ত-মানতারূপ জ্ঞানপ্রকাশ হইতে দিব্য গন্ধসংবিৎ নিত্য সম্বুদ্ধ হয়। আত্মজ্যোতিঃপ্রকাশে এইরূপ দর্শনাধিকারই দিব্য চক্ষু। জৈব সংস্কার অন্ততঃ সাময়িক বিস্মৃতিতে নিমজ্জিত না

হইয়া গেলে এই চক্ষু প্রকাশ পায় না। যে পুরুষ স্বীয় আত্মাকে অপার জ্ঞানার্ণবস্বরূপ পরমাত্মায় পরিপূর্ণ আসক্তিতে সংলগ্ন রাখিতে সমর্থ হইবে, সজীব বিশ্বনাথের জীবনকণাই তাহার অস্তিত্ব, আত্মানুভূতি একটি সাধারণ অনুভূতি মাত্র নহে, ইহা জীবন্ত ভগবানের অন্তরে গিয়া উপনীত হওয়া, এই জাতীয় যাহার উপলব্ধি প্রকাশ পাইবে, তাহারই রবহীন সানুরাগ প্রার্থনা, তাহারই আত্মিক তৃপ্তিময় ক্রন্দন তুলিবে পরমাত্মাকে সজীব করিয়া, ফুটাইয়া দিতে তার দিব্য চক্ষু, দেখাইতে তাকে বিশ্বরূপ। অর্জ্জুনকে আজ দিব্য চক্ষু দিবার কথা শুনিয়া, নির্ণয় করিয়া লও নিজ পন্থা জীব, যদি জীবত্ব চাহ চিরদিনের জন্য ভুলিতে।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

সঞ্জয় উবাচ—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র, মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চেতি মহাযোগেশ্বরো হরিঃ হরত্যবিদ্যামিতি হরিঃ পরমাত্মা, এবম্ ইত্থংপ্রকারং বচনং উক্ত্বা, ততস্তদনন্তরং পার্থায় পৃথাপুত্রায় স্বকীয়ং পরমং সর্ব্বোত্তমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস প্রদর্শিতবান্। কুত্রাবস্থিতায় পার্থায় প্রদর্শয়ামাস? মূর্দ্ধ্নি জীবেশ্বরসঙ্গমে ব্যুত্থানদ্বারে। অত্র হি বিনিবৃত্তসাধনপ্রচেষ্টা-নামেবানুপ্রবেশো ভবতি, নিদ্রেবোপরতেন্দ্রিয়কর্ম্মণাম্। যত এবং, ততস্তদুপপন্নানাং দিব্যচক্ষুরপি প্রাতিভাত্মলৌকিকশক্তিপ্রকাশদর্শনক্ষমং ন প্রচেষ্টালভ্যং ভবতি। কথং তর্হি লভ্যতে? পরমাত্মানুকম্পয়ৈব "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্, এইরূপ বলিয়া মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে পরম ঐশ্বর রূপ প্রদর্শন করাইলেন।

যৌগিক অর্থ।—কে দেখাইলেন ঐশ্বর রূপ? মহাযোগেশ্বর হরি। কাহাকে দেখাইলেন—পার্থকে, জীবকে। হরি—'হরত্যবিদ্যামিতি হরিঃ।' অবিদ্যা হরণ করেন বলিয়া পরমাত্মা হরিপদবাচ্য। জীবাত্মাকে দেখাইলেন পরমাত্মা, অপ্রাকৃত পারমেশ্বর রূপ। কেমন করিয়া দেখাইলেন, দিব্য চক্ষু দান করিয়া। অবিদ্যা দূরীভূত করিয়া, দিব্য চক্ষু মুক্ত করিয়া দিয়া, বদ্ধকে দিলেন মুক্তির অধিকার মহাযোগেশ্বর হরি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার আমিত্বের মূলে, জন্মস্থলে, প্রজ্ঞানঘন পরমাত্মাতে উপনীত হইবার পথে আত্মবোধ অবলম্বনে অগ্রসর হইলেও সেখানে থাকিতে পারি না। নিজবোধটিকে ভূমা-ভাবের আভাসময় করিয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। তাহার কারণ, জৈব আমিত্ব ছাড়িতে পারি না। আমাদিগের এই আমিটি বাঁচিয়া থাকে তিন গ্রন্থিতে—মনে, প্রাণে, সংস্কারে। যদিও মনের তলার আমিটি মরিল ত প্রাণের তলার আমি মরিল না—নমিত হইল না; যদি বা প্রাণের তলার আমিও মরিল, মন প্রাণ যদিও সেই প্রজ্ঞানঘন-পদে নত হইল, তখন যদিও আর আমি বলিয়া কোন স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তভাবে উপলব্ধ হইল না, কিন্তু সংস্কারাত্মক

আমি অভিভূত ভাবে থাকিয়াও ক্রিয়া করিতে থাকিল। যোগশাস্ত্রে ইহাকে সমাধির পূর্ব্বক্ষণ বলে। সমাধিতে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবামাত্র আমিত্বের যে অবস্থা, ইহাই সেই অবস্থা। এইখানে জীব পরমাত্মার সন্নিহিত হইয়াও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র থাকে। শুধু তাহা নহে, আত্মপ্রত্যয়সারে সমাধিস্থ হইয়াও আবার সে যে ব্যুত্থিত হইয়া ফিরিয়া আসে, ইহাই জীবাত্মার ধর্ম্ম। সেখানেও জীবত্বের সীমা নহে। জীব মুক্ত হইয়াও জীবত্ব হারায় না। সমস্ত অবিদ্যা নাশের পরও জীব জীবই থাকে; তবে মুক্ত, সে অন্য কথা; কিন্তু জীব জীবই থাকে। পরমেশ্বরের সে প্রারব্ধ কল্প শেষ হইলে, তবে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সে নির্ব্বাণ পাইতে পারে, যদি সে মুক্ত পুরুষেরও প্রার্থনা সেইরূপ থাকে। নতুবা মুক্ত জীবরূপে ব্রহ্মৈশ্বর্য্যের ভোক্তা হইয়া তিনি অবস্থান করেন। জীবাত্মার এই স্বাতন্ত্র্য পরমেশ্বরের ইচ্ছায় রচিত বলিয়া পরমেশ্বরের সঙ্কল্প ভিন্ন ইহার জীবত্ব নির্ব্বাপিত হয় না এবং সেই জন্য বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ জগদ্‌ব্যাপারে মুক্ত জীবেরও অধিকার নাই। পরমাত্মাতে ও জীবাত্মাতে পার্থক্যটি বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া, এখানে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। নতুবা অল্পমেধা পুরুষের সহজেই মনে হইতে পারে, যখন ভূমা পরমেশ্বরবোধ জাগিল, তখন আবার জীব কোথায়—একমাত্র তিনিই রহিলেন। তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে জানিবে, কে কাহাকে ভোগ করিবে? জীব স্বীয় নিজত্ব বা আত্মত্বটি প্রজ্ঞানঘন পুরুষে হারাইলেও সে সাময়িক। সেই সাময়িক আত্মহারা অবস্থায় প্রবেশের দ্বারে মহাকালস্বরূপ অলৌকিক পারমেশ্বর রূপ দর্শন হয়। উহা মুক্ত পুরুষের মুক্তির একপাদ। মুক্ত পুরুষ পরমেশ্বরবৎ উভয়লিঙ্গ—চিন্মাত্রসংস্থানে থাকা ও আপ্তকাম ভাবে লীলাময় থাকা, এই দুই মুক্ত পুরুষের ধর্ম্ম। ওই ব্যুত্থানে আসা ও পরমাত্মাতে সমাহিত হওয়া, এই দুই দিকে অধিকার বিস্তৃত হইলে তবে জীব মুক্তির অধিকার পায়। শুধু সমাহিত বা তুরীয়স্থ হইলেই সাধনা হইল না। এই পারমেশ্বরী শক্তি উপলব্ধির কথা পঞ্চম স্থান বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত। বস্তুতঃ জীবাত্মার পরমাত্মায় সংস্থিতি তত ক্ষণ পূর্ণ সার্থকতাময় হয় না, যতক্ষণ না ঐশ্বর তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। ইহাই সাংখ্যে তত্ত্বজয় নামে উল্লিখিত। আত্মজ্ঞান ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জীবাত্মা পরমপুরুষার্থতা লাভ করেন না। যাহা হউক, অর্জ্জুন কোথায় বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে তোমাদিগের সে ধারণা যেন প্রকাশ পায়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে পার্থক্যটি আর একটু বিশদ করিয়া বলিয়া, এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। জীবাত্মায় আছে মুক্তত্ব, পরমাত্মায় আছে পরমেশ্বরত্ব। জীবাত্মা চিতিশক্তি, শক্তিপ্রধান, গতিপ্রধান, পরমাত্মা হইতে জাত ও বহির্গত বলিয়া। পরমাত্মা স্থিতিপ্রধান; তিনি জীবাত্মারূপে ও জগৎরূপে গতিশীল এবং অসঙ্গ পরমেশ্বররূপে স্থিতিশীল। পরমাত্মা চিৎতত্ত্ব—আত্মা বা জীবাত্মা চিতিশক্তি। উভয়ই এক, অথচ জীবের

দিক্ হইতে দেখিলে স্বগত স্বাতন্ত্র্যময়। পরমাত্মার দিক্ হইতে কিন্তু এ বিভাগ ধর্ত্তব্য নহে, এক বলিয়াই গ্রহণীয়। সূর্য্য হইতে কিরণ বা সমুদ্র হইতে বাষ্পবৎ যেমন যাহা বহির্গত হয়, তাহা যেমন তেজই বা জলই, পরমাত্মার দিক্ হইতে জীবাত্মপ্রকাশ প্রায় তদ্রূপই। এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে রাখিলে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে সুবিধা হইবে।

যাহা হউক, অর্জ্জুন সেই জীবেশ্বর-সঙ্গমে, যোগীর ভাষায় সেই ব্যুত্থানদ্বারে, পুরুষোত্তমের কৃপায় যোগচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন। ওই স্থানটিতে জীবের সাধন-প্রচেষ্টা থাকে না; প্রচেষ্টা থাকিতে ও স্থান পাওয়া যায় না; প্রচেষ্টার অবসানে ওই সংস্থান প্রকাশ পায়। যেমন ইন্দ্রিয়প্রচেষ্টার অবসান না হইলে নিদ্রা হয় না, ইহাও তদ্রূপ। এবং যখন এইরূপ জীবপ্রচেষ্টাবিহীনতাই এ সংস্থানের ধর্ম্ম, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রাতিভাদি অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ দেখিবার মত যোগচক্ষু সেখানে প্রচেষ্টায় ফোটে না; যাহাকে তিনি দেন, তাহারই প্রকাশ পায়,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

কিম্ভূতং তৎ ঐশ্বরং রূপমিত্যুচ্যতে অনেকবক্ত্রেতি। অনেকানি বহূনি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্য তদনেকবক্ত্রনয়নং, অনেকানি অদ্ভুতানি আশ্চর্য্যানি দর্শনানি রূপাণি যস্য, তদনেকাদ্ভুতদর্শনং, অনেকানি দিব্যানি জ্যোতির্ম্ময়ানি আভরণানি ভূষণানি যস্য, তদনেক-দিব্যাভরণং, দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি উদ্যুক্তানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি যস্য, তৎ দিব্যা-নেকোদ্যতায়ুধং, দিব্যানি মাল্যানি অম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেন, তং দিব্যমাল্যাম্বরধরং, দিব্যো গন্ধঃ অনুলেপনং যস্য, তং দিব্যগন্ধানুলেপনং, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং দ্যোতনশীলং, অনন্তম্ অবধিশূন্যং বিশ্বতোমুখং সর্ব্বভূতাত্মত্বাৎ সর্ব্বতোমুখম্ ঐশ্বরং পরমং রূপং পার্থায় দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধো বিজ্ঞেয়ঃ।

অর্থ।—অসংখ্য মুখ, অসংখ্য চক্ষু, বহুবিধ আশ্চর্য্য রূপ, বহু দিব্য আভরণময়, বহু দিব্য অস্ত্রশস্ত্রময়, দিব্য মাল্য-বসন-শোভিত, দিব্য গন্ধচর্চ্চিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, অনন্ত সর্ব্বতোমুখ দেবরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইলেন।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

বিশ্বরূপস্য পরমেশ্বরস্য দীপ্তেরুপমা উচ্যতে দিবীতি। দিবি আকাশে সূর্য্যাণাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং, তস্য সূর্য্যসহস্রস্য ভা জ্যোতিশ্চেৎ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা ভা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ সদৃশী যদি স্যাৎ, ন স্যাৎ বেতি বিশ্বরূপস্য পরমেশ্বরস্য দীপ্তিস্তেভ্যোঽপি সমধিকা ইত্যাশয়ঃ। যতো হি ভাসো বিদ্যুৎসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রভবন্তি, কা নাম স্যাদুপমা তস্যা ইহ লোকে?

অর্থ।—যদি গগনে সহস্র সূর্য্যের যুগপৎ উদয় হয়, তাহা হইলে সেই মহান্ বিশ্বরূপ ভগবানের দীপ্তির যদি কিছু তুলনা হয়, এমনই তিনি দীপ্তিময়। সে দীপ্তির তুলনা নাই—তুলনা নাই। যে দীপ্তিতে সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ জাত, সে দীপ্তির তুলনা কি?

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

কিঞ্চ। তদা তত্র তস্মিন্ দেবদেবস্য ভগবতঃ শরীরে একস্থম্ একস্মিন্ অংশে অবস্থিতম্ অনেকধা অনেকপ্রকারৈর্ভূর্ভুবঃস্বঃপ্রভৃতিভির্ভেদৈঃ প্রবিভক্তং কৃৎস্নং ভূতং ভবং ভাবি চ সমগ্রং জগৎ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ অপশ্যৎ, একত্বেন বহুত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিমত্তয়া চ ভূষিতং পরমাশ্চর্য্যং যোগৈশ্বরং রূপং ভগবৎপ্রদত্তেন যোগজেন চক্ষুষা দৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই পরম দেবাদিদেবের শরীরে পাণ্ডব বহুধাবিভক্ত জগন্মণ্ডলসমূহ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন।

যৌগিক অর্থ।—বদ্ধ জীব অর্জ্জুনের সমস্ত পণ্ডতা সেই রূপ দেখিয়া বিদূরিত হইল, এই জন্য পাণ্ডব বলিয়া এখানে তাঁহার উল্লেখ। অর্জ্জুনের এই বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণনায় সঞ্জয় প্রধানভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করিলেন,—অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, সমূহ বিশ্বমণ্ডল তাঁহার অঙ্গে একত্রে অবস্থিত, আর তিনি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, দিব্য গন্ধমাল্যাম্বর সর্ব্বাভরণময়, সহস্রশীর্ষ সায়ুধ পুরুষ। তাঁহার দীপ্তি, তাঁহার অঙ্গের এক অংশে সমগ্র সৃষ্টির বিদ্যমানতা এবং তাঁহার অগণনীয় আনন-নয়নাদি ও বাহু প্রভৃতি অঙ্গ। তাঁহার একাঙ্গে এই মর্ত্ত্যজীব-পরিদৃশ্য গ্রহোপগ্রহময় জগন্মণ্ডল। এমন কত দিকে কত অঙ্গ, তার ইয়ত্তা নাই। বহুত্ব একত্ব একত্রে সমাবিষ্ট, এই অদ্ভুত দীপ্তিময়, ভয়াবহ সর্ব্বাশ্চর্য্যময় রূপ, ইহা যে চক্ষে প্রতিভাত হয়, তাহার নাম যোগচক্ষু, আর এই রূপের নাম যোগেশ্বর রূপ। যোগেশ্বর রূপ দেখিবার চক্ষু যোগচক্ষু। তোমরা তিনটি চক্ষের পরিচয় পাইলে—একটী ভূতচক্ষু, একটী জ্ঞানচক্ষু এবং একটী যোগচক্ষু। ভূতচক্ষু—যে চক্ষে তোমরা জীবরূপে সাধারণ ভাবে দেহাত্মবোধময় হইয়া ভৌতিক জগৎ দর্শন কর। জ্ঞানচক্ষু—যে চক্ষে তোমবা তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে করিতে সমগ্র অচেতন বিশ্বকে ও আপনাকেও জ্ঞানময় বলিয়া উপলব্ধি কর। আর যোগচক্ষু—যে চক্ষে সে তত্ত্ববিজ্ঞান আত্মত্বে ঘনীভূত হইয়া, পরমাত্মার কৃপায় তাঁহার ঈক্ষণের সহিত যুক্ত হইয়া, তদঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। সাধক মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ যখন বিশ্বকে জ্ঞানময় বিশ্ব, আপনাকে জ্ঞানশরীরী, এইরূপ ধারণায় যখন অধিকার পায়, তখন সে এই বিশ্বেরই জ্ঞানমূর্ত্তিত্ব লক্ষ্য করে। কিন্তু যোগচক্ষে মাত্র এই বিশ্বের জ্ঞানময়ত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। এ বিশ্ব ব্যতীত অসংখ্য বিশ্ব আছে, যাহা এখন সৃষ্ট হয় নাই—পরে সৃষ্ট হইবে, এমন কত ব্রহ্মাণ্ড গুহ্যভাবে তাঁহাতে নিহিত, সে সমস্তও পরিদৃষ্ট হয়। এই তৃতীয় চক্ষু যত ক্ষণ না প্রকাশ পায়, তত ক্ষণ তৃপ্তি নাই সাধক—আশ্চর্য্যময়তা নাই—গ্রন্থিভেদ নাই—নশ্বরে মমত্ববোধের অবসান নাই। এ চক্ষু না প্রকাশ পাইলে স্রোতের টানে পড়ার মত গতি

হয় না। এই চক্ষু দিয়াই মহাকালের যোগচক্ষের দৃষ্টির আকর্ষণ জীবের হৃদয়কে স্তম্ভিত করে—স্রোতে তৃণের মত ভাসাইয়া টানিয়া লইয়া বাঞ্ছিত স্থানে উপনীত করে। এই চক্ষু দান করিয়াই যোগেন্দ্রাণী ব্রহ্মাকে করিয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণুকে করিয়াছেন পাতা, ধর্ত্তা, শিবকে করিয়াছেন সংহর্ত্তা মহাকাল। আর তোমাদের—ওরে জীব, তোদের করেন ওই ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবসংহারকত্বের অনুভোক্তা। হাঁ—কি বলিতেছিলাম; ওই বহুত্ব, একত্ব ও ওই দীপ্তি, অলৌকিক পরমেশ্বরতত্ত্বের এই তিনটি বিশেষত্ব। তিনি একা, একা থাকিয়াও বহু এবং বিস্ময়াবহ যোগজ্যোতিঃপ্রকাশ। সেই প্রজ্ঞাময় জ্যোতিতেই সমস্ত বিধৃত, প্রত্যক্ষীভূত, কাহারও গুহ্য থাকিবার উপায় নাই, স্বচ্ছ পদার্থের মত সমস্ত সত্তার অন্তর্বাহ্য দেদীপ্যমান। এই সর্ব্বভেদী জ্যোতি, এই জ্যোতি নামিবে তোর চক্ষে। এই তিন ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে জ্বলৎযোগচক্ষু পুরুষে। এ কথা স্মরণে রাখিস, ভগবদ্দর্শনের কথঞ্চিৎ এই বাহ্য ফল।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥ ১৪

তত ইতি। তত এবং দর্শনানন্তরং বিস্ময়েন আবিষ্টো বিস্ময়াবিষ্টঃ, হৃষ্টানি রোমাণি যস্য, তথাবিধঃ স ধনঞ্জয়ঃ ধনস্য বিশ্বরূপদর্শনাখ্যস্য জয়িত্বাৎ ধনঞ্জয়ঃ পার্থঃ দেবং বিশ্বরূপধরং শিরসা প্রণতেন প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ অভাষত উক্তবান্।

অর্থ।—ওই অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া, ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া, সেই দেবতাকে নতশিরে প্রণাম করিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনই পরম ধন, সেই ধনলাভে অর্জ্জুন কৃতার্থ বলিয়া এখানে 'ধনঞ্জয়' সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অর্জ্জুন উবাচ—হে দেব, তব বিশ্বরূপস্য দেহে অহং পশ্যামি সর্ব্বান্ দেবান্, তথা ভূতানাং চরাচরাণাং বিশেষো বৈচিত্র্যম্ ইতি ভূতবিশেষঃ, তেষাং ভূতবিশেষাণাং সংঘাঃ সমূহাঃ, তান্ ভূতবিশেষসঙ্ঘান্, কমলাসনস্থং তব নাভিকমলাসনে তিষ্ঠন্তম্ ঈশং প্রজানাং সৃষ্টিকর্ত্তারং ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং, ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্, দিব্যান্ দিবি ভবান্ সর্ব্বান্ উরগান্ সর্পাংশ্চ বাসুকিপ্রমুখান্। সৃষ্টিকৃৎ পিতামহঃ, তস্য মনঃসম্ভবা ঋষয়ঃ, সর্ব্বে দেবাঃ, সর্পাশ্চ দিব্যাঃ, ভূতসঙ্ঘাশ্চেতি প্রাধান্যেন প্রজাভিঃ সহ হিরণ্যগর্ভমেবাদৌ তস্মিংশ্চিদাকাশে অর্জ্জুনো দৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেবতা, তোমার দেহে বহু বহু দেবতা, বিভিন্ন বিভিন্ন ভূতসঙ্ঘ, কমলাসনস্থিত ভগবান্ ব্রহ্মা, দিব্য ঋষি ও বাসুকিপ্রমুখ দিব্য সর্পসকল দর্শন করিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—অর্জ্জুনের দর্শনে প্রথমেই আসিল—সমস্ত দেবক্ষেত্র, সমস্ত ভূত-ক্ষেত্র ও সেই দেবতার নাভিকমলস্থিত স্রষ্টা ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মানস পুত্র ঋষিসকল ও দিব্য উরগসকল বা বহুধা বিসর্পিত শক্তি। ভূতাভিমানিনী দেবতা, শক্তিঅভিমানিনী দেবতা, ভূত, শক্তি, ঋষি ও কেন্দ্রে ব্রহ্মা, ইহাই প্রথমে অর্জ্জুনের লক্ষ্যে আসিল। বেদময় ব্রহ্মা ও বেদদ্রষ্টা ঋষি। সৃষ্টির প্রধান প্রধান বিভাগগুলি সহ সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্য-গর্ভ পুরুষকে সেই আদি বিশ্বরূপ দেবতার অঙ্গে অর্জ্জুন প্রথমে দেখিলেন।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

কিঞ্চ। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং অনেকে বাহবঃ, অনেকানি উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তব, স ত্বং অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রঃ, তম্ অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং ত্বাং পশ্যামি, হে বিশ্বেশ্বর, সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অনন্তানি অবধিবিহীনানি রূপাণি যস্য, স সর্ব্বতোঽনন্তরূপঃ তং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং ত্বাং পশ্যামি। হে বিশ্বরূপ, তব পুনঃ ন আদিং, ন মধ্যং, ন অন্তং পশ্যামি। আনন্ত্যং হি পৌনঃপুনিকং যোগদৃষ্টের্লক্ষণং ভবতি। ততশ্চ খণ্ডমপি বস্তু যোগদৃষ্ট্যা অনাদ্যমধ্যানন্ততয়া উপলভ্যতে বীজপ্রবাহবৎ। অত্র তু স্বরূপত এব অনাদেরনন্তস্য অমধ্যস্য চ ভগবতস্তথাত্বমুক্তং যোগচক্ষুষ্মতা অর্জ্জুনেন, কা তত্র স্যাদ্‌বিচিত্রতা ?

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক নেত্রসম্পন্ন, সর্ব্বত্র অনন্তরূপময় তোমাকে দেখিতেছি। তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতে পাইতেছি না।

যৌগিক অর্থ।—অর্জ্জুনের লক্ষ্যের দ্বিতীয় বিষয় হইল, আদি-অন্ত-মধ্যহীন, সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান, অনেক অঙ্গ-বিশোভিত অনন্ত রূপ। আমি পূর্ব্বে প্রজ্ঞাচক্ষু ও যোগচক্ষুর কথা বলিয়াছি। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রকাশ হইলেই সব হইয়া যায় অন্তরস্থ। যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, সমস্তই স্বীয় অন্তরে ভিন্ন অন্য কোথাও নহে, অন্তর্বাহ্য ভেদ লোপ হইয়া যায়, এইরূপ দৃষ্টিই প্রজ্ঞাচক্ষুর ধর্ম্ম। যোগচক্ষের দৃষ্টির লক্ষণ পৌনঃপুনিক আনন্ত্য। যেমন একটি ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে একটি বিশাল বৃক্ষ থাকে লুক্কায়িত, সেই গুহ্য বৃক্ষে থাকে অসংখ্য ফল, প্রতি ফলে থাকে অসংখ্য বীজ, প্রতি বীজে আবার এক এক করিয়া অসংখ্য বৃক্ষ—ইহার যেমন শেষ নাই, মধ্য নাই, আদি নাই, যোগচক্ষের দৃষ্টিতেও তেমনি যাহা উপলব্ধ হয়, তাহার আদি অন্ত মধ্য থাকে না, অনাদি অনন্তরূপে তাহা প্রকাশ পায়, তাহার অতীত অনাগত সমস্ত সহ তাহা সে চক্ষে প্রতিভাত হয়। আর সে সমস্ত নিজের অন্তরে নহে, নিজেতেই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং অক্রম বা যুগপৎ পরিদৃষ্ট হয়। সে দৃশ্য বিষয় স্থির অথবা ক্রমধারাময় হইতে পারে, কিন্তু দৃষ্টি অক্রম। নিত্য কালের বুকে যেমন ক্রমময় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, তেমনই সে দৃষ্টিতে দৃষ্ট বিষয়ের ক্রমগুলি দেদীপ্যমান হয়। বস্তুতঃ এই দৃষ্টিই মহাকালপ্রকাশ। ইহাতে কালক্রমজ্ঞান থাকে না। যোগচক্ষু

লাভ করার অর্থই যোগেশ্বরের দৃষ্টি লাভ করা, যোগেশ্বর ভগবানের চক্ষে যে ভাবে বিশ্ব প্রকটিত হয়, প্রধানতঃ সেই ভাবের দর্শনে অধিকার পাওয়া। যোগচক্ষে সাধারণ খণ্ড বিষয়সকলও যখন এইরূপে দৃষ্ট হয়, তখন আদি, মধ্য ও অন্তহীন স্বয়ং বিশ্বেশ্বরও যে যোগচক্ষে ওই ভাবে প্রকাশ পাইবেন, ইহা বিচিত্র কি ? যোগেশ্বর ওইরূপ বলিয়াই যোগচক্ষুর দৃষ্টিও ওইরূপ। অর্জ্জুনের এ স্তুতি মাত্র বর্ণনা নহে—বিজ্ঞানব্যঞ্জিত।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥ ১৭

অপরঞ্চ। কিরীটিনং কিরীটঃ শিরোঽলঙ্কারবিশেষঃ, সোঽস্যাস্তীতি কিরীটী, তং কিরীটিনং, তদ্‌বৎ গদিনং গদা কৌমোদকী নাম অস্যাস্তীতি গদী, তং গদিনং, তথা চক্রিণং চক্রং সুদর্শনো নাম অস্যাস্তীতি চক্রী, তং চক্রিণং চ, সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং সর্ব্বতো দীপ্তিরস্যাস্তীতি সর্ব্বতো দীপ্তিমান্, তং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং, তেজোরাশিং তেজসাং পুঞ্জং, অতএব দুর্নিরীক্ষ্যং দুঃখেন নিরীক্ষ্যো দুর্নিরীক্ষ্যস্তং দুর্নিরীক্ষ্যং, সমন্তাৎ চতুর্দ্দিক্ষু দীপ্তানলার্কদ্যুতিং দীপ্তয়োরনলার্কয়োঃ দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য, তথাবিধং ত্বাং দীপ্তানলার্কদ্যুতিং পশ্যামি অপ্রমেয়ং ন প্রমেয়ং প্রমাতুমশক্যম্ ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কিরীটী, গদাচক্রধারী, সর্ব্বতোভাবে তেজোরাশিতে দীপ্তমান্, প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যতেজঃসদৃশ দুর্নিরীক্ষ্য এবং অপ্রমেয়রূপে তোমায় দেখিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—ওই দীপ্তি, ওই অপরিমেয় প্রভা, তেজ—ইহাই বিষ্টম্ভক, অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়কর। প্রজ্ঞা যাহার সর্ব্বভেদী, ভাস্বর যাহার দৃষ্টি, সেই তেজ, জীবন্ত জ্ঞানবন্ত প্রাণবন্ত দীপ্তি, ইহার তুলনা নাই। মনুষ্যে ইহা যোগজ্যোতি। ইহা সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতে সমর্থ। ইহাই যোগবলরূপে ঋষিদিগের অন্তরে সঞ্চিত হয়। অর্জ্জুনের পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি স্তুতিতে আমরা তাঁহার বহুধা বিভক্ত আদি-মধ্যান্তহীন একত্ব ও অপ্রমেয় দ্যুতিময়ত্ব, এই সকল ধর্ম্ম প্রধান ভাবে পাইলাম।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

এতাবতা যানি চ তে রূপাণি দৃষ্টানি, তেন ইদং মে মতং—ত্বম্ অক্ষরং ক্ষরণরহিতং পরমং ব্রহ্ম, বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং ব্রাহ্মণৈঃ মোক্ষকামিভিঃ। নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধানং পরং পরম আশ্রয়ঃ অস্য বিশ্বস্য সমগ্রস্য জগতঃ ত্বম্ অসি। ত্বম্ অব্যয়ো ব্যয়রহিতঃ ক্রমরহিতো বা মহাকালঃ, শশ্বৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমানত্বাৎ শাশ্বতো নিত্যো ধর্ম্মঃ, তস্য গোপ্তা পালয়িতা শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা ত্বম্ অসি, সনাতনঃ সদাতনো হি ত্বং পুরুষোঽসীতি মে মম মতঃ অভিপ্রেতঃ।

অর্থ।—তুমি অক্ষর পুরুষ, তোমার ক্ষরণ নাই, তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র বেদিতব্য, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয় মহাকাল, তুমিই সনাতন ধর্ম্মের গোপ্তা বা রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই সনাতন পুরুষ, এইরূপ আমার জ্ঞান হইতেছে।

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯

অপরঞ্চ। ন বিদ্যতে আদিঃ মধ্যম্ অন্তো যস্য, স অনাদিমধ্যান্তঃ, তম্ অনাদিমধ্যান্তং, অনন্তানি বীর্য্যাণি বলানি যস্য, সোঽনন্তবীর্য্যঃ তম্ অনন্তবীর্য্যং, ন বিদ্যতে বাহূনাম্ অন্তো যস্য, সোঽনন্তবাহুস্তম্ অনন্তবাহুং, শশিসূর্য্যনেত্রং শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য, স শশিসূর্য্যনেত্রস্তং শশিসূর্য্যনেত্রং ত্বাং পশ্যামি দীপ্তহুতাশবক্ত্রং দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চেতি দীপ্তহুতাশঃ, স এব বক্ত্রং যস্য, তং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং জ্বলদ্‌বহ্নিমুখং ত্বাং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং তাপয়ন্তম্ অহং পশ্যামি।

অর্থ।—তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রহিত, অনন্ত বীর্য্যবান্, অনন্ত বাহুযুক্ত, শশিসূর্য্য তোমার নেত্রস্বরূপ, দীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ, স্বীয় তেজে তুমি বিশ্বকে প্রভবময় করিয়া রাখিয়াছ, এইরূপ আমি তোমায় দেখিতেছি।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০

দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ, তয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং মধ্যং হি ইদম্ অন্তরীক্ষং ত্বয়া একেন পরমেশ্বরেণ ব্যাপ্তং, দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। হে মহাত্মন্, তব ইদম্ অদ্ভুতম্ আশ্চর্য্যম্ উগ্রং প্রচণ্ডং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং লোকানাং চতুর্দ্দশানাং ত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ং বা প্রব্যথিতং স্বাতন্ত্র্যবিলোপভয়াৎ অতীব ভীতং পশ্যামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দ্যু ও ভূর অন্তরস্থ এই আকাশ এবং সমস্ত দিক্ এক মাত্র তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। হে মহাত্মন্, তোমার এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ভীত।

যৌগিক অর্থ।—স্থূলে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, অধ্যাত্মে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর বা লিঙ্গশরীর, এই অধিদৈব ও অধ্যাত্ম লোকসকল তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত, এ সব তুমিই। তোমার এ সর্ব্বগ্রাসী উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রিলোক আপন আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল। হাঁ—সত্যই ভয়। চেতন অচেতন সৃষ্ট যাহা কিছু, যাহা কিছু ত্রিলোকে অবস্থিত, সকলের মধ্যে যে আপনার অভিব্যক্তি রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়, উহার বাহ্য কারণ আনন্দবিলাস, অজ্ঞেয় গুহ্য কারণ মৃত্যুভয়—বিলুপ্তির ভয়। শুধু তুমি আমি নহি ;—"ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ, ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ।" সকলেই ভীত, ভয়ে কর্ম্মময়। ভয় ও আনন্দের বেড়াজালে ঘেরা পুরুরূপীর এ পুরসজ্ঘ। আপনার ক্ষুদ্রত্বের সংস্কার ভীত হইয়া পড়ে—আপনার অপেক্ষা আপনের প্রথম সমাগমে। তাঁহার আলিঙ্গনকে মনে হয় গ্রসন, তাঁহার মহত্ত্বে প্রাণ হয় স্তম্ভিত, তাঁহার প্রভবে জাড্য হয় অপসৃত। তাই এ ভীতি। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের মত জীবত্ব একবার তার শেষ চাঞ্চল্য ভীতির আকারে প্রকাশ করে। হিন্দু

কন্যার স্বামিগৃহে যাওয়া যেমন আনন্দ ও অশ্রুময়, এও যেন তেমনই—আনন্দ ও ভীতিময়। আপন, কিন্তু চেনা হইয়াও যেন অচেনা। ত্রিশরীরজ্ঞান ধরিতেছে রূপান্তর, হৃদয়গ্রন্থি হইতেছে উদ্ভিন্ন, হৃদয়স্থ যত কিছু ছিল মমতাময়, সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ—খুলিতেছে সে বাঁধন! আহা, যায় বুঝি সব যায়! যাওয়াতেই সুখ—তবু যাওয়াতেই ভয়! এ বড় করুণ অরুণোদয়।

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

অমী হি সুরসজ্ঘাঃ সুরাণাং দেবানাং দ্যুলোকবাসিনাং, শারীরে তত্ত্বে ইন্দ্রিয়ে চ বা অভিমানবতাং সজ্ঘাঃ সমূহাঃ ত্বাম্ অন্তরীক্ষং ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তং বিশন্তি স্বাতন্ত্র্যং বিহায় ত্বয়ি পরমেশ্বরে প্রবিশন্তীত্যর্থঃ, কেচিৎ তেষাং মধ্যে অধুনাপি স্বাতন্ত্র্যেণ বর্ত্তমানাঃ ভীতাঃ স্বাতন্ত্র্যবিলোপভয়েন, প্রাঞ্জলয়ো বদ্ধাঞ্জলয়ঃ সন্তঃ ত্বাং গৃণন্তি স্তুবন্তি। মহর্ষিসিদ্ধসজ্ঘা মহর্ষীণাং সিদ্ধানাঞ্চ শিরোঽবস্থিতানাং সজ্ঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভির্বিপুলাভিঃ স্তুতিভিস্ত্বাং স্তুবন্তি। যোগসমকালিকোঽয়ং তাদাত্ম্যপ্রবেশঃ স্তুতিশ্চ তাৎকালিকী তত্ত্বেন্দ্রিয়াভিমানিনাং দেবানাং, সহস্রারাবস্থিতানাং মহর্ষীণাং সিদ্ধানাঞ্চ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই সমস্ত দেবতাবৃন্দ তোমার (অধীনতা স্বীকার করিয়া) অন্তর্ভুক্ত হইতেছে, কেহ ভীত ভাবে, সরল বিনীত ভাবে, তোমার স্তব করিতেছে। সিদ্ধ মহর্ষিগণ স্বস্তিবাচন করিতে করিতে বহু বহু স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন।

যৌগিক অর্থ।—দেবতাবৃন্দ ও সিদ্ধ মহর্ষি শব্দের দ্বারা শুধু অধিদৈব ভূমিস্থ দেবতা ও ঋষিরা বা ভূভারহরণোদ্দেশে আবির্ভূত ভগবানের কর্ম্মের সহচর, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ দেবতাবৃন্দ ও ঋষিবৃন্দ মাত্র লক্ষিত হন নাই—অধ্যাত্মদেবতা ও অধ্যাত্ম সিদ্ধ পুরুষেরাও বিশেষ ভাবে লক্ষিত। সহস্রারে সিদ্ধর্ষিসকল প্রত্যক্ষীভূত হন। শরীরস্থ তত্ত্ব ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতারা, যোগচক্ষুঃপ্রকাশে জীব যখন মহাকাল-সঙ্গমে আপনাকে দেখে, তখন সকলে সেই সাধকের সঙ্গে সেই সঙ্গমস্থলে উপনীত হয় এবং সিদ্ধর্ষিরাও তখন স্তবময় হয়েন। যোগকালীন সেই অধ্যাত্ম ব্যাপারও ইহাতে বর্ণিত।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২

অপরঞ্চ। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ রুদ্রাদিত্যাঃ রুদ্রাদিত্যগণাঃ, বসবোঽষ্টৌ, যে চ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ, অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতো মরুদ্গণাঃ, উষ্মপাশ্চ পিতরঃ, গন্ধর্ব্বাশ্চিত্ররথাদয়ঃ, যক্ষাঃ কুবেরপ্রভৃতয়ঃ, অসুরা বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধাঃ কপিলাদয়ঃ, তেষাং সজ্ঘা গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্ঘাঃ, তে সর্ব্বে হৃদয়াকাশমধিতিষ্ঠন্তো বিস্মিতা বিস্ময়ং গতাশ্চ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্তে বিলোকয়ন্তি।

অর্থ।—রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্যদেবতা, বিশ্বদেবতা, অশ্বিনীদ্বয়, বায়ু, পিতৃগণ,

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধসংঘ, সকলে বিস্মিত হইয়া তোমায় দর্শন করিতেছে। হার্দ্দাকাশে যত দেবতার অধিষ্ঠান। হৃদয়াকাশই অনন্ত বিশ্বের আশ্রয়। ইহার সীমা নাই।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

হে মহাবাহো, তে তব মহৎ অত্যাকারং রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রাণিনঃ প্রব্যথিতা অতীব ভীতাঃ, তথা অহমপি প্রব্যথিতঃ। কিম্ভূতং রূপং দৃষ্ট্বা সহ প্রাণিভিস্ত্বং ভীতোঽসি? বহুবক্ত্রনেত্রং বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিন্, তদ্‌বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ বহুবাহূরুপাদং, বহূদরং বহূনি উদরাণি যস্মিন্ তদ্‌বহূদরং, বহুভিঃ দ্রংষ্ট্রাভিশ্চ করালং ভয়াবহম্ ইতি বহুদংষ্ট্রাকরালং তব রূপং দৃষ্ট্বা।

অর্থ।—হে মহাবাহো, তোমার বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু বাহূরুপাদ, বহু উদর, বহু করাল দশনপঙ্‌ক্তিময় মহান্ রূপ দেখিয়া লোকসকল ও আমি ভীত।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪

হে বিষ্ণো, নভো গগনং স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্, তং নভঃস্পৃশং দ্যুলোকস্পর্শিনমিত্যর্থঃ, তথা দীপ্তং প্রজ্বলিতং, অনেকবর্ণং অনেকে বর্ণা ভয়প্রদা নানাকারা যস্মিন্ তম্ অনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং বিবৃতাননং, দীপ্তবিশালনেত্রং প্রজ্বলিতসুদীর্ঘনয়নং ত্বাং হি দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা প্রব্যথিতোঽতীব ভীতঃ অন্তরাত্মা যস্য, তথাবিধঃ সন্ অহং ধৃতিং ধৈর্য্যং শমং সন্তোষঞ্চ ন বিন্দামি ন প্রাপ্নোমি। নন্নু, ভগবৎসাক্ষাৎকারো হি জীবানাং সুখায়ৈব ভবতি। তৎ কথমত্র অর্জ্জুনঃ প্রব্যথতে? সত্যম্। বিষ্ণুর্হি ভগবান্ চিদাকাশরূপঃ যশ্চ বিষ্ণুরূপেণ জনান্ পালয়তি, মহাকালরূপেণ চ তান্ সংহরতে। অত উচ্যতে হরিহরাত্মকোঽয়ং প্রজ্ঞাকাশঃ, যস্মিংশ্চ দহরাকাশাবলম্বনেন প্রবিশ্য সর্ব্বমুপলভতে "সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্" ইতি শ্রুতেঃ। হৃদয়াৎ সহস্রারাবধি কিঞ্চিৎপ্রসৃতম্ এতমেবাকাশমনুপ্রবিশ্য অর্জ্জুনো বিশ্বরূপং পশ্যতি। তত্র প্রথমং তাবৎ চিদাকাশস্য হৈরণ্যগর্ভং রূপং দৃষ্টং, ততো বৈষ্ণবং রূপং পশ্যন্ তুষ্টাব—"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্" ইতি। অধুনা তদাকাশৈকদেশস্থিতং স্বকীয়ং সংস্কারগ্রন্থিং চিদাকাশস্য চ মহাকালরূপতাং প্রলয়ঙ্করীং দ্রুতমুপসর্পন্ সংস্কারোচিতেন স্বজনবিনাশভয়েন ভগবৎসন্নিধাবপ্যর্জ্জুনো বিভেতীত্যদোষঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে বিষ্ণো, গগনস্পর্শী, বহুবর্ণপ্রদীপ্ত, বিবৃতানন, তেজঃপ্রদীপ্ত বিশাল নেত্রযুক্ত তোমার রূপ দেখিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না, শান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

যৌগিক অর্থ।—চিদাকাশরূপ বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণুরূপে পালক, মহাকালরূপে সংহারক, এই হরিহরাত্মক প্রজ্ঞাভূমিতে, এই হার্দ্দাকাশে, যাহাতে প্রবেশদ্বার জীবের দহরাকাশ, তাহাতে নাই, এমন কিছু নাই। এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সে

সমস্ত সেই অপ্রাকৃত আকাশে অবস্থিত। "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতম্" বলিয়া শ্রুতি এ আকাশের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জ্ঞানময় আকাশে জ্ঞানময় দেশকাল-বিস্তার নিহিত। তাহাতে বিভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞানময় পদার্থ নিহিত। সুতরাং তোমরা ভাবিও না, এ সকল বর্ণনা আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র। সে আকাশে সমস্তই প্রার্থনানুসারে প্রকাশ পায়—আবির্ভূত হয়। সেই আকাশের স্তর বহুধা। এক এক স্তরে এক একপ্রকার কালজ্ঞান, এক এক প্রকার দেশজ্ঞান; অণুর ভিতর তাহাতে বহু বিস্তৃতি দেখা যায়, ক্ষণের ভিতর সেথা যুগ দেখা যায়। এখানকার এক বৎসর সে দেশের কোন প্রান্তে এক মুহূর্ত্ত, আবার কোন প্রান্তে হয় ত এক শত বৎসর। কামকল্পতরু সে আকাশ। অর্জ্জুনের অন্তঃপ্রবেশ সেই আকাশে হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন হইয়াছিল। সেই আকাশের সামান্য বিস্তৃতি জীবের অধ্যাত্মে হৃদয়দেশ হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত। সেই গগনের যে প্রান্ত অর্জ্জুনের সংস্কারগ্রন্থির সন্নিকট, অর্জ্জুন এইবার সেই প্রান্তে ধীরে ধীরে উপনীত হইতেছেন। সেই জন্য তাঁহার জৈব সংস্কারের ভীতি অধীরতা প্রকাশ পাইতেছে।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

ধৃতিং শমঞ্চ কথং ন বিন্দামি, তৎ শৃণু। দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিঃ করালানি ভীষণানি, কালানলসন্নিভানি প্রলয়াগ্নিসদৃশানি চ তে তব মুখানি দৃষ্ট্বৈব অহং দিশো ন জানে দিঙ্‌মূঢ়োঽস্মি সঞ্জাতঃ, শর্ম্ম সুখঞ্চ ন লভে, অতো হে দেবেশ, জগন্নিবাস, ত্বং প্রসীদ মে প্রসন্নো ভব ইতি চিদাকাশস্য প্রলয়ঙ্করত্বমুপলভ্য অর্জ্জুনো বিভেতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখরাশি প্রলয়াগ্নিসদৃশ পরিদৃষ্ট হইতেছে; আমার দিগ্‌ভ্রম ঘটিতেছে, আমি সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও।

যৌগিক অর্থ।—অর্জ্জুন দ্রুত নামিয়া চলিতেছেন চিদাকাশের সেই ভূমিতে, যে দিকে ভগবান্ প্রলয়ঙ্কর কালস্বরূপ; তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে গ্রাস করিতে উদ্যত। "ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং" বলিয়া অর্জ্জুন যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে স্তব করিতেছিলেন, তিনিই এখন বিভীষিকাময় বিশ্বগ্রাসী কালমূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥ ২৭

তস্মিন্ চিদাকাশে মহাকালাখ্যে পূর্ব্বত এব সংবৃত্তান্ ভাবান্ অধুনা অর্জ্জুনঃ পশ্যতি, যে চ পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে ভবিষ্যন্তি। অবনিং পৃথিবীং পালয়ন্তি যে তে অবনিপালাঃ রাজানঃ, তেষাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে পুত্রাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ, তথা ভীষ্মো দ্রোণঃ,

অসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ অস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ যোধানাং মুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভিঃ সহ ত্বাং বিশন্তি ত্বয়ি প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। তব কস্মিন্ অবয়বে বিশন্তি ? তে তব বক্ত্রাণি ত্বরমাণাস্তরান্বিতাঃ সন্তো বিশন্তি। কিম্ভূতানি বক্ত্রাণি ? দংষ্ট্রাকরালানি দংষ্ট্রাভিরত্যুৎকটানি, ভয়ানকানি ভীষণানি। বক্ত্রপ্রবিষ্টানাং কেচিৎ দশনান্তরেষু দংষ্ট্রাসন্ধিষু বিলগ্নাঃ সন্তঃ চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ মস্তকৈঃ সংদৃশ্যন্তে উপলভ্যন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এখানে অন্যান্য নৃপতিবৃন্দের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রেরা ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদিগের পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহে দ্রুত প্রবেশ করিতেছে। কেহ বা দন্তসন্ধিতে বিচূর্ণিতশির হইয়া সংলগ্ন রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

যৌগিক অর্থ।—এইবারে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ অর্জ্জুনের চক্ষে একেবারে প্রকাশ পাইল—সেই মহাকাল-পুরুষের অঙ্গে। যত সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, সাধ্য, যত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, যত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই এই মহাকাল-গগনে, এই চিদাকাশে, এই দহরে। তাহারই দিক্‌প্রান্ত দেখিতে দেখিতে, অর্জ্জুন তাহারই মাঝে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গন দেখিতে পাইল। এ ভৌতিক বিশ্বে যাহা ঘটিবে, পূর্ব্ব হইতেই ওই আকাশে তাহা সংঘটিত হইয়া যায়। এখানে যাহা মাত্র ভূতরূপে পরিদৃষ্ট হয়, ওই আকাশে তাহার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত যত শক্তিক্রিয়া সেই ভূতটির অন্তরে ঘটে, সেই সমস্ত গতি ও পরিণতি দেখা যায়। যেমন মনে কর, তোমার শরীর। স্থূল চক্ষে ইহা একটি মানবদেহমাত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু দহরাকাশে এ মূর্ত্তির অভ্যন্তরে যত বিভিন্ন বিভিন্ন শক্তিপ্রবাহ বা দেবতা ক্রিয়াশীলা, যত বিভিন্ন বিভিন্ন গতি ও পরিণতি—রক্ত, রস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, অস্থি, মাংস, যত কিছু যত কিছু হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র, যত অণু অণুরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন শারীর পদার্থের বিভিন্ন বিভিন্ন উপাদানরচনা, যত জীবাণু এ শরীরে আশ্রয়ী, তাহাদিগের গঠন, তাহাদিগের জীবন-মরণের ইতিহাস, সমস্ত সেই আকাশে সুপ্রকাশ রহিয়াছে। যত প্রকারের শক্তি সব জীবন্ত চেতনাময়ী। বাহিরে তোমার একটি ক্ষুদ্র শরীর মাত্র, কিন্তু অন্তরাকাশে ইহা এক অনন্ত দেবতাময় বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে জানিবে। দেবতাময় এ আকাশ। অনন্ত দেবী—মূর্ত্তিমতী দেবী, মূর্ত্ত দেবমণ্ডলী এই আকাশে বসবাস করে। দিবাভাগে তোদের শিরোদেশে যেমন আকাশবিস্তৃতি দেখা যায়—কিন্তু কত গ্রহ উপগ্রহ, কত নিহারিকারূপে প্রতিভাত ব্রহ্মাণ্ড উহাতে আছে, তাহার সংখ্যা নাই—এই একান্ত শূন্যবৎ আকাশ, কিন্তু কত শক্তি ইহাতে অনবরত ক্রিয়াশীল, তাহা সাধারণ জীবের অনুভূতিতে আসে না, তেমনই ওই তোদের অন্তরের মধ্য দিয়া যে দহর ছিদ্র দেখা যায়, উহার আকাশের বিস্তারে চিন্ময়ী দেবশক্তির বিপুল লোমহর্ষণ লীলায়ন! ভূতমাত্রায় যাহা ভূত মাত্র, ওই আকাশমাত্রায় তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ

সমগ্র যজ্ঞ সম্পাদিত। কুরুক্ষেত্রে কাল যাহা ঘটিবে, আজ তাহা সেখানে ঘটিয়া রহিয়াছে। অর্জ্জুন তাহাই দর্শন করিল।

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮

বক্ত্রপ্রবেশস্য উপমা উচ্যতে যথেতি। যথা নদীনাং স্রোতস্বতীনাং বহবঃ অনেকে অম্বুবেগাঃ জলপ্রবাহাঃ সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ প্রতিমুখা দ্রবন্তি প্রবিশন্তি, তথা তদ্বৎ অমী নরলোকবীরা মনুষ্যলোকশূরা ভীষ্মাদয়ঃ অভিতঃ সমন্তাৎ জ্বলন্তি প্রজ্বলিতানি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।

অর্থ।—যেমন নদীপ্রবাহ-সকল সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তেমনই এই নরবীর-সকল তোমার সর্ব্বত জ্বলনশীল মুখগহ্বর-সকলে প্রবিষ্ট হইতেছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

অপরম্ উপমানং কথয়তি যথেতি। যথা সমৃদ্ধবেগাঃ উদ্ভূতবেগাঃ পতঙ্গাঃ শলভাঃ নাশায় মরণনিমিত্তমেব প্রদীপ্তং জ্বলনং বহ্নিং বিশন্তি, তথৈব সমৃদ্ধবেগাঃ সম্যক্ ঋদ্ধঃ সম্পন্নো বেগো রয়ো যেষাং তে সমৃদ্ধবেগা যুদ্ধম্ উপলক্ষ্য কালাকর্ষণেন দ্রুতধাবনশীলা ইমে লোকাঃ প্রাণিনঃ তবাপি বক্ত্রাণি বিশন্তি নাশায় মরণায়ৈব।

অর্থ।—পতঙ্গ-সকল যেমন জ্বলন্ত অনলে দ্রুতবেগে বিনাশের জন্য প্রবেশ করে, তেমনই এই লোকসকল বিনাশের জন্য তোমার মুখ-সকলে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইতেছে।

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

হে বিষ্ণো, কালরূপেণ ব্যাপনশীল, জ্বলদ্ভির্ব্বহ্নিভিরিব দীপ্যমানৈঃ বদনৈর্ম্মুখৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ অত্র যুদ্ধার্থমুপস্থিতান্ গ্রসমানঃ কবলীকৃত্য অন্তঃ প্রবেশয়ন্ ত্বং সমন্তাৎ সমন্ততঃ তান্ লেলিহ্যসে পুনঃ পুনরাস্বাদয়সি। তব উগ্রাঃ প্রচণ্ডা ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভিঃ স্বকীয়ৈঃ আপূর্য্য ব্যাপ্য সমগ্রং জগৎ প্রতপন্তি তাপাতিশয়যুক্তং কুর্ব্বন্তি।

অর্থ।—হে বিষ্ণো, তুমি প্রজ্বলনময় মুখ দিয়া গ্রসমান সমস্ত লোককে অবলেহন করিয়া আস্বাদন করিতেছ। সমগ্র জগৎ তোমার উগ্র তেজোরাশির দ্বারা প্রদীপ্ত ও প্রপূরিত।

যৌগিক অর্থ।—এ শুধু লোক-সকলের বিধ্বংসন নহে, এ তোমার ভোগ। জীব যখন আহার করে, তখন সে আহারক্রিয়ায় যেমন মাত্র আহার্য্যের ধ্বংস সাধিত হয় না, আহারকারীর ভোগও সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হয়, এ ধ্বংসলীলায় তোমারও তেমনই ভোগ সম্পাদিত হইতেছে। বিষ্ণো, তুমি আহার্য্য ভোগ করিতেছ—আস্বাদন করিতে করিতে পরিতৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতেছ। কি ভয়াবহ—কি ভীষণ এ দৃশ্য, বিষ্ণুভক্ষ্য অজ্ঞ জীবের

পক্ষে— যে জানে না, এ আহার মানে, তাহারই পরিপূর্ত্ত হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের ব্যবস্থা। কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে তাঁহার এই আহাররূপে পরিদৃশ্যমান দৃশ্যই প্রেমালিঙ্গনরূপে পরিদৃশ্যমান হয়। অদ্ভুত এই আকাশের গুণ—যে আকাশে এই লীলায়ন। একই ব্যাপার ওই আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিদৃষ্ট হয়; ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অনুভব করায়।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রহরূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

যস্মাদেবং ভয়ঙ্করাণি তে রূপাণি, অতো মে মহ্যম্ আখ্যাহি কথয় উগ্ররূপঃ উৎকট-মূর্ত্তির্ভবান্ ক ইতি। হে দেববর, দেবানাং প্রধান, তে তুভ্যং নমঃ অস্তু, প্রসীদ প্রসন্নো ভব ময়ি। আদ্যং আদৌ ভবং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, হি যতোঽহং তব প্রবৃত্তিং ইচ্ছাং চেষ্টাং বা ন প্রজানামি।

অর্থ।—হে দেববর, প্রসন্ন হও। তোমাকে নমস্কার করি। এই উগ্ররূপী তুমি কে, আমায় বল। তুমি আদি পুরুষ, তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

এব হিং অর্জ্জুনেন প্রার্থিতো ভগবান্ উবাচ কালোঽস্মীতি। অহং কালোঽস্মি, কিম্ভূতঃ? লোকক্ষয়কৃৎ লোকানাং প্রাণনাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ সর্ব্বপ্রাণিনাং নিধনকর্ত্তা, প্রবৃদ্ধঃ পুরাতনঃ, প্রকর্ষেণেহ বৃদ্ধিং প্রাপ্তো বা। ইহ অস্মিন্ রণাজিরে লোকান্ সমাহর্ত্তুং গ্রসিতুং প্রবৃত্তঃ রতোঽস্মি। ত্বাম্ অর্জ্জুনম্ ঋতেঽপি যুধ্যমানং, সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি, কে তে? প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষসৈন্যেষু যে যোধা অবস্থিতা ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী সনাতন কাল। লোক-সংহারে এখানে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধারা কেহই জীবিত থাকিবে না।

যৌগিক অর্থ।—আমি সনাতন কাল; লোক-সংহারে নিযুক্ত; তুমি ভিন্ন আর কেহ থাকিবে না; সমস্ত লোক আমি সমাহরণ করিব। ভগবানের এ কথার অর্থ কি? কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনের রণাবসানে অর্জ্জুন ভিন্ন আরও অনেকেই বাঁচিয়া ছিল। যুধিষ্ঠিরাদি অন্যান্য পাণ্ডবেরাও ত জীবিত ফিরিয়াছিল সে সমরপ্রাঙ্গণ হইতে। সুতরাং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ বাঁচিবে না, আপাতদৃষ্টিতে এ অর্থ সঙ্গত হয় না। "প্রত্যনীকেষু যোধাঃ"— ইহার অর্থ 'বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যোদ্ধা মাত্রেই' অথবা 'প্রতি বা উভয়পক্ষীয়

সৈনিকদিগের মধ্যে যোদ্ধা মাত্রেই' এই দুই রকমই হইতে পারে। "ঋতেঽপি ত্বাং" অর্থে 'তুমি না মারিলেও' এ ভাবও লওয়া যায়। সুতরাং তুমি না মারিলেও আমিই সমস্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিহত করিব—কেহ থাকিবে না, এরূপ অর্থই সমীচীন। সে মহাকাল-মূর্ত্তিতে উভয়পক্ষীয় যোদ্ধারাই গ্রসিত হইতেছে, অর্জ্জুন ইহা দেখিয়াওছিলেন। সুতরাং এই অর্থই স্থূলতঃ গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু অধ্যাত্মভূমি দেখিয়া এ শ্লোকের অর্থ করিতে হইলে ওই পূর্ব্বের অর্থই গ্রহণীয়। হে অর্জ্জুন, আমি সনাতন মহাকাল পরমেশ্বর। তোমার অন্তরস্থ দেবাসুর-সংগ্রামে উভয়পক্ষীয় সমস্তকেই আমি সমাহরণ করিব, মাত্র আমার মত অপরিণামী সনাতন তুমি, জীবাত্মা তুমি অবস্থান করিবে। আমি তোমার সমস্ত লোক সংহরণ করিয়া, তোমার নিত্য অবিনাশী আত্মস্বরূপ তোমায় দেখাইব। তোমার শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্বরূপ সংস্থানে তোমায় লইয়া যাইব—ইহাই আমাকে দর্শনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিলে তবে অধ্যাত্ম অর্থ সমীচীন হইবে।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

যতো যুদ্ধম্ অকুর্ব্বন্তং ত্বাং বিনাপি প্রতিযোদ্ধারো ন জীবিষ্যন্তি, তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় সমুত্থিতো ভব। যশো লভস্ব, কিম্ভূতং যশঃ? অতিরথানাং ভীষ্মদ্রোণাদীনাং দেবৈরপি জেতুমশক্যানাং বিজয়রূপং। শত্রূন্ দুর্য্যোধনাদীন্ জিত্বা সমৃদ্ধং ঋদ্ধিমৎ রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব। এতে দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়স্তে শত্রবো ময়া কালরূপেণ কারণশরীরস্থেন পূর্ব্বমেব নিহতা নিপাতিতাঃ। হে সব্যসাচিন্, সব্যেনাপি করেণ শরক্ষেপাৎ সব্যানাং কর্ম্মণাং বা জ্ঞানেন সহ অনুষ্ঠানসামর্থ্যাচ্চ অর্জ্জুনঃ সব্যসাচী উচ্যতে, ত্বং মমাস্মিন্ কর্ম্মণি নিমিত্তমাত্রম্ উপলক্ষ্যমাত্রং ভব। গীতায়াঃ সারভূতোঽয়মুপদেশো ন কেবলমর্জ্জুনং প্রতি, অপিতু সার্ব্বকালিকান্ মনুষ্যান্ প্রত্যেব, সমুজ্জ্বলঃ প্রদীপ ইব তেষাং গহনান্ কর্ম্মপথান্ প্রদর্শয়তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অতএব তুমি উদ্বুদ্ধ হও, যশ লাভ কর, শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। আমি পূর্ব্বেই তোমার শত্রুকুল নিহত করিয়াছি। হে সব্যসাচিন্, তুমি আমার কর্ম্মে নিমিত্তমাত্র হও।

যৌগিক অর্থ।—জীবের প্রতি গীতার এই সার চুম্বক উপদেশ। জীব কেমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাই সুপরিস্ফুট ভাবে এই শ্লোকে বর্ণিত। অর্জ্জুন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভগবৎচরণতলে সমর্পণ করিয়া, শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন, সেই উপদেশ দিলেন ভগবান্ বিশ্বরূপ ধরিয়া। এ শুধু অর্জ্জুনকে তার সমরসমস্যার সমাধান করিতে একটি একদেশব্যাপী উপদেশ নহে, ইহা সর্ব্বজীবসাধারণের জীবন-সমস্যার সমাধানকারী অক্ষয় অপৌরুষেয় উপদেশ। জীবের জীবন-সমস্যার দুইটি দিক্ আছে,—একটি আধিভৌতিক, একটি আধ্যাত্মিক। জীবের

জীবনের লক্ষ্য,—পরমাত্মসংস্থিতি, পরমাত্মলাভ, অমৃতলাভ। মরণশীল জীবের অমৃত-লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে, অমৃতলাভ করাইয়া দিতে পারেন মাত্র তিনি, যিনি স্বয়ং অমৃতময় ও অমৃতস্বরূপ। মৃত্যুভীত জীবকে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন শুধু তিনি, যিনি অপার অভয় মৃত্যুঞ্জয়। জীবের আত্মা অমৃত, জীবের জীবত্ব মৃত্যুশীল। ভগবান্‌ই মৃত্যুস্বরূপ, ভগবান্‌ই মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ। ঋতানৃতময়, মর্ত্তামৃতময় জীব, তাহার উপাস্য মর্ত্তামৃতময় জীববীজস্বরূপ জীবেশ্বর। তিনি মৃত্যু ও অমৃতের অধিপতি, জীব মৃত্যু ও অমৃতের অনুভোক্তা। তাই তিনিই পারেন দিতে জীবকে তাঁহাতে উপনীত হইবার পন্থা দেখাইয়া, দিক্ নির্ণয় করিয়া, যাইবার পথে আলোক ধরিয়া, যাইবার পাথেয় সঙ্গে দিয়া, আপনি আপন সাম্রাজ্যের পথে সাথী হইয়া আর্ত্ত জীবের। জীবন-সংগ্রামে বিধ্বস্ত জীব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। জীব সেখানে মৃত্যু হারাইয়া অমৃত লাভ করিবে; বদ্ধ, পথের ধূলি, নগণ্য জীব যেখানে ব্রহ্মতুল্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইবে, এমন সংস্থিতি, এমন ভূমি আছে; অন্য কিছু থাক বা না থাক, তাহাই আছে। সেই সংস্থানের সংবাদ, সেই সংস্থানে যাইবার পন্থা, সেই ভূমিতে সমুত্থিত হইবার মত পথপ্রদর্শক আলোক, পথ পর্য্যটনের শক্তি এবং সেই ভূমিতেই যে জীব জাত, স্থিত ও বিলীন হয়, ইহা না দেখাইলে জীবকে কিসের উপদেশ দিবেন ভগবান্? ভগবৎতত্ত্ব যদি না অন্ধ জীবের চক্ষু মুক্ত করিয়া দেখাইয়া দেন, তবে কোথায় কি সার্থকতা আছে, যাহার উপদেশ পাইলে জীব কৃতার্থ হইবে? তাই ভগবদ্‌গুরু জীবকে শুধু জাগতিক জীবনসংগ্রামে কেমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে, কেমন করিয়া জয়যুক্ত হইবে, সেরূপ উপদেশ দেন না। শুধু জীবের ইহকালীয় সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় হিসাব করিয়া জীবের সখ্যতা করেন না। অথবা শুধু আদর্শস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব জীবের নিকট ব্যক্ত করিয়া, কেমন করিয়া সে জীব তাহার বাহ্য জীবন-কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত করিবে, সেটুকু মাত্রও তাঁর উপদেশের বিষয় নহে। তার অন্তরে, অনুভূতিক্ষেত্রে কোথায় কি বিজ্ঞান ক্রিয়াশীল, কোথায় কিরূপে সে জীব কেমন করিয়া পরিচালিত হইতেছে, কোথায় কেমন করিয়া তাহার বাহ্য কর্ম্ম অনুভূতির আকারে ভোগ দিয়া, তাহার জন্য শক্তিমূর্ত্তিতে, সংস্কারমূর্ত্তিতে, পিতৃমূর্ত্তিতে, দেবতামূর্ত্তিতে অবস্থিত, প্রকৃত পক্ষে জীব কাহার দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেই সমস্ত তত্ত্বে তাহাকে দীক্ষা না দিয়া, জীব শিষ্যকে সত্য সত্য উদ্ধার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না; তেমন করিয়া দিলে না তাঁহার গুরুত্ব সার্থক হয় না। সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের এই গীতার আকারে বিঘোষিত উপদেশ, ইহা জীবসাধারণের অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম মুক্তির উপদেশ। অধিযজ্ঞ পুরুষরূপী পুরুষোত্তম জীবমাত্রের হৃদয়াকাশে সমাসীন; যে দেখে না, তাহার পক্ষে তিনি মৃত্যুস্বরূপ—যে দেখে, তাহার পক্ষে তিনি মৃত্যুর মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয়। যে দেখে, শরণাপন্ন হয়, অর্জ্জুনের মত তাহার অন্তরেও মূর্ত্ত হইয়া তাহাকে জৈব ভাষায় দেন উপদেশ, শক্তি, পরিত্রাণ। যে না দেখে, তাহাকে নীরব মৃত্যুর ভাষায় দেন শিক্ষা।

সুতরাং গীতার শুধু আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থ করিলে সে অর্থ হইবে অসম্যক্। আধ্যাত্মিক যোগচক্ষুউদ্দীপক যৌগিক অর্থ, আত্মতত্ত্বোন্মেষক অর্থই সম্যক্ অর্থ।

দেখ, আজ ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত জীবকে ভগবান্ সংক্ষেপে এক কথায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সমস্যার সমাধান করিয়া কি উপদেশ দিলেন। তিনি প্রথমেই অর্জ্জুনকে 'সব্যসাচিন্' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সব্য অর্থে বাম বা বিরুদ্ধ। সক্= সেবা করা=নত হওয়া=যুক্ত হওয়া। অর্জ্জুন দক্ষিণ হস্তের ন্যায় বাম হস্তেও বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম ছিল সব্যসাচী। এই উভয় করে সমান ভাবে একই কার্য্য-সম্পাদনযোগ্যতা, অথবা উভয় বিরুদ্ধ ব্যাপার একত্রে সমুচ্চিত করা, ইহা সব্যসাচী শব্দের মর্ম্মার্থ। শ্রীভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রে একমাত্র শিক্ষা দিয়াছেন—জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম একত্বে সমুচ্চিত করাই জীবের একমাত্র সাধনপন্থা, ইহাই গীতার ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ। সেই সমুচ্চয়-সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনকে এই কর্ম্মদীক্ষা দিবার সময় 'সব্যসাচিন্' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রে জীব, তুমি তোমার কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্রে সম্বদ্ধ কর; কর্ম্ম ছাড়িও না; শুধু অজ্ঞানীর মত কর্ম্ম করিও না, ব্রহ্মজ্ঞানসংযুক্ত কর্ম্ম কর। তুমি শুধু তোমার দুইটি ভৌতিক বাহু একত্র সম্বদ্ধ করিলেই আমার কাছে বদ্ধাঞ্জলি হওয়া হইবে না, তোমার কর্ম্মরূপ বাম কর, তোমার জ্ঞানরূপ দক্ষিণ কর একত্রে সম্বদ্ধ কর, তবেই আমার কাছে তোমার কৃতাঞ্জলি, বদ্ধাঞ্জলি হওয়া হইবে। তোমার কাজ, তোমার সাধনা মাত্র এই কৃতাঞ্জলি হওয়া, এই বদ্ধপুট হওয়া, এই ভূত ও প্রজ্ঞা একত্বে পর্য্যবসিত করিয়া পরমাত্মস্বরূপ আমার সমীপে উপনীত হওয়া—এই মাত্র তোমার কাজ। ইহার দ্বারা তোমার নিজের প্রচেষ্টা বলিয়া কোন কিছু প্রধান ভাবে রহিল না; আমার প্রবৃত্তি পূরণে নিমিত্তমাত্র হওয়া হইল। তুমি দুই হাত দুই বিরুদ্ধ দিকে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে, উভয়লিঙ্গস্বরূপ, সর্ব্ববিপরীতের সমাসস্বরূপ আমায় চিনিতে পারিবে না, আমার অধ্যক্ষতায় ব্রহ্মকর্ম্মময় এ মহাযজ্ঞে যোগ দিতে সমর্থ হইবে না। এই দুইএর সংযোগে তবে তোমার যোগচক্ষু লাভের অধিকার আসিবে। ভূতের তলে প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞার তলে আমি; আমিই আত্মা, প্রজ্ঞা প্রাণভূত। যোগচক্ষু লাভ করিতে হইলে আত্মানাত্ম, এই দুই ভাব যুক্ত করিতে হইবে। তাহার ফল হইবে, তুমি আমার সহচরমাত্র, আমার কর্ম্মে নিমিত্তমাত্র হওয়া। ওরে জীব, এ কর্ম্মযজ্ঞ আমার, তুই ইহার কি ত্যাগ করিবি, কি গ্রহণ করিবি? তোর নিজের সমস্ত স্থিতিটি আমার, তুই ইহার মধ্যে কোথায় করিবি কর্তৃত্ব? শুধু যুক্তকর হও, শুধু যুক্তচক্ষু হও—আমার উপদেশে উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত—প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ওঠ আমাতে, জাগ আমাতে, আমার বিশ্বরূপ-দর্শন-বর লাভ করিয়া নিঃশেষরূপে মদ্-বোধময় হও। যাহা কিছু শক্তি তোমাতে, সে সব আমার, যাহা কিছু ক্রিয়া তোমাতে সম্পন্ন হয়, সে সব আমার, যাহা কিছু তুমি ভোগ কর, সে সব আমারই ভোগ, তুমি অনুভোক্তা, আমি বিশ্ব আদ্য রন্ধন করি, আমিই বিশ্ব আদ্য ভোগ করি, তোমাদের ভিতর

দিয়া, তোমরা আমার জিহ্বাস্বরূপ। তোমাদিগের মধ্য হইতে রস নিঃসৃত করাইয়া আমি করি ভোগ, তোমরা অনুভোক্তা। আমার কর্ম্মে এইরূপে জৈব কর্তৃত্ব ভুলিয়া অথচ নিমিত্ত-মাত্রের মত তাহা মৎকর্ম্মে যুক্ত করিয়া তোমার জীবন পরিচালনা কর। বিভূতি-সকল আমার, শক্তি-সকল আমার, এই ভাবে দেখা অভ্যস্ত হইলেই অধ্যাত্মে, অধিদৈবে ও অধিভূতে সর্ব্বত্র আত্মময় হইবে—সর্ব্বচাঞ্চল্য, সর্ব্বক্রিয়া, সর্ব্ব অনুভূতি। আমার ব্রহ্মত্ব, আমার ঈশ্বরত্ব, আমার আত্মত্ব, সবই দেখা হইবে এবং ধীরে ধীরে তোমার জৈব পুরুষকার আমাতে সংন্যস্ত, সমর্পিত ও পরে আমারই হইয়া গিয়া তোমাকে আমিময় করিয়া তুলিবে। তুমি ব্রহ্মসমৃদ্ধির ভোক্তা হইবে, ব্রহ্মরাজ্য তোমার ভোগে আসিবে। যত ক্ষণ পুরুষকার থাকে, তত ক্ষণ তাহা তুমি আমার কর্ম্মের নিমিত্তমাত্ররূপে পরিচালনা কর ; ইহাই আমার উপদেশ।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

কারণশরীরস্থেন কালরূপেণ ময়া নিহতং দ্রোণঞ্চ যজ্ঞাদি-কর্ম্মপুরুষং কুরুপাণ্ডবয়োর্ধনুর্ব্বেদাচার্য্যং বা ভীষ্মঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যপুরুষং পিতামহং বা, জয়দ্রথঞ্চ সিন্ধুদেশাধিপতিং, কর্ণং মূলাধারাবস্থিতপ্রাণপুরুষম্ অঙ্গাধিপতিং বা, তথা অন্যানপি ময়া হতান্ যোধবীরান্ যোধশূরান্ ত্বং নিমিত্তমাত্ররূপেণ জহি, মা ব্যথিষ্ঠাঃ খেদং মা কার্ষীঃ, যুধ্যস্ব, রণে সপত্নান্ শত্রূন্ দুর্য্যোধনাদীন্ জেতাসি।

অর্থ।—দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণ আমাকর্তৃক হত হইয়াছে; তুমি তাহাদিগকে মারিতে ব্যথিত হইও না ; যুদ্ধ করিয়া শত্রুপক্ষকে জয় কর।

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভুয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥ ৩৫

এতদিতি। কে শিরসি ঈশরূপেণ স্থিত্বা বাতি এজতি কালরূপেণেতি কেশবঃ, তস্য কেশবস্য এতদ্বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী কিরীটং প্রস্ফুটসহস্রাররূপম্ ভগবদনুকম্পয়া জাতম্, তদস্যাস্তীতি কিরীটী অর্জ্জুনঃ, কৃতাঞ্জলির্ব্বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ নমস্কৃত্বা, ভীতভীতঃ পুনঃ পুনর্ভীতমনাঃ, ভূয়ঃ পুনরেব প্রণম্য চ কৃষ্ণং মহাকালরূপিণমপি প্রিয়ং সখায়ং সগদ্গদং স্নেহেন, ভক্ত্যা, প্রেম্না, ভয়েন বা কণ্ঠাবরোধজন্যং যৎ বৈস্বর্য্যং ভবতি, স এব গদ্গদঃ, তেন সহ বর্ত্তমানম্ ইতি সগদ্গদং বচনম্ আহ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সঞ্জয় বলিলেন, কেশবের এইরূপ বাণী শুনিয়া, একান্ত ভীত, কম্পান্বিত, বদ্ধাঞ্জলি কিরীটী কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।

যৌগিক অর্থ।—'কেশবের বাণী শুনিয়া কিরীটী কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,' এই বাক্যের মর্ম্মটি লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্জ্জুনকে এখানে বলা হইল—কিরীটী। মুক্ত

সহস্রারের সহস্র দলে অর্জ্জুনের শির আজ সুশোভিত—সহস্রদল কিরীট আজ তাহার শিরে দীপ্তিমান্, সেই জন্য কিরীটী নামে তাহার সম্ভাষণ। কিরীটী শুনিলেন যাঁহার বাণী, তাঁহাকে বলা হইল কেশব। কারণার্ণবে শববৎ বা উদাসীনবৎ যিনি শায়িত থাকেন, সেই পরমাত্মার নাম কেশব। সে বিশ্বপ্রলয়ের কথা। এখন অর্জ্জুন তাঁহার যে লোক-সংহারে ব্যাপৃত মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহা প্রায় প্রলয়েরই সূচক, যদিও প্রলয়বিস্তার নহে। কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সে মহাকালকে উদাসীনবৎ অবস্থিত ত দেখিলেন না; দেখি-লেন মহাধ্বংসে ব্যাপৃত। সুতরাং সে অর্থ সুসঙ্গত হইল না বলিয়া মনে হইতে পারে। ক অর্থে মস্তক; মস্তকে যিনি ঈশরূপে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তৃত্বশীল, তাঁহার নাম কেশব। "ব" গমনার্থক "বা" ধাতুজ। ক+ঈশ+ব=কেশবঃ, এই অর্থ এখানে গ্রহণ করিবে। এই প্রলয়ঙ্কর মহাকালরূপ পরমেশ্বরমূর্ত্তি অর্জ্জুন দেখিয়াও তাহারই মধ্যে সেই পরমা-ত্মীয়তাময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অর্জ্জুন দেখিয়াছিলেন, সেই জন্য "কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন" শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মূর্ত্তি প্রলয়ঙ্কর হইলেও অর্জ্জুনের জন্য সমস্ত সখ্যতা সেখানে অভিব্যক্ত। অর্জ্জুনের হিতকামনায় তাঁহার যে এ সংহারমূর্ত্তি, ইহা অর্জ্জুনকে পূর্ব্বশ্লোকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সে মরণক্রীড়ার মাঝেও অর্জ্জুন তাহার সখাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। সেই ভাব স্মরণ করিয়াই 'কৃষ্ণকে বলিলেন' এই কথা বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥ ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ—হে হৃষীকেশ হৃষীকানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ঈশ পরিচালক, তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন জগৎ যৎ প্রহৃষ্যতি প্রহর্ষম্ আপ্নোতি, যৎ অনুরজ্যতে অনুরাগম্ উপৈতি চ, কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি যৎ দিশো দ্রবন্তি পলায়ন্তে, সর্ব্বে সিদ্ধসংঘা সিদ্ধানাং কপিলাদীনাং সমূহা যচ্চ নমস্যন্তি, এতৎ সর্ব্বং স্থানে যুক্তমেব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও তোমাতে অনুরক্ত হয়, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধসংঘেরা সকলে যে প্রণতশির হয়, ইহা যুক্ত—ঠিকই হয়।

যৌগিক অর্থ।—হৃষীকেশ অর্থে ইন্দ্রিয়-সকলের ঈশ্বর। ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর পরিচালক, নিয়ন্তা পরমাত্মা। "যেন চক্ষুংষি পশ্যতি, যেনাহুর্ম্মনো মতম্, যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্, যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে,"—যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, যাঁহার দ্বারা মন মননশীল, শ্রোত্র শ্রবণশীল, প্রাণ প্রাণনশীল, তিনিই ব্রহ্ম, শ্রুতি এই ভাবে তাঁহারই হৃষীকেশত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। অর্জ্জুন সেই প্রলয়ঙ্কর বিশ্বরূপকে আপনার অন্তরের রাজা বলিয়া চিনিয়া, হৃষীকেশ বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥ ৩৭

কথমেতং যুক্তং, তদুচ্যতে। হে মহাত্মন্, ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যাপি আদিকর্ত্রে উৎপত্তিস্থানায় কারণায়, অতএব ততোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় তুভ্যং তে সিদ্ধসংঘাঃ কস্মাচ্চ হেতোর্ন নমেরন্ নমস্কারং কুর্য্যুঃ। হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস জগদাধার, ত্বম্ অক্ষরং ব্রহ্ম, সদ্‌ব্যক্তং, অসৎ অব্যক্তং ত্বমেব, তৎপরং তাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং পরং শ্রেষ্ঠং যদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং, তদপি ত্বমেব।

অর্থ।—হে মহাত্মন্, কেনই বা তোমায় নমস্কার করিবে না? তুমি যে ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা এবং তাঁহা হইতেও গরীয়ান্; তুমি সর্ব্বদেবতার ঈশ্বর, তুমিই সমস্ত, তুমি সর্ব্বজগতের নিবাসস্বরূপ, তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমিই অসৎ এবং তুমিই সদসতেরও অতীত। তুমি সৎ, অসৎ ও তদতীত বলায় ব্রহ্মত্ব বর্ণিত হইল।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮

ভগবন্তং স্তৌতি। ত্বম্ আদিদেবঃ দেবানামপ্যাদিঃ জগৎকারণত্বাৎ, পুরাণঃ পুরাতনঃ, পুরুষঃ পুর্ষু শয়নাৎ, অস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং নিধীয়তে সর্ব্বং প্রলয়কালে অস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং ত্বম্ অসি। বেত্তা জ্ঞাতা অসি সর্ব্বস্য জগতঃ, বেদ্যং জ্ঞেয়ঞ্চ অসি জগদ্রূপম্ ইত্যাত্মানাত্মজ্ঞানপ্রকাশাভ্যাং ত্বং ব্রহ্মৈবাসীত্যর্থঃ, পরং প্রকৃষ্টঞ্চ ধাম ত্বমসি, হে অনন্তরূপ, বিশ্বং সমগ্রং ত্বয়া ততং ব্যাপ্তম্।

অর্থ।—হে অনন্তরূপ, তুমি আদি দেবতা, সনাতন পুরুষ তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র নিধান। তুমিই বেত্তা, তুমিই বেদ্য, তুমিই পরম ধাম, তোমার দ্বারা এ বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত। (বেত্তা ও বেদ্য বলিয়া, আত্মানাত্ম উভয়বিধ জ্ঞানপ্রকাশ লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মত্বই বলা হইল।)

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥ ৩৯

কিঞ্চ। ত্বং বায়ুঃ পবনঃ, যমঃ পিতৃপতিঃ, অগ্নির্বৈশ্বানরঃ, বরুণো জলাধিপতিঃ শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ ত্বমেব, ত্বং প্রজাপতিঃ কশ্যপাদিঃ, প্রপিতামহঃ পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ পিতা চ ত্বমেব। তে তুভ্যং সহস্রকৃত্বঃ সহস্রশঃ নমো নমোঽস্তু, পুনশ্চ সহস্রকৃত্বঃ নমো নমোঽস্তু, ভূয়ঃ পুনরপি তে তুভ্যং নমো নমঃ। পুনশ্চ ভূয়োঽপীতি পৌনরুক্ত্যম্ অত্র তু শ্রদ্ধাতিশয়-প্রদর্শনার্থং।

অর্থ।—তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি। তুমি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। তোমাকে সহস্র সহস্র প্রণাম করি; পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥ ৪০

পুনর্নমস্করোতি। তে তুভ্যং পুরস্তাৎ সম্মুখতো নমঃ, অথ অনন্তরং পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ তে তুভ্যং নমঃ। হে সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু এব তে তুভ্যং সর্ব্বস্বরূপায় নমোঽস্তু। অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ অনন্তং পূর্ণং ব্যাপ্তিব্যাপ্যব্যাপকতাবিহীনং বীর্য্যং, অমিতো মাতুম্ অশক্যো বিক্রমঃ বিশেষেণ ক্রমঃ প্রকাশশ্চ জগদ্রূপো যস্য, স ত্বম্ অনন্ত-বীর্য্যামিতবিক্রমঃ, সর্ব্বং জগৎ সমাপ্নোষি অন্তর্ব্বহিশ্চ সম্যক্ ব্যাপ্নোষি যতস্ততঃ সর্ব্বোঽসি সর্ব্বস্বরূপো ভবসি একোঽপি সন্ ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমায় পশ্চাতে নমস্কার করি; তোমাকে সকল দিকে নমস্কার করি, তুমিই সব। তোমার বীর্য্য অনন্ত, তোমার বিক্রম অপরিমেয়, তুমি সমস্তই সম্যক্‌রূপে ব্যাপিয়া আছ, অতএব তুমিই সব।

যৌগিক অর্থ।—মনে পড়ে, শ্রুতির "আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।" আত্মাই অধে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই বামে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই সব। অর্জ্জুন আজ তাহাই দেখিলেন। কিন্তু দেখিলেন—বিশ্বন্তর আত্মা, প্রলয়ঙ্কর আত্মা, মহাকাল আত্মা, হার্দ্দাকাশে মহান্ হ্যভূআয়তন আত্মা, আর দেখিলেন,—পরম সখা, পরম আত্মীয়, পরমগুরুরূপে স্বগতভেদে, দ্বৈতে। তাই অর্জ্জুন "তুমিই সব" এ কথা বলিয়া, "আমিও তুমিই" এ কথা বলিতে সক্ষম হইলেন না। তাই বুঝি পরমাত্মাও নিমিত্তমাত্র হওয়ারূপ কর্ত্তৃত্বটি অর্জ্জুনের হাতেই ছাড়িয়া দিলেন। ইহা হইতে সাধক তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে, অর্জ্জুনের অন্তরাকাশে এ বিশ্বরূপ দর্শন। অন্তরাকাশে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হইলে তোমরাও এ কৃপার তাঁর হয় ত হইবে অধিকারী; অমনি করিয়া তোমরাও হয় ত করিতে পারিবে সর্ব্বব্যাপী প্রণাম; অমনি করিয়া দ্বৈত ব্যবহারের চরম সার্থকতা তোমরাও পাইবে ভোগ করিতে। অন্তরাকাশে বীর্য্য ও বিক্রমের এই পূর্ণ অবতারকে লাভ করিয়া তোমরা হইবে বীর্য্যবান্, বিক্রমশীল—বিলোমক্রমে বিশ্বন্তরে চিরনিকেতন খুঁজিয়া বাহির করিতে।

অর্জ্জুনের এই স্তবটিতে দুইটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে। অর্জ্জুন ভগবদ্‌বীর্য্যকে বলিল,—অনন্ত এবং বিক্রমকে বলিল—অমিত। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত শব্দগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মধর্ম্ম, উভয়কেই বুঝায়; এই জন্য ওইগুলি তাঁহার স্বরূপধর্ম্মবাচক। স্বরূপ ও ধর্ম্ম; উভয়ই যাহার দ্বারা বুঝায়, তাহাই স্বরূপধর্ম্ম। অনন্ত বলিতে অন্তহীন ব্যাপ্তি বুঝায় না; বিশেষ ভাবে কোন কিছু পাওয়ার নাম ব্যাপ্ত হওয়া। অনন্ত নিরবশেষ ভাবজ্ঞাপক; যাহা কোন কিছু আয়তন বা ব্যাপ্তি-ব্যাপক উপলব্ধি সঞ্চার করে না, তাহাই অনন্ত। ইহা হইতে যদি কিছু প্রকাশ পায়, তাহাও অনন্ত হইবে। অনন্ত হইতে অনন্তই প্রকাশ পায়। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব-

শিষ্যতে।” অনন্ত ও পূর্ণ একই পর্য্যায়ভুক্ত কথা। এই আনন্ত্যই বা এই পূর্ণত্বই হইল পরমতত্ত্বের বীর্য্য। ইহা অক্ষয় অব্যয়। এই বীর্য্যের প্রভাবেই তিনি বিশ্বপ্রকাশ রূপ ধারণ করিয়াও পূর্ণ ই থাকেন এবং বিশ্বপ্রকাশও আদি মধ্য অন্তহীন ব্যাপ্তিময় আনন্ত্য-জ্ঞাপক। এই প্রকাশশক্তি তাঁহার বিক্রম। বিশিষ্টরূপ ক্রমধারায় অপরিমেয় প্রকাশ বলিয়াই অমিতবিক্রম বলা হইল। অনন্ত ও পৌনঃপুনিক আনন্ত্য, ইহাই বীর্য্য ও বিক্রম শব্দের দ্বারা গ্রহণীয়। প্রতি তৃণটির মধ্যে পর্য্যন্ত এই পূর্ণতা, এই অমিত বিক্রম গুহ্যভাবে অবস্থিত। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত এই একই লীলা—অনন্ত ও অমিত বিক্রম লুকান। ইহাই ব্রহ্মদৃষ্টি। এই কথাটিই অর্জ্জুন এই শ্লোকে ‘তুমি সর্ব্বব্যাপী ও তুমিই সব’ এই কথার দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন। অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম শব্দের ব্যাখ্যাই যেন ‘সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।’ সকলকে ব্যাপিয়া আছ, সর্ব্বব্যাপী শব্দের এ অর্থ টি মাত্র গ্রহণ করিও না। সর্ব্বরূপের আকারে ব্যাপ্তি ফুটাইয়া রহিয়াছ, এই জন্য সর্ব্বব্যাপী, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিও।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২

সখেতি। ত্বং মে সখা সমানবয়াঃ ইতি মত্বা নিশ্চিত্য, প্রসভং ত্বাম্ অভিভূয় যদুক্তং, কিং তৎ? হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি, তৎ ময়া অজানতা অপরিজ্ঞানবতা, কিমজানতা? তব মহিমানং মাহাত্ম্যং ইদং সর্ব্বাত্মস্বরূপং, প্রমাদাৎ অনবধানতয়া, প্রণয়েন প্রীত্যা বিশ্রম্ভেন বাপি যদন্যদুক্তম্, যচ্চ অবহাসার্থং পরিহাসহেতবে ময়া ত্বম্ একঃ একাকী রহসি স্থিতঃ অথ জনসমক্ষং বা অসৎকৃতোঽসি অবজ্ঞাতোঽসি, বিহারশয্যাসনভোজনেষু বিহারঃ পর্য্যটনং, শয্যা শয়নং, আসনং উপবেশনং, ভোজনম্ অন্নদীনাং ভক্ষণম্, এতেষু চতুর্ষু মুখ্যেষু কর্ম্মসু, হে অচ্যুত, তৎ সর্ব্বং মে অপরাধসমূহম্ অহং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বাম্ অপ্রমেয়ং প্রমাতুমশক্যং।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অচ্যুত, তোমার এই মহিমা না জানায় তোমাকে সখা মনে করিয়া ভুলবশতঃ অথবা প্রণয়বশতঃ হে যাদব, হে সখা, এইরূপ হঠকারিতাপূর্ণ বাক্য যাহা কিছু বলিয়াছি, বিহারকালে, শয়নকালে, উপবেশনকালে, আহারকালে লোকসমক্ষে অথবা নির্জ্জনে একক অবস্থায় যাহা কিছু পরিহাসচ্ছলে দোষ করিয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে আমায় ক্ষমা করিতে হইবে।

যৌগিক অর্থ।—আহা, কি চেনা চিনিল আজ অর্জ্জুন—কি দেখা দেখিল, কি শূন্য তাহার অন্তরের পূর্ণ হইয়া গেল আজ পূর্ণের পুণ্য উদয়ে। শুনিয়াছিল—বুঝিয়াছিল, দেখিল আজ অচ্যুত ভগবান্ তার হৃদয়মণ্ডলের অধীশ্বর। চ্যুতিহীন, বিচ্ছেদহীন, চির-

স্থিতির চিরসাথী, চিরজীবনের চির আশ্রয় তার স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ভগবান্। তার অস্তিত্ব নাই ভগবৎহীন, তার ক্রিয়া নাই ভগবৎহীন, তার ভুলভ্রান্তি নাই ভগবৎহীন—তার জগৎ নাই ভগবৎহীন। অচ্যুত—সর্ব্বত অচ্যুত—দিকে, কালে, বিষয়ে, চিন্তনে, ভাবে, বিজ্ঞানে, প্রাণে, আত্মায় অচ্যুত—অচ্যুত—অচ্যুত! তাই মনে পড়িয়া গেল সেই সব মুহূর্ত্ত, সেই সব কাহিনী, ব্যবহার, যেখানে যেখানে এই প্রাণের প্রাণকে পরমেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। কি দেখিল! দেখিল—হায় হায়—জীবনেতিহাসের পত্রে পত্রে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইল, কোথাও যে তোমায় দেখা হয় নাই—তোমার প্রতিমূর্ত্তি, তোমার নাম, তোমার অস্তিত্বের হৃল্লেখা জ্বলন্ত সত্যে কোনখানেই যে পরিস্ফুট নহে! আহারে বিহারে, শয়নে আসনে, কোথায়ও তোমায় এ ঐশ্বর বেশে দেখা হয় নাই। জীবনের এই চারিটিই প্রধান বিভাগ,—আহার, বিহার, শয়ন ও আসন বা উপবেশন। আহার ভোগ, বিহার কর্ম্ম, শয়ন বিরাম, উপবেশন চিন্তন—কোন বিষয়ে উপপ্রবেশ—কোন বিষয়ে বা স্থানে উপবিষ্ট হওয়া—তাহাতে বা তৎসমক্ষে অবস্থিত হওয়া। জীবনের এই বিভাগগুলিতে অধিকাংশ স্থলেই যে একাকী ছিলাম দেখিতেছি। ভোগে, কর্ম্মে, শয়নে, কই—তোমার ঈশিত্ব ত দেখা হয় নাই ; তোমাকে সঙ্গে লইয়া ত বিচরণ করা হয় নাই! তোমাতেই আমার কর্ম্ম, ভোগ, শয়ন, এ দেখা ত দেখা হয় নাই! আপনি খাইয়াছি, আপনি করিয়াছি, আপনি মূঢ়তায় ঢলিয়া পড়িয়া অজ্ঞান আঁধারে আপনার অস্তিত্ব ঢাকিয়াছি, তোমায় ত সেখানে দেখি নাই। কখনও কখনও যখন তোমার কথা মনে পড়িয়াছে, তোমার কাছে আসিয়াছি—তোমার নিকট বসিয়াছি—মুখে হয় ত বলিয়াছি তোমায়—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ; কিন্তু এমন করিয়া দেখা ত হয় নাই যে, তুমি আমার অচ্যুত পরমেশ্বর, সত্য সত্যই আমার সমগ্র জন্মস্থিতিলয়ের অবিচ্যুত একেশ্বর! তোমার সমক্ষে আসিয়াও তোমায় উপেক্ষা, অবজ্ঞাই করিয়াছি। ভগবৎধারণা করিতে গিয়াও তোমাকে শুধু কল্পনায় গড়িয়াছি আপন খেয়ালের বশে। আত্মা—সাক্ষী—ঈশ্বর—বলিয়াছি সব, কিন্তু সে বলায় ছিল শুধু মনোযোগ, বুদ্ধিযোগ, হয় ত বা একটু প্রাণযোগ, কিন্তু আত্ম-যোগ—সে ত ছিল না! বুদ্ধিকে পাঠাইয়াছি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমার পূজার উপকরণ সঙ্গে দিয়া, প্রাণের উপঢৌকন হয় ত কখনও দিয়াছি এক আধ টুকরা, কিন্তু নিজে—নিজে আসিয়া এমন করিয়া তোমার চরণে ত লুটি নাই। জীবনের সেই সকল মুহূর্ত্তই একাকী, যে যে মুহূর্ত্তে তোমায় ছিলাম ভুলিয়া। আবার তোমায় স্মরণ করিয়াও, তোমাকে আমার চেতনাস্বরূপ বলিয়া জানার মুহূর্ত্তেও তোমাকে লইয়া শুধু করিয়াছি রঙ্গরস—যদৃচ্ছ বলিয়াছি, যদৃচ্ছ তোমায় অবহাস করিয়াছি—তখনও ছিলাম একাকীই ; তখনও দেখা হয় নাই—তুমিই আমায় করাইতেছ, বলাইতেছ, ভোগ দিতেছ নিজে থাকিয়া উপস্থিত। এ সবই তোমায় অবহাসই করা হইয়াছে। আবার যখন তোমায় লইয়াই সব করিয়াছি, তোমায় দেখিতে দেখিতেই তোমায় সঙ্গে লইয়া জীবনযজ্ঞে

যুক্ত হইয়াছি, তখনও যাহা কিছু করিয়াছি, তখনও সবই হইয়াছে দোষ, অসৎ—তোমার অস্তিত্বদর্শনশূন্য, অবহাসার্থ—অবহাসের জন্য না করিলেও তার অর্থ কিন্তু অবহাসই হইয়াছে; কেন না, তখনও তোমায় আত্মস্বরূপ, তোমায় একান্ত ঈশ্বর, সর্ব্বতোনিয়ন্তা—সর্ব্বত আমার মূল কারণস্বরূপ তুমিই, এ কথা বলিয়া তোমায় দেখা হয় নাই; এ চক্ষে তোমায় দর্শন করা হয় নাই; মুখে বলিলেও দেখা হয় নাই। সকল ব্যবহারের অর্থ হইয়াছে, সার্থকতা হইয়াছে তোমার অবহাস, সব হইয়াছে অবহাসার্থ। এই সমস্ত অপরাধের জন্য, ওগো আমার অপ্রমেয় দেবতা, আমার ঈশ্বর, আমার সর্ব্বস্বের সত্য সত্ত্ব দাতা, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। তোমায় শুধু মনে করিয়াছি আমার পরমাত্মীয়তাময় সখা, আত্মারূপে রহিয়াছ তুমি আমার অন্তরে, তুমি আমার প্রিয়, আত্মীয়তার মোহে তোমায় বাৎসল্যে, সখ্যতায়, মাধুর্য্যে, পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়তা-মাখা ভক্তিভরে অথবা দাস্যে, এই সব জৈব দৌর্ব্বল্যময় ভাব দিয়াই তোমায় করিয়াছি অভ্যর্থনা; আমার করাকেই প্রধান করিয়াছি—তোমার করাটিকে দেখিতে ভুলিয়া। সে ভক্তিমোহের ঘোরে তোমায় হে কৃষ্ণ, হে যাদব, এই সকল ভাষায় করিয়াছি বিজৃম্ভন। কে তুমি, কত মহান্ তুমি, এ সব ভুলিয়া, তোমায় নামাইয়া আনিয়াছি আমারই জৈব মলিন আচরণে—এই সব হইয়াছে আমার সাধনাপরাধ; ইহার জন্যও আমায় তুমি ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

কস্মাদপরাধো জাতস্তদুচ্যতে পিতাসীতি। ত্বম্ অস্য লোকস্য প্রাণিসমূহস্য চরাচরস্য চরস্য অচরস্য চ পিতা জনয়িতাসি, ন কেবলং পিতা, অপিতু পূজ্যঃ পূজনীয়শ্চ, যতস্ত্বং গরীয়ান্ গুরুতরো গুরুঃ জ্ঞানচক্ষুষো যোগচক্ষুষশ্চ প্রদাতা। যস্য প্রভাবস্য প্রতিমা উপমা ন বিদ্যতে, তথাবিধ হে অপ্রতিমপ্রভাব, লোকত্রয়েঽপি অস্মিন্ ত্বৎসমস্তব সদৃশঃ কশ্চিদন্যো ন অস্তি, অভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো ভবেৎ। যতস্ত্বাম্ এবম্ভূতম্ অধুনা ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রপশ্যামি, অত ইতঃপূর্ব্বং ত্বয়া সহ মনুষ্যবদ্ ব্যবহরতো মে অজ্ঞানিনঃ অপরাধ এব সংবৃত্ত ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু, গুরু অপেক্ষাও গৌরবময়। লোকত্রয়ে তোমার তুল্যই কিছু নাই, তোমা অপেক্ষা মহান্ আর কে কোথায় থাকিতে পারে?

যৌগিক অর্থ।—কেন অপরাধ হইয়াছে বলিলাম? তুমি যে অপ্রতিমপ্রভাব। এ ঐশ প্রভাব তোমার তুলনাহীন, ইহা অপেক্ষা অধিকের কথা ত বাতুলতা মাত্র। এরূপ প্রভবময় তুমি, তুমি চরাচর সমস্ত লোকের জনয়িতা, ত্রিলোকের পূজ্য, ত্রিলোকের জ্ঞান-চক্ষুদাতা, শুধু জ্ঞানচক্ষুদাতা নহ, যোগচক্ষুদাতা, সুতরাং গুরু অপেক্ষা গৌরবময়

তোমাকে তোমার প্রীতির সুবিধা লইয়া অমন করিয়া আমার জীবত্বের আবর্জ্জনাময় মলিন আত্মীয়তার কুটীরে নামাইয়া আনা, এ কি কম অপরাধ দেবতা আমার! তোমার দেশে গিয়া, তোমার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া, আত্মপ্রজ্ঞোজ্জ্বল পুরুষ হইয়া, তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া হয় ত বা কিছু বলিতে করিতে পারি, কিন্তু বদ্ধ জীবত্বে থাকিয়া তোমায় ওরূপ সম্ভাষণ অপরাধই।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

তস্মাৎ কারণাৎ কায়ং প্রণিধায় স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপং শরীরত্রয়ং অবনতং কৃত্বা, প্রণম্য নমস্কৃত্য, ঈড্যং স্তবনীয়ং, ঈশম্ ঈশ্বরং ত্বাম্ অহং প্রসাদয়ে প্রসন্নং কারয়ে। হে দেব, পিতেব পুত্রস্য পিতা যথা পুত্রস্য অপরাধং ক্ষমতে, সখেব সখ্যুঃ সখা যথা সখ্যুরপরাধং ক্ষমতে, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ প্রিয়ো যথা প্রিয়ায়া অপরাধং ক্ষমতে, তথৈব মমাপি অপরাধং ত্বং সোঢ়ুম্ অর্হসি ক্ষন্তুমর্হসীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে জগদীশ্বর, হে স্তবনীয়, তোমাকে ভূমিষ্ঠকায় হইয়া প্রণাম করিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করে, সখা যেমন সখার অপরাধ ক্ষমা করে, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করে, তেমনই তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

যৌগিক অর্থ।—প্রণিধায় কায়ং, ত্রিশরীর সম্যক্‌রূপে তোমাতে বিলুণ্ঠিত করিয়া—হে স্তবনীয় পরমেশ্বররূপী আত্মা আমার, তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি। আহা, লুণ্ঠিত কর—লুণ্ঠিত কর ত্রিশরীর, ভূর্ভুবঃস্বঃ সমস্তটুকু কর বিলুণ্ঠিত ওই স্তবনীয় আত্মার চরণে। ওই আত্মরূপী চিরসখা তোমার, যে দেখাইল তোমায় হৃদয়াকাশে তাঁর অব্যক্ত অক্ষর মহাকালরূপ, ত্রিকালকর্ত্তৃত্বময় পারমেশ্বর রূপ, যে মূর্ত্তি দেখিয়া তোমার সখা বলাও অপরাধ বলিয়া মনে হইতেছে, ত্রিশরীর দাও পাতিয়া তাঁহার চরণরজঃ মাখিতে। হৃদয়াকাশে যে আত্মায় তুমি ভাবে ভাবে হইতেছ জাত, ভাবে ভাবে হইতেছ মৃত, সেই হার্দ্দাকাশের পরমদেবতাকে, যে সত্যই তোমার পিতা, তোমার সখা, তোমার প্রিয় প্রাণেশ্বরস্বরূপ। আহা, এ অধিকার তোমার সত্য; দেখিয়া বলিলে ইহা বলা অপরাধ নয়, সত্যাধিকার। আহা, বল—বল পার্থ, বল—তোমার সুরে সুর মিলাইয়া আমরা জগদ্বাসী, আমরাও বলিয়া উঠি,—পিতার মত, সখার মত, প্রিয়ের মত তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। ত্রিশরীর, ত্রিলোক সব করি বিলুণ্ঠিত ওই স্তবনীয় আত্মারই পদপ্রান্তে—ওই আত্মপ্রান্ত হার্দ্দ গগনে। ত্রিশরীর দাও লুটাইয়া হৃদয়গগনে।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫

অদৃষ্টেতি। অদৃষ্টপূর্ব্বং ন দৃষ্টপূর্ব্বং ময়া অন্যেন বা কেনচিদিত্যদৃষ্টপূর্ব্বং তব বিশ্বরূপং

দৃষ্ট্বা অহং হৃষিতোঽস্মি প্রহৃষ্টোঽস্মি, কিন্তু মে মম মনো ভয়েন চ তব সংহাররূপদর্শনজেন প্রব্যথিতং ভীতং। অতস্তদেব দেবরূপং দ্যোতনশীলং প্রাণারামং বৈষ্ণবং রূপং মে মহ্যং দর্শয়। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ত্বং প্রসীদ ময়ি প্রসন্নো ভব।

অর্থ।—তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি সত্য, কিন্তু মনে মনে বড় ভীতি-বিচলিত হইয়াছি। হে দেবেশ, জগদাশ্রয়, তুমি প্রসন্ন হও, আমায় তোমার শাস্ত্রোক্ত দেবরূপ দর্শন করাও।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥ ৪৬

কিম্ভূতং তদ্রূপমিতুচ্যতে কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবন্তং, গদিনং গদাবন্তং, চক্রহস্তং চক্রশোভিতপাণিং, ত্বাম্ অহং তথৈব পূর্ব্ববৎ দ্রষ্টুমিচ্ছামি। হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে, অতস্ত্বম্ উগ্রং কালরূপং সংহৃত্য তেনৈব চতুর্ভুজেন বৈষ্ণবেন প্রাণারামেণ রূপেণ ভব আবির্ভব মৎসন্নিধৌ ইত্যর্থঃ।

অর্থ।—তোমার সেই কিরীটী, গদাচক্রধারী, শাস্ত্রোক্ত ধ্যেয় রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। হে অনন্তবাহো বিশ্বরূপ, তুমি সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

এবমর্জ্জুনং ভীতং বিজ্ঞায় আশ্বাসবচনৈস্তং পরিসান্ত্বয়ন্ শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন, কিং তে ভয়কারণমস্তি? ত্বাং প্রতি প্রসন্নেন সন্তুষ্টেন ময়া আত্মযোগাৎ আত্মনো যোগসামর্থ্যাৎ, যেন হি যোগবলেনাহং ভূভারহরণায়াবতীর্ণোঽস্মি, তদ্বলাৎ ইদং পরং রূপং বিশ্বরূপং তব দর্শিতং, যেন হি রূপেণ কারণাত্মকত্বাৎ তেজোময়ম্ অনন্তং বিশ্বং মে মম আদ্যম্ অদনীয়ম্ ভবতি, যচ্চ মে ত্বদন্যেন কেনচিৎ ন দৃষ্টপূর্ব্বং ত্বয়া বিনা ইতঃপূর্ব্বং ন কেনাপ্যবলোকিতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন, আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগশক্তিবলে তোমায় এই পরম রূপ দেখাইয়াছি। এ তেজোময় অনন্ত আদ্য বিশ্বরূপ তোমা ভিন্ন অন্যে কেহ পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

যৌগিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন, এ রূপ দেখিয়া তোমার ভয় পাইবার কি আছে? এ যে আমি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় যোগপ্রভাবে তোমায় দেখাইলাম। এ যে আমার সেই রূপ, যে তেজোময় রূপে অনন্ত বিশ্ব আমার আদ্য—ভক্ষণীয়। তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই রূপ দেখাই নাই।

এই শ্লোকের অর্থ এই ভাবে গ্রহণীয়। 'আদ্য' অর্থে 'ভক্ষণীয়' গ্রহণ করিতে হইবে; কেন না, অর্জ্জুনের এ বিশ্বরূপ দর্শনে এই লোকগ্রসন ব্যাপারই বিশেষভাবে প্রকটিত।

অনন্ত বিশ্বকে করাল দংষ্ট্রায় চর্ব্বণ করিয়া গ্রাস করিতেছেন, এ বিভীষণ লোমহর্ষণ মূর্ত্তি অন্য কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে কোথাও বর্ণনা নাই। বিশ্বন্তর মূর্ত্তির বর্ণনা আছে অন্যত্র, প্রলয়ঙ্কর ভগবৎলীলারও বর্ণনা আছে, কিন্তু মূর্ত্ত হইয়া ভক্তকে লোকচর্ব্বণ ব্যাপার দেখাইতেছেন, এরূপ কথা কোথাও নাই। ভগবান্‌ও সেই জন্য বলিলেন, ইহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই।

আর একটী কথা এই শ্লোকে বুঝিবার আছে,—ওই 'আত্মযোগাৎ' শব্দটী। এখানে আত্মযোগশক্তি অর্থে অবতারীয় যোগশক্তি গ্রহণীয়। তিনি যে যোগশক্তিবলে ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়া, অর্জ্জুনের সারথি সাজিয়া, এ কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারের সংঘটন করাইয়াছেন, সেই অবতারীয় যোগশক্তিপ্রভাবেই তিনি অর্জ্জুনকে এই বিস্ময়াবহ দৃশ্য দেখাইয়াছেন। কেন না, অর্জ্জুন মানবতনু শ্রীকৃষ্ণের নিকটই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহা রণস্থলের মধ্যে সমর-প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং এই সমগ্র গীতার বর্ণনা ও বিশ্বরূপ দেখান ব্যাপারটি অলৌকিক কালভূমিতে অর্জ্জুনকে যোগপ্রভাবে লইয়া গিয়া, অলৌকিক ভাবে সম্পাদন করা হইয়াছিল। স্থূলতঃ সেই রণক্ষেত্রে থাকিয়াই কিছু ক্ষণের মধ্যে দিব্য তত্ত্ব বুঝাইয়া, দিব্য চক্ষু উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া বিশ্বরূপ দেখান, ইহা সেই অলৌকিক পুরুষের অলৌকিক অবতারীয় যোগপ্রভাব। সাধারণ হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মবিভূতি দর্শন নহে। এবং বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, তপস্যার দ্বারা ইহা দেখিবার কাহারও সাধ্য নাই, এই কথা পরের শ্লোকে বলায় ইহা যে অবতারীয় কৃপা ও শক্তিপ্রকাশ, তাহা নিশ্চয়। অবতারীয় যোগপ্রভাবে ইহা অর্জ্জুন দেখিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে আবার গীতাতত্ত্ব বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল, নতুবা আত্মপ্রজ্ঞাপ্রসূত দর্শন হইলে তাহার বিস্মৃতি ঘটিত না।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮

ইত্থংরূপেণ ভগবদ্দর্শনস্য দুর্ল্লভতাং কথয়তি ন বেদযজ্ঞেতি। হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ বেদানাং চতুর্ণাং, যজ্ঞানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চ অধ্যয়নৈঃ পাঠৈঃ, ন দানৈঃ স্বর্ণাচলাদিভিঃ, ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ, ন উগ্রৈরুৎকটৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণপ্রভৃতিভিঃ এবংরূপো যথা ত্বয়া অবলোকিতস্তদ্বদহং নৃলোকে মনুষ্যলোকে ত্বদন্যেন ত্বদ্ব্যতিরিক্তেন কেনচিৎ দ্রষ্টুং ন শক্যঃ সমর্থঃ, মদনুগ্রাহেন ত্বয়ৈব কেবলং দৃষ্টোঽস্মীত্যর্থঃ।

অর্থ।—হে কর্ম্মবীরশ্রেষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান; দান বা তদ্রূপ অন্যান্য ক্রিয়া অথবা উগ্র তপস্যা, এ সমস্ত কিছুর দ্বারাই তোমা ব্যতীত নরলোকে অন্য কেহ আমার এ রূপ দেখিতে সক্ষম হয় নাই। (বস্তুতঃ গুরুর অহৈতুকী কৃপার দ্বারাই অর্জ্জুনের এইরূপ দর্শন সিদ্ধ হইয়াছিল।)

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

মা তে ইতি। ঈদৃক্ যথা তে দর্শিতং, ঘোরম্ উগ্রং মম ইদং রূপং বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা তে তব ব্যথা মাভূৎ মা অস্তু, মাভূচ্চ তে বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়চিত্ততা। ত্বং পুনঃ ব্যপেতভীঃ বিগতভয়ঃ, প্রীতমনাঃ প্রসন্নচিত্তশ্চ সন্ তদেব মে প্রাণারামং বৈষ্ণবং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরম্ ইদং রূপং প্রপশ্য।

অর্থ।—আমার এই করাল রূপ দর্শন করিয়া তুমি ভীত ও বিমূঢ় হইও না; বিগত-ভয় হইয়া এবার প্রীতিসহকারে আমার এই দেবরূপ দর্শন কর।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০

ইদং হি যথাবদ্বৃত্তং ধৃতরাষ্ট্রায় সঞ্জয় উবাচ—বাসুদেব ইত্যেবংপ্রকারম্ অর্জ্জুনম্ উক্ত্বা, ভূয়ঃ তথা কিরীটাদিযুক্তং স্বকং স্বকীয়ং বৈষ্ণবং চতুর্ভুজং রূপং পার্থায় দর্শয়ামাস। পুনশ্চ সৌম্যবপুর্ম্মানবশরীরী পার্থসারথির্ভূত্বা মহাত্মা বাসুদেবো ভীতম্ এনম্ অর্জ্জুনম্ আশ্বাসয়ামাস আশ্বাসিতবান্।

অর্থ।—বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকার বলিয়া, পুনরায় স্বীয় দেবরূপ অর্থাৎ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ দর্শন করাইলেন। তার পর আবার সৌম্যবপু মহাত্মা বাসুদেব স্বীয় সাধারণ পার্থসারথি-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

ভগবতো মানুষরূপদর্শনেন আশ্বাসবচনেন চ আশ্বস্ত অর্জ্জুন উবাচ—হে জনার্দ্দন, তব সৌম্যং প্রসন্নম্ ইদং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা, ইদানীং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তোঽস্মি সংবৃত্তঃ জাতঃ প্রকৃতিং স্বভাবং চ গতঃ প্রাপ্তোঽস্মি।

অর্থ।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানবরূপ দেখিয়া আমি আমার পূর্ব্বভাব ও জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, প্রকৃতিস্থ হইলাম।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২

শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং যৎ সুদুর্দ্দর্শং সুষ্ঠু অতিশয়েন দুঃখেন দর্শনং যস্য, তৎ সুদুর্দ্দর্শং রূপং দৃষ্টবানসি, দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ দর্শনেপ্সবঃ, পরন্তু দর্শনমবিচ্ছন্তোঽপি তে দ্রষ্টুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ।

অর্থ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তুমি আমার যে দুর্দ্দর্শ রূপ দর্শন করিলে, দেবতারাও এই রূপ দেখিবার জন্য নিত্য আকাঙ্ক্ষী।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

মানুষেণ ময়া দৃষ্টোঽসি ত্বং তথাবিধঃ, ন কথং দেবৈরিত্যত আহ নাহমিতি। ত্বং যথা মাং দৃষ্টবানসি, এবম্বিধোঽহং ন বেদৈশ্চতুর্ভিঃ, ন তপসা ঘোরেণ, ন দানেন সর্ব্বস্বসংবিভাগান্তেন, ন চ ইজ্যয়া অশ্বমেধাছয়া কেনাপি দ্রষ্টুং শক্যঃ। যত এবং, ততো বেদ-তপোদানেজ্যাভিরেব দেবত্বমুপপন্না দেবা মাং দ্রষ্টুমিচ্ছন্তোঽপি ন দ্রষ্টুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ।

অর্থ।—বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা কেহ, তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, সে প্রকার রূপ দেখিতে সক্ষম হয় না।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

কথং তর্হি শক্য ইত্যুচ্যতে ভক্ত্যেতি। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, এবংবিধো বিশ্বরূপাকারোঽহং তু অনন্যয়া ভক্ত্যা জ্ঞাতুং, তত্ত্বেন চ দ্রষ্টুং, প্রবেষ্টুঞ্চ শক্যঃ। কা নাম অনন্যা ভক্তিঃ? যাতু স্বস্য জন্মস্থিতিলয়কারণাদাত্মতোঽন্যং ন ভজতি। কিম্ভূতং তদ্ভজনম্? অস্তি মে জন্মস্থিতিলয়ানাং কারণম্ আত্মা ইতি সত্যবোধেন বুদ্ধৌ তস্য পরিজ্ঞানং, পরিজ্ঞাতস্য চ সত্যাত্মনো হৃদয়ে তত্ত্বভাবেন দর্শনং, তত্ত্বদর্শনস্য চ আত্মাবগমফলত্বাৎ আত্মনা পরমাত্মনি প্রবেশ ইতি জ্ঞাতুং বুদ্ধৌ সত্যেন, দ্রষ্টুং চ হৃদয়ে তত্ত্বেন, প্রবেষ্টুং চ ময়ি পরমাত্মনি আত্মনা শক্যোঽহং অনন্যয়া অপৃথগ্ভূতয়া ভক্ত্যেতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন, মাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা ওইরূপে আমাকে জানিতে, তত্ত্বতঃ দেখিতে ও প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়।

যৌগিক অর্থ।—জানা, দেখা, প্রবেশ করা, ইহাই সাধনা। মনে জানা, হৃদয়ে দেখা, আত্মায় প্রবেশ করা। বুদ্ধিতে জানা, হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা, আত্মৈকতায় প্রবিষ্ট হওয়া। আর এ সমস্তের প্রাণ অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি। আমার ভগবান্ আছেন, আমার জন্ম-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ পরমাত্মা আছেন, এই প্রত্যয়ের প্রথম গ্রহণ হইতেই, আদি স্বীকার হইতেই আসক্তি বা ভক্তি জাত হয়। ইহা না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি না হয়, তবে বুঝিবে, তোমার সে ধারণায় সত্যবোধ নাই। আমার পেটিকায় টাকা আছে, এটি জানিবামাত্র যেমন সে পেটিকার প্রতি আমার আসক্তি প্রকাশ পায়—কেন না, টাকায় আমার স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ আছে, তেমনই সকল জীবেরই নিজের অস্তিত্বে, নিজের প্রাণে একটা স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ আছেই আছে। সুতরাং টাকা থাকার জন্য পেটিকায় যেমন অনুরাগ, তেমনই আমার এই প্রাণময় অস্তিত্ব যাঁহাতে, তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ জাগিবেই জাগিবে। আমার থাকাটি যে আমার ইচ্ছাধীন নহে, ইহা এ জগৎ প্রতিনিয়ত

মৃত্যুর আকারে আমায় দেখাইতেছে ; আমার কায়িক মানসিক অবস্থান্তর যে আমার অধীন নহে, এ কথা চিরপরিবর্ত্তনশীল ভৌতিক অবস্থাচক্র আমায় শিক্ষা দিতেছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমার বার্দ্ধক্যাদি পরিণাম মৃত্যুর বিজয়ভেরী বাজাইয়া আমায় দেখাইতেছে—আমি কর্ত্তা নহি, অন্য কেহ কর্ত্তা। সুতরাং মূর্খ এমন কে আছে যে, আমার সমগ্র থাকা ও সমস্ত পাওয়া না পাওয়ার কর্ত্তা কেহ আছে, এ কথা শুনিলে তাঁহাতে আসক্ত না হইয়া স্থির থাকিবে ? তার পর যদি কেহ বলিয়া দেয়, সে প্রভু, সে সর্ব্ব-কারণকারণ তোর, তোরই অন্তরে অবস্থিত এবং তোর নিত্য প্রত্যক্ষ, তবে এমন মৃত কে আছে যে, তাঁহাতে অনুরাগপরবশ না হইয়া থাকিবে ? সুতরাং যদি ভগবদস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তোমার তাঁহাতে অনুরাগ না জাগে, তবে বুঝিতে হইবে, হয় তুমি অজ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা বলিতেছ, না হয় তোমার সে স্বীকৃতি নাই। সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমই তোমার অস্তিত্বের মূল যে একজন আছেন, তুমি অমূল নিরাশ্রয় নহ, এই জ্ঞানটিতে সত্যবোধ অভ্যাস করিবে। সেই অভ্যাসের বলে তুমি দেখিতে পাইবে, তুমি সত্যই নিজের থাকাটিতে অনুরক্ত এবং সেই হেতু তুমি ভগবানে সহেতুক অনুরাগসম্পন্ন। সেই মলিন সহেতুক অনুরাগ তত বিশুদ্ধ, অনন্য ও অহেতুক হইতে থাকিবে, যত তুমি ভগবদস্তিত্বটিকে আপনার বুদ্ধিতে, প্রাণে ও নিজবোধে প্রকটিত করিতে সমর্থ হইবে। বুদ্ধি, প্রাণ, জ্ঞান, এ সব একই কথা, প্রজ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নাম ; এ সকল কথা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলিয়াছি। আগে জ্ঞানের বাহ্য স্তর, যাহা মনোগ্রন্থি বা বুদ্ধি নামে পরিচিত, তাহাতে ভগবৎধারণা সুদৃঢ় ভাবে হইতে থাকিলেই, সত্যবুদ্ধি কিয়ৎপরিমাণে উদ্‌বুদ্ধ হইলেই ভগবানের জন্য হৃদয়ের বৃত্তিসকল সচেষ্ট হইতে থাকিবে এবং উহা প্রগাঢ় হইলেই স্বীয় নিজত্ব ভগবানের নিজত্বে অর্থাৎ পরমাত্মায় আত্মা না মিলাইয়া থাকিতে পারিবে না। যেমন স্ত্রীপুত্রাদিরূপ প্রিয়ের সঙ্গমের জন্য তোমাদের প্রাণ আকুল হয়, তেমনই আকুল হইবে তোমার প্রাণ নিজেকে পরমাত্মাতে মিলাইতে। এবং যত এক দিকে এই আকুলতা ও অন্য দিকে ভগবানে ব্রহ্মবুদ্ধি প্রকাশ পাইতে থাকিবে, ততই পরস্পর পরস্পরকে বর্দ্ধিত করিবে ও তোমার প্রতি অঙ্গে, জগতের প্রতি অঙ্গে পরমাত্মবোধপ্রকাশ ঘনীভূত, আত্মীভূত হইতে থাকিবে এবং ভক্তিও তত অনন্যা, অহেতুকী হইবে। সেই অনন্যা ভক্তি তোমার সকল জ্ঞানকে করিবে সচেতন, তোমার সকল দর্শন বা ভগবদুপলব্ধিকে করিবে জীবন্ত, তোমার আত্মাকে প্রবিষ্ট করাইবে পরমাত্মায়। জানা, দেখা ও পাওয়ারূপ জ্ঞান-স্তরসকলের কথা ঋতম্ভরায় বিশদভাবে বলিয়াছি, এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

অধুনা জ্ঞানং, কর্ম্ম, ভক্তিঞ্চ একস্মিন্ সমুচ্চিত্য বিশ্বরূপদর্শনযোগাখ্যম্ অধ্যায়মুপসংহরতি মৎকর্ম্মকৃদিতি। মৎকর্ম্মকৃৎ মদীয়ং মদর্থং বা কর্ম্ম মৎকর্ম্ম, তৎ করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ,

শারীরং মানসঞ্চ তাবদেব কর্ম্ম ভগবচ্ছক্তিপ্রকাশরূপং, তেন হি তস্যৈব সেবা, পূজা, যজ্ঞশ্চ সম্পদ্যতে, এবং বিজ্ঞায় যঃ কর্ম্ম করোতীত্যর্থঃ, মৎপরমঃ অহং পরমাত্মা পরম আশ্রয়ঃ প্রিয়শ্চ যস্য, স মৎপরমঃ, মদ্‌ভক্তঃ ময়ি পরমাত্মনি ভক্তঃ অনুরক্তঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতীতি মদ্‌ভক্তঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ এবংপ্রকারেণ ভক্তিজ্ঞানকর্ম্মাণি যস্মিন্ সমুচ্চিতানি ভবন্তি, তস্য হি সর্ব্বাত্মনা ভগবৎসঙ্গ এব জায়তে, অতঃ স গৃহস্থোঽপি পুত্রকলত্রকুটুম্বাদিপরিবেষ্টিতঃ তেষু তত্তদ্রূপতয়া সঙ্গবর্জ্জিতো ভবতি, ইত্থম্ভূতঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ, তথা নির্ব্বৈরঃ শত্রুভাবরহিতো বিরুদ্ধেষু বিষয়েষু বা অবিরুদ্ধভাবদ্রষ্টা সর্ব্বতো ভগবৎকর্তৃত্বদর্শনাদ্‌ভবতি। য এবম্ভূতঃ, হে পাণ্ডব, স মাম্ পরমাত্মানম্ এতি প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পাণ্ডব, যে আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই পরম উৎকৃষ্ট, এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমার ভক্ত ও অন্যসঙ্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতে বিরোধশূন্য, সেই আমায় লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া, বিশ্বরূপদর্শনযোগের উপসংহার করিতেছেন। শারীর ও মানস, সকল ক্রিয়াতে যে ভগবৎসংযোগ দেখে, সে যে কোন ভাবেই হউক, ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ হউক, তাঁহারই শক্তি কর্ম্মাকারে প্রকাশ পাইতেছে, এই ভাবে হউক, তাঁহার বিশ্বযজ্ঞে যোগদান করিতেছি, এই ভাবে হউক, যে কোন প্রকারে ভগবদ্‌যুক্ত কর্ম্ম করিলেই ভগবৎকর্ম্মকৃৎ হওয়া হইল। আর ভগবান্‌ই শ্রেয়, জীবনে চরম সার্থকতা তাঁহাকে লাভ করা, তাঁহার হইয়া যাওয়া, ভগবান্‌ই এ জগতের একমাত্র পরমাশ্রয়, এই জাতীয় জ্ঞানে ধ্রুব সম্বুদ্ধ হওয়াই মৎপরম শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর ভগবদ্‌ভক্তি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিন যাহাতে সমুচ্চিত, তাহার সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসঙ্গই করা হয়, সুতরাং সে সংসারসঙ্গ ত্যাগ না করিয়াও সঙ্গবর্জ্জিত পুরুষ। এবং সে পুরুষে আসে নির্ব্বৈর ভাব; সে জগতে কোথাও বিরোধ দেখিতে পায় না। কেন না, সর্ব্বত্র ভগবান্‌ই সাক্ষাৎভাবে কর্ত্তা ও সর্ব্বত্র তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, ইহাই তাহার অন্তরের জীবন্ত ধারণা হইয়াছে। সুতরাং সে পুরুষ আপাতপরিদৃশ্যমান বিরুদ্ধ ব্যাপারেও সামঞ্জস্য দেখিতে পায়। এইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি সমুচ্চিত হইয়াছে যে পুরুষে, সে পুরুষ আমাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহাই ভগবদ্‌বাণী।

বিশ্বরূপদর্শন যোগ সমাপ্ত হইল। এখন পর্য্যন্ত ভগবান্ যাহা অর্জ্জুনকে বলিলেন, তাহা হইতে তোমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে যে, জ্ঞান যত ক্ষণ না তাঁহাতে অনুরাগ জাগ্রত করে এবং সে অনুরাগ এমন যে, জীবনের সকল কর্ম্মাবর্ত্তনে তাঁহাকে বিজড়িত না করিয়া ছাড়ে না, ততক্ষণ জ্ঞানের সম্যক্ সার্থকতা লাভ সম্ভব হয় না। ব্যক্ত ভৌতিক বিশ্ব হইতে অব্যক্ত অক্ষরভূমি অবধির অনুশাসক পরমাত্মায় সম্যক্ অনুরাগ লাভের একমাত্র পন্থা,—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের দ্বারা বিষয়-সম্বন্ধ অনুরাগকে সর্ব্বরাগময় পরম পদে সংযুক্ত করা ও বিশ্বেশ্বরকেই বিশ্বরূপে পরিচিত হওয়া। এই বিশ্বরূপকাহিনীর শ্রবণে তোমাদের বিশ্বে বিশ্বে বিশ্বেশ্বর প্রকটিত হউন।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

একাদশেঽধ্যায়ে ভগবদনুগ্রহেণ তস্য বিশ্বরূপং দৃষ্টং, শ্রুতঞ্চ অর্জ্জুনেন তদ্বচনং—"মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তো মাম্ এতী"তি। তেন হি স্বোপলব্ধস্য যোগস্য প্রকৃষ্টত্বং স্বয়মেব পরিজ্ঞাতং। অধুনা ভগবন্মুখাদপি তদেব পুনঃ শুশ্রূষোরর্জ্জুনস্যায়ং প্রশ্নঃ স্বানুভবদার্ঢ্যার্থঃ—এবম্ একাদশাধ্যায়স্য অন্তিমশ্লোককথিতাভিঃ জ্ঞানকর্ম্মভক্তিভিঃ সততযুক্তা সততং নিরন্তরং ইন্দ্রিয়মনঃপ্রাণৈস্ত্বয়ি সর্ব্বভাবেন যুক্তা যোগং প্রাপ্তাঃ ইতি সততযুক্তাঃ, তথাবিধাঃ সন্তো যে ভক্তাঃ বিশ্বরূপেণ ব্যক্তমপি ত্বাং সর্ব্বশক্তিমন্তং পরমেশ্বরং বিশ্বাতীতম্ চিদ্রূপম্ পর্য্যুপাসতে পরি সমন্তাদারাধয়ন্তি, যে চাপি ত্যাগমার্গিনঃ অব্যক্তম্, সর্ব্বশক্তিবিলক্ষণম্, অতএব অক্ষরং ক্ষরণরহিতং কূটস্থং ত্বাং পর্য্যুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে কীদৃশা ভক্তা যোগবিত্তমাঃ প্রকর্ষেণ যোগবিদো ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমভিপ্রায়কোঽয়ং প্রশ্নো ভবতি,—স্বচেতনশক্তিপ্রভাবেন ক্ষরাক্ষরয়োর্নিয়ন্তা চিদ্ঘনো হি পরমাত্মা আত্মঃ পরমেশ্বরঃ, যশ্চ স্বয়মেব নির্গুণঃ সগুণশ্চ সন্নপি তদতীতঃ, ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ কতরেণ ভাবেন তস্য উপাসনং শ্রেয় ইতি। উপাসনাস্থানং হি দ্বিবিধং—ব্যক্তম্ অব্যক্তঞ্চ। ব্যক্তে তাবদ্ ব্যক্তং বিশ্বং ব্যক্তঞ্চ চিত্তপ্রাণাদিকম্ অবলম্ব্য তদধিষ্ঠাতারং প্রত্যক্ষাবগমং গুণপ্রকাশবন্তমপি নির্গুণং চেতনস্বরূপং পরমাত্মানং জ্ঞানকর্ম্মভক্তিভিরুপাসতে। অব্যক্তে তু নেতিনেতি প্রকারেণ ব্যক্তশক্তিং পরিহায় তন্মূলস্থং শক্তীনামব্যক্ততাদ্রষ্টারং অপ্রাণমমনস্কং গুণবীজসম্পন্নমপি নির্গুণং কূটস্থং চিন্ময়ং পরমাত্মানং কর্ম্মত্যাগেন স্বয়মপি অব্যক্তবদ্ভূত্বা উপাসতে। এতয়োঃ কতরৎ শ্রেয়ঃ, কস্যাঞ্চ ভূমৌ উপাসনপরায়ণা যোগবিত্তমাশ্চ ভবন্তি, ইত্যর্জ্জুনস্য উপাসনস্থানভেদার্থোঽয়ং প্রশ্নো ন তু উপাসনভেদার্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বতোভাবে তোমাতে যুক্ত হইয়া, যে ভক্তগণ তোমায় উপাসনা করে, এবং যাহারা তোমার অব্যক্ত অক্ষর ভাবের উপাসনা করে, এ উভয়ের মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম।

যৌগিক অর্থ।—চিদ্ঘন পরমাত্মা, যিনি ক্ষর ও অক্ষর উভয় ক্ষেত্রে ঈশান পরমেশ্বর, স্বীয় চেতনাশক্তিপ্রভাবে উভয় ক্ষেত্রের নিয়ন্তা, যিনি নির্গুণ সগুণ হইয়াও নির্গুণ সগুণের

অতীত, কোন্ ভাবে তাঁহার উপাসনা শ্রেয়ঃ, অর্জ্জুনের প্রশ্নের ইহাই মর্ম্ম। ক্ষর পুরুষময় এই ব্যক্ত বিশ্ব। আর অক্ষর পুরুষ বলিতে যিনি সমগ্র ক্ষর ভূতরাশির অব্যক্ত বীজস্বরূপ কূটস্থ পুরুষ, বিশ্ব যে পুরুষে অব্যক্ত হইয়া, অদৃশ্য হইয়া, গুণময় ব্যক্ত ক্ষর ভূতরাশির তুলনায় তাঁহাকে আপেক্ষিক ভাবে অক্ষর ও নির্গুণরূপে প্রতিভাত করে, তাঁহাকে বুঝায়। অনন্ত ক্ষর ভূতরাশির আশ্রয়, অথচ ভূতসকলের অব্যক্ততায় অন্ধকারের মধ্যে আলোক যেমন সম্যক্ প্রোজ্জ্বল দেখিতে হয়, সেইরূপ নির্গুণ ভাবোজ্জ্বল অব্যক্ত পুরুষই কূটস্থ অক্ষর। সমগ্র অব্যক্ত ক্ষর ভূতরাশির মূলেই এই অক্ষর পুরুষের সংস্থিতি। এই ক্ষর ও অক্ষর, উভয় ভাবময় পুরুষেরও অতীত এবং এই উভয়েরই নিয়ন্তা, অর্থাৎ ক্ষরণ-ভাবাত্মক চেতনাকে ও অক্ষরভাবাত্মক চেতনাকে, এই উভয় পুরুষতত্ত্বকেই যে বিশুদ্ধ চিদ্‌ঘনতত্ত্ব পরিচালন করেন, তিনিই পরমাত্মা বা আদি পরমেশ্বর। সুতরাং এই ব্যক্ত জীবপ্রকৃতি লইয়া যিনি ব্যক্ত শক্তিমান্ পরমেশ্বররূপে প্রকটিত হইয়া রহিয়াছেন, প্রতি অণুর অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষীভূত এই ব্যক্ত চিন্ময়ের উপাসনা করা যাইতে পারে, সর্ব্বশক্তিমান্‌রূপে দেখিয়া, ব্যক্ত ভাবের খেলা লইয়া তাঁহাতে অনুরাগসম্পন্ন হইয়া তন্নিবিষ্ট হওয়া যাইতে পারে। আবার সমগ্র শক্তি বা গুণময় ভাব অব্যক্ত করিয়া, যেখানে তিনি অব্যক্ত অক্ষর, চিত্তেন্দ্রিয়াদি গুণময় বিষয় প্রত্যাহারে নিরোধ করিয়া, আপনি অব্যক্তবৎ হইয়া, সেই অক্ষরভূমিতেও কর্ম্ম ও ভাবত্যাগী হইয়া, তাঁহার উপাসনা হইতে পারে। এখন কথা হইতেছে,—কে তাহাদিগের মধ্যে যোগবিত্তম। যাহারা ব্যক্ত সর্ব্বশক্তিমত্তা অবলম্বনে অর্থাৎ ব্যক্ত বিশ্ব, ব্যক্ত চিত্ত প্রাণ অবলম্বনে তত্তলস্থ প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য চেতনস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তাহারা? না, যাহারা ব্যক্ত শক্তিরাশি পরিহার করিয়া অর্থাৎ স্বীয় শক্তিরাশিকে উপেক্ষা বা অব্যক্ত করিয়া বা কর্ম্মত্যাগী হইয়া, সেই অব্যক্ত ভাবের তলস্থ অপ্রাণ অমন চেতন আত্মাকে উপাসনা করে, তাহারা? অব্যক্ত কূটভূমিতে চিন্ময় পরমেশ্বর অব্যক্ত নামে অভিহিত; কেন না, সেখানে তিনি সমগ্র শক্তি-ক্রিয়ার অব্যক্ততারই দ্রষ্টা। সেখানে তিনি গুণবীজসম্পন্ন, অথচ নির্গুণ। আর এ ব্যক্ত বিশ্বে, ব্যক্ত ভূমিতে গুণ-প্রকাশসম্পন্ন অথচ নির্গুণ। সুতরাং অব্যক্ত গুণসম্পন্ন, এই হিসাবে নির্গুণ-ভূমিতে বা অক্ষর অব্যক্ত ভূমিতে তাঁহার ধারণা প্রশস্ত, না ব্যক্ত গুণসম্পন্ন, সেই হিসাবে গুণময় ভূমিতে তাঁহার ধারণা প্রশস্ত, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্নের মর্ম্ম। সুতরাং ঠিক নির্গুণ সগুণ উপাসনাভেদের কথা হইতেছে না। যাঁহারা মাত্র নির্গুণবাদী, যাঁহারা বিশ্বশক্তিকে পরমাত্মায় সাক্ষাৎ স্থান দিতে রাজী নহেন, তাঁহারা অবশ্য ইহাকেই নির্গুণ-সগুণ-ভেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এবং করিতে গিয়া 'অবাক্ত, অক্ষর' ও 'পরমাত্মা' শব্দগুলির স্থানবিশেষে নিজেদের আবশ্যক মত অর্থান্তর করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে কথা থাক। আসল কথা, পরমাত্মতত্ত্ব নির্গুণ সগুণ এবং নির্গুণ সগুণ, এই সকল আখ্যার অতীত। চেতনস্বরূপতা লক্ষ্যে তিনি সর্ব্বআখ্যার অতীত, অক্ষর-ভূমিতে নির্গুণ-

রূপে খ্যাত এবং ব্যক্তক্ষেত্রে সগুণ ঈশ্বররূপে ব্যক্ত। এখানে পরমাত্মার সেই চেতন-স্বরূপতা, যে রূপে তিনি ব্যক্তাব্যক্ত উভয়েরই নিয়ামক, সুতরাং পুরুষোত্তম পরমেশ্বর, সেই পরমাত্মত্বের উপাসনার কথা হইতেছে, ইহা তোমরা ভুলিও না। অব্যক্ত ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, অব্যক্তশক্তি হইয়া তাঁহার উপাসনা শ্রেয়ঃ, না ব্যক্ত শক্তিভূমিতে তাঁহার উপাসনা শ্রেয়ঃ, ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মময় উপাসনা শ্রেয়ঃ, না ত্যাগমূলক উপাসনা শ্রেয়ঃ, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন।

কিন্তু ব্যক্তাব্যক্ত দর্শনের এইখানেই শেষ নহে। এই যে ব্যক্ত বিশ্ব, ব্যক্ত জীব, ইহার প্রতি ব্যষ্টি ভূতের মূলেই ত অব্যক্ত ভূমি আছে। অব্যক্ত অক্ষর পুরুষ হইতেই ত পরমাত্মা চেতনাচেতন ভূতসকল প্রকাশ করিয়া, বৈরাজ বা ভূতাদিঅভিমানী বিরাট্ বা মহান্ অধিদৈব পুরুষ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এ বিরাট্ পুরুষে আমার মত অসংখ্য জীব জাত। প্রতি জীবের নিজের অস্তিত্বে যে দেহাদি বা অস্মিতাদি অভিমান, তাহা ব্যষ্টি ব্যক্ত অভিমান, সমষ্টি ব্যক্ত অভিমান নহে। সুতরাং প্রতি জীবের কাছে তার নিজ অস্তিত্বের অভিমানটিই ব্যক্ত, অবশিষ্ট সমগ্র জীব ও জগৎ স্থূলতঃ কতক তাহার দ্বারা পরিদৃষ্ট বা ব্যবহার্য্য হইলেও অব্যক্ততাই প্রধান। জীব তার নিজের দেহ, নিজের মনঃপ্রাণ, নিজের অস্তিত্ব, তাহাই সম্পূর্ণ জানে না, তার নিজের দেহব্রহ্মাণ্ড কেমন করিয়া চলিতেছে, তাহাও অতি সামান্যমাত্রই বোধ করিতে সমর্থ। বস্তুতঃ জীবের জীবত্বে শুধু ভোগাধিকার আছে, ওই বিরাট্ অব্যক্ত অক্ষর পুরুষের নিয়ন্তৃত্বেই তাহার সমগ্র শরীর-ধারণ ও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদিরূপ পরিণামের উপাদান অবস্থিত। কাজেই তাহার নিকট প্রকৃত ব্যক্ত ভূমি বলিতে তাহার হৃদয় বা ভোগস্থানকেই বলিতে হয়। কি অধ্যাত্মে, কি অধিদৈবে, আর সমস্তই প্রধানতঃ অব্যক্ত। সুতরাং ব্যক্তভূমিতে সাধনা করা মানেই হৃদয়ভূমি লইয়া, তাহার দৈব যজ্ঞভূমি লইয়া সাধনা করা। সুতরাং অধ্যাত্মে, ইন্দ্রিয়ে, মনে, হৃদয়ে ব্যক্ত শক্তি ও ভাবরাশি লইয়া, ব্যক্ত বিশ্বরূপের অসঙ্গ আত্মারূপে অপরোক্ষ অনুভূতিউপলব্ধ চিদ্‌ঘন পুরুষকে উপাসনাই ব্যক্তভূমির উপাসনা। আর অব্যক্ত শক্তি, অবক্ত হৃদয়ভাব, অধ্যাত্মক্ষেত্রের অব্যক্ত দেশে ও অব্যক্ত বিরাটে অধিরূঢ় অসঙ্গ চিন্ময়ের উপাসনাই অব্যক্ত উপাসনা। অবশ্য উভয় উপাসকেরই জ্ঞান থাকা চাই যে, একই চিদ্‌ঘন অসঙ্গ পরমাত্মা ব্যক্তে ও অব্যক্তে অধিরূঢ়; শুধু অব্যক্ত অক্ষর উপাসক ব্যক্ত ইন্দ্রিয়, মন, হৃদয় নিরোধ করিয়া, অব্যক্ত বিভু আত্মাকে দেখিতে যায় ও সেই জন্য বিদ্যা এবং অবিদ্যাজাত সকল প্রকাশকে তুচ্ছ করে। আর ব্যক্ত উপাসক ব্যক্ত ইন্দ্রিয়, মন, হৃদয়ব্যবহার অবলম্বনে স্বীয় ব্যক্ত অন্তর্যামীকে দেখিতে দেখিতে, ভোগ করিতে করিতে, তাঁহার প্রসন্নতায় সেই বিভু বিদ্যাবিদ্যাময় পরমেশ্বরতত্ত্বে অধিকার পায়। অব্যক্তউপাসক যায় বিদ্যাবিদ্যাকে নেতি নেতি করিয়া স্বীয় প্রচেষ্টায়, ব্যক্তউপাসক বিদ্যাবিদ্যা অবলম্বনে যায় ইতি ইতি করিয়া, সর্ব্বব্যক্ততায় তাঁহাকে স্বীকার করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে। এই উভয়ের কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার ইহাই সাক্ষাৎ মর্ম্ম।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

এবম্ অর্জ্জুনেন পৃষ্টো ভগবান্ আদৌ ব্যক্তপরমেশ্বরোপাসকানাং যুক্ততমত্বং কথয়তি ময়ীতি। ময়ি ব্যক্তে পরমেশ্বরে চিদ্রূপে পরাঽপরাপ্রকৃত্যাধারভূতে পরমাত্মনি মন আবেশ্য সমাধায়, নিত্যযুক্তা নিত্যং সর্ব্বদৈব আহারবিহারাদিসর্ব্বজ্ঞানক্রিয়ান্তর্ব্বর্ত্তিনি ময়ি জ্ঞান-ক্রিয়াবলম্বনেন যুক্তা যোগং প্রাপ্তা ইতি নিত্যযুক্তচিত্ততা এব ব্যক্তপরমেশ্বরোপাসনস্য প্রাণভূতা উচ্যতে, তথা পরয়া প্রকৃষ্টয়া অব্যভিচারিণ্যা শ্রদ্ধয়া উপেতা অন্বিতাঃ, নিত্য-যুক্তচিত্ততা হি সত্যবীর্য্যান্বিতা সতী পরাং শ্রদ্ধাং জনয়তি, এবম্ভূতাঃ সন্তো যে মাম্ উপাসতে আরাধয়ন্তি, তে জনা যুক্ততমা ময়ি যুক্তানাং মধ্যে প্রধানা মে মম মতা অভিপ্রেতাঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমাতে নিবিষ্টমনা ও নিত্যযুক্ত হইয়া, পরমা শ্রদ্ধা সহকারে আমাতে উপগত হইতে হইতে যাহারা উপাসনা করে, তাহারাই আমার অভিপ্রেত যুক্ততম।

যৌগিক অর্থ।—ব্যক্ত পরমেশ্বরসাধনা বিশদ করিয়া বলিতেছেন। এই ব্যক্ত-পরমেশ্বর-সাধনার প্রথম কথা,—ব্যক্ত অনুভূতিরাশির তলে তলে তাঁহার অসঙ্গ মূর্ত্তি অবস্থিত দেখিয়া, উভয় প্রকাশকে একত্রে লইয়া, তাঁহাতে নিত্যযুক্ত হওয়া। আর অব্যক্ত সাধনার প্রধান কথা,—নিত্যবিযুক্ত হওয়া বা ব্যক্ত জ্ঞান ত্যাগ করিয়া, অব্যক্ততা ফুটাইয়া, অস্মি আদি বোধ হইতেও বিগতযোগ হওয়া। আত্মরূপা পরা প্রকৃতি ও আত্মেতর সর্ব্ববোধাত্মিকা অপরা প্রকৃতি, এই উভয়স্থিত চেতনরূপ পরমাত্মাকে দেখাই ব্যক্ত ভগবান্ দেখা। ভগবান্ এখানে সেই কথাই বলিতেছেন। মনকে ভগবানের দিকে ফিরাইয়া, নিত্য অর্থাৎ প্রতি জ্ঞানবৃত্তিচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইতে হইবে এবং সর্ব্বদা তুমি যে জ্ঞানে অজ্ঞানে তাঁহাতেই যুক্ত হইয়া রহিয়াছ, ইহা ধারণা করিতে বা জানিতে ও দেখিতে হইবে। ইহাই হইল মন আবেশিত করিয়া নিত্যযুক্ত হওয়া। অথবা তুমি যে তাঁহাতে নিত্যযুক্ত রহিয়াছ, এইটি দেখাই নিত্যযুক্ততার সাধনা। আর এইরূপ নিত্যযুক্ততার সহিত থাকা চাই পরা শ্রদ্ধা। নিত্যযুক্ততার ভাব বা বোধ সত্যবীর্য্য হইলেই, সুদৃঢ় হইলেই তাহা হইতে হৃদয়ে পরা শ্রদ্ধার উদয় হয়। যুক্ততা যত সত্য-প্রত্যয়মূলক হইবে, শ্রদ্ধাও তত প্রকৃষ্টা হইবে। আর এইরূপ নিত্যযুক্ততা ও শ্রদ্ধার যত প্রাবল্য হইবে, ততই উপলব্ধি হইতে থাকিবে, যেন সর্ব্বদাই তিনি আমার অন্তরে, আমাতেই রহিয়াছেন—তাঁহাকে আমার পাওয়া হইয়াই রহিয়াছে। এই উপেত বা প্রাপ্তির ভাবটি জীবকে আনন্দে প্রীতিতে, আবেগে পুলকে, বীর্য্যে ধৈর্য্যে অধিকার আনিয়া দেয়। এই ভাবে জীবত্বের মাঝে, অবিদ্যার মাঝে ভগবান্‌কে দেখিতে দেখিতে জীব

ঈশ্বরের মাঝে, বিদ্যার মাঝে আপনাকে দেখে। জীবত্বে আপনাকে হারাইয়া আপনাকে পায় সে ভগবানে। এই নিত্যযুক্ততা ও এই শ্রদ্ধয়া উপেত ভাব তোমরা স্মরণে রাখিও। ভগবান্ বলিতেছেন,—ইহারাই আমার অনুমত উপাসক। তাহারা আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে থাকে আমাতেই যুক্ত, আমাকে লইয়া করে সংসার, আমাকে স্ত্রী-পুত্র, মাতা পিতা, ধন জন, বিষয়রূপে সাজাইয়াই করে উপভোগ ; সবই তাহারা দেখে আমাতে, আমারই। আমি ভিন্ন তাহাদের কেহ নাই—কেহ নাই, কিছু নাই। অবিদ্যার বনজ মালা, বিদ্যার রত্নমেখলা—সব দেয় তাহারা আমাকে পরাইয়া। আমিই তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। আমিই তাহাদের বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। আমিই তাহাদের মন, প্রাণ, বাক্, আমিই তাহাদের আত্মা, ঈশ্বর, পরমাত্মা। তাহাদের জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণস্বরূপ আমাকেই তাহারা দেখে আপনার মাঝে—মাটি, জল, অনল, অনিল, আমাতেই দেখে বিজড়িত। আমি তাহাদের প্রাণ, তাহারা আমার প্রাণ, এই সম্বন্ধ আবিষ্কার করে তাহারাই, আমার চোরের মত লুকাইয়া থাকাটি ধরিয়া ফেলিয়া পদচিহ্নের সাহায্যে।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

ব্যক্তপরমেশ্বরোপাসকানাং যুক্ততমত্বম্ উক্ত্বা, অধুনা অব্যক্তোপাসকানামপি পরমাত্মপ্রাপ্তিং কথয়তি যে ত্বক্ষরমিতি। যে তু ত্যাগমার্গিনঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং ইন্দ্রিয়সমূহং সংনিয়ম্য সম্যক্ প্রত্যাহৃত্য, অনির্দ্দেশ্যং গুণপ্রকাশরহিতত্বাৎ বাক্যেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং, অতএব অব্যক্তং ন কেনাপি ভাবেন ব্যজ্যতে ইতি অব্যক্তং, ভাবাতীতত্বাৎ সর্ব্বভাবাশ্রয়ভূতস্য নিজবোধস্যাপি তত্ত্বেভ্যো বিবিক্তকরণাৎ সর্ব্বত্রগং বিভুম্ আকাশবৎ ব্যাপকং, অতএব অচিন্ত্যং চিন্তাধিকারবহির্ভূতং, কূটস্থং কূটে প্রত্যগাত্মনাং রাশৌ তথা গুণবীজপুঞ্জে অধ্যক্ষতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থস্তং কূটস্থং অপরায়াঃ প্রকৃতেঃ তথা বহূনাং প্রত্যগাত্মনাং দ্রষ্টারং, তেন হেতুনা অচলং চলনরহিতং, ততো ধ্রুবং নিত্যং মাম্ অক্ষরম্ আত্মানং পর্য্যুপাসতে, তে উপাসকা মামেব পরমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তি ইতি সত্যমেব, ব্যক্তে ক্ষরে, অব্যক্তে অক্ষরে চ জগতি তস্যৈব নিয়ন্তৃত্বাৎ। তে উপাসকাঃ কিম্ভূতাঃ ? সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ সমে গুণানাং লয়স্থানে অব্যক্তায়াং প্রকৃতৌ বুদ্ধির্যেষাং তে সমবুদ্ধয়ঃ, ইষ্টানিষ্টয়োস্তুল্যবুদ্ধেঃ সর্ব্বসাধকানাং সামান্যলক্ষণত্বাৎ ত্যাগমার্গিনাময়ং বিশেষঃ, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ—সর্ব্বভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি হিতানি তত্ত্বতো নিহিতানি যত্র, তৎ সর্ব্বভূতহিতম্ অব্যক্তং, তস্মিন্ সর্ব্বভূতহিতে অব্যক্তে রতাঃ অনুরক্তা ইতি শোভনমেব বিশেষণম্ অব্যক্তোপাসকানাং, গরলমিব ভূতসান্নিধ্যং পরিগণয়তাং তেষামন্যথানুপপত্তেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া, যাহারা অনির্দ্দেশ্য, সর্ব্বত্রগ, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করে, সেই সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত পুরুষরাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—ব্যক্ত উপাসনার কথা বলিয়া, ভগবান্ এইবার অব্যক্ত উপাসনার কথা বলিতেছেন। আমি পূর্ব্বে যে ব্যক্তাব্যক্ত উপাসনার কথা বলিয়াছি, তাহা হইতে তোমরা সহজেই ধারণা করিতে পারিয়াছ যে, ব্যক্ত জ্ঞান, প্রাণ বা শক্তিবিলাসের তলে তলে তাঁহার থাকাটি দেখাই ব্যক্ত চিন্ময়ের উপাসনা। জীবের দেহ বা জগদুপলব্ধির অর্থই—জ্ঞানময় দেহ বা জ্ঞানময় জগদুপলব্ধি; আর যেখানে জ্ঞানবিলাস, তাহার তলেই আত্মবিলাস অবশ্যম্ভাবী, এ সকল কথা আমি পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। এইরূপ ব্যক্ত জীবত্ব, ব্যক্ত বিশ্ব লইয়াই ব্যক্ত পরমেশ্বরের সাধনা। আর অব্যক্ত বিশ্ব, অব্যক্ত জীবত্ব, সুতরাং অব্যক্ত পরমেশ্বরত্ব লইয়া সাধনাই নির্গুণ আত্মসাধনা। সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মোপাসনাই ভগবৎসাধনা, আর সর্ব্বজ্ঞানাতীত বিভু আত্মার সাধনাই নির্গুণ আত্ম-সাধনা। শেষেরটিকে আর পরমাত্মসাধনা হিসাবমত বলা চলে না; কেন না, সেখানে ঈশ্বরত্ব অব্যক্ত এবং পরমাত্মাই পরমেশ্বর। এখানে অব্যক্ত বিভু আত্মসাধনার কথা বলা হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া অনির্দ্দেশ্য, অচল, ধ্রুব, কূটস্থ আমার অক্ষর স্বরূপের সাধনা করে, তাহারাও আমাকেই পায়। এ কথা ঠিকই; কেন না, ব্যক্ত ক্ষরণময় জগতে এবং অব্যক্ত অক্ষর জগতে, উভয় ক্ষেত্রেই তিনিই নিয়ন্তা। সেই অক্ষরকে ভগবান্ বলিলেন অনির্দ্দেশ্য; যাহা কিছু ব্যক্ত, নির্দ্দেশ্য, তাহাই যখন এ সাধনায় পরিহার্য্য, তখন নিশ্চয়ই অনির্দ্দেশ্য। ব্যক্ততার দ্বারাই আত্মত্ব প্রতিফলিত হয়, সুতরাং অব্যক্তের তলায় অনির্দ্দেশ্য। অব্যক্ততায় যাইতে হইলে ব্যক্ত নির্দ্দিষ্ট সমস্তই পরিহার করিতে হইবে, নেতি নেতি করিয়া সকল ভাবকে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত। 'অচিন্ত্যম্'—এ কথাও বুঝা যাইতেছে, চিন্তামাত্রই বর্জ্জনীয়, সুতরাং অচিন্ত্য। 'সর্ব্বত্রগং'—এই শব্দটি ভাল করিয়া দেখ। ব্যক্ত ভগবৎসাধনায় ভগবান্ প্রত্যক্ষাবগম—অব্যক্ত সাধনায় অব্যক্ত সর্ব্বত্রগ। সকল ব্যক্ত ভাবের মূল আমিত্ব বা নিজত্ব। সুতরাং ব্যক্ত চিন্ময়ের সমগ্র সাধনাই এই নিজত্বরূপ ভাবটির দ্বারা সংশ্লিষ্ট। নিজের সহিত এইরূপ সংশ্লিষ্টতাই প্রত্যক্ষাবগমতা। আর অব্যক্তসাধনায় এই ব্যক্ত নিজত্বটিও পরিহার্য্য। পরিহার্য্য হইলেও এই সংহত নির্গুণাভিমানী অক্ষর পুরুষই সর্ব্বত্র ক্ষর পুরুষ বা ভোক্তারূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন, সেই জন্য বলা হইল সর্ব্বত্রগ। ব্যক্ত নিজত্বের সহিত এইরূপে অসংশ্লিষ্ট বলিয়া অব্যক্তসাধনা হইয়া গেল সর্ব্বসাধারণীয় বিভু। এই জন্য ব্যক্ত ভগবৎসাধনার কথা বলিবার সময় বলা হইয়াছে,—প্রত্যক্ষাবগম। আর অব্যক্তসাধনার কথা বলিবার সময় বলা হইল,—সর্ব্বত্রগ, সুতরাং কূটস্থ, রাশিস্থ, বিভু।

কূটস্থ অক্ষর ও তাঁহার সাধনা বুঝা গেল। এ সাধনার মূল কথা—ত্যাগ, বিয়োগ,

যোগ নহে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যক্ত ভগবৎসাধনার মূল কথা নিত্যযুক্ত হওয়া, আর এ অব্যক্ত আত্মসাধনার মূল কথা নিত্যবিযুক্ত হওয়া। আমার সে কথাটি এইবার বোধ হয়, তোমাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইল। নিজেকে অর্থাৎ নিজনামীয় বোধটিকে বিযুক্ত করিতে হইবে তত্ত্ব হইতে। বিযুক্ত করা অর্থে অব্যক্ত করা। সাংখ্যবাদীরা বলিবেন,— আত্মতত্ত্ব হইতে বিবিক্ত করা। ইহা বলিবার রকমফের মাত্র। সুতরাং আমিত্বকে আত্মা হইতে নিত্যবিযুক্ত করাই এ সাধনার বিশেষত্ব। আর আমিত্বকে পরমাত্মার আত্মমূর্ত্তিতে নিত্যযুক্ত দেখাই ব্যক্ত ভগবানের সাধনা। যাক্, এইবার শেষের শ্লোকটিতে দুইটি বাক্য আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি। এই অব্যক্তসাধকদিগকে শ্লোকে বলা হইয়াছে,— "সমবুদ্ধয়ঃ" এবং "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ"। ইহার সাধারণ অর্থ,—সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সর্ব্বভূতহিতকারী। কিন্তু এ অর্থ এখানে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, যদিও ওইরূপ অর্থ ই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। অব্যক্তসাধকদিগের সাধনার প্রাণই ত্যাগ ; বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে বিলয় করা। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম অব্যক্তা প্রকৃতি। সেই অব্যক্তে বা সাম্যাবস্থায় বুদ্ধিকে সম্যক্ বিলয় করাই এখানে 'সমবুদ্ধয়ঃ' শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেন না, যাহারা অব্যক্তসাধনা বরণ করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাস অবশ্যই অবলম্বন করিতে হয় ; সমস্ত কর্ম্মচাঞ্চল্য হইতে অবসর লইতে হয়, নতুবা তাহাদিগের সাধনায় প্রত্যবায় ঘটে। সে পুরুষেরা সর্ব্বজীব, সর্ব্বভূতের পরিহারেই যত্নশীল থাকিবে, তাহারা জীব-জগৎ লইয়া স্বেচ্ছায় ব্যবহারময় বিন্দুমাত্রও হইবে না ; ইহাই বিজ্ঞানগত তাহাদিগের জন্য নিয়ম হওয়া উচিত। সেরূপ পুরুষ সর্ব্বত্র ব্যবহারশীলই নহে, তা আবার সমবুদ্ধি কিরূপে হইবে ? ইষ্টানিষ্টে সমবুদ্ধি হওয়া, এরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে ; ইহা ত সাধকমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম, এ শ্লোকে অব্যক্তসাধকদিগের ক্ষেত্রে ওই বিশেষণ দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ওরূপ অর্থে দেখা যায় না। বরং ঠিকমত দেখিতে গেলে অব্যক্তসাধককে বিষম-বুদ্ধি বলিতে হয়। কেন না, আত্মানাত্ম বিভাগ সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই এ সাধনার বিশেষত্ব ; সমদর্শন ব্রহ্মদর্শন, আত্মানাত্ম বিভাগকে একত্বে পর্য্যবসিতকরণ ; উহাই ভগবৎদর্শন। আর আত্মানাত্মদর্শন বিষম দর্শন। কাজেই সমবুদ্ধির যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম—বুদ্ধিকে সাম্যে লইয়া যাওয়া, ইহাই এখানে সঙ্গত অর্থ।

আর একটী বাক্য,—'সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।' যাহারা সর্ব্বভূতপরিহারী, সর্ব্বভূতকে যাহারা সাধ্য হইতে, সুতরাং আপনা হইতে দূরে রাখিতে চাহে, অথবা যাহারা ভূতগ্রামকে ও জীবত্বকে মরীচিকাবৎ মিথ্যাদর্শন বা ভ্রমদর্শন বলিতে প্রয়াসী হয়, তাহারা ভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী কেমন করিয়া হইবে ? সর্ব্বভূত তাহাদিগকে ভূতগ্রস্ত পুরুষবৎ করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া যাহারা মনে করে, আত্মানাত্ম-সংযোগ ঘটাইয়া অথবা মরীচিকাবৎ পরিদৃশ্য হইয়া সর্ব্বভূত যাহাদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তোলে, তাহাদিগকে ভগবান্ সর্ব্বভূত-মঙ্গলকামী বলিয়া বিশেষভাবে সম্ভাষণ করিবেন কেন ? 'সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' বরং

কর্ম্মময়, ব্যক্ত ভগবদুপাসকদিগকে বলা সঙ্গত ছিল। সুতরাং ও শব্দটির ওই প্রকার অর্থ এখানে গ্রহণীয় নহে। 'সর্ব্বভূতহিতে' অর্থ সর্ব্বভূতগুপ্তিতে, সর্ব্বভূতের অব্যক্ততায়। হিত শব্দে গত, অন্তর্ভুক্ত, প্রবিষ্ট, গুপ্ত, এইরূপ অর্থ ই গ্রহণীয়। সর্ব্বভূত যেখানে নিহিত বা গুপ্ত, সম্যক্‌ভাবে তত্ত্বপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিন্দুমাত্র ব্যক্ততা নাই—তাহাতে, সেই অব্যক্তে যাহারা রত, তাহারাই সর্ব্বভূতহিতে রত পুরুষ—ওই অব্যক্তসাধক। এইরূপ অর্থ না লইলে এই শ্লোকের অর্থ ই কদর্থ হয় এবং এইরূপ অর্থ লইলেই তবে অব্যক্তসাধনার কথা উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে; সুতরাং এই অর্থ ই গ্রহণীয়। যাউক্, ভগবান্ বলিলেন, সেই অব্যক্তসাধকরাও আমায় প্রাপ্ত হয়। তোমরা ভগবানের এই 'প্রাপ্নুবন্তি' শব্দটি লক্ষ্য করিও। তাহারাও আমাকে পায় অর্থাৎ নিজেদের প্রচেষ্টার সাহায্যে আমাতে উপনীত হইতে পারে। কিন্তু ইহার পরে ভগবৎসাধনা বর্ণনার কালে বলিবেন,—আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাই।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

কিন্তু অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ অব্যক্তে আসক্তং চেতো যেষাং তে অব্যক্তাসক্তচেতসঃ তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাং তেষাং সাধকানাং অধিকতরঃ ক্লেশো ভবতি সাধনমার্গে দেহাভিমানপরিহারজন্যঃ। হি যতঃ দেহবদ্ভির্দ্দেহাভিমানবদ্ভিঃ অব্যক্তা অব্যক্তবিষয়া গতিঃ দুঃখং যথা স্যাৎ তথা অতীব কষ্টেনৈব অবাপ্যতে। অতস্তেষামধিকতরঃ ক্লেশো ভবতি নিঃসহায়ানাং প্রচেষ্টাবতাম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কিন্তু সেই অব্যক্ত উপাসকদিগের সাধনক্লেশ অধিকতর; দেহাত্মবোধ সংস্কার থাকার জন্য তাহারা অব্যক্তবিষয়া গতি দুঃখে অতিশয় কষ্টের মধ্য দিয়া লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—সর্ব্বশক্তিমান্ ব্যক্ত ভগবৎসাধকদিগকে ভগবান্ কেন যুক্ততম বলিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তাহার প্রথম কথা, অব্যক্তে গতি ক্লেশ ও দুঃখসঙ্কুল এবং সাধকের নিজ প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যক্তসাধনা সুখময়, প্রাপ্তিময় এবং ভগবৎশক্তি ও কৃপা তাহাদিগকে উদ্ধার করে; নিজ প্রচেষ্টার উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় না। এই শ্লোকে প্রথমে অব্যক্তসাধকের গতি যে দুঃখক্লেশময়, সেই কথাটি বুঝাইয়া বলিতেছেন। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত পুরুষদিগের সাধনা কষ্টকর; কেন না, দেহাভিমান থাকিতে অব্যক্ত সংস্থানে প্রবেশ বহু দুঃখসাধ্য, বহু প্রয়াসসাধ্য, প্রায় অসম্ভবতুল্য। ব্যক্তসাধনায় নিত্যপ্রত্যক্ষ নিজেকে ও তদুপরিস্থ সমগ্র জ্ঞানজগৎকে লইয়া ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে করিতে সাধনা করা; আর অব্যক্তসাধনায় সেই সবিশ্বজ্ঞান নিজসত্তাবোধটি পর্য্যন্ত পরিহারের প্রচেষ্টা করিতে করিতে অনির্দ্দিষ্ট সাধ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া; ব্যক্ত যাহা কিছু, তাহার ভিতর নাই তার উপাস্য; যাহা পায়, তাহাই

বর্জ্জনীয়, তাহাই তিক্ত, মাত্র ঔষধবৎ নিজ শরীর রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ সংস্রব রাখা, নতুবা সব বিষবৎ পরিহার্য্য। পথে কেহ নাই সাথী, কিছু নাই সহায়ক; একক আঁধারে স্বচেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে; পথ বিষম, সম নহে। যাহা সম্মুখে আসে, তাহাই অন্তরায়, তাহাই ব্যাঘাত, তাহাই সাধনার পথের পরিপন্থী, প্রাপ্তব্য হইতে অন্য। উজান ঠেলিয়া, অন্তরায় ঠেলিয়া যাওয়া, সুতরাং সে যে ক্লেশময় গতি, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তার উপর দেহাভিমান; সুদৃঢ় সংস্কার এই জৈব দেহাভিমান, এই দেহ—কিছুতে দেয় না অগ্রসর হইতে। ইহাকে নিগ্রহ করিতে শম, দম, তিতিক্ষা, কতবিধ ব্যবস্থা, কিছুতে মরে না, কিছুতে ছাড়ে না ভূত—ভূতাভিমান। কেহ নাই যে, ছাড়াইয়া দিবে; যে আসে, সেই ভূত, মৃত—বিষম অনাত্ম। ব্যক্তসাধকের পদে পদে সহায় ভগবান্, পদে পদে সে দেখে ভগবান্, অব্যক্তসাধকের আর কিছু সহায় নাই; তাহাদের সহায় সেই বাঁধা কথা, —'কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা'। কোথায় ভগবান্ সহায়, আর কোথায় কাঁটা কাঁটা তোলার সহায়। আহা, দুঃখজনকই সত্য! দেহসংস্কার পদে পদে ফিরাইয়া আনে, জড়াইয়া ধরে, বিষম বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তিত করে; বিষয় বিষ, সুতরাং অপার গরল-সমুদ্রের পরপার তাহাদের সুদূরপরাহত। প্রচেষ্টা শ্লথ হয়, শির বিঘূর্ণিত হয়, পথভ্রষ্ট হয়। না হয়, মরিলেই হইয়া যাইবে, এইরূপ বৃথা আশ্বস্তিতে জানিয়া শুনিয়াই আপনাকে বৃথা সান্ত্বনা দেয়।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

অব্যক্তসাধকানামুপাসনক্লেশম্ উক্ত্বা, অধুনা পদে পদে ভগবৎপ্রত্যয়ভাজাং ব্যক্তসাধকানাং স্বাত্মভূতেন ভগবতা সংসারসাগরাত্তেষামুদ্ধরণমুচ্যতে যে ত্বিতি। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শারীরাণি মানসানি বৌদ্ধানি চ ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাত্মস্বরূপে সংন্যস্য অর্পয়িত্বা, সংযুক্তানি দৃষ্ট্বা বা, তাবন্ত্যেব হি কর্ম্মাণি ভগবচ্ছক্তিরূপাণি, এবম্ অনুভবেনৈব পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণং ভবতি, তথৈবানুষ্ঠানেন মৎপরা অহং পরমেশ্বরঃ পরঃ আশ্রয়ো যেষাং তে মৎপরা মদেকশরণাঃ, তথাবিধাঃ সন্তঃ অনন্যেন অপৃথগ্ভূতেনৈব যোগেন, কুত্রচিৎ পরমেশ্বরাদন্যৎ ন কিমপ্যনুভবতা, এবংপ্রকারেণ মাং পরমেশ্বরং ধ্যায়ন্তঃ চিন্তয়ন্ত উপাসতে, হে পার্থ, ময্যাবেশিতচেতসাং ময়ি পরমেশ্বরে আবেশিতং প্রবেশিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতসঃ, তেষাং ময্যাবেশিতচেতসাম্ অহং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি, কদা? ন চিরাৎ অচিরাদেব। কুতঃ সমুদ্ধর্ত্তা? মৃত্যুসংসারসাগরাৎ, মৃত্যুরনাত্মদর্শনজঃ, তন্ময়ঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ, স এব সাগরো দুষ্পারত্বাৎ ইতি মৃত্যুসংসারসাগরঃ, তস্মাৎ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ, তেষাং হৃদয়ে পরমাত্মরূপেণোদ্বয়েন আবির্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ

ব্যাবহারিক অর্থ।—যাহারা মৎপরায়ণ, আমা হইতে অন্য কেহ নাই, এইরূপ অনন্য যোগের সাহায্যে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সংযুক্ত করিয়া, আমার চিন্তা করিতে করিতে আমায় উপাসনা করে, আমি সেই আমাতে নিবিষ্টচেতা সাধকদিগের মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই অর্থাৎ অচিরে তাহাদিগকে মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করি।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যক্ত সাধনা ভগবৎপ্রাপ্তিময় এবং ভগবদনুগ্রাহকর্বী—ভগবৎশক্তি তাহার সহায়ক। অব্যক্ত সাধনার ক্লেশময়ত্ব দেখাইয়া, এইবার ব্যক্ত ভগবৎসাধনার সেই সুবিধা দেখাইতেছেন। যাহারা ব্যক্ত পরমাত্মপরায়ণ অর্থাৎ এই তাহার অনুভূতিতে অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ পরমাত্মা, তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ, নিদ্রা-জাগরণের কর্ত্তা ভগবান্, তাহার দর্শন শ্রবণ, ঘ্রাণ আস্বাদন, স্পর্শনের শক্তিদাতা ভগবান্, তাহার ভাবে ভাবে প্রাপ্ত, পূজিত, প্রীণিত, প্রত্যক্ষীভূত আত্মারূপে ভগবান্, এই ভাবে যাহারা শক্তিমান্ পরমেশ্বরে সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে অয়ন বা গতিশীল, তাহারা হয় অনন্যযোগে যুক্ত। অনন্যযোগে যুক্ত অর্থে কোথাও তাহারা ভগবান্‌কে ভিন্ন অন্য কাহাকেও পাইতেছে না, এইরূপ ভাবে ভগবদ্‌যুক্ত। প্রতি জ্ঞানের তলাতেই তাহারা দেখে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতি জ্ঞানই তাঁহাতেই সংন্যস্ত ও তাঁহারই মহিমা, প্রতি বিশ্বপদার্থকে দেখে জ্ঞানউপাদানে রচিত, সুতরাং তাহারও তলে ওই তার অন্তর্যামীরই অভিব্যক্তি, জ্ঞান তাঁহারই শক্তি, সুতরাং সর্ব্বতঃ সেই আত্মদেবস্বরূপ পরমাত্মাই শব্দে স্পর্শে, রূপে রসে গন্ধে বিরাজিত, তিনিই সর্ব্বরূপময়, সর্ব্বরসময়, সর্ব্বশব্দময়, সর্ব্বস্পর্শময়, সর্ব্ববিজ্ঞানময়, সর্ব্ব আনন্দময়, অপৌরুষেয় শ্রুতির এই বর্ণনা তাহার অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত হইতে থাকে। পদে পদে তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি সর্ব্বত্র এক সমে বা ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত—কোথাও দ্বিতীয় নাই—বিষম নাই—অন্তরায় নাই। ইহাই অনন্য যোগ। এইরূপ অনন্য যোগে তাহারা সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তনেই বিভোর থাকে। সেই ভগবদাবিষ্টমনা পুরুষদিগের কাছে আমি অচিরে তাহাদিগের উদ্ধারকর্ত্তারূপে প্রকাশ পাই; মৃত্যুময় সংসার হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করি। অব্যক্ত অক্ষরউপাসকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—তাহারা আমায় কষ্টে পাইতে পারে বা পায়। আর ভগবদ্‌ভাবসাধকদিগের সম্বন্ধে বলিলেন,—আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাই। নিজ প্রচেষ্টার বলে ইহাদিগকে যাইতে হয় না—আমি লইয়া যাই তুলিয়া। কি বিষম পার্থক্য—এই দুই সাধনার পথ-পর্য্যটনে। কত শ্রেয়ঃ এই ভগবৎসাধনা, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ।

অচিরে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধারের কর্ত্তা হই, এ কথার অর্থটি লক্ষ্য কর। পরমাত্মজ্ঞানশূন্য পুরুষের চক্ষে এ সমষ্টি ভৌতিক বিশ্ব, এ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জীবদেহ সমস্ত অচিদ্‌বোধের আগারস্বরূপ; তাহারা যাহা দেখে, তাহাই মৃত্যুশীল দেখে, অচিৎ দেখে, অনাত্ম দেখে; অনাত্মদর্শনই মৃত্যু। জীবের মৃত্যু উপলব্ধির একমাত্র কারণই

অনাত্মদর্শন। অনাত্মদর্শন আত্মহত্যা, ইহা শ্রুতিতে বিঘোষিত। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" বিষমদর্শী, আত্মানাত্মদর্শীই নানাদর্শী। এই নানাদর্শীরা মৃত্যুদর্শন হইতে অর্থাৎ অনাত্মদর্শন হইতেই মৃত্যুগত হয়। "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"— অনাত্মদর্শন মানেই আত্মাকে সেখানে না দেখা। যেখানে আত্মাকে না দেখে, সেইখানেই আত্মবোধের হত্যা করা হয়; ইহাই আত্মহনন। এই জন্য অব্যক্তের সাধকদিগকেও ওই অনাত্ম পরিহারের জন্য যত্নশীল হইতে হয়। হয় অনাত্মরূপে আপাতপ্রতিভাত জগৎকে বা দেহকে আত্মময় দেখ, নতুবা অনাত্মদর্শন পরিহার কর, এই দুই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা মৃত্যু পরিহারের উদ্দেশ্যে, অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে সেই জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। ইহাই ব্যক্তাব্যক্ত সাধনপ্রণালীদ্বয়। তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বত্র আত্মময় বিশ্ব দেখিয়া, ভগবান্‌কে বিশ্বরূপে দেখে, তাহাদিগকেই সাধারণতঃ ভগবদুপাসক বলিতে হয়। কেন না, সর্ব্বশক্তিপ্রকাশ তাহারা আত্মময় ও আত্মারই শক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র দেখিতেছে; শক্তিমান্ আত্মা দেখার নামই ভগবান্ দেখা। আর অব্যক্ত শক্তির তলে আত্মা দেখা মানে সাধারণতঃ বিভু আত্মা দেখা, নির্গুণ আত্মা দেখা। এই শ্লোকে ভগবদুপাসকের কথা হইতেছে, ইহা বলিতে হইবে না। যাহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বত্র মৃত্যুময় ভূতদৃষ্টি পরিহার করিয়া অমৃতময় আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, প্রজ্ঞার সর্ব্ব আয়তন যখন আত্মপ্রকাশে জীবন্ত হইয়া উঠিতে থাকে, যখন উর্দ্ধে অধে, বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে, সর্ব্বত্র শক্তিমান্ আত্মাই জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রতিভাত হইতে থাকেন, তখন সমগ্র চেতনাশক্তি অন্তরে দ্যোতনশীলা হইয়া, ভূমা অদ্বিতীয় পরমাত্মতত্ত্ব সুপ্রকাশ হইয়া পড়েন। তখন পরমাত্মবিষয়ক অদ্বয় জ্ঞান অবিচ্যুত, ধ্রুব, সর্ব্ব অজ্ঞানবিধ্বংসিরূপে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া ওঠে তাহার অন্তরে। সে আর মৃত্যু দেখিতে পায় না ত্রিভুবনে, সুতরাং তাহাকেও আর মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয় না। ইহাই মৃত্যুসাগর হইতে উদ্ধার করিতে পরমাত্মার কর্ত্তারূপে আবির্ভাব।

সুতরাং দুই প্রকার সাধনপ্রণালীর আলোচনা করিয়া, ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভগবৎসাধকেরই যুক্ততমতা দেখাইয়া, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" পূর্ণ আয়ুষ্কাল অর্থাৎ চিরদিন ভগবদ্‌যুক্ত কর্ম্ম করিয়াই বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে বলিয়া, তাঁহারই উপনিষদুক্ত অপৌরুষেয় বাণীর প্রতিধ্বনি করিলেন।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮

অব্যক্তোপাসনং ক্লেশবহুলং, ব্যক্তপরমেশ্বরোপাসনমনায়াসসাধ্যম্, অপিতু অহমেব যুক্ততমানাং তেষাম্ অচিরাদেবোদ্ধর্ত্তা ইত্যুক্ত্বা, তদেবোপাসনম্ অধিকারভেদানুক্রমেণ প্রিয়শিষ্যায় অর্জ্জুনায় উপদিশতি ময্যেবেতি। ময়ি ব্যক্তে পরমেশ্বরে এব মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং আধৎস্ব সমাহিতং কুরু, বুদ্ধিং বোধলক্ষণাং ময়ি নিবেশয় প্রবেশয়, পরমেশ্বরবোধেন

প্রবুদ্ধো ভব ইত্যর্থঃ। তেন তে কিং ফলং স্যাৎ, তদুচ্যতে—ময্যেব পরমেশ্বরে সর্ব্ব-ভূতাত্মনি অদ্বয়ে নিবসিষ্যসি পুনরাবর্ত্তনরহিতঃ সন্ নিঃশেষেণ বাসং করিষ্যসি, কদা ? অতঃ শরীরপতনাদূর্দ্ধং, ন সংশয়ঃ অত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমাতে মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। তাহা হইলেই তুমি দেহান্তে মল্লোকে বাস করিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই।

যৌগিক অর্থ।—অব্যক্ত আত্মসাধনা হইতে ব্যক্ত ভগবৎসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া, উহাই করিতে আদেশ করিতেছেন। আমার ব্যক্ত ভগবৎস্বরূপেই মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। মন স্থির করার অর্থ—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে সমাহিত রাখা; বুদ্ধি নিবিষ্ট কর অর্থে—ভগবদ্‌বোধে প্রবুদ্ধ হওয়া। তাহার ফল হইবে—দেহান্তে ভগবানেই নিঃশেষরূপে বসতি লাভ; আর মর্ত্তে ফিরিতে হইবে না, এমন নিত্যবাস লাভ। ভগবদ্-যুক্ত কর্ম্ম করা ও ভগবানে সুদৃঢ়প্রত্যয় হওয়া, এই দুইটি হইলেই আর মর্ত্তে আবর্ত্তন ঘটিবে না, ইহাই চুম্বকে ভগবদুপদেশ।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ৯

অথেতি। হে ধনঞ্জয়, অথ চেৎ ত্বং ময়ি পরমেশ্বরে ব্যক্তে স্থিরম্ অচঞ্চলং চিত্তং সমাধাতুং সমাহিতং কর্ত্তুং ন শক্নোষি ন সমর্থো ভবসি, ততঃ তৎপশ্চাৎ অভ্যাসযোগেন—সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বকর্ম্মসু তত্তদ্রূপেণ ভগবদ্দর্শনপ্রচেষ্টা অভ্যাসঃ, স এব যোগঃ অভ্যাসযোগঃ, তেন অভ্যাসযোগেন মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বরূপেণ বিরাজমানম্ আপ্তুং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছ অভিলষ। বস্তুতো হি অনভিলাষ এব ভগবৎপ্রাপ্তের্ম্মুখ্যঃ প্রতিবন্ধকো ভবতি, তত্তু অধ্যাত্মপ্রবিষ্টৈ-রুপাসকৈঃ ক্রমশ এব স্পষ্টম্ উপলভ্যতে। তত এবাহ ভগবান্—ময়ি মনো বুদ্ধিঞ্চ সমা-ধাতুমশক্তো ভবসি চেৎ, অনিচ্ছৈব তত্র কারণম্ ভবেৎ, অতোঽভ্যাসযোগেন ভগবৎপ্রাপ্ত্য-ভিলাষং প্রবুদ্ধং কুরু ইতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ধনঞ্জয়, যদি মনকে আমাতে স্থির করিয়া সমাহিত হইতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

যৌগিক অর্থ।—অভ্যাসযোগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রতি ভূতে, প্রতি কর্ম্মে ভগবান্ দেখা অভ্যাস করাই অভ্যাসযোগ। অভ্যাসযোগকে বলবান্ করিয়া ভগবান্‌কে পাইবার জন্য ইচ্ছুক হও। এই ইচ্ছুক হওয়া—ভগবান্‌ই আমার কাম্য, এইরূপ ভাবাপন্ন হওয়া বহু সাধনার ফল। বহু অভ্যাসে তবে ভগবান্ জীবের কাম্য হন। আমরা সহজ জ্ঞানে মনে করি, বুঝি আমরা ভগবান্‌কে পাইবার জন্য আকুল হইয়াছি, বুঝি জগতের সমস্ত কামনা উপেক্ষা করিয়া, ভগবৎকামনাতেই বিভোর হইয়াছি, অন্ততঃ ভগবৎকামনা অন্য সকল কামনা হইতে প্রবলতর হইয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, জৈব অভিমান জৈব কল্যাণ কামনাতেই দৃঢ়সংন্যস্ত। যখন ভগবান্‌কে চাহি, তখনও আমার বদ্ধ

জীবত্বের মুক্তির জন্য চাহি না, এই জীবত্বেরই ইহপরকালের কল্যাণময় প্রসারের জন্যই লালায়িত ; জীবাধিকারই বাড়াইতে চাহি, ভগবদধিকার বাড়াইতে চাহি না। আমি বার বার বলিয়াছি, ভগবান্‌কে চাহিলেই পাওয়া যায় ; পাই না – তার কারণ, চাহি না। চাহি না, এ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কারণ আর কিছু নাই। জীব যত অধ্যাত্মে প্রবেশ করিতে থাকে, ততই এই সত্যই জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পায়—আমরা ভগবান্‌কে চাহি না। সুতরাং অভ্যাসযোগের দ্বারা এই ভগবৎপ্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষাকে সম্বুদ্ধ করিতে হইবে।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০

সর্ব্বেষু কর্ম্মসু সর্ব্বেষু ভূতেষু চ জ্ঞানস্বরূপতয়া জ্ঞানশক্তিমত্তয়া চ ভগবদ্দর্শনাভ্যাস-যোগো যেষাং ক্লেশসাধ্যো ভবেৎ, তান্ প্রত্যেব অয়মুপদেশো মৎকর্ম্মপরমো ভবেতি। চেং অভ্যাসে অভ্যাসযোগে অপি যথোক্তে অসমর্থঃ অক্ষমোঽসি, তর্হি মৎকর্ম্মপরমো ভব, মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম জপপূজাযজ্ঞাদিরূপং, তদেব পরমং প্রধানং যস্য, স মৎকর্ম্মপরমঃ, তাদৃশো ভব। তেন তে কিং ফলং স্যাদিত্যুচ্যতে - মদর্থং মন্নিমিত্তং কর্ম্মাণি ভগবজ্‌জ্ঞানসহিতানি জপপূজা-যজ্ঞাদীনি কুর্ব্বন্নপি ত্বং সিদ্ধিম্ অভ্যাসযোগসিদ্ধিম্ আহারবিহারধনোপার্জ্জনাদিষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু সর্ব্বেষু ভূতেষু চ ভগবদ্দর্শনরূপাং ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষদ্বারেণ অবাপ্স্যসি, ততশ্চ ময়ি চিত্তসমাধানক্ষমো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্মপরায়ণ হও। আমার কর্ম্মপরায়ণ হইলেও সিদ্ধি লাভ করিবে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে যে অভ্যাসযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা জ্ঞান-প্রধান। কর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান ও জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ দেখার অভ্যাস, ইহা বিশেষভাবে জ্ঞানশক্তিরই অনুশীলন। অভ্যাসযোগের কষ্টকরতা সেইখানে। যাহাদের পক্ষে উহা কঠিন বোধ হইবে, তাহাদিগকে ভগবান্ বলিতেছেন,—উহা না পারিলে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। এ কথা বলার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মকে যদি ভগবৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত করিয়া লইতে না পার, যে ভাবে কর্ম্ম করা অভ্যাস, সে ভাবটি স্বভাবগত হইয়া যাওয়ায় ও সে সকল কর্ম্ম প্রত্যহ বহু বহু করিতে হয়, সাধারণ কর্ম্মময় দিবাই অধিকাংশ সময়ে যাপন করিতে হয় বলিয়া, সে সকল কর্ম্মকে ভগবন্ময় করিতে সব সময় স্মরণেই আসে না, অথবা আসিলেও তাহাদের নগণ্যতা ও প্রাচুর্য্য সে ভাবকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল হইতে দেয় না—এমনই যদি বিবেচনা কর, তবে আমার উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার চেষ্টা কর। প্রতি দিন এমন কতকগুলি কর্ম্মের অভ্যাস কর, যেগুলি বিশেষভাবে আমার উদ্দেশ্যেই করা হইতেছে বলিয়া ধারণা হয়। আহার বিহার, অর্থোপার্জ্জন, বিষয়ভোগ, এ সকলে যদি মদ্ভাব আনিতে অপারগ হও, তবে অধ্যাত্ম জপ, পূজা, যজ্ঞ, পরসেবা বা যাহা কিছু শুধু ভগবদর্থেই করা হইতেছে, এইরূপ বোধপ্রদ কর্ম্ম

কর। তাহা হইতে ক্রমে আমাকে পাইবার ইচ্ছা ও অভ্যাসযোগে সিদ্ধি লাভ করিবে; অভ্যাসযোগ হইতে চিত্তসমাধানে সমর্থ হইবে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১

ষষ্ঠে অধ্যাত্মযোগে "বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" ইত্যুক্তম্। বৈরাগ্যং হি কর্ম্মফলে, ন তু কর্ম্মণি, গীতাশাস্ত্রস্য কর্ম্মযোগার্থপরত্বাৎ। ইহ তু কর্ম্মমার্গস্য ত্যাগমার্গত উৎকর্ষমুক্ত্বা, "ময্যেব মন আধৎস্ব" ইত্যাদিনা কর্ম্মমার্গ এব উপদিষ্টঃ। তত্র চ অধিকারভেদেন অভ্যাস-যোগো ভগবৎকর্ম্মপরমত্বমপ্যুক্তম্। অধুনা তদশক্তেভ্যো বৈরাগ্যং কর্ম্মফল-কামনাত্যাগ-রূপম্ উপদিশতি অথৈতদিতি। অথ চেৎ এতদপি মৎকর্ম্মপরমত্বং যথোক্তং, মদ্‌যোগং ময়ি ঈশ্বরে যোগো মদ্‌যোগঃ, তং মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ সন্ কর্ত্তুং নিষ্পাদয়িতুম্ অশক্তোঽসি, তদা ততঃ তৎপশ্চাৎ যতাত্মবান্ সংযতমনাঃ মদ্‌যোগমাশ্রিতশ্চ সন্ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলকামনাপরিত্যাগং কুরু।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তাহাও যদি করিতে অসমর্থ হও, তবে মদ্‌যুক্ত ভাব অবলম্বন করিয়া, যত্নসহকারে সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে ভগবান্ অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে ভগবন্মুখী করিবার কথা বলিয়াছেন। সেই যে বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্যের অর্থই কর্ম্মফলত্যাগ বা কামনাত্যাগ—কর্ম্মত্যাগ নহে। কেন না, কর্ম্ম করিবার কৌশল শিক্ষাদানই গীতার উদ্দেশ্য ও বিশেষত্ব। ভগবদ্‌যুক্ত কর্ম্মের প্রাধান্য দেখানই গীতার অস্থিমজ্জায় দেদীপ্যমান। সুতরাং বৈরাগ্য অর্থে কর্ম্মবৈরাগ্য নহে, কর্ম্ম-ফলবৈরাগ্য—বা কামনাবৈরাগ্য—এষণা পরিহার। কর্ম্মফলত্যাগ অর্থই ফলাকাঙ্ক্ষা পরি-হার বা কামনা ত্যাগ, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা। এখানে ভগবান্ নেতিনেতিরূপ ত্যাগময় সাধনা অপেক্ষা শক্তিময় কর্ম্মময় হৃদয়ময় ব্যক্ত ভগবৎসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিয়া, ভগবৎসমাহিতমন ও ভগবন্নিবিষ্টবুদ্ধি হইয়া কর্ম্মযোগী হইবার কথাই বলিতেছেন। সেইরূপ ভগবৎসমাহিত হওয়ারূপ সাধনায় অক্ষমতানিবন্ধন অপারগ হইলে তদনুকল্পে অভ্যাসযোগ, তদনুকল্পে ভগবৎকর্ম্মময় হওয়া বা ভগবদুদ্দেশ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্ম করিবার কথা বলিয়াছেন। এই সমস্ত সাধনকল্পগুলিই ভগবদ্‌যোগ আশ্রয় করিয়া, তদুদ্দেশ্যে কিছু না কিছু মন সমাহিত করিবার প্রচেষ্টা বা অভ্যাসের কথা। মন সমাহিত করিবার অভ্যাসের কথা বলা সাঙ্গ করিয়া, এইবার কামনাত্যাগরূপ ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত বৈরাগ্যের কথা বলিবার জন্য কর্ম্মফলত্যাগের কথা অবতারণা করিলেন। তিনি বলিতেছেন—আমার ভগবদ্‌ভাবে যুক্ত হইবার পন্থাস্বরূপ মনকে বা বুদ্ধিকে যেরূপ নিয়োগ করিতে বলিলাম, সে সমস্ত করিতে যদি অক্ষম হও এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার মদুদ্দেশ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্ম করিতে না পার, তবে অবশিষ্ট আর একটি উপায়ের কথা যাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহা অবলম্বন কর —সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ কর।

একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। চেতনস্বরূপ পরমাত্মা স্বেচ্ছায় আপনার দুইরূপ প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই প্রকাশদ্বয়ের বা মহিমাদ্বয়ের নাম আত্মরূপ ও অনাত্মরূপ। উভয়ই চেতনস্বরূপের মহিমা হইলেও আত্মরূপটি প্রধান ও অনাত্ম রূপটি তদাশ্রিত। সপ্রকাশ পরমাত্মা আপনি আপনার নির্ব্বেদ জ্ঞাতা, সুতরাং সেখানে "জ্ঞ" নামও প্রযোজ্য নহে। কিন্তু বিশ্বপ্রকাশের সূচনায় বিশেষভাবে তাঁর এই 'জ্ঞ'ত্বটি সম্বুদ্ধ করেন। বিশেষভাবে এই 'জ্ঞ'ত্ব প্রকাশই আত্মপ্রকাশ। এই 'জ্ঞ'ই সংহত বহু পুরুষ বা বহু হইবার মত মহিমাসম্পন্ন কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। ইনি শুদ্ধ, নির্গুণ, আত্মপ্রত্যয়সার, একান্ত নিরীহ ও আত্মেতর পরিণামী সকল জ্ঞানের উপাদান অপরা অব্যক্তা প্রকৃতি বা জ্ঞানশক্তি হইতে একান্ত ভিন্নরূপে প্রকটিত। বিশ্বপ্রকাশের উপাদান এই দুই—পরমাত্মপ্রকাশ 'জ্ঞ' ও জ্ঞানশক্তি। এ উভয়ই চেতন বা জ্ঞানস্বরূপের উভয়বিধ প্রকাশ। জ্ঞান শব্দটিতে জ্ঞ+অন, এই দুইটি অংশ দেখ। 'জ্ঞ' পরা প্রকৃতি বা 'জ্ঞ'রূপ পরাপ্রকাশ-শক্তি ও অন তাঁহার অন্ন বা ভোগরূপ বিচিত্র পরিণাম-গ্রহণযোগ্যা জ্ঞানশক্তি বা অপরা প্রকৃতি। জ্ঞান শব্দে এই জন্য ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়। জ্ঞ ও অন, এই দুই প্রকার প্রকাশ যাঁর, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। এই দুই যেখানে বিভক্ত ভাবে অবস্থিত, সেইখানে উভয়ই অব্যক্ত, অথচ সর্ব্ববিধ প্রকাশযোগ্যতা সেইখানে নিহিত। ইহাই পরমাত্মার অব্যক্ত বিশ্বযোনি অক্ষর রূপ। প্রতি ব্যক্ত জীব বা বিশ্বের মূলে অক্ষর অবস্থিত। পরমাত্মার প্রভবে সেইখানেই সব প্রলীন হয় ও সেইখান হইতে অভিব্যক্ত হয়। তোমরা নিদ্রায় ওই অক্ষরে অব্যক্ত হইয়া যাও, এই জন্য নিদ্রায় কিছু উপলব্ধি করিতে পার না। কর্ম্ম ও অনুভূতির দ্বারা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাসিত চেতন, অনুভূতি ত্যাগ করিলেই নিদ্রিতবৎ অব্যক্ত হন। এই জন্য অনুভূতি বা কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 'জ্ঞ'কে অবলম্বন অর্থাৎ অক্ষরসাধনা যে ক্লেশময়, ইহা বলা হইয়াছে।

আর ব্যক্তাবস্থায় বা জাগ্রত অবস্থার মাঝে তোমরা যে স্বীয় অস্মি আদি বোধ ও বিশ্ববোধ অনুভব কর, সেই সকল অনুভূতিকে বুকে ধরিয়া যে, নিজত্বরূপ ও বিবিধ জ্ঞানবৈচিত্র্যরূপ উভয় প্রকার চেতনপ্রকাশ দেখিতে পাও, এই হইল পরমাত্মার ব্যক্ত মূর্ত্তি। চেতনদেবতা এই দুই ভাবে তোমাতে লীলাময় হইয়া রহিয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইতেছ। এই ব্যক্ত ভাবে তোমার নিজত্বরূপ বোধের আকারে যে চেতন বা পরমাত্মা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন, এই চিন্ময়কে উপাসনা করাই ব্যক্ত পরমাত্মার উপাসনা। এই ব্যক্তাব্যক্তের কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরও বিশদ ভাবে বলিব।

এই কর্ম্মময়, ভাবময়, হৃদয়ময় পরমাত্মার উপাসনার ক্রম বলিতে গিয়া ভগবান্ বলিলেন, যদি ক্ষমতার তারতম্যে আমার জন্য বিশিষ্ট কর্ম্ম করিতে অক্ষম হও, তবে কর্ম্মফল ত্যাগ কর। কর্ম্মে জীব আপনাকে কর্ত্তা দেখে, সেই জন্য কর্ম্মে আবদ্ধ হয়। কর্ম্ম ভগবানেরই প্রকাশ, ইহা দেখিলে আর কর্ম্মে জীবকে আবদ্ধ হইতে হয় না। কর্ম্মে

আবদ্ধ হওয়ার অর্থ ই—অনুভূতিরূপ কর্ম্মের অন্তঃসারটিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া অক্ষরে অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করা। কালক্রমে যখন তাহা তোমার অনুভূতিতে অন্তর বা বাহ্য ব্যাপার অবলম্বনে পুনরাবির্ভূত হয়, তাহাই তোমার পূর্ব্বকর্ম্মের ফলরূপে প্রকাশ। তাহাকে ত্যাগ কেমন করিয়া করিবে? শুধু ফলাভিসন্ধি হৃদয়ে রাখিব না, এ প্রকার চেষ্টায় তাহা সুসম্পন্ন হয় না। কেন না, সেরূপ করিতে গেলে কর্ম্মে বিরতি স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে আসিবে অথচ কর্ম্মাশয় ও শরীর থাকার জন্য কর্ম্ম করিতেও বাধ্য হইবে। কর্ম্মে বিরক্তি আসিয়াছে অথচ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে, এরূপ অবস্থায় জীব যে-কোন প্রকারে কর্ম্ম হইতে যাহাতে দূরে থাকিতে পারে, সেই জন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া দূরে পলায়মান হইতে চেষ্টা করে। ইহাই সাধারণ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এখানে ভগবান্ তাঁহার কর্ম্মময়, ভাবময়, বেদনময় ব্যক্ত মূর্ত্তির উপাসনার ক্রম-সকল বর্ণনা করিতেছেন, ত্যাগময় অক্ষরসাধনা বলিতেছেন না। সুতরাং কর্ম্মের মাঝে থাকিতেও হইবে অথচ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে, গীতার এই প্রধান কথাটির ভিতর যে ত্যাগের সাহায্যে ভোগের কথা আছে, সেই প্রকার ত্যাগের কথাই তিনি বলিতেছেন, ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। এ ত্যাগ ভগবদ্‌যোগাশ্রিত ত্যাগ। প্রভুর জন্য তাঁহার কর্ম্মচারী যেরূপ কর্ম্মে যুক্ত থাকে; ফল প্রভুর, কর্ম্মে মাত্র তার অধিকার, এই যেমন দেখে কর্ম্ম-চারী, সেই প্রকার ত্যাগের কথাই যে ভগবান্ লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

কর্ম্মফলাসক্তিত্যাগস্য প্রশংসা উচ্যতে শ্রেয় ইতি। যোঽয়মভ্যাসযোগঃ, তদনু-কল্পতয়া ভগবৎকর্ম্মপরমত্বঞ্চোপদিষ্টং, ভগবদাত্মজ্ঞানং হি তয়োঃ প্রাণভূতং ভবতি। অত উচ্যতে শ্রেয় উৎকৃষ্টং হি জ্ঞানং ভগবজ্‌জ্ঞানং, কস্মাৎ? অভ্যাসাদভ্যাসযোগাৎ। অভ্যাস-যোগেন হি ভগবজ্‌জ্ঞানমুপলভ্যতে, ভগবজ্‌জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং বা অভ্যাসযোগোঽনুষ্ঠীয়তে, অতঃ অভ্যাসাত্তস্য উৎকৃষ্টত্বং যথার্থমেব। জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে—ভগবজ্‌জ্ঞানং পুনঃ বিক্ষেপাদ্যন্তরায়রহিতং সৎ একতানপ্রত্যয়প্রবাহেণ সাধ্যসাধকয়োরভেদং গময়তি, অতঃ সত্যমেব জ্ঞানতো ধ্যানস্য প্রকৃষ্টত্বং। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগো বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি, কথং? ফলাসক্তির্হি ধ্যায়ন্তং ধ্যানাৎ প্রচ্যাবয়তে, অনাসক্তিশ্চ পুনঃ চিত্তস্য ধ্যানসামর্থ্যং জনয়তি, অতঃ কর্ম্মফলকামনাত্যাগস্য ধ্যানতঃ প্রকৃষ্টত্বং সঙ্গচ্ছতে। ত্যাগাৎ কর্ম্মফল-কামনাত্যাগাদনন্তরং শান্তিরুপশমো ভবতি। অথবা পূর্ব্বত এব ফলাসক্তিত্যাগপ্রচেষ্টাম্ অনুশীলয়তাং পশ্চাদভ্যাসযোগঃ সত্বরমেব ফলদো ভবেদিতি অভ্যাসযোগাদ্যসমর্থান্ প্রতি ফলাসক্তিত্যাগানুশীলনপ্ররোচনার্থোঽয়ং শ্লোকঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়ঃ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেয়ঃ; ফলাসক্তি নিবৃত্তি হইলে তবে শান্তি লাভ হয়।

যৌগিক অর্থ।—কেন ফলাসক্তি ত্যাগের কথা বলিলেন, তাহাই বলিতেছেন। ওই যে অভ্যাসযোগের বিভিন্ন অনুকল্প বলা হইল, ও সকলের জীবন ভগবৎজ্ঞান। কেন এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছি, সেই কথাটি যদি অভ্যাসযোগ সংসাধনের সময় প্রাণে সম্যক্‌ভাবে প্রতিভাত না থাকে, তাহা হইলে অভ্যাসযোগ প্রাণহীন হয়। সর্ব্বত্র ভগবান্ দেখিতেছি, কিন্তু আমার হৃদয়স্থ এই অন্তর্যামী আত্মাই ভগবৎরূপে অনন্তেরও অন্তর্যামী, এইরূপ আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া অভ্যাস করিলে, সে অভ্যাস শীঘ্র ফলদায়ক হয় না। সুতরাং অভ্যাসযোগের অপেক্ষা ভগবৎজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অথবা অভ্যাসযোগ অবলম্বনে যত তীব্র সাধনা করা যায়, তাহার ফলস্বরূপ পরমাত্মজ্ঞান সংশয়শূন্য ও সুদৃঢ় হইতে থাকে; এই জ্ঞান লাভই অভ্যাসযোগের সার সর্ব্বস্ব। ভূতে ভূতে, কর্ম্মে কর্ম্মে ভগবান্‌কে দেখা যত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই ভগবৎপ্রজ্ঞা ভগবান্‌কে যেন দিন দিন নিকট হইতে নিকটতম দেশে আবিষ্কার করিয়া ফেলে। আগে ভগবান্ বলিতে যেন একজন আছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সে থাকা আমার এ অস্তিত্ব হইতে যেন কত দূরে, শূন্যে কোথায়, এই ভাব বলবান্ থাকে; মুখে অন্তর্যামী আদি শব্দ প্রয়োগ করিলেও অথবা আপনার আত্মা বলিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করিলেও তবু যেন তিনি কোন সুদূর আকাশে অবস্থিত, ইহাই উপলব্ধিতে অনুভূত হয়। অভ্যাসযোগ যত ঘন ও জ্ঞানসম্পন্ন হয়, ততই ওই ভাবটি ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া, ভগবানের অস্তিত্ব ফুটাইয়া তোলে নিকটতম করিয়া, অবশেষে স্বীয় অন্তরের অন্তরতম দেশে। সুতরাং অভ্যাসযোগ হইতে এই জ্ঞানপ্রকাশই সারস্বরূপ লব্ধ হয়; এই জন্যও অভ্যাসযোগ হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলা হইল। আবার সেই জ্ঞান যত অন্তরায়শূন্য হয়, যত বিক্ষেপশূন্য, ঘন ও উজ্জ্বলতর হয়, ততই তাহা এক-ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে ও তাহার ফলে ক্রমে স্বীয় আত্মবোধটি পর্য্যন্ত ভগবদন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। অন্তর্ব্বহিঃ ব্যাপিয়া তখন ভগবৎপ্রকাশ উপলব্ধিকে ভগবন্ময় করিয়া তোলে। জ্ঞান ঘন হইয়া এইরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় বলিয়া ভগবান্ "জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে" এই কথা বলিলেন।

কিন্তু এই ধ্যানকে ভাঙ্গিয়া দেয় বিষয়াসক্তি। অন্য কামনাসকল মুহুর্ম্মুহুঃ চঞ্চল করিয়া চিত্তে ধ্যানবিচ্যুতি ঘটায়; জ্ঞানকে ধ্যানাকারে ঘন হইতে দেয় না। আবার ফলাসক্তি না থাকিলে চিত্তে আসে বীর্য্য, ধ্যানসমর্থতা, নিষ্কাম অনুরক্তি। তবেই ধ্যান অপেক্ষা ফলা-সক্তিত্যাগ যে শ্রেয়ঃ, ইহা বুঝা যায়। অথবা চিত্ত ও প্রাণ যত ভগবৎধ্যানানুবন্ধী হয়, তত অধ্যাত্মে তাঁহার মহিমালোক প্রদ্যোতনময় হইতে থাকে, বিশোকাদি প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইতে থাকে, প্রাণ ভগবদাশ্রয়ত্ব তত সুদৃঢ় ভাবে পরিগ্রহণ করিতে থাকে, অনন্ত শক্তির আগার স্বয়ং ভগবান্ তার চালক, ধর্ত্তা, পাতা, এই সকল প্রজ্ঞা প্রোজ্জ্বল হইতে থাকে। সে বিপুল সুখময় প্রাপ্তির উল্লাসে তার ক্ষুদ্র জৈব কামনাসকল আপনা হইতে অন্তর্হিত হইতে থাকে। সুতরাং ধ্যান হইতে কর্ম্মফলত্যাগ বা ফলাসক্তি বিদূরিত হয়। এই জন্য

বলিলেন,—"ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ।" আর এইরূপ ফলাসক্তি ত্যাগ হইতে থাকিলে তবে আসে শান্তি। সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন,—অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে আসক্তিত্যাগ এবং আসক্তিত্যাগ হইতে শান্তি জাত হয়। এ শ্লোকটি প্রধানতঃ এইরূপ প্রকাশপারম্পর্য্যপ্রদর্শক উচ্চাবচ তুলনামূলক নহে। উচ্চাবচ ভাবটি উহার সামান্য লক্ষণ মাত্র এবং গৌণ। তবে ইহা হইতে এ কথাও বেশ সঙ্গত ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যদি ফলাসক্তিশূন্য হইবার একটি সুদৃঢ় প্রচেষ্টা চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই সজীব করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অভ্যাসযোগাদি অতি সত্বর ফলদায়ক হইয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই ফলাসক্তি ত্যাগও সম্পূর্ণভাবে হৃদয়কে অধিকার করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন,—যদি কিছু নাও পার, তবে ফলাসক্তি ত্যাগরূপ সাধনা কর। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অন্ততঃ ভগবানের সেই উপদেশ স্মরণ করিয়াও কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগে যত্নশীল হও। শুধু তাহাই ক্রমশঃ আপনি সুপুষ্ট হইবার জন্য আপনি অভ্যাসাদি যোগের প্রয়োজনমত প্রচেষ্টা অল্পবিস্তর করাইয়া লইবে, জ্ঞাতসারে অথবা তোমার অজ্ঞাতেই যে কোন আকারে কর্ম্মকে ও জ্ঞানকে আপন পোষণের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইবে এবং তোমার সেই আসক্তিশূন্যতার সুনির্ম্মল চিত্তে স্বতঃ যোগমূর্ত্তি জাগিয়া, তোমার সে কামনাত্যাগকে সুপুষ্ট করিয়া, তোমার কর্ম্মকে নৈষ্কর্ম্ম্যের দিকে লইয়া যাইবে।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪

স্বগতভেদভাবযুক্তং ভগবদুপাসনং অব্যক্তোপাসনঞ্চ উক্তং। তত্র চ কর্ম্মযোগাত্মকস্য ভগবদুপাসনস্য উৎকর্ষোঽপি প্রদর্শিতঃ। স চ কর্ম্মযোগী ত্যাগকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়েন কথং শান্তিমাপ্নুয়াৎ, তদপি সংক্ষেপেণোক্তং। অধুনা কর্ম্মযোগসিদ্ধস্য ভক্তস্য ধর্ম্মনিকায়বর্ণনদ্বারেণ তস্য ভগবৎপ্রিয়ত্বমুচ্যতে অদ্বেষ্টেতি। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং—ন দ্বেষ্টি ইতি অদ্বেষ্টা, সর্ব্বভূতেষু আত্মদেবস্য ভগবতোঽধিষ্ঠানাৎ স কমপি ন দ্বেষ্টি, সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি ভগবদাত্মত্বেন পশ্যতি, মৈত্রঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ, করুণঃ করুণাবান্ দয়াবান্ এব চ দুঃখিতেষু জনেষু। নির্ম্মমো মমত্ববোধবিহীনঃ সর্ব্ববস্তূনাং ভগবদ্রূপত্বাৎ, নিরহঙ্কারঃ নির্জ্জিতাহমভিমানঃ স্বয়মপি ভগবৎপ্রকাশবিশেষ ইত্যবগমাৎ, সমদুঃখসুখঃ সমে তুল্যে দুঃখসুখে যস্য তাদৃশঃ, উভয়োরেব ভগবৎপ্রকাশত্বাৎ, ক্ষমী ক্ষমাবান্ সর্ব্বত্র ভগবচ্ছক্ত্যা যুক্তোঽপি কৃতাপরাধেষু ক্ষমাপরায়ণঃ। সততং নিত্যং সন্তুষ্টঃ ফলাসক্তিরহিতত্বাৎ, যোগী আত্মরূপে ভগবতি যোগঃ সততমস্যাস্তীতি যোগী যোগপরায়ণঃ, অতএব যতাত্মা সংযতচিত্তঃ, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ স্থিরাধ্যবসায়সম্পন্নঃ আত্মস্বরূপে ভগবতি, ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা, তে ময়ি পরমেশ্বরে অর্পিতে যস্য কর্ম্মযোগিনঃ, স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, য

ঈদৃশো মদ্‌ভক্তো মম পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ। অক্ষরোপাসকোঽপি সংসিদ্ধ্যনন্তরং ঈদৃক্‌লক্ষণান্বিতো ভবিতুমর্হতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন, করুণাময়, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে সমভাবযুক্ত, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, আমাতে দৃঢ় নিশ্চয়বোধসম্পন্ন, আত্মসংযত, আমাতে অর্পিতমনোবুদ্ধি, এইরূপ কর্ম্মযোগময় আমার যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—অব্যক্ত অক্ষর বা নির্গুণ উপাসনা ও স্বগতভেদময় ভাবসম্পন্ন ভগবদুপাসনা, উভয় বর্ণনা করিয়া, কর্ম্মযোগময় ভগবদুপাসনার শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া, সেই কর্ম্মযোগী ত্যাগ ও কর্ম্ম একত্রে সমুচ্চিত করিয়া, কেমন করিয়া কর্ম্মযোগে শান্তি লাভ করিবে, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া, কর্ম্মযোগসংসিদ্ধ ভক্তের লক্ষণ-সকল বলিয়া, এইবার এইরূপ যোগী ভক্তই যে তাঁর বিশেষ প্রিয়, সেই কথা বলিতেছেন। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা এখানে প্রধান ভাবে আলোচ্য নহে। তবে তাঁহারাও এবম্বিধ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন। কর্ম্মযোগী ভক্তকে যোগবিত্তম বলিয়া, তার পর ত্যাগযুক্ত অভ্যাসযোগ বর্ণনাচ্ছলে তাহার কর্ম্মমাত্রই যে অভ্যাসযোগ, ইহাই পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন, ইহা একটু অনুধাবন করিলেই সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয়। এইরূপ কর্ম্মযোগী ভক্তের শ্রেষ্ঠতা ও তাহার যোগময় জীবন বর্ণনা করিয়া, সেই কর্ম্মযোগী ভক্তের বিশেষ লক্ষণগুলিই বলিতেছেন। কর্ম্মত্যাগীর প্রসঙ্গ ইহার ভিতর মুখ্যতঃ অন্বেষণ করার উপায় নাই।

সেই কর্ম্মযোগী ভক্ত যোগের পূর্ণতায় সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন ও দয়ালু হয়; তাহার নিজের বলিয়া বিশেষ সংকীর্ণ মমতাময় কিছু থাকে না; সে অহঙ্কারশূন্য হয়। সর্ব্বভূতে ভগবান্, দ্বেষ করিবে কাহাকে? সে ত ভূতত্যাগপরায়ণ সন্ন্যাসী নহে, সুতরাং ভূতে ভূতে বরং তাহার মৈত্রী ও করুণা প্রবাহিত হয়। সে সমস্ত বিশ্বকে দেখে ভগবানের, নিজেকে দেখে ভগবানের, তার আবার আমার বলিয়া মমতা কিসে থাকিবে? সন্ন্যাসে বরং সে মমতাবুদ্ধি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আসিতে পারে এবং অহঙ্কারও আসিতে পারে। কেন না, তাহারা স্বীয় প্রচেষ্টা বলিয়া সাধনাকে গ্রহণ করে। স্বীয় প্রচেষ্টা, এইরূপ কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান হইতে অহঙ্কার এবং মমত্ববোধ সহজেই জাত হইতে পারে। কিন্তু ভক্তের তাহা হওয়া বহুদূরসাপেক্ষ। সমস্তই ভগবানের দান—সুতরাং তুল্য আদরে, তাহা সুখই হউক, দুঃখই হউক, তাহার বরণীয়। অথবা স্বয়ং ভগবান্‌ই সে সুখদুঃখাকারে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং বৈষম্য দেখিবার উপায় নাই ভক্তের। সর্ব্বত্র ক্ষমাশীল— ভগবৎধর্ম্ম তাহাতে প্রতিফলিত বলিয়া, সে আপনাকে বীর্য্যবান্ দেখিয়াও দোষে ক্ষমাপরায়ণ। সদা সন্তুষ্ট—ফলাসক্তি নাই, সুতরাং অসন্তুষ্টি তাহার নাই। স্বয়ং ভগবান্‌ই তাহার অন্তরে আত্মারূপে বিরাজিত, এ বিষয়ে সে কৃতনিশ্চয়, সুতরাং সর্ব্বদা সেই আত্মস্বরূপ ভগবানে সংযত, এবং সেই ভগবান্ হইতেই যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে—ভাব, বোধ, শব্দস্পর্শাদি ভৌতিক

জগৎ সমস্তই সেই ভগবান্ হইতেই এবং ভগবানেই প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং তাহার মন বুদ্ধি সর্ব্বদা ভগবানেই অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয়, ইহাই ভগবদ্ভক্তি। তবে এরূপ হওয়া কর্ম্মযোগীর পক্ষেই অধিক সম্ভব হইলেও কর্ম্মত্যাগীরাও এরূপ হইতে পারেন।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫

অন্যচ্চ। যস্মাৎ কর্ম্মযোগিনঃ লোকো ন উদ্বিজতে ন উদ্বেগং সন্তাপং প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ লোকাৎ চ যো ন উদ্বিজতে, হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ, হর্ষ ইষ্টলাভে অন্তঃকরণস্থ উৎফুল্লতা, অমর্ষঃ অন্যেষামুৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ, এতৈর্ম্মানসৈঃ ধর্ম্মৈর্যো মুক্তঃ, স চ কর্ম্মযোগী মে মম প্রিয়ঃ। অক্ষরোপাসকোঽপি সংসিদ্ধ ঈদৃশো ভবিতুমর্হতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে পুরুষ হইতে লোকসকল উদ্বেগগ্রস্ত হয় না এবং যে নিজেও লোকসকল হইতে উদ্বেগগ্রস্ত হয় না, হর্ষ, বিষাদ, ভয়, উদ্বেগ হইতে যে মুক্ত, সেই পুরুষ আমার প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে লোকের উদ্বেগপ্রাপ্তির কোন কারণই হইতে পারে না। কেন না, জনশূন্য স্থানেই তাহাদিগের থাকিবার কথা। কলির সন্ন্যাসীরা অধিকাংশই সংসারের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং সংসারীর সংসর্গের জন্য তৎপরতাময়। তাহার ফলস্বরূপ যে ভাবে তাঁহারা লোকসংসারের উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন, সে আশঙ্কাও প্রকৃত পক্ষে সন্ন্যাসী হইতে পাইবার কথা নহে। সেই জন্যও বুঝিতে হইবে, এগুলি কর্ম্মযোগীর কথা বলা হইতেছে। কর্ম্মযোগী পুরুষ হইতে কেহ উদ্বেগগ্রস্ত হইতে পারে না, সে নিজেও কাহারও দ্বারা উদ্বেগযুক্ত হয় না। কেন না, লোকে লোকে ভগবদ্দর্শনই তাহার সাধনা। লোকে লোকে তাহারই অন্তর্যামী পরমাত্মা আত্মারূপে পরিদৃষ্ট। বৈষয়িক হর্ষ বিষাদ, ভয় উদ্বেগ, এ সবে সে আবদ্ধ নহে। ভগবৎকর্তৃত্বই তাহার সকল দুঃখকে অমৃত করিয়া দেয়, ভগবৎ-সান্নিধ্যের হর্ষ তাহার বৈষয়িক হর্ষকে দীপ্তিহীন করিয়া দেয়; ভগবান্ তাহার ভয়কে অভয়ে পর্য্যবসিত করিয়া দেন, উদ্বেগকে ভগবদাবেগে পরিণত করিয়া লয়েন। কাজেই সে সকল তাহার অন্তরে কোন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সে ভগবৎপ্রিয় পুরুষকে সকলেই প্রিয়রূপে পরিচিত হয়। তবে প্রকৃত কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীও এই সকল লক্ষণযুক্ত হইতে পারে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

অপরঞ্চ। অনপেক্ষো নিস্পৃহঃ যদৃচ্ছয়োপপন্নেষ্বপি অর্থেষু, অন্যেষু বা অপেক্ষা-

বিষয়েষু, শুচিঃ শৌচেন সম্পন্নো নির্ম্মলান্তঃকরণঃ, দক্ষঃ কর্ম্মসু কুশলঃ, উদাসীনঃ কর্ম্ম-প্রবৃত্তোঽপি কর্ম্মসু নির্লিপ্তঃ, গতব্যথঃ বিগতভয়ঃ, কেনাপ্যভাববোধেন বা অক্লিষ্টঃ, সর্ব্বা-রম্ভপরিত্যাগী—আরভ্যন্তে কামনাপূর্ব্বকমিত্যারম্ভাঃ, কামনিমিত্তানি কর্ম্মাণি আরম্ভা উচ্যন্তে, তান্ সর্ব্বান্ ত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী কামনাময়কর্ম্ম পরিত্যাগী, ভগবদ্যুক্তেন চেতসা কেবলং যথাপ্রাপ্তানাং কর্ম্মণামনুষ্ঠাতা ইত্যর্থঃ, এতাদৃশো যো মদ্ভক্তঃ পরমেশ্বরভক্তঃ, স মে মম পরমেশ্বরস্য প্রিয়ঃ। অব্যক্তোপাসকোঽপি সংসিদ্ধঃ এবংলক্ষণো ভবিতুমর্হতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অন্যের মুখাপেক্ষী নহে, শৌচসম্পন্ন, কর্ম্মময় অথচ নির্লিপ্ত, শোকে ও অভাবে ব্যথাময় নহে, কামনাময় কর্ম্ম সঙ্কল্প-বর্জ্জিত, এমন আমার যে ভক্ত, সেই আমার প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—ত্যাগী যেমন প্রায়শঃ গৃহস্থাশ্রমমুখাপেক্ষী, কর্ম্মযোগীরা সেরূপ নহে। তাহারা স্বতঃ আগত অর্থাদি বিষয়েরও অপেক্ষায় থাকে না; সুতরাং শুচি বা নির্ম্মলান্তঃকরণসম্পন্ন, দক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মকুশলী; কর্ম্মতৎপরতাময় অথচ উদাসীন বা নির্লিপ্ত; গতব্যথ—কোন কিছুর অভাববোধে ব্যথাময় নহে, সুতরাং কামনাময় কর্ম্মসঙ্কল্প তাহার থাকে না। যাহা কর্ত্তব্যবৎ অনুমিত হয়, তাহাই ভগবদ্যুক্ত হইয়া নিষ্পন্ন করে। আমার কর্ম্মী ভক্তে এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। ত্যাগীরও এ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

অন্বয়ঃ। যো ন হৃষ্যতি অভিলষিতপ্রাপ্তৌ, ন দ্বেষ্টি অনভিলষিতাগমে, ন শোচতি প্রিয়াপায়ে, ন কাঙ্ক্ষতি অপ্রাপ্তং বস্তু, তথা শুভঞ্চ অশুভঞ্চ শুভাশুভে, তে পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী, ভক্তিমান্ যঃ, স মে পরমেশ্বরস্য প্রিয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—প্রিয়াপ্রিয় বস্তুতে হর্ষদ্বেষহীন, শোকবিহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন, শুভাশুভপরিত্যাগী যে ভক্তিমান্ পুরুষ, সেই আমার প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—জাগতিক বিষয়ব্যাপার তাহাকে হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষা, এ সকলের বশীভূত করিতে পারে না; শুভাশুভ বলিয়া বিশেষত্ব কোন বিষয়ে সে দেয় না। কেন না, ভগবৎপ্রেরিত যাহা কিছু, বিষয়নির্ব্বিশেষে সকলই তাহার চক্ষে মঙ্গলবর্ষী। কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীও এরূপ ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, এইরূপ ভক্তিমান্ যে, সে ভগবৎপ্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

অপরঞ্চ। শত্রৌ চ মিত্রে চ সমস্তুল্যবুদ্ধিঃ, তথা মানাপমানয়োঃ সম্মানতিরস্কারয়োঃ, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সমানজ্ঞানী, সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ সদা সঙ্গবিহীনঃ, তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ গর্হায়াং প্রশংসায়াঞ্চ সমানবুদ্ধিঃ, মৌনী মুনিব্রতবান্, যেন কেনচিৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ ন বিদ্যতে নিকেত আলয়ো যস্য তথাবিধঃ, গৃহে বর্ত্তমানোঽপি তদভিমানরহিতঃ, স্থিরমতিঃ স্থিরা পরমেশ্বরবিষয়িণী মতির্যস্য, স স্থিরমতিঃ, ভক্তিমান্ আত্মস্বরূপে পরমেশ্বরে অনুরাগবান্, এবম্বিধো নরঃ মে মম পরমেশ্বরস্য প্রিয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শত্রু মিত্রে, মানাপমানে সমানজ্ঞান, শীতোষ্ণে, সুখ দুঃখে সমানজ্ঞান, সর্ব্বদা অসঙ্গভাবে অবস্থানকারী, নিন্দাস্তুতিতে তুল্য, সংযতবাক্, যদৃচ্ছাপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট, গৃহী হইয়াও গৃহী নহে, স্থিরমতি, এমন ভক্তিমান্ পুরুষ আমার প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—কি কর্ম্মযোগী, কি অভ্যাসযোগে অপারগ, কিন্তু ফলকামনাত্যাগী, কিম্বা কর্ম্মত্যাগী, যে কেহ যদি শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীতোষ্ণে, সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী হয়, অসঙ্গ হয়, নিন্দাস্তুতিতে সমদ্রষ্টা হয়, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হয়, গৃহী হইয়াও গৃহী নহে, অথবা গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং স্থিরবুদ্ধি হয়, তবে সেরূপ সাধকমাত্রেই ভগবৎপ্রিয়রূপে পরিগণিত হয়।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" আদি শ্লোক হইতে এই "তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী" আদি শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ যাহা বলিলেন, তাহা প্রধানতঃ কর্ম্মযোগীর কথা হইলেও গৌণভাবে কর্ম্মত্যাগীর পক্ষেও লক্ষিত দেখা গেল। এক কর্ম্মযোগী, এক অভ্যাসযোগী অথবা অভ্যাসযোগে অসমর্থ ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ বা মাত্র কামনাত্যাগী, অন্য কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী, এই সব শ্রেণীর লোকেই এরূপ ধর্ম্মী হইতে পারেন এবং এরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষমাত্রেই যে তাঁহার প্রিয়, তাহা তিনি বিশেষভাবেই বলিলেন।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদিভিঃ কর্ম্মযোগসিদ্ধস্য, অভ্যাসযোগপ্রবৃত্তস্য, ভগবৎ-কর্ম্মপরমস্য, সর্ব্বকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগিনঃ, তথা অক্ষরোপাসকস্যাপি সিদ্ধস্য ধর্ম্মনিকায়ঃ প্রোক্তঃ। অধুনা সমুচ্চিতজ্ঞানকর্ম্মভক্তীনাং ব্যক্তপরমেশ্বরোপাসকানাং কর্ম্মযোগিনাম্ আতিশয্যেন ভগবৎপ্রিয়ত্বমুক্ত্বা অধ্যায়ং ভক্তিযোগাখ্যম্ উপসংহরতি যে ত্বিতি। যে তু কর্ম্মযোগিনঃ, ধর্ম্মামৃতং ধর্ম্মশ্চ তৎ অমৃতঞ্চেতি ধর্ম্মামৃতম্ অমৃতস্য ভগবতঃ প্রাপকত্বাৎ, ইদং যথোক্তং জ্ঞানকর্ম্মভক্তিসমুচ্চয়েন সাধ্যং, পর্য্যুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধান্বিতাঃ, মৎপরমাঃ অহং ব্যক্তঃ পরমেশ্বর পরমো গন্তব্যো যেষাং তে মৎপরমাঃ, ভক্তা মদেকানুরাগিনস্তে কর্ম্মযোগিনঃ মে মম পরমেশ্বরস্য অতীব প্রিয়াঃ অত্যন্তমেব প্রীতিভাজো ভবন্তি। যতো হি ধর্ম্মামৃতস্য কর্ম্মযোগস্যানুষ্ঠানেন ভগবৎপ্রিয়া ভবন্তি, ততশ্চ পারমেশ্বরং ধাম সর্ব্বাত্মভূতং প্রেপ্‌সুভিঃ কর্ম্মযোগেনৈব প্রবর্ত্তিতব্যমিতি শ্লোকার্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া আমার পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চিত যোগ অবলম্বনে আমার ভগবদ্‌ভাবের উপাসনা করে, সেই ভক্তেরা আমার অতীব প্রিয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে সাধকমাত্রেই যেরূপ গুণসম্পন্ন হইলে ভগবানের প্রিয় হইতে পারে, তাহা ভগবান্ বিস্তৃত ভাবে বলিয়া, ব্যক্ত ভগবদ্‌ভাবের উপাসক জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চিত যোগীরই শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া, এ অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন। পরমাত্মা স্বগতভেদযুক্ত জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়া, প্রীতির লীলায় জীবকে লইয়া লীলাময়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আপনার ধর্ম্মরূপে ব্যক্ত করিয়া, আপনি ব্রহ্মেশ্বরবেশে জীবকে বক্ষে লইয়া লীলায় মত্ত, ব্রহ্মযজ্ঞে ব্যাপৃত—অসঙ্গ হইয়াও মত্ত। সে প্রীতির রসে—সত্যপ্রকাশের সত্য জ্যোতিতে ব্রহ্মাণ্ড রসময়—সত্যদ্যুতিতে দীপ্তিময় সত্যাদি সপ্ত লোক—সে ঋতশক্তির বিস্ময়কর প্রভাবে রচিত, বিধৃত, শৃংখলিত, লীলায়িত। জীব সে লীলার উদ্বোধক ; অণু সে লীলার অবলম্বন। অণুকে করিতে ব্রহ্মবিলাসের ভোক্তা ব্যোমে বারিকণার মত জীবসংঘ তাঁর আত্মবোধালিঙ্গনে বিধৃত। সে লীলায় তিনি আপন ব্রহ্মত্বকে জীবের ইচ্ছার তলে বিলাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প। ফুরাবার নয়, তাই ফুরান না, অনন্ত ঢালিয়া দিয়াও অনন্তই আপনি থাকিয়া যান ; নতুবা জীবকে বুকে লইয়া আত্মহারা। চান সে ঋতমন্ত্রশক্তি-পুঞ্জময় পরমপুরুষ ঋতমন্ত্রশক্তিময় একটী প্রিয়ত্বের আহ্বান শুনিতে জীবের মুখ হইতে। সেই ঋত সজীব মৃতসঞ্জীবন সোহাগের ডাক শুনিতে, শুনিয়া আত্মহারা হইয়া, জীবকে বক্ষে টানিয়া লইয়া, একত্বে পর্য্যবসিত করিতে আহা, পাগল মায়ের প্রাণ পাগল! তাই জীবকে শিক্ষা দিয়া আপনার অনন্ত সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-বিজ্ঞানের রহস্য, দেখা দিয়া তাহাকে বিশ্বম্ভর বিশ্বগ্রাসী মহাকালের বেশে, শিখাইল তাহাকে, আমার এই মূর্ত্তি সকলকেই সংহার করিবে, শুধু আমাকে যে তাহার অন্তরের আত্মা বলিয়া চিনিয়াছে, মানিয়াছে তাহাকে নয়। আমাকে যে আত্মা বলিয়া চিনিয়া, আত্মদানের প্রীতির লীলায় প্রীণিত করিবে, তাহাকে নয়। আমার অব্যক্ত নির্গুণ স্বরূপে প্রবেশের জন্য যে লালায়িত হইবে, তাহাকে আমি সে ক্লেশকর পথে যাইতে দেখিতে তত ইচ্ছুক নহি। কেন না, সে আমার বুকের সোহাগকে উদ্রিক্ত করিবে না—মা বলিয়া, প্রিয় বলিয়া ডাকিয়া। সে যাইবে কষ্টে কষ্টে, যদি পারে আপনার প্রচেষ্টায় নির্ভর করিয়া। কিন্তু এই যে তোদের বুকে-করা ভগবান্ আমার এই যজ্ঞময়, কর্ম্মময়, লীলাময়, রসময় লীলার অংশী হইয়া, যে আমার এই ব্যক্ত শক্তিময়ী মূর্ত্তির উপাসক হইবে—সেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—অতীব প্রিয়। কর্ম্মত্যাগী হও—কামনাত্যাগী হও, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও, সংযতেন্দ্রিয়, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, লোকহিতকামী, হর্ষামর্ষভয়ক্রোধমুক্ত, অনপেক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, যাহাই হও, যেমনই হও, ও সকল গুণে গুণময় হইয়া আমার প্রিয় হইবে সত্য; কিন্তু ও সকলে যুক্ত হইলে ত কথাই নাই ; ও সকল গুণ লাভ করিতে না পারিলেও মাত্র যদি আমার এই ভগবদ্‌ভাবের উপাসক হও, মাত্র যদি আমাকে তোমাদের হৃদয়ের হৃদয় বলিয়া মৎপরায়ণ হও—জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চিত করিয়া, যথোক্ত অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া মৎপ্রীত্যর্থে সচেষ্ট হও—সর্ব্বত্র আমাকে দেখিতে যদি সজাগ দৃষ্টিতে চাহ ও রহিয়াছি বলিয়া দেখ, তবে ওরে জীবশিশু—তুইই হইবি আমার অতীব প্রিয়—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই প্রিয়ত্বের ধারণা কর জীব—সর্ব্ববিজ্ঞান অপেক্ষা এই প্রিয়ত্ববিজ্ঞানই জীবের কল্যাণতম বিজ্ঞান। প্রিয়ত্বের দৌর্ব্বল্য ভগবানের তোমরা লক্ষ্য কর, লক্ষ্য কর।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মখণ্ড।

গীতার উপনিষৎপ্রধান অংশদ্বয় বলা হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ শেষ ছয় অধ্যায় গুণ ও কর্ম্মবিজ্ঞান-প্রধান। জীব কেমন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উন্নীত হইবে, ইহা বলাই গীতার উদ্দেশ্য। সেই জন্য জীব বা প্রত্যগাত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থাৎ জীব কি, ব্রহ্ম কি, এই দুইটি জানা আবশ্যক। তাহার পর কেমন করিয়া পাইবে, সেই পন্থা। গীতার অভিমত— জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা; কর্ম্মত্যাগ কাহারও নিষ্ঠানুযায়ী পন্থা হইলেও প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। সেই জন্য ভগবান্ প্রথম ছয় অধ্যায়ে জীবাত্মা সম্বন্ধে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে জীবের সাধারণ বিষাদময় অবস্থা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রত্যগাত্মনিরূপণ, তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা, চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের অপরিহার্য্যতা, পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় বা সাংখ্য ও যোগের একত্বদর্শন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রত্যগাত্মসাধনা বর্ণিত।

দ্বিতীয় ষট্‌কে—সপ্তম অধ্যায়ে সাধারণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অষ্টমে ব্রহ্মের অক্ষরপাদ, নবমে ব্রহ্মের পরমাত্মত্ব, দশমে ব্রহ্মের বিভূতি, একাদশে ব্রহ্মের ব্যক্ত বিশ্বরূপাত্মক পরমেশ্বরত্ব এবং দ্বাদশে কর্ম্মত্যাগপ্রধান অব্যক্ত সাধন অপেক্ষা ব্যক্ত পরমেশ্বরত্বে আত্মসমর্পণ দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা বা ভক্তির যোগ্যতমতা বর্ণিত।

প্রথম দুই ষট্‌কে জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া, জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়জাত পরা ভক্তি অবলম্বনে ঈশ্বরানুগ্রহ-লাভ এবং প্রাপ্তিময় কর্ম্মফলত্যাগাত্মক সাধন-পথের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন; এবং ভগবৎসাহায্য-নিরপেক্ষ, আত্মপ্রচেষ্টানির্ভরশীল, কর্ম্মত্যাগময়, নির্গুণ কূটস্থ অক্ষর-সাধনার দ্বারা আত্মোদ্ধারের পন্থার অপকর্ষতা দেখাইয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মবিজ্ঞান বর্ণনা অপরিহার্য্য হইয়াছে; কেন না, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ই যখন সিদ্ধান্ত, তখন কর্ম্মবিজ্ঞান অবশ্যই আলোচ্য। সেই জন্য তৃতীয় ষট্‌ক কর্ম্ম-বিজ্ঞানপ্রধান। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রকৃতি-বিভাগ, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির আবার সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয়-বিভাগ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে সেই গুণত্রয়রূপ ভূমির সহিত সামান্য সম্বন্ধাভাসময় পুরুষত্রয়-বিভাগ বর্ণিত। ষোড়শ অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিভাগের অনুবর্ত্তনে জীবের দৈবাসুর-সম্পদ্‌বিভাগ, এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে সেই গুণত্রয়-বিভাগানুবর্ত্তনে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ বর্ণিত। অষ্টাদশ অধ্যায় উপসংহার। কর্ম্ম, পুরুষপ্রভবে প্রকৃতি হইতে জাত। পুরুষ-

প্রকৃতি ঈশ্বরাধীন; সুতরাং কর্ম্ম পরোক্ষভাবে ঈশ্বরাধীন। জীব ঈশ্বরাধীন, কর্ম্ম সেই জন্য জীবের মাত্র ইহ জন্মের ব্যাপার নহে, জন্মজন্মান্তরগত বা জাতিগত স্বভাবজ। সুতরাং স্বধর্ম্ম বা জাতিগত কর্ম্মই জ্ঞানসংযুক্ত করিয়া করণীয়; উহাই জীবকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মুক্তি অভিমুখে বহন করে এবং মোক্ষপথে কে কত দূর আসিয়াছে, জাতিগত প্রকৃতি তাহার নিদর্শন। সুতরাং কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া চিনিলেই তাহা আত্মধর্ম্ম বা ব্রহ্মধর্ম্মে পরিণত হয় এবং ব্রহ্মে সংযুক্ত রাখিলেই সেই জাতিগত ধর্ম্মই তাহার মোক্ষসাধক হয়—তাহাকে আর অন্য জাতিধর্ম্মের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না বা তাহার জন্য আবার জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার অমানব দান।

সহজেই মনে হইতে পারে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে জাতিবিভাগ একটী মনুষ্যকৃত স্বার্থপরতাময় সঙ্কীর্ণজ্ঞানপ্রসূত বিভাগ মাত্র। এবং আরও মনে হইতে পারে, শূদ্রাদি নিম্নস্তরীয় জাতির বুঝি, ব্রাহ্মণরূপে জাত না হওয়া অবধি মুক্তি নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক। ভগবান্ বলিয়াছেন, পরা ভক্তির উদয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ না করিয়াও শূদ্রাদি, স্বধর্ম্ম পালন হইতেই মোক্ষলাভ করিতে পারে। তাই ইহাকে অমানব দান বলিলাম। সুতরাং স্বধর্ম্মে কর্ম্মময় থাকিয়া পরমাত্মার পরমেশ্বরভাব অবলম্বনই ঐশী কৃপা আকর্ষণে সমর্থ ও সেই কৃপাই মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার সুগম ও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা, ইহাই শেষে বিশদ করা হইয়াছে। আত্মার সংস্থানত্রয় এবং আত্মশক্তির ও শক্তিপ্রকাশের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগ বর্ণনা করিয়া, জীবের ভগবদধীনত্ব দেখান এবং সেই জন্য জীবের প্রশস্ত আদর্শ যে ভগবদ্‌ভাবের অনুবর্ত্তন—তাঁহার মত স্বশক্তি অনুসারে কর্ম্মময় হওয়া ও কর্ম্মকে তাঁহারই কর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত করা এবং তৎসাহায্যে তাঁহারই ইচ্ছার অনুকূলে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া, তাঁহারই কৃপায় উদ্ধার লাভ করা, ইহাই গীতার উপসংহার। জীবের পক্ষে কোন্ গুণবৃত্তিগুলির অবলম্বন ও কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন শ্রেয়ঃ, তাহা দেখাইবার জন্য এই গুণ ও গুণবৃত্তি-বিভাগগুলি বর্ণিত; সুতরাং কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগই শ্রেয়ঃ, এই কথা বলিতে গিয়া, এই কর্ম্ম বা তৎকারণস্বরূপ গুণবৃত্তিবিভাগগুলি না বলিলে চলিত না, সেই জন্য এই গুণতত্ত্ব আলোচনাও গীতার একটী অপরিহার্য্য অংশ। ইহা দার্শনিক ভাবপ্রধান হইলেও গীতার সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে ইহার যথেষ্ট মূল্য। শেষ ষট্‌ককে কর্ম্মবিজ্ঞান বলাই সঙ্গত। ব্রহ্মখণ্ডরূপে প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই শেষ ছয় অধ্যায়ে আর দিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই গীতার ভাবের গতি হৃদয়ঙ্গম হইবে। এইবার গীতার শেষ অধ্যায়গুলি বুঝিতে অগ্রসর হইব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১

ভগবৎপ্রাপ্তৌ হি অনন্যায়া ভক্তেরপরিহার্য্যত্বং একাদশেঽধ্যায়ে ভগবতা উক্তম্। সা চ অনন্যা পরাভিধানা ভক্তিঃ জ্ঞানসমুচ্চিতেন কর্ম্মণা বিনা ন সমুদেতি। জ্ঞানং তাবৎ আত্মবিষয়কমেব অস্মিন্ গীতাশাস্ত্রে তথা সর্ব্বেষু মোক্ষশাস্ত্রেষু সমুপদিষ্টম্। নহি আত্ম-জ্ঞানমন্তরেণ কর্ম্মাণি জ্ঞানসমুচ্চিতানি কৃত্বা নিষ্পাদয়িতুং কশ্চিৎ সমর্থো ভবতি। অতঃ আত্মানাত্মজ্ঞানবিভাগবর্ণনদ্বারেণ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়স্য সম্যক্ সাধনার্থম্ অধুনা কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ব্বিবেকাত্মকং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাধ্যায়ং বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ—হে কৌন্তেয়, ইদম্ অপরাপ্রকৃতি-সম্ভূতং শরীরং লিঙ্গাদি-স্থূলান্তং সংসারবৃক্ষস্য উৎপত্তিভূমিত্বাৎ কৃষকবৎ তৎফলভোক্তৃত্বাচ্চ ক্ষেত্রম্ ইত্যেব অভিধীয়তে কথ্যতে, এতৎ ক্ষেত্রসংজ্ঞকং শরীরং যো জীবভূত আত্মা বেত্তি 'অহমেতাদৃক্' 'ইদং মে শরীরং' ইতি বিভাগশো বিজানাতি, তং বেত্তারং ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবং প্রাহুঃ কথয়ন্তি, তদ্বিদঃ তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি, তে কথয়ন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয় এবং এই শরীরকে যিনি জানেন (আমি ও আমার, এইরূপে জ্ঞাত হন), তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিদেরা এই কথা বলিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—পরা ভক্তি জ্ঞানসমুচ্চিত কর্ম্মসাপেক্ষ; আত্মজ্ঞানশীর্ষক জ্ঞানই জ্ঞান। সেরূপ জ্ঞান না হইলে পরা ভক্তির উদয় হয় না; এবং পরা ভক্তির উদয় ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্তির পথে অপরিহার্য্য, ইহা পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন। সেই জন্য জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় সম্যক্‌ভাবে যাহাতে করা যায়, তদুদ্দেশে আত্মানাত্ম বিভাগটি বিশেষভাবে বলিতেছেন। কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই কর্ম্ম কেমন করিয়া হয়, সেই বিজ্ঞান আমূল বর্ণনার দ্বারা কর্ম্মাচরণ উপদেশের সারবত্তা দেখাইতে প্রথমে ভগবান্ প্রকৃতিপুরুষ-বিভাগরূপ এই অধ্যায়টি হইতে সূচনা করিলেন। দেহাত্মবোধ লইয়া বিচরণশীল সাধারণ মনুষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ বিশেষ ভাবে ধারণা করিতে হইলে প্রথমেই আত্মানাত্ম জ্ঞানটির উপলব্ধি করিতে হয়। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই বিশ্বের একায়ন কথিত হইয়াছেন। যাহা কিছু প্রকাশ হয়, প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মেরই নামরূপক্রিয়াবৈচিত্র্য, অন্য কাহারও নহে; এবং সেই জন্যই কর্ম্মময় জীবের সর্ব্বকর্ম্ম সহ আত্মসমর্পণ তাঁহাতে সুসিদ্ধ হইতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রজ্ঞানস্বরূপ

পরমাত্মা এইরূপ সর্ব্ববিপরীতসমাহারী হইলেও আপাতদৃষ্টিতে যে চেতনাচেতনাদি বিপরীত তত্ত্বসকল জগতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা কেমন করিয়া এক মূল তত্ত্বেরই প্রকাশ, ইহা যত ক্ষণ জানা না যায়, ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় যে মহিমাকে "অস্মি" আদি আকারে ব্যাকৃত করিয়া অনাত্ম বিশ্ব রচনা করেন, সেই মহিমা ও তাঁহার আত্মরূপ প্রত্যয়সার স্বরূপ, উভয়ই পরমাত্মতত্ত্বে একই, অক্ষরতত্ত্বে সংহত ও বিভক্ত দুই, অথচ অব্যক্ত হিসাবে একই এবং ব্যক্ত বিশ্বরূপে স্বগতভেদময়। সেই ভেদ আত্মানাত্মবিভেদরূপে অপরমেশ্বরদর্শী অজ্ঞান জীবে সুবিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত। সাধারণ জীব ভূতজগৎকে মাত্র ভূত বলিয়াই জানে এবং সেইরূপ জ্ঞানেই ব্যবহারশীল থাকে। জীব ভৌতিক শরীরেরই ভোক্তা অথবা সে নিজেই তাই, এই ভাবে সে থাকে কর্ম্মময়; এবং সেই জন্য কর্ম্মজাত ফলভোগে বদ্ধ থাকে। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া কৃষক যেমন তজ্জাত শস্যাদি ভোগ করে, শরীর কর্ষণ করিয়া জীব তেমনই কর্ম্মফল ভোগ করে, এই জন্য শরীর ক্ষেত্রনামে অভিহিত। আর শরীরস্থ জীবরূপে আত্মার যে অবস্থিতি, যিনি জীব সাজিয়া 'আমি এই,' 'আমার শরীর এই,' এইরূপ শরীরসঙ্গী হইয়া থাকেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু যতক্ষণ শরীরে ও আপনাতে 'আমি ও আমার শরীর' এই বিভাগ দুইটিকে বিশেষভাবে পরিস্ফুট করিয়া দেখিতে না পারেন বা না দেখেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিৎ নহেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই বিভাগ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেই তখন পুরুষ প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিৎ হন। নির্গুণ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান হয় না। ইহা তত্ত্ববিষয়ে উক্তি।

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ২

পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে শরীরানুভবকর্ত্তা জীবভূত আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্তম্। তথা সতি "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি ভোক্তা" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং পরমাত্মনো ভোক্তৃত্বম্ অনুপপন্নং স্যাৎ, তদপাকরণায় উচ্যতে—হে ভারত, মাং পরমাত্মানং চাপি সর্ব্ব-ক্ষেত্রেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু আত্মরূপেণাবস্থিতং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্ব"মিতি শ্রুতেঃ। এতেন অন্তঃসঙ্গবশাৎ সামান্যতো জীবাত্মনঃ, বিশেষতশ্চ পরমাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বং কথিতং, পরাপ্রকৃতিরূপস্য জীবাত্মনঃ স্বরূপেণ পরমাত্মতোঽভেদাৎ। অত উক্তং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বপ্রখ্যাপনায়—ক্ষেত্রজ্ঞং মাং চাপি সর্ব্বক্ষেত্রেষু বিদ্ধি, অয়মর্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞাবলম্বনেন মাং পরমাত্মানং জানীহি অথবা যাথাত্ম্যেন সর্ব্বক্ষেত্রেষু অহমেব ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি জানীহি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ—ক্ষেত্রং অব্যক্তাদিস্থূলান্তং, ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মাদিজীবাত্মান্তঃ, তয়োঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যদ্‌জ্ঞানং স্বরূপস্য ধর্ম্মস্য চ অপরোক্ষানুভবঃ, তজ্‌জ্ঞানং সম্যক্‌জ্ঞানমিতি মম পরমাত্মনো মতমভিপ্রেতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অধিকন্ত হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞানপ্রকাশ, তাহার জ্ঞানই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে শরীরকে যিনি জানেন, তাঁহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। ইহা হইতে আশঙ্কা হইতে পারে, তবে কি জীব ও জীবের শরীরকে পরমাত্মা জানেন না—দেখেন না? বিশেষতঃ "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি ভোক্তা"—ইনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, ইনি ভিন্ন অন্য কেহ ভোক্তা নাই; "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"—ঈশ্বর অভোক্তা দ্রষ্টা, শ্রুতি এইরূপে পরমাত্মারই অভোক্তৃদ্রষ্টৃত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। তবে মাত্র জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইল কেন? সেই আশঙ্কা নিরাস করিতে ভগবান্ বলিতেছেন, অধিকন্তু আমাকে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—এ সমস্তের তিনিই আত্মা, এইরূপ শ্রুতি হইতে জানা যায়, তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মারূপে বিরাজিত; সেই হিসাবে অন্তর্যামী আত্মাই যে প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং অন্তঃসঙ্গী জীবাত্মা সামান্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও অন্তর্যামী পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। পরা প্রকৃতি বা নির্গুণ আত্মবোধরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মার অংশ, তাঁহাতে ও পরমাত্মাতে স্বরূপতঃ ভেদ নাই। শুধু একে ঈশিত্ব, অন্যে অসঙ্গত্ব বিশেষ ভাবে প্রকট। যেথা অসঙ্গত্ব সঙ্গত্ব তাঁহাতেই সংঘটন হয়, সেথা তিনিই হন জীব। সঙ্গত্ব বহন করিবার জন্যই, গুণসঙ্গী হইয়াও তন্মধ্যে অসঙ্গ থাকিবার জন্যই এই অসঙ্গত্ব বা নির্গুণত্বের বিশেষ প্রকটন অক্ষরে। কাজেই আত্মচেতনময় পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং পরমেশ্বরত্বের জন্যও ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞেরও ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব ভাল করিয়া বলিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন, সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকে ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জ্ঞাত হও। ইহার অর্থ—ক্ষেত্রজ্ঞ অবলম্বনে আমাকেই জ্ঞাত হও। অথবা প্রকৃত পক্ষে আমিই সর্ব্বত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা জ্ঞাত হও। আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান; আমিও ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা জান; আমাকে ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জান, এই তিনটি ভাবই গ্রহণীয়। "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ" শব্দের অর্থ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান-প্রকাশ, সেই জ্ঞান। পরে এই জ্ঞানের কথা আছে বলিয়া এখানে এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানকে এখানে স্তুতি করা হয় নাই। ক্ষেত্র হইতে ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে যে বিভিন্ন জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেইগুলি জানাই প্রকৃত জ্ঞান।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

পূর্ব্বোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রস্য বিভাগপ্রকারবর্ণনং, ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ স্বরূপশক্তিবর্ণনং প্রতিজানীতে তদিতি। তৎ "ইদং শরীর"মিতিশ্লোকোপদিষ্টং ক্ষেত্রং অব্যক্তাদিচতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপং শরীরাকারেণ পরিণতঞ্চ, যৎ চ স্বরূপতো, যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ স্বধর্ম্মান্বিতং, যদ্বিকারি যেন যেন বিকারেণ যুক্তং, যতো যস্মাৎ চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ যৎ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদভিন্নং সত্ত্বজাতমুৎপদ্যতে, যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাগুপদিষ্টঃ, স যৎপ্রভাবঃ যৈশ্চ প্রভাবৈঃ স্বরূপধর্ম্মৈরন্বিতঃ, তৎ সর্ব্বং সমাসেন সংক্ষেপেণ কথয়তো মে মত্তঃ শৃণু।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ কি এবং কিরূপ, কি কি বিকার তাহা হইতে প্রকাশ পায়, সেই ক্ষেত্র হইতে কি জাত হয় ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেই বা কি হয়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শোন।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ প্রথমেই বলিলেন, শরীরই ক্ষেত্র এবং সেই শরীরের জ্ঞাতাই ক্ষেত্রজ্ঞ। তার পর বলিলেন, সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞকে ও আমাকে জ্ঞাত হও অথবা আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা জান বা ক্ষেত্রজ্ঞ অবলম্বনে আমায় জ্ঞাত হও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে যে বিভিন্ন জ্ঞানপ্রকাশ—সংক্ষেপে ক্ষেত্র ও তদ্ধর্ম্ম, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও তদ্ধর্ম্ম, তাহা জানাই জ্ঞান; এবং তাহা বলিবার জন্য এই শ্লোকটির অবতারণা করিলেন। অব্যক্তাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সাধারণতঃ প্রকৃতিপদবাচ্য এবং উহাই ক্ষেত্র। অধ্যাত্মেও সেই জন্য শরীর ক্ষেত্রপদবাচ্য। এই শরীর বলিতে মাত্র স্থূল ভৌতিক শরীর নহে; অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে ভূতপ্রকাশ পর্য্যন্তই শরীর। সেই বিকারগুলি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ ও তাঁহার প্রভাব বলিবার জন্য ভগবান্ অগ্রসর হইতেছেন।

ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

এতৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বং সংক্ষেপেণ ময়া প্রোচ্যমানং, বহুধা বহুপ্রকারেণ বিস্তরশশ্চ ঋষিভিরধ্যাত্মশাস্ত্রপ্রণেতৃভিঃ গীতং কথিতং স্তুতং চ শ্রোতৃবুদ্ধিগ্রহণসামর্থ্যভেদাৎ, বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈরধ্যাত্মাধিদৈবাধিযজ্ঞাধিভূতবিষয়ৈঃ, ছন্দোভিঃ ঋগাদিভির্ব্বেদৈঃ পৃথক্ একস্যৈবাত্মনঃ শক্তিপ্রকাশরূপপূজনীয়নানাদেবতারূপেণ গীতম্ উপদিষ্টম্। তথা ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব ব্রহ্মসূত্রৈঃ ব্রহ্মণঃ সূচকৈর্ব্বাক্যৈঃ পদ্যতে গম্যতে ব্রহ্মেতি ব্রহ্মসূত্রপদানি, তৈশ্চৈব বহুধা গীতম্। তৈঃ কিম্ভূতৈঃ? হেতুমদ্ভিঃ যুক্তিযুক্তৈঃ, বিনিশ্চিতৈঃ নিঃসংশয়জ্ঞানোৎপাদকৈঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব ঋষিদিগের দ্বারা এবং ঋগাদি চারি বেদ কর্ত্তৃক ও যুক্তিমূলক ব্রহ্মনিরূপক শব্দের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মতত্ত্ব নানা প্রকারে ঋষিদিগের দ্বারা বিশ্লেষিত, বিবৃত ও স্তুত হইয়াছে। জীবের বুদ্ধির গ্রহণশক্তি অনুসারে একই জিনিষকে বহু ভাবে আলোচনা করিয়া উপলব্ধি করা যাইতে পারে, আর্ষ অপরোক্ষ অনুভূতিতেও একই তত্ত্ববর্ণনা বহু প্রকারে করা যাইতে পারে। অনুভূতিকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও বর্ণন নানা ভাষায় নানা দিক্ দিয়া করা যাইতে পারে; নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহার বিবৃতি সম্ভব। ঋষিরাও সেইরূপ আপনাদিগের দর্শনকে নানাবিধ ভাবে ও ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাহা হইতে তাঁহাদিগের দর্শনের সম্বন্ধে এইটি সত্য, এইটি অযৌক্তিক বা ভ্রান্তিপূর্ণ, এরূপ ধারণা করিতে নাই। সেগুলির সামঞ্জস্য করা, সার ঐক্য দর্শন করাই যুক্তিযুক্ত। গীতার এই যে জীবাত্মাকে পরা প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ, ইহা

গীতারই বিশেষত্ব। অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞাদি বিভাগ পরিস্ফুটন, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ নামকরণ, এগুলি গীতারই বৈশিষ্ট্য। ঔপনিষদিক বীজকে অভিব্যক্ত করিয়া, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাবে ও ভাষায় তাহাকে বোধগম্য করা, যুক্তিমূলক ভাবে ইহা ঋষিরা করিয়াছেন এবং গীতাতেও সেই ভাবটি দেখা যাইতেছে।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৬

ক্ষেত্রস্বরূপং কথয়তি মহাভূতানীতি। মহাভূতানি ক্ষিত্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারঃ তেষাং মহাভূতানাং কারণভূতঃ, যস্মাৎ প্রজ্ঞামাত্রস্বরূপাৎ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ সূক্ষ্মভূতানি জায়ন্তে, বুদ্ধিঃ অহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বং, অব্যক্তং গুণত্রয়াণাং সাম্যাবস্থারূপা মূলপ্রকৃতিঃ, ইতি বিকৃতিসপ্তক-সহিতা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। ইন্দ্রিয়াণি দশ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদানি, একঞ্চ মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকম্ একাদশেন্দ্রিয়ং, পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তন্মাত্ররূপাঃ, আকাশাদীনাং বিশেষগুণতয়া প্রাদুর্ভূতা জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিষয়া ভবন্তি, ইতি ষোড়শ বিকারাঃ, তান্যেতানি চতুর্বিবংশতিতত্ত্বানি সাংখ্যবাদিনো বদন্তি। তথা ইচ্ছা অভিলাষঃ, দ্বেষো বিরোধঃ, সুখং প্রীতিঃ, দুঃখং ব্যথা ইত্যেতে প্রসিদ্ধা হৃদয়ধর্ম্মাঃ পুরুষস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য ভোগ্যত্বাৎ ক্ষেত্রমুচ্যতে। সংঘাতঃ সংহতিঃ ক্ষেত্রক্ষেত্র-জ্ঞয়োর্ম্মিলনং, যেন হি ইচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ সর্ব্বে হৃদয়ধর্ম্মাঃ প্রজাতাঃ সন্তঃ প্রত্যগাত্মগুণা উচ্যন্তে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রবিভাগে তু ক্ষেত্রান্তর্গতত্বমেব তেষাং যুক্তং, পুরুষস্য জ্ঞেয়ত্বাৎ। চেতনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য জীবাত্মনঃ প্রভাবরূপা জ্ঞানাত্মিকা, ধৃতিঃ ধৃতিশক্তিঃ তথৈব মুখ্যপ্রাণরূপা, যাভ্যাং হি স্বরূপধর্ম্মাভ্যাং ক্ষেত্রজ্ঞো জীবাত্মা ক্ষেত্রানুপ্রবিষ্টস্তিষ্ঠতি, তাবুভৌ ক্ষেত্রজ্ঞস্য জীবাত্মনঃ স্বরূপধর্ম্মৌ অত্র ক্ষেত্রসংজ্ঞকৌ উক্তৌ। এতৎ সবিকারং বিকারেণ মহদাদিনা সহিতং ক্ষেত্রং সমাসেন সংক্ষেপেণ উদাহৃতং কথিতং তুভ্যমিতি শেষঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্তা প্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় বা তন্মাত্রা, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয় ও আত্মার সংঘাত বা হৃদয়, জ্ঞান ও এই সকলের বিধৃতিশক্তি বা প্রাণ, এইগুলি একত্রে লইয়া যাহা, তাহাই সবিকার ক্ষেত্র নামে কথিত।

যৌগিক অর্থ।—অব্যক্তাদি চতুর্বিবংশতি তত্ত্বই সবিকার অপরা প্রকৃতি। ইচ্ছা-দ্বেষাদি হার্দ্দ ধর্ম্মগুলি সংঘাত অর্থাৎ প্রকৃতি ও আত্মার সংহতি হইতে জাত। হৃদয়ধর্ম্ম-গুলি জীবাত্মারই বলিতে হয়; কেন না, হৃদয় জীবের ভোগ ও বীজাশয়। সে হিসাবে ওগুলি আত্মগুণ, কিন্তু প্রকৃতি-সংযোগে জাত। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্যক্‌রূপে বিভাগ করিয়া দেখিতে গেলে হৃদয়কেও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন বলিতে হয়; কেন না, হার্দ্দ ধর্ম্ম-

গুলিও "জ্ঞ"পুরুষের জ্ঞেয়। যিনি জানেন ও ভোগ করেন, তিনি "জ্ঞ"; যাহা জানেন বা ভোগ করেন, সেইগুলি জ্ঞেয় বা ক্ষেত্র। সুতরাং এই হিসাবে ইচ্ছাদ্বেষাদিও ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই জন্য পরা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে নির্গুণ আত্মস্বরূপ "জ্ঞ"পুরুষের প্রভব চেতনাকে এবং ধৃতি বা প্রাণকেও ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইল। চেতনা ও ধৃতি বা প্রাণ, পুরুষের প্রভব। আত্মরূপে অবস্থিত প্রজ্ঞানঘন পরমপুরুষের পরা প্রকৃতি "জ্ঞ"; তাঁহার প্রভব দুই ভাবে অপরা প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করে,—জানা ও বিধারণ করা। নির্গুণ অসঙ্গ "জ্ঞ"পুরুষ এই জানা ও বিধৃতির দ্বারা ক্ষেত্রকে ভোগ করেন বা ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। দর্শন, শ্রবণ ও ভোগাদি করা আত্মধর্ম্ম, আত্মা ভিন্ন অন্য কেহ দর্শন শ্রবণাদি করেন না; সেই দর্শনাদি করিতে, সেই বিষয়গুলিকে আত্মময় করিয়া রাখিয়া, যে শক্তি ভোগ সংঘটন করে, তাহাই প্রাণ বা ধৃতিশক্তি। উহাই পরে ইন্দ্রিয় আকারে বিভক্ত ও প্রাণাদি নামে অভিহিত। সুতরাং ওই ধৃতি ও চেতনা, উহা পুরুষপ্রভব ও পুরুষের ভোগ্যের অন্তর্ভুক্ত; সেই জন্য উহাও ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইল। ওই প্রভবদ্বয়ের বিস্তারেই আত্মার ভোগ-সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ম্প্রকাশ আত্মতত্ত্বের আত্মত্ব ভিন্ন অন্য যত প্রকার জ্ঞানায়তন, সমস্তই ক্ষেত্র এবং নিরীহ চেতনই "জ্ঞ"। এবং জীবাত্মা বা ক্ষেত্রস্থ "জ্ঞ"পুরুষও প্রকৃতি নামেই এখানে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই জন্যই আত্মতত্ত্বের স্বরূপধর্ম্মগুলিকেও ভগবান্ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। জীবাত্মা বা ক্ষেত্রস্থ "জ্ঞ"পুরুষও পরা প্রকৃতিরূপেই গীতায় গৃহীত হইয়াছে ও সেই হিসাবে ক্ষেত্রস্থ "জ্ঞ"পুরুষও ব্রহ্মরূপ ভূমা ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞেয় বা প্রকৃতি। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিভাগ ব্রহ্মবাদে পরা ও অপরা-প্রকৃতি-বিভাগ মাত্র। সুতরাং ক্ষেত্র বর্ণনা করিতে ক্ষেত্র ও "জ্ঞ," উভয়কেই ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

ক্ষেত্রস্বরূপমুক্ত্বা অধুনা ক্ষেত্রবিলক্ষণম্ আত্মানং জ্ঞস্বরূপং যে বিজানন্তি, তেষাং

লক্ষণানি অমানিত্বাদীনি জ্ঞানলক্ষণত্বাৎ জ্ঞানশব্দবাচ্যানি কৃত্বা উপদিশতি অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং নিজগুণানাং শ্লাঘনরাহিত্যং, অদম্ভিত্বং দম্ভবিহীনত্বং, অহিংসা প্রাণিনামপীড়নং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমাশীলতা, আর্জ্জবং সরলতা, আচার্য্যোপাসনং আচার্য্যস্য জ্ঞানোপদেষ্টুঃ সেবনং পূজনঞ্চ, শৌচং নির্ম্মলচিত্ততা, স্থৈর্য্যং আত্মজ্ঞানৈকনিষ্ঠতা, আত্মনিগ্রহঃ দেহেষু আত্মাভিমানপরিত্যাগপ্রযত্নঃ, ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু বৈরাগ্যং নিস্পৃহতা, অনহঙ্কারঃ অহং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইত্যভিমানরাহিত্যং, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং জন্মনি মৃত্যৌ জরায়াং ব্যাধিষু দুঃখান্যেব দোষঃ, তস্য অনুদর্শনং পুনঃ পুনশ্চিন্তনং, পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ অনুরাগাভাবঃ, অনভিষ্বঙ্গঃ তেষাং সুখে দুঃখে আত্মনঃ সুখদুঃখাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু অভিলষিতানভিলষিতপ্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বং হর্ষোদ্বেগরহিতত্বং, ময়ি সর্ব্বাত্মস্বরূপে পরমেশ্বরে অনন্যযোগেন ন আত্মতোহন্যস্মিন্ যুজ্যতে ইত্যনন্যযোগঃ, তেন অপৃথগ্‌ভূতেন বুদ্ধিযোগেন অব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তির্ভজনাত্মিকা অনুরক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং জনহীনপবিত্রস্থাননিবাসপ্রিয়তা, জনসংসদি জনসমাজে অরতিঃ অনুরাগাভাবঃ, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং আত্মানম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং জ্ঞানমধ্যাত্মং, তস্মিন্ নিত্যত্বং নিষ্ঠাভাবঃ, তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং তত্ত্বজ্ঞানস্য ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারস্য অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ, তস্য দর্শনম্ আলোচনম্, এতৎ অমানিত্বাদি বিংশতিসংখ্যকং যদুক্তং, তচ্চ জ্ঞস্বরূপস্য প্রত্যগাত্মনঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণত্বাৎ জ্ঞানম্ ইতি ময়া প্রোক্তম্, অতো যদন্যথা অস্মাদ্‌যদ্‌বিপরীতং মানিত্বদম্ভিত্বাদিলক্ষণং, তৎ অজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং ক্ষেত্রাভিমানলক্ষণত্বাৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অমানিত্ব, দম্ভবোধশূন্যতা, অহিংসা, ক্ষমাময়ত্ব, সরলতা, গুরুসেবা, শুচিতা, স্থৈর্য্য, আত্মম্ভরিতার পরিহার, শব্দস্পর্শাদিতে অনুরাগশূন্যতা, অনহঙ্কার, জীবক্ষেত্রে জন্ম, জরা, মৃত্যু, রোগ ইত্যাদি দোষসকলে বিশেষ লক্ষ্যময়তা, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহপ্রভৃতিতে সঙ্গ ও আসক্তিশূন্যতা, সর্বদা শুভাশুভে সমভাবাপন্ন, পরমাত্মরূপ আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিময়তা, নির্জ্জনপ্রিয়তা, জনসমাজে স্পৃহাশূন্যতা, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞাননিরতভাব, তত্ত্বজ্ঞানরূপ পরমার্থদর্শনময়তা, এই সকল লক্ষণযুক্ত যে জ্ঞানপ্রকাশ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এতদ্‌ভিন্ন সমস্তই অজ্ঞান।

যৌগিক অর্থ।—ক্ষেত্র কি, তাহা পূর্বে বলিয়াছেন। অব্যক্ত সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, অধ্যাত্মে বুদ্ধি, অহঙ্কার, শব্দ স্পর্শাদি তন্মাত্রা, মন আদি একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতাত্মক স্থূল শরীর, এগুলি ক্ষেত্র। আবার ওই ক্ষেত্রের সহিত সংযোগে বা সঙ্ঘাতে যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখাদি অনুভূতিসকল, যাহা হৃদয়রূপে পরিচিত, তাহাও ক্ষেত্র, অর্থাৎ আত্মার ভোগ্য, সুতরাং আত্মা হইতে ভিন্ন। আবার শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মার যে চেতনপ্রকাশ, যাহার প্রভাবে এই ক্ষেত্র তিনি বিজ্ঞাত হন এবং ধৃতি বা যে মহিমাপ্রভাবে তিনি এই ক্ষেত্রকে আত্মময় বা ভোগময় করিয়া ধরিয়া রাখেন, সেই চেতনা ও ধৃতি বা প্রাণশক্তিও ক্ষেত্র ; কেন না, উহাও তিনি জানেন। এইরূপে এই সকল আপনা হইতে

ভিন্ন, ইহারা ক্ষেত্রসদৃশ, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, এই সকলেরই জ্ঞাতা, সুতরাং এ সকল হইতে স্বতন্ত্র, এইরূপ জ্ঞানই ক্ষেত্রজ্ঞান। ক্ষেত্রজ্ঞান এইরূপ সম্যক্ বিস্তৃত হইলে, তদন্তে যে শুদ্ধ জ্ঞস্বরূপটি প্রতিভাসিত হয়, তাহাকেই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে হয়। তিনিই পরা-প্রকৃতি নামে গীতায় অভিহিত। পরমাত্মা সেই নির্গুণ আত্মরূপে প্রতি ক্ষেত্রে স্বীয় চেতনা ও ধৃতিপ্রভাবে অপরা প্রকৃতিতে, বিবিধ জ্ঞানায়তনে বা জ্ঞানক্রিয়ায় সংযুক্ত থাকিয়া—গুণসঙ্গী হইয়া জগৎ ধারণ ও ভোগ করেন। সুতরাং আত্মসম্বন্ধে যাহাদিগের এরূপ জ্ঞান প্রকাশ হইয়াছে, তাহারা আপনাকে বিষয়বিমূঢ় পুরুষের মত দেখিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করে না। জাগতিক বিষয় অবলম্বনে যে অভিমান, দম্ভ, অহঙ্কার, তাহাতে তাহার স্বতই বিরতি আসে। সে পুরুষ জ্ঞানদাতা গুরুচরণে অহর্নিশ সেবাপরায়ণ থাকিতে, ক্ষেত্রাভিমানময় জীবত্বের দমনে, আত্মস্থৈর্য্য লাভ করিতে, শরীরের জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি আদি দোষ দর্শন করিতে, বিষয়সুখে লোলুপতা ত্যাগ করিতে, নির্জ্জনে বসবাস করিতে, স্ত্রীপুত্রে মমতাবুদ্ধি ত্যাগ করিতে, শুভাশুভ ব্যাপারে অবিচল থাকিতে, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, তত্ত্ব ও পরমার্থদর্শনে রত থাকিতে সর্বদা আগ্রহবান্ হয় এবং স্বল্পবিস্তর সেই সব লক্ষণই তাহার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান হইতে প্রকাশ পাইতে থাকে। সুতরাং যে জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ এই প্রকার মোক্ষসূচক আচরণ সকল প্রকাশ পায়, তাহাই পরম জ্ঞান। বুদ্ধিতে আত্মা কাহাকে বলে, জানা হইয়াছে, অনাত্মা কাহাকে বলে, জানা হইয়াছে, অথচ অন্তরে সে জ্ঞান আধিপত্য করে না, এরূপ জ্ঞান জ্ঞানপদবাচ্য নহে—অজ্ঞান। 'জ্ঞ' ও 'ক্ষেত্র' ইহার বিভাগ এত সূক্ষ্মভাবে দেখিবার উদ্দেশ্য—ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা। ব্রহ্মতত্ত্বের স্থূলতম বিশ্বপ্রকাশ নিত্যোপলব্ধ; কিন্তু সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম আত্মস্বরূপটি দুর্জ্ঞেয়। দুর্জ্ঞেয় হইলেও সর্ব্বভূতমূল এবং সর্বভোগসিদ্ধ। এই আত্মানাত্ম উভয়বিধ ব্রহ্মপ্রকাশ অবগত না হইলে এবং সে অবগতি হৃদয়ের উপর আধিপত্য না করিলে ব্রহ্মবেত্তা হওয়া যায় না। সেই জন্য একান্ত বিপরীতভাবীয় এই উভয়বিধ প্রকাশের সম্যক্ জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ আচরণময় হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। সেই জন্য বিশুদ্ধ 'জ্ঞ' তত্ত্বটি বর্ণনা করিয়া এবং সে তত্ত্বটির জ্ঞান হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া, সেই তত্ত্ববিৎকে কিরূপ স্বভাবসম্পন্ন করে, তাহা বর্ণনা করিয়া, এইবার ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে অগ্রসর হইতেছেন।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২

দ্বিপাদো হি মোক্ষঃ—প্রত্যগাত্মাবগমেন মৃত্যুত্তরণতঃ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপঃ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ অমৃতত্বলাভরূপশ্চ "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ইতি শ্রুতেঃ। আদ্যস্তাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞবিদাম্ অমানিত্বাদিজ্ঞানলক্ষণবর্ণনদ্বারেণ প্রোক্তঃ, অধুনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণামৃতত্বলাভরূপঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্ভির্বিজ্ঞাতব্যঃ অন্তিমঃ পাদ উচ্যতে জ্ঞেয়-

মিত্যাদিনা, যস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপযোঃ কর্মজ্ঞানয়োরাত্যন্তিকঃ সমুচ্চয়ো ভবতি। যৎ জ্ঞেয়ং অমৃতত্বপ্রেপ্সুভির্বিবিজ্ঞাতব্যং, তৎ প্রবক্ষ্যামি, তেন বচনেন কিং ফলং ভবেৎ, তদুচ্যতে,—যজ্ জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষস্যান্তিমং পাদং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। কিং তৎ? অনাদিমৎ—অনাদী পরাঽপরে প্রকৃতী, তেঽস্য স্ত ইতি অনাদিমৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপপ্রকৃতিদ্বয়-যুক্তং পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। যতোহি ব্রহ্মপ্রকাশরূপে পরাঽপরে প্রকৃতী অনাদি-শব্দেনোচ্যেতে, বক্ষ্যতি চ ভগবান্ "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপী"তি, অতো ব্রহ্ম অনাদিমদ্ভবতি। যদ্যপি ব্রহ্ম অনাদিপ্রকৃতিদ্বয়যুক্তং, তথাপি তদ্ব্রহ্ম ন সৎ ন পরা-প্রকৃতিরূপং, ন অসৎ ন অপরাপ্রকৃতিরূপম্ উচ্যতে। সদসচ্ছব্দয়োঃ পরাঽপরাপ্রকৃতি-বাচকত্বাৎ তৎকারণং ব্রহ্ম তদ্যুক্তমপি স্বরূপতস্তাভ্যামনির্বচনীয়মিত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এইবার যিনি জ্ঞেয়, যাঁহাকে জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, তাঁহার কথা বলিতেছি। তিনি অনাদি পরম ব্রহ্ম, তাঁহাকে সৎ অসৎ কিছুই বলা যায় না।

যৌগিক অর্থ।—আত্মতত্ত্বজ্ঞানে মুক্তির ত্রিবিধ দুঃখপরিহাররূপ একপাদ লাভ এবং ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তির দ্বিতীয় পাদ অমৃতত্ব লাভ হয়, ইহা শ্রুতির অভিমত। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" প্রভৃতি শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দেন। এই জন্য ভগবান্ বলিলেন, আমি এইবার সেই তত্ত্ব বলিব, যাহা জানিলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে। পূর্ব্বে 'জ্ঞ'স্বরূপ আত্মতত্ত্বের কথা ক্ষেত্রবিবিক্ত করিয়া গৌণভাবে বলিয়াছেন। এইবার ব্রহ্মই যে সেই আত্মরূপে ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বলিয়া, আত্মার ব্রহ্মত্ব উপদেশ দিতে 'যাঁহাকে জ্ঞাত হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়' বলিয়া সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিলেন। প্রথমেই ব্রহ্মের অনাদিমত্ত্ব ধর্মটি লক্ষ্য করিলেন। ব্রহ্মের 'পরা ও অপরা' উভয় প্রকাশই অনাদি। অপরা প্রকৃতিও অনাদি, পরাপ্রকৃতিরূপে আত্মতত্ত্বও অনাদি। উভয় প্রকাশই যখন অনাদি, তখন যাঁহার সে প্রকাশদ্বয়, তিনি নিশ্চয়ই অনাদিধর্ম্মময়, এই অর্থে 'অনাদিমৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মতুপ্ প্রত্যয় দিবার ইহাই উদ্দেশ্য। দ্বিবিধ ব্রহ্মপ্রকাশই অনাদি, সুতরাং তিনি অনাদিমান্। তাঁহার আদি আছে বা নাই, এই ভাবে আদি অনাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন সে পরম অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে চলিতে পারে না, যে তত্ত্বকে ন সৎ, ন অসৎ, এইরূপ লক্ষণের দ্বারা বর্ণনা করা হইতেছে। এই অর্থ গ্রহণ করিলে 'মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ' এরূপ আর বলিতে হয় না। অথবা 'মম পরং মৎপরং'—বাসুদেবাখ্য আমার শ্রেষ্ঠ বা নির্বিশেষ রূপ অনাদি ব্রহ্ম, এরূপ অর্থও কল্পনা করিতে হয় না। পরম ব্রহ্ম অনাদিমৎ, সাদি অনাদি এরূপ কোন প্রত্যয় সেখানে থাকে না এবং সৎ বা অসৎ আখ্যারও তিনি অতীত। তাঁহার প্রকাশ সদসদাখ্য হইতে পারে; কেন না, সেগুলি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ বৈশিষ্ট্যময়। প্রকাশদ্বয়ের গুণবাচক সদসৎ শব্দ হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব সদসৎ সকল আখ্যার অতীত। সদসৎ অর্থে প্রধানতঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অসৎ শব্দ নাস্তিবাচক বা মিথ্যাবাচক

নহে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইহা গীতাতেই আছে, এবং ব্রহ্মবাদে ইহাই প্রধান কথা। শ্রুতি ব্রহ্মের প্রকাশদ্বয়কেই সৎ অসৎ বলিয়াছেন— "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ" যাহা স্থির, যাহা গতিশীল, যাহা সৎ, যাহা ত্যৎ, তাহারাই ব্রহ্মের প্রকাশদ্বয়। স্থির বলিতে, সৎ বলিতে কাজেই এখানে আত্মাকেই বুঝিতে হইবে এবং গতিশীল বলিতে, ত্যৎ বা অব্যক্ত বলিতে অপরা প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই পরাঽপরা প্রকৃতিদ্বয়ই যে ব্রহ্মের প্রকাশদ্বয় এবং ইহারাই সৎ ও অসৎ শব্দের দ্বারা লক্ষিত, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই প্রকাশদ্বয়ের নাম সদসৎ, সুতরাং এ প্রকাশদ্বয়ের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম এই দুই অনাদি তত্ত্বময়, কিন্তু নিজে সদসৎপদবাচ্য নহেন—ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। কিন্তু আবার সদসৎ তাঁহারই দুইপ্রকার রূপ বলিয়া তিনিই সদসৎ সমস্ত। তিনি মাত্র সৎ নহেন, মাত্র অসৎ নহেন, মাত্র সদসৎ সমস্ত নহেন; তিনি সদসৎ এবং সদসৎ নহেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোঁকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

ব্রহ্ম চেৎ সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং, তর্হি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদীনি শ্রুতিবাক্যানি বিরুধ্যেরন্, তন্নিরাসার্থমুচ্যতে সর্ব্বত ইতি। তৎ অনন্তরাতীত-শ্লোকোক্তং সদসদ্বিলক্ষণং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম—ন অন্যৎ কিমপি তত্ত্বৎ, বিশ্বপ্রকাশসময়ে স্বয়মেব বিশ্বরূপং সৎ সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য, তথাবিধং সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তথাবিধং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়সমন্বিতং ভূত্বা লোকে জগতি সর্ব্বং জীবনিকায়ম্ আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই ব্রহ্ম লোকসকলে সর্ব্বত্র বাহু ও চরণময়, সর্ব্বত্র চক্ষুময়, শিরোময়, মুখময়, সর্ব্বত্র শ্রুতিমান্ এবং সমস্তকে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

যৌগিক অর্থ।—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,' ব্রহ্মই সমস্ত—এই শ্রুতির দ্বারা তাঁহারই ব্যক্তাব্যক্ত সর্ব্বরূপত্ব কথিত হইয়াছে। আবার 'যদি মন্যসে সুবেদেতি' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা তাঁহার অনির্ব্বচনীয়ত্বও কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেই অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বই যে সর্ব্বমূর্ত্তিময় হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রকাশ করেন, ইহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত। এই ব্রহ্মতত্ত্বে কষ্টকল্পনার দ্বারা অন্য কোন ব্রহ্মবিরুদ্ধ তত্ত্বের স্বীকৃতি আনিয়া অবাধ ব্রহ্মবোধকে ছন্ন করিবার চেষ্টা ব্যর্থ। অনির্ব্বচনীয় প্রজ্ঞানরসঘন ব্রহ্মই সব, ইহাই তোমায় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রুতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'আত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি'।—আত্মা হইতেই এ সমস্ত প্রকাশ হইয়াছে। 'সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ,' সর্ব্ব তাহাকে পরাভূত করে, যে আত্মা হইতে অন্যত্র সর্ব্বকে ধারণা করে;—এই সকল শ্রুতি প্রজ্ঞানরস-ঘন পরমাত্মাই যে সমস্ত, এ কথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং পরা-প্রকৃতিরূপ নির্গুণ আত্মতত্ত্বটি মাত্র অবলম্বন করিয়া, যাঁহারা ব্রহ্মবিচারে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠায়

অগ্রসর হন, তাঁহারা আত্মা ও পরমাত্মার বিভাগটি বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন না। নির্গুণ আত্মত্বটিতে ব্রহ্মত্ব নাই—অসঙ্গত্ব ও ব্রহ্মভোক্তৃত্ব আছে; পরমাত্মায় ঈশিত্ব ও ব্রহ্মত্ব বিদ্যমান। 'এষ মে অন্তর্হৃদয়াকাশঃ'—এই আমার অন্তর্হৃদয়াত্মাই ব্রহ্ম, ইহার অর্থ,—ব্রহ্মই আমার অন্তর্হৃদয়ে আত্মরূপে অবস্থিত। আত্মত্বটি পরা প্রকৃতি, ব্রহ্মের আত্মত্বই জীবেরও আত্মত্ব। সেই ভূমা ঈশান পরমাত্মা, যিনি নির্গুণ সগুণ সকল আখ্যার অতীত, তাঁহার ত্রিভাব লক্ষ্য করিতে হইবে। সগুণ অর্থাৎ গুণপ্রকটময় ঈশ্বরভাব ও গুণসঙ্গী জীবভাব, নির্গুণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মবোধসম্পন্ন অক্ষর ভাব, এবং অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সর্ব্ববিভাগপরিকল্পনাশূন্য পরম ভূমাভাব—যে ভাবে আত্মত্বেরই অন্তর্গত সর্ব্বত্ব। অগ্নি ও তজ্জাত পঞ্চ তন্মাত্রলক্ষণ জ্ঞানবিভাগ ও আত্মত্বরূপ স্বরূপজ্ঞান, উভয়ই যাঁহাতে সলিলে সলিলবৎ একীভূত, সর্ব্বত্ব ও জ্ঞত্ব সেথা প্রকটিত নাই। দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম আত্মারই, ইহার বিপরিলোপ নাই, শ্রুতি এইরূপে বিজ্ঞানশক্তির বিভাগরূপ দ্রষ্টৃত্বাদির আত্মাতেই প্রতিষ্ঠা দেওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থ-সকলকেও তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। কেন না, 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ' অর্থই ইন্দ্রিয়ের মূল, ইহা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু সলিলে সলিলবৎ অবিভক্ত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয় প্রজ্ঞানতত্ত্বে আত্মা অনাত্মা, এরূপ জ্ঞানবিভাগ নাই। কাজেই সৃষ্টিপ্রকাশে সেই পরমাত্মাই যে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র সর্বেন্দ্রিয়ময় হন, ইহা উপলব্ধি করা কঠিন নহে। তিনি যে দিকে আত্মকাম, সে দিকে ওইরূপ একীভূত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়রূপে প্রতিষ্ঠিত; যে দিকে আপ্তকাম, সে দিকে আপনা হইতে নির্গুণ আত্মত্বটি ও অর্থেন্দ্রিয়াদি স্বগতভেদরূপে বিভক্ত ও প্রকটিত করিয়া, আপনারই ভোগলীলা সম্পন্ন করেন। ভোগ অর্থে গুণসঙ্গী হওয়া; বিভক্তরূপে থাকায় নির্গুণ নির্লেপ, অথচ পারমার্থিক ব্রহ্মত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব বিধায় তিনিই উপদ্রষ্টা, অনুভোক্তা, জীব। ব্যক্ত পরমেশ্বর হিসাবেও অভোক্তা অথচ চরাচরভোক্তা। এই অসঙ্গত্ব ধর্ম্মটি জীবে ও ব্যক্ত ঈশ্বরে প্রত্যক্ষাবগম। এই অসঙ্গত্ব অথচ সর্ব্বভূতাশ্রয়ত্ব দর্শন অবলম্বন করিয়াই ভূমা পরমেশ্বরের আত্মত্ব বা অন্তর্যামিত্ব দেখাই পরমেশ্বরের উপাসনা। ইহা নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম, বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।' ইন্দ্রিয়াদিরা দর্শন করে না, পরন্তু আত্মার বিদ্যমানতাই দর্শনাদির কারণ, সুতরাং ওরূপ পরমাত্মধর্ম্মে সমস্ত আছে, এ কথা বলা অসঙ্গত, এরূপ ভাবিও না। যে মহিমা থাকায় ইন্দ্রিয়াদিরা বিষয়গ্রাহী, সেই মহিমা থাকাই অর্থ ও ইন্দ্রিয়জনক তেজ থাকা। আত্মাই অনুভোক্তা, সুতরাং অনুভোগশক্তি আত্মারই এবং সেই শক্তিই ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ত্ব; এই জন্যই 'পশ্যত্যচক্ষুঃ' আদি শ্রুতি। পূর্ব্বশ্লোকে কথিত অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মই বিশ্বপ্রকাশে যে সর্ব্বত্র পাণিপাদময়, চক্ষুঃশ্রোত্রময়, শিরোমুখময়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ বিশ্বের সকল বৈপরীত্য সমন্বয় করিয়া আহা, এমন তত্ত্বজ্ঞান আর হইবে না।

এক ব্রহ্মই বিরাজ করিতেছেন, যিনি এক দিকে অনির্ব্বচনীয়, অন্য দিকে সমস্ত, এক দিকে আত্মা, অন্য দিকে অনাত্মা, এক দিকে চেতন, অন্য দিকে অচেতন, অথচ সৈন্ধবপিণ্ডবৎ অনন্তরবাহ্য এক আত্মঘনরসময়। এ ব্রহ্মদেবতার যাঁহারা দ্রষ্টা, এ অন্তর্যামী ও বাহ্যযামী, সর্ব্বযামী দেবতা দেখিয়া যাঁহারা হইয়াছেন ঋষি, সেই পরমগুরু ঋষিবৃন্দেরই তোরা বংশধর, বিদ্যাধর, শিষ্যত্বধর মানব। তোদের অন্তরের অন্তরতম দেশে যিনি সম্রাট্‌, তোদের বাহ্যের বাহ্যতম দেশেও যিনি প্রসূতেন্দ্রিয়, যাঁহার তুই নিজেও একটী রূপদুলাল, যে তোকে ডাকে আপন আত্মা বলিয়া, যাঁহাকে তুই ডাকিস,—আপন আত্মা বলিয়া, সেই দেবতাই সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় হইয়া তোকে ধরিয়া রহিয়াছে বুকে—দিতে সঙ্গ, দিতে রূপরসময় আলিঙ্গন, দিতে আত্মমিথুন-রতিলহর, দিতে তার কামসাগরের ব্রহ্মবিলাস ভোগ করিতে তোকে। সে চক্ষু—তুই তাহাকে লইয়া দ্রষ্টা ; সে শ্রোত্র, তুই তাহাকে লইয়া শ্রোতা, সে মন—তুই তাহাকে লইয়া মন্তা ; সে প্রাণ—তুই তাহাকে লইয়া প্রাণয়িতা ; সে হৃদয়—তুই তাহাকে লইয়া হৃদয়ময় ; সে কাম—তুই তাহাকে লইয়া কামময় ; সে আত্মা —তুই তাহাকে লইয়া আত্মময়। এখনও আর কেন থাকিবি তুই স্বতন্ত্র—স্বয়ের তন্ত্রে একতন্ত্রী না হইয়া আতুর ওরে অন্ধ জীব ! অথবা থাক্‌, থাক একটু স্বতন্ত্র, ভক্তির ছন্দে আপনি কাঁদিয়া কাঁদাইতে তাকে, বহাইতে গঙ্গার প্লাবন তার সর্ব্বইন্দ্রিয়ের স্রোতোধারায় উদ্ধার করিতে তোরই অব্যক্ত সংস্কাররূপ পিতৃকুল। তুই না থাকিলে কে করিবে তাহাকে ভোগ, কে গাহিবে গীতি তার গ্রহদলমালা কাঁপাইয়া ! তুই না থাকিলে কোথায় আসিয়া বলিবে সে—ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, আমি তোরই প্রাণের প্রাণ ব্রহ্ম ; তোর নয়নে, শ্রবণে, বাকে, মনে, প্রাণে আমি ব্রহ্ম, আমি আত্মা তোর।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্‌ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪

পূর্ব্বস্মিন্‌ শ্লোকে ব্রহ্মণোঽনির্ব্বচনীয়স্য ব্যক্তং বিশ্বরূপং প্রোচ্য, অধুনা তস্যৈব সর্ব্বভূতান্তঃস্বরূপং কথয়তি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসমিত্যাদিনা। তৎ আত্মরূপং ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ গুণাকারেণ ধর্ম্মরূপেণ আ সম্যক্‌ ভাসতে প্রকাশত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়ধর্ম্মসমন্বিতমিত্যর্থঃ, অপিচ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিহীনং। তথাচ শ্রুতিঃ,—"অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গবিহীনং ন কেনচিদপি বিলিপ্তং ভবতি, তথাপি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বান্‌ স্থিরচরান্‌ সত্ত্বজাতান্‌ বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বাধারভূতং, নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণবিহীনং, তথাপি গুণভোক্তৃ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং ভোগকর্ত্তৃ পালকং বা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসময়, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়শূন্য। নির্লিপ্ত, অথচ সমস্তের বিভর্ত্তা, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মের বাহ্য ব্যক্ত বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে

তাঁহার আন্তর রূপ বর্ণনা করিতেছেন। "অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" বলিয়া শ্রুতি তাঁহার এই অন্তর্যামী নির্গুণ আত্মরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এই শ্লোকটি তাহারই প্রতিধ্বনি। সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্বগুণের আভাসময়, অথচ সর্ব্ব ইন্দ্রিয়াদি-বর্জ্জিত, নির্লিপ্ত, অথচ সর্ব্ববিধারক, গুণহীন অথচ গুণভোক্তা। পূর্ব্বশ্লোকে অনির্ব্বচনীয় সংস্থানটি সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই পরমাত্মা আত্মানাত্মরূপে যেখানে বিবিক্তভাবে প্রকটিত, সেখানেও সেই আত্মত্বে উভয়-বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। সেই আত্মতত্ত্ব সর্ব্বইন্দ্রিয় ও সর্ব্বগুণের আভাস-সম্পন্ন অথচ সর্ব্বইন্দ্রিয়াদিশূন্য, নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্ববিধারক, গুণহীন অথচ গুণভোক্তা। ইহা সহজেই তোমাদিগের অসঙ্গ আত্মত্বটি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাও। আত্মতত্ত্ব চিন্তনের সময় এই লক্ষণ কয়টি বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিতে হয়। পরমাত্মতত্ত্বে যে গুণ ও ইন্দ্রিয়গুলি একীভূত ভাবে অর্থাৎ নিজবোধরূপেই থাকিতে সমর্থ, আত্মা শব্দের সার্থকতা যে আত্মার সেই গুণেন্দ্রিয়াভাসময়তাকে লইয়া, এ কথাটি ধারণায় রাখিবে; নতুবা আত্মার যথার্থ ব্রহ্মত্ব বুঝিতে পারিবে না। তোমার নিজের অন্তরে নিজের আত্মত্বের যখন উপলব্ধি করিবে, তখন সেই আত্মত্বে এই ধর্ম্মাভাসগুলি স্বপ্রকাশ রহিয়াছে কি না দেখিবে। তোমাদিগের অন্তরস্থ আত্মা যদি সর্ব্বইন্দ্রিয় ও গুণের আভাসময় না হইতেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ে ও গুণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্বৎ হইতে পারিতেন না। তিনি যে সর্ব্বভূতাকারীয় জ্ঞানপ্রকাশের ধর্ত্তা অথচ তাহা হইতে স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত, ইহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বুঝিয়াছ। তিনিই যে গুণভোক্তা অথচ নির্গুণ, ইহাও বিশদভাবে পূর্ব্বে বুঝিয়াছ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকদ্বয়ে ব্রহ্মণো বাহ্যম্ আভ্যন্তরঞ্চ রূপদ্বয়ম্ পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্টম্। অধুনা তদেব একস্মিন্ সংগৃহ্য উচ্যতে বহিরন্তশ্চেতি। তদনির্ব্বচনীয়ং ব্রহ্ম ভূতানাং প্রাণিনাং বহিরপরাপ্রকৃতিরূপেণ, অন্তশ্চ স্বাত্মভূতপরাপ্রকৃতিরূপেণ, জলতরঙ্গানাম্ অন্তর্ব্বহিশ্চ জলমিব ভূতানামন্তর্ব্বহির্ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। অচরং স্থিরম্ আত্মরূপেণ, চরমেব গতিশীলং চ তৎ অপরাপ্রকৃতিরূপেণ, দূরস্থং স্বাত্মতো অন্যৎ, অতএব বিদূরে আত্মনঃ স্থিতম্ অপরাপ্রকৃতি-রূপেণ, অন্তিকে সমীপে চ তৎ আত্মস্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" ইতি। তদেতৎ প্রজ্ঞানরসৈক-ঘনপরমাত্মতত্ত্বস্য পরাঽপরাশক্তিদ্বয়প্রকাশসংহরণযোগ্যতারূপং তয়োঃ সংযোগবিয়োগঘটন-সামর্থ্যরূপঞ্চ ঈশিত্বং সূক্ষ্মত্বাৎ — ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞে চ অনুপলভ্যমানত্বাৎ সূক্ষ্মং, তস্মাৎ হেতোঃ তত্র তত্র অবিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতুম্ অশক্যং "বিদ্যাঽবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তিনিই চর এবং অচররূপে ভূতসকলের অন্তর এবং বাহ্য। সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনিই দূরে এবং তিনিই অন্তরে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বের দুইটি শ্লোকে পরমাত্মার অন্তর্ব্বাহ্য দুইটি রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদময়, সর্ব্বতঃ চক্ষুময়, সর্ব্বতঃ শিরোমুখময় বলিয়া তাঁহার বাহ্য প্রতিষ্ঠা এবং নির্গুণ গুণভোক্তা, ইন্দ্রিয়গুণাভাসময় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত বলিয়া তাঁহার আত্মরূপে অন্তঃপ্রতিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটিতে ঈশ্বরমূর্ত্তি ও দ্বিতীয়টিতে আত্মমূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন, এই শ্লোকটিতে পরমাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। তিনি অপরা প্রকৃতিরূপে ভূতের বাহ্য এবং পরাপ্রকৃতি বা আত্মরূপে ভূতের অন্তঃস্বরূপ। অপরা প্রকৃতি চরা—গতিশীলা, পরা প্রকৃতি বা আত্মা অচর ; জীবের অন্তর্ব্বাহ্য এইরূপে চরাচরময়। অপরা প্রকৃতিরূপে তিনি দূরে, আত্মারূপে তিনি অন্তরে। শ্রুতিও বলেন,—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে অন্তিকে চ তৎ। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" কিন্তু এই যে তাঁর বাহ্য প্রকৃতিরূপে অবস্থান, ইহা ব্রহ্মবাহ্য নহে, জীবের পক্ষে বাহ্যরূপে প্রতিভাত ; কেন না, এমন কোন জ্ঞানক্রিয়া নাই, যাহা আত্মমূলক নহে, অর্থাৎ যাহার মূলে বিজ্ঞাতা নাই। সুতরাং ব্রহ্মরূপ বিজ্ঞাতার অন্তরেই এই অন্তর্ব্বাহ্য উভয়বিধ প্রকাশ। কাজেই ব্রহ্মই প্রকৃত পক্ষে বাহ্য ও অন্তররূপে প্রতিভাত এবং সঞ্চরণময়। ক্ষর আত্মাও সঞ্চরণশীল অক্ষরে। জলতরঙ্গের জলই যেমন অন্তর ও বাহ্য, এ চরাচর বিশ্বের ব্রহ্মই যেমন অন্তর ও বাহ্য। তন্মধ্যে তাঁহার বাহ্য প্রকাশটি সর্ব্বদাই আত্মস্বরূপ আন্তর প্রকাশটির নিকট দূরস্থ বলিয়াই লক্ষিত হয়। আত্মানাত্মরূপ বিভাগ দুইটি জ্ঞানেরই দ্বিবিধ মূর্ত্তি হইলেও বিশুদ্ধ আত্মবোধটি সর্ব্ববিধ অন্যবোধ হইতে একান্ত ভিন্ন বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। ইহা পরমাত্মার লীলাপ্রকাশের মূল ভিত্তিস্বরূপ অব্যক্ত অক্ষর বহ্বাত্মিকা পরাপ্রকৃতি ও অব্যক্ত অপরাপ্রকৃতিরূপ স্বগত স্বেচ্ছাকৃত বিভাগদ্বয়ের ফল। প্রজ্ঞানরসৈকঘন পরমাত্মতত্ত্বের এই ঈশিত্ব সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ সাংখ্যবাদীর মত সহজেই মনে করিতে পার, যখন ভূত বিশ্লেষণ করিয়া এই আত্মানাত্ম জ্ঞানবিভাগদ্বয় ব্যতীত অন্য কিছু পাওয়া যায় না, তখন আবার পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বলিয়া কাহাকে উল্লেখ করিবে ? আত্মত্বটি বিশুদ্ধ নিজবোধস্বরূপ এবং অপরা প্রকৃতি সর্ব্বপরিণামী জ্ঞানশক্তি, এই দুই ভিন্ন আবার ঈশ্বর বলিয়া কোথায় কি পাইলে ? সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, সূক্ষ্মতাবশতঃ এই ঈশ্বরত্ব সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় না। কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও, অবিজ্ঞেয় হইলেও সেই ঈশ্বরত্ব জ্ঞেয়। কেমন করিয়া জ্ঞেয়, তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬

যতো হি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞে চ আত্মনি ঈশিত্বং নোপলভ্যতে, অতস্তদ্‌বিজ্ঞাতব্যম্ ইত্যুচ্যতে অবিভক্তমিত্যাদিনা। তৎ আত্মপ্রজ্ঞানরসৈকঘনং পরমাত্মতত্ত্বং অবিভক্তং স্বরূপতঃ অখণ্ডঞ্চ সৎ স্বস্মিন্নেব স্বস্য বিচিত্রনামরূপক্রিয়াপ্রকাশেন ভূতেষু স্বভবনরূপেষু দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যাদিষু বিভক্তং খণ্ডমিব স্থিতং ভবতি। এতদেব তস্য পরমেশ্বরত্বম্ উচ্যতে। অতঃ

ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌ভিস্তজ্‌জ্ঞেয়ং বিজ্ঞাতব্যং, কথং বিজ্ঞাতব্যং? প্রভবিষ্ণু স্বয়মেব নানাকারেণ প্রভবনশীলং, ভূতভর্ত্তৃ ভূতানাং স্বভবনরূপাণাং ভর্ত্তৃ পালকং, গ্রসিষ্ণু তেষামেব সংহরণশীলম্ ইতি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তী"-ত্যাদিভ্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো বিশ্বেষাং জন্মস্থিতিলয়ৈককারণরূপেণ তৎ পরমাত্মতত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞা-তীতং বিজ্ঞাতব্যম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তিনি অবিভক্ত হইলেও ভূতে বিভক্তবৎ অবস্থিত। তিনিই ভূতপ্রভবন বা স্থষ্টিশীল, গ্রসন বা প্রলয়শীল এবং ভর্ত্তৃ বা পালক, এইরূপে তিনি জ্ঞেয়।

যৌগিক অর্থ।—ভূতের স্থষ্টি স্থিতি লয় অবলম্বনে তিনি জ্ঞেয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতি বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছেন। আত্মরসৈকপ্রজ্ঞানঘন সেই পরমাত্মা অবিভক্ত হইয়াও ভূতস্থজনে আপনাকে আপনার মহিমা হইতে স্বগতভেদময় করিয়া ধারণ করিতে সমর্থ। ইহাই তাঁহার ঈশিত্ব। ইহা বিভাগ করা নহে, আপনার বিভিন্ন নামরূপক্রিয়া আপনাতেই প্রকাশ করা মাত্র। প্রতি বৈচিত্র্যে ভোগময় হইবার জন্য অনুপ্রবিষ্ট হইতে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞানকে স্বতন্ত্র ভাবে অনুভব করা মাত্র। এই বিভাগ অবলম্বনেই যত স্থষ্টি-স্থিতি-সংহারময় ঈশ্বরীয় লীলা তাঁর। অচেতনা বা জড়া প্রকৃতি ও নির্গুণ আত্মস্বরূপ, এই উভয়ের মধ্যে ঈশিত্ব উপলব্ধি করা যায় না; ইহাদের সংযোগ ও বিয়োগ ঘটাইবার মত যোগ্যতা ইহাদিগের মধ্যে নাই; স্থতরাং এই সংযোগ ও বিয়োগ সংসাধনময় ঈশিত্ব অন্য এক সংস্থানে আছে। "বিদ্যাঽবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ"—তিনিই ভূমা আত্মা। স্থষ্টির দিকে শক্তির মধ্যে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট, আত্মার ভূমাক্ষেত্রে আত্মাতে শক্তি অনুপ্রবিষ্ট। কিন্তু এরূপ দেখিয়াও শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ কল্পনা করিবার উপায় নাই, জ্ঞানস্বরূপতা ইহার কারণ, এবং আত্মবোধান্তর্গত সর্ব্বজ্ঞানই হইতে পারে, এ কথা পরে ভাল করিয়া পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিব। মূল পরমাত্মতত্ত্ব অবিভক্ত তত্ত্ব, সেই জন্য শ্লোকে অবিভক্ত বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করা হইল। বোধক্রিয়া যত প্রকারেরই হউক, বোধক্রিয়া আত্মারই বিলাস ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। আত্মবোধেরই অন্তর্গত সর্ব্বইন্দ্রিয় ও সর্ব্বগুণের আভাস এবং জ্ঞানশক্তি আত্মারই। স্থতরাং আত্মা হইতেই সমস্ত জ্ঞান তাঁহারই নাম রূপ ক্রিয়া আকারে জাত হয়। নির্গুণ অর্থাৎ বিভক্ত আত্মা হইতে সেরূপ কিছু জাত হইতে পারে না, তাহাতে শুধু ভোগশক্তি থাকে। যাহা হউক, অবিভক্ত পরমাত্মার অস্তিত্ব, এই আত্মানাত্ম জ্ঞানবিভাদ্বয় বা পরমাত্মার প্রকাশদ্বয় অবলম্বনে ভূতসকলের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয় দেখিয়া ধারণা করিবে। পরমাত্মাই পরমেশ্বর। নির্গুণ আত্মও বিশুদ্ধ আত্মা নহে, নির্গুণতার ধারক অক্ষরাত্মা।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৭

কিঞ্চ জ্যোতিষামিতি। তৎ ঈশ্বরতত্ত্বং জ্যোতিষাং বিদ্যুদগ্নিসূর্য্যাদীনামপি জ্যোতিঃ প্রকাশকং, বিদ্যুদাদীনাং প্রজ্ঞাজ্যোতির্ম্মূলকত্বাৎ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। অতএব তমসঃ অচেতনাৎ বিশ্বস্মাৎ পরম্ অতীতং, তৎকারণভূতং তদভ্যন্তরস্থং চ পরমপ্রজ্ঞানময়ং বিশ্বরূপম্ উচ্যতে "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা"দিতি শ্রুতেঃ। তদেব প্রজ্ঞানতত্ত্বং জ্ঞানং জ্ঞানাকারেণ নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতং, জ্ঞেয়ং দৃশ্যাদ্যাকারেণ তদেব প্রতিভাতং, জ্ঞানগম্যং জ্ঞানেন অমানিত্বাদিলক্ষণেন ক্ষেত্রজ্ঞাত্ম-বিষয়েণ গম্যং প্রাপ্তব্যং, অন্যৎ কিম্ভূতং? সর্ব্বস্য হৃদি চরাচরস্য ভূতজাতস্য অন্তর্হৃদয়ে বিষ্ঠিতম্ বিশেষেণ আত্মস্বরূপতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেত"দিতি শ্রুতেঃ, ন প্রজ্ঞান-রূপাদন্যৎ পরমাত্মতঃ কিঞ্চিদস্তীতি বিজ্ঞাতব্যম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তিনি জ্যোতিষ্কদিগেরও জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সমস্ত তমের অতীত ও শ্রেষ্ঠ, তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।

যৌগিক অর্থ।—শ্রুতি বলেন,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"—সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহারা দীপ্তিশীল নহে, সেই দীপ্তিশীলের দীপ্তি লইয়াই সকলে দীপ্তিমান্, তাঁহারই জ্যোতিতে সকলে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে। প্রজ্ঞানা-লোকের অনুকল্পেই স্থুল আলোক বিরচিত। 'আমি জ্যোতিঃ' তাঁহার এইরূপ প্রজ্ঞাই জ্যোতীরূপে স্থুলে প্রতিভাত। সমস্ত স্থুল পদার্থেরই উৎপত্তি এইরূপে তাঁহারই প্রজ্ঞানে; সুতরাং তমোময় এই যে বাহ্য অচেতন বিশ্ব, ইহার অন্তরে রহিয়াছে,—পরম প্রজ্ঞানময় বিশ্বমূর্ত্তি। তাই বলা হইল,—'তমসঃ পরমুচ্যতে।' , আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' বলিয়া শ্রুতি এই অচেতন তমোময় বিশ্বমূর্ত্তির অন্তরে পরমপ্রজ্ঞানময় বিশ্বরূপ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছেন। এই সহস্রসূর্য্যদীপ্তিস্তিমিতকারী পরম জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য বা জ্ঞাতারূপে সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। 'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।' ব্রহ্ম তিন রূপে অর্থাৎ সর্ব্বরূপেই সকলের অন্তরে দীপ্তিমান্। যাহা কিছু জ্ঞেয় বা ভোগ্য বা দৃশ্যাদি, তাহাও প্রজ্ঞান, যাহা কিছু জ্ঞান বা ভোগ অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্যের সংযোগ, তাহাও প্রজ্ঞান এবং ভোক্তৃত্বাদি প্রকাশে এই ত্রিবিধ প্রজ্ঞানের অভোক্তা প্রেরকরূপে যে মূলে অবস্থান, যিনি এই জ্ঞানপ্রকাশের দ্বারাই গম্য বা প্রাপ্তব্য, তিনিও প্রজ্ঞানঘন। এই প্রজ্ঞানঘন পুরুষই প্রজ্ঞানবিভাগে ত্রিবৃৎ মূর্ত্তি ধরিয়া প্রতি ভূতের—চরাচর প্রতি সত্তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রজ্ঞানমূর্ত্তি পরমাত্মা ভিন্ন কোথাও কেহ উপলব্ধ হইতেছেন না।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৮

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ পরব্রহ্ম চ উক্ত্বা, অধুনা তদ্বিজ্ঞানফলমুচ্যতে ইতি ক্ষেত্রমিত্যাদিনা। ইতি এবংপ্রকারং ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানম্ অমানিত্বাদিপ্রত্যগাত্মবিজ্ঞান-লক্ষণং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ইত্যারভ্য বিষ্ঠিতমিত্যন্তং সমাসতঃ সংক্ষেপেণ উক্তং তুভ্যং ময়েতি শেষঃ। মদ্ভক্তো মম পরমেশ্বরস্য ভক্ত এতৎ বিজ্ঞায় আত্মনঃ ক্ষেত্রানুপ্রবিষ্টম্ অবস্থানং, বিভক্তনির্গুণস্বরূপাবস্থানং, অবিভক্তঞ্চ প্রজ্ঞানরসৈকঘনস্বরূপমিতি একস্যৈবাত্মনঃ প্রজ্ঞানরসঘনস্য অবস্থানদ্বয়ং স্বরূপঞ্চ বিদিত্বা মদ্ভাবায় উপপদ্যতে ব্রহ্মসমানরূপতাং প্রাপ্তুং সমর্থো ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সংক্ষেপে এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কথা বলা হইল; আমার ভক্ত এই সকল অবগত হইয়া আমার ব্রহ্মভাবে উপনীত হয়।

যৌগিক অর্থ।—শরীর বা অপরা প্রকৃতি, জ্ঞান বা ভগবন্নিষ্ঠালক্ষণময় জীবের আচরণ ও জ্ঞেয় বা পরমাত্মার কথা সংক্ষেপে বলিয়া, ভগবান্ বলিতেছেন, আমার ভক্ত এইগুলি জানিয়া মদ্ভাবাপন্ন হয়। আত্মার অনুপ্রবিষ্ট স্থিতি, বিভক্ত নির্গুণ স্থিতি ও অবিভক্ত প্রজ্ঞানাত্মরসৈকঘন স্বরূপ, এক প্রজ্ঞানময়েরই এই ত্রিবিধ স্থিতি দেখিয়া এবং এই তমোময়ী প্রকৃতিকে প্রজ্ঞানাত্মরসৈকাকারারূপে জানিয়া, ভক্তির অবাধ প্রবাহ উচ্ছরিত না হইয়া থাকে না। কোথায় থাকে তম, আর কোথায় থাকে অজ্ঞানতা—তাকে বদ্ধ জীবত্বে নিপীড়িত রাখিতে! সে ত আর দেখিতে পায় না তার করণীয়; সে দেখে, করিবার আছে একজন, যাহাকে চক্ষু হইতে অন্তর্হিত করা যায় না; প্রতি সংস্কারজাত ভূতদর্শন, ক্রিয়াদর্শন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকটিত হয় পরমাত্মদর্শনে। আর তাহার নিস্তার নাই—আজ মা বেষ্টন করিয়াছে তাহার সমগ্র চেতনা সকল দিক্ দিয়া, ফিরাইয়া লইয়া যাইতে তাহাকে তাহার নিজ ঘরে। আজ সাধনা তাহার নাই - দিকে দিকে তাহার সিদ্ধি; মা ঘেরিয়াছে তাকে দিকে দিকে। আপনাকে দেখিতে গেলেও মাকেই দেখে সে আপন মূর্ত্তিতে। বিশ্ব আত্মরসঘন, আপনি আত্মরসঘন, উপাস্য আত্মরসঘন। আত্মময় প্রজ্ঞানরসে ভরিয়া যায় তার সারা বিশ্ব, সে দেখে তোমাকে, পায় তোমাকে, ভাবিত হয়—উপপদ্যমান হয় তোমারই ব্রহ্মভাবে।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৯

অথেদানীং যদ্বিকারীতি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতম্ বিবৃণোতি প্রকৃতিমিত্যাদিনা। 'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মে'ত্যত্র অনির্ব্বচনীয়স্য ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপমনাদিপ্রকৃতিদ্বয়মুক্তং, যাভ্যাং হি স্বমহিমভ্যাং তস্য ঈশ্বরত্বং নিত্যমিতি প্রসিদ্ধমস্তি। অত উচ্যতে—প্রকৃতিং ক্ষেত্রাভিধাম্ অপরাং, পুরুষঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং পরাপ্রকৃতিনামানং জীবভূতং, উভৌ অনাদী ন বিদ্যতে আদির্যস্য তথাবিধৌ ব্রহ্মপ্রকৃতিত্বাৎ বিদ্ধি জানীহি। ননু এবঞ্চেৎ প্রকৃত্যোরনাদিত্বং, তর্হি ব্রহ্মতত্ত্বং নিত্যমেব স্বগতভেদমদিতি প্রসজ্যেত? ন, প্রকৃত্যোরক্ষরব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ, ব্রহ্মতত্ত্বস্য চ তত্ত্ব-

রূপেণ বিশ্ববীজাক্ষরব্রহ্মরূপেণ চ যুগপদবস্থানাৎ। বিকারান্ বিশেষেণ করোতীতি বিকারঃ, তান্ বিকারান্ মহদাদীন্, গুণান্ বাক্প্রাণমনোময়ান্ প্রকাশান্ প্রখ্যাপ্রবৃত্তিদৃশ্যাত্মকান্ সত্ত্বরজস্তমাংসীতি যান্ সাংখ্যবাদিনো বদন্তি, তান্ প্রকৃতিসম্ভবান্ অপরাপ্রকৃতিসমুদ্ভূতান্ বিদ্ধি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। বিকার ও গুণসকল প্রকৃতি হইতেই জাত বলিয়া জানিবে।

যৌগিক অর্থ।—'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম' পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয় অনাদি। এই অনাদি মহিমার দ্বারা তাঁহার নিত্য ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ। একটী বহু হইবার শক্তি এবং একটী সর্ব্ববিধ জ্ঞানায়তন বোধ করার শক্তি। এক আপনারই ভিতরে আপনার আত্মবোধকে বহু আত্মরূপে জ্ঞানক্রিয়ানুপ্রবেশের জন্য বিভাগ করা, এ শক্তি তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। বীজ হইতে বীজান্তর বা দীপ হইতে দীপান্তর প্রকাশের মত এক আত্মা হইতে আত্মান্তর অসীম অনন্তে জাত হইতে পারে। আর সর্ব্ববোধাত্মিকা অনাত্মনামীয়া প্রকৃতিও চিদ্রূপা আত্মশক্তির আর এক দিক্, ইহাও অনাদি। এই দুই অনাদি মহিমার নামরূপক্রিয়াত্মিকা শক্তিবিলাসই জগদ্ব্যাপার। সেই ক্রিয়ার গুণ ও বিকারসকল ওই অনাত্ম প্রকৃতি হইতেই জাত হয়। বাঙ্ময়, প্রাণময় ও মনোময় অভিব্যক্তিই সেই গুণত্রয়। ইহাই সাংখ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে আখ্যাত। অনুভূতির তিন অংশ—একটী প্রখ্যা বা সংজ্ঞা অর্থাৎ বাগাত্মিকা, একটী কর্ম্ম বা প্রাণপ্রবৃত্তি বা ভোগাত্মিকা এবং একটী সেই ভোগের আয়তনস্থিতি বা দৃশ্যাত্মিকা শক্তি। বিকার বলিতে এই ত্রিবৃৎ জ্ঞানপ্রকাশবৈচিত্র্যকে বুঝায়। ইহা হইতেই শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ তত্ত্ব অধ্যাত্মে ও অধিদৈবে জাত হয়; সুতরাং সমস্ত বিকারই অনাত্ম প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। বিকার অর্থে বিশিষ্ট ভাবে যাহা কৃত হয়। আর ভোক্তৃত্বের বিকারগুলি হয় পুরুষে বা ক্ষেত্রজ্ঞে। প্রত্যয়ের ভোক্তৃত্বরূপ প্রত্যয়ানুপ্রবিষ্টতা, ইহা ঘটে ওই পুরুষে। কাজেই সকল বিকারই প্রকৃতিসম্ভব।

এই শক্তিদ্বয়ের অনাদিত্ব হইতে এমন বুঝিও না যে, পরমাত্মতত্ত্বে স্বগতভেদ তাহা হইলে নিত্যই বিদ্যমান। পরমাত্মত্বে কোন ভেদ নাই; তিনি যে দিকে অক্ষর বিশ্ববীজ, সেই দিকে এই বিভাগ পরিস্ফুট। তিনি অক্ষর হইয়াও যুগপৎ পরমাত্মরূপেও মূলে অবস্থান করেন এবং এই অক্ষরেরও ঈশান; সেখানে পরমপ্রজ্ঞানরূপে সব একীভূত; সুতরাং মূলতঃ এক প্রজ্ঞানরসঘন পরমাত্মাই আপনার শক্তিদ্বয় বিভক্ত করিয়া অক্ষর ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন; ইহাতে তাত্ত্বিক ভেদ না থাকায় ভেদাভেদ কল্পনাগুলি বিশেষ মূল্যবান্ নহে। পরমাত্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব যুগপৎ নিত্য বিদ্যমান। পরমেশ্বরত্বের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে তাঁহার এই প্রকৃতিদ্বয়ের বিভাগটি পরিদৃষ্ট হয় এবং তাঁহার অনাত্মজ্ঞানবিলাসের তলে তাঁহার আত্মরূপে অসঙ্গ অবস্থানটি লক্ষ্য করিয়া, সেই

আত্মা হইতেই যে ভোক্তা জীব জাত হইয়া, তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে, ইহা জীব প্রত্যক্ষ অবগত হয়। কিন্তু অব্যক্ত অস্মিআদি অনাত্মবিলাসের তলে আর এই আত্মত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় না; নিদ্রায় তোমরা নিজবোধ উপলব্ধি করিতে পার না, ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং অব্যক্ত ক্ষেত্রে আত্মবোধও অব্যক্ত অক্ষরস্বরূপ এবং ব্যক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষানুভবগম্য। এই অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে, ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে পরিচালনাই পরমাত্মার পরমেশ্বরত্ব। অনাদি শক্তিদ্বয়কে বা পুরুষ ও প্রকৃতিকে নামরূপক্রিয়াত্মক বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার এ ঐশ্বর প্রকাশ। ইহাতে তাঁহার ঈশিত্ব বিকৃত হয় না, এই শক্তিদ্বয়ই বিকার ও ভোক্তারূপে পরিণত হয়।

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরং, কারণানি ইন্দ্রিয়াণি,—জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, অন্তরিন্দ্রিয়াণি বুদ্ধ্যহংকারমনাংসি চ, ইতি ত্রয়োদশ কারণানি উচ্যন্তে, তয়োঃ কার্য্য-কারণয়োঃ কর্ত্তৃত্বে তত্তদাকারপরিণতৌ প্রকৃতিঃ অপরাভিধানা ব্রহ্মশক্তিঃ হেতুরুপাদান-কারণমুচ্যতে। সুখ-দুঃখানাং তথা অন্যেষামপি ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্বে তত্তদাকারানুভবে পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরাপ্রকৃতিসংজ্ঞকো হেতুঃ উপাদানকারণম্ উচ্যতে। অয়ম্ভাবঃ—পরং ব্রহ্মৈব স্বজ্ঞানশক্ত্যা অপরয়া প্রকৃত্যা মহদাদিস্থূলশরীরান্তং ক্ষেত্রং বিনির্ম্মায় তদ্‌ভোগার্থং পরয়া প্রকৃত্যা আত্মস্বরূপয়া তদনুপ্রাবিশৎ। অতঃ সর্ব্বমেবেদং ব্রহ্মময়ং বিজ্ঞাতব্যম্ ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কার্য্য অর্থাৎ শরীর, কারণ অর্থাৎ ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, অন্তরিন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) এইগুলির হেতু প্রকৃতি বা অপরাখ্য ক্ষেত্র। এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্বের হেতু পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ।

যৌগিক অর্থ।—কার্য্য ও কারণের কর্ত্তৃত্বে উপাদান-কারণ অপরাপ্রকৃতি; ভোক্তৃ-ত্বের উপাদানকারণ পুরুষ। পরমাত্মা এক দিকে আপনার জ্ঞানশক্তি বা অপরা প্রকৃতিকে ব্যক্ত করিয়া, অস্মি হইতে পঞ্চভূতাত্মক শরীর অবধি সৃষ্টি করিয়া, আধাররূপে অবস্থান করেন, অন্য দিকে নির্গুণ আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে তাহার অন্তরে অবস্থান করিয়া, তাহা হইতে ভোক্তা জীব সাজিয়া, সেই আধার ভোগ করেন। এই নির্গুণ স্বরূপটি জীব ও পরমাত্মার সংযোগ বা সেতুস্বরূপ। "অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানা-মসম্ভেদায়।" শ্রুতি বলেন,—লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, সেই জন্য ইনি বিধৃতিস্বরূপ রহিয়াছেন। এক দিকে প্রকৃতিকে পরিচালনা করিয়া কার্য্য ও কারণের উপাদানকর্ত্তৃত্ব রচনা করিয়াছেন, অন্য দিকে আত্মত্বকে পরিচালনা করিয়া ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিতে বা সেই প্রকৃতিকে ভোগ করিতে আপনিই তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এ বিশ্ব আত্মময়, আর কেহ কোথাও নাই। অথচ এমনই অপূর্ব্ব তাঁহদর প্রকাশলীলা যে,

যাহা প্রকাশ হয়, তাহাই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র। কার্য্যে ও কারণে যেমন এক হইয়াও ভেদ পরিস্ফুট, তেমনই ভেদ পরমকারণ পরমাত্মায় ও জীবে এবং জগতে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

পুরুষস্য সংসারহেতুং কথয়তি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ইত্যাদিনা। হি যতঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতৌ অপরায়াং স্বজ্ঞানশক্তিরূপায়াং তাদাত্ম্যেন তিষ্ঠতীতি প্রকৃতিস্থঃ, নামরূপপ্রকাশার্থং প্রকৃতিমনুপ্রবিশ্য তদাত্মতয়া অবস্থিতঃ—"হন্ত অহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ, অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুতেঃ, তথাবিধঃ পুরুষঃ, যো বৈ পরাপ্রকৃতিরিতি প্রাগুক্তঃ, স জীবভূতঃ প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতঃ সমুৎপন্নান্ গুণান্ সুখদুঃখলক্ষণান্ ধর্ম্মান্ ভুঙ্‌ক্তে। অতোঽস্য পুরুষস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু সদসৎসু শুভাশুভেষু যোনিষু দেবাদি-তির্য্যগন্তেষু যানি জন্মানি ভবন্তি, তেষু সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ প্রকৃতিসারূপ্যাভি-নিবেশ এব কারণম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া, প্রকৃতিজাত গুণ-সকলকে ভোগ করে। পুরুষের সদসৎ জন্মজন্মান্তরে গতাগতির কারণই এই গুণসঙ্গতা।

যৌগিক অর্থ।—প্রকৃতিস্থ পুরুষ অর্থে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ। প্রকৃতি ভোগের জন্য অথবা নামরূপ প্রকাশের জন্যই তাঁহার জীবাত্মারূপে প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ। "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ, অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"। নামরূপ প্রকাশ বা নামরূপ ভোগ একই কথা। এই নামরূপ প্রকাশ বা ভোগের অর্থই তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হওয়া, তৎসারূপ্য উপলব্ধি করা; আপনি যেন তাই, এইরূপ ভাবে অবস্থানই অনুপ্রবেশ। এই ভাবের প্রকৃতিসারূপ্যে অভিনিবেশই গুণসঙ্গী হওয়া। এবং এই গুণসঙ্গতার জন্যই জীব সদসৎ যোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমান। এই ভ্রমণের বিরাম নাই, কত কল্পকাল ধরিয়া যে জন্মজন্মান্তরে জীবের নিরাশ্রয় ভাবে আবর্ত্তন, তাহার সীমা কল্পনা করা যায় না। কত মোক্ষশাস্ত্র রচিত হইল, কত যাগ যজ্ঞ তপস্যা আবিষ্কৃত হইল, কত অজ্ঞানধ্বংসী ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত হইল, কিন্তু এ বদ্ধ জীবত্বের হইল না অবসান। এতই কঠিন, এতই সুদৃঢ়সম্বদ্ধ এই গুণসংযোগ। আপাতদৃষ্টিতে ইহাই মনে হয় সত্য, কিন্তু ইহা ঠিক তাহা নহে। ইহা অপেক্ষা আরও নিগূঢ় একটি তত্ত্ব ইহার অন্তরে চিরবিরাজিত। এ গুণসঙ্গতা একটি উপরকার সামান্য লীলাবিলাসমাত্র। সেই কথা পরের শ্লোকে বলিতেছেন।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

এবং হি প্রকৃতিসারূপ্যাভিনিবেশেন স্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ জন্মমরণশীলস্য পুরুষস্য পারমার্থিকং স্বরূপদ্বয়মুপদিশতি উপদ্রষ্টেত্যাদিনা। অস্মিন্ দেহে যঃ পুরুষো জীবরূপেণানু-

প্রবিশ্য উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ সন্ বর্ত্ততে, "দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ" ইতি যোগদর্শনাৎ, প্রত্যয়ানুদর্শনং হি জীবত্বম্, অতো জীব এব উপদ্রষ্টানুমন্তা ভবতি, স স্বরূপতো ন জীবঃ, কস্তর্হি ইত্যপেক্ষায়ামাহ পরো জীবাৎ অন্যঃ শ্রেষ্ঠশ্চ, অপরঃ কিম্ভূতঃ ? ভর্ত্তা—ধারণ-পালন-পোষণকর্ত্তা, ভোক্তা—অভোক্তা সন্নপি ভোক্তা চরাচরগ্রহণাৎ, তস্যৈব ভোগনিষ্পাদনার্থং জীবানাং প্রকৃত্যনুপ্রবেশো ভবতি "নাঽন্যোঽতোঽস্তি ভোক্তা" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, মহেশ্বরঃ মহাংশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ চরাচরাণাং জগতাং নিয়ামকঃ প্রভুঃ। ন কেবলং পরমেশ্বরঃ, অপিতু পরমাত্মা ইতি চাপি উক্তো ভবতি ব্রহ্মবাদিভিঃ। অতএব বস্তুতস্তু আত্মপ্রজ্ঞানরসৈকঘনঃ পরমাত্মা এব ঈশ্বরো জীবশ্চ ভূত্বা অস্মিন্ তথা সর্ব্বস্মিন্নপি দেহে নিবসতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই দেহে পরম পুরুষই উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা বা জীব, তিনিই ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর এবং তিনিই পরমাত্মা নামে খ্যাত।

যৌগিক অর্থ।—আত্মপ্রজ্ঞারসঘন পরম ব্রহ্মপুরুষই এই দেহে তিন ভাবে বিরাজ করিতেছেন,—পরমাত্মস্বরূপে, ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরস্বরূপে এবং জীবরূপে। জীবত্ব অপেক্ষা সত্য ও জীবত্বের আশ্রয়স্বরূপ, জীবত্বের মূলে সংস্থিত জীবের স্বরূপটি শুদ্ধ দ্রষ্টা—"দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।" এই দ্রষ্টা পুরুষই শুদ্ধ হইলেও কিন্তু প্রত্যয়সকলের অনুদ্রষ্টা। এই অনুদ্রষ্টৃত্বই তাঁহার বদ্ধ জীবত্ব বা গুণসঙ্গিত্ব। সেই শুদ্ধ দ্রষ্টা পুরুষই অনুদ্রষ্টা অনুমন্তা বা অনুভোক্তা অনুপ্রবিষ্ট জীব সাজেন। এক দিকে সাজেন জীব, অন্য দিকে থাকেন তাহার ভর্ত্তা মহেশ্বর, অভোক্তা ভোক্তা, অকর্ত্তা কর্ত্তা, অদ্রষ্টা দ্রষ্টা মহেশ্বর। যে দিকে তিনি অসঙ্গ নির্লেপ, সব করিয়াও কিছুই করেন না, সেই দিকেই তিনি যথার্থ ভোক্তা—অভোক্তা হইয়াও ভোক্তা। তাঁহারই ভোগ সম্পাদন করে জীব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, উপ-ভোক্তা হইয়া প্রকৃতিগুণে। জীব যন্ত্রস্বরূপ ; জীবমুখে তিনি ভোক্তা ; তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ভোক্তা নাই ইহাই শ্রুতির নির্দ্দেশ। তিনি স্বীয় ভোগের জন্য প্রকৃতিতে যেরূপ আয়তন রচনা করেন, জীবরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার অনুভোক্তা হন। এইটুকু তাঁহার জীবত্ব। আবার তিনিই সেই জীবত্বের ভর্ত্তা ও চরাচরগ্রহণে ভোক্তা মহেশ্বর। নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মরূপে সমগ্র প্রকৃতির বাহিরে অথচ তদধিরূঢ়রূপে, তদ্ধর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত। মূলতঃ পরমাত্মাই এই প্রকারে ঈশ্বর ও জীব সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন ; সুতরাং এই দেহে জীবরূপে যিনি অবস্থিত, তিনি মাত্র জীব নহেন ; তিনি পরমাত্মা, ভর্ত্তা মহেশ্বর এবং জীব। তাঁর এই ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি। জীব আপনার অন্তরে আপন আত্মার এই পরম স্বরূপের বিজ্ঞানে লব্ধানুবেদন হইলেই তখন দেখে, তাহার এ গুণসঙ্গী জীবত্বটি অকিঞ্চিৎ-কর, তুচ্ছ। তাহার এ জীবত্ব, এই পরম বিজ্ঞানের উদয়ে আর তাহার উপর আধিপত্য করে না, তাহাকে আর জন্মজন্মান্তরে প্রধাবিত করায় না।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

যথোক্তলক্ষণস্য পরমেশ্বরস্য পরমাত্মনশ্চ বিজ্ঞানফলম্ উচ্যতে য এবম্ ইতি। উপদ্রষ্টা অনুমন্তা যো জনঃ স্বাত্মরূপেণাবস্থিতং পুরুষম্ এবম্ বেত্তি, পরমেশ্বররূপেণ পরমাত্মরূপেণ চ আত্মানং বিজানাতি, তথা গুণৈর্ব্বিকারৈঃ সহ অপরাখ্যাং প্রকৃতিঞ্চ বেত্তি, স সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ শাস্ত্রবিধেরুল্লঙ্ঘনং প্রতিপালনং বা যেন কেন প্রকারেণ, উভয়থা বা বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ঃ পুনর্ন অভিজায়তে উৎপদ্যতে, মোক্ষমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যিনি এইরূপে পুরুষকে ও সবিকার প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যথেচ্ছভাবে ব্যবহারময় থাকিলেও আর তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

যৌগিক অর্থ।—জীবের যোনি হইতে যোন্যন্তরে ভ্রমণের কারণ যে গুণসঙ্গতা, ইহা বলিয়া, তার পর পরমাত্মাই যে জীবের আত্মা, অন্য কেহ নহে, এইটি বলিয়া, জীবকে দেখাইয়াছেন যে, যিনি এক দিকে প্রকৃতিগুণবদ্ধ জীব, অন্য দিকে তিনিই প্রকৃতিতে অধিরূঢ় মহেশ্বর এবং পরমাত্মা। পরমাত্মাই জীবরূপে লীলাময়। সেই জ্ঞানোদয়ের কি স্বতঃসিদ্ধ ফল, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। যে জীব আপনার আত্মরূপে অবস্থিত পুরুষকেই পরমেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া জানে এবং প্রকৃতিকে ও প্রকৃতির বিকারকে জানে, সে আর দেহান্তর গ্রহণ করে না। ইহাই শ্লোকের অর্থ। শুধু পুরুষকে জানিলে হইবে না; প্রকৃতি ও তাহার বিকারের তত্ত্বগুলিও সঙ্গে সঙ্গে জানা চাই। পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে, তবে এই অপুনরাবর্ত্তনরূপ মোক্ষ লাভ হইবে, ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন। এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, পুরুষকে পরমেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া জানিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও বিজ্ঞাত হইয়া যায়। মাত্র পুরুষের নির্গুণ অবস্থিতি দর্শনে মুক্তির একপাদ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অবসানরূপ অংশটি জীবের আয়ত্তীভূত হইতে পারে, কিন্তু তদূর্দ্ধে সেই পুরুষের পরমেশ্বরত্ব বা পরমাত্মত্ব উপলব্ধ হইলে তবে জীবের ব্রহ্মসংস্থিতি সম্পন্ন হয়। পুরুষ যেখানে জীবের সমগ্র অব্যক্ত সংস্কারে অধিরূঢ় হইয়া অবস্থিত, সেই অক্ষরভূমিতে তাঁহাকে দেখার অর্থ ই—জীবের অব্যক্ত সংস্কাররাশির দর্শন। সেই অব্যক্ত সংস্কারদর্শনে জীবের ধ্রুবা স্মৃতি উদ্ভাসিত হয় এবং তখন সংস্কারসকল আর তাহার উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয় না, তাহারই অধীন জ্ঞানক্রিয়ামাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়। এবং অন্য দিকে তখন পুরুষের ভূমা সত্তা বা পরমাত্মসংস্থিতি সমুদিত হইয়া, জ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতিকে আত্মময় করিয়া তোলে; তখন ভূমা আত্মবোধের অভ্যন্তরেই অনাত্মজ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি, উভয়ই অন্তর্হিত হয় এবং তখন পরমাত্মা ও পরমেশ্বরত্বের একত্বই প্রদ্যোতনশীল থাকে। তখনই জীবের অপুনরাবৃত্তি ও ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ মহাপ্রস্থান সুসিদ্ধ হয়। যখন স্বীয় আত্মস্বরূপ পুরুষকে জীব স্বীয় সংস্কারের অধীশ্বর বলিয়া অক্ষরভূমিতে দেখিবার অধিকার পায়, অর্থাৎ ব্যক্ত হৃদয়ব্যবহারের তলে তাহার জন্ম, স্থিতি ও লয়ের আধার বলিয়া পুরুষকে দেখিতে অভ্যস্ত হয় এবং সেই অভ্যাসের ফলস্বরূপে অব্যক্তভূমিতে তিনি তাহার সমস্ত সংস্কারের ধর্ত্তা ও পাতা বলিয়া আংশিক উপলব্ধি করিতে সমর্থ

হয়, তখনই ভক্তিরসপ্রবাহে সে জীব নবজীবন লাভ করিতে থাকে; সে হইতে থাকে বিশুদ্ধভক্তিময়; এবং সেই ভক্তিস্নাত শুদ্ধ অন্তরে ধ্রুবা স্মৃতি উদ্ভাসিত হইতে থাকে। তখন হইতে তাহার কৃত কর্ম্মসকল—সে যে প্রকার কর্ম্মই হউক—তাহা আর তাহার পুনরভিজাত হইবার কারণ হয় না; সে সকল কর্ম্ম ভগবৎকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপে হয় তার অপুনরাবৃত্তির সূচনা। তার পর ধ্রুবা স্মৃতির উদয়ে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবীজসকল তদধীন হইয়া পড়ে এবং পুনর্জ্জন্মের সকল আশঙ্কা তিরোহিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মসকল পর্য্যন্তও তীব্র ভক্তির উদয়ে ধ্বংস হইতে পারে। সুতরাং দেখা গেল, পুরুষকে সম্যক্-রূপে বিজ্ঞাত হইতে গেলেই প্রকৃতিও আপনা হইতে বিজ্ঞাতা হইয়া যায়; এবং অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ এই পুরুষ-প্রকৃতি-বিজ্ঞান।

এখানে কেহ কেহ প্রারব্ধ কর্ম্ম পর্য্যন্ত ক্ষয় হইবে কি না, এইটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং পুরুষজ্ঞানোদয়ে আর সঞ্চিত কর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয় না, "ন স ভূয়োঽভিজায়তে" এই বাক্যের এইরূপ অর্থ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন অদৃষ্ট আর সঞ্চিত হয় না, এবং জ্ঞানোদয়ে সঞ্চিত অদৃষ্টও ধ্বংস হইতে পারে—শুধু প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয়, কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু উহা এখানে প্রধান কথা নহে। জানার পরিপুষ্টির উপর ফলাফল নির্ভর করে, আর অন্য কোন রহস্য ইহার মাঝে নাই। সংস্কারগ্রন্থি পর্য্যন্ত দৃষ্টি সম্যক্ মুক্ত হইলে, যাহার পরিণতি অহৈতুকী ভক্তিপ্রকাশ, সেইরূপ পরমেশ্বরকৃপা বর্ষিত হইলে প্রারব্ধ পর্য্যন্তও ক্ষয় হইয়া যাইতে পারে, ইহাই বিজ্ঞান; এবং উপলব্ধি তত ব্যাপক না হইলে ফলেরও তারতম্য ঘটে, ইহাই সিদ্ধান্তস্বরূপ গ্রহণ করিবে। ইহার পরেই ভগবান্ বলিয়াছেন, শুধু শ্রবণের দ্বারাও মানব মর্ত্তলোক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়,—শ্রবণ, ধ্যান, বিচার, কর্ম্মত্যাগ, উপায় যাহাই হউক, ফল নির্ভর করে আত্মার পরমাত্মসন্নিধানে স্থিতির ধ্রুব উপলব্ধির উপর। সেইটি যাহার যে পরিমাণে ঘটে—যে উপায়েই হউক, সেই পরিমাণে তাহার জন্মান্তরপরিভ্রমণ নিবৃত্তি হয়। পরমাত্মসান্নিধ্যরূপ উপাসনার গভীরতার তারতম্যই ফলতারতম্যের কারণ।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪

পরমাত্মোপাসনস্য বিকল্পান্ কথয়তি ধ্যানেনেতি। ধ্যানেন—ধ্যানং নাম ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য একাগ্রভূমিকচিত্তঃ সন্ নিজবোধস্য অনবচ্ছিন্নপ্রত্যয়ধারাবলম্বনেন আত্মচিন্তনং, তথাবিধেন ধ্যানেন কেচিৎ ধ্যানযোগিনঃ আত্মনি স্বস্মিন্নেব আত্মনা নিজবোধলক্ষণেন আত্মানং পরমসংজ্ঞকং পশ্যন্তি, আত্মন্যেব আত্মনা আত্মতত্ত্বম্ আবিষ্করোতীত্যর্থঃ। অন্যে সাংখ্যযোগিনঃ সাংখ্যেন যোগেন প্রকৃতিপুরুষবিবেকলক্ষণেন আত্মানং প্রকৃতিতঃ পৃথক্ কৃত্বেত্যর্থঃ, তমেবাত্মানং নির্গুণমব্যক্তম্ পশ্যন্তি। অপরে কর্ম্মযোগিনঃ

স্বাত্মানং পরমেশ্বরং সর্ব্বাত্মস্বরূপং মন্যমানাঃ জ্ঞানকর্ম্মসহায়েন তৎসন্নিধিমুপেত্য, ভগবৎ-প্রসাদেন স্বাত্মন্যেব পরমাত্মানং পশ্যন্তীতি যথোক্তেন সম্বন্ধঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কেহ আত্মবুদ্ধির দ্বারায় আপনাতেই আত্মাকে ধ্যান সাহায্যে দর্শন করে, কেহ প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকরূপে সাংখ্যযোগ অবলম্বনে আত্মাকে দর্শন করে, অন্য কেহ কর্ম্মযোগ অর্থাৎ ভগবৎসমর্পিত কর্ম্মযোগ অবলম্বনে তাঁহাকে দর্শন করে।

যৌগিক অর্থ।—উপাসনার গভীরতার তারতম্যেই ফলতারতম্য, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে উপাসনার প্রকারান্তরসকল বলা হইতেছে। কেহ ইন্দ্রিয় ও মন প্রত্যাহার করিয়া, একাগ্রভূমিকচিত্ত হইয়া, আপন সত্তাবোধের অনবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারা অবলম্বনে আপনাতেই আপনার দ্বারা আত্মতত্ত্বকে আবিষ্কার করে। কেহ বা অস্মিআদি সত্তাবোধ পর্য্যন্ত আত্মবোধ হইতে পৃথক করিয়া, অব্যক্ত নির্গুণ আত্মতত্ত্ব অধিগত হয়। কেহ বা ভগবদ্‌বোধে আত্মাকে গ্রহণ করিয়া, সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও কর্ম্মসাহায্যে ভগবানে আপনার নিত্য সান্নিধ্য ও নিজকে ভগবানে নিত্যসমর্পিত উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে লাভ করে।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫

অন্যে তত্ত্বজ্ঞানেষু অনধিকারিণস্তু এবং ধ্যানাদিভিরুপায়ৈঃ আত্মানম্ ভর্ত্তৃত্বাদিলক্ষণ-লক্ষিতম্ সাক্ষাৎকর্ত্তুম্ অজানন্তঃ অশক্নুবন্তঃ অন্যেভ্যঃ করুণার্দ্রচিত্তেভ্য আচার্য্যাদিভ্যঃ পরমাত্মবিষয়কম্ উপদেশং শ্রুত্বা, ইদমেব সত্যমিতি সুনিশ্চিতবুদ্ধ্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকম্ উপাসতে আরাধনং কুর্ব্বন্তি। তে কিম্ভূতাঃ? শ্রুতিপরায়ণাঃ, আচার্য্যমুখাৎ ভগবন্মহিমাদিশ্রবণং শ্রুতিঃ, সৈব পরম্ অয়নং গতির্যেষাং, তে শ্রুতিপরায়ণাঃ, কিংবা শ্রুতিরপৌরুষেয়ো বেদঃ, আচার্য্যোপদেশশ্রবণনিষ্ঠয়া প্রমুক্তহৃদয়ানাং বেদঃ স্বয়মেব প্রতিভাতি ইত্যতঃ শ্রদ্ধানুবেদন-বন্তোঽপি শ্রুতিপরায়ণা উচ্যন্তে, তেঽপি মৃত্যুম্ অতিতরন্ত্যেব মরণম্ অতিক্রম্য ক্রমশ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্ত্যেব, এবশব্দো নিশ্চয়জ্ঞাপনার্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অন্য কেহ এ সকল না জানিয়া, মাত্র অন্যের নিকট শুনিয়া, তাঁহার উপাসনা করে ; সেই শ্রবণপরায়ণ ব্যক্তিরাও মৃত্যু অতিক্রম করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে বিজ্ঞানপ্রধান সাধনা-সকলের কথা বলিয়া, এই শ্লোকে সাধারণ তত্ত্ববিজ্ঞান-নিরপেক্ষ সাধনার কথা বলিতেছেন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানে দক্ষ নহে, তত্ত্বসম্বন্ধে ধারণা করিতে পরাঙ্মুখ, তাহাদিগের মধ্যে এমন পুরুষ আছে, যাহারা উপদেষ্টার মুখে ভগবৎকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রুতিপরায়ণ হয়। শ্রবণই যাহাদিগের পরম অয়ন বা সাধনারূপ গতি, তাহাদিগকে বলে শ্রুতিপরায়ণ। অথবা শ্রুতি বা অপৌরুষেয় বেদন যাহাদিগের পরম গতি, তাহারা শ্রুতিপরায়ণ। উপদেশ শ্রবণে নিষ্ঠা ও নিষ্ঠাজাত আন্তর প্রকাশের সাহায্যে সেই ভগবৎকথা-শ্রবণনিষ্ঠাবান্ পুরুষদিগের অন্তরে হার্দ্দাকাশ আপনি

মুক্ত হইয়া, বিনা প্রচেষ্টায় অপৌরুষেয় বেদন আবির্ভূত হইতে থাকে। তাহারা জানে না,—কাহাকে বলে আত্মা, কাহাকে বলে পরমাত্মা, কাহাকে বলে ব্রহ্ম; এ সকল তত্ত্ব তাহারা বিদিত নহে; কিন্তু তত্রাচ মাত্র ভগবন্মহিমা-শ্রবণনিষ্ঠা হইতে সরল সহজ হার্দ্দ ধর্ম্ম স্বতঃ প্রবাহিত হইয়া হৃদয়কে মুক্তদ্বার করিয়া দেয়, ভক্তির সুনির্ম্মল ধারা যেন আপনি উছলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এইরূপ লক্ষণ তাহাতে প্রকাশ পায়; তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে সে আপনি আপনার অন্তরস্থ তত্ত্বপুরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, সেই জন্য এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন পর্য্যন্ত সে জানে না যে, কিছু জানিয়াছে বা বুঝিয়াছে। অথচ বস্তুতঃ সে বাহ্য জীবভাবটি হারাইয়া, স্বীয় অজ্ঞাতে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায় ও সে অমৃতপুরের অমৃতে অভিষিঞ্চিত হয়। তত্ত্বপ্রকাশ তাহাতে বিনা প্রয়াসে সংসাধিত হয় ও ক্রমে নিবিড়তর হইয়া তাহাকে মর্ত্ত্য আবর্ত্তন হইতে পরিত্রাণ করে।

কেন এমন হয়? ইহার কারণ, জীব জানুক বা না জানুক, পরমাত্মা আত্মস্বরূপে তাহার অন্তরে বিরাজিত। তিনিই অপরা প্রকৃতির ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, হৃদয়রূপ স্বীয় বাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়া, প্রকৃতিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া, তাহার সহিত একীভূত হইয়া রহিয়াছেন। পরমাত্মতত্ত্বে এই প্রকৃতি পরমাত্মত্বে অনুপ্রবিষ্ট, আর জীবত্বে আত্মা পরা-প্রকৃতিরূপে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং জীব যখন যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, তাহার সমগ্র চেতনাকে একমুখে সংগ্রহ করিতে যায়, তখন সেই প্রচেষ্টার প্রগাঢ়তায় সে তত্ত্ববিজ্ঞান না জানিলেও সহসা দেখিতে পায়, তাহার সকল প্রচেষ্টা আপনারই ভিতর আপনার জ্ঞানেই উদ্বেলিত হইতেছে এবং তাহার সকল কাতর অন্বেষণ তাহাকে আকাশ পাতাল ঘুরাইয়া, আপনারই মূলের দিকে ধাবিত করিতেছে। সে অন্যকে অন্বেষণ করিতেছে, এইরূপ মনে করিলেও কার্য্যতঃ সে আপনার বাহিরে ভগবান্ খুঁজিতে গিয়া, আপনারই ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, চেতনা চেতনাকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যায় না, যাইবার স্থানও কোথাও নাই; চিন্ময়ীর বুকেই তাহার যত প্রচেষ্টারূপ জ্ঞানোদ্বেলন তরঙ্গায়িত হইতেছে। বাহ্য বলিয়া যাহা সে এত দিন অনুভব করিয়াছে, তাহাও তাহার অন্তরস্থ জ্ঞানেরই বৈচিত্র্য; এবং সে যখন যাহা কিছু অন্বেষণ করিয়াছে ও পাইয়াছে, সে আপনার অন্তরস্থ জ্ঞানেই পাইয়াছে। এবং এই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয়রূপে যিনি অবস্থিত, তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে ভগবান্ বলিয়া কখনও অন্বেষণ করে নাই। সে জানিত না—কাহাকে খুঁজিতেছে, অথচ খুঁজিত, সাড়া না পাইয়া কাঁদিত, যত শুনিত সে অচেনা প্রিয়ের কথা, ততই তাহার মর্ম্মসকল ব্যথার বেদনায় তাহাকে জর্জ্জরিত করিত; কিন্তু এখন দেখে, ওই মর্ম্মব্যথাই মর্ম্মকে দিয়াছে মুক্ত করিয়া, মর্ম্মবেদনাই দিয়াছে তাহার মর্ম্মের কপাট খুলিয়া; সে খুঁজিয়াছে যাহাকে, শুনিয়াছে যাহার অফুরন্ত হৃদয়মনোমুগ্ধ-করী কাহিনী, সে অন্য কেহ নহে, তাহারই মর্ম্মের অধীশ্বর; মর্ম্মের মাঝেই তাহার নিত্যা-বাস, মর্ম্মেরই সে মর্ম্মময় দেবতা। তখন তত্ত্ববিজ্ঞাতা পুরুষের মত তাহারও দিব্য চক্ষে

তত্ত্বসকল প্রকাশ পাইতে থাকে। সুতরাং ধ্যান, ত্যাগ, যোগ অথবা শ্রুতিপরায়ণতা—উপায় যাহাই হউক, ফল হয় একই—প্রকৃতি ও পুরুষবিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞান হইতে অপুনরাবর্ত্তনরূপ পরা গতি।

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণসহিতাং বিজ্ঞায় ন পুনরভিজায়ত ইতি যদুক্তং, তস্যৈব বিস্পষ্টার্থম্ উচ্যতে যাবদিতি। হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং স্থিতিশীলং গতিশীলং চ সত্ত্বং বস্তু সংজায়তে উৎপদ্যতে, তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ—ক্ষেত্রং অপরা প্রকৃতিঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরাপ্রকৃতিরূপঃ পুরুষঃ, তয়োঃ সংযোগাৎ মিলনাৎ জায়তে, ইতি বিদ্ধি জানীহি। অয়ম্ভাবঃ—তাবদেব হি জগৎ চরমচরঞ্চ পরমাত্মনা ময়া স্বমহিমভ্যাং বিনির্ম্মিতং। অতো মে পরাপরাখ্য-শক্তিপ্রকাশদ্বয়বিনির্ম্মিতং সচরাচরং সর্ব্বং আত্মশক্তিদ্বয়প্রকাশরূপম্ ইতি বিজানতাং মোক্ষঃ, অবিজানতাং সংসৃতির্ভবতীতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, স্থিতিশীল ও গতিশীল যাহা কিছু জাত হয়, সমস্তই ক্ষেত্র বা অপরা প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরাপ্রকৃতিরূপ আত্মা, এই উভয়ের সংযোগেই জাত বলিয়া অবগত হও।

যৌগিক অর্থ।—পুরুষ ও গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানিলে জীবের আর জন্ম হয় না, পূর্ব্বে এই কথা বলিয়া, কেন জন্ম হয় না, তাহার কারণটি সুস্পষ্ট করিবার জন্য এই শ্লোকটির অবতারণা। মা যেন বলিতেছেন, জীবের মর্ত্তে জাত হওয়া ও না হওয়ার একমাত্র কারণ—আমাকে না জানা ও জানা। জীব আমাতেই অনন্তকাল আছে ও থাকে। কিন্তু আমার মর্ত্তভূমিতে সে থাকিবে, কি আমার অমৃতময় ভূমিতে সে থাকিবে, ইহা নির্ভর করে আমাকে অনুবেদন করা ও না করার উপর। আমাকে অনুবেদন না করার অর্থ ই মর্ত্তে থাকা, আর আমাকে অনুবেদিত হওয়ার অর্থ ই অমৃতে থাকা। মর্ত্তে আছে, মর্ত্ত ভোগ করিতেছে, আপনাকে মৃত্যুময় বলিয়া ভাবিতেছে, আপনার চারি ধারে মৃত্যুগ্রস্ত বিশ্বকে দেখিতেছে, ইহার অর্থ ই—সে আমার অনুবেদন করিতেছে না, আমায় দেখিতেছে না, খুঁজিতেছে না, ভাবিতেছে না। ইহার নামই অবিদ্যায় বা মর্ত্তে মৃত্যুময় হইয়া থাকা। আর আমায় দেখিতেছে, ভাবিতেছে, আমার বেদনে সম্বেদিত হইতেছে, ইহার অর্থ ই—আমার অমৃতস্বরূপ বিদ্যারূপ প্রকাশে বসবাসের মতন করিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিতেছে। ইহাই যখন মৃত্যু ও অমৃত লাভের রহস্য, তখন আমাকে জানার ফলে যে জন্ম-মৃত্যু তিরোহিত হয়, ইহা সহজেই তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার। আর আমাকে জানাও জীবের পক্ষে একান্ত সুলভ—যদি সে আমার দিকে মুখ ফিরায়; কেন না, আমিই প্রকৃতপক্ষে তাহার সমগ্র অস্তিত্বের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ; আমিই পরমার্থতঃ জীবমূর্ত্তিতে প্রকটিত। যেখানে যাহা কিছু চরাচর অভিব্যক্ত বা অব্যক্ত আছে, সে সমস্তই আমারই মহিমদ্বয়ে

পরা ও অপরারূপ আমার শক্তিপ্রকাশদ্বয় দিয়াই আমি স্থাবরজঙ্গম রচনা করিয়াছি; আত্ম ও অনাত্ম, আমার এই উভয়বিধ প্রকাশই সকল অস্তিত্বের উপাদান। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই আমি ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জাত করি।

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

চরাচরাণাং পরমাত্মশক্তিরূপতাম্ উক্ত্বা, অধুনা সর্ব্বভূতেষু পরমাত্মদর্শনমেব সম্যক্-দর্শনম্ ইত্যুচ্যতে সমমিত্যাদিনা। সর্ব্বেষু ভূতেষু চরাচরেষু সমম্ একরূপং তিষ্ঠন্তং সর্ব্বেষা-মাত্মরূপেণ বিরাজমানং, ভূতেষু বিনশ্যৎসু ধ্বংসশীলেষু অপি অবিনশ্যন্তম্ অপ্রচ্যুতস্বরূপং পরমেশ্বরং পরমাত্মানং যো জনঃ পশ্যতি, স সম্যক্ পশ্যতি, অন্যস্তু আত্মতত্ত্বেন বিনা জগদ্দর্শনশীলঃ খণ্ডদর্শনাৎ অসম্যগ্‌দর্শীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বিনাশশীল সর্ব্বভূতে সমান ভাবে অবস্থিত অবিনাশী আত্মরূপে পরমেশ্বরকে যে প্রতিষ্ঠিত দেখে, তাহার দর্শনই সম্যক্ দর্শন।

যৌগিক অর্থ।—তাঁহাকে জানিলে আর জন্ম কেন হয় না, সেই বিজ্ঞানটি বলিয়া, তিনি যে সর্ব্বত্র কারণরূপে বিরাজিত, ইহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখাই যে সম্যক্‌দর্শন, সেই কথা বলিতেছেন। বাহ্যতঃ দেখিতে এ ব্রহ্মাণ্ড জন্মমৃত্যুময় হইলেও ইহার প্রতি ভূতে ভূতে স্বয়ং পরমেশ্বর সমরূপে বা আত্মরূপে যে অবস্থিত, এইটুকু সাধারণতঃ লোকে লক্ষ্য করে না এবং ওই লক্ষ্যটি থাকে না বলিয়াই জীব জন্মমরণের অভিঘাত ভোগ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্রতি বিনাশশীল সংস্থিতির তলেই অবিনাশী আত্মরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত, এইটি লক্ষ্য করিলেই জীব সম্যক্‌দর্শী হয় ও জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে। ভূতে ভূতে তাঁহার আত্মরূপে প্রতিষ্ঠাটি দর্শনই সেই জন্য সর্ব্বসার্থকতাময় প্রকৃষ্ট দর্শন। ওই অসঙ্গ আত্মতত্ত্বটি সেতুস্বরূপে জগৎপ্রপঞ্চ ও ভূমা পরমাত্মাকে একত্বে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রুতি বলেন,—"অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানা-মসম্ভেদায়।" এই সম আত্মতত্ত্বকে জানিলে সমগ্র লোকই যে এই "জ্ঞ"তত্ত্বের দ্বারা বিধৃত, ইহা দেখা যায় এবং "জ্ঞ"তত্ত্বটি পরমাত্মারই স্বরূপশক্তি বা নিজেই বলিয়া, পরমাত্মাই বিশ্ববিধারক পরমেশ্বর নামে পরিজ্ঞাত হন। সেই জন্য বিনাশময় এ বিশ্বের মাঝে অবিনাশী এই পরমতত্ত্বকে দর্শনই সম্যক্‌দর্শন বলিয়া কথিত হইল। আত্মতত্ত্ব না দেখিয়া যে জগদ্দর্শন, তাহা আংশিক দর্শন, খণ্ডদর্শন, সুতরাং অবিদ্যা।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২৮

কথমেতৎ, তদুচ্যতে সমমিতি। হি যতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ ভূতে সমং নির্গুণপ্রত্য-গাত্মরূপেণৈকবিধং যথা স্যাৎ তথা সমবস্থিতং সম্যক্ বিরাজমানং ঈশ্বরং পশ্যন্ আত্মনা নাম-রূপক্রিয়াময়েন জীবভাবেন আত্মানং সচ্চিদানন্দস্বরূপং ন হিনস্তি আচ্ছাদ্য ন বিনাশয়তি,

ততশ্চ পরাং গতিং পরমাত্মাধিগমরূপাং মুক্তিং যাতি প্রাপ্নোতি। যে তু তথা ন পশ্যন্তি, তে অবিদ্যাভোগময়েন জীবেনাত্মনা অক্ষরম্ অসঙ্গং নিত্যসিদ্ধম্ আত্মানম্ তিরস্কৃত্য বিনাশয়ন্তি, তেন চ অন্ধতমসাবৃতং লোকং যান্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পরমেশ্বরকে সম বা আত্মরূপে সর্ব্বত্র তুল্যভাবে অবস্থিত যে দেখে, সে (অনাত্মদর্শী হইয়া) আপনার দ্বারা আপনাকে বিনষ্ট করে না এবং সেই আত্মহননাভাববশতঃ সে পরা গতি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—কেন আত্মদর্শন সম্যগ্‌দর্শন, সেই কথা বিস্তৃত করিতেছেন। পরমাত্মাই নির্গুণ প্রত্যগাত্মরূপে ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নামরূপক্রিয়াময় জীবত্বকে বিধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত ; অবিদ্যাগ্রস্ত—সুতরাং বদ্ধ, আত্মহননশীল ; অবিদ্যাভোগময় নিজত্বের তলদেশে তাহার যে অক্ষর, অসঙ্গ, নিত্যসিদ্ধ আত্মত্ব, সেই আত্মাকে না দেখিয়া, না উপলব্ধি করিয়া যে অন্ধকারে অবস্থান, উহাই আত্মহনন। সেইরূপ আত্মহননই অসুর্য্যলোকে গতি বলিয়া ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" আত্মদর্শনহীন পুরুষ অজ্ঞানান্ধতাবশতঃ অসুর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়। আত্মদৃষ্টিহীন অন্ধ জীবত্ব অসুর্য্যলোক। সুতরাং সর্ব্বত্র সমানভাবে আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে যদি জীব উপলব্ধি করে, তবে এই অন্ধতা বিদূরিত হয়, আত্মোদ্ধার সম্পাদন করা হয়, মৃত্যুভুক্ খণ্ডিত আত্মা পূর্ণ আত্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়—আত্মাকে আর জরা-মরণগ্রস্ত, দীনহীন, অবিদ্যান্ধ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হয় না ; খণ্ডিত জীবাত্মার স্থলে ভূমা সপ্রকাশ পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া পড়েন ; উহাই পরা গতি—উহাই তাহার লাভ হয়। আর পুনঃ পুনঃ মরণশীল দেহপ্রবেশ ও দেহত্যাগরূপ জন্মমৃত্যুক্রীড়ায় রত হইতে হয় না।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ২৯

ননু নানাকৃতীনাং কর্ম্মণাং কর্ত্তৃত্বেন আত্মনো বৈষম্যমেব দৃশ্যতে, কথং সমত্বম্ ইত্যাশঙ্কায়াম্ আহ প্রকৃত্যৈবেতি। যশ্চ বিবেকী কর্ম্মাণি কায়বাঙ্‌মনোভিঃ সমারভ্যানি জ্ঞানক্রিয়ারূপাণি প্রকৃত্যা অপরাখ্যজ্ঞানশক্তিরূপয়া ত্রিবিধদেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া এব সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি নিষ্পাদ্যমানানি, তথা আত্মানং সর্ব্বজ্ঞানক্রিয়ামূলস্থং অপরিণামিনং জ্ঞস্বরূপং অসঙ্গম্ অকর্ত্তারং কর্ম্মভিরননুবিদ্ধং অত এব সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি, স জনঃ সম্যক্ পশ্যতি, নান্যঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—প্রকৃতিতত্ত্বেই কর্ম্মসকল সংঘটিত হইতেছে, আত্মতত্ত্ব অকর্ত্তাই রহিয়াছেন, এইরূপ যিনি দেখেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—পরা ও অপরা, দুইরূপ প্রকৃতির কথা গীতায় উল্লেখ থাকায় এখানে

প্রকৃতি শব্দে কোন্ প্রকৃতির কথা বলা হইতেছে, এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। এ অধ্যায়টি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ বা পুরুষ-প্রকৃতিবিবেক যোগ। জ্ঞ পুরুষ, প্রত্যগাত্মা বা পরা প্রকৃতি ও অস্মিআদি প্রকাশের অব্যক্ত আশ্রয়রূপ জ্ঞানশক্তি বা অপরা প্রকৃতি, এই দুইয়ের বিভাগ দেখানই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ ক্রিয়াময়ী বলিয়া এই শ্লোকে প্রকৃতিকে উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং অপরা প্রকৃতিকেই প্রকৃতি শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নামরূপক্রিয়াত্মক যে অস্মিআদি জ্ঞানশক্তিপ্রকাশ হয়, উহাই প্রকৃতির বিকার। আর যাঁহার দ্বারা প্রকাশ পায় বা সে প্রকাশগুলিকে যিনি জানেন, তিনিই সপ্রকাশ জ্ঞরূপ পুরুষ বা প্রত্যগাত্মা। জ্ঞানসত্তার জ্ঞানপ্রকাশের ভিতর এই দুই অংশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হয়, এ কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বলিয়াছি। যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞানশক্তি তাঁহারই, নতুবা তিনি জ্ঞাতা হইতে পারেন না, অথচ জ্ঞাতা বলিতে যে জ্ঞানতত্ত্ব বুঝায়, জ্ঞানক্রিয়া বলিতে সে জ্ঞানতত্ত্ব বুঝায় না, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া "জ্ঞ"তে ও প্রকৃতিতে বিভাগ নির্ণয় করিতে হয়। জ্ঞানক্রিয়ার নানা বিবর্ত্তনের মূলেই এই "জ্ঞ"টি অপরিণামী, সুতরাং স্থিররূপে যে প্রতীয়মান হয়, ইহা পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছ। যত এই বিভাগটিতে দৃষ্টি দিবে, ততই "জ্ঞ"য়ের অকর্ত্তৃত্ব ও সাক্ষিত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে। সেই তত্ত্বটি দেখাই সম্যক্‌দর্শন আনিয়া দেয়। আত্মস্বরূপ এই অকর্ত্তা পাদটি এবং ক্রিয়ারূপী এই শক্তিপাদটি, এই দুই পাদ যাঁহার প্রকাশ, সেই সপ্রকাশ চেতনই ব্রহ্ম। তিনি "জ্ঞ" বা "অজ্ঞ," কোন পদবাচ্য নহেন। সে কথা অন্য। কাজেই এই দুইটি পাদ বিশেষ ভাবে না জানিলে ব্রহ্মবোধ সুপ্রকাশ হয় না; তাই ব্রহ্মবোধে উজ্জীবিত হইবার জন্য আত্মজ্ঞানের ঐকান্তিক আবশ্যকতা। "জ্ঞ"তত্ত্বে জানারূপ ক্রিয়া বা জ্ঞাতৃত্ব উপচিত হয়, সুতরাং তাঁহাকেই জ্ঞাতা বা কর্ত্তা বলিতে হয়, এরূপ আশঙ্কা তুলিয়া আত্মতত্ত্বের পরিণাম কল্পনা করিতে যাইও না; তাহা হইলে জ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ তিনি ব্রহ্ম, সুতরাং তিনি কর্ত্তা, ক্রিয়া, অথচ অকর্ত্তা, সবই। প্রকৃতি-পুরুষবিবেকে সে কথা লক্ষ্য করিবার নহে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে যত ক্রিয়াপ্রকাশই হউক, সকল ক্রিয়াপ্রকাশের দুইটি দিক্ আছেই আছে। নিজে বলিয়া একটি কেন্দ্রস্বরূপ দিক্ এবং অস্মিআদি বিবিধ জ্ঞানপ্রকাশরূপ বিস্তারময় একটী দিক্। বিস্তারের প্রতি বিভিন্ন বিশিষ্টতাতেই এই নিজত্বরূপ বিভিন্ন কেন্দ্র বিরাজিত; এবং সর্ব্বত্রই সেই নিজত্বরূপ কেন্দ্র স্থির থাকে বলিয়া, যত বিভিন্ন জ্ঞানবিস্তার, তত বিভিন্ন আত্মা বা অপরিণামী স্থির জ্ঞাতা বা সাক্ষী। জ্ঞানস্বরূপের "নিজে" এইরূপ কেন্দ্রজ্ঞানটির বিন্দুমাত্র পরিণাম ঘটে না, উহা শুধু ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক হইয়া যায়। জানারূপ ক্রিয়াবিলাসের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বা ব্যক্তা-ব্যক্ততা দেখা যায়। কিন্তু ব্যক্ত ভাবের তলায় সেই "নিজ"রূপ কেন্দ্র ব্যক্ত বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেই জন্য অব্যক্ত জ্ঞানশক্তির মূলেও যে "নিজ"রূপ কেন্দ্র অব্যক্ত আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তাব্যক্ত যত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানমূর্ত্তি, তত ভিন্ন ভিন্ন আত্মরূপ কেন্দ্র।

সমগ্র বৈচিত্র্য যদি প্রলীন হইয়া এক অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে বিলীন হয়, তবে এই আত্মরূপ কেন্দ্রগুলিও এক অব্যক্ত, অপরিণামী নির্গুণ অক্ষর আত্মাতে একীভূত হইবে; কেন না, একজনই বহু হইয়া রহিয়াছেন, ইহা শ্রুতি। যদি বল, এই বহু হওয়াও ত একটা পরিণাম। অক্ষর হইতে ক্ষর পুরুষ হওয়া বা প্রত্যয়ানুদ্রষ্টৃস্বরূপ ভোক্তা হওয়া, এরূপ পরিণাম আছেই। উহা জ্ঞানের ব্রহ্মত্বের অন্তর্ভুক্ত, যে হিসাবে তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা, সেই হিসাবের অন্তর্গত। প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মময় ও ভোগময় হওয়ার পশ্চাতে যে দ্রষ্টারূপে, অসঙ্গরূপে প্রত্যক্ষীভূত আত্মত্ব, তিনিই পুরুষ-তত্ত্ব। সেই পুরুষতত্ত্বের প্রভবেই প্রকৃতিতত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয়, পুরুষতত্ত্ব নিষ্ক্রিয় থাকে, ইহা বলাই এখানে অভিপ্রায়। এই ভাবে যে যত অভিনিবিষ্ট হইবে, সে তত আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়াই অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। জ্ঞানক্রিয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা অবলম্বনে এমন এক তত্ত্বে গিয়া উপনীত হইতে হয়, যে তত্ত্ব আর ক্রিয়ার দ্বারা বিদ্ধ হয় না; উনিই অকর্ত্তা পুরুষ এবং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের আত্মা ও প্রকৃতিরূপ উভয় পাদ যিনি দেখেন, তাঁহার দর্শনই সম্যক্ দর্শন।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০

অধুনা পরমাত্মন্যেব ব্রহ্মস্বরূপে প্রকৃতেঃ সমবস্থানং, তত এব চ তস্যা বিস্তারম্ উক্ত্বা, আত্মনো ব্রহ্মত্বোপলব্ধিং কথয়তি যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে ভূতপৃথগ্‌ভাবং ভূতানাং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগজাতানাং স্থিরচরাণাং সর্ব্বেষাং পৃথগ্‌ভাবং পৃথক্ত্বং বহুভাবেনাবস্থানং, একস্থং একস্মিন্ এব পরমাত্মনি তিষ্ঠতীতি একস্থঃ, তথাবিধং পরমাত্মন্যেব অবস্থিতম্ অনুপশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি, ততঃ পরমাত্মত এব চ ভূতপৃথগ্‌ভাবানাং বিস্তারং "আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা আত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপঃ" ইত্যাদিপ্রকারৈর্যদা অনুপশ্যতি অনুভবং করোতি, তদা তস্মিন্ কালে স্বাত্মন্যেব সর্ব্বং, স্বাত্মত এব সর্ব্বমিতি অপরোক্ষানুভববশাৎ ব্রহ্ম সম্পদ্যতে চিদ্‌ঘনস্বরূপং ব্রহ্মত্বম্ অধিগচ্ছতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যখন পৃথক্ পৃথক্ ভূতভাব একেতেই উপলব্ধি হয় এবং সেই জন্য সেই এক হইতেই সমস্ত বিস্তৃত হইয়াছে অর্থাৎ একেরই সমস্ত বিস্তার, এইরূপ অনুভূতি হয়, তখন আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন হন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বভূতে আত্মরূপে অবস্থিত এবং সেই আত্মাকে যদি ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পায়, তবেই জীব পরা গতি লাভ করে। সেই ঈশ্বরত্ব দেখিবার উপায়স্বরূপে প্রথমে অকর্ত্তা অসঙ্গ আত্মতত্ত্বটি দেখিতে অব্যবহিত পূর্ব্বশ্লোকটিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অপরাপ্রকৃতি অংশেই সমস্ত ক্রিয়া ও কর্ত্তৃত্ববোধ। পরাপ্রকৃতিরূপ অনুপ্রবিষ্ট ভগবন্মহিমা বা আত্মাংশের সংযোগমাত্র সে ক্রিয়ার উদ্দীপক কারণ, সুতরাং কার্য্যতঃ সাক্ষাৎ কারণত্ব অপরা প্রকৃতির। এইরূপে সাধক আপনার

অন্তরে নিজস্বরূপ বোধ অবলম্বন করিয়া যদি আত্মত্বে দৃষ্টি সম্বদ্ধ করে অর্থাৎ আপনাকেই শুধু বোধ করিতে থাকে, তবে সেই বোধটি বিক্ষেপশূন্য যত হয়, ততই তাহার উপলব্ধি হয়,—সেই আত্মত্বেই সর্ব্বভূতস্থিতিবোধ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে ; এই আমার নিজত্বই ভূমা সর্ব্বাত্মা ; এই অন্তরাত্মা হইতেই সমগ্র বিশ্বোপলব্ধির বিস্তার ; এমন কোন কিছু কোথাও নাই, যাহা এই আত্মাতেই নহে ; এই আত্মার প্রভবেই সমস্ত বিধৃত, প্রকাশিত, অথচ এই আত্মত্বে কিছুই লিপ্ত নহে ; সমস্ত বোধবৈচিত্র্যই ইহাঁতেই জাত ও লীন হয় ; যেখানে যত আত্মপ্রত্যয়সারস্বরূপ বোধতত্ত্ব আছে, সে সমস্তই এই আত্মা—অন্য কেহ নহে। এইরূপ উপলব্ধির উদয় হইলেই বুঝিবে, ব্রহ্মোপলব্ধি প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ওই উপলব্ধিই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষর জীবকে অক্ষর ব্রহ্মে উন্নীত করে। সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন,—"ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা"। ইহা "ব্রহ্মত্বের উপলব্ধি" ; "ব্রহ্মত্ব" নহে। যখন উপলব্ধি একান্ত ঘনীভূত হয়, তখন উপলব্ধিরূপ চিত্তক্রিয়া সম্যক্ অব্যক্ত হইয়া, মাত্র আনন্দঘন স্বরূপ প্রকাশ হয় ; একজন অন্যকে উপলব্ধি করিতেছে, এরূপ বোধ থাকে না ; তখনই আনন্দস্বরূপের প্রকাশ, উনিই ব্রহ্ম।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩১

পরমাত্মৈব সর্ব্বমভবৎ। তথা সন্নপি স কথং সর্ব্বেষামাত্মরূপেণ অসঙ্গো নির্লেপশ্চ ভবতি, তদুচ্যতে অনাদিত্বাদিতি। হে কৌন্তেয়, অয়ং সর্ব্বহৃদয়স্থঃ অব্যয়ঃ জন্মমরণাদিধর্ম্ম-রহিতঃ পরমাত্মা শরীরস্থোঽপি প্রত্যগ্‌রূপেণ দেহে বর্ত্তমানোঽপি কর্ম্মাণি ন করোতি, ন চ বা কর্ম্মভিঃ লিপ্যতে। কথং ? অনাদিত্বাৎ। ন বিদ্যতে আদিরুৎপত্তির্যস্য, স অনাদিঃ, তস্য ভাবঃ অনাদিত্বং, তস্মাৎ অনাদিত্বাৎ। আদিমান্ যথা অনাদীনাং কর্ম্মণাং অব্যক্তাদ্-ব্যক্তিমাত্রমপশ্যন্ কর্ম্মকর্ত্তা তৎফলভোক্তা চ ভবতি, ন তথা অনাদিঃ। স তু অনাদীনাং কর্ম্মণাং অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তিমাত্রং পশ্যন্ তেষু কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিং ন করোতি। অতঃ অনাদিত্বং অকর্ত্তৃত্বে অসঙ্গত্বে চ হেতুর্ভবতি। ননু, কর্ম্মাকারেণ প্রকাশমানা কর্ম্মসঙ্গিনী প্রকৃতিরপি অনাদি-শব্দেনোচ্যতে "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপী"তি, তৎ কথমনাদিত্বমাত্রমেব অকর্ত্তৃত্বে হেতুরিত্যত আহ নির্গুণত্বাৎ। নাস্তি গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি যস্মিন্, স নির্গুণঃ, তস্য ভাবো নির্গুণত্বং, তস্মাৎ। অনাদিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ কর্ম্মসঙ্গিত্বদর্শনাৎ ন কেবলম্ আত্মা অনাদিত্বা-দেব অকর্ত্তা ভবিতুমর্হতি, অত উক্তং—অনাদিত্বাৎ গুণসম্পর্কহীনত্বাদিতি দ্বাভ্যামেব অকর্ত্তা নির্লেপশ্চ ভবিতুমর্হতীতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই অব্যয়রূপী পরমাত্মা অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা অনাদি ও নির্গুণ লক্ষণযুক্ত বলিয়া দেহী হইয়াও অকর্ত্তা, সুতরাং কোন ফলে লিপ্ত হন না।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে" বলা হইয়াছে। সেই অনির্ব্বচনীয় পরমব্রহ্মাখ্য পরমাত্মা, যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে

আপনাকে বিভক্ত করিয়া নিত্য পরমেশ্বররূপে বিরাজিত এবং প্রত্যগাত্মরূপে জীবের অন্তঃস্থ এবং অন্তঃস্থ হইয়াও তিনি অসঙ্গ ও অকর্ত্তারূপে অবস্থান করেন, ইহাও বিশেষভাবে বলিয়াছেন। পরমাত্মাই মূলতঃ সব হইয়াছেন, অথচ সব হইয়াও আত্মরূপে কেমন করিয়া অসঙ্গ ও নির্লে́প হইয়া রহিয়াছেন, সেই রহস্যটি এই শ্লোকে বলিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন, আত্মতত্ত্বের অনাদিত্ব ও নির্গু́ণত্বই তাহার কারণ। সপ্রকাশ পরমাত্মা আপনার প্রকাশত্বকে বিশেষ ভাবে ঈক্ষণ করিয়া, আপনি ও আপনার মহিমা, এইরূপ স্বগত বিভাগদ্বয় রচনা করেন। তিনি আপনিই আপনার মহিমা, ইহাই তত্ত্ব হইলেও প্রকাশকুশলতার জন্য তাঁহার শক্তিবিজ্ঞানই এরূপ যে, যাহা হইতে যাহা কিছু ব্যক্ত হয়, তাহা তাহারই আশ্রিত একটি প্রকাশ, সে আশ্রয় তত্ত্বটি মূলে স্থিরই থাকে। প্রতি শক্তি-প্রকাশেই আমরা বিজ্ঞান সাহায্যে ইহা জানিয়াছি। সকল শাক্তপ্রকাশেই কেন্দ্ররূপ সে শক্তির স্বরূপটি বিদ্যমান থাকে এবং যাহা প্রকাশ পায়, তাহা সেই কেন্দ্রেরই আশ্রয়ে বিবর্ত্তিত থাকে। এবং কেন্দ্র ও বিস্তাররূপ দুইটি বিভিন্ন দিক্ তাহাতে বিজ্ঞান সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্রকাশ পরমাত্মতত্ত্বও ঠিক তেমনই আপনাকে বিশিষ্টভাবে জানিতে অগ্রসর হইলেই সেই ঈক্ষণময়ের অন্তরে মহিমা বা জ্ঞানশক্তিরূপ একটি বিভাগ ও স্বরূপনামীয় একটি বিভাগ পরিস্ফুট হয়। মহিমা বা জ্ঞানশক্তিরূপ বিভাগ বিশিষ্ট ভাবে বা স্বতন্ত্র ভাবে লক্ষ্য করিলেই স্বরূপটিও স্বতন্ত্ররূপে লক্ষিত হইবেই। বিশিষ্ট ভাবে দেখা মানেই স্বতন্ত্র ভাবে দেখা। কেন না, সর্ব্বত্রই বিশিষ্টতাই স্বাতন্ত্র্যসূচক। সুতরাং মহিমা স্বতন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইলেই স্বরূপটি নির্ম্মহিম বা নির্গু́ণরূপে দৃশ্য হইবে, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। এই নির্গু́ণস্বরূপতাই অক্ষর বা কূটস্থ আত্মত্ব। এই বিশিষ্ট শক্তিভাবটি স্বতন্ত্র হইলেও স্বরূপেরই আশ্রিত থাকে, ইহাই শক্তিতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম; সুতরাং সেই অক্ষর নির্গু́ণ আত্মা স্বতন্ত্র নির্গু́ণ হইয়াও সেই জ্ঞানশক্তির আশ্রয়। এই দুই বিভাগ রচনা করিয়া তিনি পরমেশ্বররূপে সংস্থিত। উভয় বিভাগেরই পরমাত্মত্বই মূল বলিয়া উভয় বিভাগই অনাদি। এই দুইটিই তাঁহার ঈক্ষণ বিভাগ—দর্শনের বিভাগ, বস্তুতঃ উহা পরমাত্মাই। এই উভয় বিভাগের মধ্যে স্বরূপজ্ঞানরূপ আত্মতত্ত্বটি নির্গু́ণ বোধসম্পন্ন বলিয়া অসঙ্গ। শক্তি অংশটি গুণময় বলিয়া সংশ্লেষময় অর্থাৎ নানা হইয়াও একই প্রকৃতিরূপে থাকে; সকল অভিব্যক্তিগুলিই একেরই পরিণামরূপে উপলব্ধ হয়। আত্মতত্ত্বটি কিন্তু নির্গু́ণ, সুতরাং অসংশ্লেষপ্রধান অর্থাৎ বর্দ্ধনে আর এক থাকে না, সমধর্ম্মী বহুরূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও মূলতঃ এক পরমাত্মাই বলিয়া কূটস্থ অক্ষর আত্মারই অঙ্গরূপে থাকে। এই জন্য আত্মতত্ত্ব অব্যয়; বহু হইয়াও অব্যয়। প্রকৃতি দেখিতে যেন বহু হইয়াও একত্বপ্রধান, পুরুষতত্ত্ব দেখিতে যেন এক হইয়াও বহুত্বপ্রধান। একটি বীজ যেমন বৃক্ষে পরিণত হইয়া, শিরে তার ফুটাইয়া তোলে অনন্ত অনন্ত বীজ, তেমনই এক অক্ষর আত্মা আপনা হইতে ফুটাইয়া তোলেন অনন্ত অনন্ত আত্মা। সাধারণ দৃষ্টিতে

দেখিতে হয়, যেন বীজটি বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু বিজ্ঞানচক্ষে দেখা যায়, সেই বীজটিই সর্ব্বতঃ সম অনন্ত বীজের আকার গ্রহণ করিয়াছে ; বীজটি ব্যয়িত হয় না একেবারেই। এই জন্য আত্মা অব্যয়পদবাচ্য, অনাদি নির্গুণ প্রভৃতি পদবাচ্য ; পরমাত্মা অনাদিমৎ, নির্গুণমৎ, কিন্তু অনাদি ও নির্গুণপদবাচ্য নহেন। পরমাত্মার এই নির্গুণ আত্মপাদটি এই জন্যই সম্যক্‌ভাবে প্রকৃতির ভিতর বা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হইয়া অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ। এইবার শ্লোকটি বুঝিতে চেষ্টা করি।

আত্মা অনাদি এবং নির্গুণ, সেই জন্য কর্ম্মে লিপ্ত হন না, ইহাই শ্লোকে বলা হইয়াছে। অনাদি অর্থ—অজ। জন্ম থাকার নাম আদি থাকা। যাহা হইতে সমস্ত আদিমান্ জাত হয়, তাহা অনাদি। যাহা সমস্তের আদি অর্থাৎ সমস্ত দান করে, তাহাই আদি। পুরুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই অনাদি। প্রকৃতি হইতে সমস্ত জাত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিই সব করে, অথচ প্রকৃতি অনাদি। সুতরাং 'আত্মা ন করোতি ন লিপ্যতে' এ কথার কারণ দেখাইতে আত্মার 'অনাদি' লক্ষণটি কেন লক্ষ্য করা হইল, বুঝিতে হইবে। যাহার আদি আছে, তাহাকে কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব বোধ করিতেই হইবে। আদি আছে, এ কথার অর্থ—অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইতেছে, এইটি না দেখা। অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াটি জাত হওয়া নহে, অভিব্যক্ত হওয়া। বাক্সে টাকা আছে, তাহা খুলিয়া বাহির করা যেমন টাকার জন্ম নহে, একটা শুধু টাকার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি, অব্যক্ত হইতে আমি অভিব্যক্ত হইয়াছি, ইহাও আমার জন্ম নহে, শুধু ক্রিয়াপ্রকাশ মাত্র। কর্ম্মও তেমনই হইয়াই আছে, শুধু অভিব্যক্তি মাত্র, ইহা দেখিতে পাইলে আর কর্ম্ম জাত হইল বলা যায় না, শুধু প্রকাশ বা ব্যক্ত হইল বলিতে হয়। সুতরাং পুরুষ কর্ম্ম করিল বলিয়া আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখি, তাহা সে পুরুষের কর্ম্ম জন্ম দেওয়া নহে—কর্ম্মের ব্যক্ত হওয়া মাত্র। যে আপনার সত্তার জন্ম নাই বলিয়া জানে অর্থাৎ অনাদি বলিয়া আপনার ধারণা করে, সে কর্ম্মকেও দেখে অনাদি, শুধু ব্যক্তাব্যক্ততার তারতম্য ছাড়া কর্ম্ম করা হইল, এরূপ দেখে না। সুতরাং সে আর কর্ম্মকর্ত্তা হয় না। সেই জন্য অনাদিদর্শী 'কর্ম্ম করিতেছি,' এরূপভাবে কর্ম্মপ্রকাশকে দেখিতে পায় না। কিন্তু অনাদি প্রকৃতি ত কর্ম্ম করে। এই ব্যক্তাব্যক্ততারূপ ক্রিয়ানাম-রূপ ব্যাকৃত করিয়া প্রকাশ ও ক্রিয়ানামরূপ অব্যাকৃত করিয়া সংস্থিতি, এই দুইই ব্যক্তা-ব্যক্ততা এবং ইহাই প্রকৃতির রূপদ্বয়। প্রকৃতি বলিতে এই সব ক্রিয়ার আশ্রয় ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝায় না। প্রকৃতি কর্ম্ম করে, এ কথার অর্থ প্রকৃতি কর্ত্তা নহে, কিন্তু প্রকৃতিই কর্ম্মাকারে প্রকাশ পায় ও যেখানে উহা প্রকৃতিচালক আত্মপ্রভবে সংযুক্ত, সেইখানে কর্ত্তা নামে পুরুষকে ভূষিত করে। কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রকৃতিরই, পুরুষ প্রকৃত কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা-রূপেই আপনাকে বোধ করে। শুধু যে অংশটি ওই প্রভব বা অনুপ্রবেশরূপে প্রকৃতিতে নিবিষ্ট হয়, কর্ত্তৃত্ববোধ সেই অংশের। উহাই অনুপ্রবিষ্ট জীব। সুতরাং জীব যদি আপনার সমগ্র স্বরূপটি অর্থাৎ স্বীয় পুরুষত্ব দেখে, তবে অকর্ত্তা ভাবেই আপনাকে দেখিতে পায়।

আর যদি তাহা না দেখে, তবে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়াই দেখে। স্বীয় অব্যক্ত পুরুষত্ব না দেখিলেই সে হয় জন্মশীল জীব, অর্থাৎ সে আপনাকে অনাদি দেখিতে পায় না, আদিমৎ দেখে, জন্মশীল দেখে, কর্ত্তা দেখে। কাজেই আদিমৎ হইলে পুরুষ অকর্ত্তা বলিয়া আপনাকে অনুভব করে না—তাহার আত্মাকে অনাদি দেখিলে তবে অনাদি হয়। পুরুষের মত প্রকৃতিও অনাদি। প্রকৃতি অনাদি হইয়াও কর্ম্মময় হয় ; অনাদি হইলেই যে কর্ম্ম করিবে না, এ কথা ত নিরর্থক। প্রকৃতি কর্ম্ম করে অর্থাৎ ব্যক্ত কর্ম্মের রূপ পরিগ্রহণ করে। কিন্তু অনাদিত্ব বিধায় প্রকৃতি কর্ম্মের আকারেই সবটা রূপান্তরিত হইয়া যায় না, কর্ম্ম প্রকাশ করিয়াও প্রকৃতি প্রকৃতিই থাকে, যেমন জল তরঙ্গায়িত হইয়া জলই থাকে, সেইরূপ।

ভাল, অনাদি হইলে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করে না, এইটা বুঝিলাম ; কিন্তু শ্লোকে "ন করোতি" এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় যে পরিমাণে কর্ম্ম হইতে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হইল, সে পরিমাণে জলের তরঙ্গরূপত্বে তরঙ্গ-স্বাতন্ত্র্য ত দেখিতে পাই না। ইহার সম্বন্ধে অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে। এবং সেই জন্যই শ্লোকে শুধু অনাদিত্বের কথা বলা হয় নাই ; 'অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ' এইরূপ দুইটি কারণ দেখান হইয়াছে। শুধু অনাদি হইলে জল যেমন তরঙ্গ হইয়া জলই থাকে, সেইরূপ তত্ত্বত ঠিক থাকিয়া, তাহার উপরই একটি ক্রিয়া-বিলাস তরঙ্গাকারে তাহাতেই লিপ্ত, এইরূপ দেখা যায়। ইহার কারণ, প্রকৃতি গুণময়ী। ত্রিগুণা প্রকৃতি এবং সেই গুণতারতম্যের নামই ক্রিয়া। গুণ বিশ্লেষ হওয়ার নামই ক্রিয়া হওয়া। সুতরাং গুণের সহিতই কর্ম্মের শ্লিষ্টতা আছে, লিপ্ততা আছে। চেতন-স্বরূপ ব্রহ্মের এই প্রকৃতি অংশেই ক্রিয়া ও লিপ্ততা। কর্ম্মও লিপ্ততামাত্র, ক্রিয়া বা কর্ম্ম, প্রকাশ, প্রখ্যা বা সেই কোন বিশিষ্টতালাভ করা বা বিশিষ্টতার সাদৃশ্য লাভ করা এবং স্থিতি বা সংস্কাররূপে থাকা, সেই ভাবে লিপ্ত হওয়া, ইহাই ওই প্রকৃতির গুণত্রয়। প্রকৃতি অনাদি হইলেও তাহাতে এই জন্য লিপ্ততা আছে। কিন্তু গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র, এইরূপ বোধস্বরূপ যে জ্ঞানতত্ত্ব বা আত্মত্বরূপ নির্গুণ চেতন, উনি সমরূপে বহু হইয়া যান, বিভক্ত হইয়া যান, কিন্তু লিপ্ত থাকেন না। প্রকৃতি বহু মূর্ত্তি ধরিয়াও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। জ্ঞান-ক্রিয়ার বিশ্লিষ্ট অবস্থাতেও সংশ্লিষ্টতা থাকে ; কোথাও এমন হয় না যে, জ্ঞানক্রিয়া আছে, কিন্তু প্রখ্যা নাই বা স্থিতি নাই অথবা কর্ত্তা নাই বা কর্ম্মফল নাই। ক্রিয়া হওয়া মানেই একত্বেরই ত্রিবৃৎমূর্ত্তি হওয়া। একই বস্ত্রে যেমন তুলাত্ব, সূত্রত্ব ও বস্ত্রত্ব বিশ্লিষ্ট অথচ সংশ্লিষ্ট, এইরূপ লিপ্ততাময় থাকাই জ্ঞানশক্তিরূপ প্রকৃতি অংশের ধর্ম্ম। কিন্তু পুরুষ অংশ সেরূপ নহে ; পুরুষ অংশে লিপ্ততা এত দূর নহে। পুরুষ বা নির্গুণ চিদংশ পরা প্রকৃতি। ব্রহ্ম-প্রভব এই পরাপ্রকৃতি ওই অপরা প্রকৃতিটিতে প্রবিষ্ট হইলেই সে প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়, তাহারই উপর তাহারই সাহচর্য্যে, নতুবা হয় না ; অর্থাৎ প্রকৃতি ব্যাকৃতা হয় ও অব্যাকৃতা হয় তাহাকে লইয়াই তাহারই উপর, অথচ পরাপ্রকৃতির অনুভোক্তৃত্বরূপ ধর্ম্মটি ছাড়া অন্য

কোন অংশ লিপ্ত হয় না। এই অনুভোক্তা নামক অংশটিই ক্ষর জীবপদবাচ্য। এই ক্ষর জীব বহু ; ইহাই অক্ষর নির্গুণ আত্মার বহু হওয়া। চেতন সপ্রকাশ বা নিত্য আপনি আপনার দ্রষ্টা। আপনাকে বা নিজত্বকে নিজেই জানারূপ নিত্য ধর্ম্মটি প্রধান। নিজের দ্বারা নিজে প্রকাশ, এই ভাবটি পূর্ণ প্রকটিত থাকে বলিয়া আত্মার অন্য নাম পরাপ্রকৃতি। এই ধর্ম্মটি যেথায় প্রধান ভাবে প্রকাশ, তাহাই তাঁহার নির্গুণ প্রকাশ। ইহাই যখন তত্ত্ব, তখন জীব যতই বিষয়ে আত্মময় হউক, সে স্বীয় নির্গুণ নিজবোধেই থাকে—না উপলব্ধি করিয়াও উপলব্ধি করে। সুতরাং নির্গুণ আত্মার সহিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব অব্যক্ত ভাবে বা অব্যক্তে থাকে। থাকেই, অথচ ভিন্ন ; ব্যক্ত থাকে ভিন্নতা ; অব্যক্ত যোগ অব্যক্তেই থাকে। আকাশে বায়ু যেমন থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহে, সেই ভাবে আত্মাতে বিষয়ে সংযোগ থাকিয়াও তাহা নির্লিপ্তই থাকে। এই লিপ্তাভাসযুক্ত অবস্থানের মাঝে নির্লিপ্ততাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই ক্ষর জীব আপনার কারণস্বরূপ অক্ষর নিজেকে দেখে এবং তখন মাত্র আপনার দ্বারা আপনাকে জানিতেছি, এই নির্গুণ উপলব্ধিটি প্রধানভাবে পাইয়া সর্ব্বকর্ম্মের মাঝে স্বীয় নির্লিপ্ততারই অনুভব প্রধান ভাবে করে। তখন সে 'ন করোতি ন লিপ্যতে' এই ভাবের উপলব্ধিকেই সমুজ্জ্বলভাবে পায় এবং সেই জন্য সত্যই লিপ্ত হয় না।

সুতরাং শুধু অনাদি নহে—অনাদি ও নির্গুণ, এই দুইটিই হইল 'ন করোতি ন লিপ্যতে'র কারণ। শুধু অনাদি বা শুধু নির্গুণ নহে। সেই জন্য শ্লোকে ওই দুইটি কথার উল্লেখ হইয়াছে। শরীরস্থ অব্যয়রূপী অর্থাৎ নির্গুণ আত্মরূপী পরমাত্মা অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ববশতঃ কিছু করেন না ও কিছুতে লিপ্ত হন না বা "করিতেছি, লিপ্ত হইতেছি," এরূপ দেখেন না।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩২

আত্মনঃ অকর্ত্তৃত্বম্ অভোক্তৃত্বম্ উক্ত্বা, অধুনা দেহব্যতিরিক্তত্বম্ উচ্যতে যথেতি। যথা সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বেষু বস্তুষু অনুস্যূতং আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মত্বাৎ ন কেনাপি বস্তুনা উপলিপ্যতে উপলিপ্তং ন ভবতি, দেহে—ভৌতিকে, জ্ঞানক্রিয়াত্মকে সূক্ষ্মে, সংস্কারাত্মকে কারণে চ, সর্ব্বত্র আপাদতলমস্তকং অবস্থিতোঽপি আত্মা চিদাকাশরূপঃ তথা তেনৈব প্রকারেণ সূক্ষ্মত্বাৎ ন উপলিপ্যতে দেহত্রয়েন ন সংস্পৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্মতাবশতঃ কোন কিছুর সহিত লিপ্ত হয় না, আত্মাও তেমনই দেহে সর্ব্বত্র স্থিত হইয়াও দেহের সহিত লিপ্ত হন না।

যৌগিক অর্থ।—অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বের জন্য আত্মা কর্ম্ম করেন না ও কর্ম্মে লিপ্ত হন না, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোক্তা হন না, পূর্ব্বশ্লোকে ইহা বলা হইয়াছে। এবার স্থূল

ভৌতিক দেহে অথবা দেহাত্মবোধেও তিনি লিপ্ত হন না, সেই কথাটি বলিতেছেন। কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না, ইহাও যে জন্য, দেহে ও দেহবোধেও লিপ্ত হন না, ইহাও সেই জন্যই। কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে লিপ্ত না হইবার কারণ বলিবার সময় অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বের উল্লেখ করিলেন এবং দেহ ও দেহবোধের সহিত লিপ্ত হন না বলিবার সময় সূক্ষ্মতার উল্লেখ করিলেন। বস্তুতঃ অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব সূক্ষ্মতারই পরিচয়। দেহ ও দেহাত্মবোধরূপ আয়তন বা ব্যাপ্তির সহিত আত্মার সম্বন্ধের কথা হইতেছে বলিয়া ব্যাপ্তিলক্ষণাত্মক সূক্ষ্মতা শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কর্ম্ম বা কর্ম্মফল, এগুলি গুণ ও ক্রিয়াবোধক শব্দ বলিয়া সেখানে তদপেক্ষী নির্গুণত্ব ও অনাদিত্ব শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সূক্ষ্মত্ব ও নির্গুণত্ব অনাদিত্বসমবায়ী ভাববাচক শব্দ। আত্মা শুধু যে কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে লিপ্ত নহেন, তাহা নহে ; দেহে ও দেহবোধেও লিপ্ত নহেন, ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য। উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে আকাশের। ইহাই চরম উদাহরণ। চেতনতত্ত্ব বাহ্য দৃষ্টিতে আকাশের সহিতই উপমেয়। চিদাকাশ তাঁহার একটি নাম। বাহ্যাকাশে যেমন ভৌতিক জগৎ রহিয়াছে, আকাশে থাকিয়াও সে ভৌতিক পদার্থসকল যেমন আকাশে লিপ্ত নহে,—আকাশ প্রতি বস্তুর অণুতে অণুতে অনুস্যূত থাকিয়াও যেমন বস্তুর সহিত লিপ্ত নহে, চিদাকাশও তেমনই সমস্ত জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞানসংস্কারের ভিতরে ভিতরে অনুস্যূত থাকিয়াও তাহাদের সহিত লিপ্ত নয় ; ভূতের সহিত ত নয়ই। যেখানে যেখানে যত কিছু আয়তন আছে—সে আয়তন ভৌতিক হউক বা জ্ঞানায়তন হউক, সমস্তের অন্তরে এই আত্মরূপী ভগবান্ নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩

আত্মনঃ প্রকাশকত্বম্ উচ্যতে যথেতি। হে ভারত, যথা একো রবিঃ আদিত্যঃ ইমং রূপময়ং কৃৎস্নং সমগ্রং লোকং প্রকাশয়তি, তথা তদ্‌বৎ ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা কৃৎস্নং সমগ্রং ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃতিপর্য্যন্তং প্রকাশয়তি। সূর্য্যালোকেন ভৌতিকজগৎপ্রকাশবৎ তাবদেব জ্ঞানময়ং জগৎ, তথা ভূতজগতাং জ্ঞানমূলকত্বাৎ ভৌতিকমপি সমগ্রং জগৎ আত্মজ্যোতিষা এব প্রকাশতে ইত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভারত, যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, তেমনই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—সূর্য্যের স্বরূপধর্ম্ম আলোক বিকীর্ণ করা ; আত্মার স্বরূপধর্ম্ম প্রভব প্রকাশ করা। সূর্য্যের আলোকে রূপময় জগৎ যেমন প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, আত্মার প্রভবে বা প্রকাশশক্তিতে জ্ঞানময় বিশ্ব তেমনই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্রাদি, প্রাণ, অপান প্রভৃতি প্রবাহাদি সমস্তই আত্মপ্রভবেই পরিস্ফুট হয়। সূর্য্য যেমন আপনার আলোকে আপনাকে ও রূপাত্মক জগৎকে প্রকাশ করেন, সপ্রকাশ আত্মাও

তেমনই আপন প্রভবে আপনাকে ও জ্ঞানাত্মক জগৎকে প্রকাশ করেন। ভূতজগৎও জ্ঞানমূলক; সুতরাং সমগ্র বিশ্বের সমগ্র ভৌতিক ও জ্ঞানময় জগৎই আত্মার প্রভবেই প্রকাশিত হইতেছে। জগতে যাহাতে যাহাতে রূপতত্ত্ব আছে, সেই সমস্তই সূর্য্যালোকে যেমন দেখা যায়, বিশ্ব জ্ঞানশক্তিরূপ প্রকৃতিতত্ত্বমূলক বলিয়া সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ আত্মার দ্বারা প্রকাশ লাভ করে। প্রকাশ লাভ করার অর্থ বিজ্ঞাত হওয়া, বিজ্ঞাত হওয়ার অর্থ পরিচালিত হওয়া। বৃক্ষে রূপ আছে; সূর্য্যালোকসম্পাতে বৃক্ষটি দৃষ্টিগোচর হয় সত্য; কিন্তু মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সে বৃক্ষের রূপতত্ত্ব পরিচালিত ও পরিণমিত হয়। তেমনই আত্মার প্রভবের দ্বারা জ্ঞানমূলক বিশ্ব মাত্র বিজ্ঞাত হয় না, বস্তুতঃ আত্মসংস্পর্শে তাহার তাত্ত্বিক পরিচালন ও পরিণমন সংঘটিত হয়। দেহস্থ সমগ্র শক্তির পরিচালন ও পরিণমন আত্মপ্রভবেই ঘটিতে থাকে; বুদ্ধি পরিণমিত হইয়া অহংকার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদিবোধ সঞ্জাত হয়, ইন্দ্রিয়সকল বিষয়গ্রাহী হয়, বিধৃতিধর্ম্মী প্রাণসকল প্রবাহিত হয়, দেহের গঠন, পোষণ, পরিচালন, সংহরণ, সমস্তই হইতে থাকে এই আত্মপ্রভব হইতে। যাহার যাহা তত্ত্ব, যাহার যাহা স্বরূপধর্ম্ম, সে সেইরূপ ধর্ম্মময় হইয়া প্রকাশশীল—ক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। মহৎ বা অহঙ্কারতত্ত্বও তেমনই প্রকাশ বা ক্রিয়াশীল হয় ও কর্ত্তৃত্ববোধসম্পন্ন হইয়া সম্বুদ্ধ থাকে। কাজেই আত্মপ্রভবে সব সংঘটিত হইলেও কর্ত্তৃত্ব আত্মায় নহে—অহংতত্ত্বে; আত্মা নির্লেপই থাকেন। সূর্য্যের দৃষ্টান্ত হইতে এই দুইটি জিনিষ তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে; প্রকাশ করার এই দুইটি অর্থ ধারণা করিবে।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌॥ ৩৪

কর্ম্মোপদেশপ্রধানোঽয়ং তৃতীয়ঃ ষট্‌কঃ। তত্র তাবৎ কর্ম্মণাং ফলজনকত্বাৎ কর্ম্মকৃৎ তৎফলেন সম্বদ্ধ্যতে ইতি প্রায়শ এব আশঙ্কতে লোকঃ। তদপাকরণায় কর্ম্মবিজ্ঞানোপদেশাৎ প্রাগেব অস্মিন্নধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রবিভাগম্‌ উক্ত্বা আত্মনঃ কর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বম্‌ অকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্‌। কর্ত্তুরেব ফলসম্বন্ধঃ, অকর্ত্তুরসঙ্গস্যাত্মনো ন তথা, ইত্যত আত্মানম্‌ অসঙ্গম্‌ অকর্ত্তারং বিজানন্নেব জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ে অধিকৃতো ভবতি। অহংপ্রত্যয়ো হি প্রকৃতিজঃ কর্ম্মাণি করোতি, তৎফলেন যুজ্যতে চ। ক্ষর ইব প্রতিভাতঃ অহন্তু পরমার্থত আত্মৈব ইতি পশ্যন্‌ ন কর্ম্মভির্লিপ্যতে। অত আত্মবোধসম্মিতে কর্ম্মযোগে ন ফললেপাশঙ্কেতি অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিত্যাদিনা। এবং যথোপদিষ্টপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরন্তরং পার্থক্যং, তথা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং—ভূতপ্রকৃতিরপরাপ্রকৃতিঃ, ততো মোক্ষং বিমুক্তিঞ্চ জ্ঞানচক্ষুষা—জ্ঞঃ পুরুষঃ, অনঃ প্রকৃতির্জ্ঞানশক্তিরূপা, তাবেব চক্ষুষীতি জ্ঞানচক্ষুঃ, তেন জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুর্জ্জানন্তি, তে পরং পদং ব্রহ্মাখ্যং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যাহারা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং তৎসাহায্যে ভূতপ্রকৃতি হইতে মুক্তি পরিজ্ঞাত হয়, তাহারা পরম গতি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—এইটি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপসংহার-শ্লোক। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, গীতার এই তৃতীয় ষট্‌কটিতে কর্ম্মবিজ্ঞান আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ কর্ম্ম ফল-প্রসূরূপে পরিচিত; সুতরাং কর্ম্ম করিলেই ফলসম্বদ্ধ হইতে হয়, এই আশঙ্কা অযথা ভাবে সাধারণ জীবের অন্তরে সংস্কারগত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বে সম্যক্ অধিকার না আসা পর্য্যন্ত এই আশঙ্কা সমূলে জীবের হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় না। ধর্ম্মসংস্কারকদিগের ভিতরেও এ আশঙ্কা বহু দূর পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকিতে এ যুগে দেখা যায়। ওই আশঙ্কা সন্ন্যাসবাদের অন্যতম একটী প্রধান কারণ। ওই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া গীতার ভাষ্যকার-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ গীতার অর্থকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাবে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই সর্ব্বসাধারণ আশঙ্কা নিরাকরণ করিয়া না লইলে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ময় গীতার ব্যাখ্যাত শ্রুতিসিদ্ধ ধর্ম্মটি পূর্ণ নিঃশঙ্কভাবে গ্রহণ করিতে জীব অসমর্থ হইতে পারে, সেই জন্য ভগবান্ কর্ম্মবিজ্ঞান বলিবার প্রারম্ভেই এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগটি বিশদ ভাবে বর্ণনা করিলেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ দেখিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত অসঙ্গ আত্ম-প্রকাশটিতে সম্যক্ প্রত্যয়বান্ হওয়া যায় না; এবং আত্মার অসঙ্গ অক্ষর সংস্থিতিতে আরূঢ় না হইলে আত্মার ঈশ্বরত্ব ও ব্রহ্মত্ব উপলব্ধ হয় না। এবং আত্মা কর্ম্মপ্রবর্ত্তক অথচ কর্ত্তা নহেন, ইহা না দেখিলে কর্ম্মফলে নিবদ্ধ হইতেই হয়। কেন না, কর্ত্তাই কর্ম্মফল লাভ করে। কর্ত্তা হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হইলে আর কর্ম্ম তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে না। সেই জন্য কর্ম্মে আপনার অসঙ্গত্ব উপলব্ধিই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়রূপ শ্রৌত পন্থার ভিত্তিস্বরূপ। আত্মা কর্ম্মে লিপ্ত হইতেছেন না, মাত্র প্রকৃতির অহংজ্ঞানরূপ প্রকাশটি কর্ম্ম করিতেছে ও সেই জন্য ফল সংগ্রহ করিতেছে; আমি মূলতঃ আত্মাংশ বা ক্ষররূপে প্রতি-ভাত আত্মাই, এইটি না দেখিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, দেখিলে আর ফলভোগের আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং এই আত্মবোধসম্মিত কর্ম্মযোগ নির্ভয়ে অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাই কর্ম্মবিজ্ঞান বলিতে গিয়া ভগবান্ প্রথমেই ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবার উপদেশ দিলেন। জ্ঞানচক্ষে এই বিভাগ প্রত্যক্ষীভূত রাখিয়া কর্ম্মময় বা ব্রহ্মযজ্ঞময় হইতে পারিলেই জীব ব্রহ্মত্বরূপ পরা গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আর একটী কথা। আত্মবোধসম্মিত কর্ম্ম না হয় ফলপ্রসূ হইবে না, ইহা বুঝিলাম; কিন্তু উহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক হইবে কিরূপে? হইবে ভূতপ্রকৃতি হইতে মুক্তি দিয়া। প্রকৃতিকে ভূতময় দেখাই ভূতপ্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতির সেবা করা। আর প্রকৃতিকে জ্ঞানশক্তিরূপে জানাই ভূতপ্রকৃতি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া। "জ্ঞ"স্বরূপ আত্মা ও "অন"-স্বরূপ জ্ঞানশক্তি, ইহাই পুরুষ ও প্রকৃতি। "জ্ঞ"স্বরূপটির উপলব্ধি হইলেই "জ্ঞ"স্বরূপকেই পরাশক্তি বা চিতিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়। অপরা প্রকৃতি বা ভূতপ্রকৃতি যে পরা শক্তিরই রূপান্তর, ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয়। আপনার দ্বারা আপনাতে আপনি প্রকাশ হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ জ্ঞানশক্তিই পরা শক্তি; আর আত্মবোধ ভিন্ন অন্য সর্ব্ববিধ জ্ঞান-

প্রকাশই অপরা প্রকৃতির প্রকাশ। এক জ্ঞানশক্তি এই দুই রূপে প্রকাশিতা। সুতরাং এই চিতিশক্তিকে উভয় রূপে পরিচিত হইলেই বিশ্বপ্রকাশ আত্মমহিমার প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহাই মোক্ষ বা পরা গতি বা আত্মার ব্রহ্মত্ব। ভূতপ্রকৃতি আত্মপ্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়া যাওয়াই মোক্ষ; সুতরাং ভূতপ্রকৃতি ও মোক্ষ, ইহার পার্থক্যও এই আত্মজ্ঞান হইতে প্রকটিত হইয়া পড়ে; ভূতময় কর্ম্ম মুক্তিপ্রদ কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়, কর্ম্ম হয় ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্ম। কর্ম্মে ভীতির পরিবর্ত্তে অভয় আসে, মৃত্যুর পরিবর্ত্তে অমৃত আসে, ভূতে ভূতে ভূতপ্রকাশ না হইয়া ভূতনাথ প্রকাশ হইয়া পড়েন। ব্যক্ত বিশ্বই হইয়া পড়ে ব্রহ্মলোক—জীব হয় ব্রহ্মবপু। অপরা প্রকৃতি স্থূল ভূতরূপে প্রকটিত না হইয়া জ্ঞানময়ীরূপে পর্য্যবসিত হয়। অপরা প্রকৃতির এই স্থূল পরিহার্য্য ভৌতিক ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্লোকে "ভূতপ্রকৃতি" শব্দে তাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

জ্ঞানসমুচ্চিতং কর্ম্ম হি মুক্তিপ্রদমিতি আর্ষং মতং প্রপঞ্চয়তা ভগবতা পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রবিভাগাখ্যে আত্মনঃ অনাদিত্বং, প্রকৃতেশ্চ আত্মশক্তিরূপায়া তথাত্বম্ উক্তম্। তথাভূতম্ ঈশ্বরাংশম্ আত্মানং প্রকৃতিঞ্চ তথৈব বিজ্ঞায় কর্ম্মভিঃ কৃতৈর্ন বধ্যতে, অপি তু মুচ্যত এবেতি প্রতিপাদয়িষ্যতা অধুনা অনাত্মপরায়াঃ প্রকৃতেঃ গুণপ্রকাশদ্বারেণাত্মাশ্রিতং কর্তৃত্বং, আত্মনশ্চ কর্ম্মকর্ত্তুরপি ততো বিবিক্তত্বং প্রদর্শয়িতুং চতুর্দ্দশোঽয়মধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে পরং ভূয় ইতি। শ্রীভগবান্ উবাচ, ভূয়ঃ পুনরপি প্রবক্ষ্যামি তুভ্যং, কিং? জ্ঞানানাং সর্ব্বেষাং উত্তমং শ্রেষ্ঠং জ্ঞানং, পরং পরতত্ত্ববিষয়কং। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা সংপ্রাপ্য সর্ব্বে মুনয়ো মননশীলাঃ ইতোঽস্মাৎ দেহাশ্রয়াদূর্দ্ধং পরাং সিদ্ধিং মোক্ষরূপাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আবার আমি আমার পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে, সর্ব্বোত্তম জ্ঞান সম্বন্ধে তোমায় বলিতেছি, যাহা জানিয়া মুনিরা দেহবোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যৌগিক অর্থ।—গীতার এই তৃতীয় ষট্‌কের লক্ষ্য—কর্ম্মবিজ্ঞানবর্ণনা, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় আর্ষবিজ্ঞান, ব্রহ্মবাদের প্রাণস্বরূপ। আপাতদৃষ্টিতে জীব-বিজ্ঞানে কর্ম্মই ফলবন্ধনের জনক, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ সেই কর্ম্মই ব্রহ্মজ্ঞানসমুচ্চিত হইলে মুক্তিদায়ক হয়, এই আর্ষ উপদেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখানই গীতার মুখ্য অভিপ্রায়। সুতরাং কর্ম্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা না হইলে গীতার অঙ্গহানি হইত; সেই জন্য তৃতীয় ষট্‌কটি কর্ম্মবিজ্ঞান বর্ণনায় ভগবান্ পূর্ণ করিয়াছেন।

কর্ম্ম দুই প্রকার—ফলসঙ্গময় ও ফলাসঙ্গময়। ফলসঙ্গশূন্য কর্ম্ম করিবার প্রধান উপায়—সমস্ত কর্ম্মপ্রকাশকে ব্রহ্মকর্ম্ম বা ভগবৎকর্ম্মরূপে বিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্ম করা। অনাদিমৎ পরমেশ্বর অনাদি প্রকৃতি অর্থাৎ অনাদি আত্মজ্ঞান ও অনাদি জ্ঞানশক্তি, এই দুই বিশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া ও এই দুইকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ব রচিত করেন। এই দুই অনাদি তত্ত্বই তাঁহার প্রকাশস্বরূপ। এ কথা পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং মূলতঃ সমগ্র জগৎক্রিয়ার কর্ত্তা পরমেশ্বর। এই জন্য উপনিষদে—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" বলা হইয়াছে। প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট ক্ষর আত্মা বা জীব, কর্ম্মের অনাদি আশ্রয়স্বরূপ পরমেশ্বরকে আপন অন্তর্নিহিত না দেখিয়া, অনাদি কর্ম্মকে ও আপনাকে সাদি বা আদিযুক্তরূপে দেখে, এবং সেই জন্য আপনাকে কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিমূঢ় করে ও কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। পরমেশ্বর—যিনি অনাদিমান্, তিনি আপনার অনাদিত্ব দর্শন করেন বলিয়া এবং প্রতি কর্ম্মপ্রকাশের পূর্ব্বক্ষণে স্বীয় পরা-শক্তিত্ব বা নির্গুণ আত্মত্ব প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া কোনও কর্ম্মে জীবের মত ফলভোগী হন না। অগ্নি যেমন অগ্নিকে দহন করে না, তেমনই তিনি আপনি আপনার কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হন না। কার্য্যের মধ্যে কারণ সংশ্লিষ্ট থাকিলেও বিধ্বস্ত হয় না। সংশ্লিষ্টতাটী বিকীরিত হইতে পারে, নানা আকার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কারণত্বটি পরমার্থত অটুটই থাকে, কারণত্বের ক্ষয় হইলে কার্য্য আর থাকিতে পারে না। তেমনই জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের অশ্লেষ আত্মত্বটী সংশ্লেষময়ী বা বিকারময়ী জ্ঞানশক্তির ব্যাকৃতি ও অব্যাকৃতিরূপ উভয় সংস্থানেই অক্ষররূপেই সংস্থিত থাকেন। সুতরাং কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধন হইবে না, এই ভাবে কর্ম্ম করিতে হইলে আপনাকে অনাদিমান্ ভগবানের অংশরূপে গ্রহণ করিতে হইবেই। অনাদিতত্ত্ব না দেখিয়া কর্ম্ম করিলেই বন্ধন পাইতে হইবে। আপনাকে অনাদিমান্ ভগবানের অংশরূপে দেখিতে যাওয়ার পথে প্রথম সাধন হইবে—আপনার আত্মত্বদর্শন। কোনও কিছুকে 'আমি তাহার অংশ' বলিতে হইলে যেমন 'আমি নিজে' এই জ্ঞানটী প্রথম উপলব্ধিতে আসে, সেই রকম আমি ভগবানের অংশ, এই কথা বলিতে গেলে আমার নিজত্বটী আগে উপলব্ধিতে আনিতে হয়। তাই বলিলাম, আপনাকে ভগবদংশরূপে জানিতে হইলে তাহার প্রথম সাধন আত্মদর্শন অর্থাৎ নিজত্বটীকে ভগবৎনিজত্বের সহিত এক করিতে হইলে নিজেকে ভগবানে সমর্পণ করাই প্রথম সাধনা। তাহার ফল হইবে—আদিমান্ জীবত্ব ও আদিমান্ কর্ম্মদর্শন হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, অনাদিমান্ ভগবান্ ও অনাদি কর্ম্ম-শক্তির সহিত একীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে সক্ষম হওয়া। সেই জন্য ভগবান্ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ দেখাইয়া, আত্মত্বের অনাদি সত্তা ও নির্গুণত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া, এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে স্বীয় অনাদি অপরা শক্তিটীর আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কর্ম্মের মাঝে আত্মাংশটী যে অবিকারী থাকে, ক্ষর জীবত্ব সৃষ্ট হইয়াও পরমার্থতঃ অক্ষরত্ব বিধ্বস্ত হয় না, ইহা দেখাইয়া, অপরাপ্রকৃতিরূপ অংশটী কর্ত্তৃত্বাদি বিকারময় হইয়া ও সত্ত্ব, রজ, তমোরূপে ক্রিয়াশীল হইয়া আত্মত্বের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে, ইহাই দেখাইতেছেন। এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য, তিনি নিজে কর্ত্তা হইয়াও যে অকর্ত্তা থাকেন, এই কথাটী এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়েই যে কর্ত্তৃত্ব ও বৈচিত্র্যপ্রকাশত্ব অবস্থিত, এই কথাটী বলা। এই প্রথম শ্লোকে তাহারই সূচনা করিয়া, এই জ্ঞানটীর স্তুতিবাদ করিতেছেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২

তস্য জ্ঞানস্য ফলমুচ্যতে ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং পূর্ব্বোক্তং বা জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য অবলম্ব্য মম ভগবতঃ, সমানো ধর্ম্মঃ সধর্ম্মঃ, তস্য ভাবঃ সাধর্ম্ম্যং তং আ সম্যক্ গতাঃ প্রাপ্তা ভবন্তি। তেন কিং ফলং স্যাৎ, তদুচ্যতে—সর্গে সৃষ্টিসময়েঽপি জগতাং, ন উপজায়ন্তে আত্মানং জাতং ন মন্যন্তে, প্রলয়ে সৃষ্টিসংহারকালে দেহত্যাগসময়ে বা ন ব্যথন্তি প্রলয়-দুঃখম্ আত্মনাশরূপং ন অনুভবন্তি চ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই জ্ঞান অবলম্বনে জীব আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইয়া নিজের জন্ম ও মৃত্যু অনুভব করে না।

যৌগিক অর্থ।—না করিবারই কথা। যিনি সৃষ্টিময় ও মৃত্যুময়, অথচ সৃষ্টি ও মৃত্যু অতিবর্ত্তন করিয়া, সৃষ্টি ও মৃত্যুর অতিকারণরূপে অবস্থিত, তাঁহার ধর্ম্ম উপলব্ধি করিলে জন্ম ও মৃত্যুর অধীনে সংঘাত পাইতে হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। উপলব্ধি করার অর্থই প্রাপ্ত হওয়া, ইহা জ্ঞানতত্ত্বের কথা। 'উপলব্ধি', 'অনুভূতি', এ সকল শব্দই এই অর্থ দেখাইয়া দেয়। অনাদিমান্ ভগবান্ সৃষ্টিসংহাররূপ লীলায় নিত্য অবস্থান করিয়াও সেই লীলাক্ষেত্রে আপনাকে নির্গুণরূপে ও অনাদিরূপে দেখেন বলিয়া যেমন তিনি গুণক্রিয়া অতিবর্ত্তন করিয়া নিজের নিজত্ব হইতে চ্যুত হন না, নিজের অক্ষরত্ব বিন্দুমাত্র কলুষিত করেন না, জীবও যদি সেইরূপ আত্মত্বে নির্গুণত্ব ও অনাদিত্ব এবং জ্ঞানশক্তিতে গুণময়ত্ব ও অনাদিত্ব দেখে, তাহা হইলে আপনার জীবত্ব বিস্মৃত হইয়া, সে অনাদিমান্ নির্গুণ "জ্ঞ" অংশ ও অনাদিময়ী সগুণা জ্ঞানশক্তি অংশ, এই উভয়কেই এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বরূপে অবগত হইয়া এবং এই দুই অনাদিকে এক জ্ঞানস্বরূপের প্রকাশদ্বয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়া, সে আপনাকেও ভগবৎসারূপ্যে উন্নীত করিতে সমর্থ হয় এবং অগ্নিদহনের মাঝে অগ্নির মত অদগ্ধরূপে বিরাজ করিতে পারে।

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

পরমাত্মনঃ পুরুষোত্তমস্য অনাদিপ্রকাশদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাখ্যমিতি প্রাগেবোক্তম্। অধুনা পরমাত্মেচ্ছয়া তয়োঃ সংযোগেন সর্ব্বভূতোৎপত্তিমাহ মমেতি। হে ভারত প্রজ্ঞা-পরায়ণ! মম পুরুষোত্তমস্য যোনিঃ সর্ব্বপ্রকাশানামুৎপত্তিস্থানং মহদ্ ব্রহ্ম—মহৎ অব্যক্ততত্ত্বং, ব্রহ্ম কূটস্থম্ অক্ষরং নির্গুণং, এতয়োঃ সংযোগজং তত্ত্বং মহদ্ ব্রহ্ম ইত্যুচ্যতে। অহং পরমাত্মা তস্মিন্ মহদ্ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং দধামি সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং নিক্ষিপামি, ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি হিরণ্যগর্ভসম্ভব-দ্বারেণেত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মহদ্ব্রহ্ম আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানের আশ্রয়স্বরূপ। তাহাতেই আমি গর্ভ আধান করি। হে ভারত, তাহা হইতে সমস্ত ভূতের সম্ভব সাধিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—নির্গুণ, কূটস্থ, অক্ষর আত্মা ও অব্যক্ত প্রকৃতি, এই উভয় তত্ত্বকে একত্বে গ্রহণ করিয়া মহদ্‌ব্রহ্মের প্রকাশ। এই মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার নির্গুণ আত্মত্ব ও অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ প্রকাশদ্বয় একত্র সংযুক্ত হইলেই সর্ব্বভূত-সম্ভাবনা সূচিত হয়। সুতরাং ঐ উভয় তত্ত্বের মিলনই সর্ব্বভূত-সম্ভবের যোনিস্বরূপ। এই মিলন সংসাধিত করা পরমাত্মার ইচ্ছাধীন এবং এই মিলন সংঘটিত করার নামই গর্ভাধান করা। পরমাত্মতত্ত্বে এই প্রকাশ দুইটী স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া পরমাত্মত্বে পর্য্যবসিত থাকে। তাঁহার ইচ্ছায় এই দুই তত্ত্ব স্ব স্ব বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে এবং এই স্বতন্ত্র প্রকাশ দুইটী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, দ্বন্দ্বময় হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত থাকিলেই সর্ব্বভূতসম্ভাবনার আশ্রয় রচিত হয়; ইহাই গর্ভ। এই গর্ভ হইতে সর্ব্বভূত জাত হয়। সেই জন্য মহদ্‌-ব্রহ্মকে যোনিরূপে আখ্যাত করা হইল। ভারত অর্থে প্রজ্ঞারত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এই 'গর্ভ' শব্দটির পরম বিজ্ঞান তোমাদিগকে বলিতেছি। কোন কেন্দ্র হইতে সেই কেন্দ্রাংশের স্বাতন্ত্র্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশবান্‌ হইয়া সেই কেন্দ্রের বাহিরে প্রধাবিত হওয়াটি 'ভর্গ' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়। যেমন সূর্য্য হইতে দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ রশ্মি-জালকে ভর্গ বলি, সেইরূপ। ভর্গ শব্দের সাধারণ অর্থ-ই জ্যোতি। এই ভর্গ শব্দটি প্রথমে লক্ষ্য কর; এই শব্দটির শ্রৌত নিরুক্তি—'ভাতি, রঞ্জয়তি, গচ্ছতীতি ভর্গঃ' প্রকাশ হইয়া, স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করিয়া গতিশীল হওয়া, ইহাই ভর্গ শব্দের মর্ম্ম। আর সেই জন্য সন্তানস্বরূপ এই রশ্মিসকল যে কেন্দ্র হইতে উদ্‌গত হয়, সেই কেন্দ্রটি সেই রশ্মিসকলের গর্ভস্বরূপ। ঐ 'ভ' 'র' 'গ' যে কেন্দ্রে থাকে, তাহাই গ, র, ভ। যেখানে গতিই প্রধান, সেখানে 'গ'টি অন্তে, এবং যেখানে গতি কেন্দ্রে লুক্কায়িত, সেখানে 'ভ'টি বা 'ভাতি'টি অন্তে। এই জন্য ভর্গের আশ্রয়ের নাম গর্ভ।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

অক্ষরব্রহ্মত্বং পরমাত্মত্বঞ্চ বিশেষেণ কথয়তি সর্ব্বযোনিষ্বিতি। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু দেবমনুষ্যাদিস্থাবরান্তাসু যা মূর্ত্তয়স্তত্তদাকারদেহলক্ষণাঃ জন্মমরণশীলাঃ সম্ভবন্তি জায়ন্তে, তাসাং সর্ব্বাসামেব মহদ্‌ব্রহ্ম যোনিঃ সার্ব্বকালিকং মাতৃস্বরূপং, অহং পরমাত্মা বীজপ্রদো গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"তি শ্রুতেঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়, দেবপিতৃমনুষ্যাদি লোকে সর্ব্বত্র জন্মমরণময় যাহা কিছু জাত হয়, মহদ্‌ব্রহ্মই তাহার যোনি অর্থাৎ মাতৃস্বরূপ এবং আমি বীজপ্রদ পিতৃস্বরূপ।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে যাহা বলিয়াছি, তাহাই বিশদ ভাবে বুঝিলে বুঝিতে পারিবে যে, অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে ও অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মতত্ত্বে কি পার্থক্য। কূটস্থ অক্ষর আত্মরূপ গ্রহণ করিয়া, অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র দর্শন করিয়া, তাহার পর এই উভয়

প্রকাশের দ্বন্দ্ব রচনা করিয়া, মহদ্‌ব্রহ্মরূপ সর্ব্বভূতমাতৃত্ব তিনিই পরিগ্রহণ করেন এবং পরে সেই অক্ষরব্রহ্মস্বরূপ ভূমিরই গর্ভে সেই কূটস্থ অক্ষর আত্মত্ব হইতেই ক্ষর প্রত্যগাত্মরূপ বীজসকলকে সেই ভূমা ব্রহ্মভূমিতে প্রক্ষিপ্ত করেন ; ইহা হইল তাঁহার বীজপ্রদ পিতৃত্ব। এই ভাবে তোমরা পরমাত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব বা অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব, এই উভয় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখিবে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

ন তাবৎ জ্ঞানশক্তিপ্রকাশরূপাণি কর্ম্মাণি পরমাত্মানম্ অনাদিমন্তং নিবধ্নন্তি ; আদিমতাং জীবাত্মনাং তু তানি বন্ধনকরাণীতি তদ্‌বন্ধনং কেন কথং কুত্র বা সম্ভবতীত্যাহ সত্ত্বমিতি। হে মহাবাহো ! সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবমভিধানাস্ত্রয়ো গুণাঃ, প্রকৃতিসম্ভবাঃ—প্রকৃতিঃ জ্ঞানশক্তিরূপা অপরাখ্যা পরমাত্মশক্তিঃ, তস্যাঃ সম্ভব উৎপত্তির্যেষাং তে প্রকৃতিসম্ভবাঃ, পরমাত্মপ্রভাবেন গুণসাম্যরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সমুৎপন্না ইত্যর্থঃ, দেহে শরীরে দেহিনং শরীরবন্তং বস্তুতোঽব্যয়ং ক্ষেত্রজ্ঞম্ আত্মানং নিবধ্নন্তি ক্ষেত্রধর্ম্মৈর্জ্জন্মমরণাদিভিঃ সহ সংযোজয়ন্তি, অনাদিত্বস্য নির্গুণত্বস্য চ দর্শনাভাবাৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহু ! প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয় অব্যয় জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

যৌগিক অর্থ।—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। কূটস্থ আত্মা যেখানে সেই সাম্যাবস্থা-দর্শনশীল, সেখানেই তাঁহার কূটস্থত্ব ; আর পরমাত্মপ্রভাবে গুণত্রয়ের বৈষম্য রচিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈষম্যরচিত ত্রিবৃতের একীকরণ সম্পাদন ও তাহাতে ঐ কূটস্থ আত্মা হইতে ক্ষর আত্মসকল অনুপ্রবিষ্ট হয়। অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার অর্থ ই—ঐ ত্রিবৃতের বিকারকেই আপনার বিকার বলিয়া জ্ঞান করা। সুতরাং জীবাত্মা অব্যয় হইলেও আপনাকে আদিমান্ বা জাত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-সংস্কারময় বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি করে, ইহাই জীবের বন্ধন। অব্যয়ত্ব ও অনাদিত্বময় স্বরূপটী তমোগুণে আবৃত হইয়া, অব্যয় আত্মাকে ক্ষরণশীল করিয়া রাখে। মহাবিস্মৃতিতে ঢাকা থাকে তাহার নির্গুণত্বের প্রজ্ঞা। সে নিত্যবদ্ধরূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে থাকে।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

আদিমতাং জীবানাং কর্ম্মসু গুণধর্ম্মবৈচিত্র্যং কথয়তি তত্রেতি ত্রিভিঃ। তত্র তেষু ত্রিষু গুণেষু মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ প্রকাশকং ভাস্বরং, অনাময়ং নিরুপদ্রবং শান্তং চ ভবতি। হে অনঘ নিষ্পাপ, তৎ সত্ত্বং সুখসঙ্গেন—সু সুলভঃ খম্ অন্তরাকাশো যত্র, তৎ সুখং, তেন সহ সঙ্গঃ সুখসঙ্গঃ, তেন সুখসঙ্গেন অন্তরাকাশসঙ্গেন, অথবা সুখসঙ্গেন ব্রহ্মসঙ্গেন "সুখং ব্রহ্মে"তি শ্রুতেঃ, জ্ঞানসঙ্গেন জ্ঞানক্রিয়ারূপসর্ব্বোপলব্ধিসঙ্গেন চ জীবং বধ্নাতি, ব্রহ্মসঙ্গেন জ্ঞানক্রিয়াসঙ্গেন চ জীবাত্মানং প্রেরয়তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সত্ত্বগুণটী নির্ম্মলত্বের জন্য প্রকাশক এবং শান্ত; এই সত্ত্বগুণই সুখ ও জ্ঞানসঙ্গে এবং সর্ব্ববিধ উপলব্ধির সঙ্গে আবদ্ধ করে।

যৌগিক অর্থ।—সত্ত্বগুণটী শ্রুতিতে প্রাণ নামে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ উপলব্ধি ও তৎফলস্বরূপ সর্ব্ববিধ সুখপ্রাপ্তির কারণ এই সত্ত্বগুণ। 'আমি জীবিত আছি ও সব জানিতে পারিতেছি,' অজ্ঞ জীবের এই ভাবটী সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় ও শান্তিময় ভাব; ইহাই রসস্বরূপ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটী গভীরতর অর্থ এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতিতে 'সুখ' শব্দটী ব্রহ্মেরই নামান্তর; এবং আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, সুলভ বা সুপ্রশস্ত খ অর্থ আকাশ; ব্রহ্মই অন্তরাকাশ; আত্মস্বরূপ অন্তরাকাশ যে বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য, তাহাই সত্ত্ব, আবার ঐ সত্ত্বেরই অন্য প্রান্ত যত কিছু জ্ঞানপ্রকাশের কারণ। আমাদিগের প্রাণময়তা বলিলে জ্ঞানবৈচিত্র্যের সহিত আত্মত্বের সংযোগ ও তাহা হইতে জাত শান্তি ও তৃপ্তিময় যে হৃদয়াকারীয় ভাব, তাহাকে বুঝায়। ইহা হইতে শ্রুতি কেন সত্ত্বগুণকে প্রাণ বলিয়াছেন, তাহা বুঝা গেল। প্রাণ বিধৃতিশক্তি, ইহা রসস্বরূপ। বাহ্য ভূতকে আত্মার সহিত দেহরূপে সংযুক্ত রাখা প্রাণেরই ধর্ম্ম। বাহ্য ভূতজ্ঞানকে আত্মস্থ করিয়া রাখাও প্রাণেরই ধর্ম্ম। ইহারই দ্বারা সেই জন্য আমরা ভূত হইতেও সুখ পাইতে সর্ব্বদা লোলুপ থাকি।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

রজসো ধর্ম্মং বন্ধনজনকত্বঞ্চ কথয়তি রজ ইতি। রজোঽভিধানং গুণং রাগাত্মকং বিদ্ধি, রঞ্জয়তি বিষয়েষু অনুলিপ্তং করোতীতি রাগঃ, স আত্মা স্বরূপং যস্য, তথাবিধং, অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং, তৃষ্ণা অপ্রাপ্তানাং প্রাপ্ত্যভিলাষঃ, আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বস্তুনি মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ, তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ, তৎ তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং, তয়োরুদ্ভবস্থানং জানীহি। হে কৌন্তেয়! তৎ রজঃ কর্ম্মসঙ্গেন কর্ম্মসু ইহপরলোকফলেষু সঙ্গঃ আসক্তিঃ, তেন দেহিনং দেহাভিমানিনং নিবধ্নাতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—রজোগুণটি রাগাত্মক বা রঞ্জনাত্মক এবং তৃষ্ণা ও আসঙ্গ-সম্ভবকারী জানিবে। ইহা জীবকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে।

যৌগিক অর্থ।—রজোগুণটী রাগাত্মক। রঞ্জনা হইতে রাগ শব্দের উৎপত্তি। বর্ণরঞ্জিত করিলে বস্ত্র যেমন বর্ণের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, রজোগুণপ্রভাবে জীব তদ্রূপ অন্য বস্তু, ব্যক্তি বা কোনও কিছুর সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। এই তন্ময়তাপ্রাপ্তিপ্রবণতাবশতঃ ইহা তৃষ্ণা ও আসঙ্গগুণাত্মক। এই তৃষ্ণার প্রভাবেই জীব অহর্নিশ কর্ম্মচঞ্চল ও তৎসঙ্গসুখের জন্য লালায়িত থাকে।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

তমসো ধর্ম্মং কথয়তি তম ইতি। তমস্তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি, অজ্ঞানম্ অপরা প্রকৃতিঃ, ততো জাতমিতি অজ্ঞানজং জানীহি। সত্যপি গুণত্রয়াণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বে, জ্ঞানবিরোধিত্বেন প্রকৃতি-তমসোঃ সাধর্ম্ম্যবশাৎ তমস্তু অজ্ঞানজমিতি বিশেষেণোক্তং। তুশব্দঃ সত্ত্বরজোভ্যাং বিশেষদ্যোতনার্থঃ। সর্ব্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং সংস্কারময়ানাং জীবানাং মোহনম্ আত্ম-জ্ঞানাচ্ছাদকং। হে ভারত! তত্তমঃ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ দেহিনং নিবধ্নাতি, প্রমাদঃ জ্ঞাতব্যে বিষয়ে অনবধানং, আলস্যং কর্ম্মসু অনুদ্যমঃ, নিদ্রা সুপ্তিঃ, এতৈর্দ্দেহিনং বধ্নাতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তম অজ্ঞানজাত এবং সর্ব্বজীবের মূঢ়তাজনক। দেহী এই তমোগুণের দ্বারাই প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ থাকে।

যৌগিক অর্থ।—তমকে অজ্ঞানজ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। অজ্ঞান অর্থে অপরা প্রকৃতি। যদিও গুণত্রয়ই এই প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত হয়, তথাপি আত্মজ্ঞানবাহ্য সর্ব্বজ্ঞানের আকর প্রকৃতির সহিত এই তমোগুণটীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অপরা প্রকৃতি যেমন আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আত্মজ্ঞানসংহরণপ্রধান, এই তমোগুণটী তেমনই সর্ব্ববিধ অনাত্ম জ্ঞানপ্রকাশ ও জ্ঞানক্রিয়ার বিরোধী ও সংহরণকারী। এই সাদৃশ্যের জন্য ইহাকে বিশেষ করিয়া অজ্ঞানজ বলা হইল।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

সংগ্রহেণ পুনর্গুণধর্ম্মান্ কথয়তি সত্ত্বমিতি। হে ভারত! সত্ত্বং সুখে দেহিনং সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি, রজঃ কর্ম্মণি তথৈবেতি বোদ্ধব্যং। তমস্তু জ্ঞানম্ আবৃত্য নানাবিষয়িণীং জ্ঞানদীপ্তিং জ্ঞানক্রিয়াঞ্চ আচ্ছাদ্য প্রমাদে তত্তদ্‌বিষয়াণামনবধানে সঞ্জয়তি, উত অন্যেষ্বপি তমঃকার্য্যেষু আলস্যাদিষু যোজয়তীত্যর্থঃ।

অর্থ।—সত্ত্বগুণ সুখকে বর্দ্ধন করে, জয় করে বা প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ কর্ম্মকে এবং তমোগুণ জ্ঞান ও কর্ম্মকে আবৃত করিয়া প্রমাদকে বর্দ্ধন করে।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃসত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

গুণানামেকতমস্য বিবৃদ্ধৌ ইতরয়োরভিভূতিং, বিবৃদ্ধস্য চ স্বকার্য্যসাধনযোগ্যতামাহ রজস্তম ইতি। হে ভারত! রজস্তমশ্চ উভাবপি অভিভূয় পরাভূয় সত্ত্বং ভবতি বর্দ্ধতে। সত্ত্বং তমশ্চ উভৌ অভিভূয় রজো বর্দ্ধতে। তথা সত্ত্বং রজশ্চ উভাবভিভূয় তমো বর্দ্ধতে যদা, তদা সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ যথাক্রমং স্বস্বকার্য্যৈঃ সুখ-কর্ম্ম-প্রমাদাদিভিঃ দেহিনং সংযোজ-য়িতুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—রজঃ ও তমোগুণকে দমিত বা অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণটী বর্দ্ধিত হয়। আবার সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া রজোগুণটী বর্দ্ধিত হয় এবং সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া তমোগুণটী বর্দ্ধিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—অনাদি জ্ঞান-কর্ম্মসংসরণস্রোত কি ভাবে বিবিধ বৈচিত্র্য রচিত করিতেছে, জীবের কর্ম্মসকল কি ভাবে বিভিন্ন আকারীয় ফলপ্রসূ হইতেছে, সেই কথাটী ক্রমধারায় বর্ণনা করা এখানে ভগবানের অভিপ্রায়। কোনও একটী গুণ যদি পরিবর্দ্ধিত হইবার জন্য চেষ্টাবান্ হয়, তবে অন্য দুইটী গুণকে অভিভূত করিয়া, তবে তাহাকে পরিবর্দ্ধিত হইতে হয়। এক গুণের বর্দ্ধন প্রকাশ পায় অন্য গুণদ্বয়কে অভিভূত করিয়া। প্রতি কর্ম্মপ্রকাশে এই বিজ্ঞানটী কার্য্যকর। সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রের জ্যোতি যেমন অভিভূত হয়, সেইরূপ কোন এক গুণের অভ্যুদয়ে অপর গুণদ্বয় নিষ্প্রভ হয়। এবং এই ভাবে জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলসকল বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

অধুনা বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদিগুণানাং লক্ষণান্যুচ্যন্তে সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু নেত্রকর্ণনাসিকাদিষু ইন্দ্রিয়েষু যদা জ্ঞানং অনুভবাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে —ইদং রূপমহং পশ্যামি, ইমং শব্দমহং শৃণোমি ইত্যাদ্যাকারকঃ জ্ঞানপ্রকাশো যদা স্বান্তরুৎপদ্যতে, তদা তেন প্রকাশলক্ষণেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বৃদ্ধিপ্রাপ্তং ইতি বিদ্যাৎ, উতাভিধানাৎ সুখাদিলক্ষণেনাপি সত্ত্বং বিবৃদ্ধং জানীয়াদিত্যর্থঃ।

অর্থ।—এই দেহে ইন্দ্রিয়দ্বারে শব্দাদি জ্ঞান যখন প্রকাশ পায় অর্থাৎ অন্তরে তাহার অনুভূতি হয়, তখন বুঝিবে—সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

লোভ ইতি। লোভো বিষয়েষু লোলুপতা, উপচীয়মানেষ্বপি ধনাদিষু পুনঃ পুনস্তেষু বিবৃদ্ধোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং, লুব্ধানাং লব্ধব্যেষু বিষয়েষু পুনঃ পুনশ্চিত্তগতিঃ, আরম্ভঃ কর্ম্মোদ্যমঃ, কর্ম্মণামশমঃ অনিবৃত্তিঃ, ইদং কৃত্বা অন্যৎ করিষ্যে, ততোঽন্যদিত্যেবংপ্রকারা কর্ম্মচিকীর্ষা, স্পৃহা কর্ম্মণাং চিকীর্ষা উচ্চাবচানাং বিষয়াণাং বা গ্রহণেচ্ছা, হে ভরতর্ষভ, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লক্ষণানি জায়ন্তে।

অর্থ।—রজোগুণের বর্দ্ধনে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মোদ্দীপনা ও কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টিত হইবার ইচ্ছা এবং স্পৃহা, এগুলি জাত হয়।

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশ ইন্দ্রিয়াণাং প্রকাশরাহিত্যং, যেন হি সুপ্তির্মূর্চ্ছা, বোদ্ধব্যানাং বিষয়াণামববোধে অযোগ্যতা চ ভবতি, অপ্রবৃত্তিঃ অপ্রবর্ত্তনং কর্ম্মসু চেষ্টাশূন্যতা, প্রমাদঃ জ্ঞানবিপর্য্যয়ঃ জ্ঞাতব্যে বিষয়ে অনবধানরূপঃ, মোহো জাড্যং বিমূঢ়তা, হে কুরুনন্দন, তমসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লক্ষণানি দেহিনাং জায়ন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, জ্ঞানবিপর্য্যয়, বিমূঢ়তা, তমোগুণের বিবর্দ্ধনে এই সকল সম্ভূত হয়।

যৌগিক অর্থ।—সুপ্তি ও মূর্চ্ছাদিতে চতুর্দ্দশ করণের যে নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ পায়, উহাই অপ্রকাশ। অপ্রবৃত্তি বলিতে জাড্য, অলসতা প্রভৃতি উদ্যমহীনতা বুঝায়। জ্ঞান-বিপর্য্যয়ের নাম প্রমাদ। এবং কোনও ভাবে বা বিষয়ে অনবচ্ছিন্ন মগ্নতার নাম মোহ। এইগুলি তমোগুণের বিবর্দ্ধনে জাত হয়। দেখা গেল, সত্ত্ববর্দ্ধনে জ্ঞানাদিপ্রকাশ, রজো-বর্দ্ধনে ইচ্ছাদি ও বাহ্য কর্ম্মাদির উদ্দীপনা এবং তমোবর্দ্ধনে জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েরই বিমূঢ়তা, ভ্রান্তি ও আলস্যাদি জাত হয়। একটি প্রকাশধর্ম্মী, একটি ক্রিয়াধর্ম্মী এবং একটি নিধনধর্ম্মী, ত্রিগুণের এই পরিচয় কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥ ১৪

মরণসময়ে বৃদ্ধিমুপগতানাং সংশ্লেষধর্ম্মিণাং গুণানাং গতিবৈচিত্র্যজনকত্বমাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। দেহভৃৎ জীবো যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি প্রলয়ং যাতি মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমবিদাম্ অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে—উত্তমং জ্ঞানতত্ত্বং বিদন্তি যে তে উত্তমবিদো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ সিদ্ধর্ষিপ্রভৃতয়শ্চ, তেষাং যে অমলাঃ প্রজ্ঞাদীপ্তিপ্রচুরা লোকাঃ প্রকামা-নন্দোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সময়ে জীব দেহত্যাগ করিলে হিরণ্যগর্ভাদি বা সিদ্ধাদি পুরুষের প্রজ্ঞাদীপ্তিময় নির্ম্মল লোকসকল প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—গুণসকল যে জীবের শুধু ইহকালের ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহা নহে। যেরূপ গুণের প্রাধান্য যে জীবে থাকে, তদনুসারে তাহার পরলোকেও গতি হয়। সত্ত্বপ্রধান পুরুষের গতি এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সত্ত্বপ্রধান পুরুষ দেহত্যাগের পর উত্তমবিদ্‌দিগের অমল লোকসকল প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানতত্ত্ববিদ্ পুরুষকে উত্তমবিদ্ বলে, সিদ্ধর্ষিবৃন্দ অথবা হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষবৃন্দের লোককে উত্তমবিদের লোক বলে। সেই সকল লোকে সত্ত্বসম্পন্ন পুরুষদিগের গতি হয়।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫

রজসীতি। জীবো রজসি রজোগুণে বিবৃদ্ধে সতি প্রলয়ং গত্বা মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্ম-সঙ্গিষু কর্ম্মণাং ভগবদ্‌বুদ্ধ্যযুক্তযজ্ঞতপোদানাদীনাং, হিতাহিতবিবেকসম্মিতানাং লৌকিকানাং বা সঙ্গঃ এষাম্ অস্তীতি কর্ম্মসঙ্গিনঃ, তেষু কর্ম্মসঙ্গিষু মনুষ্যলোকেষু জায়তে উৎপন্নো ভবতি স্বর্গাদিভোগানন্তরমিতি বোদ্ধব্যম্। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনো মৃতঃ সন্ মূঢ়ানাং যোনিষু হিতাহিতবিচারবিহীনানাং জ্ঞানজড়ানাং পশুবন্মনুষ্যাণাং যোনিষু পশ্বাদিষু বা জায়তে তত্রুচিত-পারলৌকিকভোগানন্তরমিত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—রজোবিবর্দ্ধনে মৃত্যু লাভ করিলে জীব মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। তমোগ্রস্ত হইয়া মরিলে, জীব পশ্বাদি মূঢ় লোকসকল প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—রাজসিক পুরুষ মনুষ্যলোকে এবং তামসিক পুরুষ পশুবৎ মনুষ্য বা পশ্বাদি যোনিতে গতি লাভ করে। মনুষ্যলোককে কর্ম্মলোক বলে। ভগবদ্‌যুক্ত প্রচেষ্টাই যথার্থ কর্ম্ম; হিতাহিত বিবেকযুক্ত চেষ্টাও কর্ম্মপদবাচ্য। মনুষ্যলোকের প্রধান ধর্ম্মই কর্ম্ম এবং রজোগুণের ধর্ম্মও কর্ম্মপ্রবৃত্তির বিবর্দ্ধন; সুতরাং রাজসিক পুরুষ কর্ম্মময় মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ তমোগুণের ধর্ম্ম বিমূঢ়তা অর্থাৎ বিচারশূন্যতা ও জ্ঞান-জাড্য। সুতরাং তামসিক পুরুষ পশ্বাদি যোনিতেই জাত হইতে বাধ্য।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

অধুনা স্বসদৃশকর্ম্মদ্বারেণ সত্ত্বাদীনাং বিচিত্রফলজনকত্বমাহ কর্ম্মণ ইত্যাদিনা। সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ—সু সুষ্ঠুতয়া কৃতং সুকৃতং, অতএব ভগবদাস্তিক্যবোধপ্রধানং পরার্থপ্রতিরোধ-শূন্যং ঋজু সসত্ত্বং চ কর্ম্ম সুকৃতমিত্যুচ্যতে, তস্য ফলং সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং, নির্ম্মলং প্রজ্ঞাপ্রকাশবহুলং সুখম্ আহুঃ ধীরাঃ। রজসো লোভপ্রবৃত্ত্যারম্ভাদিরূপস্য রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, ফলং দুঃখং কামময়ত্বাৎ পরার্থপ্রতিরোধশীলত্বাৎ দুঃখবহুলপ্রযত্নসাধ্যত্বাচ্চ। তমসস্তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, ফলং অজ্ঞানং মূঢ়তা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—জ্ঞানিগণ বলেন, সুকৃত বা সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল ও সাত্ত্বিক, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ, তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞানতা।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মফল গুণানুবর্ত্তী, কর্ম্মের বাহ্যরূপানুবর্ত্তী নহে। সুকৃত কর্ম্মে সাত্ত্বিক ফল লাভ হয়। সুকৃত কর্ম্ম বলিতে সেই কর্ম্ম বুঝিতে হয়, যে কর্ম্ম সরল, সত্য এবং ভগবদাস্তিক্যবোধানুবর্ত্তী। সত্য ভগবানেরই নামান্তর এবং সত্যস্বরূপ ভগবানের দ্বারা জগৎ বিধৃত বলিয়া সত্যমার্গে বিচরণ সহজ, সুলভ ও সুকর। কেন না, সত্যই প্রশস্ত পথস্বরূপে দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত এবং এই পথেই সর্ব্বভূতের স্বার্থ সামঞ্জস্যময়। এই সত্যস্বরূপ ভগবদাস্তিক্যবোধ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে অনায়াসে সেই পথে বিচরণ করা যায়। কিন্তু জৈব স্বার্থকামনাময় অন্তর্গতি লইয়া এ পথে চলা সহজসাধ্য হয় না। ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা অন্যের সহিত স্বার্থসংঘর্ষে ক্লিন্ন হইয়া আপনার স্বার্থপূরণরূপ ক্ষুদ্র সংকুচিত বক্র পথের অনুগমন করিতে হয়। সেই জন্য উহা প্রচেষ্টাময় অর্থাৎ স্বার্থ-তপোময় এবং দুঃখশীল, দাহজনক, রাজস কর্ম্ম। তাই সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ; সাত্ত্বিক কর্ম্ম সুকৃত এবং রাজসিক কর্ম্ম দুষ্কৃত। আর অজ্ঞান, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ, মোহ, এই সকল তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া তামসিক গুণ-প্রভাবে কর্ম্ম কৃত হইলে তাহার ফল যে অজ্ঞানপ্রসূই হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

সত্ত্বাদিভ্যো গুণেভ্যঃ কিংবা সমুৎপদ্যতে, তদাহ সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বং হি জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতঃ আস্তিক্যবোধজনকম্ ভবতি, অত উক্তং—সত্ত্বাৎ জ্ঞানং ভগবদাস্তিক্যবোধঃ সঞ্জায়তে, তেন হি সাত্ত্বিককর্ম্মপরায়ণো জ্ঞানীত্যুচ্যতে। রজস্তু বিষয়েষ্বনুরঞ্জনরূপম্ ভবতি, তস্মাদ্রজসো লোভঃ সঞ্জায়তে, তেন হি রাজসিকঃ পুরুষো লোভীত্যুচ্যতে। স্বার্থবোধাতিশয্যেন পরার্থেষু অন্ধত্বং জায়তে, তদেব লোভলক্ষণম্। তমসো জ্ঞানাবরণধর্ম্মত্বাৎ তস্মাৎ গুণাৎ প্রমাদমোহৌ ভবতঃ জায়েতে, অজ্ঞানমেব চ ভবতি, তেন তামসিকঃ পুরুষঃ অজ্ঞানীত্যুচ্যতে। এবং হি গুণধর্ম্মভেদেন জ্ঞানী, লোভী, অজ্ঞানীতি জীবানাং ত্রৈবিধ্যমপ্যত্র উক্তং বিজ্ঞেয়ম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জাত হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জাত হয়।

যৌগিক অর্থ।—সাধারণতঃ তিন প্রকারের মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়,—জ্ঞানী, লোভী ও অজ্ঞানী। জ্ঞান সত্ত্বগুণ হইতে জাত হয়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের আস্তিক্যবোধই সত্ত্বগুণ, সেই জন্য সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জাত হয় এবং যথার্থ জ্ঞানী বলিতে এইরূপ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন পুরুষকেই বুঝায়। রজোগুণ প্রবৃত্তিময় আপনার স্বার্থে বিশেষভাবে লক্ষ্যযুক্ত হওয়াই প্রবৃত্তি এবং আপনার স্বার্থে বিশেষ দৃষ্টিই অন্যের স্বার্থে আমাদিগকে অন্ধ করে। এইরূপ অন্ধতার নামই লোভ। সুতরাং রাজসিক পুরুষমাত্রই লোভিপদবাচ্য। আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জাত হয় বলিয়া তামসিককর্ম্মা পুরুষ অজ্ঞান। জীব লোভী হইয়া জৈব কর্ম্মে তৎপর হয় এবং লব্ধ বিষয়ে আপনাকে সম্যক্‌রূপে বিসর্জ্জন দিয়া, আপনাকে তদ্ধর্ম্মী করিয়া ফেলে বা তৎস্বরূপে রূপান্তরিত করে, ইহাই মোহ, ইহাই অজ্ঞানতা, ইহাই তামসিককর্ম্মার লক্ষণ।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

গুণভেদেন উর্দ্ধাধোগতিভেদমাহ উর্দ্ধমিতি। সত্ত্বে গুণে তিষ্ঠন্তি যে তে সত্ত্বস্থাঃ, তথাবিধা উর্দ্ধম্ আত্মনো ভগবতঃ সান্নিধ্যরূপং গচ্ছন্তি, রাজসা জনা মধ্যে কর্ম্মসঙ্গপ্রচুরে লোকে তিষ্ঠন্তি, নাধো নোর্দ্ধং বা গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তামসা জনাঃ, তে কিন্তুতাঃ? জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ, হন্যতে অনেনেতি জঘনং, জঘনমেব জঘন্যং, জ্ঞানাবরণধর্ম্মেণাত্মহননশীলত্বাৎ তম এব জঘন্যগুণ উচ্যতে, তস্য বৃত্তিষু প্রমাদমোহাদিষু তিষ্ঠন্তি যে তে, তথাভূতা অধো ভগবত আত্মস্বরূপাদ্বিদূরে গচ্ছন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সত্ত্ববৃত্তিস্থ জীব অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরুষ উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজসিক পুরুষ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জঘন্যগুণবৃত্তিসম্পন্ন তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—সৃষ্টিক্ষেত্রে কর্ম্মানুসারে কোন্ জীব কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে উর্দ্ধাধোভাবে বর্ণিত হইতেছে। উর্দ্ধ অর্থে ভগবৎসান্নিধ্য বুঝিতে হইবে, "উর্দ্ধমূলমধঃশাখং" বলিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সংসারকে একটি বৃক্ষরূপে বর্ণনা করা হইবে। আর অধ বলিতে ভগবান্ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরত্ববোধময় প্রান্তটি বুঝায়। আস্তিক্যবোধ-সম্পন্ন জীবই যথার্থ সাত্ত্বিক জীব, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং সাত্ত্বিক পুরুষের ভগবৎসান্নিধ্য সমধিক। সেই জন্য ইঁহাদিগকে উর্দ্ধস্থ বলা হইল। রাজসিক পুরুষ অর্থাৎ যাহারা স্বার্থপ্রবণতাবশতঃ বহির্ম্মুখী ও বাহ্য বস্তু সংগ্রহে তৎপর, তাহারা থাকে মধ্যে এবং অধঃপ্রান্তে অর্থাৎ ভগবান্ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে তাহারাই থাকে, যাহারা তমঃপ্রধান এবং সেই জন্য জঘন্যগুণবৃত্তিসম্পন্ন। হন্ ধাতু হইতে জঘন্য শব্দের উৎপত্তি। আত্মঘাতী কর্ম্ম জঘন্য কর্ম্ম। আমি পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছি, কোন কিছুতে আত্মহারা হইয়া আপনাকে মজ্জিত করিয়া তৎসারূপ্য লাভ করাই তমোগুণের লক্ষণ। এই যে আপনাকে হারান, ইহা আত্মহত্যার নামান্তর। এই জন্য তমোগুণকে জঘন্য গুণ এবং অধঃক্ষেত্র বলা হইল।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯

গুণব্যাপারমুক্ত্বা, অধুনা গুণবদ্ধানাং ভগবৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়তি নান্যমিতি। যদা যস্মিন্ কালে দ্রষ্টা ক্ষেত্রাভিমানী পুরুষঃ গুণেভ্যঃ সত্ত্বাদিভ্যঃ অন্যং কমপি কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি, সত্ত্বাদয়ো গুণা এব প্রকৃতিতো ব্যাকৃতাঃ সন্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি নিষ্পাদয়ন্তীতি পশ্যতি, গুণেভ্যশ্চ তেভ্যঃ পরং উৎকৃষ্টং প্রকৃত্যাশ্রয়ভূতমাত্মানম্ অক্ষরং প্রকৃত্যারম্ভপ্রবর্ত্তকং বেত্তি, তদা স দ্রষ্টা মদ্ভাবং ভগবৎসাধর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং কর্ত্তারমপ্যকর্ত্তৃস্বরূপং অতএব অক্ষর-মাত্মানম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দ্রষ্টা বা জ্ঞানী পুরুষ যখন গুণসকলকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া দেখিতে পায় না, কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকাশই গুণেরই প্রকাশ বলিয়া দেখিতে পায় এবং আত্মাকে গুণাতিরিক্ত বলিয়া জানে, সে তখন মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।

যৌগিক অর্থ।—গীতায় পূর্ব্বে "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" প্রভৃতি শ্লোকে প্রকৃতিই সমস্ত করে, কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আত্মার নহে, বলা হইয়াছে। এখানেও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণত্রয়ই যে অনাদি কর্ম্মমূর্ত্তি ও ফলমূর্ত্তি গ্রহণ করে এবং সমগ্র সংসার-প্রকাশের কর্ত্তৃত্ব আত্মাশ্রয়ী প্রকৃতিরই বা গুণসকলেরই, সেই কথাটি বলিয়া, কর্ম্ম-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জীব কি প্রকারে ভগবদ্ভাবে অধিরূঢ় হয়, সেই কথাটি বলিতেছেন। অনাদি কর্ম্মের আকর প্রকৃতি; নির্গুণ কূটস্থ অনাদি অক্ষর আত্মত্বকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি অনাদি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ময় ক্রিয়ার ব্যাপৃতা। সেই কর্ম্মসংসরণের অনাদি ব্যক্তা-ব্যক্ততার মাঝে কূটস্থ নির্গুণ অক্ষরব্রহ্মের অংশস্বরূপ বহু ক্ষর আত্মা সংশ্লিষ্ট। নিজবোধ-

স্বরূপ নির্গুণ আত্মার এ আংশিক সংশ্লেষ নিত্য। অনাদি নিত্য আত্মত্বেরও দ্রষ্টা আত্মা; কিন্তু তিনিই আবার একাংশে জগতের কূটস্থ আত্মা; তাঁহারই বহু হওয়ারূপ নিত্যধর্ম্ম তাঁহাকে বহু জীবরূপে বিষয়ানুপ্রবিষ্ট করে। সুতরাং তিনিই অন্য দিকে বহু সাজিয়া, বহু হইয়া ভোক্তারূপে বিরাজ করিতেছেন। আত্মা অনাদি, প্রকৃতি-জাত কর্ম্মচক্র অনাদি। সুতরাং সেই সংসরণে নিমজ্জমান ক্ষর আত্মা কেমন করিয়া অক্ষরত্বে সমাসীন হইবে ও জন্মমৃত্যুময় শক্তিসংসরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, সেইটি সর্ব্বতোভাবে জীবের শিক্ষণীয় এবং সে শিক্ষা না লাভ করিলে তাহার ক্ষরত্বের আর অবসান নাই। তাহার উপর আবার সর্ব্বোপনিষদের সারমর্ম্মস্বরূপ এই গীতায় ঋষির জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়রূপ কর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট পথই সহজ পথ বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। কোথায় কর্ম্ম ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিবেন, তার পরিবর্ত্তে কর্ম্মেই সংযুক্ত থাকিতে শিক্ষা দিতেছেন। এ রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের জন্যই ভগবান্‌ এত করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ বিবিক্ত করিয়া, সেই উভয় তত্ত্বের পার্থক্য ও সমন্বয় দেখাইয়াছেন। ঋষিরা উপনিষদে কেন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ময় সাধনমার্গের সারবত্তা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিশেষ ভাবে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনাদি কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব, ফলত্বাদি সবটুকুই আত্মবোধের অতিরিক্ত বোধ। আত্মবোধটি এ সকল বোধ হইতে একান্ত ভিন্ন। সেই আত্মবোধের একাংশ কিন্তু এই প্রকৃতির গুণে লিপ্ত। একাংশ লিপ্ত, কিন্তু অন্য বৃহত্তর অংশে তিনি অক্ষয়, অব্যয়, সনাতন। সুতরাং আপনার ক্ষুদ্রাংশ বা ক্ষরভাব দর্শন না করিয়া, আপনার সেই বৃহত্তর অংশ বা অক্ষরভাবটি দেখিলেই জীব, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ও অক্ষরভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই যে ক্ষুদ্র অংশ হইতে বৃহত্তর অংশে উন্নীত হওয়া, ইহার প্রকৃত অর্থ তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। আত্মত্ব বা নিজবোধরূপ চেতনা অনাদি বলিয়া অনন্ত। এবং অনন্ততত্ত্বের প্রধান লক্ষণ এই যে, নানাত্ব গ্রহণ করিয়াও ঠিক যেমন, তেমনই থাকে। অনন্ততত্ত্বমাত্রই এইরূপ। নিজবোধও অনন্ত বলিয়া, নিজবোধরূপে থাকিয়াও আত্মা তাই বহুরূপে ক্ষরিত হইয়া অক্ষরই থাকেন। অনাদি অব্যক্তের সহিত দ্বন্দ্বরূপে অনাদি কূটস্থ নির্গুণ অক্ষর আত্মত্ব নিত্যই বিরাজিত। প্রকৃতি ব্যাকৃতা হইবার সময় এই অব্যক্ত নির্গুণ কূটস্থ চেতনাকে অবলম্বনস্বরূপ বা আশ্রয়স্বরূপ না লইয়া ব্যাকৃতা হইতে পারে না। অর্থাৎ চেতনার দৃষ্টিসম্পাত ভিন্ন বা অনুপ্রবেশ ভিন্ন প্রকৃতির নাম রূপ ক্রিয়া প্রকাশ হইতে পারে না। সুতরাং নির্গুণ অক্ষর কূটস্থ এই আত্মবোধরূপ দ্রষ্টাংশ বহু হইয়া, ক্ষর দ্রষ্টা বা ক্ষর আত্মারূপে প্রকৃতির অনুগমন করে বা ভোগ করে বা প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়। সেই ক্ষর দ্রষ্টা যদি সেই প্রকৃতিজাত ভূতে ভূতে, বিষয়ে বিষয়ে, ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় বা গুণে গুণে এই নিজ-বোধরূপ আত্মাংশকে লক্ষ্য করে, তখনই সে ক্ষর দ্রষ্টা নিজ আকারীয় বোধস্বরূপ আত্মত্বকে সর্ব্বমূলে দেখিয়া ফেলে এবং নিজজ্ঞানটি অন্যত্বের বিন্দুমাত্র ছায়াও সহ্য করে না বলিয়া বহু নিজজ্ঞানকে একত্বে দেখিতে পাইয়া, সেই নিজত্বের অক্ষরত্ব সহজেই পরিজ্ঞাত হয়।

তাই ক্ষর আত্মার প্রকৃতিতে আবদ্ধ হওয়াও যেমন স্বাভাবিক, মুক্ত হওয়াও তেমনি সহজ-সাধ্য বা স্বাভাবিক। শুধু সে বদ্ধ থাকিবে, কি মুক্ত হইবে, তাহা পরমাত্মতত্ত্বরূপ ঈশ্বরেচ্ছাসাপেক্ষ। সে কথা পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম বর্ণনার সময় বলিব। এখন শুধু মুক্ত হওয়া যে বদ্ধ হওয়ার মতই আত্মতত্ত্বের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেই কথাটি স্মরণে রাখ। কর্ত্তৃত্বাভিমান যতক্ষণ নিজের বলিয়া তিনি দেখেন, ততক্ষণ ক্ষর আত্মা থাকেন আবদ্ধ, আর কর্ত্তৃত্বটি প্রকৃতির গুণে অবস্থিত বলিয়া যেমনই দেখেন, অমনি তিনি হন অনাদি অক্ষর, অনাদি ক্রিয়ার মাঝেও অনাদি অক্ষর নির্গুণ। এইটি দেখিলেই সে ক্ষরের অক্ষর হওয়া হইল। অবশ্য দেখার গভীরতার তারতম্যে এ অক্ষরত্বে থাকা না থাকার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সে অন্য কথা। আত্মবোধরূপ চেতনতত্ত্বটি সম্বন্ধে এই বিজ্ঞানটি ভুলিও না যে, তাহার দেখা মানেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া। কেন না, চেতনা বলিতে যাঁহাকে বুঝি, দ্রষ্টৃত্বই তাঁহার স্বরূপ। প্রকৃতির মাঝে এই আত্মত্বটি প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধতা প্রাপ্তও হন যেমন সহজে, আবার প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নিরূপিত হন বা ধরা পড়িয়া যানও তেমনই সহজে। সেই জন্যই জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় সিদ্ধান্ত ঋষির এবং ভগবানের অভিমত। সেই জন্য কর্ত্তৃত্ব গুণেতেই, ইহা অনুদর্শন করিয়া, দ্রষ্টা আপনাকে সর্ব্বগুণ-প্রকাশের তলায় তলায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় এবং গুণসকলের বা কর্ত্তৃত্বাদির দ্রষ্টারূপে আপ-নাকে দেখিয়া, গুণময় ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ যে অক্ষরভাব, সেই অক্ষরভাব প্রাপ্ত হয়। সেই অক্ষরভাব প্রাপ্ত হওয়াই "মদ্‌ভাবং সোঽধিগচ্ছতি" এই অংশের অর্থ।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্‌ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

প্রাপ্তভগবৎসাধর্ম্ম্যাণাং ফলমাহ গুণানিতি। দেহী ক্ষরাত্মা, দেহসমুদ্ভবান্ দেহানাং ত্রয়াণাং সমুদ্ভবো যেভ্যস্তে দেহসমুদ্ভবাস্তান্ দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য অতিক্রম্য তদুদ্ভবৈঃ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিবিমুক্তঃ সন্ অমৃতং অশ্নুতে সর্ব্বতঃ প্রসৃতেষু প্রাণপ্রবাহেষু নিরাময়ম্ আত্মানমেব পশ্যতি, আত্মব্যতিরিক্তং নান্যৎ কিমপি তস্য দৃষ্টিপথমায়াতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দেহসমুৎপাদনকারী গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া, জন্ম-মৃত্যু-জরাজাত দুঃখ হইতে দেহী বিমুক্ত হন ও অমৃতত্ব লাভ করেন।

যৌগিক অর্থ।—ক্ষর জীব আপনার অক্ষরভাব বিজ্ঞাত হইলে দেহজ্ঞানসমুদ্‌ভব-কারী গুণসকলকে অতিক্রম করে অর্থাৎ আর আপনাকে দেহী বলিয়া অনুভব করে না। এবং তাহার ফলে দেহগত জন্ম, মৃত্যু ও জরাজাত যে দুঃখ সে অনুভব করিত, সে দুঃখে আর সে ক্ষরিত হয় না, বিমুক্ত হয় ও আপনাকে অমৃতস্বরূপ বলিয়া বোধ করিতে থাকে। ঊর্দ্ধাধঃ প্রাণপ্রসৃতির দিগ্‌দিগন্তে সে নিরাময় আত্মাকেই দেখে। আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পায় না এবং সে আত্মত্ব সীমাহীনভাবে উপলব্ধ হয়।

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১

গুণানতীত্য অমৃতমশ্নুতে ইতি ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা, গুণাতীতস্য লক্ষণম্ আচারং গুণাতিক্রমোপায়ঞ্চ জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈর্ল্লক্ষণৈরেতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ অতিক্রান্তো ভবতি দেহী, কঃ আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ, কথং কেনোপায়েন চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ সোঽতিবর্ত্ততে অতিক্রম্য তিষ্ঠতীত্যেতান্ ত্রীন্ প্রশ্নান্ মে কথয়েত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন বলিলেন,—প্রভো! গুণত্রয়ের অতীত হইয়া পুরুষ কিরূপ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, কিরূপ আচারবান্ হয় এবং কেমন করিয়া তিন গুণকে অতিক্রম করে, তাহা আমাকে বলুন।

যৌগিক অর্থ।—"কৈর্ল্লিঙ্গৈঃ" এই বাক্যের তৃতীয়া বিভক্তিটী বিশেষণে তৃতীয়া (করণে নহে)। করণে হইলে দ্বিতীয় পাদে কথং শব্দটী দ্বিরুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে গুণের অতীত হইয়া পুরুষ কিরূপ লক্ষণশালী হন এবং কিরূপ আচারবান্ হন এবং কেমন করিয়া গুণকে অতিক্রম করেন, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। গুণাতীত হওয়ার অর্থ—আপনাকে গুণাতীতভাবে দেখা। আমার এই আত্মা অর্থাৎ আমি নিজে গুণময় নহি, গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিজবোধস্বরূপ, কর্তৃত্বময়ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অকর্ত্তাস্বরূপ; যিনি আমিত্বের জনক, আত্মত্বের সেই উপলব্ধিতে জাগ্রত থাকাই গুণাতীত ভাবে থাকা। সেইরূপ গুণাতীত ভাবে থাকিলে পুরুষের আচার ও লক্ষণ কিরূপ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়, তাহাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কেমন করিয়া গুণাতিক্রম করা যায়, তাহাও বিশেষভাবে প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২

অর্জ্জুনস্য প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরপ্রদানার্থং গুণাতীতস্য লক্ষণান্যুবাচ ভগবান্ প্রকাশঞ্চেত্যাদিভিঃ। হে পাণ্ডব! প্রকাশঞ্চ সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং, মোহমেব চ তমঃকার্য্যমিতি সর্ব্বাণ্যেব গুণকার্য্যাণি সংপ্রবৃত্তানি বিষয়রূপেণ সম্যক্ উদ্ভূতানি সন্তি এতানি মে দুঃখকরাণীতি বুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, তানি পুনর্নিবৃত্তানি নির্ব্বিষয়ং গতানি সন্তি এতানি মে সুখকরাণীতি বুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি, স গুণাতীত উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। নাত্র গুণাতীতশব্দেন গুণেভ্যো বিদূরস্থো বিজ্ঞেয়ঃ। কস্তর্হি? গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি গুণাতীতে আত্মনি কৃতপ্রজ্ঞঃ "সংপ্রবৃত্তানি নিবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি, গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে" ইত্যাদ্যভিধানাৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, ইহাদিগের উদয়ে যাঁহারা দ্বেষভাবাপন্ন

হন না এবং ইহাদিগের তিরোধানের জন্যও যাঁহারা আকাঙ্ক্ষাময় নহেন, তাঁহারাই গুণাতীত।

যৌগিক অর্থ।—শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন। গুণাতীত বলিতে এখানে পরমার্থতঃ গুণের বাহিরে সংস্থিতির কথা বলা হইতেছে না। গুণের অতীত আত্মবোধের স্থিতিতে যাহারা নিশ্চিতবুদ্ধি, গুণের দ্বারা আত্মত্ব সংশ্লিষ্ট হইয়াও প্রধানতঃ অসংশ্লিষ্ট থাকে, এই বোধের প্রভব যাহাদিগের অন্তরে সমুজ্জ্বল, তাহাদিগকেই গুণাতীত বলা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে দেহী, দেহ থাকিতে এইরূপ গুণাতীত ভাবে কর্ম্মাবর্ত্তনের মধ্যেও অবস্থান করিতে সক্ষম হয়, যদি সে স্বীয় অক্ষর আত্মবোধে প্রজ্ঞাবান্ হইয়া থাকে। কর্ম্মের মাঝে থাকিয়াও সে বিষয় ও তজ্জাত সুখদুঃখাদিতে দ্বেষময় বা আকাঙ্ক্ষাময় হয় না। প্রকাশ, প্রবৃত্তি, মোহ, এই তিনটি শব্দে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের সংপ্রবৃত্তি অর্থে এই গুণজাত ভূত ও তজ্জাত অধ্যাত্মাদি সুখ-দুঃখের অভ্যুদয় বুঝায়। বিষয়ে ও তজ্জাত সুখ-দুঃখে সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ কখন লিপ্ত হন না। তাহাদিগের আবির্ভাব দুঃখপ্রদ বলিয়া তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। আবার সুখপ্রদ ভাবিয়া তাহাদিগকে আকাঙ্ক্ষাও করেন না। যাহা আসে আসুক, যাহা যায় যা'ক, উভয়ই তাঁহার পক্ষে তুল্য, এই আন্তর ভাবই সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

কিঞ্চ। য উদাসীনবৎ উৎ উর্দ্ধে গুণেভ্য আসীন উদাসীনো নিরপেক্ষঃ, তদ্বৎ আসীনঃ স্থিতঃ সন্ যো গুণৈঃ গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ ন বিচাল্যতে প্রচ্যাব্যতে অক্ষরাত্ম-প্রত্যয়াৎ, গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ স্বে স্বে কার্য্যে বর্ত্তন্তে ইতি বিজ্ঞায় যঃ অবতিষ্ঠতি অক্ষরে আত্মনি সুস্থিতো ভবতি, ন ইঙ্গতে ন চলতি, ক্ষরে আত্মনি প্রস্থিতো ন ভবতীত্যর্থঃ, স গুণাতীত উচ্যত ইতি পূর্ব্ববদন্বয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সে পুরুষ উদাসীনবৎ অবস্থান করে। গুণসকল স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে জানিয়া গুণের দ্বারা সে বিচলিত হয় না। এবং এইরূপ পুরুষ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে, চঞ্চল হয় না।

যৌগিক অর্থ।—অনাদি কর্ম্মস্রোতরূপ গুণাবর্ত্তন অনন্ত প্রবাহে অনন্ত দিকে প্রবাহিত, সবই আবার আমার নিজত্বের উপর, অথচ আমার নিজত্বটী এক অংশে সে স্রোতের ধর্ত্তা হইয়াও—অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও, প্রধানতঃ স্থির অচ্যুত কূটস্থ অক্ষর ভাবেই অবস্থান করিতেছে। কর্ম্মের মাঝে উদাসীনবৎ, কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও সে পুরুষ এই স্থির আত্মত্বে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সমর্থ হয়। আত্মত্ব হইতে সে বিচলিত হয় না। অবতিষ্ঠতি অর্থ অনুতিষ্ঠতি। অক্ষর আত্মত্ব দর্শন করিয়া, ক্ষর আত্মত্বকে তদনুকরণে বা

তাহাতে ধরিয়া রাখা লক্ষ্য করিয়া 'অবতিষ্ঠতি' শব্দ বলা হইল। আর ক্ষরণময় নিজবোধের অভ্যুদয়কে সংযমিত করিয়া রাখাটি 'নেঙ্গতে' শব্দে লক্ষ্য করা হইল।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫

কিঞ্চ। সমদুঃখসুখঃ সুখে দুঃখে চ তুল্যবুদ্ধিঃ, স্বস্মিন্ অক্ষরে আত্মনি তিষ্ঠতীতি স্বস্থঃ প্রসন্নঃ, অতএব সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্ট্রে, অশ্মনি, কাঞ্চনে চ সমানবুদ্ধিঃ, তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ঃ ইষ্টানিষ্টয়োস্তুল্যপ্রত্যয়ঃ, ধীরো ধীমান্, তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ নিন্দায়াম্ আত্ম-সংস্তুতৌ চ তুল্যজ্ঞানঃ, মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমবুদ্ধিঃ, তথৈব মিত্রারিপক্ষয়োস্তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী সর্ব্বেষু কর্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তিকাদিষু কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ, য এবং গুণেষু বর্ত্তমানোঽপি তৎকার্য্যৈরাত্মানমননুলিপ্তং জ্ঞাতুং সমর্থো ভবতি, স গুণাতীত উচ্যতে।

অর্থ।—যিনি স্বস্থ, দুঃখ ও সুখে যাঁর সমজ্ঞান, লোষ্ট্র, পাথর ও কাঞ্চনে যিনি সম-বুদ্ধিপরায়ণ, প্রিয় ও অপ্রিয়, উভয়ই যাঁহার নিকট সমান, যিনি ধীর, নিজের নিন্দা বা স্তবে যিনি কোন পার্থক্য দেখেন না, মান অপমান, শত্রু ও মিত্রপক্ষ যাঁহার নিকট একই, কর্ম্ম করিয়াও যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, এইরূপ পুরুষই গুণাতীত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

গুণাতীতস্য লক্ষণানি আচারঞ্চ উক্ত্বা, অধুনা গুণাতিক্রমোপায়ং কথয়তি মাঞ্চে-ত্যাদিনা। যো জনঃ মাঞ্চ পরমেশ্বরং সর্ব্বভূতহৃদয়স্থং সেবতে আরাধয়তি, কেন প্রকারেণ? অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন—ব্যভিচারভক্তির্নাম কর্ম্মপ্রকাশেঽস্মিন্ ভগবতঃ শরীরে বিশ্ব-রূপে শ্রদ্ধাহীনানাং তদতীতে ভগবত্যনুরাগরূপা, অব্যভিচারভক্তিস্তদ্‌বিপরীতা, কর্ম্মপ্রকাশে ভগবচ্ছরীরে ভগবতি চ কৃতশ্রদ্ধানাং কর্ম্মদ্বারেণ ভগবদ্‌ভজনরূপা, স এব যোগঃ অব্যভিচারো ভক্তিযোগঃ, তেনেত্যর্থঃ, স জনঃ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য গুণেষু গুণবুদ্ধিং বিহায় এতে ব্রহ্মমহিমান এবেতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ, ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা সেবা করে, সে গুণ-সকলের সম্যক্ অতীত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়।

যৌগিক অর্থ।—গুণাতীতের আচার ও লক্ষণ বর্ণনা করিয়া, অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন "কথঞ্চৈতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে," তাহারই এখন উত্তর দিতেছেন। "ন মে পার্থাস্তি

কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥" প্রভৃতি শ্লোকে ভগবান্ আপনার কর্ম্মময়তা বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ম্মময় ভগবদঙ্গস্বরূপ এই বিশ্বে কর্ম্ম না করিলে ব্যভিচারী হইতে হয়, এই মর্ম্ম গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে। কর্ম্ম-ত্যাগ অপেক্ষা ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করাই মোক্ষের প্রকৃষ্ট পথ, এ কথা পুনঃ পুনঃ ভগবান্ বলিয়াছেন। ভগবান্ যে ভাবে নিজেকে নির্গুণ অক্ষররূপে প্রকটিত রাখিয়া, আপনি জ্ঞরূপে প্রতি ক্রিয়ার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, আপনারই স্বরূপ, আপন মহিমারূপ গুণ-ত্রয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মময় থাকেন এবং কর্ম্মময় হইয়াও কর্ম্মময় হন না, তদনুসরণে জীব যদি আপনার অক্ষরত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গুণকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেও কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, গুণে বিরাজ করিয়াও নির্গুণরূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই যে পরমাত্মরূপ ভগবানের অঙ্গপ্রবাহে আপন অঙ্গ মিলাইয়া, তদাত্মায় আপন আত্মা একীভূত করিয়া, তদনুবোধে অনুবোধিত হইয়া কর্ম্মময় হওয়া, ইহা অব্যভি-চারিণী ভক্তি দ্বারা তাঁহার সেবা করা। তাঁহার কর্ম্মময় মূর্ত্তি উপেক্ষা করিয়া, তাঁহাতে আকৃষ্ট হইবার জন্য যে আসক্তি, তাহাই ব্যভিচারিণী ভক্তি। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার সমগ্র সত্তায়, তাহার সমগ্র ব্যবহারের মাঝে আমার মাধুর্য্যই পরিদৃষ্ট হয়। তাহার সকলটীতেই আমি আকৃষ্ট, সকলটীতেই আমি মুগ্ধ, সকলটীকেই আমি আলিঙ্গনতৎপর; তাহাতে আমি এমন কোনও কিছু দেখিতে পাই না, যাহা আমার নিকট অপ্রিয়, ইহাই অব্যভিচারী ভালবাসা—অব্যভিচারিণী আসক্তি বা ভক্তি। আত্মতত্ত্বের অক্ষরস্বরূপের জ্ঞানোদয়ে যখন কর্ম্মের বন্ধনকারিণী বিভীষিকা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তিরোহিত হয়, কর্ম্ম বা গুণের দ্বারা আমি বন্ধন প্রাপ্ত হইতেছি না; একাংশে কর্ম্মে অনুলিপ্ত থাকিয়াও প্রকৃত-পক্ষে তাহাতে বিন্দুমাত্র লিপ্ততা আমার ঘটিতেছে না, এইরূপ প্রজ্ঞা যখন প্রদীপ্ত হয়, তখন প্রতি কর্ম্মের অন্তরে অন্তরে অকর্ত্তা, প্রতি গুণের অন্তরে অন্তরে নির্গুণ, প্রতি চাঞ্চল্যের অন্তরে অন্তরে অবিচঞ্চল, প্রতি ক্ষরণের অন্তরে অন্তরে অক্ষর, চ্যুতিস্বরূপ প্রতি ভূতের অন্তরে অন্তরে অচ্যুত আমার আত্মারই ভূমারূপ দেখিয়া, আমি তাঁহারই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তনে আনন্দে অবাধে আপনাকে ঢালিয়া দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। আমার জীবভাবীয় নিজের বলিয়া এ জগতে কোথাও কিছু দেখি না। সুতরাং জৈব স্বার্থে অনারম্ভ হই, গতব্যথ হই। ব্রহ্মস্বার্থে আমার সমগ্র স্বার্থটি সমালিঙ্গিত হইয়া থাকে। ইহাই অব্যভিচারিণী সেবা। এইরূপ সেবা দ্বারা ক্ষর জীব গুণের গুণত্বরূপ ধারণাটি পরিহার করিয়া বা সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মমহিমা বা ব্রহ্মরূপ বলিয়া তাহাকে পরিজ্ঞাত হইয়া, আপনাকেও ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে থাকে। ইহাই শ্লোকস্থ "সমতীত্য" শব্দের মর্ম্ম। আত্মত্ব যেমন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের একরূপ প্রকাশ, ত্রিগুণও তেমনি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের আর একরূপ প্রকাশ। এই প্রজ্ঞার প্রদ্যোতনে অবাধ ব্রহ্মত্বরূপ অদ্বৈতবোধে বোধময় হইয়া পড়ে এবং জীবেশ্বর বিভাগ হারাইয়া ব্রহ্মবক্ষে সে বিলীন হয়।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

স্বস্য অনির্ব্বচনীয়ং পরমাত্মত্বং কথয়তি ভগবান্ ব্রহ্মণ ইতি। প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়োঽহং পরমাত্মা, কস্য? ব্রহ্মণঃ—পরমাত্মমহিম্নোঃ প্রকৃতি-কূটস্থাত্মনোঃ সংযোগেনোদ্ভূতস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি তত্ত্বরূপস্য, কথংপ্রকারস্য ব্রহ্মণ ইত্যুচ্যতে—অমৃতস্য অমরণশীলস্য, অব্যয়স্য বিকাররহিতস্য, শাশ্বতস্য অব্যক্তপ্রকৃতিরূপেণ কূটস্থা-ক্ষরব্রহ্মরূপেণ চ নিত্যবর্ত্তমানস্য, ধর্ম্মস্য গুণসম্মিতব্রহ্মযজ্ঞপ্রকাশস্য, ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ অবাধাত্মপ্রকাশরূপস্য 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখ'মিতি শ্রুতেঃ, এতদ্রূপস্য ব্রহ্মণ আশ্রয়োঽহ-মনির্ব্বচনীয়ঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ব্রহ্মত্বের, অমৃতত্বের, অব্যয়ত্বের, ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের আমিই প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

যৌগিক অর্থ।—অমৃতস্বরূপ অব্যয়স্বরূপ নিগুর্ণ অক্ষর আত্মা এবং অব্যক্ত প্রকৃতি, পরমাত্মা এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশ করিয়া যে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হন, সেই ব্রহ্মভাবটী লক্ষ্য করিয়া এবং সেই ব্রহ্মভাবে যে ভূমা সুখ, যে ভূমা গুণ ও গুণিসম্মিত ধর্ম্ম বা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ব্রহ্মকর্ম্মরূপ বিশ্ব ও বিশ্বকর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহা এবং আত্মত্বের ও প্রকৃতির যে নিত্যতা পরিদৃষ্ট হয়, অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মাই যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, সেই কথাটীর দ্বারায় পরমাত্মস্বরূপ পুরুষোত্তমের বর্ণনা সূচিত করিলেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে উহাই প্রধান ভাবে বিবৃত হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণে"তি পূর্ব্বাধ্যায়স্যান্তিমশ্লোকে পরমাত্মতত্ত্বং সংক্ষেপেণোক্তং। তস্যৈব প্রপঞ্চার্থং পঞ্চদশোঽয়মধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে পুরুষোত্তমযোগাখ্যঃ। তত্র তাবৎ প্রথমমেব অনিত্যতয়া পরিদৃষ্টস্য পরমাত্মশক্তিলীলারূপসংসারপ্রবাহস্য পরমাত্মতো নিঃসৃতিং বিবক্ষুঃ অশ্বত্থবৃক্ষরূপকেণ শ্রীভগবান্ উবাচ ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধং ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টং পুরুষোত্তমাখ্যপরমাত্মতত্ত্বং মূলমুৎপত্তিস্থানং যস্য, তমূর্দ্ধমূলং, অধঃশাখম্ অধো নিম্নে কারণাৎ কার্য্যোৎপত্তিবৎ ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি সর্ব্বাণি শাখা ইব সন্ততানি যস্য, তমধঃশাখং, অশ্বত্থং শ্বঃ আগামিনি দিবসে ন স্থাস্যতীতি জীবপ্রত্যয়েষু পরিণামশীলং, বস্তুতো হি অব্যয়ং প্রবাহরূপেণ অক্ষয়বটমিব অবিনাশিনং প্রাহুঃ "এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। এবম্ভূতস্য যস্য সংসারবৃক্ষস্য ছন্দাংসি এব পর্ণানি ভবন্তি, ছন্দো নাম পরমাত্মন ঈক্ষণপ্রকাশঃ, স এব সর্ব্বভূতপ্রাণো বেদ উচ্যতে, রৌদ্রতাপতপ্তানাং পত্রচ্ছায়াশ্রয়ণবৎ সংসারতাপতপ্তৈঃ স্বস্বপ্রাণরূপাণি ছন্দাংস্যেব তাপনুত্তয়ে শ্রয়ণীয়ানি ভবন্তি, অত উক্তম্ অস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানি ছন্দাংসীতি। তম্ এবং সংসারবৃক্ষং যো জনো বেদ যথাব্যাখ্যাতং পরমাত্মশক্তিপ্রকাশলীলারূপমিতি, স বেদবিৎ বেদার্থবিদিত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অব্যয় পরমাত্মা যাহার মূলরূপে ঊর্দ্ধে অবস্থিত, শাখা-সকল যাহার নিম্ন দিকে, এমনই এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ। বিচিত্র বেদসমূহ ইহার পত্রস্বরূপ। এইরূপে এই সংসারকে যে দেখে, সেই বেদবিৎ।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বের অধ্যায়ে পরমাত্মস্বরূপটি সংক্ষেপে শেষের শ্লোকে সূচিত করিয়া, এই অধ্যায়ে সেই পরমাত্মতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য প্রথমেই এই অনিত্যরূপে পরিদৃষ্ট সংসারটি যে, অব্যয় পরমাত্মা হইতেই জাত এবং ইহার অনন্ত বৈচিত্র্য যে তাঁহারই ভাবছন্দে রচিত, সেই কথাটি অশ্বত্থবৃক্ষের রূপকে বর্ণনা করিতেছেন। "শ্ব" অর্থাৎ আগামী প্রভাত অবধি যাহার স্থিতি অনিশ্চিতরূপে উপলব্ধ হয়, তাহাকে অশ্বত্থ বলে। অশ্বত্থবৃক্ষ যেমন সহজেই বায়ুবেগে উৎপাটিত হয়, এ সৃষ্টির পরিবর্ত্তন সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে সংঘটিত হয়। সেই জন্য অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত ইহার তুলনা করা হইল।

প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তাব্যক্ততাময় এই পরমাত্মশক্তিলীলা অব্যয়, অনাদি, নিত্য, অক্ষয়বট-সদৃশ। কিন্তু বদ্ধ ও আদিমৎ জীবের চক্ষে ইহা ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য, নশ্বর, সুতরাং অশ্বত্থস্বরূপ। অনাদি দর্শনে জ্ঞানচক্ষু যাহাদের উন্মেষিত নহে, যাহারা অব্যক্ত অবস্থাকে বিপরিলোপ বলিয়া ধারণা করে, যাহারা নানাত্বের এক মূল দেখায় অভ্যস্ত নহে এবং সেই জন্য প্রত্যেক বিষয়কে অনাদি না দেখিয়া, আদি ও অন্তযুক্ত দেখিতে বাধ্য হয়, তাহারা স্ব স্ব অস্তিত্বকে বিপরিলুপ্তির দ্বারায় সমাচ্ছন্ন দেখে। এবং সেই জন্য স্ব স্ব জৈব স্বার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেখিয়া, সকল প্রচেষ্টাকেই তাহারা নশ্বরতায় আবৃত দেখে। তাই অজ্ঞান-খণ্ডিতচক্ষু মনুষ্যের কাছে এ বিশ্বরূপ—ভগবৎলীলাসংসরণময় এ সংসার অশ্বত্থবৃক্ষের মত অনিত্য বলিয়াই প্রতিফলিত হয়।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২

কিঞ্চ অধশ্চেতি। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ জলসেকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ প্রকর্ষেণ বৃদ্ধিমুপগতাঃ, বিষয়প্রবালাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া প্রবালাঃ কিশলয়স্থানীয়া যাসাং তাঃ, এবংবিধাস্তস্য সংসারমহামহীরুহস্য শাখা ঊর্দ্ধমধশ্চ প্রসৃতাঃ, ঊর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু, অধো মনুষ্যাদিস্থাবরান্তযোনিষু বিস্তৃতিং গতাঃ। অধশ্চ মনুষ্যলোকে মূলানি অবান্তরাণি অনু-সন্ততানি পশ্চাৎ বিস্তৃতানি, মুখ্যং মূলং পরমাত্মৈব, তদংশানাং ততঃ পৃথগ্‌ভূতানাং জীবানাং বাসনালক্ষণানি প্রবৃত্তিকারণানি তেষাং প্রত্যেকতঃ সংসারবৃক্ষস্য মূলান্যুচ্যন্তে, তানি কিম্ভূতানি? কর্ম্মানুবন্ধীনি—কর্ম্ম শুভাশুভলক্ষণং অনুবদ্ধুং পশ্চাদুৎপাদয়িতুং শীলং যেষাং তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি শুভাশুভকর্ম্মজনকানি ইত্যর্থঃ, ঈদৃশং কর্ম্মৈব মনুষ্যাণাং সংসরণবৃক্ষস্য মূলং ভবতি। তথাবিধে কর্ম্মণি মনুষ্যাণামেবাধিকারং, অত উক্তং মনুষ্যলোকে ইতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—উর্দ্ধে ও অধে এই বৃক্ষের শাখাসকল বিস্তৃত এবং ত্রিগুণের দ্বারা পরিপুষ্ট বিষয়সকল পল্লবরূপে তাহাতে বিধৃত। এই পরমাত্মস্বরূপ উর্দ্ধস্থ প্রধান মূল হইতে অধে মনুষ্যলোকে অনুমূল বা বহু বহু সূক্ষ্ম মূলসকল কর্ম্মানু-বন্ধিরূপে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—বিশ্বপ্রকাশ—পরমাত্মার বিশ্বরূপ। তিনি ভগবান্‌রূপে স্বমহিমাকে ব্যক্তাব্যক্তময় লীলাকৌশলের দ্বারা এই বিশ্বমূর্ত্তি ধরিয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বরের ব্যক্ত মূর্ত্তি বলিয়া এ বিশ্বকে দেখা সেই জন্য শ্রুতির বিশেষ উপদেশ। মুলতঃ এ বিশ্ব ভগবানেরই প্রকাশ। এ প্রকাশ উর্দ্ধে ও অধে বা ব্রহ্ম হইতে জীব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ বিস্তৃতির সহায়ক তাঁহারই মহিমা বা গুণ। আপনার ত্রিবৃৎকৃত ত্রিগুণকে অবলম্বন করিয়া, আপনি বিচিত্র বিষয়-পল্লবময় বৃক্ষরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই বিষয়-পল্লব-গুলি তাঁহার অধোদেশস্বরূপ এবং এই অধোদেশে মনুষ্যলোকে ক্ষর আত্মস্বরূপে আপ-

নাকে বিস্তৃত করিয়া, কর্ম্মানুবন্ধী হইয়া রহিয়াছেন। অশ্বত্থ বটাদি বৃক্ষ হইতে যেমন ঝুড়ি নামে, তেমনই ভাবে তিনি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূলরূপে বা ন্যগ্রোধরূপে বিস্তৃত থাকিয়া কর্ম্মের দ্বারা অনুবদ্ধ এবং এই কর্ম্মানুবন্ধতার জন্য এই মনুষ্যক্ষেত্রে তিনি বিষয়-বিমূঢ়। এখানে তিনি মাত্র ক্ষরণের দ্রষ্টা—আদি অন্তবান্ জীবত্বের ভোক্তা এবং সেই জন্য নশ্বরতাই বিশেষ ভাবে তাঁহার ভোগ্য। তাই অক্ষয় বটস্বরূপ এ মহামহীরুহ মনুষ্যচক্ষে ক্ষণস্থায়ী অশ্বত্থরূপে পরিদৃষ্ট।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ৪

ন রূপমিতি। অস্য সংসারমহামহীরুহস্য রূপং পরমাত্মমূলত্বাদিপ্রকারেণ যথা ময়া বর্ণিতং, ইহ অস্মিন্ লোকে মনুষ্যৈঃ তথা তদ্বৎ রূপং ন উপলভ্যতে। নাস্য অন্তঃ পর্য্যবসানস্থানং, ন চ আদিঃ উৎপত্তিস্থানং, ন চ সংপ্রতিষ্ঠা সম্যগবস্থিতিস্থানং উপলভ্যতে বা পরমাত্মজ্ঞানাভাবাৎ। পরমাত্মজ্ঞানে সতি সংসারস্য যাথাত্ম্যম্ উৎপত্ত্যবস্থানপর্য্যবসানানি চ তস্মিন্নেব তত্ত্ববিদঃ পশ্যন্তীতি ভাবঃ। যত এবং, ততঃ পরমাত্মজ্ঞানসাধনোপায়মাহ—অসঙ্গশস্ত্রেণ, অসঙ্গো নির্গুণঃ কূটস্থোঽক্ষরাত্মা নির্ম্মলনিজবোধরূপো লোকানামসম্ভেদায় জীবপরময়োর্ম্মধ্যে সেতুরিবাবস্থিতঃ, স এব শস্ত্রং, তেন দৃঢ়েন অসঙ্গোঽহমাত্মা নিজবোধরূপ ইতি সুদৃঢ়প্রত্যয়াস্ত্রেণ এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তপ্রবৃদ্ধমূলম্ অশ্বত্থম্ অনিত্যরূপেণ পরিদৃশ্যমানং সংসারবৃক্ষং ছিত্ত্বা আত্মতঃ পৃথক্কৃত্বা, ততস্তদনন্তরং তৎ পদং পরমং পরমাত্মনঃ পুরুষোত্তমস্য পরিমার্গিতব্যম্ অন্বেষ্টব্যং প্রাপ্তব্যমিত্যর্থঃ, যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি ন পুনরাবর্ত্তন্তে সংসারাশ্বত্থবৃক্ষারোহণায়। এবংবিধো হি জনঃ সংসারবৃক্ষং পরমাত্মশক্তিলীলাপ্রকাশরূপমিতি জ্ঞাতুং শক্নোতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি শ্রুতেঃ। তস্যান্বেষণপ্রকারমাহ—তমেব চ আদ্যং পুরুষমহং পুরুষোত্তমাখ্যং প্রপদ্যে আশ্রয়ামি, যতঃ পুরুষোত্তমাৎ পুরাণী চিরন্তনীয়ং প্রবৃত্তিঃ সংসারাখ্যা প্রসৃতা বিস্তৃতিং গতা। হে পুরুষোত্তম! ত্বত্ত এবায়ং সংসারমহামহীরুহঃ প্রসৃতঃ, ত্বয্যেব প্রবৃদ্ধঃ সন্ স্থিতঃ, লয়শ্চাস্য ত্বয্যেবেতি আদ্যন্তমধ্যেষু ত্বমেবাস্য সৈন্ধবপিণ্ডবদনন্তরবাহ্যো রসৈকঘন ইত্যেবংপ্রকারেণ অসঙ্গোঽক্ষরাত্মা পরমাত্মানমুপাসীতেত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই সৃষ্টির পূর্ব্বোক্তপ্রকার যথার্থ রূপটি এ মনুষ্যলোকে উপলব্ধিতে আসে না। ইহার আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহাও দেখা যায় না। ইহার অশ্বত্থবৎ নশ্বর রূপই দেখা যায়। অসঙ্গত্বের দ্বারা এই সুবিরূঢ়মূল অর্থাৎ একান্ত বিরুদ্ধরূপে জীবত্বের মূলীভূত এই অবিদ্যাজাত সংসারদর্শনকে সবলে ছিন্ন করিয়া, তবে সেই পরম পদের অন্বেষণ করিতে হইবে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে

ফিরিতে হয় না। সেই আদিপুরুষের আমি শরণাগত হই, যাঁহা হইতে এই চিরন্তন সংসার প্রসৃত, এই ভাবে তিনি অন্বেষ্য।

যৌগিক অর্থ।—চিরন্তন অক্ষয় বটস্বরূপ অনাদিমান্ পরমেশ্বরের এই অনাদি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারময় সংসারলীলা মনুষ্যলোকে আদি ও অন্তময় নশ্বর অশ্বত্থের মত পরিদৃষ্ট। ইহার প্রকৃত রূপ এখানে উপলব্ধি হইতেছে না, নশ্বররূপেই মনুষ্যের নিকট উপলব্ধ হইতেছে। এরূপ বিকৃত উপলব্ধির কারণ, ইহার যিনি আদি, যিনি অন্ত, ইহা যাঁহাতে সম্প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। পরমেশ্বরোপলব্ধিশূন্যতাই এ সংসারকে এরূপ নশ্বর মৃত্যুময় ভাবে বিকৃতরূপে প্রতিভাসিত করে। ইহার আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠা যে চিন্ময় অনাদিমান্ ব্রহ্মে, তাহা জানিলে আর সংসার এ ভাবে পরিলক্ষিত হয় না, সংসারকে আর মিথ্যা, মায়া, ইন্দ্রজাল, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি, ইত্যাদিরূপে দেখিতে হয় না। মানুষের মনে হয়, যেন এই বিশ্বে সে একাকী ; নিরাশ্রয় ; তাহার চারি ধারে দাহময় মৃত্যুব্যথার মরুভূমি ; তার নিজের সম্বন্ধে সে নিজেই কর্ত্তা, তাহার অন্য আশ্রয় নাই। মৃত্যু তাহার সমস্তকে অবশ্যই গ্রাস করিবে—তাহার সমস্তই নশ্বর। সে আপনি আপনার আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠা কোথায়, তাহা দেখিতে পায় না। তাই সমগ্র বিশ্বও আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠার আশ্রয়শূন্যরূপে তাহার চক্ষে বিপরীতরূপে উদ্ভাসিত। সুবিরূঢ় এই বিপর্য্যয়দর্শনটি চক্ষু হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইলে আপনার অসঙ্গ অক্ষর আত্মার পরিচয় লাভ করিতে হইবে। সেই জন্য পূর্ব্বের অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরাত্মার দর্শন, অসঙ্গ স্থিতিটির বিশেষভাবে মা উল্লেখ করিয়াছেন। অক্ষর আত্মাকে দেখাই অসঙ্গ আত্মাকে দেখা। সেই অসঙ্গ অক্ষর নিজবোধরূপীই একাংশে ক্ষর আত্মারূপে ভোক্তা জীব। আর সেই জীবত্বেই সংসারের এই বিরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত। যদি এই বিরূপ মূর্ত্তিই সংসারের যথার্থ মূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে এই অসঙ্গ অক্ষর আত্মত্ব দর্শন পর্য্যন্তই সাধনার গতি হইত, উহাতেই সাধনা পরিসমাপ্ত হইত। কিন্তু তাহা নহে ; ভগবৎশূন্য আদি ও অন্তবতী যে রাক্ষসী মূর্ত্তি, উহা সংসারের প্রকৃত মূর্ত্তি নহে। খণ্ডিত চক্ষে ওই বিপর্য্যয় দর্শন ঘটিতেছে। ইহার প্রকৃত রূপ ভাগবত রূপ ; প্রকৃতপক্ষে ইহা অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরীর অনন্তমহিম, চিন্ময়ী, কর্ম্মময়ী, অন্নময়ী, প্রাণময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি। এখানে দিগ্‌দিগন্তে মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু নহে, অমৃত—অমৃত—অমৃত ; মধু—মধু—মধু। সেই প্রকৃত রূপ দেখিবার চক্ষু লাভ করিতে হইবে। তাহা যতক্ষণ না পরিদৃষ্ট হইবে, ততক্ষণ পূর্ণমুক্তির সম্ভাবনা নাই ; কেন না, "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এ বোধে উজ্জীবিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মদর্শন হয় না। কর্ম্মচক্রও ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি, ইহাই দেখিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্মত্যাগ নহে, কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিবার জন্য কর্ম্মও যেখানে ব্রহ্ম, সেইখানে যাইবার জন্য উপায়স্বরূপ, মার্গস্বরূপ এই অক্ষর অসঙ্গ আত্মতত্ত্বটি অবলম্বন করিতে হইবে। উনিই সেতুস্বরূপ হইয়া পরমাত্মার

সহিত এই অবর জীবভূমি জগৎ সংযুক্ত করিয়া রহিয়াছেন। উহাঁকে দেখিয়া,উহাঁর ভিতর দিয়া সেই তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন—"অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং" ; অসঙ্গত্ব দেখিয়া, তার পর সেই সংসারের যিনি আদি, সংসারের যিনি অন্ত, সংসার যাঁহাতে সম্প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। সে অন্বেষণের ভাব কি—লক্ষণ কি ? হে পুরুষোত্তম, তোমা হইতেই এই সংসার-মহীরুহ প্রবৃদ্ধ, তোমাতেই জাত, তোমা হইতেই প্রসৃত। তুমি আবার এ সংসারের আদি, অন্ত ও প্রতিষ্ঠা। আমি তোমার শরণাগত। এ সংসারের প্রতি বিষয়টি তোমাতেই জাত, তোমাতেই স্থিত, তোমাতেই বিলীন—তুমিই। এ সংসারের প্রতি কর্ম্মটি, প্রতি চাঞ্চল্যটি তোমাতেই জাত, তোমাতেই স্থিত, তোমাতেই বিলীন,—তুমিই। ইহার কোন কল্পিত অংশেরও তোমা ভিন্ন অন্য কোন মূল নাই। অন্য কোন আশ্রয় নাই, অন্য কোন তত্ত্ব নাই। তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিবার কোন কষ্ট-কল্পনার আবশ্যক নাই। অন্তে মধ্যে বাহ্যে তুমি। সৈন্ধবখণ্ড যেমন অনন্তর্ অবাহ্য, রসৈকঘন, এ বিশ্বময় তুমি তেমনি অনন্তর্, অবাহ্য, পরমাত্মরসৈকঘন। এইরূপ জ্ঞানে উদ্বোধিত হইয়া অক্ষর অসঙ্গত্বদর্শী অক্ষরাত্মা উপাসনা করে—পরমাত্মার। ভগবানের এই বাণী হইতে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়, কর্ম্মাদির আশ্রয় একান্তরূপে স্বয়ং পরমাত্মা, গুণত্রয়ের আশ্রয় একান্তরূপে স্বয়ং পরমাত্মা। মায়া বা অচিৎ আদি কোন সাপেক্ষী তত্ত্বের কল্পনা বিড়ম্বনামাত্র।

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫

অক্ষরাত্মত্বপরিজ্ঞানেন অসঙ্গস্য আত্মনঃ পরমাত্মান্বেষণপ্রকারমুক্ত্বা, অধুনা পরমাত্মোপাসকানাং লক্ষণান্যুচ্যন্তে নির্ম্মাণমোহা ইতি। মীয়তে অনেনেতি মানং পরিমাণং, ক্ষেত্রানুপ্রবিষ্টানাম্ অহম্ ইয়দাকারশরীরাবচ্ছিন্ন ইত্যেবংরূপং খণ্ডজ্ঞানং, স এব মোহো মানমোহঃ, ততো নির্ম্মুক্তা যে তে নির্ম্মাণমোহাঃ আত্মন আনন্ত্যে অপরি-মেয়ত্বে চ কৃতপ্রজ্ঞা ইত্যর্থঃ, অতএব জিতসঙ্গদোষাঃ জিতঃ প্রকৃতেঃ সঙ্গদোষো যৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঃ প্রকৃতেঃ ক্ষরত্বদোষাৎ সমুত্থিতা ইত্যর্থঃ, অধ্যাত্মনিত্যাঃ আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ আত্মতোঽন্যৎ ন কিমপি তে পশ্যন্তীত্যর্থঃ, অতএব বিনিবৃত্তকামাঃ অন্যেষাং কামানাং দর্শনাভাবাৎ তেভ্যো বিশেষেণ নিবৃত্তাঃ, সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ,—সুখানি সর্ব্বেষু বস্তুষু আত্মজ্ঞানরূপাণি, দুঃখানি তথৈব অনাত্মজ্ঞানরূপাণি, স এব দ্বন্দ্বঃ পরমাত্মশক্তি-দ্বয়প্রকাশরূপঃ ইতি সুখদুঃখসংজ্ঞো দ্বন্দ্বঃ, তয়োর্ব্বহুত্বাৎ তৈর্নির্ম্মুক্তাঃ, ততঃ একান্ততঃ অমূঢ়া বোধবৈচিত্র্যনির্ম্মুক্তাস্তে তদব্যয়ং পদং অনির্ব্বচনীয়ং পরমাত্মত্বং গচ্ছন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অহঙ্কার আদি অভিমানমোহশূন্য, বিজিতসঙ্গদোষ, সদা

নিত্য আত্মস্থ, একান্ত কামনাহীন, সুখদুঃখের জ্ঞান হইতে, আত্মানাত্ম, জীবেশ্বর প্রভৃতি দ্বন্দ্বোপলব্ধি হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিগণ মূঢ়তা নিঃশেষে হারাইয়া, সেই অব্যয় পদে উপনীত হয়েন।

যৌগিক অর্থ।—অক্ষর আত্মত্ব দর্শনে অসঙ্গ হইয়া, কি ভাবে পরমাত্মপদের অন্বেষী হইতে হয়, তাহা পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়া, পরমাত্মপদান্বেষীর ক্রমে কিরূপ লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহা এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। জীব অক্ষর আত্মার দর্শনে যত সুদৃঢ় হয়, ততই তাহাতে পরমাত্মার লক্ষণগুলি সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে। মা প্রথমেই বলিলেন, সে পুরুষ নির্ম্মাণমোহ হয়। নির্ম্মাণমোহ কথাটির সাধারণ অর্থ—অভিমান আদি মোহের বিলয়; কিন্তু এখানে তদপেক্ষা অন্য যোগ্যতর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিমাণের মোহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া, ইহাই এখানে বিশিষ্ট অর্থ। আদি ও অন্তজ্ঞান জীবেরই। জীবভূমির উপর এই অন্তবান্ জ্ঞানেরই আধিপত্য। খণ্ডিত দেখা, সসীম দেখা, ইহাই জীবত্বের নিত্য ধর্ম্ম। আনন্ত্যজ্ঞানই পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান। আদি ও অন্তবান্ বলিয়া সংসারকে দেখাই বিরূপ দর্শন, ইহা স্বরূপ দর্শন নহে, ইহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। এই পরিমাণশূন্যতা বোধ, এই অপরিমেয় আনন্ত্য উপলব্ধি, অক্ষর আত্মসাধকের প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়। নির্ম্মল আত্মত্বের ইহাই একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। তার পর মা বলিলেন,—সে পুরুষ জিতসঙ্গদোষ হয়। অক্ষর আত্মা ক্ষর আত্মারূপে যে প্রকৃতিসঙ্গতা লাভ করে, তাহাই সঙ্গদোষ। সেই সঙ্গদোষ হইতে, সেই অক্ষরাত্মার সাধক পরিত্রাণ পায়, তাহার আত্মা আর ক্ষরিত হয় না। কেন না, সে অধ্যাত্মনিত্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ আত্মত্ব ভিন্ন আর অন্য কোন প্রকার উপলব্ধি তাহাতে থাকে না। সুতরাং সে পুরুষ নিবৃত্তকাম হয়। পূর্ব্বোক্তভাবে অধ্যাত্মনিত্য পুরুষ হইয়া অবস্থানবশতঃ সে পরমাত্মকামিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য কাম্য ভূমি না পাইয়া সে নিরস্ত হয়। তার পর মা বলিলেন,—সে পুরুষ দ্বন্দ্ববিমুক্ত হয়। দ্বন্দ্ব বলিতে প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বন্দ্ব বুঝিতে হইবে। আত্মজ্ঞান ও অনাত্মজ্ঞান, এইরূপ যে স্বাতন্ত্র্য, যে দ্বন্দ্ব লইয়া জগৎ রচিত, ব্রহ্মের প্রকাশদ্বয়স্বরূপ সেই জ্ঞানযজ্ঞ একীভূত হইয়া যায়। সে পুরুষ সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব হইতে অমূঢ় হইয়া বহির্গত হয়। সুখ এবং দুঃখ অর্থে ভূমাজ্ঞান ও জীবজ্ঞান; আমি ভূমা বহুল বা আমি জীব, এ জাতীয় কোন বোধসংশ্লেষ তখন সে পুরুষের থাকে না। "বহুল" অর্থাৎ আমিই বহু, এই বোধ অপরত্বের নিদর্শন, এই জাতীয় ভূমাবোধ তাহার তিরোহিত হয়। ইহারই নাম—সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব হইতে বহির্গত হওয়া। তখন সে পুরুষ ঐকান্তিকভাবে অমূঢ় হয়। সর্ব্ববিধ বোধবৈশিষ্ট্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, তখন সে অব্যয় অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মপদে উপনীত হয়। এই ভাবে অর্থ গ্রহণ না করিয়া, সাধারণভাবে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববিমুক্ত বা সাধারণ বিষয়-সঙ্গদোষাদির বিনিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া এ শ্লোকের অর্থ করিলে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের মর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না। অক্ষরত্ব হইতে পরমাত্মত্বে গতির লক্ষণই এখানে বর্ণনীয়, সুতরাং এইরূপ অর্থই প্রকৃষ্ট।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

তৎ পরমাত্মধাম কীদৃশং, তদুচ্যতে নেতি। তৎ পদং পরমাত্মনো ধাম সূর্য্যো ন ভাসয়তে, ন শশাঙ্কঃ, ন পাবকঃ প্রকাশয়তি, এতে জগদুদ্ভাসকা পরমাত্মনি পদে বিলয়ং যান্তীত্যর্থঃ। কে তাবদত্র সূর্য্যশশাঙ্কপাবকাঃ, পরমাত্মনি পদে যে ন প্রকাশতাং যান্তীতি ? উচ্যতে—বাক্‌প্রাণমনাংসীতি ব্রহ্মণস্ত্রিবৃদ্‌ভাবপ্রকাশঃ, যেন হি কারণভূতেন সংসারাশ্বত্থোঽয়ং প্রাদুর্ভূতঃ, সূর্য্যাদয়শ্চ যস্য স্থূলানি জ্যোতীরূপাণ্যুচ্যন্তে শ্রুতৌ যথা—"তস্যৈব বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিঃ···এতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রঃ····এতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যঃ" ইতি। পুনঃ কাদৃশং ? যদ্‌গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে ন পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনং কুর্ব্বন্তি, তন্মম পুরুষোত্তমস্য পরমং ধাম। গতাগতিধর্ম্মকো হি ত্রিবৃৎপ্রকাশঃ। তস্য আত্মনি বিলয়াৎ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা কুত্র গচ্ছেৎ, কুত্র বা প্রত্যাগচ্ছেদিতি ভাবঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সে পরম পদ সূর্য্য কর্তৃক উদ্ভাসিত হন না। চন্দ্রমা, অগ্নি, ইহারাও সেখানে জ্যোতিহীন। যেখানে উপনীত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে না, উহাই আমার পরম ধাম।

যৌগিক অর্থ।—সেই পরমাত্মভূমি কিরূপ, তাহার বিজ্ঞান কি, সেই কথাটি সারভাবে এই শ্লোকে মা বর্ণনা করিতেছেন। সূর্য্য, শশাঙ্ক, পাবকরূপ জ্যোতিগুলি সেখানে উদ্ভাসিত হয় না বা তাহাদের জ্যোতিঃ পরিম্লান হইয়া যায়, এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ এখানে আদৌ গ্রহণীয় নহে। সূর্য্য, শশাঙ্ক, পাবক অর্থে বাক্ প্রাণ মন। শ্রুতি বলেন,—"তস্যৈব বাচঃ পৃথিবী শরীরং, জ্যোতীরূপময়মগ্নিঃ, তৎ যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবান্ অয়ম্ অগ্নিঃ···অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যঃ,···এতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রঃ।" অগ্নি বাকের জ্যোতীরূপ, চন্দ্রমা প্রাণের জ্যোতীরূপ এবং সূর্য্য মনের জ্যোতীরূপ। পরমাত্মরসঘন প্রজ্ঞানভূমির বর্ণনায় সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি অর্থে সেই জন্য বাক্ প্রাণ মনই অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বাক্‌প্রাণমনোরূপেই অগ্রে ত্রিবৃৎ হইয়া এ সংসার রচনা করেন, ইহাই শ্রুতিগত বিজ্ঞান। সুতরাং বাক্‌প্রাণমনোরূপ ত্রিবৃতের বিলয়েই যে পরমাত্মপদ প্রকাশিত হন, ইহা সুনিশ্চিত। এই ত্রিবৃৎ যেখানে একীভূত, তাঁহারই নাম পরমাত্মা। তাই মা বলিলেন,—সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, পাবক উদ্ভাসিত থাকে না, অর্থাৎ বাক্ প্রাণ মন স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া সেখানে একরসঘন হয়। সে

ভূমির এই একটি প্রধান লক্ষণ। আর দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ—"গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে," গিয়া আর ফেরে না। ত্রিবৃৎপ্রকাশে রচিত এই বিশ্বলীলায় যাওয়া ও ফেরা, উপনীত হওয়া ও আবার প্রত্যাবর্ত্তিত হওয়া, ইহাই প্রধান ধর্ম্ম। গতাগতি এখানে স্বভাবসিদ্ধ। আত্মানাত্মময় বিপরীত দ্বন্দ্বযুগে রচিত এ বিশ্বে আত্মা অনাত্মাতে ও অনাত্মা আত্মাতে পুনঃ পুনঃ গতিশীল। সুতরাং আপন আপন ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তনশীল। বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া কেহ কোথাও নিত্য স্থিতিবান্ থাকে না—থাকিতে পারে না। যেখানে একমাত্র আত্মরসই রস, যেখানে পরমাত্মা আত্মার দ্বারাই আপনাকেই আপনি নিত্য দেখেন—এ দেখা যেখানে স্বভাব-সিদ্ধ প্রকাশ, ক্রিয়া নহে—সেখানে কে কোথায় যাইবে এবং কে কোথা হইতে ফিরিবে? স্বয়ংপ্রকাশ সে ভূমি আপনার আলোকে আপনি সমুদ্ভাসিত, আপনার দ্বারা আপনি সদা জ্ঞাত, সুতরাং সে ভূমি ক্রিয়াহীন—শক্তিত্বের প্রকাশহীন; কেন না, তিনি স্বয়ংশক্তি। সকল প্রকার ক্রিয়ার বিজ্ঞানই যাতায়াত। ক্রিয়া আছে অর্থ ই কারণ হইতে কার্য্যে ও কার্য্য হইতে কারণে যাতায়াত আছে। এবং সে যাতায়াত প্রতি ক্ষণেই সুমেরু হইতে কুমেরু ও কুমেরু হইতে সুমেরু—-সর্ব্বক্ষণব্যাপী যে যাতায়াত, তাহার বাহ্য প্রকাশের নামই ক্রিয়া। তড়িতে যেমন ঋণাখ্য ও ধনাখ্য বা negative ও positive, দুই বিপরীত মেরু দেখা যায়, সর্ব্ববিধ শক্তিপ্রকাশের বা ক্রিয়ার বিজ্ঞানও তাহাই। সুতরাং সে পরমাত্মভূমি, যাহা অনির্ব্বচনীয়, সে ভূমিতে যাতায়াতরূপ কোন লক্ষণ প্রকটিত নহে। তার পর গতাগতিময় জীব অক্ষরত্বে আপনাকে সমুত্থিত করিয়া, অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে যখন সে পরমাত্মপদের সেবা করিতে থাকে, তখন সে আত্মস্থ ভিন্ন কোন দ্বন্দ্বময় উপলব্ধি আর পায় না। সে স্বস্থ হয়, সে আত্মকাম হয়, সংসরণময় সর্ব্বকামনা স্বীয় আত্মত্বেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সে ভূমি হইতে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের কামরূপ কারণ ঐকান্তিকভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। তাই সে সেখানে গিয়া আর ফিরিতে বাধ্য হয় না। সে আপনার পরমার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর ফিরিবে কেন? সুতরাং এই দুই লক্ষণই সেই পরমধামের প্রধান লক্ষণ। বাক্ প্রাণ মন স্বাতন্ত্র্য হারায় ও সে আর ফিরে না। আর ফেরে না মায়ের সে পরমপদ হইতে—যে পদে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি অস্তমিত, যে পদ হইতে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি জাত। যে পদ না পাইয়া এ সংসারে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত-জীবসংঘ সংসরণশীল, যে পদ পাইলে আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের চিরদিনের জন্য সংসরণ তিরোহিত হয় অথবা স্বেচ্ছাধীন হয়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭

ইদানীন্তু কর্ম্মবিজ্ঞানোপদেশার্থং পুনর্জ্জীবাত্মবিষয়কং জ্ঞানমবতারয়তি মমৈবেতি। মম পুরুষোত্তমস্যৈব পরাপ্রকৃতিরূপঃ সনাতনঃ চিরন্তনঃ অংশো জীবলোকে জীবভূতঃ প্রকৃতিমনুপ্রবিশ্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বেন প্রসিদ্ধঃ। স চ মদংশঃ প্রত্যগাত্মা প্রকৃতিস্থানি

অপরাপ্রকৃতৌ অবাস্থতানি মনঃষষ্ঠানি, মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি মনঃসহিতানি চক্ষুঃকর্ণাদীনি কর্ষতি আকর্ষতি ক্রিয়াসাধনযোগ্যানি কৃত্বা গৃহ্লাতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমারই অংশ জীবলোকে সনাতন জীবাত্মারূপে প্রকৃতিস্থ মন-আদি ইন্দ্রিয়সকলকে কর্ষণ করে (ভোগ করে)।

যৌগিক অর্থ।—আমিই বা আমারই অংশ প্রত্যগাত্মরূপে জীবলোকে অবস্থিত। পরাপ্রকৃতিরূপ আমার সেই অংশই প্রকৃতি হইতে মন আদি ইন্দ্রিয়সকলকে ফলসাধন-পরায়ণ করিয়া তোলে। পূর্ব্বে এ কথা "অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং" প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে। পরমাত্মতত্ত্ববর্ণনায় পুনরায় কর্ম্মবিজ্ঞান বলিবার জন্য জীবভূমির অবতারণা করিলেন।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

জীবানামীশ্বরাধীনত্বং প্রদর্শয়তি শরীরমিতি। যৎ যদা জীবভূত আত্মা শরীরম্ অবাপ্নোতি, যৎ যদা চাপি প্রাপ্তাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি, তস্মিন্ তস্মিন্ কালে পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ এতানি মনআদীনি ইন্দ্রিয়াণি গৃহীত্বা ঈশ্বরঃ শরীরান্তরং সংযাতি, জীবশ্চ ঈশ্বরং যান্তম্ অনুযাতীত্যর্থঃ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কথমিব ? বায়ুর্গন্ধা-নিব আশয়াৎ—পুষ্পাদেরাশয়াৎ গন্ধান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি, তদ্বৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই জীবাত্মা যখন শরীর ত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্য শরীর গ্রহণ করে, শরীরস্থ ঈশ্বরই তখন জীবত্বসংলগ্ন মন আদি ইন্দ্রিয়বর্গকে, বায়ু যেমন পুষ্পাদির গন্ধকে বহন করিয়া লইয়া যায়, তেমনই করিয়া শরীর হইতে শরীরান্তরে বহন করিয়া লইয়া যান।

যৌগিক অর্থ।—এ জীবভূমিতে জীব যে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত, এই শ্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। জীব যে শরীর প্রাপ্ত হয় অথবা এক শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া শরীরান্তরে চালিত হয়, উহা ঈশ্বরকৃত, জীবকৃত নহে। যেখানে ক্ষর জীবাত্মা, সেইখানেই তন্মূলে আছেন কূটস্থ নির্গুণ অক্ষরাত্মা, সেইখানেই আছেন পরমেশ্বর পরমাত্মা। স্বয়ং পরমেশ্বরই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ঈশ্বররূপে, নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ক্ষরাক্ষর আত্মার মূলে মূলে প্রভুর মত, নিয়ন্তার মত, গতি, ভর্ত্তা, সাক্ষী, আশ্রয়, নিবাস, শরণ, সুহৃদের মত। তিনিই জীবরূপী ক্ষরাত্মার কর্ম্ম ও ভোগ নিয়ন্ত্রিত করেন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া। তিনিই মায়ের মতন ধরিয়া বুকে করিয়া রাখেন—জীবের কৃত কর্ম্মসকল ও তদনুসরণে তাহাকে দেন ফলাফল। দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারণ করান, ইহা সেই ঈশ্বরেরই কৃত। পরমাত্মার ভোক্তৃত্বময় অংশই ক্ষর জীব; তিনি জীবসকলের ভোগ লইয়াই ভোগময় হন; সেই ভোগময় অংশই একান্ত ঈশ্বরাধীন। শ্রুতি বলেন,—জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুপ্তাবস্থা প্রভৃতি সকল অবস্থাই স্বয়ং ঈশ্বরই জীবের

ভোগের জন্য রচিত করেন। "স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্য অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।" প্রাজ্ঞ পুরুষ বা প্রত্যগাত্মরূপী ঈশ্বর ক্ষর শরীরাভিমানী জীবাত্মাকে ঘুম পাড়াইয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। ওরে, এমনই এই মা—এই পরমেশ্বরী। জাগ্রদবস্থাতেও তাই। আপনি জাগ্রৎক্ষেত্র ফুটাইয়া তুলিয়া জীবকে করান তাহার কর্ম্মানুসারে ভোগ। এইখানেই, এই তোর শরীরেই, এই ভাবে মা—পরমেশ্বরী মা তোর, তোকে বুকে করিয়া বসিয়া জাগ্রৎ স্বপ্নাদি ভোগে তোকে ভোগময় করিতেছেন। আবার কর্ম্মবশে এ শরীর যখন আর তোর যোগ্য ভোগার্থে কাজে লাগে না, তখন তোকে তোর সংগৃহীত মন আদি ইন্দ্রিয় সহ একত্রে লইয়া যোগ্য শরীরান্তরে লইয়া যান। তুই যাস না—যায় তোর মা—তোকে লইয়া বুকে। যায় তোর প্রত্যগাত্মা তোকে লইয়া বুকে। যায় তোর সর্ব্বজ্ঞা জননী—যে তাহার নিজের নির্লেপ আত্মবোধ হইতে তোকে দিয়াছে জন্ম, তুই যাহার ভোক্তা অংশ ভিন্ন অন্য কেহ নহিস। শ্লোকের "ঈশ্বরঃ সংযাতি" এই কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবি। আত্মতত্ত্বে এক দিকে ভোগসংশ্লিষ্টতা, এক দিকে নিয়ন্তৃত্ব, মধ্যে নির্গুণ নির্লেপ অসঙ্গত্বময় অক্ষরাত্মার ব্যবধানে, এই ভাবে একই আত্মবৃক্ষে জীব ও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি এ বর্ণনা পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অন্যো অনশ্নন্নভিচাকশীতি।"—এই সব এক আত্মবৃক্ষের কথা। এক আত্মস্বরূপ পাদপে জীব ও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত। ওরে, তোর এই আত্মত্বেই এক পার্শ্বে ভোক্তা তুই, অন্য পার্শ্বে স্বয়ং প্রাজ্ঞ, তোর সমস্তের জ্ঞাতা নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্। এই আত্মত্বই সেতুস্বরূপ দুইকে এক করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। দেখ—দেখ, নিজের নিজত্বের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া, এই নিয়ন্তা তোর কোথায় প্রতিষ্ঠিত। পরে এ কথা আরও ভাল করিয়া বলিতেছি। এখন শুধু জানিয়া রাখ, এই শ্লোকের ঈশ্বর শব্দটি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে, জীবকে লক্ষ্য করিয়া নহে। জীব বাহিত হয় ঈশ্বরের দ্বারায়—দেহ হইতে দেহান্তরে।

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯

ঈশ্বরেণ সহ দেহান্তরং গত্বা জীবঃ কিং করোতি, তদুচ্যতে শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং স্পর্শেন্দ্রিয়ং রসনং ঘ্রাণমেব চ ইতি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং মনশ্চ অন্তঃকরণম্ অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য অয়ং জীবভূত আত্মা বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপসেবতে উপভুঙ্‌ক্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও মন, এই সকলে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবরূপী আত্মা বিষয়সকলকে উপভোগ করিতেছেন।

যৌগিক অর্থ।—আত্মতত্ত্বের জীবরূপী ক্ষর অংশটি বা ভগবান্ স্বয়ং জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিষয় উপভোগ করেন। এই

শরীরে এই আত্মতত্ত্ব জীবরূপে থাকেন অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, অক্ষর প্রত্যগাত্মারূপে থাকেন অসঙ্গী সঙ্গী হইয়া এবং পরমাত্মারূপে থাকেন ইহার অন্তর্বাহ্য সমস্ত ব্যাপিয়া। জীব অনুভোক্তা বা উপভোক্তা, আর পরমাত্মা অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ—সমস্ত লইয়া সম্ভোক্তা। অক্ষরত্ব অভোক্তা। লক্ষ্য রাখিও—আত্মস্বের এই ত্রিধা মূর্ত্তিতে। আহা —এই বিষয়সেবী তুই—আহা, তুই যে আত্মরূপী আমার মায়েরই মূর্ত্তি রে! আহা, দেখ—প্রজ্ঞাচক্ষু দিয়া ঈক্ষণ কর। ইহা না দেখিয়াই তোর যত কষ্ট, যত মূঢ়তা, ইহা দেখিলেই দূরীভূত হয় যত দুঃখ, যত দারিদ্র্য, যত ধূলি-ধূসরিত দৈন্য।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যেবমাত্মাধিষ্ঠিতানি চেৎ, কথং ন স উপলভ্যতে ইত্যাহ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহং ত্যক্ত্বা দেহান্তরং গচ্ছন্তং, স্থিতং বাপি তস্মিন্নেব দেহে বর্ত্তমানং, গুণান্বিতং সুখদুঃখাদিসংযুক্তং যথা স্যাত্তথা ভুঞ্জানং শব্দাদীন্ বিষয়ান্ উপলভমানম্ অত্যন্তসন্নিহিতমপি এনম্ আত্মানং বিমূঢ়া বিষয়েষু মুগ্ধাঃ জনা ন অনুপশ্যন্তি, জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে জ্ঞানচক্ষুষো জনাস্তমেকান্তসন্নিহিতমাত্মানং পশ্যন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—গুণান্বিত ভোগযুক্ত অবস্থাতেই বা কি, আর দেহত্যাগ অবস্থাতে এবং দেহ অবস্থানকালেই বা কি, বিমূঢ় পুরুষ এই আত্মত্বকে দেখিতে পায় না; মুক্তপ্রজ্ঞাচক্ষু পুরুষই ইহাঁকে দেখিতে পান।

যৌগিক অর্থ।—একান্ত প্রত্যক্ষ, একান্ত ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠিত এই আত্মাকে বিষয়বিমূঢ় পুরুষ দেখিতে পায় না,—"আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চন।" মুক্ত-প্রজ্ঞাচক্ষু পুরুষই দেখিতে পায়। পূর্ব্বশ্লোকে আত্মা ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত, এই কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে যদি এই আত্মা প্রতিষ্ঠিত, তবে জীব কেন তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহাই বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, অথচ যিনি অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত প্রত্যক্ষভূত হয়, তাঁহাকে দেখা যায় না! ওরে, ইহাঁকে দেখিতে হয় জ্ঞানচক্ষু দিয়া। বিষয়দর্শনে বিভোর তোরা, আপনাকে দেখিতে ত তুই লালায়িত নয়। আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা তোর ত প্রদীপ্ত নয়! তুই আপনি কে—কোথায় তোর অধিষ্ঠান—কাহার সম্ভোগের জন্য তুই অনুভোক্তা, কাহার লীলা-পূরণের অংশ তুই, লীলা-সঙ্গী তুই—কে তোর মুখে আহার করিয়া তৃপ্ত হয়, তোকে বিষয় ভোগ করাইয়া আপনি তৃপ্তি পায়, কে ভোগ্য গুণান্বিত বিষয় সাজিয়া তোকে ভোগময় করিয়া রাখে, আবার ভোগান্তে অন্য ভোগে, শরীরান্তে অন্য শরীরে তোকে লইয়া যায়, তাহাকে দেখিবার তোর ইচ্ছা কই। ইচ্ছা নাই, তাই প্রজ্ঞাচক্ষু নাই, প্রজ্ঞাচক্ষু নাই, তাহাকে তাই দেখিতে পাস না। ইচ্ছা নাই কেন? ইচ্ছা তোর বিষয়ে বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে—ইচ্ছা তোর তমোরূপ ধারণ করিয়াছে।

তাই তোর প্রজ্ঞাচক্ষু মুদিতবৎ। যিনি তোকে নিজত্ব দিয়া তদধীন স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাঁহাকে তুই বিষয়ের তলে তলে 'অনুপশ্যন্' অনুদর্শন করিতে, অনুভব করিতে প্রবৃত্ত নয়—সে প্রবৃত্তি—সে রাগ, সে রজোরূপতা তুই প্রবুদ্ধ কর, তবেই তোর প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মীলিত হইবার উপায় হইবে। যে যাহা চায়, সে সর্ব্বত্র তাহারই অনুসন্ধান করে; তুমি যদি তাহাকে চাহিতে, তবে বিষয়ে বিষয়ে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে। দেখ, এখানে কাহাকে অন্বেষণের কথা হইতেছে—নিজেকে। নিজেকে অন্বেষণ করিতে কি কেহ পরের বাড়ী যায়, না পরের ভিতর নিজেকে কেহ অন্বেষণ করে? কিন্তু আমরা আমাদের নিজত্বকে পরের ভিতর অহর্নিশ বিলাইয়া দিয়া রাখিয়াছি। তাই পরের ভিতরেই আমার নিজত্বকে অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু 'নিজেকে'— অন্যকে নহে, এই কথাটি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই নিজেকে দেখা, ইহারই নাম জ্ঞানচক্ষু। বিষয়গুলি জ্ঞানমূর্ত্তি, এইরূপ দর্শনে যাহারা অভ্যস্ত, তাহারাই জ্ঞানচক্ষু পুরুষ।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১

পূর্ব্বশ্লোকার্থমেব বিশেষেণ কথয়তি যতন্ত ইতি। যতন্তো যত্নং কুর্ব্বন্তঃ সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানদৃষ্টিপরায়ণা যোগিন এনং সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয়ভূতম্ আত্মানম্ আত্মনি নিজবোধরূপে অবস্থিতং পশ্যন্তি। অকৃতাত্মানঃ, বিষয়াণাং জ্ঞানস্বরূপত্বদর্শনাৎ তন্মূলেষু কৃতঃ প্রাপ্তঃ আত্মা যেন, স কৃতাত্মা, তদ্বিপরীতা অকৃতাত্মানঃ, অচেতনদর্শনাৎ অনধিগতাত্মান ইত্যর্থঃ, অতএব অচেতসঃ অল্পবুদ্ধয়ো জনা যতন্তঃ চেষ্টাং কুর্ব্বন্তোঽপি এনম্ আত্মানং ন পশ্যন্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যত্নবান্ যোগিগণ এই আত্মাকে নিজেতেই অবস্থিত দেখিতে পান। কিন্তু যাহারা অকৃতাত্মা (অযোগী), অচেতনপরায়ণ, তাহারা যত্নবান্ হইয়াও দেখিতে পায় না।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়বিমূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষু পুরুষরাই দেখিতে পায়, এই কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকে সেই দেখা না দেখার তত্ত্বটি আরও বিশদভাবে বলিতেছেন। জ্ঞানচক্ষু পুরুষ হইলেই সে যত্নবান্ যোগিপদবাচ্য হয়। কেন না, বিশ্বভুবন সে জ্ঞানময় বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া, প্রতি জ্ঞানের মূলে মূলে আত্মাকে দেখিতে শিখিয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ কথা ভাল করিয়া বলিয়াছি। একবার আত্মরসের একটু আস্বাদন লাভ করিয়া আর সে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না; আচার-ব্যবহারের সংশুদ্ধি যথোচিত না থাকিলেও সে পুনঃ পুনঃ জ্ঞানমূর্ত্তির দিকে মুখ ফিরায় ও চিন্ময় আত্মত্বের সঙ্গ করে ও তাহাতে যুক্ত হয়; এই জন্যই শ্লোকে 'যত্নবান্ যোগী' এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু যে অচেতনরূপমাত্রদর্শী পুরুষ, সে আত্মবোধের আভাস না পাইয়া অকৃতাত্মাই থাকে; আত্মত্ব

আবিষ্কৃত নহে, এই জন্য শ্লোকে 'অকৃতাত্মানঃ' বলা হইল। বিষয়কে মাত্র অচেতনরূপে যতক্ষণ পরিদর্শন করে, ততক্ষণ পুরুষ অকৃতাত্মাই থাকে। আর বিষয়কে জ্ঞানময়রূপে উপলব্ধি করিলেই তাহার তলায় তলায় আত্মত্বটি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। বিষয়সকলকে জ্ঞানময় দেখিয়াও যদি তাহার তলায় আত্মদর্শন না থাকে, তাহা হইলেও জীব অচিদ্দ্রষ্টাই থাকে, যোগী হইতে পারে না। সেই জন্য মা বলিলেন,—"অচেতসঃ অকৃতাত্মানো যতন্তোঽপি ন পশ্যন্তি"—অচেতনদর্শী, সুতরাং অকৃতাত্মা পুরুষ যত্নবান্ হইয়াও দেখিতে পায় না। তোকে জ্বালিতে হইবে জ্ঞানচক্ষু, শুধু বিষয় ভোগ করিলে চলিবে না। সে ভোগ কোথায় ফুটিতেছে, কি মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে, তাহার স্বরূপ কি, এ হিসাবও দেখিতে হইবে। জগদ্ব্যবহারে প্রতি পয়সাটির যেমন হিসাব রাখিস্, প্রতি তুচ্ছ পদার্থটিকে যেমন যত্নের সহিত রক্ষা করিস্, তেমনি করিয়া তোর ভোগগুলির হিসাব রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২

ব্রহ্মণস্ত্রিবৃৎপ্রকাশস্য অধ্যাত্মরূপাণি বাক্‌প্রাণমনাংসীতি "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদিনা প্রোক্তং। অধুনা তস্যৈব সর্ব্বজীবভোগকর্ম্মনিষ্পত্ত্যাশ্রয়ভূতানি অধিদৈব-রূপাণ্যুচ্যন্তে যদাদিত্যগতমিতি। আদিত্যগতম্ আদিত্যে প্রবিষ্টম্ আদিত্যাশ্রয়ভূতং যন্মনোময়ং তেজো দ্যুতিঃ অখিলং চরাচরং সমগ্রং জগৎ ভাসয়তে প্রকাশয়তি, চন্দ্রমসি আদিত্যমধ্যগতে সোমে যৎ প্রাণময়ং তেজঃ চন্দ্রস্যাশ্রয়ভূতং, অগ্নৌ হুতাশনে সোমমধ্য-গতে যচ্চ বাঙ্ময়ং তেজঃ হুতাসনস্যাশ্রয়রূপং, তত্তেজো মামকং মদীয়ং পরমেশ্বরস্য চিন্ময়স্য মম ঈক্ষণরূপং জ্ঞানজ্যোতিরিতি বিদ্ধি জানীহি, যস্য চ জ্ঞানজ্যোতিষঃ স্থূল-শরীরাণি স্থূলসূর্য্যচন্দ্রাগ্নয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সূর্য্যমধ্যস্থ যে তেজ অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে, চন্দ্রমধ্যস্থ যে তেজ এবং অগ্নির যে তেজ, তাহা আমারই তেজ, ইহা অবগত হও।

যৌগিক অর্থ।—অধ্যাত্মে আত্মরূপে অবস্থিত থাকিয়া, 'বাক্, প্রাণ, মন,' ত্রিবৃৎ নির্ম্মাণ করিয়া, কর্ম্ম ও ভোগে তিনিই যে জীবকে সম্পন্ন করান, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক-গুলিতে বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার সেই কর্ম্ম ও ভোগ সম্পাদনের সহায়স্বরূপ বাহ্যে কি ভাবে তিনি অবস্থিত আছেন, তাহাই বলিতেছেন। অন্তরে তিনি বাক্, প্রাণ ও মনোময়, বাহ্যে তিনি অগ্নি, শশী ও সূর্য্যময়। তাঁহার অপরা শক্তির অধ্যাত্মমূর্ত্তির নাম বাক্, প্রাণ, মন এবং অধিদৈবমূর্ত্তির নাম বহ্নি, শশী, সূর্য্য। পরমাত্মতত্ত্বে এই অপরা শক্তি আত্মত্বেই পর্য্যবসিত এবং পরমেশ্বরক্ষেত্রে অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূতরূপে প্রকটিত। সুতরাং তিনি বাহ্য চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির তেজঃস্বরূপ, আত্মস্বরূপ। বাক্‌শক্তির জ্যোতীরূপ অগ্নি এবং শরীর পৃথিবী, প্রাণের জ্যোতীরূপ চন্দ্রমা এবং শরীর জল, মনের জ্যোতীরূপ

আদিত্য এবং শরীর দ্যুলোক, এই কথা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। তাই মা বলিলেন, —আদিত্যগত অখিল জগৎপ্রকাশক যে তেজ অর্থাৎ সৌরালোকপ্রকাশক যে তেজ, চন্দ্রমাগত তেজ ও অগ্নির তেজ আমারই তেজ। "সূর্য্যমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ। তেজোমধ্যে স্থিতং সত্ত্বং সত্ত্বমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ॥"—শ্রুতি এইরূপ বলিয়া চিন্ময়ী পরমেশ্বরীর ঈক্ষণরূপ বাক্‌প্রাণমননামীয় জ্ঞানজ্যোতিঃ ও সেই বাক্‌প্রাণমনের স্থূল শরীর বাহ্য জ্যোতীরূপের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও একতা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই দেবতাস্বরূপ জ্যোতিত্রয়—ভূতরূপে দ্যুলোকের প্রতিনিধি সূর্য্য, ভুবঃ বা অন্তরীক্ষ-লোকের প্রতিনিধি জল ও ভূলোকের প্রতিনিধি এই পৃথিবীরূপে মনুষ্যকে দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সম্বন্ধময় করিয়া রাখিয়াছেন, কর্ম্মময় করিয়া রাখিয়াছেন ও তাহার কর্ম্ম ও ভোগ, এই সমগ্র প্রকাশের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। দ্যুলোক বলিতে স্থির নক্ষত্রের লোক বুঝায়। অন্তরীক্ষ বলিতে এই সৌরলোকের সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত গতিশীল গ্রহমালা বা রাশিচক্রকে বুঝায়। এ সৌরলোকে আমাদিগের পরিদৃষ্ট সূর্য্য যেমন স্থির নক্ষত্র, তেমন আদিত্যবৎ স্থির নক্ষত্র রহিয়াছে ; উহাই দ্যুলোক শব্দে গ্রহণীয়। যাহা হউক, এই ভাবে পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ত্রিবৃৎ বা বাক্ প্রাণ মনোরূপ ত্রিদেবতা প্রকাশ হইয়া, ভূতশরীরী হইয়া কেমন করিয়া রহিয়াছেন, সেই ত্রিবৃৎতত্ত্ব লক্ষ্য করিবার জন্যই গীতায় এই আদিত্য চন্দ্র অগ্নিরূপ জ্যোতিগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। মাত্র জড়জ্যোতির্ম্ময়গুলির সাধারণ ভাবে উল্লেখ করাই এখানে ভগবানের উদ্দেশ্য নহে।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩

অধুনা ত্রিবৃৎপ্রকাশস্য অন্তর্ম্মুখপ্রত্যাবর্ত্তনমাহ গাম্ ইতি। গাং পৃথিবীম্ আবিশ্য প্রবিশ্য চ অহং ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি ওজসা বলেন সূর্য্যাখ্যমনঃশক্তিরূপেণ ধারয়ামি। যেন হি ধৃতিবলেন বিধৃতাঃ সন্তঃ পার্থিবা অণবো ন বিশ্লেষতাং যান্তি, গুর্ব্বী চ পৃথিবী সূর্য্যমতিক্রম্য ন গচ্ছতি, দেহিনশ্চ শক্ত্যন্তরসহায়েন বিনা ক্ষণমপি পৃথিবীক্রোড়ং ন ত্যক্তু-মর্হন্তি, তেন সর্ব্বান্তঃপ্রবিষ্টেন ধৃত্যোজসা পরমেশ্বর এব সর্ব্বভূতানি ধারয়তীত্যর্থঃ। ইয়ং হি পরমেশ্বরস্য সর্ব্বাধারভূতা সূর্য্যাখ্যা মনঃশক্তিরুচ্যতে। তত্র চ পৃথিব্যাং সর্ব্বা ওষধীঃ ধান্যযবাদ্যাঃ অহং পুষ্ণামি সংবর্দ্ধয়ামি, রসাত্মকঃ রসঃ প্রাণ এব আত্মা যস্য, স রসাত্মকঃ সোমশ্চন্দ্রো ভূত্বা। এবং হি সূর্য্যাখ্যমনঃশক্তেরন্তরতঃ সোমাখ্যপ্রাণশক্তিপ্রকাশেন পরমেশ্বর এব মনুষ্যাদীনাং প্রাণভূতান্ ব্রীহ্যাদীন্ সংবর্দ্ধয়তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পৃথিবীতে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমি আমার তেজের দ্বারা ভূত-সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। রসাত্মক সোম হইয়া আমিই ওষধী বা বৃক্ষসকলকে পরিপুষ্ট করিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—ত্রিবৃৎকরণ বর্ণনা করিয়া, এইবার আবার সেই ত্রিবৃৎকে একত্বে

পর্য্যবসিত করিতেছেন ; অন্তর্ম্মুখে সেই শক্তিমূর্ত্তিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার জন্য আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ফিরিতেছেন, ভূত হইতে জ্ঞানমূর্ত্তিতে ফিরিতেছেন। মা বলিতেছেন, —পৃথিবীতে প্রবিষ্ট থাকিয়া, আমার তেজের দ্বারা আমি ভূতসকলকে বিধারণ করিয়া রহিয়াছি। ভূতের অন্তরে মাধ্যাকর্ষণী বা বিধৃতিশক্তিরূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া পৃথিবীবক্ষঃস্থ স্থাবর জঙ্গম যত কিছু, সমস্তকে ধরিয়া রহিয়াছি। ইহাই মায়ের সূর্য্য বা মনঃশক্তি। তার পর আমার আকর্ষণ-সঞ্চাপে সুকঠিন আধারভূমি পৃথ্বীক্ষেত্রে ওষধী বা বৃক্ষাদির উদ্ভিদ্‌রূপে যে প্রকাশ তোমরা দেখিতে পাও, উহা আমার সোম বা প্রাণনামীয় শক্তির প্রকাশ। ওই আধারশক্তির বা সূর্য্যশক্তির ভিতর হইতে সোম বা প্রাণশক্তি এইরূপে প্রকাশ হইতেছে। এই সোমশক্তিই বীজসঞ্চালিনী শক্তি—বীজের বীজত্বের প্রাণ। চন্দ্রমাই বৃক্ষাদি উদ্ভিদের প্রাণ এবং পিতৃলোক হইতে জীবাত্মা এই সোমরশ্মি অবলম্বনেই পৃথিবীতে আসিয়া বৃক্ষে শস্য বা বীজরূপে প্রবেশ করে। বৃক্ষের বীজসকল অঙ্কুরিত হয় সোমরস-সাহায্যে ; তাহার বর্দ্ধন ও ফলফুলময় হওয়া, এই সমস্ত সোম-শক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়। মনুষ্যেরও তাই।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪

সূর্য্যসোময়োরন্তর্ম্মুখাবর্ত্তনম্ উক্ত্বা, অধুনা সোমস্য অগ্নিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনমাহ অহমিতি। অহং পরমেশ্বরঃ, বৈশ্বানরো বিশ্বেষাং নরাণাময়মিতি বৈশ্বানরঃ সর্ব্বভূতান্তঃ-স্থানাং তেজসাং সমাহারেণ প্রজ্বলিতো বহ্নিঃ, সমষ্টিভাবেন তথাবিধো বৈশ্বানরো ভূত্বা, ব্যষ্টিভাবেন প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহম্ আশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ, প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণা-পানাভ্যাং বহিরন্তর্গতি-প্রত্যাগতিরূপবৈশ্বানরনিশ্বাসপ্রশ্বাসাভ্যাং সমাযুক্তো মিলিতঃ সন্ প্রাণিভির্ভুক্তং চর্ব্ব্যং চোষ্যং লেহ্যং পেয়ম্ ইতি চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি। এতত্ত্ব বৈশ্বানরে সোমস্যাহুতিরিত্যুচ্যতে যাথার্থ্যবিদ্ভিঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমিই বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণীদিগের দেহ অবলম্বন করিয়া থাকি এবং প্রাণাপানসমাযুক্ত হইয়া তাহাদিগের চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি।

যৌগিক অর্থ।—সূর্য্যচন্দ্ররূপী মন ও প্রাণের অন্তর্ম্মুখী আবর্ত্তনের কথা বলিয়া, এইবার সেই সোমের অগ্নিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিতেছেন। দ্যুলোক যাঁর মনের স্থূল আয়তন, ভুবঃ বা অন্তরীক্ষলোক যাঁর প্রাণের স্থবিষ্ঠ আয়তন, ভূঃ বা আধারলোক যাঁর বাকের স্থূল আয়তন, এই দ্যাভূ-আয়তন মায়ের বুকে তুমি জীব, তোমার অন্তরে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে তিনি প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তুমি ইহলৌকিক মাতৃগর্ভ হইতে এই বৈশ্বানরে আহুতি দিবার জন্য ক্ষুধাময় হইয়া ভূমিষ্ঠ হও। আহার অন্বেষণ জীবত্বের সর্ব্বপ্রধান স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ক্ষুধার অন্নরূপে আসে সোম—শস্যাদিরূপে।

তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহারা অগ্নিকে প্রদ্যোতময় করে, পুষ্ট করে, বর্দ্ধিত করে। ইহাই সোমের অগ্নিতে প্রত্যাবর্ত্তন। সমস্ত বিশ্বপ্রকাশের মধ্যস্থ সার তেজ একীভূত হইয়া যে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহারই নাম বৈশ্বানর অগ্নি। তেজ জল অন্নময় বা অগ্নি সোম সূর্য্যময় এই বৈশ্বানরের শ্বসনই প্রাণাপান। ঊর্দ্ধাধঃপ্রবাহী, অন্তর্ব্বাহ্যপ্রবাহী এই বৈশ্বানরের যে গতি ঊর্দ্ধমুখে ও অধোমুখে বা আত্মাভিমুখে ও বাহ্যাভিমুখে ইহার যে প্রজ্বলন বা গতি, উহাই প্রাণাপান বা তন্নামক বায়ু এবং ঐ বৈশ্বানরের ব্যাপ্তিই আকাশ। ত্রিবৃৎকৃত দেবতাত্রয়ের অন্তর্বাহ্যব্যাপী এই মহাজাগ্রত শক্তিমূর্ত্তিই বৈশ্বানর। উনিই পঞ্চতত্ত্বময় মহাভূতমূর্ত্তি বিধারণ করিয়া জগন্মূর্ত্তিতে বিরাজিত। এবং তোমার দেহ-ব্রহ্মাণ্ডেও উনিই তোমার প্রদীপ্ত জাগ্রত মূর্ত্তি। তোমার এ দেহব্রহ্মাণ্ড ওই প্রত্যক্ষ বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপা মা কি ভাবে স্তন্য দিয়া বিধারণ করিয়া রহিয়াছেন, দেখিলে? তেজ, জল, অন্নরূপ তিন দেবতাকে একীকৃত করিয়া, তাহার মাঝে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, কি ভাবে তোমার জীবত্বটি রচনা করিয়াছেন, বুঝিলে? ইহাই মায়ের "ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকং করবাণি" এই সঙ্কল্পের ফল। শ্রুতির এই ত্রিবৃৎতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াই গীতায় ভগবান্ এই শ্লোকগুলি বলিয়াছেন। এ দিক্ দিয়া গীতাকে না জানিলে গীতাকে জানাই হয় না এবং গীতার কর্ম্ম-বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য প্রতিভাত হয় না।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

অথেদানীং ত্রিবৃদ্দেবতানাং সূর্য্যসোমবহ্নীনাম্ অধ্যাত্মরূপাণ্যুচ্যন্তে সর্ব্বস্যেতি। যথা হি জগৎকারণভূতাস্ত্রিবৃদ্দেবতাঃ সমষ্টিভাবেন মত্ত এব প্রাদুর্ভবন্তি, অধ্যাত্মমপি ব্যষ্টিভাবেন তথৈবেত্যাহ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য চ হৃদি অন্তর্দ্দেশে অহং পরমাত্মা সন্নিবিষ্টঃ সংপ্রবিষ্টঃ আত্মরূপেণেত্যর্থঃ। স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্বপ্নাবস্থা সোম-শক্তিরূপা, জ্ঞানম্ ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়া জাগ্রদবস্থা সূর্য্যশক্তিরূপা, অপোহনঞ্চ স্মৃতিজ্ঞানয়ো-রপগতিঃ সুষুপ্ত্যবস্থা বহ্নিশক্তিরূপেতি প্রাণিনাম্ অবস্থাত্রয়ং ত্রিবৃদ্‌ভাবাত্মকং মত্তো হৃদয়সন্নিবিষ্টাদাত্মত এব সমুদেতি। যতশ্চিন্ময়স্য মম আত্মনশ্চিৎশক্তিপ্রকাশা এব দেবা উচ্যন্তে, অতস্তদ্‌বিজ্ঞানাত্মকৈঃ কর্ম্মপ্রতিপাদকৈর্জ্ঞানপ্রতিপাদকৈঃ সর্ব্বৈশ্চ বেদৈঃ সামাদিভিঃ অহম্ আত্মৈব সর্ব্বহৃদয়সন্নিবিষ্টো বেদ্যঃ বেদিতব্যঃ। বেদান্তকৃৎ, বেদানাং কর্ম্মপ্রতিপাদকানাম্ অন্তঃ পর্য্যবসানং যত্র, স বেদান্তঃ পরমাত্মজ্ঞানপ্রতিপাদকো বেদাংশবিশেষঃ, তস্য কর্ত্তা, জ্ঞানস্বরূপে আত্মনি কর্ম্মণাং লয়কর্ত্তা বা অহমেবেত্যর্থঃ বেদবিৎ বেদার্থবিদেব চ অহমেব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমি সকলের হৃদয়ের ভিতর সন্নিবিষ্ট আছি। আমা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিলয় সম্পাদিত হয়। সমস্ত বেদের দ্বারা আমি বেদিতব্য। আমিই বেদান্তকৃৎ এবং বেদবিৎ।

যৌগিক অর্থ।—বাক্, প্রাণ, মন বা তেজ, জল, অন্ন বা শশী, সূর্য্য, বহ্নি, এই দেবতাত্রয়রূপিণী মা কি ভাবে ত্রিবৃৎ হইয়া, আবার সেই ত্রিবৃৎ লইয়া একটি একটি সমাস রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এইবার আবার সেই সমাসের ভিতর বা সেই এক একটি বিশিষ্ট আয়তনের ভিতর অর্থাৎ এক একটি জীবের ভিতর কেমন করিয়া আবার ত্রিবৃৎ হইয়া জীবের ভোগায়তন-সকল রচনা করেন, তাহা বলিতেছেন। আত্মারূপে জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া, স্বীয় বিরাট্ সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিমূর্ত্তি হইতে ধৃতিশক্তি বা স্থূল সৌরশক্তি, অন্ন বা সোম এবং অনলপোষক বায়ু সংগ্রহ করিয়া, প্রাণাপানময় হইয়া, জীবের স্থূল শরীর রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন ; সেই স্থূল শরীরের মধ্যে আবার স্মৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞান-অপোহনরূপ তিনটি আয়তন রচনা করিতেছেন, লক্ষ্য কর। স্মৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞান-অপোহন অর্থে—স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও সুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়। অনুভূত বিষয়কে পুনরায় অনুভব করার শক্তির নাম স্মৃতি। এই স্মৃতি অবলম্বনে জীব জাগ্রতরূপ ভোগক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং এই স্মৃতি বিলয় হইলেই জীব সুপ্ত হয়, তাহার জ্ঞানের অপোহন হয়। জ্ঞান শব্দে বিষয় অনুভবময় জাগ্রত অবস্থা ও অপোহন শব্দে সুপ্তিরূপ প্রলীন অবস্থা বুঝায়। এবং এই উভয়ের সন্ধিস্থল স্বপ্নস্থানই স্মৃতি শব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবতঃ, ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি, ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ"—বৃহদারণ্যক। এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ও সূর্য্য, সোম ও বহ্নিরূপ দেবতাত্রয়েরই অধ্যাত্মমূর্ত্তি বা জ্ঞানময় মূর্ত্তি। স্মৃতি—স্বপ্নময় সোমশক্তি, জ্ঞানক্রিয়াময় জাগ্রত অবস্থা সূর্য্যশক্তি এবং অপোহনরূপ সুপ্তাবস্থা বহ্নিশক্তি। সুপ্তিতে স্মৃতিরূপ চন্দ্রমা বাঙ্ময়ী বহ্নিশক্তি দ্বারা গ্রসিত হইয়া থাকেন। এইরূপে মা জীবের অন্তরে ভোগায়তনত্রয়রূপে ত্রিবৃৎ হন। স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন শব্দের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম। এখানে জীবের কর্ম্ম ও ভোগক্ষেত্রের রহস্যটি বলাই যে উদ্দেশ্য, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই রহস্যই বেদের কর্ম্মাংশের রহস্য। জ্ঞানময়ী মায়ের জ্ঞানশক্তিরূপ আয়তনই "দেব"পদবাচ্য এবং সেই দেবতার অন্তঃস্থ বিজ্ঞানই বেদ। দেব ও বেদ, এই দুইটি শব্দের ভিতর এইটুকু অবশ্য লক্ষণীয়— যেমন জীব ও বীজ পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। দেব ও বেদ শব্দও সেইরূপ। মা বলিতেছেন—সমস্ত বেদের দ্বারা আমিই বেদ্য। সমস্ত বেদের দ্বারা অর্থাৎ বেদের কর্ম্মময় যজ্ঞাংশ ও জ্ঞানময় উপনিষদের দ্বারা আমিই বেদ্য। কর্ম্মময় অংশের দ্বারা তাঁহার দেবভাব ও উপনিষদ্ অংশের দ্বারা, আত্মতত্ত্ব-রহস্যের দ্বারা তাঁহার পরমাত্মভাব উপসেবিত হয়। এই জন্যই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় অপরিহার্য্য এবং এই জন্যই সকল বেদের দ্বারা আমি বেদ্য এবং আমিই বেদান্তকৃৎ, এই কথা বলা হইল। কর্ম্মময় বেদাংশ যে বেদাংশে বিমিলিত হইয়া যায়, তাহাই

বেদান্ত। আত্মভাব ও দেবভাব, এই দুটি ভাবকে বিশিষ্টভাবে উপলব্ধির জন্য এই বেদ ও বেদান্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনিই বেদকে বেদান্তে পরিণত করেন, কর্ম্মকে জ্ঞানে পর্য্যবসিত করেন, অনাত্মজ্ঞানকে আত্মজ্ঞানে বিমিলিত করেন এবং ইহা করিতে পারেন বলিয়াই তিনি প্রকৃত বেদবিৎ। সর্ব্বদেবশক্তিময় পরমেশ্বরভাব এবং আত্ম-রসঘন পরমাত্মভাব, এই উভয় ভাবে তিনিই সেব্য এবং সেই জন্য যাহারা জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় করিতে সক্ষম, তাহারাও বেদবিৎ। বেদের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ তাহারাই।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

উক্তশ্চ অপরায়াঃ প্রকৃতেস্ত্রিবৃদ্‌ভাবঃ। অথেদানীম্ আত্মতত্ত্বস্যাপি ত্রিভঙ্গং রূপং ক্ষরাক্ষরপুরুষোত্তমাখ্যম্ উচ্যতে দ্বাবিমামিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ ক্ষরতীতি ক্ষরো ভোগময়ঃ, অক্ষর এব চ বহুপুরুষরূপেণ ক্ষরিত্বাপি ন ক্ষরতীত্যক্ষরো নির্গুণঃ, ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ লোকে সংসারে প্রসিদ্ধৌ। কৌ তৌ পুরুষৌ ইত্যাহ, সর্ব্বাণি ভূতানি স্থির-চরাণি ক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে, তথাবিধস্ত দেহাভিমানিত্বাৎ দেহক্ষয়ে আত্মানং ক্ষয়িনং মন্যতে ইত্যর্থঃ; কূটস্থঃ পুরুষঃ অক্ষর উচ্যতে—কূটে ক্ষরপুরুষরাশৌ একাত্মপ্রত্যয়েন তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ, তথাবিধঃ পুরুষো নির্গুণত্বাৎ আত্মনিষ্ঠত্বাচ্চ অক্ষরঃ অবিনাশী উচ্যতে, দেহাপায়ে আত্মানমপায়িনং ন মন্যতে ইত্যর্থঃ। এবং হি আত্মতত্ত্বস্য দ্বিবিধো ভঙ্গিমা ক্ষরাক্ষরাখ্যঃ প্রদর্শিতঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ক্ষর ও অক্ষর, এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ। সকল ভূতের অন্তর্গত পুরুষই ক্ষর পুরুষ এবং সেই ক্ষর পুরুষরাশির অন্তঃস্থ পুরুষ অক্ষর পুরুষ।

যৌগিক অর্থ।—মা আপনার অপরাশক্তির ত্রিবৃৎ বর্ণনা করিয়া এইবার সেই ত্রিবৃৎ অনুপাতে আপনার আত্মত্বের ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন। আত্মতত্ত্বের যে ত্রিবিধ স্বরূপধর্ম্ম অবশ্য জ্ঞাতব্য, তাহাই মায়ের ভঙ্গিমাত্রয়। আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া, ক্ষর ও অক্ষর আত্মত্ব কাহাকে বলে, সে কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ভোগময় পুরুষের নাম ক্ষর পুরুষ এবং যে নির্গুণ আত্মস্বরূপ হইতে এই ক্ষর পুরুষসকল ভোগলিপ্ত হইতেছে, তিনিই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। পরমাত্মা যে দিকে আপনি পরমেশ্বরীভাবে প্রকটিত, সেই দিকে তিনি নির্গুণ আত্মত্ব প্রকাশ করিয়া, আপনার জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপ অপরা প্রকৃতিটিকে স্বতন্ত্রভাবে বোধ করেন। ইহাই কূটস্থ অক্ষর আত্মার বা পরা প্রকৃতির ও অব্যক্ত অপরা প্রকৃতির উৎপত্তি। এই দুইয়ের সমাসে তিনি বিশ্ব রচনা করেন ও ক্ষর আত্মময় জীব সৃষ্টি করেন। তোমাদিগের জ্ঞানক্রিয়ার তলে তলে যে নিজত্বটিকে দেখিতে পাও, উহাই বিষয়ের আশ্রয়স্বরূপ, অথচ বিষয়ের বহির্ভূত। আত্মত্বটি ঘনীভূত ভাবে লক্ষ্য করিলেই জ্ঞানমূর্ত্তি বিশ্বকে

পূর্ণমাত্রায় বিলুপ্ত করিয়া, শুধু আত্মঘন ঐ মূর্ত্তিটি দেখিলেই ওই আত্মাই সর্ব্বভূতস্থ আত্মা, ইনি একই বহু হইয়াছেন, এইরূপ বোধ করিলেই তোমার কূটস্থ অক্ষর আত্মাকে উপলব্ধি করা হইল। এই অক্ষর আত্মাই নির্গুণ নির্লেপ, এখানে আত্মত্ব ভিন্ন অন্য কিছু অনুভূত হয় না। ইনি হইলেন এইরূপ আত্মত্বে ভোলা, সেই জন্য আপনার জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপ অপরা প্রকৃতিটি সেখানে রহিলেন—একান্ত অব্যক্ত। এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, অনুলেপনেই বিশ্বপ্রকাশ এবং এই দুইয়ের স্বতন্ত্রীকরণই প্রলয়। এই যে ইহাঁদিগের সমীকরণ ও স্বতন্ত্রীকরণ, তাহা কেমন করিয়া সংঘটিত হয়? তাহা পুরুষোত্তমতত্ত্বের অন্তর্ভূত। পরশ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

উত্তম ইতি। অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং অতীতঃ উত্তমঃ ক্ষরাক্ষরয়োঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চ যস্য মহিমানৌ উচ্যেতে, স পরমাত্মা অনির্ব্বচনীয়াখ্যঃ সপ্রকাশ একান্ত-জ্ঞানস্বরূপ ইতি উদাহৃতঃ কথিতো ভবতি। লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং আবিশ্য প্রবিশ্য অব্যয় ঈশ্বরঃ স্বমহিমপ্রকাশরূপং তং লোকত্রয়ং যো বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি চ। এতেনায়ং পরমাত্মা আত্মানাত্মপরমেশ্বরাণাং সমষ্টিভূতো ন জ্ঞাতব্যঃ, বহ্নৌ তাপবদেতে তু তস্য মহিমান উচ্যন্তে। তত্ত্বতস্তু পরমাত্মা একান্তজ্ঞানস্বরূপো ভবতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই ক্ষর এবং অক্ষর পুরুষ হইতে অন্য আর এক উত্তম পুরুষ আছেন, যিনি ঈশ্বররূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট থাকিয়া লোকত্রয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত।

যৌগিক অর্থ।—অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানস্বরূপ, যিনি "জ্ঞ" "অজ্ঞ" প্রভৃতি কোন একটি আখ্যারও যোগ্য নহেন—অথচ "জ্ঞ" ও "অজ্ঞ" বা জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানশক্তিত্ব যাঁহার মহিমাদ্বয়, সেই চেতন তত্ত্বই পরমাত্মা নামে অভিহিত। আত্মত্ব ও জ্ঞানশক্তিত্ব বা আত্মা ও অনাত্মারূপ প্রকৃতিদ্বয় যাঁহার মহিমা, তিনি পরমাত্মা বা আদি পরমেশ্বর। সপ্রকাশ অনির্ব্বচনীয়, যিনি আপনি আপনাকে আপনার দ্বারাই সদা জ্ঞাত—যে জানায় ক্রিয়াত্ব নাই বা জানারূপ শক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় নাই অর্থাৎ 'জানিতেছি' এরূপ বিকার নাই, সেই স্বতঃসিদ্ধ সপ্রকাশ তত্ত্বই পরমাত্মা, এই স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ মহিমাই পরমাত্মতত্ত্বের লক্ষণ। "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম,"—গীতাতে পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়া, আপনার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকার ভিতরে যে, স্বাধীন স্বনিয়ন্তৃত্ব ভাব গূঢ় ভাবে রহিয়াছে, সেই নিয়ন্তৃত্বশক্তির ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে পুরুষোত্তম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কূটস্থ অক্ষরতত্ত্বে ক্ষরত্ব হইতে বিমুক্ত মাত্র আত্মত্বের ভাবটি পরিস্ফুট। অথচ এ অক্ষরত্বটি ক্ষরজ্ঞানসাপেক্ষ। কেন না, ক্ষর পুরুষ উহা হইতেই জাত হয় এবং উনিই ক্ষরত্বের আশ্রয়। এ অক্ষরত্ব মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। কিন্তু এখানে

ঐশ্বর মহিমা নাই ; মাত্র অক্ষরতাই এখানকার বিশেষ প্রকাশ। আর আপনি আপনার দ্বারাই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার যে অবাধ স্বাধীনতা,—ক্ষরত্ব অক্ষরত্ব যাঁহার অন্তর্নিহিত মহিমা, উহাই পরমাত্মার বৈশিষ্ট্য। অক্ষর আত্মত্ব গীতাতে অব্যক্ত নামেও অভিহিত হইয়াছে। অব্যক্ত প্রকৃতিতে অধিরূঢ় থাকাই ইহার কারণ এবং প্রকৃতির অব্যক্ততার জন্যই ইনি বিশিষ্টভাবে নির্গুণপদবাচ্য। আর "দৃশিঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ"—যোগশাস্ত্রোক্ত এই সূত্রে আত্মার ক্ষরত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ স্বীকৃত। আত্মতত্ত্বের বিষয়ে অনুলিপ্ত বা অনুপ্রবিষ্ট হইবার শক্তি এই সূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। এই অনুলিপ্ততাই ক্ষরত্বের লক্ষণ। সুতরাং আত্মতত্ত্বে আপনি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করারূপ ঐশ্বর মহিমা, নির্গুণ অক্ষর আত্মবোধরূপ মহিমা এবং বিষয়ানুপ্রবেশ করারূপ মহিমা, এই তিনটি মহিমাই স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়। এই জন্যই পুরুষোত্তম, অক্ষর ও ক্ষর, আত্মার এই ত্রিভঙ্গিমাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আত্মা শুধু নির্গুণ নির্লেপ বলিয়া সাধারণ যে বর্ণনা, উহা একদেশদর্শন মাত্র। পরমাত্মাই সকল আত্মার ও বিশ্বের মূল উপাদান ও নিয়ন্তা। তিনিই আপনার নিজত্ব বা আত্মত্বপ্রকাশরূপ পরা শক্তিকে বিশেষভাবে যখন জানেন, তখনই তাঁহার নাম নির্গুণ আত্মা, আর সেই প্রকাশ বা জানারূপ শক্তিটিকে বিশেষভাবে জানিলেই তাহা হয় অপরা প্রকৃতি। বস্তুতঃ পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়ই তাঁহার প্রকাশদ্বয়। ওই দুই মহিমাই তাঁহাকে ধারণা করিবার উপায়স্বরূপ, মাত্র মহিমাদ্বয়ই নির্ণীত হয়। ওই মহিমা একত্বে পর্য্যবসিত যেখানে, সেইখানেই তিনি অনির্ব্বচনীয়নামযোগ্য। "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাং॥" "নাহং মন্যে সুবেদেতি" ইত্যাদি শ্রুতিই ইহাঁর অনির্ব্বচনীয়ত্বের পরিচায়ক। ইহাঁর আত্মআকারীয় ও সর্ব্বআকারীয় জ্ঞানপ্রকাশশক্তি ইনিই। এক দিকে কূটস্থ আত্মা ও অন্য দিকে অপরা প্রকৃতি ইনিই। ইনি পুরুষ ও প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ জ্ঞানপ্রকাশদ্বয়ে আপনাকে বিশেষভাবে প্রকটিত করিয়া, তদবলম্বনে বিশ্বলালায় নিত্য ব্যাপৃত। সুতরাং ক্ষর ও অক্ষর আত্মা ও বিশ্বপ্রকাশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, ইনিই সেই সমস্তেরই ভর্ত্তা, ধর্ত্তা, নিয়ন্তা, কারণস্বরূপ। ইহাঁতে কূটস্থ আত্মবোধ ও অনাত্মবোধ উভয়ই অগ্নিতে আলো ও উত্তাপের মত নিহিত ; সুতরাং কূটস্থ আত্মা, অনাত্মা ও ঈশ্বরত্ব, এই ত্রিবিধ ভঙ্গিমা লইয়া ইনি একটি সমষ্টীভূত পিণ্ড নহেন ; এই তিন ভঙ্গিমা ইহাঁরই মহিমাস্বরূপ—তত্ত্বতঃ ইনি একান্ত একজ্ঞানস্বরূপ। সেই জন্যই "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" আদি শ্রুতিসকল ইহাঁরই বিজ্ঞানবাচক। ইনি সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশ অব্যক্ত করিয়া যেখানে আত্মরূপে উদ্ভাসিত থাকেন, সেখানে সেই আত্মত্বের বা সপ্রকাশত্বের মধ্যেই সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশ নিহিত বা অব্যক্ত থাকে এবং আত্মত্বও সেখানে অব্যক্ত কূটস্থ অক্ষর নামে অভিহিত হয়। আবার সেইখান হইতেই ওই দুই প্রকাশ ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইয়া,

পুরুষ ও পুরসকল রচিত হয়। অক্ষরত্ব ক্ষরত্ব বা আত্মা অনাত্মা, এ সকলই সেই জ্ঞান-স্বরূপ সপ্রকাশ তত্ত্বেরই অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং নাম, রূপ ও ক্রিয়াপ্রকাশ মাত্র। বস্তুতঃ এক জ্ঞানস্বরূপই রহিয়াছেন। ইহাঁর আত্মাকারীয় স্থির পরা শক্তিটি শ্রীমৎ শঙ্করাদি কেহ কেহ চরম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার রামানুজাদি কেহ কেহ চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বরাদি বৈশিষ্ট্যময়তাকেই বিশেষ ভাবে দেখিয়া, সগুণ ঈশ্বরবাদই চরম দর্শনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটিই তাঁহাতে একত্বে পর্য্যবসিত এবং তাঁহারই প্রকাশদ্বয় মাত্র, এরূপ না বলিলে শ্রুতির অনির্ব্বচনীয়বাদ উল্লঙ্ঘন করা হয়। ওই দুই যাঁহার প্রকাশ, সেই জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বই অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা। এবং তিনিই ক্ষর আত্মা বা জীব ও অক্ষর আত্মা বা কূটস্থ আত্মা। আর এই অক্ষর আত্মত্বকে ও তন্নিহিত অব্যক্ত প্রকৃতি-তত্ত্বকে ব্যক্ত ও বহুল করিয়াই ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া রহিয়াছেন।

এই পরমতত্ত্বে মায়া আদি কোন কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নাই এবং বিশেষ বিশেষ বিভাগ দেখিবারও আবশ্যকতা নাই। ওগুলি সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা মাত্র। ঈশ্বর, আত্মা, অপরা প্রকৃতি, সমস্তই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার নামরূপক্রিয়াময় বিলাস। "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাদধি।" অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বকে ধারণার বিষয়ীভূত করিয়া মীমাংসিত করিতে গেলেই ওরূপ একদেশদর্শিতা আসিয়া পড়িবে, "মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্" বলিয়া শ্রুতি এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসিত করিবার তত্ত্ব নহে—সমস্ত বুদ্ধি বিজ্ঞান সহ আত্মত্বকে তাঁহাতে নিমজ্জিত করিবার তত্ত্ব। যত দিন না তুমি ব্রহ্মত্ব লাভ কর, তত দিনই ইনি মীমাংস্য। তৎ-স্বরূপলাভই মীমাংসা, ইহার আর অন্য কোন মীমাংসা নাই। সেই জন্য এ তত্ত্ব অবাধ, দ্বিতীয়হীন, সর্ব্বতঃ সত্য, কোন অচেতন বা কোন সদসদ্‌রূপীয় মায়া প্রভৃতির স্থান ইহাতে মূলতঃ নাই। মূলতঃ বিজ্ঞাতৃত্ব যাঁহার আদি প্রকাশ, তাঁহাকে 'বিজানীয়াৎ'এর মত করিয়া তুলিলে মহিমামাত্রকেই পরমপদরূপে পর্য্যবসিত করা হয়। বেত্তা ও বিদিত, দুই রূপে যাঁহার মহিমা প্রকটিত, তিনি তাঁহারই দ্বারা প্রাপ্য। সেই "জ্ঞ" ও "অনের" আশ্রয়স্বরূপ পরমতত্ত্বই পরমাত্মা ও পরমেশ্বরী। অলিঙ্গ অথচ সর্ব্বদা উভয় লিঙ্গে তাঁহার রূপপ্রকাশ—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে"—ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত। তোমরা এই ভাবে এ পরমপদের পরিচয় জানিয়া রাখিবে। আপনাকে আপনার দ্বারা সদা বিজ্ঞাতা সেই পরমতত্ত্ব সেই বিজ্ঞাতৃত্বকে অবাধ অনন্ত আকারে বিশিষ্টভাবে জানিতে পারেন ও জানেন। যখন যেখানে সেইরূপ বৈশিষ্ট্যময় ভাবে বিজ্ঞাতৃত্বকে পরিচালনা করেন, তখনই সেইখানে যে আত্মবোধ ও তাহার বিশিষ্ট আকার-বোধগুলি যুগপৎ বিশেষ বিশেষ স্বতন্ত্র ভাবে পরিস্ফুট হইবে, ইহা ধীরচিত্তে অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই ভাবে জানার নামই জগৎ হওয়া, তদন্তরে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকা,

তন্মূলে কূটস্থ অক্ষররূপে অবস্থান করা ও এই সব আত্মত্ব অনাত্মত্ব প্রকট করিয়াও শুধু নাম, রূপ ও ক্রিয়া প্রকাশ করা হয় মাত্র—তিনি সেই প্রকাশসকলের অন্তরে ও অতীতে যেমন, তেমনই থাকেন। আপনা হইতে অন্য একটী কিছুর ধারণা করিতেছি, এ ভাবে তাঁহাকে ধারণা করিতে গেলে পাওয়া দুর্ল্লভ হয়—আপনার নিজতত্ত্বরূপ স্বীয় অন্তরস্থ জ্ঞানকে অর্থাৎ নিজেকে অবলম্বনে মাত্র তৎপদে উপনীত হওয়া যায়। ইহাঁর জ্ঞানশক্তিরূপ বিশেষ প্রকাশটি আত্মবোধরূপ প্রকাশটির একান্ত সরূপও নহে, একান্ত বিরূপও নহে, এই ভাবে দুই জ্ঞানপ্রকাশের পার্থক্যটি রচিত হয়। কিন্তু পরমার্থতঃ যে এক, ইহা না বলিলে, জ্ঞানশক্তি ও আত্মা ভিন্ন করিয়া দেখিলে অনাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়ে। জ্ঞানশক্তিকে আত্মাই জানেন বলিতে হয়, সুতরাং তাঁহাতেই আবার জ্ঞানশক্তি কল্পনা করিতে হয়। আত্মাই জ্ঞানশক্তি, ইহা বলা ভিন্ন উপায় নাই, অথচ প্রকাশে আত্মা ও জ্ঞানশক্তি, দুই স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হয়। ইহা একটি অলৌকিক ব্যাপার নহে। কার্য্য ও কারণে যেরূপ একত্ব ও পার্থক্য, ইহাও প্রকৃতপক্ষে সেইরূপই। ইহা লইয়া বহু গবেষণার কোন আবশ্যকতা হয় না, যদি জ্ঞান বা চেতনানামীয় নিজ অন্তরস্থ সত্তাকে বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা কর।

মাত্র আত্মবোধময় বা মাত্র জ্ঞানক্রিয়াময় চেতনক্রিয়ায় মগ্ন চেতনাই অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ নামে খ্যাত। কিন্তু ইনি আপনাকেই কারণ ও কার্য্যরূপে, আত্ম ও অনাত্ম-শক্তিরূপে সদা বিজ্ঞাত। সেই জন্য ইনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য পুরুষরূপে গ্রহণীয়, সেই কথা পরশ্লোকে বলিতেছেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮

স্বস্য পুরুষোত্তমত্বমাহ যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং ক্ষরবর্গম্ অপরাপ্রকৃত্যনুপ্রবিষ্ট-জীবজাতম্ অতীতোঽতিক্রান্তোঽহং সপ্রকাশস্বরূপত্বাৎ, অক্ষরাদাত্মবোধস্বরূপাদপি চ উত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্য পরিচালকত্বাৎ, এতৌ ক্ষরাক্ষরৌ মম মহিমানৌ মদধীনৌ যত ইত্যর্থঃ, অতো লোকে জগতি বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি, তেনৈব নামনির্ব্বচনেন ঋষয়ো মাং গৃণন্তীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যেহেতু আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই উভয়ের অতীত এবং এই উভয়ের ঊর্দ্ধতম, সেই জন্য বেদে ও ত্রিলোকে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

যৌগিক অর্থ।—এই মায়ের পরমাত্মময়ী মূর্ত্তি। আত্মত্বই শক্তি, আত্মত্বই জ্ঞেয় এবং আত্মত্বই শক্তিমান্, জ্ঞাতা পরমেশ্বর। এইরূপ জানা পুরুষোত্তমকে জানা, এইরূপ জানাই পরমেশ্বরীকে জানা। ইহা যতক্ষণ বিজ্ঞাত হওয়া না যায়, ততক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্ব দূরে। আর ইহা যখন জানা যায়, তখনই ক্ষরাত্মা হয় মায়ের দ্বারা আলিঙ্গিত, মায়ে একীভূত—মা। আত্মতত্ত্বের এই ত্রিভঙ্গিম মূর্ত্তি না দেখা পর্য্যন্ত জীবেশ্বররূপ

স্বগতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। আর জানিলে সে স্বগতভেদও তিরোহিত হয়। অনন্ত কাল ধরিয়া জগৎ অনন্তরূপে এই চিন্ময়কে উপলব্ধি করিলেও এ পুরুষোত্তমতত্ত্বকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাই চরম আত্মবিজ্ঞান। তোমরা সুদৃঢ় চিত্তে ধারণা করিয়া রাখ, আত্মত্ব কি ভাবে শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, সেই রহস্যটি। আত্মার স্বয়ং-প্রকাশত্বরূপ ধর্ম্মটি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কর। ঐ প্রকাশই বিশ্বপ্রকাশ। যে প্রকাশে আত্মপ্রকাশ, সেই প্রকাশেই ব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ড জানা অর্থে আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে জানা। সূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ হইয়া বস্তুকে যখন প্রকাশ করে, তখন প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যই যেমন বস্তুতে প্রতিফলিত আপন রশ্মিরূপকে বস্তু আকারে প্রকাশ করে, তেমনি পরমাত্মাও আপনি আপনাকে শক্তি আকারে প্রকাশ করেন এবং সেই প্রকাশে রূপ ও নাম রচনা করেন। সূর্য্যকিরণের বস্তুর আকার প্রাপ্ত হওয়া বস্তুসাপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হইলেও পরমার্থতঃ সেই বস্তুগত যে রূপতত্ত্ব আছে, সেই রূপতত্ত্ব সূর্য্যের রশ্মি হইতে ভিন্ন নহে বলিয়াই সে বস্তুর রূপ ফুটিয়া ওঠে। তেমনি পরমাত্মার প্রকাশশক্তি পরমাত্মাতেই আছে বলিয়া, তিনি আপনি আপনাকে অনন্ত রূপময় করিতে সমর্থ হন। "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম," ইহার মর্ম্ম এই পুরুষোত্তমতত্ত্ব। সেই জন্য মা বলিতেছেন।—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ১৯

তথাবিধস্য আত্মনঃ জ্ঞানফলমাহ য ইতি। যো জনঃ অসম্মূঢ়ঃ সর্ব্বেভ্যো মোহেভ্যঃ সমুত্থিতঃ সন্ মাম্ আত্মানং সর্ব্বজন্তুহৃদয়েশয়ং এবং যথাব্যাখ্যাতং পুরুষোত্তমং ক্ষরাক্ষরেশ্বরাখ্যত্রিবিধমহিমান্বিতং নিয়ন্তারং চ তেষাং জানাতি, স জনঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি সর্ব্বভূতানাং পুরুষোত্তমমূলত্বাৎ। তেন কিং ফলং স্যাদিত্যাহ—হে ভারত, সর্ব্ববিৎ সন্ স জনঃ সর্ব্বভাবেন মাং পুরুষোত্তমং ভজতি, কস্মিংশ্চিদপি বিষয়ে নাস্য পুরুষোত্তমাদ্ অন্যা দৃষ্টির্ভবতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে আমাকে সকল মূঢ়তা অতিক্রম করিয়া "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, সেই প্রকৃত সর্ব্বজ্ঞ এবং সে সর্ব্বভাবে আমারই উপাসনা করে।

যৌগিক অর্থ।—সকল মোহ তার হইল বিদূরিত, সকল বাধা তার হইল অন্তর্হিত, সকল বৈচিত্র্য তার পর্য্যবসিত হইল এক আত্মতত্ত্বে। সে সর্ব্বত্র দেখিল মাকে, সর্ব্বজ্ঞান, রূপ ধরিল মায়ের, সে হইল সর্ব্ববিদ্। তাহার জ্ঞানভুবনে, তাহার ভূতভবনে কোথাও কিছু রহিল না, যাহা নহে তাহার আত্মমূর্ত্তি, যাহা নহে তাহার চিরমিলনের মা। দ্যু ভূ আয়তনে, স্বর্গে নরকে, কামে ক্রোধে, লোভে মোহে, মাৎসর্য্যে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, দেবত্বে জীবত্বে মাকে ভিন্ন কোথাও কিছু সে আর পায় না, আপনাকে ভিন্ন কোথাও কিছু সে দেখে না। তাহার সকল ক্রিয়াই উপাসনা, তাহার সকল গতিই ভাগবতী গতি। তাহার সকল ভঙ্গিমাই মায়ের প্রকাশ। সে দেবতারও

ঊর্দ্ধে। দেববৃন্দেরও সে বরণীয়। সে যে দেবতাকেও চক্ষু দেয়—তার মাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতে। দেবতাকেও করে সে মন্ত্র দান—তাহার আত্মবীজকে করিতে উদ্গত। সে ব্রহ্মজ্ঞ, সে ব্রহ্ম। এই মহামাতৃভূমি। এই অনন্ত ব্রহ্মক্ষেত্র তোদের বুকের তলায় তলায় আছে লুকান, তোদের আত্মার অন্তরে অন্তরে আছে প্রকটিত। ভূতের আদর করিয়াছিস্—তোর আত্মাকে সমাদরে বুকে ধর, এই ভূমিতে তুই উপনীত হইবি।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০

উপদিষ্টস্য শাস্ত্রস্য গুহ্যতমত্বমুক্ত্বা অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি। হে অনঘ, ইতীদং সর্ব্বমীমাংসানামবধিত্বাৎ গুহ্যতমং অত্যন্তং গোপনীয়ং শাস্ত্রং পুরুষোত্তমযোগাখ্যং ময়া তুভ্যমুক্তং। এতৎ শাস্ত্রং যথাপ্রদর্শিতার্থং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা বুদ্ধিমান্ তদ্বিষয়কপ্রজ্ঞাবান্ স্যাৎ জনঃ। তস্যাং পুরুষোত্তমপ্রজ্ঞায়াং সমধিগতায়াং মানবঃ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ, মনুষ্যলোকে মনুষ্যেণ যৎ করণীয়ং, তস্মিন্ বিদিতে তৎ সর্ব্বমেব কৃতম্ ভবেৎ, ন অন্যথেত্যর্থঃ। হে ভারত, মন্মুখাদেবস্তূতং শাস্ত্রং শ্রুতবানসি, অতস্ত্বমপি কৃতকৃত্যঃ সঞ্জাত ইতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু চিদ্রূপস্যাত্মতত্ত্বস্য সপ্রকাশত্বমেব জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ঃ, তত্র কোঽপি সংশয়ো নাস্তি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অনঘ! এই গুহ্যতম তত্ত্ব তোমাকে বলিলাম। এই জ্ঞান লাভ করিয়া, মানুষ বুদ্ধিমান্ হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

যৌগিক অর্থ।—হাঁ, কৃতকৃতার্থ হয়, শ্রবণেও সকল পাপ বিদূরিত হয়। তাই মা আদর করিয়া অর্জ্জুনকে 'অনঘ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ইহা একান্ত গভীর, সেই জন্য গুহ্যতম বলিলেন। এ জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞান ও কর্ম্মের ঐকান্তিক সমন্বয় হয় না। সুতরাং ঋষিপ্রদর্শিত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়রূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এই জ্ঞানের বিচ্যুতিতে জগৎ আজ ধ্বংসের মুখে উপনীত। এই জ্ঞানের প্রদ্যোতনাতেই সত্য যুগ ছিল প্রদীপ্ত। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এ মহাবাক্য অর্থহীন হয়—যতক্ষণ না জগতের ধূলিটি পর্য্যন্ত আত্মরূপে হয় প্রত্যক্ষীভূত। তাই ইহা গুহ্যতম জ্ঞান। এই জ্ঞান অবলম্বনে তোমাদিগের কর্ম্মময়, যজ্ঞময়, জীবনযাত্রাকে ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত করিয়া, কল্যাণের পথে, কৃতকৃতার্থতার পথে অগ্রসর হও। এ জ্ঞান হৃদয়ে উদ্রিক্ত করিয়া না রাখিলে তোমার জীবনচাঞ্চল্যের সার্থকথা কি, বুঝিতে পারিবে না। এই জ্ঞানের সঙ্কোচনে সঙ্কীর্ণতাময় নানা ধর্ম্ম, নানা সম্প্রদায় গঠিত হয়, কর্ম্মজীবন মৃত্যুময়রূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং ভগবদুপাসনা একটি ক্ষণিক তৃপ্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সেই জন্য মা আপন শক্তিমূর্ত্তির ত্রিভঙ্গিমা এবং আত্মমূর্ত্তির ত্রিভঙ্গিমা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিলেন। বাক্‌রূপ অপরা শক্তি ঐ পুরুষোত্তমরূপ পরমেশ্বরপাদের প্রতীক; প্রাণরূপ শক্তিমূর্ত্তি ঐ অক্ষরপাদের প্রতীক; মনরূপ শক্তিমূর্ত্তি ঐ ক্ষরপাদের প্রতীক। আত্মতত্ত্বে

পুরুষোত্তম, অক্ষর, ক্ষর, দৈবতত্ত্বে বহ্নি, সোম, সূর্য্য, ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মানাত্মপ্রকাশদ্বয়ের এই সামঞ্জস্যটি স্মরণে রাখিও। চেতনা আপনিই আপনার প্রকাশশক্তি, ইহাই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের অপরাজেয় স্থির ভিত্তি। সকল সাম্প্রদায়িক ভাবের বিচার পরাভূত হয় এইখানে। এইটিই তোমাদের অন্তরের বীর্য্য, বল ও আশ্বাস—তোমাদের ভূত-কর্ম্মময় জীবনকে ব্রহ্মকর্ম্মময় করিয়া তুলিবার পথে। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় সম্বন্ধে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অনুকূল প্রতিকূল বহু আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই তত্ত্বটি এমন করিয়া কেহ ধ্রুব সিদ্ধান্তরূপে ভূমিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩

ভাবভেদেন কর্ম্মশক্তির্হি দ্বিবিধা ভবতি—বন্ধনজনয়িত্রী মোক্ষপ্রাপয়িত্রী চ। যেন ভাবেন কর্ম্মাণি মোক্ষং প্রাপয়ন্তি, সা দৈবী সম্পৎ, যেন তু বন্ধনং জনয়ন্তি, সা আসুরী সম্পদুচ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়েনৈব হি মোক্ষং পুরুষোত্তমতত্ত্বাধিগমরূপং মুমুক্ষবো গন্তুমর্হন্তি। অতঃ সপ্রকাশজ্ঞানরূপপুরুষোত্তমতত্ত্বোপদেশানন্তরং তৎপ্রাপ্ত্যনুকূলপ্রতিকূলয়োঃ দৈবাসুরীসম্পদোর্বিভাগার্থম্ অয়মধ্যায়ঃ প্রারভ্যতে। তত্রাদৌ দৈবী সম্পদুচ্যতে অভয়ম্ ইত্যাদিভিঃ। অভয়ম্ ভয়শূন্যতা, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ চিত্তনৈর্ম্মল্যং, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ভগবজ্‌জ্ঞানযুক্তত্বং, দানম্ অর্থিভ্যো ভগবদ্‌বুদ্ধ্যা অন্নধনাদীনাং সম্বিভাগঃ, দমো বহিরিন্দ্রিয়াণাং সংযমঃ, যজ্ঞো ভগবদ্‌বোধযুক্তানাং নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মানুষ্ঠানং, স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নং ব্রহ্মতত্ত্বালোচনঞ্চ, তপো ভগবচ্চিন্তনপ্রচেষ্টা, আর্জ্জবং সরলতা, অহিংসা পরপীড়নত্যাগঃ, সত্যং যথাভূতার্থে তথাবদ্‌বাঙ্‌মনোব্যবহারঃ, অক্রোধঃ সমাগতেঽপি ক্রোধহেতৌ চেতসি ক্রোধানুৎপত্তিঃ, উৎপন্নস্যোপশমনং বা, ত্যাগঃ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাপরিহারঃ, শান্তিঃ চিত্তপ্রসন্নতা, অপৈশুনং পরস্মৈ পরদোষখ্যাপনবর্জ্জনং, ভূতেষু দুঃখিতেষু প্রাণিমাত্রেষু দয়া তেষাং দুঃখমোচনার্থং চিত্তস্য দ্রবীভূতিঃ, অলোলুপ্‌ত্বং বিষয়েষু লোভশূন্যতা, মার্দ্দবং মৃদুতা, হ্রীর্লজ্জা, অচাপলং প্রয়োজনাভাবে বহিরন্তঃকরণানাম্ অপরিচালনং, তেজঃ আন্তরং বীর্য্যং, ক্ষমা অপকারিষু দয়াপ্রকাশঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, শৌচম্ অন্তর্ব্বহিঃপবিত্রতা, অদ্রোহো জিঘাংসাবর্জ্জনং, নাতিমানিতা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানত্যাগঃ, হে ভারত, এতে অভয়াদয়ঃ ষড়্‌বিংশতিপ্রকারা গুণা দৈবীং দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদম্ বিভূতিম্ অভিজাতস্য অভিলক্ষ্য সমুৎপন্নস্য জনস্য ভবন্তি জায়ন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞাননিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ক্রোধশূন্যতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষদর্শন-রাহিত্য, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ এবং অভিমানশূন্যতা, হে ভারত, দৈবী সম্পৎ অর্থাৎ দেবযোগ্য সাত্ত্বিক সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জাত ব্যক্তি এই ষড়্‌বিংশতি প্রকার গুণ লাভ করিয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-বিজ্ঞান বলিতে তদ্দারা প্রাপ্তব্য সেই ব্রহ্ম কি ভাবে কর্ম্মময় জগৎলীলা করেন, তাহার বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বেদ জ্ঞান-কর্ম্মময়। জ্ঞান ও কর্ম্মকে উভয় অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ সনাতন বেদবিধানে প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্‌বোধহীন কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, এবং ভগবদ্‌বোধযুক্ত কর্ম্ম মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। বেদের ইহাই মর্ম্ম। এই মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া কর্ম্ম করাই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়। এ বিধান লঙ্ঘন করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা বন্ধনের আগার। সাধারণ জীবনযাত্রার অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রচেষ্টা, সে সকলকেও ভগবদ্‌যুক্ত করিয়া লইতে পারিলে উহাও ভগবৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।

কর্ম্মের ফল দুই প্রকার—বন্ধন ও মোক্ষ, দুই গতিরই সহায়ক কর্ম্ম। কিন্তু কর্ম্ম ফলদায়ক হয় অন্তরের অনুভূতি অনুসারে। প্রকৃত কর্ম্ম অন্তরে—বাহে তাহার অভিব্যক্তি মাত্র। অন্তরের যে জাতীয় ভাবগুলি কর্ম্মকে মোক্ষদায়ক করিয়া তোলে, সেইগুলিকে দৈবী সম্পৎ এবং যে জাতীয় ভাবগুলি বন্ধনদায়ক করিয়া তোলে, সেইগুলি আসুরী সম্পৎ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ভগবান্ সেই সম্পৎদ্বয় বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন। অভয়—ভয়শূন্যতা, আপনার আত্মার সনাতনত্ব দেখিলে তবে এ অভয় আবির্ভূত হয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি—সত্ত্বগুণ সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলে চিত্তের যে নির্ম্মলতা অনুভূত হয়, তাহাই সত্ত্বসংশুদ্ধি, আত্মতত্ত্বসান্নিধ্যে যে গুণটি থাকে, তাহাই সত্ত্বগুণ ; সুতরাং আত্মপ্রকাশে এ গুণটি রঞ্জিত থাকে ; সেই জন্য ইহা নির্ম্মল, শুদ্ধ। জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি অর্থে ভগবৎজ্ঞানে যুক্ত হইয়া থাকা, কর্ম্মের অন্তরে অন্তরে ভগবদ্‌বোধ-যুক্ত থাকা। দান—আপনার বস্তু অভাবগ্রস্তকে দেওয়া, দম—বাহ্য করণের শমতা, ভগবদ্‌যুক্ত কর্ম্মের নাম যজ্ঞ, স্বাধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্বাদির আলোচনা ও তৎশাস্ত্র অধ্যয়ন, তপঃ—ভগবৎধারণায় প্রচেষ্টা, আর্জ্জব—সরলতা, অহিংসা—অপরের হানি করিব না, এইরূপ চিত্তবৃত্তি, সত্য—যথার্থ ভাবে, যথাযথ ভাবে মন ও বাক্যকে ব্যবহারময় রাখা, অক্রোধ—ক্রোধের হেতু উপস্থিত হইলেও ক্রোধশূন্যতা, অথবা ক্রোধ হইলে তাহার দমন, ত্যাগ—কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার, শান্তি—চিত্তপ্রসন্নতা, অপৈশুন—পরদোষ-দর্শন পরিহার, ভূতেষু দয়া—পরদুঃখ মোচনে চিত্তের দ্রাবণ, অলোলুপত্ব—বাহ্য বিষয়ার্থে লোভশূন্যতা, মার্দ্দব—মৃদুতা, হ্রী—লজ্জা, অচাপল—অসংযত বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনশূন্যতা, তেজঃ—আন্তর বীর্য্য, ক্ষমা—অপকারীর প্রতি দয়া

প্রকাশ, ধৃতি—ধৈর্য্য, শৌচ—অন্তর্ব্বাহ্য পবিত্র রাখা, অদ্রোহ—অনিষ্টাচরণরাহিত্য, নাতিমানিতা—অভিমানশূন্যতা, এই সকল দৈবী সম্পৎ।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪

আসুরীং সম্পদমাহ দম্ভ ইতি। দম্ভঃ শঠতা মিথ্যাস্ফালনং, দর্পো ধনজনাদিনিমিত্তো গর্ব্বঃ, অভিমানোঽহঙ্কারঃ, ক্রোধঃ, পারুষ্যং নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানং শুভাশুভয়োরবিবেকঃ, হে পার্থ, আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য অভিলক্ষ্য সমুৎপন্নস্য জনস্য এতে দম্ভাদয়ো দোষা ভবন্তি।

অর্থ।—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানতা, অসুরত্বাভিমুখী গতিশীলদিগের এই সকল সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

অনয়োঃ কার্য্যমাহ দৈবীতি। দৈবী সম্পৎ মোক্ষায় সংসারবন্ধনাৎ মুক্তিহেতবে ভবতি, আসুরী সম্পৎ নিবন্ধায় সংসারবন্ধনায় মতা মম অভিপ্রেতা। হে পাণ্ডব, মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতোঽসি।

অর্থ।—দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের কারণ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না; কেন না, দৈবাভিমুখেই তোমার স্বভাব, তুমি দৈবী-সম্পৎসম্পন্ন।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

দ্বাবিতি। হে পার্থ, অস্মিন্ লোকে জগতি দ্বৌ দ্বিবিধৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সৃষ্টী দৃশ্যেতে। কৌ তৌ? দৈব আসুর এব চ। দৈবঃ সর্গঃ অভয়মিত্যাদিভিঃ বিস্তরশো ময়া প্রোক্তঃ, অধুনা আসুরং বিস্তরশো মে মম সকাশাৎ শৃণু তৎপরিহারার্থমিত্যর্থঃ।

অর্থ।—এই লোকে দুই জাতীয় জীবসৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়—দৈবজাতীয় ও অসুরজাতীয়। দৈবলক্ষণ আমি বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি, এইবার আসুর লক্ষণগুলি শোন।

জগতে আমরা অসংখ্যপ্রকার ভূতসৃষ্টি দেখিতে পাই। কিন্তু ভগবান্ বলিলেন যে, ভূতসৃষ্টি দুই প্রকার—দৈব ও আসুর। এ কথার তাৎপর্য্য কি? বস্তুতঃ ভূতসৃষ্টি অসংখ্যপ্রকার হইলেও তন্মধ্যে এমন দুইটি সাধারণ বিভাগ আছে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ এ কথা বলিয়াছেন। পৃথক্ পৃথক্ ভূতসৃষ্টির কথা বলা এখানে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। জগদ্ব্যাপার মূলতঃ পরমাত্মার শক্তিপ্রকাশ। এই পরমাত্মশক্তি

প্রথমে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দ্বন্দ্বে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হন বলিয়া যেখানে যত কিছু সৃষ্টিব্যাপার, সমস্তই দ্বন্দ্বময়। যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, সেখানে কোন সৃষ্টিও নাই। এই জন্য ভগবৎশরীররূপ এই জগতে দেবতা অসুর, সজ্জন দুর্জ্জন, দিবা রাত্রি, আলোক অন্ধকার ইত্যাদি দ্বন্দ্ব নিত্য বর্ত্তমান। মনুষ্যও দ্বন্দ্বময়। সুতরাং বিরাট্ জগতের দেবতা ও অসুরের ন্যায় তাহার মধ্যেও দৈব ও আসুর ভাবরূপ দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ বা আত্মজ্ঞানরূপ অংশটি দৈব এবং প্রকৃতি বা সর্ব্বজ্ঞানরূপ অংশটি আসুর নামে কথিত। প্রথমটি প্রকাশ, দ্বিতীয়টি অপ্রকাশ। দৈব ও আসুর বা প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ দ্বন্দ্বেই সমগ্র ভূতবৃন্দ বিসৃষ্ট এবং অসংখ্য জীবসৃষ্টির মধ্যে মোটামুটি সকল জীবই প্রধান ভাবে ইহার কোন না কোন ভাগের অন্তর্গত বলিয়া ভগবান্ এখানে দুই প্রকার ভূতসর্গ বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানাংশে যাঁহারা সম্পন্ন, "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" আদি শ্লোকে তাঁহাদের লক্ষণ দৈবী সম্পৎ নামে কথিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞানাংশে আসক্ত জীবের "দম্ভ, দর্প, অভিমান" প্রভৃতি আসুরী সম্পদ্‌ও সংক্ষেপে বলিয়াছেন। এইবার আসুরী সম্পদ্ বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ ৭

অথ বিস্তরেণ আসুরং স্বভাবং কথয়তি প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদিভিঃ। আসুরাঃ অসুর-স্বভাবসম্পন্না জনাঃ প্রবৃত্তিঞ্চ পরিণামশুভেষু কর্ম্মসু, নিবৃত্তিঞ্চ পরিণামদুঃখেভ্যঃ কর্ম্মভ্যো ন বিদুর্জ্জানন্তি স্বার্থধীপ্রাবল্যাৎ। অতএব ন শৌচং শুচিতা, নাপি চ আচারঃ স্নানাচমনাদিকর্ম্মানুশীলনং চারিত্র্যং বা, ন সত্যং যথার্থভাষণাদিষু প্রবৃত্তিরূপং তেষু বিদ্যতে।

অর্থ।—অসুরস্বভাব মনুষ্যেরা পরিণামে শুভজনক কর্ম্মে প্রবৃত্তি যে কিরূপ এবং পরিণামে অশুভকর কর্ম্ম হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইতে হয়, স্বার্থবুদ্ধির প্রাবল্যবশতঃ তাহা ধারণা করিতে পারে না। অতএব শৌচ, আচার ও সত্যবুদ্ধি তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ ৮

ননু, কথং তে এবম্ভূতা ভবন্তীতি তেষাং মতমাহ অসত্যমিতি। তে অসুরস্বভাব-সম্পন্না জনা জগৎ সর্ব্বং অসত্যং ভ্রান্তিমাত্রং, অতএব অপ্রতিষ্ঠং আশ্রয়বিহীনং, নিরীশ্বরং নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা পাতা সংহর্ত্তা যস্য, তথাবিধং স্বত এব সমুৎপন্নম্ আহুঃ। এবঞ্চেৎ তর্হি কথং জীবানাং জন্ম সম্ভবেদিত্যাহ অপরস্পরসম্ভূতং—অপরশ্চ পরশ্চ অপরস্পরং, অপরস্পরতঃ অন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্ম্মিথুনাৎ সম্ভূতং জীবজাতং, তত্র কিম্ অন্যৎ কারণং ভবেৎ, কামহেতুকং কামপ্রবৃত্তিনিমিত্তমেবেতি।

অর্থ।—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অসত্য অর্থাৎ মৃত্যুময়, সুতরাং ভ্রান্তিমাত্র। মৃত্যুময় উপলব্ধি করে, অথচ সত্য বলিয়া তাহাতে ব্যবহারশীল থাকে, ইহাও অধিকতর ভ্রান্তি। ইহার কোনও আশ্রয় নাই, জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা বলিয়া কোন ঈশ্বর নাই এবং জীবসমূহ স্ত্রীপুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার হেতু একমাত্র কামবৃত্তি—অন্য কিছুই নহে, আসুরস্বভাবসম্পন্ন সেই সকল লোকে ইহাই বলিয়া থাকে।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

এতামিতি। এতাং নাস্তিকোচিতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য আশ্রিত্য, নষ্টাত্মানঃ জড়দর্শন-প্রাবল্যাৎ নষ্টো জড়ীভূত আত্মা চেতনো যেষাং তে নষ্টাত্মানঃ, অতএব অল্পবুদ্ধয়ো বিষয়-পরিমিতা অল্পা বুদ্ধির্যেষাং তে স্বল্পমতয়ঃ, ততশ্চ উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণস্তে অহিতা জগতঃ শত্রবো ভূত্বা ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্‌ভবন্তি।

অর্থ।—সেই সকল ক্রূরকর্ম্মা, হতচেতন, অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, জগতের শত্রুরূপে তাহার ক্ষয়ের জন্যই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

কামমিতি। অশুচিব্রতা অপবিত্রবিষয়কর্ম্মপরায়ণাস্তে দম্ভমানমদান্বিতাঃ সন্তঃ দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামম্ অভিলাষবিশেষম্ আশ্রিত্য, মোহাৎ মোহবশাদসদ্‌গ্রাহান্ নিন্দিতাগ্রহবিশেষান্ গৃহীত্বা স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে সংসারেঽস্মিন্ কর্ম্মপরায়ণা ভবন্তি।

অর্থ।—অশুচি অর্থাৎ অপবিত্র বৈষয়িক ব্রতপরায়ণ, দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই সকল লোকেরা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া, মোহবশতঃ অসদ্‌গ্রাহ অর্থাৎ নিন্দিত আগ্রহে আগ্রহবান্ হইয়া এই সংসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২

চিন্তামিতি। অপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং প্রলয়ান্তাং মরণশেষাং চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ, কামানামুপভোগ এব পরমং প্রয়োজনং যেষাং তে কামোপভোগপরমাঃ, এতাবজ্জগদুপভোগমাত্রমেবাস্তি, নাতঃ পরং কিমপ্যস্তীতি নিশ্চিতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ, তত আশা এব পাশাঃ, তেষাং শতৈর্ব্বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্ত ইতস্ততো নীয়মানাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরম্ অনয়ম্ আশ্রয়ো যেষাং তে

কামক্রোধপরায়ণাঃ, কামভোগার্থম্ অভিলষিতবস্তূপভোগায় অন্যায়েন পরবঞ্চনাদিনা অর্থসঞ্চয়ান্ অন্তর্ব্বহির্গতবিষয়রাশীন্ ঈহন্তে বাঞ্ছন্তি।

অর্থ।—মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা অপার চিন্তাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, কামোপভোগই তাহাদের নিকট পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় এবং কামোপভোগ ছাড়া আর যে কিছু আছে, তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে না। সেই জন্য শত শত আশারূপ বন্ধনে নিত্য আবদ্ধ ও কামক্রোধের বশীভূত হইয়া, কাম্য বস্তু উপভোগের জন্য তাহারা পরপ্রবঞ্চনাদি নানাবিধ অন্যায় উপায়ে বিষয়-সঞ্চয়ে যত্নবান্ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা সেইরূপ সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এখানে বিষয় অর্থে মাত্র স্থূল বিষয় নহে। অন্তর্ব্বহিঃস্থিত অর্থাৎ ভৌতিক এবং তান্মাত্রিক সংস্কারময় বিষয় বুঝিতে হইবে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্‌স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩

তেষামাশাপাশপ্রকারমাহ ইদমিতি। অদ্য ময়া ইদং বস্তু লব্ধং, ইদম্ অন্যৎ মনোরথং মনঃসন্তোষকরং প্রাপ্‌স্যে প্রাপ্‌স্যামি অতঃপরং। ইদম্ অস্তি মম ধনং, পুনর্মে ইদমপি ধনং ভবিষ্যতি, তেনাহং ধনবান্ ভবিষ্যামীত্যর্থঃ।

অর্থ।—আজ আমি এই বস্তু লাভ করিলাম, অতঃপর আমার এই বাসনাও পরিপূর্ণ হইবে। আমার এই পরিমাণ অর্থ আছে, পরে পুনরায় এই পরিমাণ অর্থও আমার হইবে এবং তাহাতে আমি ধনবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইব।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪

কিঞ্চ অসাবিতি। অসৌ বলবান্ শত্রুর্ম্ময়া হতো নিপাতিতঃ, অপরানপি মম শত্রূন্ হনিষ্যে। অহম্ ঈশ্বরোঽদ্বিতীয়ঃ, মত্তুল্যঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ, অহং ভোগী সর্ব্বপ্রকারেণ, সিদ্ধঃ কৃতার্থোঽহং, বলবান্ ধনজনাদিশক্তিসম্পন্নঃ, সুখী চ অহমেব।

অর্থ।—ঐ বলবান্ শত্রুকে আমি নিহত করিয়াছি, অন্য যে সকল আমার শত্রু আছে, তাহাদিগকেও আমি বিনাশ করিব। আমি ঈশ্বর অর্থাৎ আমার সমকক্ষ আর কেহ নাই, আমি উৎকৃষ্ট ভোগপরায়ণ, আমি সিদ্ধ অর্থাৎ কৃতকৃত্য, আমি ধনজনাদি প্রভূত শক্তিসম্পন্ন ও সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তা কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ১৬

আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিভিঃ সম্পন্নোঽহমস্মি, অভিজনবান্ কুলীনোঽহমস্মি,

অন্যঃ কোঽস্তি ময়া সদৃশঃ কূলীনঃ? অহং যক্ষ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানেন অপরান্ সর্ব্বান্ অতিক্রম্য তিষ্ঠামি, দাস্যামি ধনম্ অনুবর্ত্তিভ্যঃ, মোদিষ্যে আনন্দং প্রাপ্স্যামি, ইত্যেবম্ অজ্ঞানেন প্রকৃতিকার্য্যেণাহংকারেণ বিমোহিতা অহং কর্ত্তা ভোক্তেতি মোহং প্রাপিতাঃ, অতএব অনেকেষু উক্তপ্রকারেষু মনোরথেষু প্রসক্তং চিত্তমনেকচিত্তং, তেন বিভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ, মোহজালসমাবৃতাঃ মোহঃ প্রকৃতিপ্রকাশে অহঙ্কারে আত্মবুদ্ধিঃ স এব জালং, তেন সমাবৃতাঃ অনুপ্রবিষ্টত্বাৎ মৎস্যা ইব জালমধ্যগতাঃ, কামভোগেষু অভিলষিতবিষয়োপভোগেষু প্রসক্তা নিবিষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ অশুচৌ অপবিত্রে নরকে পতন্তি।

অর্থ।—আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার তুল্য অন্য আর কে আছে? আমি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, দান করিব এবং আনন্দলাভ করিব, অজ্ঞান বা প্রকৃতির প্রকাশ অহঙ্কার কর্ত্তৃক কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ এবংবিধ মোহপ্রাপ্ত, অতএব নানা কাম্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত, অহঙ্কাররূপ মোহজালদ্বারা সমাবৃত এবং কাম্য বিষয়ভোগে অত্যন্ত আসক্ত এই সকল অসুরস্বভাবসম্পন্ন লোকেরা অপবিত্র নরকে নিপতিত হইয়া থাকে।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭

আত্মেতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ, আত্মনৈব—নতু সজ্জনৈঃ সম্ভাবিতাঃ শ্রেষ্ঠত্বং গতাঃ, স্বয়মেব স্বস্য শ্রেষ্ঠত্বখ্যাপনপরায়ণা ইত্যর্থঃ, অতএব স্তব্ধা অবিনীতস্বভাবাঃ, ধনমানমদান্বিতাঃ ধনোদ্ভূতো যো মানো মদশ্চ, তাভ্যাং অন্বিতাস্তে নামযজ্ঞৈঃ স্বস্য নামমাত্রপ্রখ্যাপনার্থং যে যজ্ঞাঃ তৈর্যজন্তে, তত্র তেষাং কীদৃশো ভাব ইত্যাহ দম্ভেন—নতু শ্রদ্ধাযুক্তেন মনসা, অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা স্যাত্তথা।

অর্থ।—সেই সকল লোক নিজেকে নিজেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারা কাহারও নিকট বিনীত হয় না। ধনসম্ভূত মান ও মদে প্রমত্ত হইয়া তাহারা দম্ভ সহকারে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজ নিজ নামপ্রসিদ্ধির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করে। স্বীয় নামপ্রসিদ্ধি অথবা যজ্ঞের জন্যই যজ্ঞানুষ্ঠান, ইহা অবিধি এবং ভগবৎপ্রীতির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানই বিধি।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮

অপরঞ্চ অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদিক্রোধান্তান্ আসুরস্বভাবোদ্ভবান্ দোষান্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মদেহে পরদেহেষু চ মাম্ ঈশ্বরং প্রদ্বিষন্তঃ প্রকর্ষেণ দ্বেষং কুর্ব্বন্তস্তে অভ্যসূয়কাঃ সদ্বর্ত্মাবলম্বিনাং গুণেষু দোষারোপকা ভবন্তি। অহঙ্কারাদ্যাশ্রয়েণ হৃদয়স্থস্য ভগবত উল্লঙ্ঘনং ভবতি, তদেবাত্র প্রদ্বেষ ইত্যুক্তং।

অর্থ।—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়া, এই সকল আশ্রয় করিয়া, নিজদেহে ও পরদেহে হৃদয়দেশে অবস্থিত আমাকে তাহারা দ্বেষ করিয়া থাকে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯

তানিতি। সংসারেষু জন্মমরণপ্রবাহেষু তান্ সর্ব্বান্ নরাধমান্, দ্বিষতশ্চ মাং, ক্রূরান্ ক্রূরবুদ্ধীন্, অশুভান্ অশুভকর্ম্মকারিণঃ অহমীশ্বরঃ অজস্রং নিরন্তরং আসুরীষ্বেব যোনিষু ক্ষিপামি, তেষাং কর্ম্মানুরূপং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ।

অর্থ।—সেই সকল দ্বেষপরায়ণ, ক্রূরস্বভাব, অশুভ কর্ম্মকারী, নরাধম ব্যক্তিদিগকে এই সংসারপ্রবাহমধ্যে আমি অনবরত আসুর যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি। কারণ, তাহাই তাহাদিগের কর্ম্মানুরূপ ক্ষেত্র।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০

আসুরীমিতি। হে কৌন্তেয়! তে মূঢ়া জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ, তাসু তাসু যোনিষু মাম্ ঈশ্বরম্ অপ্রাপ্যৈব তত আসুর্য্যা যোনেরপ্যধমাং গতিং নিকৃষ্টজীবরূপাং যান্তি।

অর্থ।—হে কৌন্তেয়! সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা প্রতি জন্মেই আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া, আমাকে তাহারা পায় না এবং আমাকে না পাইয়াই তাহা অপেক্ষাও অধম গতি তাহারা লাভ করে অর্থাৎ অধস্তন জীবরূপে উৎপন্ন হয়।

এই শ্লোকটিতে ভগবান্ আসুরী যোনিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পর পর অধোগতির কথাই বর্ণনা করিলেন। কি প্রকারে তাহারা উহা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। ইহা হইতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, এইরূপ জীবগণ কোন কালেই উদ্ধার লাভ করিবে না বা ইহাদের উদ্ধারের আর কোনই উপায় নাই? না, তাহা নহে। আলোচ্য অধ্যায়ে কর্ম্মের উভয়মুখী গতির সীমা প্রদর্শনই ভগবানের উদ্দেশ্য। সেই জন্য আসুরী সম্পৎ আশ্রয় করিয়া কত দূর পর্য্যন্ত অধোগতি জীব প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাই এখানে দেখাইলেন। কি প্রকারে উহারা উদ্ধার লাভ করিবে, তাহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিবেন।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১

সর্ব্বাসুরীসম্পন্মূলভূতং দোষত্রয়মুক্ত্বা, অধুনা তস্য বর্জ্জনীয়ত্বমাহ ত্রিবিধমিতি। নরকস্য ইদং ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারং প্রবেশদ্বারং ভবতি, যৎ দ্বারম্ আত্মনো নাশনং নীচ-যোনিপ্রাপকমুচ্যতে, যস্মিন্ প্রবিষ্টো ভগবদুপাসনাসমর্থো ন ভবতি, ন চ বা কস্মৈচিৎ

শুভায় কর্ম্মণে, অত আত্মনো নাশনমেব। কিং তৎ? কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ, যস্মাদাত্মনো নাশনং, তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ।

অর্থ।—কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটি বৃত্তি নরকপ্রবেশের দ্বারস্বরূপ এবং আত্মা ইহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ নীচ হইতে নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে প্রবিষ্ট হইলে ভগবদুপাসনা বা অপর কোন শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২

কামাদিত্যাগফলমাহ এতৈরিতি। হে কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্তমসো নরকস্য দ্বারৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামক্রোধলোভৈর্ব্বিমুক্তো নর আত্মনঃ স্বস্য শ্রেয়ো ভগবদুপাসনাদি-রূপম্ আচরতি, ততশ্চ শ্রেয়ঃসাধনতঃ ক্রমশঃ পরাং গতিং মোক্ষং যাতি।

অর্থ।—হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বারস্বরূপ এই ত্রিবিধ দোষ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভকে যে পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ভগবদুপাসনারূপ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ সে পরা গতি বা মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

বিনা হি জ্ঞানসহকৃতকর্ম্মানুষ্ঠানৈঃ কামাদীনাং ত্যাগো ন সম্ভবতি, কর্ম্মানুষ্ঠানো-পায়শ্চ তথাবিধো বেদশাস্ত্রেভ্য এবাবগম্যতে, ন অন্যেভ্যঃ, অত উচ্যতে যো জনঃ শাস্ত্রবিধিং বেদবিধিং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াদেশম্ ইত্যর্থঃ, তস্যৈব বেদার্থপরত্বাৎ—উৎসৃজ্য পরিহায় কামচারতো যথাভিলষিতং বর্ত্ততে অনুতিষ্ঠতি, স সর্ব্বাসুরীসম্পন্মূলভূতান্ কামাদীন্ ত্যক্তুং নার্হতি, ততঃ কারণাৎ দৈবীসম্পল্লভ্যাং সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি, ন সুখং পরতত্ত্বাবগমরূপং প্রাপ্নোতি, ন পরাং গতিং ব্রহ্মস্বরূপতাং বা প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি যথেচ্ছভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, ইহ লোকে সুখ বা পরলোকে শ্রেষ্ঠ গতিও সে প্রাপ্ত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মবিজ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে ভগবান্ সেই কর্ম্মের উভয়মুখা গতিস্বরূপ দৈবী এবং আসুরী, এই দ্বিবিধ সম্পদ্ বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং দৈবী সম্পদ্ মানুষকে মুক্তির দিকে লইয়া যায় ও আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের পর বন্ধন রচনা করে, ইহাও বলিয়াছেন। ব্রহ্মকর্ম্মযজ্ঞময় এই বিপুল বিশ্বে কর্ম্ম না করিয়া কাহারও থাকিবার উপায় নাই। তবে সেই কর্ম্ম দৈব ও আসুর, দুই ভাবে করা যাইতে পারে। কর্ম্মকে জড় বিষয়াভিমুখে জড়জ্ঞানসমাচ্ছন্ন হইয়া প্রবাহিত করিলে, তাহা হয়

আসুর এবং জগৎকে পরমাত্মশরীর বা তাঁহার শক্তিস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, পরমাত্মকর্ম্ম-বোধে পরমাত্মাভিমুখে পরিচালিত করিলে তাহা হয় দৈব—একই কর্ম্মপ্রবাহের ইহা উভয় দিক্ মাত্র। এই উভয় গতির ফলতারতম্য বর্ত্তমান অধ্যায়ে ভগবান্ বিশেষভাবে বিবৃত করিয়া, পরিশেষে বলিলেন যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সিদ্ধি, সুখ ও পরা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাস্ত্র বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহাতে পরমাত্মলাভ উদ্দেশ্যে কর্ম্মপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদই কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ-বিধির আদি উপদেষ্টা, অন্যান্য শাস্ত্র বেদমূলক। সুতরাং পরমাত্মলাভ উদ্দেশ্যে কর্ম্মনিয়ন্ত্রণেচ্ছুর পক্ষে বেদের সার উপদেশ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ই অবলম্বনীয়। ঈশ্বরজ্ঞান হইতে কর্ম্ম বিযুক্ত হইলেই সেই কর্ম্ম আসুর বা বৈষয়িক হইতে বাধ্য এবং ঈশ্বরজ্ঞানের সহিত যুক্ত হইলেই তাহা দৈব আখ্যায় অভিহিত হয়। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে যুক্ত করিয়া যিনি কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার ত্রিবিধ রূপ যে সিদ্ধি, সুখ ও পরা গতি, ক্রমশঃ তাহা তিনি লাভ করিয়া থাকেন। সুখ অর্থে এখানে আত্মতত্ত্ব ; কেন না, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং।" সিদ্ধি অর্থে ঈশ্বরানুগ্রহ-লব্ধ ঐশী শক্তিসম্পন্নতা ও আত্মার অসঙ্গ অক্ষরত্বে অধিকার এবং পরা গতি অর্থে ব্রহ্ম-ভূত হওয়া। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়কারী আত্মতত্ত্বের এই ত্রিবিধ রূপের সাক্ষাৎকার পর পর লাভ করিয়া থাকেন। আর শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত ঈশ্বরজ্ঞানকে সংযুক্ত না করিয়া, যথেচ্ছভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলেও জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সহিত অসংযুক্ততানিবন্ধন তাহা আসুর কর্ম্মপদবাচ্য এবং অশাস্ত্রীয়রূপেই পরিগণিত। এরূপ কর্ম্মদ্বারা সমস্ত আসুরী সম্পদের মূলীভূত কাম ক্রোধাদি পরিত্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং দৈবীসম্পন্মাত্রলভ্য সিদ্ধি, সুখ ও পরাগতি নামক আত্মার ত্রিবিধ রূপও অজ্ঞাত থাকে। তাই ভগবান্ বলিলেন,—এরূপ কর্ম্মী পুরুষ সুখ, সিদ্ধি ও পরা গতিরূপ যে আত্মতত্ত্বের ত্রিবিধ মূর্ত্তি, তাহা লাভ করিতে পারে না।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

যস্মাচ্চ যথেষ্টকারিণঃ সিদ্ধিং সুখং, পরাং গতিং নাপ্নুবন্তি, তস্মাৎ তে তব শাস্ত্রং প্রমাণং, কুত্র? কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ—ইদং ময়া কর্ত্তব্যং ন বা, ইদং ময়া অকর্ত্তব্যং ন বেতি ব্যবস্থায়াং। অত ইহ ব্রহ্মযজ্ঞকর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তমানঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং যৎ কর্ম্ম, তৎ কর্ত্তুমর্হসি, কথংপ্রকারেণ? জ্ঞাত্বা—ইদং মৎকৃতং কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মৈবেতি পরিজ্ঞায়। তেনৈব সিদ্ধিং সুখং পরাং গতিং প্রাপ্স্যসি, নান্যথেত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিনির্ণয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং এই কর্ম্মভূমিতে শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্মেরই তুমি অনুষ্ঠান কর। কিন্তু জ্ঞাত্বা—জানিয়া, অর্থাৎ এই সকল ব্রহ্মকর্ম্মই, এইরূপ জ্ঞান করিয়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্যে"তি ভগবদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা, স্বভাবদুর্ব্বলানাং মনুষ্যাণাং শাস্ত্রবিধিপ্রতিপালনে অসামর্থ্যং স্মরন্, তৎপরিত্যাগেন শ্রদ্ধামাত্রসহায়তো যজনশীলানাং কা নিষ্ঠেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্ অর্জ্জুন উবাচ—হে কৃষ্ণ! যে জনাঃ শাস্ত্রবিধিং বেদোপদিষ্টং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়রূপম্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা, সামর্থ্যাভাবাৎ কর্ম্মাণি জ্ঞানসংযুক্তানি নিষ্পাদয়িতুম্ অশক্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ, কেবলয়া শ্রদ্ধয়া অন্বিতা যুক্তাঃ সন্তো যজন্তে কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, তেষাং জনানাং নিষ্ঠা স্থিতিঃ কা? কিং সত্ত্বং, কিমাহো রজঃ, অথবা তম ইতি তেষাং সা যজনপ্রবৃত্তিঃ সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী বেতি অর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া, শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার? সাত্ত্বিকী, রাজসী, অথবা তামসী?

যৌগিক অর্থ।—বহ্নি, সূর্য্য, সোমে বা রজে, সত্ত্বে, তমে পরমাত্মা আপন মহিমাকে বিস্তৃত করিয়া, কি ভাবে তাহারই মধ্যে অক্ষর ও ক্ষররূপে সম্বন্ধময় হইয়া অধিষ্ঠিত থাকিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডযজ্ঞরূপ কর্ম্মময় হইয়া রহিয়াছেন, তাহা বলিয়া, সেই কর্ম্মক্ষেত্রে দৈবাসুররূপ যে দুই বিভাগ ফুটিয়া উঠে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কর্ম্ম-বিজ্ঞান, কর্ম্মক্ষেত্রে দুইটি বিভাগ রচিত করে—দৈব ও আসুর—অমৃতমুখী ও মর্ত্ত্যমুখী; কর্ম্মের গতি এই সংসারে দুই ভাবে স্বতঃসিদ্ধরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কর্ম্মকে শাস্ত্রবিহিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত না করিলেই হয় আসুরিক কর্ম্ম এবং শাস্ত্রবিহিত ভাবে সম্পাদন করিলেই হয় দৈব কর্ম্ম। ভগবদনুশাসনে এ কর্ম্মময় ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, এই তত্ত্বে দৃষ্টি রাখিয়া যে বিধান-সকল রচিত হয়, তাহাই শাস্ত্রবিধান। শাস্ত্র অর্থে ভগবদ্‌বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত অনুশাসন। পরমাত্মলাভ উদ্দেশ্যে কর্ম্মনিয়ন্ত্রণের বিধান যাহাতে থাকে, তাহাই প্রধান শাস্ত্র। সেই জন্য বিজ্ঞানময় বিধান অনুশাসনে কর্ম্ম সম্পাদন করা ও না করা, ইহাই পূর্ব্বোক্ত দৈব ও আসুর শ্রেণীদ্বয় রচনা করে।

স্বভাবদুর্ব্বল মনুষ্য সতত যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় লইতে উন্মুখ। কর্ত্তৃত্বাভিমানই

জীবত্ব ; সেই কর্ত্তৃত্বজ্ঞান যথেচ্ছভাবে আপনাকে আড়ম্বরময় করিয়া তুলিতে জীবকে যথেচ্ছাচারপ্রবণ করিয়া তোলে। অজ্ঞান, কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীবের সেই দৌর্ব্বল্য স্মরণ করিয়া, অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন,—শাস্ত্রবিধি না মানিয়া, যদি শ্রদ্ধাময় হইয়া কেহ ভগবদুপাসনা করে, তবে তাহার নিষ্ঠা কোন্ গুণীয় ? অর্থাৎ কলির দৌর্ব্বল্যময় ভক্তিবাদ তখন যেন অর্জ্জুনের চক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শাস্ত্রাদি এত বুঝি না—প্রাণ দিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেই তিনি অবশ্য করুণা করিবেন, দৌর্ব্বল্যপ্রসূত এই যে ভাবটি, এই ভাবটির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে অনুসন্ধিৎসু অর্জ্জুন যেন কলির জীবের প্রতিনিধিরূপে এই প্রশ্নটি তুলিলেন। এ প্রশ্নটির মর্ম্ম এই যে, যদি আমি শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্‌কে ডাকি, যদি শাস্ত্রবিধান মানিতে না পারি, তাহাতে কি ভগবান্ প্রীত হইবেন না ? এইরূপ ভাব লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণও জীব সহজেই করিয়া ফেলে। এই দৌর্ব্বল্যকে যথার্থ ভগবৎশ্রদ্ধা মনে করা অজ্ঞ জীবের প্রকৃতিগত। ইহা দুর্ব্বল ভগবন্নিষ্ঠা হইতে জাত। তাহাদের সেই নিষ্ঠা কোন্ গুণীয়, ইহাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন। কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝিতে হইলে ও শ্রদ্ধার গতি অনুধাবন করিতে হইলে, নিষ্ঠা দেখিয়া তাহা বিচার করিতে হয়। কেন না, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা জাত হয় এবং যেরূপ কর্ম্মে রত থাকে, নিষ্ঠা যে তজ্জাতীয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কর্ম্ম দেখিয়া নিষ্ঠা এবং নিষ্ঠা দেখিয়া শ্রদ্ধা বিবেচ্য। ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই ভাবে শ্রদ্ধাবিজ্ঞান বুঝাইয়া উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩

তত্র শ্রীভগবান্ প্রতিবচনমুবাচ ত্রিবিধেতি। ত্রিবিধা ত্রিঃপ্রকারা শ্রদ্ধা ভবতি, সাত্ত্বিকী সত্ত্বগুণপ্রধানা, রাজসী রজোগুণপ্রধানা, তামসী তমোগুণপ্রধানা চেতি, দেহিনাং মনুষ্যাণাং সা ত্রিবিধা শ্রদ্ধা স্বভাবজা, স্বভাবঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারঃ, তস্মাজ্জায়ত ইতি স্বভাবজা, মনুষ্যাণাং স্বভাবভেদেন শ্রদ্ধায়াস্ত্রিধা ভেদো ভবতীতি তাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং ময়া কথ্যমানাং শৃণু। সত্ত্বানুরূপেতি। হে ভারত, সর্ব্বস্য জনস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি, সত্ত্বং সংস্কারাবচ্ছিন্নান্তঃকরণং, তদনুরূপা শ্রদ্ধা সংস্কারতারতম্যেন ভবতীতি। তদেবাহ অয়ং কর্ম্মী পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাসদৃশঃ, অতএব যো যচ্ছ্রদ্ধঃ, যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব সঃ, তাদৃশশ্রদ্ধানুরূপ এব স জনো ভবতীতি। অতঃ সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বগুণপ্রধানা, রাজসস্য রজঃপ্রধানা, তামসস্য তমঃপ্রধানা শ্রদ্ধেতি। অন্তঃকরণস্য গুণানুরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সমর্থানাং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধেতি তদ্বচনমনর্থকমেবেতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভগবান্ বলিলেন, দেহিগণের স্বভাবোৎপন্ন শ্রদ্ধা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী; তাহা বলিতেছি, শোন। সমস্ত মনুষ্যেরই সংস্কারানুরূপ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্মী পুরুষ শ্রদ্ধার অনুরূপই হইয়া থাকে। কেন না, যে যেরূপ শ্রদ্ধাবান্, সে সেইরূপই—অন্য প্রকার কখন হয় না।

যৌগিক অর্থ।—বৎস, শ্রদ্ধা বলিয়া এক কথায় সমস্ত বিজ্ঞানটি আবৃত করিয়া দিতে সচেষ্ট হইও না। শ্রদ্ধা কি, তাহা আগে জান। শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। "শ্রৎ—সত্ত্বং সত্যং বা ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা।" কোন বিষয়ে সত্যবোধ হইলে, সেই বিষয়কে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে চিত্তের যে অংশটি বিজড়িত থাকে, তাহার যে শ্রী, তাহাই তদ্বিষয়ক শ্রদ্ধা। চিত্তের যে অংশটি সত্ত্বগুণরূপে সত্যকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাই শ্রদ্ধা। সত্য কাহাকে বলে? আমার ব্যবহারময় জীবন ও মরণেরও মূলস্বরূপে যাঁহাকে বরণ করা হয়, তিনিই আমার একান্ত সত্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্মমরণের মূলস্বরূপে যিনি অবস্থিত, সেই পরমাত্মাই পরম সত্য। সেই জন্য 'সত্যং' এই নামে তিনি গৃহীত। আমার জীবন ও মরণেরও অতীত এবং আমার জীবন ও মরণের মূলরূপে—আদিরূপে যিনি অবস্থিত, তিনিই আমার সত্য ভগবান্। বিষয়-ব্যবহার সম্বন্ধেও সেই জন্য যে বিষয়কে কেন্দ্ররূপে অবলম্বন করিয়া, তদ্বিষয়ক ব্যবহার-গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই বিষয়টি সে ব্যবহারগুলির সত্য কেন্দ্র। এইরূপ সত্যবোধ জাত হইলেই সেই বিষয়টিতে আমার চিত্তের সত্ত্বগুণ নিষ্ঠারূপে সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করে, সেই সত্যরূপে গৃহীত বিষয়টিকে প্রকাশময় করিয়া রাখে। সেই সত্যাশ্রয়ী সত্ত্ব-গুণের সে শ্রী, যে ভাবে আমাতে অনুভূত হয়, তাহাই শ্রদ্ধা। কিন্তু তাহা সত্ত্ব বা সংস্কারের অনুরূপা। তাই ভগবান্ বলিলেন, সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা—সকলের শ্রদ্ধাই সংস্কারানুরূপা। পুরুষ শ্রদ্ধাময়; শ্রদ্ধা লইয়াই পুরুষ ব্যবহারময় হয়। কি ভগবানে, কি জাগতিক বিষয়ে, যার যাহাতে শ্রদ্ধা এবং যার যেমন শ্রদ্ধা, সে পুরুষ সেইরূপই। শ্রদ্ধাই কর্ম্মময় পুরুষের পরিচয়। সাত্ত্বিক পুরুষের শ্রদ্ধা সত্ত্বপ্রধান, রাজসিক পুরুষের শ্রদ্ধা রজোভাবপ্রধান এবং তামসিক পুরুষের শ্রদ্ধা তামসী।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

শ্রদ্ধাভেদেনোপাসনভেদমাহ যজন্তে ইতি। সাত্ত্বিকাঃ পুরুষাঃ, সত্ত্বোৎকর্ষেণ যেষাং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ভবতি, হৃৎপ্রকাশসম্পন্নাস্তে দেবান্ সপ্রকাশস্বরূপান্ যজন্তে আরাধয়ন্তি। রাজসা রজস উৎকর্ষেণ রাজসী শ্রদ্ধা যেষাং, তে যক্ষরক্ষাংসি যজন্তে, যক্ষো নাম ধনাদিসম্পৎপ্রদো দেবযোনিবিশেষঃ, রক্ষস্তু নির্ঋতাদিঃ। এতেন সঞ্চয়রক্ষণাত্মিকা যেষামুপাসনা ভবতি, তেঽপি যক্ষরক্ষোযাজকা উচ্যন্তে। অন্যে তামসা জনাঃ, যে চ তমোবাহুল্যাৎ তামসশ্রদ্ধালবস্তে প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। প্রেতো নাম লোকান্ত-

রোপপন্নস্বজনাদিঃ, তান্ প্রতি শোকাদিপ্রকাশেন ব্রহ্মণ্যদেববোধবিহীনশ্রাদ্ধাদিনা চ তামসা জনাঃ তানেব যজন্তে। ভূতো নাম জড়বর্গঃ, তামসা জনাস্তেষু বিমুগ্ধাঃ সন্তঃ সর্ব্বপ্রকারেণ তানেব যজন্তে, নতু চেতনে আত্মনি তেষাং শ্রদ্ধা ভবতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সাত্ত্বিক জীব দেবতাদের উপাসনা করে, রাজসিক পুরুষ যক্ষ ও রক্ষের উপাসনা করে, তামসিক পুরুষেরা ভূত ও প্রেতগণের উপাসনা করে।

যৌগিক অর্থ।—যাহারা স্বভাবতই সাত্ত্বিক পুরুষ, তাহারা হয় দেবপ্রিয়। প্রকাশময় দেবভাব-সকলই তাহারা স্বভাবতঃ আশ্রয় করে এবং তাহাতে শ্রদ্ধাময় হয়। তাহারা হয় হৃদয়প্রকাশসম্পন্ন; জৈব স্বার্থ তাহাদিগকে সংকীর্ণ করিয়া রাখে না; তাহাদের কায়, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বাক্য, সমস্তই প্রকাশতত্ত্বাভিমুখে যুক্ত হইয়া পড়ে। পরম প্রকাশতত্ত্বই ভগবান্ ও দেবতা। সেই জন্য মা বলিলেন, সাত্ত্বিক পুরুষেরা দেবতা যজন করে। রাজসিক পুরুষেরা যক্ষ ও রক্ষের উপাসনা করে। আপনার বিষয়-সকলের সঞ্চয় ও রক্ষা, এই স্বার্থবোধ-প্রাবল্যময় যাহাদিগের সাধনা, তাহারাই যক্ষ-রক্ষের উপাসক। বিষয়-সঞ্চয়রূপ যে ভাব, তাহাই যক্ষভাব। আমি ভগবান্‌কে অধিকার করিতে চাই, এ ভাবও যক্ষভাব। সাত্ত্বিক সাধক ভগবান্‌কে ডাকে ভগবানের জন্য—আপনি লাভবান্ হইব, এরূপ প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নহে। কিন্তু রাজসিক পুরুষেরা ভগবান্‌কে চাহিলেও সে চাওয়ার মাঝে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে—যেন ভগবান্‌কে অধিকার করিয়া, আপনি সফল হইব, বিবৃদ্ধ হইব, এই ভাব; ইহা যক্ষভাব। জৈব কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া ভগবানের যে সাধনা করা হয়, উহা জীবত্বেরই সাধনা—ভগবানের সাধনা উহা নহে। তেমনই জীবভাবের সংরক্ষণ অন্বেষণযুক্ত যে ভগবৎসাধনা, তাহাও রক্ষের সাধনা,—ভগবৎসাধনা নহে। রক্ষাকর্ত্তা ভাবে দেখিয়া, জীবত্বের রক্ষা মূলতঃ লক্ষ্যে রাখিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেও রক্ষেরই সাধনা হয়—পরমাত্মার হয় না। রাজসিক পুরুষের লক্ষণই স্বার্থলক্ষ্যময়তা—স্বার্থ পোষণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ। সুতরাং সে পুরুষ ভগবান্‌কে ডাকিলেও সে সাধনার অন্তর্নিহিত থাকে এই যক্ষরক্ষভাব; ইহা প্রত্যেকেই একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাই মা বলিলেন, রাজসিক পুরুষ যক্ষরক্ষের উপাসক হয়। তামসিক পুরুষ ভূতপ্রেতের উপাসক হয়। জড় ভৌতিক বিষয়ে সংমূঢ়চিত্ত থাকাই ভূতোপাসনা। স্থূল শরীরের সেবা ভূতোপাসনার অন্তর্গত। শরীর সুস্থ থাকিবে, শরীরে যোগশক্তি সঞ্চারিত হইবে, এই জাতীয় সাধনাও ভূতোপাসনা। প্রেত উপাসনা বলিতে মৃতের উপাসনা। আত্মীয়বিয়োগে শোকময় হইয়া থাকা প্রেতোপাসনা। মৃতের জন্য শোকপ্রকাশ প্রেতোপাসনা। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যদি ব্রহ্মণ্যদেবতাবোধশূন্য হইয়া কৃত হয়, তবে উহাও প্রেতোপাসনা। পিতৃলোকজ্ঞানশূন্য হইয়া মাত্র মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধাদি প্রেতোপাসনাই হয়। ইহাই তামসিক পুরুষের লক্ষণ। ইহা-

দিগকেও স্বার্থপর বলা যায় ; কিন্তু ইহারা স্বার্থ সম্বর্দ্ধনে তত যত্নশীল নহে, স্বার্থে মগ্ন থাকাই ইহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এবং ইহারা ভগবদুপাসক হইলে শুধু আপনাদিগের রোগ, শোক ও দারিদ্র্যাদিময় দুর্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তৎপ্রতিকারেরই অন্বেষী প্রধানতঃ থাকে। ইহাই হইল ভূতপ্রেত উপাসনা। সাত্ত্বিক সাধক কখনও অন্তরে অন্তরে ভগবান্‌কে শ্রদ্ধা করিয়া স্বার্থময় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। তাহারা তাহাদিগের ইন্দ্রিয়াদি করণকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, স্থূল কর্ম্মও তাঁহার জন্য সম্পাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য শাস্ত্রবিধি অনুধাবন করাই তাহা-দিগের স্বভাবগতি। সাধারণতঃ কোন কাজ সম্পাদন করিতে হইলে, আমরা যেমন সেই কার্য্যে যাহারা অভিজ্ঞ, তাহাদিগের অনুসরণ করি, কাহাকেও কোন তৃপ্তি দিতে হইলে যেমন সে কিসে তৃপ্ত, তাহা জানিয়া তদনুরূপে তাহাকে তৃপ্তি দিতে সচেষ্ট হই, তেমনই সাত্ত্বিক পুরুষ ভগবান্‌কে ডাকিতে গেলেও অভিজ্ঞ শাস্ত্রেরই অনুসরণ করে ; শ্রদ্ধা হইলেই যথেচ্ছভাবে করে না, করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

আসুরাণাম্ উপাসনপ্রকারমাহ অশাস্ত্রেতি। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা দম্ভেন অহঙ্কারেণ চ যুক্তাঃ, কামরাগবলান্বিতাঃ কামরাগয়োঃ সামর্থ্যেন সমন্বিতাঃ, অচেতসো বিবেকবিহীনা যে জনাঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ উপবাসাদিনা তথা মাং চৈবাত্মানম্ অন্তঃশরীরস্থম্ অহঙ্কারাদিনা কর্শয়ন্তঃ কৃশং ক্ষীণং কুর্ব্বন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং শাস্ত্রাদেশবিপরীতং জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বিহীনং ঘোরম্ আত্মনঃ পরস্য চ পীড়াজনকং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি, তান্ আসুর-নিশ্চয়ান্ আসুরঃ ক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং, তথাবিধান্ বিদ্ধি।

ব্যাবহারিক অর্থ। আমিই করিতেছি, এইরূপ দম্ভ ও অহঙ্কার সহকারে কামনা ও আসক্তিতে মুগ্ধ হইয়া, অশাস্ত্রবিহিতভাবে যাহারা উৎকট প্রচেষ্টাময় সাধনা করে, অজ্ঞানতাবশতঃ শরীরস্থ ভূত ও অন্তঃশরীরস্থ আত্মাকে বা আমাকে যাহারা কর্শন করে, তাহাদিগকে অসুরপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

যৌগিক অর্থ।—এইবার স্পষ্ট করিয়া অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। অশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম স্বভাবতঃ কাম, রাগ ও অহঙ্কারপ্রসূত। কোন বিষয়ে কামনা জাগিলে ও তাহাতে আসক্তি বা অনুরক্তি প্রবাহিত হইলে স্বভাবতই জীব ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে। সেই অধীরতা তাহাকে আর বিধান অনুসরণ করিবার অবসর দেয় না। মনে হয়, এই মুহূর্ত্তেই সেই কাম্য বিষয় অধিকারগত করিয়া ফেলি। ভগবান্‌কে ডাকিতে গেলেও তাহাতেও এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমি যে কর্ত্তা নহি, এ কথা আসক্ত

পুরুষের স্মরণে প্রায়শঃ থাকে না ; সুতরাং অহঙ্কারবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাকে অধৈর্য্য করিয়া তোলে এবং যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়, এ কথা ভুলিয়া, এই দিক্ দিয়া ভগবৎমুখাপেক্ষিতা অন্তরে উদ্‌বুদ্ধ না করিয়া, অভিজ্ঞ শাস্ত্র যে প্রণালীতে তাঁহাতে কর্ম্মময় জীবত্ব, বিহিত কর্ম্মের দ্বারা সমর্পণ করিতে ও সেই সমর্পণের সাহায্যে তন্মুখাপেক্ষী হইতে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, শুধু অধীর হইয়া তাঁহার জন্য প্রচেষ্টাময় হইয়া পড়ে। বিজ্ঞান ভুলিয়া শুধু প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা শরীর ও আত্মাকে কর্শিত করা হয় মাত্র ; শরীর জীর্ণ হয়, অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়, একটা হাহাকার, একটা অতৃপ্তি, জীবনে একটা অধ্যাত্ম দাহ রচিত হয়। এইরূপ সাধনা আসুরীনিষ্ঠাজাত। রাজস ও তামস ভাবই আসুর ভাব। এই ভাবের সাধনাই চারি ধারে পরিদৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ এই অন্ধকারের যুগে।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭

ন কেবলং মনুষ্যাণাং শ্রদ্ধাভেদেন যজনভেদঃ স্যাৎ, অপিতু আহারাদীনামপি ভেদো ভবতীতি গুণানুরূপভক্ষ্যাদিপ্রিয়ত্বং প্রদর্শয়িতুমাহ আহারস্ত্বপীতি। সর্ব্বস্যাপি মনুষ্যস্য আহারোঽন্নাদিঃ গুণভেদেন ত্রিবিধঃ প্রিয় ইষ্টো ভবতি, তথা যজ্ঞস্তপো দানঞ্চ ত্রিবিধং প্রিয়ং ভবতি। তেষাম্ আহারাদীনাম্ ইমং বক্ষ্যমাণং ভেদং শৃণু।

অর্থ।—সত্ত্বাদি গুণভেদে মনুষ্যগণের আহারও তিন প্রকার হইয়া থাকে। যাহাতে যে গুণের প্রাবল্য, তদনুরূপ খাদ্যই তাহার প্রিয় হয়। কেবল আহারই নহে—যজ্ঞ, তপস্যা ও দান, এ সকলও গুণভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। তাহাদের ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮

তত্র সাত্ত্বিকপ্রিয়া আহারা উচ্যন্তে আয়ুরিতি। আয়ুর্জ্জীবনং, সত্ত্বম্ উৎসাহঃ, বলং সামর্থ্যং, আরোগ্যং রোগহীনতা, সুখং চিত্তপ্রসন্নতা, প্রীতিস্তৃপ্তিঃ, এতেষাং বিশেষেণ বর্দ্ধনং কুর্ব্বন্তি যে তে আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ, তথা রস্যা রসযুক্তাঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ, স্থিরাঃ শরীরে সূক্ষ্মাংশেন দীর্ঘকালস্থায়িনঃ, হৃদ্যা দর্শনাদেব হৃদয়প্রিয়াঃ, এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়া ভবন্তি।

অর্থ।—যে সকল বস্তু আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তের প্রসন্নতা ও তৃপ্তি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করে এবং যাহা সরস, স্নেহপদার্থযুক্ত, শরীরের স্থায়ী উপকারক ও দর্শনমাত্রে হৃদয়ে সন্তোষ জন্মে, এইরূপ আহারই সাত্ত্বিকপ্রিয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯

রাজসানাং প্রিয়ম্ আহারম্ আহ কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বেষু যোজনীয়ঃ। তেন অতিকটুরত্যম্লোঽতিলবণঃ, অত্যুষ্ণোঽতিতীক্ষ্ণঃ, অতিরুক্ষোঽতিবিদাহী, এবম্বিধা আহারা রাজসস্য পুরুষস্য ইষ্টাঃ প্রীতিকরা ভবন্তি। তথাবিধাশ্চ আহারা ভোজনকালে দুঃখং, পরিপাককালে শোকং দৌর্ম্মনস্যরূপং, পশ্চাচ্চ আময়ং রোগং প্রযচ্ছন্তি, অত আহ দুঃখশোকাময়প্রদা ইতি।

অর্থ।—অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অত্যন্ত লবণযুক্ত, অতিমাত্রায় উষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ এবং অত্যন্ত বিদাহী, এইরূপ আহার রাজসিক ব্যক্তির প্রিয়। উহা ভোজনকালে দুঃখ, পরিপাককালে শোক বা দুর্ম্মনস্কতা এবং পরিণামে রোগপ্রদ হইয়া থাকে।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

তামসানাং প্রীতিকরম্ আহারমাহ যাতযামমিতি। যাতযামং রন্ধনকালাৎ প্রহরাতীতং, তেন হি শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্তম্ ইত্যর্থঃ, অতএব গতরসং স্বাদবিহীনং, পূতি দুর্গন্ধযুক্তং. যচ্চ পর্য্যুষিতং অন্যেদ্যুঃ পক্বং, উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টং, অমেধ্যম্ অপবিত্রম্, ঈদৃশং ভোজনং ভোজ্যং বস্তু তামসপ্রিয়ং।

অর্থ।—যাতযাম অর্থাৎ রন্ধনের পর এক প্রহর কাল অতীত হওয়ায় যে খাদ্য সামগ্রী শীতল হইয়া গিয়াছে, এবং যাহা স্বাদহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, এক বা দুই দিন পূর্ব্বে পক্ব, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট ও অপবিত্র, এইপ্রকার ভোজ্য সামগ্রী তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

অধুনা ত্রিবিধো যজ্ঞ উচ্যতে অফলেতি। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্যৈঃ পুরুষৈঃ যষ্টব্যম্ যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কর্ত্তব্যম্, যথা হি ব্রহ্ম ফলনিরপেক্ষং সৎ বিশ্বযজ্ঞকর্ম্মাণি করোতি, তথৈব ইতি মনঃ সমাধায় ঈশ্বরে একাগ্রং কৃত্বা বিধিদিষ্টঃ শাস্ত্রবিধিবিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ উচ্যতে।

অর্থ।—ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মের বিশ্বযজ্ঞকর্ম্মের অনুকরণে যজ্ঞ অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া, ঈশ্বরে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি-বিহিত যে যজ্ঞানুষ্ঠান, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

অভিসন্ধায়েতি। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ফলম্ অভিসন্ধায় উদ্দিশ্য, দম্ভার্থং স্বমহিম-খ্যাপনার্থম্ অপি চৈব যৎ ইজ্যতে যজ্ঞানুষ্ঠানং ক্রিয়তে, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি।

অর্থ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলকামনা উদ্দেশ্য করিয়া এবং নিজের মহত্ত্ব খ্যাপনের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞকে তুমি রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিও।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং শাস্ত্রাদিষ্টবিধিবিপরীতং, অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যোঽপ্রদত্তান্নং, মন্ত্রহীনং স্বরতো বর্ণতো দেবতাদিমননবর্জ্জিতং, অদক্ষিণং দক্ষিণাবিহীনং, অতএব শ্রদ্ধাবিরহিতং শ্রদ্ধাপরিশূন্যং, এবম্বিধং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি তত্ত্ববিদঃ।

অর্থ।—যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধির বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন প্রদত্ত হয় না, স্বর ও বর্ণসহায়ে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে যজ্ঞে দেবতাদির মনন করা হয় না, এবং ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দেওয়া হয় না, যাহা শ্রদ্ধাবিহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকে তামস যজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

গুণভেদেন তপোভেদপ্রদর্শনার্থং প্রথমমিহ শারীরাদিভেদেন তপসস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে দেবেতি। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞানাং পূজনং, শৌচং পবিত্রতা, আর্জ্জবং সরলতা, ব্রহ্মচর্য্যং বীর্য্যধারণং, অহিংসা প্রাণিপীড়নবর্জ্জনং, এতৎ সর্ব্বং শারীরং শরীরসাধ্যং তপ উচ্যতে।

অর্থ।—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিসমূহের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ এবং অহিংসা, এই সকল শারীরিক অর্থাৎ শরীরসাধ্য তপস্যা নামে অভিহিত।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

বাচিকং তপ উচ্যতে অনুদ্বেগকরমিতি। যৎ বাক্যম্ অনুদ্বেগকরং প্রাণিনামভীতিকরং, সত্যং যথার্থং, প্রিয়ং শ্রোতুঃ সুখকরং, হিতং পরিণামে মঙ্গলপ্রদঞ্চ, তথা স্বাধ্যায়াভ্যসনং যথাবিধি বেদাভ্যাসশ্চৈব, এতৎ সর্ব্বং বাঙ্‌ময়ং বাচা সাধ্যং তপ উচ্যতে।

অর্থ।—যে বাক্য দ্বারা কেহ উদ্বেগ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, যে বাক্য সত্য, শ্রোতার সুখকর এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ, সকলের সহিত সেইরূপ বাক্য দ্বারা ব্যবহারসম্পন্ন হওয়া এবং যথাবিধি বেদাভ্যাস, এই সকলই বাঙ্‌ময় তপস্যা নামে কথিত।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

মানসিকং তপ উচ্যতে মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদো মনসঃ প্রসন্নতা, সৌম্যত্বং সুমনস্কতা, মৌনং বচসামনুচ্চারণং, আত্মবিনিগ্রহো বিষয়েভ্যো মনসঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ মনসি সমুদ্ভূতানাং ভাবানাং শুদ্ধতাপাদনং, ইত্যেতৎ মানসং মনঃসাধ্যং তপ উচ্যতে।

অর্থ।—মনের প্রসন্নতা এবং মানসিক সৌম্য ভাব, বাক্যের সংযম, আত্মবিনিগ্রহ অর্থাৎ বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহরণ এবং ভাবসংশুদ্ধি বা মনঃসমুদ্ভূত ভাবসকলের বিশুদ্ধিতা সম্পাদন, এই সকল মানস তপ অর্থাৎ মনঃসাধ্য তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

শরীরবাঙ্‌মনঃসাধ্যং ত্রিবিধং তপ উক্তম্। অথেদানীং সত্ত্বাদিগুণভেদেন তস্যৈব ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে শ্রদ্ধয়েত্যাদিভিঃ। তৎ পূর্ব্বোক্তং শারীরং বাচিকং মানসমিতি ত্রিবিধং তপঃ, অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ নরৈঃ, পরয়া উৎকৃষ্টয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তম্ অনুষ্ঠিতং সৎ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ধীরাঃ।

অর্থ।—পূর্ব্বে শারীর, বাঙ্‌ময় ও মানস, এই তিন প্রকার তপস্যার কথা বলা হইয়াছে। ফলাকাঙ্ক্ষাপরিশূন্য এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া মানুষ যদি সেই তিন প্রকার তপস্যাই পরম শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাই সাত্ত্বিক তপস্যা বলিয়া কথিত হয়।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ, তেন মানঃ শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাতিঃ লোকপূজাচৈবার্থং প্রয়োজনমস্যেতি সৎকারমানপূজার্থং, দম্ভেন অহঙ্কৃত্যা চৈব যৎ তপঃ ক্রিয়তে, ইহলোকে চলম্ অচিরস্থায়ি অধ্রুবম্ অনিশ্চিতং তৎ তপো রাজসং প্রোক্তং।

অর্থ।—সৎকার অর্থাৎ ইনি অতি উত্তম তপস্বী, এইরূপ লোকপ্রশংসা, এবং তদ্দ্বারা লোকসকলের নিকট হইতে সম্মান ও পূজা লাভের উদ্দেশ্যে যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং যে তপস্যা দম্ভ বা অহঙ্কারসহকারে কৃত হয়, অচিরস্থায়ী এবং অনিশ্চিত সেই তপস্যা রাজস নামে অভিহিত।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণ মূঢ়ঃ শুভাশুভজ্ঞানবিহীনঃ, তস্য গ্রাহ আগ্রহাতিশয়েন

কৃতো নিশ্চয়ঃ, তেন মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেককৃতনিশ্চয়েন, আত্মনঃ শরীরাদেঃ পীড়য়া দুঃখেন, তথা পরস্য উৎসাদনার্থং অভিচারক্রিয়াদিনা অন্যস্য বিনাশার্থং বা যত্তপঃ ক্রিয়তে, তত্তপঃ তামসম্ উদাহৃতং।

অর্থ।—মূঢ়গ্রাহ অর্থাৎ শুভাশুভ নির্ণয়ে অসমর্থ ব্যক্তি, মাত্র স্বীয় আগ্রহবশে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, তাহাই করিতে ইচ্ছুক হইয়া, নিজ শরীরাদিকে পীড়ন-পূর্ব্বক যে তপস্যা করে এবং অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা অপরের বিনাশ সাধনের জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয়, তাহাই তামসিক তপস্যা।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০

অধুনা দানস্য ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে দাতব্যমিতি। দেশে তীর্থক্ষেত্রাদৌ, কালে সংক্রান্ত্যাদিপুণ্যসময়ে, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিস্বধর্ম্মনিষ্ঠায় ব্রাহ্মণায়, অনুপ-কারিণে অকৃতোপকারায়, দাতব্যম্ ইত্যেবং মননং কৃত্বা যৎ দানং দীয়তে, তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং।

অর্থ।—তীর্থাদি পবিত্র দেশে, সংক্রান্ত্যাদি পুণ্যকালে, "আমি দান করিব" এইরূপ মনন করিয়া, যথার্থ পাত্রভূত অর্থাৎ তপঃশ্রুতাদিসম্পন্ন এবং যিনি দাতার কোন উপকার কখনও করেন নাই, এইরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১

যত্ত্বিতি। প্রত্যুপকারার্থম্—অয়ং তু জনঃ কালান্তরে মম প্রত্যুপকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি প্রত্যুপকারপ্রয়োজনায়, ফলং বা পুনঃ স্বর্গাদিকম্ উদ্দিশ্য যত্তু দানং পরিক্লিষ্টং মনঃক্লেশ-সংযুক্তং যথা স্যাত্তথা দীয়তে, তদ্দানং রাজসং স্মৃতং।

অর্থ।—এই ব্যক্তি কালান্তরে আমার প্রত্যুপকার করিবে, এইরূপ প্রত্যুপকার লাভ প্রত্যাশায় এবং ফল কামনা করিয়া, মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহাই রাজস দান।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অদেশেতি। অদেশে অপবিত্রস্থানে, অকালে দাতুর্গ্রহীতুশ্চ অপবিত্রাবস্থায়াং গ্রহণাদিবিশেষরহিতে কালে বা অপাত্রেভ্যো মূর্খচৌরাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, দেশকাল-পাত্রাণাং সদ্ভাবে সত্যপি যৎ দানম্ অসৎকৃতং দেবাদিবুদ্ধ্যা অর্চ্চনাদিসৎকারবিহীনং, অবজ্ঞাতং পাত্রাবমাননাযুক্তং, তৎ দানং তামসম্ উদাহৃতং কথিতম্।

অর্থ।—অপবিত্র স্থানে, অশুচি অবস্থায় বা চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণাদিবিহীন অপুণ্যজনক

কালে দানের অপাত্র মূর্খ তস্করাদি ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, কিংবা যথাযোগ্য দেশ, কাল, পাত্র উপস্থিত হইলেও দানের পাত্রকে অসৎকার অর্থাৎ দেববুদ্ধিতে অর্চ্চনাদি না করিয়া এবং অবজ্ঞা করিয়া যে দান প্রদত্ত হয়, তাহাই তামস দান।

ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

অস্মিন্ গীতাশাস্ত্রে নানাপ্রকারেণ সমুপদিষ্টং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সিদ্ধান্তমনুসৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি যথা নিষ্পাদয়িতুং সমর্থো ভবতি, অধুনা তাদৃশং জ্ঞানমুপদিশতি ওমিতি। ওঁ, তৎ, সৎ, ইতি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনস্ত্রিবিধো নির্দ্দেশো নাম্না উল্লেখঃ স্মৃতঃ। তত্র তাবৎ ব্রহ্মণঃ শক্তিময়ং ব্যক্তম্ অপরোক্ষং স্বরূপং ওমিত্যুচ্যতে "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্ব"-মিতি শ্রুতেঃ। এতস্মিন্ বিজ্ঞাতে সতি ব্রহ্মণি কর্ম্মার্পণমতীব সুকরম্ ভবতি। তনোতেস্তদিতি তৎশব্দেন কূটস্থং বহ্বাত্মমূলভূতং নির্গুণং ব্রহ্মণোঽক্ষরস্বরূপম্ উচ্যতে "তৎ ঐক্ষত একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি শ্রুতেঃ। এতস্মিন্ বিজ্ঞাতে কর্ম্ম কৃত্বাপ্যকর্ত্তা ভবিতুমর্হতি। সচ্ছব্দেন ওঁতৎপুরুষয়োঃ প্রতিষ্ঠাভূতঃ উত্তমঃ পুরুষো-ঽনির্ব্বচনীয়ঃ পরমাত্মা উচ্যতে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী"দিতি শ্রুতেঃ। এতস্মিংস্তু সপ্রকাশস্বরূপে বিশেষপ্রকাশরূপেণ কর্ম্মাণ্যেকান্ততঃ সমুচ্চিতানি ভবন্তি। তেন ওঁতৎসদিতি ব্রহ্মণো রূপত্রয়েণ, পুরা সৃষ্টেঃ প্রথমসময়ে ব্রাহ্মণাঃ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা বিনির্ম্মিতাঃ। তত্র তাবদোঙ্কারেণ ব্রাহ্মণা বিনির্ম্মিতাঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি তেষাং ব্রহ্মজ্ঞত্বাৎ। তৎপুরুষেণ জ্ঞস্বরূপেণ বেদা বিহিতা বেদানাং জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। সৎ-পুরুষেণ পরমাত্মনা যজ্ঞা বিহিতাঃ তস্য চ আত্মানাত্মজ্ঞানশক্তিদ্বয়রূপজ্ঞানযজ্ঞপ্রকাশকত্বাৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই তিনপ্রকার নামোল্লেখ শাস্ত্রে বিখ্যাত। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির প্রথমে ইহা হইতেই ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

যৌগিক অর্থ।—ষোড়শ অধ্যায়ে মা, দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া, কর্ম্ম যে শাস্ত্রবিহিত ভাবে করা উচিত, এ কথা বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্ম একান্ত করণীয় হইলেও কর্ম্ম কোন্ দিক্ দিয়া, কেমন করিয়া, কিরূপ ফল প্রসব করে, সে বিষয়ে সম্যক্ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া শাস্ত্র, বিধিনিষেধসকল ব্যবস্থিত করিয়াছেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম অবলম্বনে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম যথাযথ ফল অবশ্যই প্রদান করে। কেন না, শাস্ত্র অভিজ্ঞদিগেরই উপদেশ। সদুদ্দেশ্য বা ভগবদুদ্দেশ্য বুকে লইয়া কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইলেও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে কর্ম্মের মধ্যে জীবের স্ব স্ব স্বভাবানুগত ভাবটি অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তখন জীবের সে কর্ম্মটি কৃত হইলেও কর্ম্মফলটি আন্তর ভাবানুসারে যথাকাঙ্ক্ষিত ফল প্রসব করে না; কেন না, কর্ম্মফল অনুভূতি অনুসারেই সংঘটিত হয়। প্রকৃত কর্ম্ম অন্তরেই; অন্তরের অনুভূতিই প্রকৃত

কর্ম্ম এবং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় অন্তরেই। আত্মবোধরূপ চিৎতত্ত্বের সহিত তদঙ্গরূপে অনুভূতিরূপ কর্ম্ম অথবা অব্যক্ত অনুভূতিশক্তি নিত্য অবস্থিত। এই আত্মজ্ঞান ও জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞানক্রিয়া একান্ত সমুচ্চিত বলিয়াই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সিদ্ধান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "ন দ্রষ্টুঃ দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" প্রভৃতি শ্রুতি অতীব সুস্পষ্ট ভাবে আত্মমহিমা ও আত্মার মধ্যে প্রকাশ হিসাবে ভেদ থাকিলেও তত্ত্বতঃ অভেদ সম্বন্ধই স্থাপিত করিয়াছেন। পরমার্থতঃ আত্মা আত্মার দ্বারাই আত্মাকে জানেন, চেতনের এই সপ্রকাশ বিজ্ঞানই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের আদি বীজস্বরূপ। সেই একান্ত অভেদ তত্ত্বই আপনার প্রকাশমহিমাকে অঙ্কুরিত করিয়া, দর্শন শ্রবণাদি শক্তিত্বের আখ্যাযোগ্য করেন; আপনিই আপনার মহিমারূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া, সেই মহিমা বা শক্তিকেই নামরূপক্রিয়াময় ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জগৎকারণ পরমেশ্বর-রূপটি অভিব্যক্ত করেন। সেই জন্যই পরমাত্মাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এবং সে পরমেশ্বরতা একটি ইন্দ্রজাল বা ভ্রান্তিবিলাস-রচনাময় তুচ্ছ অসার ব্যাপার নহে। পরমাত্মা এই জন্যই অনির্ব্বচনীয়; "বিদিতাদন্যঃ অথ অবিদিতাদধি" এই জন্যই তাঁহাকে বলা হয়। ইহাঁর এই মহিমাভাবটি বা শক্তিভাবটি দেখিলেই ইহাঁকে অনির্ব্বচনীয়া মহামায়া ভিন্ন অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। আত্মত্ব ও শক্তিত্বরূপ দুই প্রকার চেতন-বিলাস একে সমুচ্চিত, নির্গুণ অথচ গুণময়, সর্ব্বশক্তিভাবের অতীত অথচ স্বয়ংশক্তি, জ্ঞ অথচ অজ্ঞ বা জ্ঞেয়, সুতরাং আখ্যারূপ কোন সীমায় আবদ্ধ হইবার যোগ্য নহেন, ইহাই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় বা মহামায়া নামের কারণ। তিনিই মহিমা, সুতরাং শক্তি, সুতরাং কর্ম্ম, তাই তিনি কর্ম্ম; তাই কর্ম্ম ব্রহ্মযজ্ঞ, তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় ইহাই। আত্মত্বের দ্রষ্টৃত্বাদিশক্তির অবিনাশিত্ব এবং সেই শক্তিপ্রকাশই অনুভূতি; সুতরাং ইহা দেখিয়াও যাহারা জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া চলাই বিধান। এই সমুচ্চয়সিদ্ধান্তই গীতা, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জীবকর্ম্ম যাহাতে এই সমুচ্চয়সিদ্ধান্তের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মকর্ম্মে পর্য্যবসিত করা যায়, শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য তাহাই। জীবের স্বভাবগত অজ্ঞান-জনিত দৌর্ব্বল্য কর্ম্ম ওই ভাবে সুসম্পন্ন করিবার পথে অন্তরায়রূপে প্রকাশ পায় এবং কর্ম্মকে ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হইতে না দিয়া, অজ্ঞানময় কর্ম্মে, ফলবন্ধনময় কর্ম্মে পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম্ম করিতে পারিলে সহজে সে ব্যর্থতা পরিহার করিতে পারা যায়। সেই জন্য শাস্ত্রবিহিত ভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে শ্রদ্ধা, আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি বিবিধ জীবপ্রচেষ্টা কিরূপে জীবভাবের প্রশ্রয় লইয়া রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে পরিণত হইয়া যায়, তাহা মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। জীবকে কর্ম্ম করিতেই হইবে এবং জৈব স্বভাবানুসারে তাহা রাজসিক তামসিকরূপে পরিণত হইবার আশঙ্কাও একান্ত প্রবল। তবে উপায় কি?

সেই কথা সূচনা করিয়াই এই শ্লোকটির অবতারণা। জৈব কামনা ও জৈব সংস্কার হৃদয়ে আধিপত্য করিতেছে, সেই কামনা ও সংস্কারবশেই জীব ব্রহ্মকর্ম্ম করিতে পারিতেছে না, পুনঃ পুনঃ বন্ধনই পরিবর্দ্ধন করিতেছে। এ ব্যর্থতা হইতে উদ্ধার করিতে পারে ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মকে যদি কর্ম্মক্ষেত্রে পর্য্যন্ত দর্শন করিতে জীব সমর্থ হয়, তবেই কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত হয়। কর্ম্মই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম বন্ধনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞানকৃত কর্ম্ম মোক্ষপ্রদ। মহামায়াই বন্ধন ও মোক্ষ, উভয়েরই কারণ। অচিৎ ভূতদর্শনময় কর্ম্ম—মায়া বা অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম। ভূতসকল জ্ঞানশক্তির নাম, রূপ ও ক্রিয়া, জ্ঞানশক্তিই বাক্‌প্রাণমনোময় অনুভূতিশক্তি, সপ্রকাশ আত্মাই অনুভূতির কর্ত্তা এবং ইনিই জীবাত্মা ; সেই ভোক্তা জীবাত্মাই অন্য দিকে অসঙ্গ অক্ষর কূটস্থ আত্মা ; পরমাত্মাই পরমেশ্বররূপে কূটস্থ, অব্যক্ত, অক্ষর, নির্গুণ আত্মা এবং অব্যক্ত শক্ত্যাখ্য বোধশক্তি। এই উভয়, অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই রূপ বা প্রকাশদ্বয়। সুতরাং প্রতি ভূত ব্রহ্মপ্রকাশ ভিন্ন কিছু নহে, কর্ম্মমাত্রই সুতরাং ব্রহ্মযজ্ঞ, কর্ত্তা জীবও অক্ষর, অসঙ্গ, অকর্ত্তা—এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেই কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্ম বলিয়া চেনা যায়। সেই জন্য মা এখন এই শ্লোকে আত্মার ত্রিভঙ্গিমার কথা উল্লেখ করিতেছেন। ব্রহ্মযজ্ঞরূপ বিশ্বক্রিয়ায় বা তদন্তরঙ্গ প্রতি কর্ম্মে কর্ম্মে, চেতনাচেতন শক্তিবিলাসে জীবাত্মা, অক্ষরাত্মা ও পরমাত্মা, এই তিন রূপে তিনি অনুস্যূত। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ"—সুতরাং তিনিই শ্রোতা, বক্তা, মন্তা, কর্ত্তা। জীবের অন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত এই পুরুষই সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ত্তৃত্বময় এই আত্মা এইরূপে জীবত্বের প্রাণ বা বিধারক হইয়া তদন্তরে কিন্তু অসঙ্গ নির্লেপ অক্ষর। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই ঐ অক্ষর ও ক্ষরের ভর্ত্তা। এই তত্ত্বটির কথা বলিবার জন্য "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রটি উল্লেখ করিলেন। এইটিই জৈব কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করিবার মন্ত্র।

এইবার শ্লোকটির অর্থ আলোচনা করিতেছি। ভগবান্ বলিলেন, ওঁ, তৎ এবং সৎ, এই ত্রিবিধ নাম ব্রহ্মেরই বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই নামত্রয়ের অবলম্বনেই যথাক্রমে আবার ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ 'ওঁ' শব্দ দ্বারা 'ব্রাহ্মণ,' 'তৎ' শব্দ দ্বারা 'বেদ' ও 'সৎ' শব্দ দ্বারা 'যজ্ঞ' অভিহিত হইয়া থাকে। ওঁ শব্দের মূল অর্থ, ব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক শক্তিময় ব্যক্ত প্রত্যক্ষোপলব্ধ স্বরূপ। অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বের সর্ব্বময়ত্ব ভাবটিই ওঁ শব্দের দ্বারা প্রধানভাবে গ্রাহ্য। "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং। ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বই যে 'ওঁ' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয়, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

'তৎ' শব্দের দ্বারা অক্ষরব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। যে নির্গুণ আত্মতত্ত্ব কূটস্থরূপে

থাকিয়া বহু ক্ষর আত্মস্বরূপে বিভক্ত হন, তিনি তৎপদবাচ্য। বিস্তারার্থক তন ধাতু হইতে তদ্ শব্দের উৎপত্তি। "তদৈক্ষত....বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" এই শ্রুতি অনুসারে "তৎ"পুরুষই যে বহু হন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ আত্মবোধস্বরূপ অক্ষর পুরুষই দ্রষ্টা এবং তিনিই যে ক্ষর আত্মারূপে ক্ষরিত হন, ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তারে বলা হইয়াছে। সুতরাং 'তৎ' শব্দে পরমাত্মার অক্ষর ভাবই গ্রহণ করিতে হইবে।

সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক শক্তিবিলাসময়, আত্মানাত্ম উভয় আকারীয় ব্রহ্মপ্রকাশের সমষ্টি ওঁকারস্বরূপ ও নির্গুণ কূটস্থ অক্ষরস্বরূপ, এই উভয়ের যে আদি অনির্ব্বচনায় প্রতিষ্ঠা, তিনিই 'সৎ' শব্দের দ্বারা লক্ষিত। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি অনুসারে পুরুষোত্তমতত্ত্ব বা পরমাত্মাই সৎ শব্দের দ্বারা গ্রাহ্য, ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে। ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষাবগম্য ক্ষর জীবাত্মময়। সুতরাং প্রধানতঃ ক্ষর, অক্ষর, পুরুষোত্তম, আত্মার এই ত্রিবিধ সংস্থান 'ওঁ তৎ সৎ' শব্দে পরিগৃহীত হয়। ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ বাক্‌প্রাণমনোময় বা অনাত্মজ্ঞানময় এই বিশ্বের অণুতে অণুতে ক্ষর আত্মস্বরূপে পরমাত্মা অবস্থিত দেখিয়া, যে পুরুষ ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিজ্ঞানময় হন এবং "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম," "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত বিজ্ঞানাধিকারে অধিকারী হন এবং বিশ্বকে ব্রহ্মেরই নামরূপক্রিয়াময় মূর্ত্ত প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" স্মৃতি এইরূপেই ব্রাহ্মণত্বের নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং স্থূলতঃ ব্রাহ্মণ ওঁকার শব্দের দ্বারা গ্রহণীয়। তৎ শব্দের স্থূল প্রতীকরূপে "বেদ" গ্রহণীয়। অপৌরুষেয় বেদনই বেদ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অপৌরুষেয় বেদন অর্থে অনির্ব্বচনীয় পুরুষোত্তম বা পরমেশ্বরতত্ত্ব যজ্ঞময় বা আত্মানাত্মজ্ঞানবিভাগময় রূপ প্রকাশ করিলে কূটস্থ আত্মস্বরূপটী অবিচল থাকিয়াই সেই যজ্ঞের বেদনে বেদিত হইয়া, দ্রষ্টা বা ঈক্ষণকর্ত্তারূপে বিরাজ করেন এবং তাহার ফলস্বরূপে আপনাকে বহু ক্ষর আত্মরূপে বিভক্ত করেন। এই অক্ষর পুরুষ একান্ত নির্গুণ হইয়াও, শুদ্ধ দৃশিরূপে বিরাজ করিয়াও এইরূপে বিশ্বপ্রকাশের দ্রষ্টা ও অনাত্ম জ্ঞানশক্তির পরিচালক। ইহাঁরই প্রভবে অব্যক্তা প্রকৃতি প্রভবময় হইয়া শব্দময় বা বেদময় ব্রহ্মাণ্ডরূপে অভিব্যক্ত হন। সুতরাং এই তৎপদবাচ্য অক্ষর পুরুষই স্থূলতঃ বেদস্বরূপ। ব্রাহ্মণ যেমন ওঁকারের প্রতীক, ইনিও তেমন বেদের প্রতীক। ইহাঁকে জানাই বেদ জানা। আত্মতত্ত্ব জানাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ। আত্মতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কেহ বেদন বা অনুভূতির কর্ত্তা নাই—সে জন্যও আত্মাই বেদস্বরূপ।

'সৎ' শব্দের দ্বারা স্থূলতঃ যজ্ঞ লক্ষিত হয়। শ্রুতি বলেন,—"যো জ্ঞাতা, তং বিন্দতে ইতি যজ্ঞঃ।" যাহা দ্বারা জ্ঞস্বরূপটী বিজ্ঞাত হওয়া যায় বা লাভ করা যায়, তাহাই যজ্ঞ। অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মা, যিনি "জ্ঞ" ও "অজ্ঞ" উভয় আখ্যার বহির্ভূত, তিনি যখন বা যেখানে জ্ঞভাবটীকে স্ফুটতর করিয়া তোলেন অর্থাৎ আত্মানাত্মরূপ স্বীয়

রূপদ্বয় প্রকাশ করিয়া অক্ষর তত্ত্ব প্রকটিত করেন, তাহাই ব্রহ্মযজ্ঞ। সেই যজ্ঞ হইতেই পরে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আদি যজ্ঞমূর্ত্তি ধারণ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মস্বরূপেরই। ক্ষর, অক্ষর এবং ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই এই যজ্ঞে সমুৎপন্ন হন বা প্রকাশ পান। যজ্ঞ শব্দের অন্যরূপ নিরুক্তি,—"যচ্চ জ্ঞশ্চ ইতি যজ্ঞঃ।" গতিশীলকে বলে যৎ। শ্রুতি বলেন, আত্মাই "স্থিতঞ্চ যচ্চ।" স্থিতিশীল এবং গতিশীল আত্মাই। ক্ষর আত্মত্বই গতিশীলত্ব। যৎ শব্দের য এবং জ্ঞ, এই উভয় লইয়া যজ্ঞ শব্দ রচিত। জ্ঞত্ব এবং যৎ বা গতি বা কর্ম্ম, এই উভয় একত্রীভূত হইয়া যাহাতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাই যজ্ঞ। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মা-নাত্মরূপ ব্রহ্মমহিমাদ্বয়ের প্রকাশরূপ কর্ম্ম বা অক্ষর ও ক্ষররূপ বা স্থির ও গতিময় আত্মার প্রকাশই যথার্থ যজ্ঞপদবাচ্য, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে সৎ ব্রহ্মই কর্ম্মময় হন বলিয়াই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় এবং তাই স্থূল যজ্ঞ সৎ-স্বরূপের প্রতীক। সপ্রকাশ চেতনতত্ত্বই সাক্ষাদ্‌ভাবে কর্ম্ম বা যজ্ঞের জনক।

ওঁকার ও ব্রাহ্মণ, তৎ ও বেদ এবং সৎ ও যজ্ঞ, ইহাঁদের পরস্পর সাদৃশ্য এইরূপে দেখা যায় বলিয়া, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ যথাক্রমে ওঁ তৎ সৎ শব্দে অভিহিত, ভগবান্ এইরূপ বলিলেন।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

যস্মাদোঙ্কারো ব্যক্তব্রহ্মবাচকস্তস্মাৎ কারণাৎ ওঁ ইতি তস্যৈব প্রিয়ং নাম উদাহৃত্য উচ্চার্য্য সততং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মোপাসকানাং ব্রাহ্মণানাং বিধানোক্তাঃ শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্রাদির্দিষ্টাঃ নিত্যাঃ নৈমিত্তিকাশ্চ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই জন্য ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সর্ব্ববিধ ক্রিয়া ওঁকার স্মরণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—ওঁকার অর্থে ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্বই যে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়, ইহা পূর্ব্বে ভাল করিয়া বলিয়াছি। এবং ব্রাহ্মণও ওঁকার শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অথবা শারীর, মানস যাহা কিছু ক্রিয়া, সমস্তই ব্রাহ্মণেরা ওঁকার স্মরণ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সমস্ত কর্ম্মেই প্রজ্ঞানময় ব্রহ্ম নাম, রূপ, ক্রিয়া ও আত্মরূপে অনুস্যূত রহিয়াছেন, এই দর্শনই ব্রাহ্মণের চক্ষু—ইহাই ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং কর্ম্মের সূচনাতেই ওঁকার যে ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুস্মৃত হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তাই কর্ম্ম করিতে হইলেই স্বতঃসিদ্ধভাবে ব্রাহ্মণ ওঁকার উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

ব্রহ্মবাদিনাং ব্রাহ্মণানাম্ ওঙ্কারসহকৃতানি কর্ম্মাণ্যুক্ত্বা, অধুনা মোক্ষাভিলাষিণাং তৎপুরুষাশ্রিতানি কর্ম্মাণ্যুচ্যন্তে তদিতি। তদিতি উদাহৃত্য উচ্চার্য্য, তৎপুরুষাখ্যে আত্মবোধস্বরূপে অক্ষরাত্মনি মনঃ সমাধায়েত্যর্থঃ, ফলং কর্ম্মণাম্ অনভিসন্ধায় অনুদ্দিশ্য ফলাকাঙ্ক্ষাং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ, মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ মোক্ষাভিলাষিভিঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ, বিবিধা নানাপ্রকারা দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে অনুষ্ঠীয়ন্তে, ন তাবৎ কর্ম্মাণি ত্যজ্যন্তে। তে তু কর্ম্মসহায়েন আত্মানুভূতিং প্রোজ্জ্বলাং কৃত্বা ভূমানমাত্মানং দ্রষ্টুং যতন্তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মোক্ষাকাঙ্ক্ষাপ্রধান পুরুষেরা তৎ শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া যজ্ঞ তপস্যাদি নিত্যক্রিয়া, এবং দানাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—তৎ শব্দ নির্গুণ অক্ষরবাচক। ইহা দ্বারা শুদ্ধ আত্মত্বটি লক্ষিত এবং আত্মাই সর্ব্ববেদময়, সুতরাং কর্ম্মমাত্রে আত্মাই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এই ভূতে ভূতে বা কর্ম্মে কর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা দর্শনই মোক্ষের একমাত্র উপায়। এই জন্য আত্মকামী বা মোক্ষাভিলাষী পুরুষ তৎ শব্দ অবলম্বনে আত্মবেদনময় হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত করেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞ আত্মলক্ষ্যে, তপস্যা আত্মলক্ষ্যে, আহার বিহারাদি সাধারণ ক্রিয়া আত্মলক্ষ্যে ; আত্মসম্মিত না করিয়া কোনও অনুষ্ঠান তাঁহারা করেন না। জৈব স্বার্থবোধ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া তাঁহারা দানশীল হন, সেই জন্য ভগবান্ এখানে দানের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাঁহারা কর্ম্ম করেন, কর্ম্ম পরিহার করেন না। কর্ম্মের দ্বারা আত্মানুভূতি প্রোজ্জ্বল করিয়া কূটস্থ আত্মার ভূমা মূর্ত্তি দেখিবার প্রয়াস পান। সর্ব্বত্র আত্মবোধ উপলব্ধি করা অভ্যস্ত না হইলে, আত্মা ক্ষরিত হইয়াও কিরূপে অক্ষরত্ব হইতে বিচ্যুত হন না, ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয় না। সেই জন্য তাঁহারা মোক্ষাভিলাষী হইয়াও কর্ম্ম ত্যাগ করেন না।

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ ওঙ্কার-তৎপুরুষভাবাবলম্বনসার্থকতামুপদিশ্য, অধুনা সচ্ছব্দস্য প্রয়োগ উচ্যতে সদ্ভাব ইতি। সদ্ভাবে ব্রহ্মসত্তাববোধে, সাধুভাবে তদনুকূল-পরমকল্যাণজনকে জ্ঞানে সৎ ইত্যেতৎ ব্রহ্মণো নাম প্রযুজ্যতে অভিধীয়তে। হে পার্থ, তথা প্রশস্তে মঙ্গলজনকে কর্ম্মণি সচ্ছব্দো যুজ্যতে তস্য প্রয়োগঃ ক্রিয়তে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অস্তিত্ব অর্থে ও মঙ্গল অর্থে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই জন্য কল্যাণময় কর্ম্মমাত্রেই সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

যৌগিক অর্থ।—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের ওঙ্কাররূপ

সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক সর্ব্বস্বরূপতা এবং বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানরূপ তৎপুরুষস্বরূপতা স্মরণ বা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ ও মুমুক্ষুগণের কর্ম্মপরায়ণ হইবার কথা ভগবান্ বলিয়াছেন। এইবার সৎ শব্দ কি কি বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন, সদ্ভাব এবং সাধুভাব, এই দুইটি বিষয়ে সৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সদ্ভাব অর্থে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মসত্তার অববোধ এবং সাধুভাব অর্থে তাহার অনুকূল পরম কল্যাণজনক জ্ঞান। ব্রহ্মসত্তাববোধ এবং তদনুকূল জ্ঞান ব্যতীত প্রশস্ত কর্ম্মেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রশস্ত কর্ম্ম কি? ওঁকার ও তৎপুরুষকে অবলম্বন করিয়া কৃত কর্ম্মই প্রশস্ত কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন অন্য যাবতীয় কর্ম্মই অপ্রশস্ত আখ্যার যোগ্য। সুতরাং ব্রহ্মসত্তা, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই তিনেতেই সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা আরও ভাল করিয়া বলিতেছেন।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

যতোঽনির্ব্বচনীয়ং ব্রহ্মৈব সচ্ছব্দগম্যং, ততঃ সর্ব্বকর্ম্মাণ্যেব ব্রহ্মযজ্ঞা ইত্যুচ্যতে যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্মণি, তপসি তপঃকর্ম্মণি, দানে দানকর্ম্মণি চ পরমার্থতস্তত্তদুপাদাননিমিত্তকারণরূপেণ যা স্থিতিস্তৎপরত্বেনাবস্থানং, তদেব সদিতি উচ্যতে। যদ্যপি অজ্ঞানকৃতস্য কর্ম্মণঃ অসদেব ফলম্ উপভুজ্যতে জীবৈঃ, তথাপি তৎ কর্ম্ম পরমার্থতঃ সদেব, সর্ব্বারম্ভাণামাত্মতৃপ্তিমূলকত্বাৎ, "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদিভগবদ্বচনাচ্চ। যস্য ওঁ তৎ সৎ ইতি নামত্রয়ং কথিতং, জ্ঞানবতা কৃতং তদর্থীয়ং ব্রহ্মনিমিত্তং তাবদেব কর্ম্ম সৎ ইত্যেব অভিধীয়তে কথ্যতে। যতো হি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং তাবদেব কর্ম্ম আত্মনস্তৃপ্তয়ে কৃতং ভবতি, অতঃ সর্ব্বমেব কর্ম্ম সৎ, ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি সিদ্ধং।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যজ্ঞে, তপস্যায় বা সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টায় অথবা দানে যে স্থিতি বা নিষ্ঠা, তাহা সৎপদবাচ্য। ভগবদুদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্মও সৎ নামেই অভিহিত।

যৌগিক অর্থ।—অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বই যখন সৎ নামে অভিহিত এবং সেই তত্ত্ব যখন পরমার্থতঃ আত্মানাত্ম সর্ব্ববিধ প্রকাশের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ, তখন কর্ম্মমাত্রই যে পরমার্থতঃ সৎ বা ব্রহ্মযজ্ঞ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবের সেই কর্ম্মসকল দুই ভাবে কৃত হয়, এক সাধারণ জৈব স্বার্থলক্ষ্যে অথবা প্রকৃতির বশে এবং দ্বিতীয় ভগবদুদ্দেশ্যে। স্বার্থবশে বা প্রকৃতিবশে কৃত যজ্ঞ, দান, বিবিধ প্রচেষ্টাদি কর্ম্মও অজ্ঞানে কৃত বলিয়া অসৎ বা অবিদ্যাময় ফলপ্রসূ হইলেও বস্তুতঃ তাহা সৎই। কেন না, অসৎ সতেরই রূপান্তর মাত্র। যেখানে যে কেহ যাহা কিছু করে, সমস্তই জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, আত্মতৃপ্ত্যর্থেই কৃত হয়। সুতরাং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত সমস্তই ব্রহ্মকর্ম্ম। আত্মতৃপ্ত্যর্থেই যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মমাত্রই সৎ। গীতাও বলিয়াছেন, মূলতঃ অসৎ বলিয়া

কোনও ভাব নাই। সুতরাং কর্ম্মমাত্রই তদর্থীয় কর্ম্ম বলিয়া ব্রহ্মে স্থিত এবং ব্রহ্মকর্ম্ম বা সৎ, ইহাই সিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে সকল কর্ম্ম ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মেই সম্পাদিত হইতেছে, সুতরাং সকল কর্ম্মই সৎ—ব্রহ্মযজ্ঞ।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

নন্‌ সর্ব্বমেব কর্ম্ম সৎ, ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি চেৎ, কিং নাম অসদুচ্যতে, তদেবাহ অশ্রদ্ধয়েতি। শ্রৎ সত্যং ধীয়ত ইতি শ্রদ্ধা, তদভাবোঽশ্রদ্ধা, তয়া অশ্রদ্ধয়া সত্যধারণা-বর্জ্জিতেন মনসা যৎ হুতং দেবেভ্যঃ, যৎ দত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো যত্তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতং, যচ্চ কৃতম্ অন্যৎ কর্ম্ম, তৎ সর্ব্বম্ অসদিতি উচ্যতে কথ্যতে সদ্ধারণাশূন্যত্বাৎ। হে পার্থ! তৎ হবনাদিকং কর্ম্ম প্রেত্য পরলোকে ন ফলজনকম্ ভবতি, নো ইহ ন চ অস্মিন্ লোকে কর্ম্মকরণকালে বা সুখপ্রদম্ ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অশ্রদ্ধার সহিত কৃত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি ও অন্যান্য সকল কর্ম্মই অসৎপদবাচ্য। সে সকল কর্ম্ম ইহলোকে বা পরলোকে কল্যাণময় ফলদায়ক হয় না।

যৌগিক অর্থ।—যে ভাব সত্যবোধের দ্বারা বিধৃত ও পুষ্ট, অন্তরের সেই ভাবকে শ্রদ্ধা বলে। সুতরাং সৎবোধশূন্য যত কিছু ভাব, সমস্তই অশ্রদ্ধাময় ভাব। সেরূপ ভাব লইয়া যাহা কিছু করা যায়, সমস্তই অসৎপদবাচ্য। এখানে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তিরই কথা হইতেছে; সুতরাং সেই পরমতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা তদুদ্দেশে কৃত হইলেও অসৎপদবাচ্যই হয়। সেরূপ শ্রদ্ধাহীন কর্ম্মদ্বারা ইহকালে বা পরকালে পরম কল্যাণ লাভ হয় না। শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যে 'তৎ' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা আত্মার্থেও গ্রহণ করিতে পারা যায়। অশ্রদ্ধাময় কর্ম্মদ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে আত্মলাভ হয় না, ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। আত্মতত্ত্বে সত্যবোধ ও তজ্জাতীয় শ্রদ্ধাই সৎপ্রকাশ এবং অশ্রদ্ধাই অসৎপ্রকাশ এবং সেই জন্য সেরূপ কর্ম্ম বন্ধনজনক মাত্র।

'ওঁ তৎ সৎ' এই পরম আত্মবিজ্ঞানময় মন্ত্রটীর প্রত্যেক শব্দের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া, ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্ম্মে কেন ইহা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন, তাহা বুঝাইয়াছেন। "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রস্থ বিজ্ঞানের ফলই কর্ম্মমাত্রকে ব্রহ্মকর্ম্মে পরিণত করা, কর্ম্মের অসৎ বা অবিদ্যাময় পরিণতি বিদূরিত করিয়া, তাহাকে সৎ বা ব্রহ্মযজ্ঞ-রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। পরমসত্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বকে কর্ম্মের মাঝে প্রতিষ্ঠিত না দেখিলে, তাহাই অসৎকর্ম্মে পরিণত হয় অথবা কর্ম্ম অশ্রদ্ধাময় হয়। সাধারণ গুরুজন প্রভৃতিতে যে শ্রদ্ধা, তাহাও আত্মশ্রদ্ধারই রূপান্তর মাত্র, এ কথা জানিয়া গুরুজনাদিকে শ্রদ্ধা করিলে অচিরকালে তাহাও আত্মার উপাসনাতে পর্য্যবসিত হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১

গীতাশাস্ত্রসারভূতেন ভগবতঃ কর্ম্মবিজ্ঞানোপদেশেন কর্ম্মণঃ প্রকৃষ্টত্বে অবশ্য-করণীয়ত্বে চ দৃঢ়নিষ্ঠস্য অর্জ্জুনস্য মনসি অয়ং প্রশ্নঃ সমুত্থিতঃ— জ্ঞানসমুচ্চিতেন কর্ম্মযোগেন বিনা ন তাবদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বাবগতিরিতি সত্যমেব। তর্হি কো নাম সন্ন্যাসঃ, কশ্চ বা ত্যাগ ইতি সন্ন্যাসত্যাগয়োস্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছুরর্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসস্যেতি। হে মহাবাহো, পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ জ্ঞানকর্ম্মণোরেকত্র সন্নিবেশক্ষমৌ মহান্তৌ জ্ঞানবাহূ যস্য, তথাবিধ হে মহাজ্ঞানভুজদ্বয়শালিন্, হে হৃষীকেশ, আত্মরূপেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়পরিচালক, হে কেশিনি-সূদন, মৃত্যুক্লেশপ্রচুরসংসারদৃষ্টের্বিনাশক, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ স্বাতন্ত্র্যেণ অহং বেদিতুং জ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে মহাবাহো, কেশিদৈত্যসংহারক, হৃষীকেশ, সন্ন্যাসের এবং ত্যাগের প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মবিজ্ঞান বিশ্লেষিত ভাবে বলিয়া, ভগবান্ অর্জ্জুনের চিত্তে জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের প্রকৃষ্টতা সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। যে যুদ্ধরূপ কর্ম্মের আবশ্যকতায় সে সংশয়ময় হইয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিল এবং স্বীয় সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবশতঃ ভগবান্‌কে গুরু বলিয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিবার ভার দিয়াছিল, সেই কর্ম্মযোগ যে অবশ্য অবলম্বনীয়, এ সাত্ত্বিক গুণপ্রকাশ তাহাতে আবির্ভূত। কর্ম্মের প্রকৃষ্টতা অনুভব করিয়া তাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে ভগবান্, কর্ম্ম যে করণীয়, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু তবে সন্ন্যাস, ত্যাগ, এ সকল তত্ত্বের ব্যাপার কি, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া দিন; সন্ন্যাসই বা কি এবং ত্যাগই বা কি, তাহাই আমায় পৃথক্ করিয়া বলুন। কর্ম্ম যে মূলতঃ তোমারই কৃত এবং তুমিই এবং শাস্ত্র যে তোমারই প্রকাশ এবং প্রকৃত সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যে তোমারই অনুগমনকারী, সুতরাং তোমার শাস্ত্রেরই অনুগমনকারী, ইহা বুঝিয়াছি। সে শ্রদ্ধা তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা দেয় এবং তোমারই মুখাপেক্ষী করিয়া তোলে এবং তোমারই অনুসরণ করিতে অধিকার ও আসক্তি দেয়, ইহা বুঝিয়াছি। তবে

তুমি যে নৈষ্কর্ম্ম্যের কথা বলিয়াছ, তাহা একবার বিশ্লেষণ করিয়া বল। কর্ম্ম হইতে সন্ন্যাস ও ত্যাগ কেমন করিয়া আসিবে; প্রকৃত ত্যাগ ও প্রকৃত সন্ন্যাস তবে কি? অর্জ্জুন এখানে ভগবান্‌কে "মহাবাহো" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুই বিপরীত দিক্ একত্বে সমুচ্চিত করা লক্ষ্য করিয়া এ সম্বোধন। তার পর "কেশিনিসূদন," "হৃষীকেশ" বলিয়া আবার সম্বোধন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়সকলের তিনিই আত্মরূপী পরিচালক বলিয়া তাঁহার নাম হৃষীকেশ। ক্লিশ্ বা কষ্ট পাওয়া+অ+ম্ম, এইরূপে কেশ শব্দ নিষ্পন্ন। অজ্ঞ জীবের আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু ও ক্লেশময় যে সংসারদর্শন, তাহাই কেশী নামক অসুর। কেশী দৈত্য অশ্বরূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তিনি তাহাকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কেশিনিসূদন। অজ্ঞের চক্ষে সংসার অশ্ববৎ চঞ্চল, অস্থির, স্থিতিশূন্য, দ্রুত ধাবমান। সেই অশ্ববৎ মূর্ত্তিতে জীবকে গ্রাস করে বলিয়া, ওইরূপ সংসারদর্শনকে অশ্বরূপী কেশী দৈত্য বলে; সেই অশ্ব দর্শন—অশ্বত্থদর্শন তিনি নাশ করেন বলিয়া, এখানে তাঁহাকে কেশিনিসূদন বলা হইল। চক্ষুরাদি করণসমূহকে কর্ম্মময় রাখিয়া, তাহাদের সকল কর্ম্মকে ব্রহ্মযজ্ঞরূপে পরিণত করা যে জ্ঞানের সাহায্যে হয়, সেই জ্ঞান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন বলিয়া, অর্জ্জুন এখানে তাঁহাকে হৃষীকেশ ও কেশিনিসূদন নামে সম্বোধন করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানাং পুত্রবিত্তাদিকামনাপূর্ব্বকং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং ব্রহ্মণি সংস্থাপনং সন্ন্যাসং বিদুর্জ্জানন্তি কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ। সর্ব্বকর্ম্মফল-ত্যাগং সর্ব্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিককাম্যনিষিদ্ধাদিকর্ম্মণাং ফলত্যাগং ফলপরিবর্জ্জনং ত্যাগং প্রাহুঃ কথয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভগবান্ বলিলেন, বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মের অননুষ্ঠানকে সন্ন্যাস বলেন এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফলত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া অভিহিত করেন।

যৌগিক অর্থ।—কাম্য কর্ম্মের ন্যাস অর্থে কর্ম্মের কাম্য ভাবটিকে ব্রহ্মে সংন্যস্ত করা। "ন্যসতি ব্রহ্মণীতি ন্যাসঃ।" ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস; কর্ম্ম পরিহার সন্ন্যাস নহে। সেই জন্যই সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এই শব্দ দুইটিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝাইয়াছেন। কর্ম্মের ভিতর কামনাই ফলপ্রসূ, সেই কাম্য ভাব পরিহার করিলেই ফলত্যাগ করা হয়। এই জন্য কর্ম্মবিজ্ঞান সংশোধনে অর্থাৎ কর্ম্মকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, তাহার কাম্য ভাবটি ও ফল ভাবটি অবশ্য বর্জ্জনীয়।

সেই বর্জ্জনের মধ্যে কামনা বর্জ্জনকে বলে সন্ন্যাস ও ফল বর্জ্জনকে বলে ত্যাগ। সাধারণ ভাবে উভয়কেই ত্যাগ বলিলে ক্ষতি হইত না সত্য, কিন্তু কামনাটি ব্রহ্মে সংন্যস্ত করিয়া কর্ম্মকে সংশুদ্ধ করিয়া লইতে হয় বলিয়া ওখানে ত্যাগ শব্দ প্রযোজ্য নহে—সংন্যস্ততা বা সংন্যাস শব্দ সেই জন্য ত্যাগ হইতে ভিন্ন করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ৩

তত্র মতভেদমাহ ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ ফলজনকত্বাৎ দোষযুক্তং, তেন হেতুনা কর্ম্ম ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যম্ ইতি একে মনীষিণঃ প্রাহুঃ। অপরে মনীষিণঃ যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি প্রাহুঃ।

অর্থ।—কোন কোন মনীষী কর্ম্মকে দোষময় জ্ঞানে ত্যাজ্য বলেন; কেহ কেহ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য মোটেই নহে, এইরূপ বলিয়া থাকেন।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪

স্বমতং কথয়তি নিশ্চয়মিতি। হে ভরতসত্তম, তত্র কর্ম্মণাং ত্যাগে মে মম বচনাৎ নিশ্চয়ং শৃণু। হে পুরুষব্যাঘ্র, ত্যাগো হি গুণভেদেন ত্রিবিধস্ত্রিঃপ্রকারঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ।

অর্থ।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত অভিমত শ্রবণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

যজ্ঞেতি। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যং করণীয়মেব। যতঃ যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তসংশুদ্ধিকরাণি ভবন্তি।

অর্থ।—যজ্ঞ, দান, তপস্যা কদাচ পরিত্যাজ্য নহে, করণীয়; কেন না, সেগুলি মনীষীদের চিত্তসংশুদ্ধিপ্রদ।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ৬

এতান্যপীতি। সঙ্গম্ আসক্তিং ফলানি চ ত্যক্ত্বা এতানি যজ্ঞদানতপঃকর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। হে পার্থ, ইত্যেবং মে মম ঈশ্বরস্য নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্।

অর্থ।—এ সকল কর্ম্মও কিন্তু আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করণীয়; ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত জানিও।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭

ত্রিবিধস্ত্যাগ উচ্যতে নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য নিত্যকরণীয়স্য কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসোঽননুষ্ঠানং ন উপপদ্যতে শ্রেয়স্করং ন ভবতি। মোহাৎ মোহবশাৎ তস্য নিত্যকরণীয়স্য কর্ম্মণো যঃ পরিত্যাগঃ, স ত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ কথিতঃ।

অর্থ।—নিত্যকরণীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশতঃ তাহার ত্যাগই তামস ত্যাগ বলিয়া কথিত হয়।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮

দুঃখমিতি। দুঃখং দুঃখসাধ্যং হি কর্ম্ম, ইত্যেবং মত্বা, কায়ক্লেশভয়াৎ শরীরদুঃখভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ, তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা, স রাজসঃ পুরুষঃ ত্যাগফলং নৈব লভেৎ।

অর্থ।—কর্ম্ম দুঃখজনক বলিয়া শরীরক্লেশভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ, তাহা রাজস ত্যাগ, সেরূপ ত্যাগে ত্যাগফল লাভ হয় না। এইরূপ ত্যাগই সংসারে সমধিক। বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের দেশে সন্ন্যাসের এই যে এত ছড়াছড়ি, ইহার অধিকাংশই এই শ্রমভীতিজাত। শ্রমময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম; সে শ্রম বহনে অশক্ততাবশতঃ স্বতই পরাঙ্মুখ হইয়া, সন্ন্যাস আশ্রয় করিতে বহু জীবকেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে ত্যাগ রাজস। সেই নামে মাত্র ত্যাগী পুরুষবৃন্দ ত্যাগফল ত পাইতেই পারে না, পরন্তু ক্রমশঃ তামস পুরুষে পরিণত হয়। কেন না, অন্তঃশুদ্ধির অভাববশতঃ ভোগতৃষা অন্তরেই নিগূঢ় ভাবে থাকে; সুবিধা অবসর পাইলেই অন্যের স্বার্থের হরণ করিয়া সে তার নিজের সেই তৃষা পূরণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
ত্যক্ত্বা সঙ্গং ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

কার্য্যমিতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ ইতি মত্বা, সঙ্গম্ আসক্তিং ফলঞ্চৈব ত্যক্ত্বা, নিয়তং নিত্যকরণীয়ং যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে অনুষ্ঠীয়তে, স সঙ্গফলয়োস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ কথিতঃ।

অর্থ।—জীবকে নিত্য যে সকল কর্ম্ম করণীয় বলিয়া সম্পাদন করিতে হয়, সেইগুলি আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া করিতে পারিলেই কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় এবং ওই ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, অতিথি সৎকার, দরিদ্রের সাহায্য, বিপন্নের উদ্ধার ইত্যাদি সংসারে কর্ম্মের সীমা নাই। পুত্রাদির জন্য সঞ্চয়, সমাজ ও

আত্মীয় সকলের সুখদুঃখে দৃষ্টি রাখা, ভগবদভিমুখে স্বজনবর্গকে পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কর্ম্মের ইয়ত্তা নাই। সব দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করা অতীব শ্রমসাধ্য। আবার আহার বিহার, বিষয়ানন্দ প্রভৃতি সুখময় কর্ম্মও সংসারে করিতে হয়। এই সমস্ত কর্ম্মই করিতে হইবে। কিন্তু আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা তাহাতে থাকিবে না। যে দিন যেমন ভাবে যে কর্ম্মের আবশ্যকতা আসিয়া পড়িবে, তাহাই সব দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া যথাসাধ্য করিবে; কিন্তু তাহাতে জড়াইয়া পড়িবে না এবং সেই কর্ম্মের দ্বারা তোমার কি ফল লাভ হইবে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে না। তুমি জানিবে, দৃঢ়চিত্তে ধারণা করিবে, আমি এ সকলে একান্ত অসঙ্গ, আমার ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। ভগবচ্চালিত কর্ম্মের যে অংশগুলি আমাতে আসিয়া উপনীত হইতেছে, তাহারই আমি সাধ্যমত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, তাঁহারই সেই কর্ম্মগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেছি এবং করিতেছি তাঁহারই যন্ত্রবৎ। এই ভাবে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেই সাত্ত্বিক ত্যাগ সংসাধন করা হইল।

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

সাত্ত্বিকত্যাগশীলস্য লক্ষণমুচ্যতে ন দ্বেষ্টীতি। ত্যাগী সাত্ত্বিকত্যাগপরায়ণঃ, অতএব সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বগুণপ্রধানঃ, মেধাবী প্রজ্ঞাবান্, প্রজ্ঞাবত্তয়া চ ছিন্নসংশয়ো নিরস্তকর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবুদ্ধির্জ্জনঃ অকুশলং দুঃখকরং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে সুখকরে কর্ম্মণি বা ন অনুষজ্জতে নানুরাগং করোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বিচ্ছিন্নসংশয়, সত্ত্বগুণপ্রধান, মেধাবী, কর্ম্মফলত্যাগী পুরুষ, কষ্টকর কর্ম্মে দ্বেষ করে না, কিম্বা সুখময় কর্ম্মেও আসক্তিযুক্ত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মবিজ্ঞানে যাহাদিগের অন্তর আলোকিত, তাহারা সত্ত্বপ্রধান পুরুষ। সত্ত্বগুণপ্রধানতায় চিত্তে আত্মভাবটিকে প্রতিফলিত করিয়া রাখে, অস্তমিত হইতে দেয় না; সেই জন্য তাহারাই ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী হইতে সমর্থ হয়। কেন না, ভগবৎকর্ত্তৃত্বে যে, সকল গুণপ্রকাশ সম্পাদিত—সকল কর্ম্ম ও ভোগ নিয়ন্ত্রিত, এ কথা তাহাদিগের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাতে তাহাদের কোন সংশয় থাকে না। জাগতিক দৃষ্টিতে জৈবী প্রচেষ্টার তারতম্যে কর্ম্ম ও ফলবৈচিত্র্য হইতেছে, এরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জানেন, সে প্রচেষ্টা ও প্রেরণাদি ভগবৎনিয়োজিত। সুতরাং কর্ম্ম যাহা উপনীত হয়, তাহা ভগবৎকর্ম্ম। অতএব কষ্টসাধ্য বা সুখসাধ্য যাহাই হউক, সে তাহাতে বিদ্বেষপরায়ণ বা আসক্তিবিমূঢ় হয় না। ভাবিতে পার, তবে কি মানুষের প্রাণে যাহা আসিবে, তাহাই সে নির্ব্বিচারে করিবে, হিতাহিত জ্ঞান বিচারের আবশ্যকতা নাই? তাহা মোটেই নহে। ত্যাগী ও সত্ত্বসমাবিষ্ট পুরুষই ভগবৎকর্ত্তৃত্বদর্শনে সমর্থ এবং সেই জন্যই সে ত্যাগী হইতেও সক্ষম। ত্যাগী পুরুষে

কখনও জৈব স্বার্থসংকীর্ণতা বা জৈব সুখপ্রবণতা অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে না। সুতরাং জৈব তৃপ্তির মুখ চাহিয়া কর্ম্ম তাহার দ্বারা কৃত হয় না।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

নন্বু কর্ম্মণাং ফলাসঙ্গত্যাগাৎ কর্ম্মত্যাগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যত আহ নহীতি। দেহভৃতা দেহং ধারয়তা জনেন অশেষতঃ নিঃশেষেণ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যং। অতএব তেষাং মধ্যে যস্তু কর্ম্মানুষ্ঠানরতোঽপি কর্ম্মফলত্যাগী, স জনঃ ত্যাগীতি অভিধীয়তে কথ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দেহধারী ব্যক্তি কখনই নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য কর্ম্মফলত্যাগী পুরুষই ত্যাগিপদবাচ্য।

যৌগিক অর্থ।—দেহ সংস্কারময়, গুণময়; সুতরাং কর্ম্মময়; সেই জন্য একান্তভাবে কর্ম্মশূন্য দেহী হইতে পারে না। সংস্কারজাত চিত্তক্রিয়া ও প্রাণক্রিয়া অবশ্যই চলিবে। সেই জন্য ফলত্যাগের দ্বারা সে গতির বহিরভিমুখতা অন্তর্ম্মুখে ঘুরাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ জৈব ব্যবহারকে ঈশ্বরকর্তৃত্বময় দেখিয়া, ঈশ্বরে প্রত্যর্পিত করাই কর্ম্মফলত্যাগ এবং সেই ত্যাগই সম্ভব এবং ত্যাগের যে আবশ্যকতা, সে ওইখানেই; বাহ্যিক ত্যাগ ব্যাপারে ত্যাগের আবশ্যকতা খুবই অল্প। বাহ্যকর্ম্মত্যাগী হইলাম, অথচ অন্তরে রহিল জৈবী কামনা; সে ত্যাগের মূল্য নাই। ফলত্যাগই ত্যাগ। ফলাভিসন্ধি যত ক্ষণ, তত ক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তাও তুমিই—অন্তরে তীব্রচক্ষে এইটি দেখিয়া, কতটা ত্যাগী হইয়াছ, বিচার করিতে হয়। ফলাভিসন্ধি থাকিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়, না থাকিলে হয় না—ইহাই কর্ম্মের বিজ্ঞান। সুতরাং ফলত্যাগই বিধান, কর্ম্মত্যাগ বিধান নহে।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

কর্ম্মফলাসঙ্গয়োরত্যাগিনাং ত্যাগিনাঞ্চ ফলভেদমাহ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকাদিগমনরূপং, ইষ্টং দেবলোকাদিগমনরূপং, মিশ্রঞ্চ মনুষ্যলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং, ইতি ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং কর্ম্মণঃ ফলং ভবতি অত্যাগিনাং কামনাযুক্তানাং পুরুষাণাং প্রেত্য দেহক্ষয়ানন্তরং, ন তু সন্ন্যাসিনাং কামনাবিহীনানাং পুরুষাণাং ক্বচিদেতৎ ভবতি।

অর্থ।—অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টানিষ্টমিশ্রিত, কর্ম্মের ফল এই ত্রিবিধ। কামনাময় পুরুষকেই এই ত্রিবিধ ফল দেহত্যাগান্তে ভোগ করিতে হয়; কিন্তু আকাঙ্ক্ষাশূন্য পুরুষকে কোন ফলই ভোগ করিতে হয় না। কামনাশূন্যতাই প্রকৃত সন্ন্যাস, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩

কর্ম্মানুষ্ঠানরতোঽপি কথং তৎফলাদিভির্নোপলিপ্যতে, ইতি প্রদর্শয়িতুং কর্ম্ম-নিষ্পত্তিকারণান্যুচ্যন্তে পঞ্চেতি। হে মহাবাহো, সাংখ্যে সাংখ্যশাস্ত্রে, কৃতান্তে বেদান্ত-শাস্ত্রে প্রোক্তানি প্রকৃষ্টভাবেন কথিতানি সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমা-ণানি পঞ্চ কারণানি মে মম উপদেশাৎ নিবোধ জানীহি।

অর্থ।—হে মহাবাহো, সকল কর্ম্ম সম্যক্ সংসাধিত হয় পাঁচটি কারণের দ্বারা, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃত তত্ত্ববিশ্লেষণের দ্বারা বলা হইয়াছে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

তান্যেবোচ্যন্তে অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, তথা বাহ্যং বিশ্বং, কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বজ্ঞানেন সম্পন্নঃ পুরুষঃ, পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং চতুর্দ্দশসংখ্যকমন্তর্ব্বহিঃকরণং, বিবিধা নানাপ্রকারা প্রাণাপানাদীনাং পৃথক্ চেষ্টা ব্যাপারবিশেষাঃ, দৈবং পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিতমদৃষ্টং চৈব অত্র পঞ্চমং ভবতি।

অর্থ।—অধিষ্ঠান অর্থাৎ শরীর ও বাহ্য বিশ্ব, কর্ত্তা অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বজ্ঞানময় পুরুষ, কারণ অর্থাৎ আন্তর ও বাহ্য চতুর্দ্দশ পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণাদির বিবিধ প্রচেষ্টা, এই চারিটী এবং পঞ্চম দৈব অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট বা সংস্কার, এই পাঁচটি কর্ম্ম-সিদ্ধির কারণ। শরীর, কর্ত্তৃত্ববোধ, প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, তাহাদিগের বিবিধ প্রচেষ্টা এবং ঈশ্বরতত্ত্বে অবস্থিত জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার, সকল কর্ম্মপ্রকাশের এইগুলি কারণ। দৈব শব্দে কেহ কেহ প্রাণ অপানাদি অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। সেরূপ অর্থ করিলে কর্ম্মের প্রধান কারণ যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার, সেটির উল্লেখ করা হয় না।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

এতেষাং সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমুচ্যতে শরীরেতি। শরীরবাঙ্মনোভিস্ত্রিভিরেতৈর্নরো ন্যায্যং ধর্ম্মজনকং, বিপরীতম্ অধর্ম্মজনকং বা যৎ কর্ম্ম প্রারভতে করোতি, এতে অধিষ্ঠানাদয়ঃ পঞ্চ তস্য কর্ম্মণো হেতবঃ কারণানি ভবন্তি।

অর্থ।—শরীর, বাক্য, মন প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য যাহা কিছু সম্পাদন করে, ন্যায্য হউক বা বিপরীত হউক, ইষ্ট হউক বা অনিষ্ট হউক, বিহিত হউক বা অবিহিত হউক, এই পাঁচটিই কিন্তু সকল কর্ম্মের কারণ।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ১৬

তত্রেতি। তত্র কর্ম্মনিষ্পত্তৌ এবম্ অধিষ্ঠানাদীনাং পঞ্চানাং হেতুত্বে সতি যো জনঃ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ আত্মতো বুদ্ধেঃ পার্থক্যদর্শনাভাবাৎ কেবলম্ অসঙ্গং বিশুদ্ধন্তু

আত্মানং কর্ম্মণাং কর্ত্তারং পশ্যতি, স দুর্ম্মতিরবিশুদ্ধমতিঃ আত্মানং সম্যক্ ন পশ্যতি ন জানাতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—কর্ম্মের কারণ এই পাঁচটি বলিয়া, যাহারা বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বটিকে কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া পরিদর্শন করে, অর্থাৎ আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, তাহারা তত্ত্ববুদ্ধিহীন এবং সঙ্কীর্ণমতি।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'কর্ত্তা' এইরূপ আকারীয় যে ধারণা, উহা অহংজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত,—বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং আত্মত্বে ও কর্ত্তৃত্বে যে প্রভেদ, সেই পার্থক্যটি যত ক্ষণ লক্ষ্য করিতে জীব না পারে, তত ক্ষণ সে আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করিতে বাধ্য হয়। ঐ পার্থক্যটি লক্ষ্য করিতে শিখিলে জীব কৃতবুদ্ধি হয়। অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বটি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হয়। বুদ্ধিতে ও আত্মাতে যে পার্থক্য, সেটি না দেখা পর্য্যন্ত জীব থাকে অকৃতবুদ্ধি। এবং সেই অকৃতবুদ্ধিতার জন্য তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান তিরোহিত হয় না, সে থাকে সঙ্কীর্ণমতি হইয়া। সঙ্কীর্ণমতি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সে আপনাকে একটি ক্ষুদ্র, স্বতন্ত্র জড়ত্বে সন্নিবিষ্ট জীব বলিয়া ধারণা করিতে থাকে এবং এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, সে আপনার বিবর্দ্ধনের জন্য আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করিতে স্বতঃই প্রচেষ্টাবান্ হয়।

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

কস্তর্হি সম্যক্ পশ্যতীত্যুচ্যতে যস্যেতি। যস্য জনস্য অহংকৃতঃ অহং কর্ত্তেতি ভাবঃ প্রত্যয়ো ন ভবতি, যস্য বুদ্ধিঃ শুভাশুভেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, স আত্মনোঽসঙ্গত্বদর্শী পুরুষঃ লৌকিকদৃষ্ট্যা ইমান্ লোকান্ প্রাণিবর্গান্ হত্বাপি, পরমার্থদৃষ্ট্যা ন হন্তি, ন নিবধ্যতে চ তেষাং হননজনিতপাপেন।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যাহার এই অহংকর্ত্তা ভাব নাই, যাহার স্বকর্ত্তৃত্ববুদ্ধি কর্ম্মে অনুলিপ্ত হয় না, সে পুরুষ এই সমগ্র জীব হত্যা করিলেও হত্যাকারী হয় না। সুতরাং হত্যাজনিত কর্ম্মফলে নিবদ্ধ হয় না।

যৌগিক অর্থ।—যাহার অহংকর্ত্তা ভাব নাই এবং গুণবিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়াও যে আপনাকে একান্ত অসঙ্গ দেখিতে সক্ষম, সে পুরুষ হত্যা করিয়াও আমি হত্যা করিলাম, এরূপ বুদ্ধিতে লিপ্ত হয় না। কেন না, সে আপনার আত্মাকে একান্ত অসঙ্গ বলিয়াই উপলব্ধি করে। এবং সেরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন না হওয়ায় সেই কর্ম্মের ফলোৎপত্তি ও ফলভোগ তাহার ঘটে না। এ বিজ্ঞান সহজবোধগম্য। ফল যখন অনুভূতির তারতম্যে সমুৎপন্ন হয়, তখন যে, অসঙ্গ আত্মদ্রষ্টাকে হত্যাক্রিয়ার ফল ভোগ করিতে হইবে না, ইহা সুসিদ্ধ। কিন্তু সেরূপ ঐকান্তিক অসঙ্গ বোধময় পুরুষের দ্বারা হননাদি সর্ব্ববিধ কার্য্য কেমন করিয়া সম্পন্ন হয়, সেইটি বিবেচ্য।

সেই জন্য পূর্ব্বে কর্ম্মের পঞ্চবিধ কারণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবানে সমবস্থিত জীবের অদৃষ্ট সংস্কার, তাহার কর্তৃত্ববোধময় পুরুষত্ব ও করণময় শরীর একত্বে বিধৃত হইয়া, বিবিধ চেষ্টা বা কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মাবর্ত্তনের মধ্যে নিজবোধরূপ সে পুরুষ পরমার্থতঃ অসঙ্গ হইলেও ক্ষরণশীল হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। এবং কর্ম্ম করিতে গেলেই অহঙ্কারাদি ভাবের উদয় হয়। সুতরাং কর্ম্মফলও পাইতে হয়। অসঙ্গবুদ্ধি দ্বারাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলভোগ, এই উভয়কেই আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখার সাধনা করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবে না, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কাজেই এ শ্লোকের অর্থ আরও ভেদ করিয়া দেখিতে হইবে। "নাহংকৃতো ভাবঃ" এই শব্দের দ্বারা ভগবৎকর্তৃত্ব এবং নিজের অকর্তৃত্ব, এইরূপ দেখাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ যে দৈব শব্দটি কর্ম্মের পঞ্চম কারণ বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অর্থ বলিয়াছি—ভগবানে সংস্থিত জীবের অদৃষ্ট সংস্কার। সুতরাং তাহার শরীর ধারণ ও কর্ম্ম করা, সমস্তই ভগবদিচ্ছাধীন এবং ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ভগবৎকর্তৃত্বের ধারণা জীবের অনহংকারভাবের জনক। মাত্র অহংবুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক্ দেখিয়া, স্বীয় অসঙ্গত্ব অনুভব করা, ইহা দ্বারা কর্ম্মের ফলদায়কত্ব নিবৃত্ত হয় না। কর্ম্ম ভগবানের দ্বারাই কৃত হইতেছে, আমি তাহার অসঙ্গ দ্রষ্টা এবং ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা, এইরূপ বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিলে তবে কর্তৃত্বে লিপ্ত হইতে হয় না এবং তবে কর্ম্ম আমার জন্য ফল প্রসব করে না। কেন না, কর্তৃত্ব যাহার, ফলও তাহারই। কিন্তু পরমেশ্বর আপনিই কর্ম্ম, আপনিই ফলরূপে প্রকাশ হন বলিয়া তাঁহার ফলাধীনতা নাই। অগ্নি যেমন কখন অগ্নিকে দহন করে না, সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মও তাঁহাকে ফলভোগাচ্ছন্ন করে না। কাজেই ভগবান্‌কে কর্ম্মের কর্ত্তা দেখাই ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতির উপায়। ভগবানে সু-সমাবিষ্ট পুরুষও ভগবদ্ধর্ম্ম অনুপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়াও ফলে আবদ্ধ হয় না। ভগবদ্‌বোধশূন্য মাত্র অসঙ্গত্বের দর্শন সেই জন্য শরীরীর কর্ম্মফলভোগ রোধ করিতে পারে না এবং পারাও সম্ভব নহে। কিন্তু ভগবৎকর্তৃত্বদর্শনযুক্ত যে অসঙ্গ বোধ, উহাই কর্ম্মফলভোগকে নিরস্ত করে। এই কর্ম্ম-ফলবাধকত্বের উৎকর্ষতা কর্ম্মযোগে রহিয়াছে বলিয়াই অসঙ্গ আত্মত্বের সাধনাময় সন্ন্যাসবাদ অপেক্ষা সমুচ্চয়ময় আশ্রমধর্ম্ম-সাধনার শ্রেষ্ঠতা গীতায় কথিত হইয়াছে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮

কর্ম্মবিজ্ঞানস্য পুনঃ সুপরিজ্ঞানার্থং তেষাম্ উদয়ং সংগ্রহঞ্চ কথয়তি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং যেন জ্ঞায়তে, জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং, পরিজ্ঞাতা তয়োরাশ্রয়ঃ, ইতি ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কর্ম্মচোদনা কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা, জ্ঞানাদীনাং ত্রয়াণাং সমাহারেণৈব সর্ব্বকর্ম্মণামুদয়ো ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ করণং যেন ক্রিয়তে, তচ্চ বহিরন্তর্ভেদেন দ্বিবিধং, কর্ম্ম কর্ত্তুরভীষ্টং,

কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বাহক ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্ম সংগৃহ্যতে অস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ, করণাদিষু ত্রিষু এব কর্ম্মণাং সংগ্রহো ভবতীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ ভাবে কর্ম্ম উদিত হয়। এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই ত্রিবিধ ভাবে কর্ম্ম সঞ্চিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মবিজ্ঞান বলাই এই তৃতীয় ষট্‌কের উদ্দেশ্য বলিয়া, কর্ম্ম জিনিষটিকে আরও সুপরিস্ফুট করিয়া বুঝাইবার জন্য কর্ম্ম কি ভাবে উদিত হয় এবং কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। কর্ম্ম উদিত হয় ত্রিমূর্ত্তিতে; জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, বুদ্ধির এই ত্রিপুটরচিত হইয়া কর্ম্মপ্রকাশ হয়। কর্ম্মপ্রকাশ হইল মানেই জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই তিনপ্রকার জ্ঞানপ্রকাশ তাহাতে আছেই। এই ত্রিপুটের উদয়ই কর্ম্মের জন্ম। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই ত্রিপুটই কর্ম্মের পরিণতি; অর্থাৎ এই ভাবে কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে। বুদ্ধির সাত্ত্বিক অংশটি আত্মসংযোগে জ্ঞাতা মূর্ত্তিতে থাকে, রাজস অংশটি জ্ঞানক্রিয়া আকারে এবং তামস অংশটি জ্ঞেয় আকারে পরিস্ফুট হয়। উহাই আবার স্থূলতঃ অর্থাৎ বিশিষ্ট ভাবে ক্রিয়ামূর্ত্তিতে পরিণত হইলে করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই আকারে পরিস্ফুট হয়। কর্ম্মের উদয়মূর্ত্তি জ্ঞানপ্রধান এবং স্থিতিমূর্ত্তিটি ক্রিয়াপ্রধান।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯

গুণভেদেন জ্ঞানাদীনাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং যেন জ্ঞায়তে, কর্ম্ম ক্রিয়া, কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বাহকঃ, এতত্রয়মেব সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ প্রত্যেকং ত্রিধা প্রোচ্যতে কথ্যতে গুণসংখ্যানে সাংখ্যশাস্ত্রে। তান্যপি জ্ঞানাদীনাং ভেদজাতানি ময়া কথ্যমানানি যথাবৎ যথাশাস্ত্রং শৃণু।

অর্থ।—গুণভেদ অনুসারে এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা আবার প্রত্যেকেই তিন প্রকার বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত হয়; তাহা বলিতেছি, শোন।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে॥
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥ ২০

তত্রাদৌ জ্ঞানস্য ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে সর্ব্বভূতেষিতি। সর্ব্বভূতেষু চরাচরেষু প্রাণিবর্গেষু বিভক্তেষু পৃথক্ পৃথক্ প্রকারেষু সৎস্বপি যেন জ্ঞানেন তেষু একং অবিভক্তং অপৃথগ্‌ভূতং অব্যয়ং ব্যয়রহিতং নিজবোধরূপং ভাবং আত্মবস্তু ঈক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অনন্তরূপে বিভক্ত সর্ব্বভূতের মধ্যে অব্যয়, অবিভক্ত যে একটি ভাব রহিয়াছে, সেইটির যে জ্ঞান, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

যৌগিক অর্থ।—জ্ঞানের ত্রৈবিধ্য বর্ণনা করিতেছেন। আত্মজ্ঞানের আভাস পাইলে এই নানারূপে বিভক্ত জীবক্ষেত্রে প্রতি ভূতের অন্তরে অন্তরে যে নিজত্ব বা

আত্মবোধ রহিয়াছে, উহা যে এক ও অবিভক্ত ভাব এবং উহা ভাবমাত্র নহে, এক অবিভক্ত আত্মতত্ত্বই বিভক্তরূপে ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এইটি প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। যে জ্ঞানের দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥ ২১

পৃথক্ত্বেনেতি। যৎ জ্ঞানং তু পৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌ভাবেন সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্‌বিধান্ নানাভাবান্ বেত্তি জানাতি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি।

অর্থ।—সর্ব্বভূতকে নানাভাবীয় পৃথক্ পৃথক্ সত্তা বলিয়া, সেই পৃথক্ত্বের জ্ঞানটি জ্ঞাত হওয়াই রাজসিক জ্ঞান। রজোগুণটি প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াপ্রধান বলিয়া জীবত্বের নামরূপক্রিয়াময় ভাবটিই এই গুণের দ্বারা গৃহীত হয়। নাম, রূপ ও ক্রিয়াই পার্থক্য-বোধক; সেই জন্য পৃথক্ত্বের জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান। ব্যবহারের বা ক্রিয়ার পার্থক্যই এই রাজস জ্ঞানে বিশেষ ভাবে গৃহীত এবং সমালোচিত হয়। ব্যবহার অংশটি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা ও তাহার পৃথক্ত্ব অন্বীক্ষণ করাই রাজস জ্ঞানের লক্ষণ।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানম্ একস্মিন্ কার্য্যে ভূতানাং স্থূলপ্রকাশে কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তং নিবদ্ধং, অহৈতুকং কারণজ্ঞানবর্জ্জিতং, অতত্ত্বার্থবৎ তত্ত্বপরিজ্ঞানহীনং, অতএব অল্পং বস্তুসত্তামাত্রদর্শনময়ত্বাৎ স্বল্পপরিমিতং, তৎ জ্ঞানং তামসম্ উদাহৃতম্।

অর্থ।—হেতুদর্শনহীন, মাত্র কার্য্য বা ভূতের স্থূল ভাবটিতে যে জ্ঞান লিপ্ত থাকে, তাহার মাঝে তত্ত্ব বা কারণ ও উদ্দেশ্য কিছুই লক্ষ্য করে না, সেই যে স্থিতিপ্রধান কৃৎস্ন সত্তামাত্রদর্শনময় অপ্রশস্ত জ্ঞানটি, উহাই তামসিক জ্ঞান। কোন কার্য্য বা বস্তু বা কোন ব্যক্তির যে স্থূল স্থিতিভাবটি, সেইটি লইয়া যে বুদ্ধিটি প্রকাশ পায়, তাহাই হইল তমোগুণাত্মক তামসিক জ্ঞান। ব্যবহার, ক্রিয়া, নাম, রূপ, কারণ প্রভৃতি দর্শন ও তজ্জাত সমস্ত পৃথক্ত্বদর্শনপ্রধান যে জ্ঞান, তাহাই রাজসিক এবং একমূলত্বদর্শনপ্রধান জ্ঞানটি সাত্ত্বিক। পরমাত্মসম্বন্ধেও গুণানুসারে ত্রিবিধ বুদ্ধি দেখা যায়। সর্ব্বভূতস্থ আত্মাকে এক পরমাত্মারই পৃথক্‌বিধ ভাবে অবস্থান বলিয়া যদি বোধ হইতে থাকে বা বিচারসিদ্ধ হইয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে উহা হইল সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান। আর পরমেশ্বর স্বগতভেদময়, বহু বহু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মময়, জীব ও পরমাত্মা চিরস্বতন্ত্র, এইরূপ পৃথক্ত্ববোধক জ্ঞান রাজস। আর ভগবান্ বলিতে একটী জীববৎ মূর্ত্তি বা আয়তনময় মাত্র একটী ব্যক্তি, এইরূপ যে জ্ঞান, যাহাতে তত্ত্বাদির জ্ঞান বিন্দুমাত্র প্রকাশিত থাকে না, তাহাই তামসিক জ্ঞান।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

কর্ম্মণস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে নিয়তমিতি। সঙ্গরহিতম্ আসক্তিবর্জ্জিতং, অরাগদ্বেষতঃ অনুরাগদ্বেষপরিবর্জ্জনতো যৎ নিয়তং প্রতিদিবসকরণীয়ং লৌকিকমলৌকিকঞ্চ কর্ম্ম অফলপ্রেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষারহিতেন পুরুষেণ কৃতম্ ভবতি, তৎ সাত্ত্বিকং কর্ম্ম উচ্যতে।

অর্থ।—সঙ্গরহিত ভাবে রাগদ্বেষপ্ররোচনাশূন্য অফলাকাঙ্ক্ষীর দ্বারা কৃত যে নিত্য কর্ম্ম, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। নিত্য কর্ম্ম বলিতে এখানে প্রতিদিবসের অবশ্য-কর্ত্তব্য যত কিছু কর্ম্ম, সমস্তই বুঝিতে হইবে, মাত্র পঞ্চ যজ্ঞাদিরূপ বিশিষ্ট কর্ম্মগুলির কথা বলা হইতেছে না। রাগদ্বেষ দ্বারা অপ্রণোদিত কর্ম্মের উল্লেখ থাকায় দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্ম্মপ্রসঙ্গই যে করা হইল, ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। মাত্র নিত্য-করণীয় উপাসনাদিরূপ কর্ম্মের কথা হইলে অদ্বেষকৃত কর্ম্মের উল্লেখ থাকিত না। কেন না, দ্বেষযুক্ত হইয়া ভগবদুপাসনাদিরূপ নিত্য কর্ম্মের কল্পনা করা যায় না।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪

যত্ত্বিতি। কামেপ্সুনা ফলাভিলাষিণা, সাহঙ্কারেণ অহঙ্কৃতিবতা পুরুষেণ বা পুনঃ যত্তু বহুলায়াসং অতিপরিশ্রমসাধ্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ কর্ম্ম রাজসম্ উদাহৃতং কথিতং।

অর্থ।— কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে যাহা কৃত হয় অথবা কর্ত্তৃত্বভাব সহকারে প্রচেষ্টা-বহুলতাময় যে কর্ম্ম কৃত হয়, সেইগুলি রাজস কর্ম্ম। কর্ত্তৃত্ববোধ কামনা দ্বারা এবং প্রচেষ্টাবহুলতা কর্ত্তৃত্ববোধের দ্বারা যে পুষ্ট, ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। কামনা ও প্রবৃত্তি রজোগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং এই জাতীয় কর্ম্ম রাজসিক।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫

অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধং কর্ম্মণঃ পশ্চাদ্ভাবি ফলং, ক্ষয়ং শক্তিধনয়োর্নাশং, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষং স্বস্য সামর্থ্যঞ্চ অনপেক্ষ্য এতেষাম্ অনুবন্ধাদীনাং পর্য্যালোচনমকৃত্বা, যৎ কর্ম্ম মোহাৎ মোহবশাদেব আরভ্যতে, তৎ কর্ম্ম তামসম্ উচ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অনুবন্ধ বা কর্ম্মফল, স্বার্থহানি, হিংসা, স্বীয় সামর্থ্য, এ সকল উপেক্ষা করিয়া, মাত্র মোহবশতঃ যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই তামস কর্ম্ম।

যৌগিক অর্থ।—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া, ক্ষতি ও লাভ বিবেচনা না করিয়া, অন্যের অনিষ্ট হইবে কি না, সে কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা শক্তিতে কুলাইবে কি না, এ সকল বিবেচনা না করিয়া, শুধু মোহপরিচালিত হইয়া যদি কিছু করা হয়, তবে বুঝিবে, উহা তামসিক কর্ম্ম। জীবের কর্ম্ম করিবার মোহ যে যথেষ্ট, ইহা সহজেই অনুমেয়। প্রায়

দেখা যায়, যে সময়টায় করিবার মত কোন কিছু খুঁজিয়া না পায়, তখন মানুষ অনর্থক নানাপ্রকার কায়, মন ও বাক্যের অনাবশ্যকীয় ব্যবহার করিতে থাকে। কাজ নাই, তবে একটু ঘুরিয়া আসি। কাজ নাই, তবে অমুকের সহিত দেখা করিয়া আসি। কাজ নাই, তবে নূতন কিছু আহারের আয়োজন করি, ইত্যাদি আকারে প্রায়ই মানুষকে ব্যস্ত হইতে দেখা যায়। এই সকল কর্ম্মই দেখাইয়া দেয়, জীবের কর্ম্ম করিবার মোহ কত গভীর। সেই মোহের বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক সময়ে ফলাফল প্রভৃতি বিচার উপেক্ষা করিয়া, ভাল মন্দের হিসাব না করিয়া, অনেক গুরুতর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে মানুষকে দেখা যায়। এই সকল তামস কর্ম্ম।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

ত্রিবিধঃ কর্ত্তা উচ্যতে মুক্তসঙ্গ ইতি। মুক্তসঙ্গ আসক্তিবিহীনঃ, অনহংবাদী অহং কর্ত্তেতি অভিমানবর্জ্জিতঃ, ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ উৎসাহেন চ সম্যগ্‌যুক্তঃ, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারঃ হর্ষবিষাদশূন্যঃ, এবংবিধঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আসক্তিশূন্য, 'আমি করিতেছি' এরূপ অভিমানবর্জ্জিত, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহকারে সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রণোদনে যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মের গুণানুসারী ত্রিবিধ লক্ষণ বর্ণনা করিয়া, এইবার কর্ত্তার ত্রিবিধ লক্ষণ বলিতেছেন। যাহারা সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহারা ভগবৎকর্ত্তৃত্বদর্শী; সুতরাং আত্মকর্ত্তৃত্বটি তাহাদের অন্তরে অভিমানাকারে আড়ম্বরময় হয় না; কর্ম্মেও তাহাদের মোহজনক আসক্তি থাকে না, এবং কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে কি না, সে হিসাব লইয়া তাহারা ব্যস্ত থাকে না। শুধু কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভূত হইলেই তাহারা সেই কর্ত্তব্যবোধের প্ররোচনায় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ওইরূপ আসক্তি ও ফলাফল বোধের প্রাবল্যহীনতাবশতঃ কিন্তু সাধারণ জীবের মত সে কার্য্যে যে তাহাদের উদ্যমশিথিলতা থাকে, তাহা নহে; অথবা সে কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে বিলম্বের জন্য এবং আসক্তি না থাকার জন্য যে তাহারা ধৈর্য্য হারায়, তাহা নহে; বরং পূর্ণ উৎসাহ ও পূর্ণ ধৈর্য্যসহকারে তাহারা সে কাজকে সম্পন্নতার দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। এইটি অপূর্ব্ব লক্ষণ। সাধারণ মানুষের ভিতর দেখা যায় যে, যে কর্ম্মে আসক্তি ও ফলাভিসন্ধি যত বেশী, সেই কাজ তাহারা তত উৎসাহ ও ধৈর্য্য সহকারে করিতে নিযুক্ত হয়। আর যে কাজে আসক্তি তত নাই ও ফলাভিসন্ধিও তত নহে, সে কাজ সেই অনুপাতে তাহারা উৎসাহহীন ও বিরক্তিভাবাপন্ন হইয়া সম্পাদন করে। সংসারযাত্রায় প্রায়ই দেখা যায়, যাহারা যে পরিমাণে শক্তিসম্পদ্‌হীন, তাহারা তত আসক্তিহীনতার ভাণ করে;

এবং অতি বিমর্ষ চিত্ত লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সেই বিমর্ষতার মাঝে একটা নিরাশ্রয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়া, বিমূঢ় সংস্কারমাত্রে প্রতিষ্ঠিত একটি শব্দমাত্র "ভগবান্" বা "অদৃষ্ট" বলিয়া ধারণা, তাহার দৈন্যের যেন মূল অনির্দ্দেশ্য কারণ, এইরূপ মোহজনক একটি চিত্তের আশ্রয় রচিত করিয়া, কোন গতিকে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে। সংসার অসার, বিষতুল্য, ইহা ত্যাগ করাই সমীচীন, যাহা হয় হউক ইত্যাদি ভাবের দ্বারা সর্ব্বতোরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়। মায়াতে বিজড়িত, অথচ বলিতে ছাড়ে না,—"কে কাহার"; মোহে নিমজ্জিত, অথচ বলিতে ছাড়ে না,—"আমি আসক্তিহীন"; তৃষায় জর্জ্জরিত, অথচ বলিতে ছাড়ে না,—"বিষয় তুচ্ছ।" ইহাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আর যাহাতে ওইরূপ "দরিদ্রঃ সর্ব্বত্যাগী" ভাবটি যত পরিস্ফুট, তাহাকেই আমরা তত সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া কল্পনা করি; এবং সেইরূপ পুরুষকে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, ভগবানের দোহাই দিয়া গৃহ ছাড়িয়া বিচরণ করিতে দেখিলে আমরা মহাসাত্ত্বিক পুরুষ ভাবিয়া তাহার চরণধূলি শিরে লইতে বিলম্ব করি না। আর শান্তি যে সংসারে নাই—শুধু ভগবানেই শান্তি আছে, এই জাতায় সংসার ও ভগবানে ভেদ সন্দর্শনকারী তাহাদের বচনধারায় সুধার আগার দেখি। জানিতে শিক্ষা করি—সংসার বিষ, অথচ তৎপরতা সেই বিষপানে সমধিক! জানিও—ইহা একান্ত তামসিক ভাব। সাত্ত্বিকের লক্ষণ—উদ্যমময়তা; সাত্ত্বিকের লক্ষণ—বীরের মতন জীবন যাইবে, কি থাকিবে, এ চিন্তাশূন্য হইয়া রণস্থলে বিচরণ করা। ফল কি হইবে, তাহা জানি না; কর্ত্তা যিনি, ফলের হিসাব তাঁহার, আমি সেই কর্ত্তার অনুগামী সেনামাত্র; উৎসাহই আমার জীবন, ধৈর্য্যই আমার সুদৃঢ় শরীর, কর্ম্ম আমার কর্ম্মব্রহ্ম ভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। আমার জীব-ভাবীয় নিজত্বের স্বার্থ এ কর্ম্মের মাঝে অস্তিত্বহীন—কর্ত্তাকে দেখা, কর্ত্তাকে অনুগমন করা, ইহাই আমার কর্ম্ম—আমার তৃপ্তি—আমার আনন্দ। কর্ম্মের ফলাফল সে উৎসাহকে অভিভূত করে না, কর্ম্মের উদ্যোগ তাহার অহংভাবকে আসুরিক মত্ততায় দীপ্ত করে না; শান্ত, ধীর, অথচ অসীম উৎসাহে উদ্যমে ভরা তাহার প্রাণ—সে যে নারায়ণী সেনা। ইহাই সাত্ত্বিকের লক্ষণ। তাহার সাত্ত্বিকতার পরিচয় মাত্র আতপ তণ্ডুল আহারে, মাত্র ধর্ম্মধ্বজী ভাবে বা ভীরুতা ও কুণ্ঠায় বিজড়িত "ভাল-মানুষের" ভাবটিতে নহে। এই সংসারের অবস্থাচক্রের যে নেমিতে তাহার স্থান হউক, সে সমান ধৈর্য্যশীল, সমান নির্ব্বিকার, সমান আসক্তিহীন, অথচ সমান উৎসাহ উদ্যমময়, সমান আনন্দশান্তিময়, সমান প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ তার সর্ব্বান্তর। সে আত্মাশ্রয়ী, অন্যাশ্রয়ী নহে। স্বয়ং ভগবান্ তাহার আত্মা, ইহাপেক্ষা বীর্য্য ও ধৈর্য্য-লাভের সংস্কার জীবের আর কোথায়? সাত্ত্বিক কর্ত্তার বিচারে এই আত্মাশ্রয়ী কথাটি তোমরা ভুলিও না। ভগবান্ ও সংসারকে একত্রে গ্রথিত করে সাত্ত্বিক কর্ত্তা, ইহা বিস্মৃত হইও না।

**রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭**

রাগীতি। রাগী বিষয়ানুরাগবান্, কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলাভিলাষী, লুব্ধঃ পর-দ্রব্যেষু লোভবান্, হিংসাত্মকঃ পরপীড়কস্বভাবঃ, অশুচিঃ বাহ্যান্তঃশৌচবর্জ্জিতঃ, হর্ষ-শোকান্বিতঃ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদবান্, এবংবিধঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বিষয়রাগানুরক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, অশুদ্ধচিত্ত, সুখ দুঃখে সর্ব্বদা বিজড়িত, এইরূপ কর্ত্তাকে রাজস কর্ত্তা বলে।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকটীতে রাজস কর্ত্তার লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। বিষয়ানু-রাগে ভরা হৃদয়, সর্ব্বদা ফলাভিসন্ধিময়, সুতরাং লুব্ধ এবং অন্যের স্বার্থ হিংসা করিতে কুণ্ঠিত নয়, অপরের স্বার্থ নষ্ট করিয়াও আপনার স্বার্থ পরিপূরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, এবং সুখে ও দুঃখে সর্ব্বদা বিজড়িত, এই সব হইল রাজসিক কর্ত্তার লক্ষণ। এই ভাবটী বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জাতিতে বিশেষভাবে প্রকটিত দেখা যায়। এবং ইহারই অনুকরণে আমাদিগেরও দেশ আজ প্রয়াসী। ইহা রাজসিক অভ্যুত্থান, এ কথা তোমরা ভুলিও না। ইহা লইয়া যায় মানুষকে ধ্বংসের পথে, ইহা উড়াইয়া দেয় জীবের ভগবদ্‌বোধ। ইহার উদ্যম উৎসাহ অধীরতায় ভরা। স্বার্থান্ধতা ইহার প্রাণ। জাগতিক সুখ দুঃখের পর্য্যালোচনাই ইহার মস্তিষ্ক। অন্যের স্বার্থে হিংসাপরায়ণতা অতীব দোষাবহ, সন্দেহ নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা আত্মহিংসক, ইহাই সমধিক দোষ। অহংভরিতা ইহার একটী প্রকৃষ্ট লক্ষণ। ভগবৎকর্ত্তৃত্ব ইহাদের চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়। ধর্ম্ম ও নীতি দৌর্ব্বল্যের আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহারা উদাসীন ও সম্বন্ধরহিত। মাত্র মর্ত্ত্য সুখাভিসন্ধি ইহাদিগের মূলমন্ত্র।

**অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮**

অযুক্ত ইতি। অযুক্তঃ অসমাহিতচিত্তো মনসো দৌর্ব্বল্যাৎ, প্রাকৃতঃ অত্যন্ত-প্রকৃতিবশগঃ অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ, স্তব্ধঃ অবিনীতস্বভাবঃ পরিবর্ত্তনাসহিষ্ণুত্বাৎ, শঠো ধূর্ত্তঃ, নৈষ্কৃতিকঃ পরস্বার্থাপহন্তা, অলসঃ অনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকপরায়ণঃ, দীর্ঘসূত্রী দীর্ঘকালেন কর্ম্মনিষ্পাদকঃ, এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—দুর্ব্বলচিত্ত, অমার্জ্জিতবুদ্ধি, স্থিতিস্থাপকতাশূন্য, অনম্রচিত্ত, শঠ, আলস্যপরায়ণ, অকর্ম্মা, সদাবিষণ্ণ, কর্ত্তব্য সংসাধনে যত্ন ও উদ্যমহীন, এইরূপ পুরুষ তামস কর্ত্তা নামে অভিহিত।

যৌগিক অর্থ।—সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রবৃদ্ধি না থাকিলে স্বতঃই এই তামসিক লক্ষণগুলি ভূতানুসেবী জীবের অন্তরে প্রাদুর্ভূত হয়। ভৌতিক জাড্য ইহাদিগের চিত্ত-

প্রসারকে সঙ্কুচিত করে। সেই জন্য ইহারা কোন বিষয়ে অধিক ক্ষণ মনকে যুক্ত করিয়া রাখিতে পারে না। ভূতপ্রকৃতির পরবশতায় ইহারা বুদ্ধির অনুশীলনে তৎপর নহে। রাজসিক পুরুষেরাও ভূতানুসেবী সত্য। কিন্তু তাহারা ভূতকে বিশ্লেষিত করিয়া, তদন্তরে প্রবেশ করিতে সদা সচেষ্ট। কিন্তু তামস পুরুষেরা ভূতানুসেবাতেই বিমূঢ়; বুদ্ধিকে তদন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত করিয়া তোলা ইহাদিগের স্বভাববিরুদ্ধ। এই জন্য ইহাদিগকে প্রাকৃত বলা হইল। আর ঐরূপ প্রাকৃত বলিয়া, ঐরূপ ভূতসম্মূঢ় বলিয়া উহারা স্তব্ধ; যেমন আছে, সেই ভাবে থাকিতে পারাই উহাদিগের তৃপ্তিপ্রদ। সুতরাং দুর্ব্বিনীত। প্রায়শঃই ইহারা অপরের স্বার্থে আঘাতকারী। আপনার স্বার্থপরিপূরণ হউক বা না হউক, অন্যের স্বার্থ হনন করিতে পারাতেই ইহাদিগের সুখ। স্থিতিস্থাপকতাশূন্য, সুতরাং অলস ও অকর্ম্মা। এবং সেই জন্য উৎসাহদীপ্তিশূন্য, বিষাদময় ও দীর্ঘসূত্রী। ইহাই তামস প্রকৃতির পরিচয়।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯

গুণভেদেন জ্ঞানাদীনাং প্রত্যেকতস্ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। অধুনা বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ গুণানুসারি ত্রৈবিধ্যম্ বক্তুম উপক্রমতে বুদ্ধেরিতি। হে ধনঞ্জয়, গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণভেদতো বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চৈব ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌ভাবেন, অশেষেণ চ ময়া প্রোচ্যমানং শৃণু।

অর্থ।—হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধি ও ধৃতিরও গুণ অনুসারে ত্রিবিধ ভেদ আছে; তাহা বিশেষভাবে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এইগুলির গুণানুসারী ভেদ বর্ণনা করিয়া, এইবার বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ বলিতে উপক্রম করিতেছেন।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

তত্র বুদ্ধের্ভেদমাহ প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং জ্ঞানপ্রদে কর্ম্মণি, নিবৃত্তিম্ অজ্ঞানপ্রদে কর্ম্মণি, কার্য্যং আত্মনঃ পরস্য চ শুভাবহং করণীয়ং, অকার্য্যম্ অকরণীয়ম্ ইহ পরত্র চ দুঃখজনকত্বাৎ, ভয়াভয়ে অকার্য্যকার্য্যনিমিত্তে, বন্ধং যেন কর্ম্মানুষ্ঠানেন লভতে, মোক্ষঞ্চ যেন কর্ম্মণেতি প্রবৃত্ত্যাদিমোক্ষান্তং যা বুদ্ধির্বেত্তি বিচার্য্য জানাতি, হে পার্থ, সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ভয় ও অভয়জনক অকার্য্য ও কার্য্যে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এবং বন্ধন ও মোক্ষ যে বুদ্ধিতে সর্ব্বদা পরিজ্ঞাত হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

যৌগিক অর্থ।—অকার্য্য ভয়জনক, কার্য্য অভয়জনক; অকার্য্যের আদিতে ভীতি আছে, কার্য্যের আদিতে অভীতি আছে, ইহা একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলেই মানুষ বুঝিতে পারে। অনেক সময়ে মানুষকে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত কর্ম্ম করিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু সেই কার্য্য যদি সে বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে

দেখিতে পাইত, তাহাতে ভীতি আছেই আছে। আত্মবিনাশের ভাবই ভীতি। যাহা দ্বারা অন্যের বা নিজের অনিষ্ট হয়, তাহাই অকার্য্য। ভগবদ্‌বোধশূন্য ভাবে যাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত অকার্য্য। কেন না, তাহাতেই প্রকৃত আত্মহনন হয়। আর যাহার দ্বারা অন্যের এবং আপনার ইষ্ট হয়, তাহাই কার্য্য। ভগবদ্‌বোধযুক্ত হইয়া যাহা করা যায়, তাহাই প্রকৃত কার্য্য। কার্য্য এই জন্য ভয়শূন্য। ইহা ব্যতীত প্রকৃত কার্য্যে ও প্রকৃত অকার্য্যে মোক্ষ ও বন্ধনের অভয় ও ভয় আছে। যে বুদ্ধি সর্ব্বদা এইরূপে কার্য্যাকার্য্য বিচারপরায়ণ এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিপ্রদা ও অকার্য্যে নিবৃত্তিপ্রদা, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী। মোটকথা, পরমতত্ত্বগ্রাহিণী বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

যয়েতি। ধর্ম্মং মোক্ষপ্রদং, অধর্ম্মং বন্ধনপ্রদং, কার্য্যং করণীয়ং, অকার্য্যম্ অকরণীয়মেব চ যয়া বুদ্ধ্যা অযথাবৎ ন যথাযথং প্রজানাতি পুমান্, হে পার্থ, সা বুদ্ধিঃ রাজসী।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, এগুলি অসম্যক্ ভাবে যে বুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞাত হয়, সেই বুদ্ধি রাজসিক।

যৌগিক অর্থ।—যাহা মোক্ষপ্রদ, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা বন্ধনপ্রদ, তাহাই অধর্ম্ম। কেন না, ভগবৎশক্তি, যাহা দ্বারা এ বিশ্ব বিধৃত, তাহাই ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের অনুধাবন করাই মানবের নিকট সেই জন্য ধর্ম্মরূপে গৃহীত হয়। তদ্‌বিপরীত অধর্ম্ম। তাই ধর্ম্ম মোক্ষদায়ক, অধর্ম্ম বন্ধনময়। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কার্য্য অকার্য্য বিচার যে বুদ্ধিতে সম্যক্ ভাবে পরিগৃহীত হয় না, তাহা রাজসী বুদ্ধি। পরিগৃহীত না হইবার কারণ চাঞ্চল্য, কর্ম্মব্যস্ততা, কর্ম্মপ্রবণতার আতিশয্য এবং সেই চাঞ্চল্য বা কর্ম্মপ্রবণতার আতিশয্য রজোগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং এরূপ বুদ্ধি রাজসিক।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

অধর্ম্মমিতি। যা বুদ্ধিঃ তমসা আবৃতা সতী অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বান্ জ্ঞাতব্যান্ বিষয়ান্ বিপরীতান্ মন্যতে চ, হে পার্থ, সা বুদ্ধিস্তামসী।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ যে বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়কেই বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে, তাহাই তামসী বুদ্ধি।

যৌগিক অর্থ।—বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিই তামসী বুদ্ধি। শুধু ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে, সমস্ত বিষয়ই যে অজ্ঞানতাবশতঃ বিপরীত ভাবে উপলব্ধি করিতে থাকে, তাহার বুদ্ধি তামসী। মোহবশতঃ বুদ্ধির এইরূপ বিপরীত গতি সম্পাদিত হয়। কোন মদ্যপকে যদি বল,

"মদ্যপান অতীব দুষ্কার্য্য, উহা পরিত্যাগ করা উচিত," সে যদি তাহার উত্তর দেয়, "মদ্য পানের দোষ দেখিতেছেন—গুণ দেখিতেছেন না ; মদ্যপানে চিত্তের ও শরীরের ক্লান্তি দূর হয়, নিরানন্দ সংসারে ক্ষণেকের জন্যও আনন্দ আসে, সেই জন্য মদ্যপানে জীবের বিশেষ আবশ্যকতা" ; তবে বুঝিবে, সে লোকটির বুদ্ধি তামসিক।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

ধৃতিভেদমাহ ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তসমাধানেন হেতুনা অব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমগৃহীতবত্যা যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়া ধারয়তে, হে পার্থ, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে ধৃতিশক্তির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া যথাযথ সংযুক্তভাবে বিধৃত হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি।

যৌগিক অর্থ।—ধৃতি শব্দের অর্থ বিধারণ বা চুম্বিনী শক্তি। জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে দুইটি দিক্ আছে,—নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, যাহা সাধারণতঃ বুদ্ধি নামে অভিহিত এবং যাহার ত্রিবিধ ভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হইল, সেই দিক্ এবং ধৃতি বা বিধারিণী শক্তি অন্য দিক্। সেই ধৃতিও আবার গুণানুসারে ত্রিবিধ ভাবে ক্রিয়াশীল। যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি পরস্পর পরস্পরের সহিত অব্যভিচারে যুক্ত থাকিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি। কিন্তু এই ক্রিয়া সম্পাদনে আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়দিগের যে সংযোগ আছে, আত্মার যে প্রভাব দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল বিধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং মৃত্যুর পর যে শক্তিবলে আত্মার সঙ্গে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরাও আত্মারই অনুধাবন করে, সাত্ত্বিকী ধৃতির তাহাই প্রধান পরিচয়।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়েতি। হে অর্জ্জুন, যয়া তু ধৃত্যা প্রাধান্যেন ধর্ম্মকামার্থান্ নিত্যানুষ্ঠান-যোগ্যরূপান্ ধারয়তে, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি জনঃ, সা রাজসী ধৃতিঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও তত্তৎফলাকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গতঃ বিধৃত হয় ও মানুষকে ফলাকাঙ্ক্ষী করে, তাহাই রাজসী ধৃতি।

যৌগিক অর্থ।—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও তদ্বিষয়ক ফলভোগে মানুষ নিত্যাকাঙ্ক্ষী। এই ধর্ম্ম, অর্থ, কামগুলি জীবের জীবত্বের সঙ্গে গ্রথিত রহিয়াছে। জীবের ফলাকাঙ্ক্ষা এই ত্রিবিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াশীল। ইহাই জীবের জীবত্ব ; এই ভাবে জীবের সঙ্গে ইহারা যে শক্তির দ্বারা নিত্যযুক্ত, তাহাই রাজসী ধৃতি। জীবের সকল প্রচেষ্টারই মূল এই রাজসিক ধৃতিশক্তি। মানুষের প্রাণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম পূরণের জন্য

যে সর্ব্বদাই যত্নপরায়ণ, ইহাই দেখাইয়া দেয় যে, এগুলি জীবে সুদৃঢ় ভাবে বিধৃত। ওই ধৃতিশক্তিই রাজসিক।

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫

যয়েতি। যয়া ধৃত্যা দুর্ম্মেধাঃ পুরুষঃ স্বপ্নং নিদ্রাং, ভয়ং, শোকং, বিষাদং, মদং বিষয়মত্ততাং এবচ ন বিমুঞ্চতি, স্বপ্নাদীনেতান্ নিত্যকর্ত্তব্যরূপান্ মত্বা ধারয়েত্যেব, হে পার্থ, সা ধৃতিস্তামসী।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে ধৃতিশক্তির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিষয়মত্ততা জীবে বিধৃত হইয়া থাকে, ওগুলিকে পরিহার করিতে না পারিয়া জীব দুর্ম্মেধারূপে অবস্থান করে, সেই বিধারিণী শক্তি তামসিক ধৃতি।

যৌগিক অর্থ।—মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিষয়মত্ততা, এই সকলগুলিই মনুষ্যে সম্যক্ ভাবে বিধৃত হইয়া চুম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই বিধৃতিশক্তিই ধৃতি নামে জ্ঞেয়। গুণানুসারে ত্রিবিধ জ্ঞানপ্রকাশ বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও ত্রিবিধা ধৃতি জীবত্বকে সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছে। তন্মধ্যে যে অংশ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিষয়মত্ততাগুলিকে জীবের সঙ্গিরূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তামসিক, ইহা সুস্পষ্ট। আমি এই ধৃতিশক্তি সম্বন্ধে আরও বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

এই যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপ বুদ্ধি এবং এই যে ধৃতি, ইহারা পরস্পর নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশীলা হইলেই তাহা দুই দিকে কার্য্যকরী হয়—একটী অন্তর্ম্মুখে, একটি বহির্ম্মুখে। কোন শক্তি ক্রিয়াশীলা হইলেই তাহার গতি কেন্দ্রাভিমুখী ও বহিরভিমুখী, এই দুই ভাবে প্রকাশ পায়; জ্ঞানক্রিয়াও সেই জন্য চেতনমুখী ও বহির্ম্মুখী বা ভূতিমুখী হইয়া প্রকাশ পায়। চেতনমুখী ক্রিয়াটি সেই ক্রিয়ার অনুভূতিরূপে ভিতরে গৃহীত হয় এবং বহির্ম্মুখী গতিটি একটী শক্তির আকারে রূপান্তরিত হইতে থাকে। বহির্ম্মুখী গতিটি শক্তিত্বপ্রধান, অন্তর্ম্মুখীটি বোধপ্রধান। এই শক্তিত্বপ্রধান বহির্ম্মুখী গতিটিই ধৃতি। কোন বিষয়ের বোধ যত সুনিশ্চিতরূপে অন্তরে গৃহীত হইতে থাকে, ধৃতিশক্তি ঠিক সেই পরিমাণে বলবতী হয়। ওই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধির সঙ্গে ধৃতির এই সম্বন্ধ। বিষয় যত নিশ্চিতরূপে গৃহাত হইবে, তত সুদৃঢ় ভাবেই উহা জ্ঞানে বিধৃত হইয়া থাকিবে, ইহাই নিয়ম।

কর্ম্ম সুচারু ভাবে সম্পন্ন হইবার পাঁচটি কারণের কথা ভগবান্ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন। অধিষ্ঠান বা শরীর ও বাহ্য বিশ্ব, কর্ত্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব বা অদৃষ্ট সংস্কার। তন্মধ্যে কর্ত্তা ও কর্ম্মের কথা গুণানুসারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। কর্ম্ম মানেই করণ দ্বারা কৃত চেষ্টা; সুতরাং ও চেষ্টার কথা তাহাতেই বলা হইয়াছে। ধৃতি বিভাগের দ্বারা

শরীরের কথা পরোক্ষে বলা হইল ; এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির বিভাগের দ্বারা সংস্কারের কথা পরোক্ষে বলা হইল ; কেন না, ধৃতিই ভাবশরীর বা সূক্ষ্মশরীরের ধর্ত্তা ; এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই সংস্কার বা লিঙ্গশরীরের জনয়িতা। যাহা যত নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত বা অনুভূত হয়, তাহাই তত বলবান্ সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়।

এইরূপে ত্রিবিধ গুণানুসারেই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সংস্কার, শরীর, সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ইহা দেখাইয়া, কর্ম্মবিজ্ঞান যে প্রকৃত পক্ষে গুণবিজ্ঞান, এই কথাটি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬

অথেদানীং ত্রিবিধং সুখং বক্তুমুপক্রমতে সুখমিতি। হে ভরতর্ষভ, ইদানীং তু গুণভেদেন ত্রিবিধং সুখং মে মম সকাশাৎ শৃণু। যত্র যস্মিন্ সুখে জীবঃ অভ্যাসাৎ রমতে রতিং করোতি, দুঃখান্তং দুঃখাবসানঞ্চ নিগচ্ছতি নিতরাং প্রাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভরতর্ষভ, যে সুখেতে সাধারণ জীব অনবরত সমাসীন থাকিতে চাহে এবং যাহা পাইলে 'দুঃখ বিদূরিত হইল,' এইরূপ মনে করে, সেই সুখও যে ত্রিবিধ, এইবার তোমায় তাহাই বলিতেছি, শোন।

যৌগিক অর্থ।—জীব সর্ব্বদাই সুখেরই জন্য লালায়িত। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্"—ব্রহ্মই সুখস্বরূপ, ইহা শ্রুতির কথা। কিন্তু সাধারণ জীব সুখের সে ব্রহ্মত্ব দেখে না, বিষয়জাত অন্তস্তৃপ্তিকেই বা অন্তরাকাশের বিপ্রকাশরূপ অনুভূতিক্রিয়াকেই সুখ বলে। সাধারণ জীব পরমসুখকে দেখে না ; বিষয়সুখেই অহরহ যত্নশীল ; বিষয়-সুখেই রমমাণ থাকায় অভ্যস্ত ; এবং সেই সুখপ্রাপ্তির লক্ষণ "যেন দুঃখ দূর হইয়া গেল" এইরূপ বোধ। কিন্তু প্রকৃত সুখ বলিতে ব্রহ্মবোধাত্মক সুখকেই বুঝিতে হয়। ভগবান্ সেই জন্য সুখলিপ্সু জীবের সুখটিও গুণানুসারে যে ত্রিবিধ, তাহা বলিতেছেন।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

সাত্ত্বিকং সুখমুচ্যতে যদিতি। যৎ তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং ভগবদাস্তিক্যবোধাদি-সাধনসময়ে রজস্তমোবহুলপ্রকৃতিপরিত্যাগায়াসপূর্ব্বকত্বাৎ তথা বিষয়েষু বৈরাগ্যবশাৎ বিষমিব দুঃখজনকং, পরিণামে ভগবদস্তিত্ববোধস্য পরিপাকসময়ে অমৃতোপমং সত্ত্ব-প্রধান-প্রকৃতিবত্ত্বাৎ, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ, তস্যাঃ প্রসাদেন রজস্তমো-বাহুল্যপরিত্যাগাৎ স্বচ্ছতয়াবস্থানেন জাতম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কথিতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যাহা আগে বিষবৎ, কিন্তু পরিণামে অমৃতোপম, আত্মবোধ-প্রকাশজাত সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মই সুখ, ইহা বলিয়াছি। আত্মা ব্রহ্মাংশ বা ব্রহ্ম। সুতরাং আত্মবোধ যেখানে যত প্রোজ্জ্বল, সুখও সেইখানে তত অধিক। সত্ত্বগুণ বর্ণনায় বলিয়াছি, আত্মত্বের জ্যোতিঃ সাক্ষাৎভাবে চিত্তের যে অংশে প্রতিফলিত, সেই অংশই সত্ত্বগুণময় অংশ। সুতরাং আত্মবোধের প্রসন্নতাজাত যে সুখ, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখটি বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ "অগ্রে বিষতুল্য" এই বিশেষণটি উল্লেখ করিয়াছেন। আগে বিষবৎ, এ কথা সাধারণ জীবভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সাধারণ জীব ভৌতিক বিষয়েরই অভিমুখী। সেই সুখে ইহা বিষবৎ; কেন না, আত্মাভিমুখে চিত্তগতির অর্থ ই বিষয়মুখ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। বিষয়মুখটী মৃতবৎ হইয়া যায় তখন, যখন কেহ আত্মতৃপ্তির আস্বাদন করিতে থাকে। জীবের ভৌতিক ভাবটি এইরূপে বিধ্বস্ত হয় বলিয়া, ইহা অগ্রে বিষবৎ এবং পরিণামে ইহা অমৃতোপম; কেন না, আত্মবোধই ব্রহ্মবোধে জীবকে উন্নীত করিয়া দেয়।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

রাজসং সুখমুচ্যতে বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ বিষয়াণাং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যৎ তৎ বিষয়িণাং বিষয়সমুৎপন্নং প্রখ্যাতং সুখং অগ্রে ভোগসময়ে অমৃতোপমং, পরিণামে বিষয়ভোগজসংস্কারাণামাত্মবোধাবরকত্বাৎ বিষমিব দুঃখজনকং ভবতি, তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত আপাত অমৃতোপম এবং পরিণামে বিষতুল্য যে সুখ, তাহাই রাজস সুখ।

যৌগিক অর্থ।—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে জাত সুখই বিষয়াভিমুখী জীবের আপাত সুখ। কিন্তু উহার পরিণামটি আত্মবোধাবরকরূপে সাধারণতঃ প্রতিভাত হয়। প্রকৃত পক্ষে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে এক দিকে যেমন বিষয়জাত সুখ হয়, অন্য দিকে তেমনই উহা আত্মবোধকে সর্ব্বত্র সুসিদ্ধভাবে দীপ্তিময় করে। কিন্তু জীব বিষয়াভিমুখী বলিয়াই তাহারা উহার পরিণতির সেই আত্মবোধপ্রকাশক সুখাংশটি গ্রাহ্য করে না; মাত্র বিষয়সংস্পর্শজ সুখ লইয়াই তাহাতেই সচেষ্ট থাকে। ওই বিষয়সংস্পর্শজ সুখই রাজস সুখ।

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯

তামসং সুখমুচ্যতে যদিতি। যৎ সুখম্ অগ্রে প্রথমে, অনুবন্ধে পরিণামে চ আত্মনো মোহনং মোহজনকং, নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং নিদ্রাদিভ্যঃ সমুত্থিতং তৎ সুখং তামসম্ উদাহৃতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ। -যাহা প্রারম্ভে ও পরে মাত্র আত্মার মোহ-সম্পাদনময়, সেই নিদ্রালস্য-প্রমাদজাত সুখই তামস সুখ।

যৌগিক অর্থ।—আত্মা যেমন স্বয়ংসুখ, এই নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদগুলিও প্রায় সেইরূপ স্বয়ংমোহ। ইহার আরম্ভও মোহজনক এবং শেষও মোহময়। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির জড়তাই ইহার অনুভূতি। সেই জড়তা, তেজ বা গতিজনিত শ্রমবিরোধী, সেই জন্য সুখবৎ প্রতীত হয়। ইহাই তামস সুখ।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ম্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥ ৪০

অধুনা পৃথিব্যাদিলোকত্রয়নিবাসিনাং সর্ব্বজীবানাং গুণাধীনত্বমুক্ত্বা প্রকরণোপসংহারঃ ক্রিয়তে নেতি। পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু জীবেষু, দিবি স্বর্গে দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং জীবজাতং ন অস্তি, যচ্চ প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিসমুৎপন্নৈরেভিস্ত্রিভির্গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোহভিধানৈর্ম্মুক্তং বিবর্জ্জিতং স্যাৎ, অস্মিংশ্চ ত্রিলোকে ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যে সর্ব্বমেব জীবজাতং সত্ত্বাদিত্রিগুণবদ্ধমিত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পৃথিবীতে মানব বা কোন কেহ অথবা স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে এমন কোন সত্তা কোথাও নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত।

যৌগিক অর্থ।—জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কর্ম্ম, করণ, প্রচেষ্টা, সংস্কার, বুদ্ধি, ধৃতি, এই সমস্তই যে প্রকৃতির ত্রিগুণেরই বিবর্ত্তন ও তদনুসারী, ইহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়া, এই শ্লোকে উহার উপসংহার করিতেছেন। এমন কোন সত্তাবান্ পৃথিবীতে অথবা দেবলোকে দেবতাদিগের মধ্যে কোথাও নাই, যে সত্তা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত। পৃথিবী হইতে স্বর্গলোক অবধি লোকত্রয় এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবে। এই ভূর্ভুবঃস্বঃ তিন লোক আবর্ত্তনময়; কর্ম্মবদ্ধ জীব এই তিন লোকে যাতায়াত করে। ইহার উর্দ্ধস্থ যে চতুর্ল্লোক মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যনামে অভিহিত, ওগুলি ব্রহ্মলোক। উহা হইতে আর মর্ত্ত্যে প্রত্যাবর্ত্তন নাই। না থাকার কারণ, কর্ম্মবন্ধন ঘুচিলে তবে জীব ওই উর্দ্ধলোকস্থ হয় বলিয়া। ওখানে কিন্তু মুক্ত প্রকৃতি অর্থাৎ পুরুষাধীন প্রকৃতি। নিম্ন তিন লোকে পুরুষ প্রকৃতির অধীন বা প্রকৃতিতে আবদ্ধ। প্রকৃতির উপর আধিপত্য যাহাদিগের আসিয়াছে, তাহারা প্রকৃতিমুক্ত নামে অভিহিত। এখানে ভগবান্ কর্ম্মবন্ধনময় জীবকে কর্ম্মবিজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন; সুতরাং কর্ম্মবন্ধনসংক্রান্ত যে তিন লোক, সেই তিন লোকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রকৃতিজ গুণত্রয় হইতে মুক্ত এখানে কেহ নাই। ইহার অর্থ এমন নহে যে, উর্দ্ধতর চারিটি ব্রহ্মলোকে প্রকৃতি নাই। সেখানকার অধিবাসী ত্রিগুণের অধীন নহে, সেই জন্য ভূরাদি ত্রিলোকের উল্লেখ করা হইল।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ৪১

ননু সর্ব্বো হি জীববর্গো গুণবদ্ধশ্চেৎ, কস্তেষাং মোক্ষোপায় ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণাশ্রমাচারবিহিত-স্বভাবানুগতকর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব তেষাং মোক্ষোপায়প্রদর্শনার্থং প্রকরণান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেতি। হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবিভক্তানি, স্বভাব ঈশ্বরশক্তিঃ, ততঃ প্রভব উৎপত্তির্যেষাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ, তৈরুপলক্ষণভুতৈর্ব্রাহ্মণাদীনাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি। কিংবা স্বভাবঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারঃ, ততঃ সমুদ্ভুতৈর্ব্রাহ্মণাদীনাং কর্ম্মপ্রবিভাগো বা।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্ম স্বভাবজাত গুণের দ্বারাই বিভক্ত।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মাদি যাবতীয় ব্যাপার গুণজাত, এ কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়া, যে চারি প্রকার গুণকর্ম্মময় বিভাগ কর্ম্মক্ষেত্র মনুষ্যলোকে পরিলক্ষিত হয়, সেই চারি জাতীয় ক্ষেত্রের স্বভাবের বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন। প্রকৃতি যে পুরুষে যে তারতম্যময় ভাবে বেষ্টিত থাকে, তাহাই সেই পুরুষের স্বভাব। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কর্ম্মবিভাগ স্বভাবগত গুণের দ্বারাই প্রবিভক্ত; অর্থাৎ স্বভাবগত গুণবশতঃই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ম্মসকল চারি প্রকারের। স্বভাব অনুসারেই মানুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি স্বভাবে বা চারি বর্ণে বিভক্ত।

এই বর্ণবিভাগ উপলব্ধি না করিলে মানবজাতীয় কর্ম্মবিজ্ঞান বোঝাই হয় না। কর্ম্মই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির প্রত্যক্ষ কারণ। সংস্কার, জ্ঞান ও কর্ম্ম, সমস্তই গুণগত। কর্ম্ম ত্রিগুণেরই বাহ্য প্রকাশ। ত্রিগুণরূপিণী প্রকৃতি ভগবৎশক্তি; সুতরাং সমস্ত কর্ম্মপ্রকাশই ভগবন্নিয়ন্ত্রিত ভগবৎমহিমাপ্রকাশ। যদি সমস্ত কর্ম্মই ভগবানের দ্বারা কৃত, তবে জীবকে কেন তাহার ফলাফল ভোগ করিতে হয়, ইহা একটি বুঝিবার কথা। প্রধানভাবে বুঝিবার আর একটি কথা আছে। কর্ম্ম যদি প্রকৃতির দ্বারাই কৃত এবং ভগবৎপ্রকৃতিরই ক্রিয়ার বাহ্য রূপ, তবে কর্ম্ম কেমন করিয়া প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইবে। মানুষ হিতাহিত বিচার সহকারে কর্ম্ম কেমন করিয়া করিতে সক্ষম হইতে পারে? কেন না, প্রকৃতির অধীন কর্ম্ম, কর্ম্মাধীন ত প্রকৃতি নহে। গুণসকল যে ভাবে কর্ম্ম করাইবে, সেই ভাবেই কর্ম্ম প্রকাশ পাইবে, ইহাই যখন নিয়ম, তখন কর্ম্মকে ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? আর কর্ম্মই বা প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিবে কি প্রকারে? এইগুলি জানিলে, তবে কর্ম্মবিজ্ঞানই যে মানব জাতির প্রাণ এবং জৈব পুরুষকার বলিয়া যে একটি তত্ত্ব আছে এবং উহার প্রয়োগে কর্ম্ম দ্বারা জীব স্বীয় গতির পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইতে পারে, এই

কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম হয়। এই কর্ম্মবিজ্ঞানই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ ; ইহা মানব-জাতির কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র বিজ্ঞান। কর্ম্মশৃঙ্খলা প্রকৃত বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে একমাত্র এই ব্রহ্মবিজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই সমর্থ হইয়াছে। অন্য কোন দেশে কোন কালে কোন সভ্য জাতি ইহা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই।

এই কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে বর্ণতত্ত্ব বা স্বভাবতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। স্বভাব কি, স্বভাবে ও প্রকৃতিতে প্রভেদ কি, তাহা দেখিতে হইবে। অনাদি প্রকৃতি এবং অনাদি অক্ষর পুরুষ। সেই অক্ষর কূটস্থ পুরুষ প্রকৃতির গুণপ্রকাশময় গতির সঙ্গে সঙ্গে বহু বহু ক্ষর আত্মারূপে বিভক্ত হইয়া, সেই প্রকৃতির গতির অন্তরে অন্তরে বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যে অনুপ্রবিষ্ট জীবভাব গ্রহণ করেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই জীবাত্মা-গুলির উপর দিয়া তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি প্রবহমানা। প্রকৃতির গুণপ্রবাহ সেই জীবাত্মাগুলির উপর দুই জাতীয় ক্রিয়া করে, একটি তাহা-দিগকে গতিময় করিয়া রাখা, আর একটি সেই গতিময় জীবত্বে বৈচিত্র্য রচনা করিয়া, স্বীয় নাম, রূপ ও ক্রিয়াবৈচিত্র্য ফুটাইয়া তোলা। ক্ষরাত্মাকে স্বীয় ধৃতি বা চুম্বিনী-শক্তির দ্বারা আপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখারূপ এই যে প্রাকৃতিক চুম্বিনীশক্তি, ইহা গতিময় জীবের গতির উপর আণবিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। এই জন্য জীবে দুইটি ক্রিয়া দেখা যায় ; একটি গতাগতি এবং দ্বিতীয়, সেই গতাগতিতে চিরদিন নূতন নূতন বৈচিত্র্য রচনা। আজ পাপী, কাল পুণ্যবান্, আজ মনুষ্য, কাল দেবতা, আজ লম্পট, কাল সাধু, এই ভাবে গতিশীল জীবে অনন্ত পরিবর্ত্তন সম্পাদন হইতে দেখা যায়। এই যে বৈচিত্র্য সম্পাদন, এইটি হয় ওই ধৃতি বা চুম্বিনীশক্তির আণবিক ক্রিয়ার ফলে। এই শক্তির অন্য নাম ব্রজশক্তি। ইহা হইতেই ব্রজলীলাভূমিকে ব্রজ বলে। একটি লৌহের উপর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ কিছুক্ষণ পরিচালনা করিলে, সেই তড়িৎপ্রবাহ তাহার উপর দিয়া সাধারণ একটি গতিশক্তিময়ী ক্রিয়া পরিচালনা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই লৌহের ভিতর আণবিক ক্রিয়া করিয়া, তাহাকে চুম্বকধর্ম্মী করিয়া তোলে। অথবা একটি চুম্বক প্রস্তরের সংঘর্ষে লৌহও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সেই লৌহটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র চুম্বকরূপে পরিণত হয়। সে তখন আপনিই স্বাধীন চুম্বকস্বভাবীয় এবং তড়িৎপ্রবাহ বা মূল অন্য চুম্বকের সাহায্য না লইয়াও সে চুম্বকধর্ম্মময় হইয়া চুম্বক-ব্যবহারময় হইয়া থাকে। এই যে স্বতন্ত্র স্বাধীন চুম্বকত্ব লাভ, ইহাই হইল তাহার স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বভাবপ্রাপ্তি। 'স্ব' বা 'স্বয়ং' এইরূপ ভাবকে বলে স্বভাব। তড়িৎ, চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্তে যাহা বুঝাইলাম, জীবেও তাই। জীবাত্মার গতির উপর প্রকৃতির ওই ধৃতিশক্তি বা চুম্বিনীশক্তি আণবিক ক্রিয়া করিয়া, তাহাতে তাহার একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বভাব রচনা করে। ইহাই জীবের 'স্বভাব'। ইহাই তাহার স্বাতন্ত্র্য এবং ভগবদধীন

স্বাধীনতা। ইহা অবলম্বন করিয়াই জীব নিজের একটি স্বতন্ত্র স্বয়ং বা পুরুষাকারময় ভাব লইয়া স্বাবলম্বী হয়—অন্য হইতে আপনাকে ভিন্ন বোধ করে, প্রাকৃতিক গতির ছন্দের মাঝে আপনার একটি দায়িত্বময় ও কর্ত্তৃত্বময় ভাব গঠন করিতে থাকে, এবং সেই জন্য তখন হইতে কর্ম্মের দায়িত্ব তাহার নিজেরই হইয়া পড়ে। এই স্বভাবের উপাদান প্রকৃতিই, কিন্তু জীবাত্মায় জীবাত্মায় স্বতন্ত্রে স্বতন্ত্রে সংজড়িত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই স্বভাবের মধ্যস্থ কামনা অবলম্বন করিয়া পুরুষ হয় কামময় এবং সেই কামনাবশে সেই স্বতন্ত্র স্বাধীন পুরুষ কর্ম্মনিযুক্ত থাকে ও কর্ম্মানুসারে গতি-বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি এই যে পুরুষ অবলম্বনে "স্বভাবত্ব" প্রাপ্ত হয়, ইহার প্রকৃত অর্থ, সে আপনাকে আত্মাধীন করে। 'স্বাধীন' 'আত্মাধীন' একই কথা। কিন্তু যতক্ষণ সেই প্রকৃতি 'স্ব' বা 'স্বয়ং' এই ভাবটি পাইয়াও গতি ছাড়ে না, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে, সে পূর্ণমাত্রায় আত্মত্বে বিধৃত হয় নাই বা ফেরে নাই। এবং সেই পূর্ণ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সে কর্ম্মাবর্ত্তন রচনা করিতে থাকে। স্বয়ং করিতেছি, আমিই কর্ত্তা, এই ভাব জীবাত্মার সেই স্বাধীনতার প্রাথমিক ভাব। তার পর কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লিন্ন ও দুর্ব্বহ ভারময় হইয়া স্বভাবময় জীবাত্মা সেই কর্ম্মকে কি ভাবে পরিচালনা করিলে নিজের এই কর্ত্তৃত্বের বোঝা নামাইতে পারে, সেই জাতীয় বিবিধ জ্ঞানোদয়ে অবশেষে দেখিতে পায় যে, কর্ম্মগুলি প্রকৃতপক্ষে তাহার নহে, ইহারা মূলতঃ পরমেশ্বরের অর্থাৎ স্বভাবের নহে, অনাদি প্রকৃতিসম্পন্ন অনাদি পরমেশ্বরের। সে নিজেও তাঁহারই একটি 'স্বতন্ত্র' অভিমানময় অংশ মাত্র। সুতরাং কর্ম্মকে যদি আমার কর্ম্ম বলিয়া না দেখিয়া, ভগবৎকর্ম্ম বলিয়া দেখি ও সম্পাদন করি, আমাকে কর্ত্তা না দেখিয়া যদি প্রকৃত কর্ত্তা ভগবান্‌কে দেখি, এবং কর্ম্মে কর্ম্মে এই জ্ঞানের অনুগমন করি, তবেই কর্ম্মদ্বারাই 'স্বভাব' প্রকৃতিতে ও ভগবানে পর্য্যবসিত হইতে পারে। স্বভাব হইতে কর্ম্ম জাত হইলেও কর্ম্ম দ্বারাই স্বভাব বিধ্বস্ত হইয়া প্রকৃতিত্ব বা ভগবদাশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং আমি নিজেও ভগবদ্‌ভূমি লাভ করিয়া, কর্ম্ম দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিয়া, ভগবৎতুল্য প্রকৃতির উপর অধিরূঢ় হইয়া, প্রকৃত স্বাধীনতা বা মুক্তি লাভ করিতে পারি। কর্ম্মের আবর্ত্তনের দ্বারাই এই জ্ঞানোদয় হয় এবং এই জ্ঞানানুগামী কর্ম্মের দ্বারাই জীবের স্বভাব ভগবৎপ্রকৃতিতে পরিণতি পায় বা ভগবৎস্বভাবের সহিত মিলিত হয়। সুতরাং দেখা গেল, কর্ম্ম স্বভাবগত হইলেও প্রকৃতি বা ভগবান্‌ই উহার মূল কারণ বলিয়া স্বভাবকে কর্ম্মের দ্বারাই পরিণমিত করিতে হয় এবং করিতে পারা যায়, এবং কর্ম্মের দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য বা প্রকৃত স্বাধীনতা জীব লাভ করিতে পারে, মাত্র কর্ম্মত্যাগের দ্বারা নহে। নৈষ্কর্ম্ম্য কথার প্রকৃত অর্থ—বন্ধনাদি ফলময় কর্ম্মের অবসান, এ কথা ভুলিও না।

স্বভাবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা হইতে সহজেই দেখা যায়,

প্রকৃত কর্ম্মবিজ্ঞান এবং কর্ম্ম কেমন করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি বা স্বাধীনতা দিতে পারে। সুতরাং যাহাতে কর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মে সম্যক্‌রূপে পরিণত করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ জ্ঞানশক্তি লাভই মনুষ্যজাতির একমাত্র কল্যাণের পথ। সেইরূপ জ্ঞানময় স্বভাব যাহাদের, তাহারাই ব্রাহ্মণ। এবং স্বভাব যখন কর্ম্মের দ্বারা পরিশোধিত হইতে পারে এবং উহাই স্বভাব শোধনের একমাত্র পথ, তখন ব্রহ্মবিজ্ঞানানুসারী কর্ম্মবিধান অবশ্যই মনুষ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। বিধানময় কর্ম্মচক্রের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা স্বভাবময় মনুষ্যকুলকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে হইবে। তাই আমাদিগের শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচার কর্ম্মের স্থান নাই ; বিধানময় কর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা শাস্ত্র সুদৃঢ়ভাবে দিয়াছেন। স্বভাবানুসারে কর্ম্মপ্রকাশ হইলেও সেই স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মদ্বারাই আবার স্বভাবকে সংশোধন করিতে সচেষ্ট রাখিবার জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মাঝে বর্ণগত কর্ম্মবিধান প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মচক্রকে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে ফুটিতে দিয়া, তাহারই দ্বারা স্বভাবকে ভগবানে প্রযুক্ত করিয়া দেওয়া, ইহা বর্ণবিচার ও কর্ম্মবিচারের মূল কথা। তাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিলেন, 'স্বভাব'প্রভব গুণের দ্বারাই কর্ম্মসকল বর্ণগত ভাবে বিভক্ত। এ বিভাগ হওয়াই প্রকৃতির বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞান দেখিয়াই বর্ণগত কর্ম্ম-বিভাগ। এইটি তোমরা বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখিয়া কর্ম্মবিধানকে অনুবর্ত্তন করিবে। আপাতসুখকর রজোগুণ-প্রণোদিত আধুনিক জগতের যথেচ্ছাচার কর্ম্মে প্রশ্রয় দিবে না। এই বিজ্ঞানই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বিজ্ঞান ; গীতা এইরূপ কর্ম্মপ্রতিষ্ঠা দিতেই কথিত হইয়াছে, স্বেচ্ছাচারী ত্যাগী বা স্বেচ্ছাচারী কর্ম্মী বা স্বেচ্ছাচারী ভক্ত হইবার জন্য নহে।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং" এই ভাবে এই তিনটি শব্দকে সমাসভুক্ত করিয়া, 'শূদ্র' শব্দটি শ্লোকে পরে ভিন্ন করিয়া দিবার উদ্দেশ্য, পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিভাগ 'দ্বিজ' নামে অভিহিত এবং শূদ্র দ্বিজত্বের অন্তর্গত নহে। ভগবৎপ্রকৃতি হইতে জাতীয় "স্বভাব"গুলি পরিস্ফুট হয়। এবং সেই স্বভাবই জীবের জন্মান্তরীয় কর্ম্মক্ষেত্র, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে, কখন্ হইবে, তাহা নির্ণয় করে। কর্ম্মবিজ্ঞানের এই ধারা যেথা উপেক্ষিত হইয়া, সম্যক্ পরিপোষণ করিবার জন্য স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মবিধান যে সমাজে নাই, সুতরাং কর্ম্মোৎকর্ষতা নাই, তাহা দ্বিজত্বের অন্তর্গত নহে। যাহা হউক, স্বভাবজাত গুণ বা ঈশ্বরপ্রকৃতি, এই উভয়ের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া, মানবক্ষেত্রের কর্ম্মসকল বর্ণগত হিসাবে বিভক্ত, এই জন্য ভগবান্ বলিলেন,—"স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ"— স্বভাবপ্রভব গুণের দ্বারা কর্ম্মসকল প্রবিভক্ত।

দ্বিজসমাজের পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মবিজ্ঞান অনুসারে বিধিবদ্ধ সংস্কারাদি কর্ম্মে যাহারা আপনাদিগকে অনুবর্ত্তিত না করে, তাহারাই শূদ্র। শূদ্র একটি সাধারণ শব্দ, যাহা দ্বিজেতর সমস্ত মনুষ্যসমাজকে লক্ষ্য করে। এই জন্যই শূদ্রের জন্য শাস্ত্রে প্রথম বিধান করা হইয়াছিল—দ্বিজসংসর্গে আসা ও সেবা দ্বারা তাঁহাদিগের সমাজের

অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকা। এইরূপ দ্বিজসংসর্গে থাকিয়া দ্বিজজাতীয় কথঞ্চিৎ স্বভাব লাভ করিয়া, পরজন্মে দ্বিজত্বে উন্নীত হওয়া স্বাভাবিক, কর্ম্মবিজ্ঞান বুঝিলে এ কথা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু মাত্র ইহা নহে; দ্বিজসংসর্গে থাকিয়া, তাঁহাদিগের অধ্যাত্মজ্ঞানের আলোচনায় যোগ দিয়া, দ্বিজদিগের মত তাহারাও যদি তাহাদের স্বেচ্ছাচার কর্ম্মকে ভগবৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত করিতে পারে, তবে তাহারাও সেই জন্মেই যে পরাগতিও লাভ করিতে পারে, ইহা ভগবদ্‌বাণী।

শূদ্র সম্বন্ধে আর দুইটি কথা বলিতেছি। বঙ্গদেশে শূদ্র নামে খ্যাত যাহাদিগকে দেখিতে পাই, তাহাদিগের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে শূদ্র নহে—বর্ণগত কর্ম্মসংস্কার পরিহার করিয়া কালচক্রে শূদ্রতুল্য হইয়া গিয়াছে এবং দুই একটি অতি নিম্নস্তরীয় শূদ্র নামে খ্যাত বর্ণ, দ্বিজসমাজের সংসর্গে থাকিয়া, দ্বিজজাতির বিধানোক্ত কর্ম্মসংস্কার পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ শূদ্র বলিতে অনার্য্য জাতকেই বুঝাইয়া থাকে। আর একটি কথা—সেবা। 'দ্বিজ জাতির সেবা করিবে', এ কথার অর্থ এ নহে যে, তাহাদিগের গৃহে দাসত্ব করিবে। দ্বিজ জাতির সেবা করিবে, ইহার প্রকৃত অর্থ,—দ্বিজসমাজের প্রগতিতে যোগ দিবে; ইহাই দ্বিজসেবা।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪২

ব্রাহ্মণানাং স্বভাবজং কর্ম্মোচ্যতে শম ইতি। শমাদ্যার্জ্জবান্তানি ষট্‌ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতানি। জ্ঞানং শাস্ত্রাধ্যয়নজং, বিজ্ঞানং শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যাবগতিঃ, আস্তিক্যং জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতোঽস্তিত্ববোধঃ, ইত্যেতৎ সর্ব্বং স্বভাবজং স্বভাবাৎ জাতং ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণানাং কর্ম্ম।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শম, দম, তপস্যা, শুদ্ধি, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্যবোধ, এই সকলই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম।

যৌগিক অর্থ।—স্বভাবজাত কর্ম্মগুলি বর্ণানুগত ভাবে এইবার সংক্ষেপে বলিতেছেন। চিত্তের শমতা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযমতা, তপঃ অর্থাৎ শারীর সুখ উপেক্ষা করিয়া অন্তর্বীর্য্য সংগ্রহ, শৌচ অর্থাৎ কায়বাক্‌চিত্তাদির শুদ্ধিতা সম্পাদন, ক্ষমাশীলতা, সরল সত্য পথে বিচরণ, জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রাদির অধ্যয়নজনিত বুদ্ধিসংগ্রহ, বিজ্ঞান—শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্মসংগ্রহ, এবং আস্তিক্যবোধ—বিজ্ঞানময় ভগবানের ও শাস্ত্রের সার্থকতায় শ্রদ্ধালুতা, এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হইতে আস্তিক্যবোধ জাত হয়।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং॥ ৪৩

ক্ষত্রিয়াণাং স্বভাবজং কর্ম্মোচ্যতে শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজো

বীর্য্যবত্তা, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কর্ম্মদক্ষতা, যুদ্ধে চাপি অপলায়নং শত্রুভ্যঃ অপৃষ্ঠপ্রদর্শনং, দানং দানশীলতা, ঈশ্বরভাবো লোকানাং কর্ম্মণাঞ্চ নিয়মনশক্তিশ্চ, এতৎ সর্ব্বং স্বভাবজং স্বভাবোৎপন্নং ক্ষাত্রং ক্ষত্রিয়বর্ণস্য কর্ম্ম।

অর্থ।—পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম্মদক্ষতা, যুদ্ধে বা কঠোর কর্ম্মেও অপলায়নপরতা, দানশীলতা, ঈশ্বরভাব অর্থাৎ সুচারুভাবে কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ-শক্তি, এইগুলি ক্ষত্রিয়-স্বভাবজাত কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাণুচ্যন্তে কৃষীতি। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং কৃষিঃ ভূমিকর্ষণাদিনা শস্যোৎপাদনং, গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তদ্ভাবো গোরক্ষ্যং, বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতৎ স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদীনাং পরিচর্য্যাত্মকং সেবানুগমনাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্য স্বভাবজম্।

অর্থ।—কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য, এইগুলি বৈশ্যস্বভাবীয় কর্ম্ম এবং সেবা বা সর্ব্বভাবের অনুগমন ও সাহায্য করা, এই জাতীয় কর্ম্ম শূদ্রস্বভাবীয়।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫

এতেষাং বর্ণাশ্রমবিহিতানাং কর্ম্মণাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিহেতুত্বমুচ্যতে স্বে স্বে ইতি। স্বে স্বে স্বস্বস্বভাবোচিতে যথোক্তলক্ষণে কর্ম্মণি অভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং ব্রহ্মাবগতিলক্ষণাং লভতে। স্বকর্ম্মনিরতো জনঃ যথা যেন প্রকারেণ সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞান-লক্ষণাং বিন্দতি লভতে, তৎ শৃণু।

ব্যাবহারিক অর্থ।—স্ব স্ব স্বভাবীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াই মনুষ্য সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। স্বকর্ম্ম হইতেই সিদ্ধি কেমন করিয়া লাভ হয়, তাহা শোন।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকটিতে "সংসিদ্ধি" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সংসিদ্ধি শব্দের অর্থ—সম্যক্ সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই চরম সিদ্ধি। সকল মনুষ্যই নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম্ম অবলম্বনেই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহা বলাই ভগবানের অভিপ্রায়। কর্ম্মই সিদ্ধিলাভের উপায়; কর্ম্ম হইতেই সকল প্রকার সিদ্ধি উপজাত হয়, কর্ম্ম ভিন্ন হয় না। মনুষ্যক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র। মানুষ ভূতশরীরী যত ক্ষণ, তত ক্ষণ তাহাকে ভূতাবলম্বী কর্ম্ম বা বাহ্য উপচারময় কর্ম্ম করিতেই হইবে, নতুবা কর্ম্ম সুস্ফুট হইবে না। দেবতাক্ষেত্রে মাত্র উপাসনা বা মানস ক্রিয়া দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়, কিন্তু মনুষ্যক্ষেত্রে ভূতবিজড়িত কর্ম্মমূর্ত্তি প্রকট না হইলে কর্ম্ম প্রায়ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মানুষ মাত্র কল্পনায় আহার করিয়া বা স্বপ্নে রাজ্য লাভ করিয়া প্রকৃত আহারের ফল পায় না; স্বপ্নের রাজ্যও স্বপ্নভঙ্গে থাকে না। মানুষ

সর্ব্বতোভাবে ভূতসংশ্লিষ্ট, সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মফল অনুভূতির উপর নির্ভর করিলেও এবং অন্তরের ভাবের অনুগমন করাই সিদ্ধির ধর্ম্ম হইলেও সে অনুভূতির সম্যক্‌তা ভূত-সাহায্য ভিন্ন মানুষ সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারে না। ভূতের সাহায্যেই মানুষ অনুভূতিময়। দেবতারা মনোময়শরীরী, সেই জন্য তাঁহাদিগকে সিদ্ধির জন্য ভৌতিক কর্ম্মের সাহায্য লইতে হয় না। মানুষ কঠোর মনঃপ্রাণময় তপস্যার সাহায্যে উদ্দিষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারে সত্য, বাহ্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও সিদ্ধি আসিতে পারে সত্য ; কিন্তু তাহা ক্লেশসাধ্য ; অসার্ব্বজনীন—সকলের পক্ষে সুগম নহে, এবং সমাজনিরপেক্ষী, ব্যক্তিগত হিত তাহাতে হইতে পারে, কিন্তু সার্ব্বজনীন হিত তাহাতে হয় না অথবা গৌণ ভাবে হয়। কিন্তু স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মের অনুধাবন সুকর, সার্ব্বজনীন এবং মুখ্য ভাবে সর্ব্বজনহিতময়। স্ব স্ব কর্ম্মদ্বারা সাধারণ বর্ণগত, জাতিগত, প্রজ্ঞাগত ও দ্রব্যগত সাধারণ সিদ্ধিসকল যে বিজ্ঞানে লাভ হয়, সেই বিজ্ঞানের দ্বারাই স্বকর্ম্ম হইতে সংসিদ্ধি বা ব্রহ্মসিদ্ধিও লাভ করিতে পারে। বর্ণ, জাতি, প্রজ্ঞা ও দ্রব্যগত সম্প্রাপ্তিগুলি সাধারণ সিদ্ধি, তাহাও যে ভাবে কর্ম্ম হইতে জীব লাভ করে, ব্রহ্ম-বিজ্ঞানও সেই ভাবেই জীব কর্ম্ম হইতে লাভ করিতে পারে, ইহাই বলিবার জন্য শ্লোকে 'সংসিদ্ধি' ও 'সিদ্ধি' এইরূপ বিভাগ দেখাইয়াছেন।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬

স্বকর্ম্মাভিরতঃ কথং সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি, তদুচ্যতে যত ইতি। যতঃ পরমেশ্বরা-দন্তর্যামিনো ভূতানাং প্রাণিনাম্ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ কর্ম্মপ্রচেষ্টা চ ভবতি, যেন চ পরমে-শ্বরেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততম্ অন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্তং, স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তেন আশ্রমবিহিতেন কর্ম্মণা তং পরমেশ্বরম্ অভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা মানবঃ সিদ্ধিং ঈশ্বরপ্রাপ্তিলক্ষণাং বিন্দতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে পরমেশ্বর হইতে ভূতসকল জাত এবং যাঁহার দ্বারা এই জগতের যাহা কিছু সমস্তই পরিব্যাপ্ত, মানুষ স্বকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে উল্লিখিত কর্ম্মের দ্বারা মানুষের সিদ্ধিলাভের বিজ্ঞানটি বলিবার জন্য এই শ্লোকটির অবতারণা। বর্ণগত কর্ম্মবিভাগ অবলম্বন মানবের স্ব স্ব স্বভাবকে তজ্জাতীয় কর্ম্মদক্ষতা আনিয়া দেয় ও স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সেই সেই বিষয়ের বুদ্ধির চরম উৎকর্ষতা ও প্রতিভা উদিত হয়। কোন বিষয়ে বিনা চিন্তায় স্বতঃ প্রস্ফুরিত ভাবে ক্ষণমাত্রে তাহার চরম জ্ঞানটি উদ্ভাসিত হওয়া, যাহা চিন্তার দ্বারা অনেক চেষ্টা করিয়াও সাধারণ মানুষ বুদ্ধিতে লাভ করিতে পারে না, তাহাই প্রাতিভ জ্ঞান বা প্রতিভা। এই প্রাতিভ জ্ঞান লাভ হয় বর্ণগত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার ফলে। কিন্তু এখন বর্ণগত কর্ম্ম সঙ্করতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্ম্মসঙ্করতা হইতে বর্ণসঙ্করতা জন্মিয়াছে।

এই বর্ণসঙ্করতার যুগে বর্ণগত কর্ম্ম প্রতিভা লাভের উপায় খুব অল্প। কিন্তু তাহা হইলেও মানুষ স্ব স্ব স্বভাবোচিত কর্ম্ম করিয়াও সেই কর্ম্ম অবলম্বনে তদ্বিষয়ক প্রাতিভ জ্ঞান অল্পবিস্তর লাভ করিতে পারে। এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা, ব্রহ্মসংসিদ্ধিলাভেরও অল্পবিস্তর সুযোগ এ সঙ্করবর্ণীয় মানবসমাজে এখনও আছে। বর্ণগত কর্ম্ম শুদ্ধভাবে থাকিলে ব্রহ্মসংসিদ্ধি অতীব সহজেই সর্ব্বজাতীয় কর্ম্মসাহায্যে লাভ হইতে পারে। সঙ্করজাতীয় কর্ম্মও যদি ঠিক বিজ্ঞান অনুসারে কৃত হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মসংসিদ্ধি পাওয়া যাইতে পারে। কেন না, প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম সিদ্ধিপ্রদ হয় ভগবানের দ্বারা। সর্ব্বভূত যাঁহা হইতে জাত হয় ও যাঁহাতে সর্ব্বভূত ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করে, তিনিই ভগবান্। মানুষের এমন কোন কর্ম্ম সংসাধন ঘটে না, যাহার সঙ্গে সঙ্গে, যাহার মধ্যে আশ্রয়স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ অবস্থিত নহেন। কর্ম্মের তলদেশে যে উদ্দেশ্য, যে আকাঙ্ক্ষা, যে তীব্রতা থাকে, তদনুসারে তিনি সেই কর্ম্মটিকে স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা ফলবান্ করেন। মানুষ স্বভাব অবলম্বনে কর্ম্ম করে, ভগবান্‌ও স্বীয় স্বভাবরূপা ত্রিগুণা প্রকৃতি লইয়া বিশ্বকর্ম্মের রচনা করেন। তাই জীবের স্বভাব বা অনুভূতি অনুসারে ভগবৎপ্রকৃতি বা ত্রিগুণা শক্তি ভূতি বা সিদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাই বিজ্ঞান। কেন জান? তুমি জান না যে, প্রতি কর্ম্মই ভগবানের অর্চ্চনা। তোমার কোন অনুভূতিই ভূতি-শক্তিময় ভগবানের বুকে ভিন্ন জাত হয় না। অনুভূতিশক্তিময় জীব ভূতিশক্তিময় ভগবানের বুকে জলবক্ষে তরঙ্গের মত ভাসমান। সুতরাং চেতনস্বরূপ ভগবানে না জাত হইয়া আমাদের কোন অনুভূতিই হয় না এবং বিলোমে আমাদের কোন অনুভূতি ভূতশক্তিময় ভগবান্‌কে না অর্চ্চিত করিয়া জাগে না—জাগিতে পারে না। ভূতিশক্তি কথার অর্থই হওয়া শক্তি, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার বোধশক্তি ভূতমূর্ত্তিতে প্রকটিত, জীবের অনুবোধশক্তি অনুভূতিতে পরিসমাপ্ত। জীব আপনাকে আত্মা বলিয়া দেখিতে শিখিলে, সেও এই ভূতিশক্তি কতকাংশে লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ ভূতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষই আপ্তকামপদবাচ্য। যাহা হউক, সাধারণ জীব কিন্তু এ বিজ্ঞানটি জানে না এবং কর্ম্ম করিবার সময়েও এ ধারণা তাহার থাকে না। সেই জন্য কর্ম্মের সাধারণ ফল বহু আয়াসে তবে লাভ করে এবং ব্রহ্মসংসিদ্ধি ত বহু জন্মের পরে তবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যদি জীব দেখে যে, কর্ম্মে কর্ম্মে ভগবান্‌ই অর্চ্চিত হইতেছেন—তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও কর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চিত করিতেছি না, এবং ফলরূপে তিনি ভিন্ন অন্য কেহ প্রকটিত হয় না, কর্ম্মও প্রকৃতপক্ষে তিনিই বা তাঁহারই কর্ম্ম—চেতনময় চেতনভঙ্গিমা ভিন্ন—আত্মময়ের আত্মতৃপ্তি ভিন্ন কর্ম্ম অন্য কিছুই নহে, তবে জীব বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মে কর্ম্মে বিশিষ্ট সিদ্ধি এবং সর্ব্বকর্ম্ম দ্বারাই ব্রহ্মসংসিদ্ধি অতি দ্রুত লাভ করিতে সমর্থ হয়; ইহাই সিদ্ধিবিজ্ঞান বা ফলবিজ্ঞান। সুতরাং জীব সঙ্করস্বভাবীয় হইলেও এই বিজ্ঞানে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিলে তাহারই মধ্য দিয়া ব্রহ্মসংসিদ্ধি পর্য্যন্ত

লাভ করিতে সমর্থ হয়। আর বর্ণগত কর্ম্মশৃঙ্খলাময় সমাজে সার্ব্বজনীন ভাবে এ বিজ্ঞানময় কর্ম্ম সংসাধনের কত সুযোগ, তোমরা ভাবিয়া দেখ। সেই জন্য বর্ণগত কর্ম্ম লইয়া যথাসাধ্য নিযুক্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। এবং যেখানে বর্ণগত কর্ম্মব্যবস্থা নাই বা যাহারা তদনুবর্ত্তী নহে, তাহারা কর্ম্ম হইতে সাধারণ প্রতিভা ও ব্রহ্মপ্রতিভা লাভের সুযোগ হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইলেও নিজ নিজ স্বভাবের অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তৎফল লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে, যদি এই বিজ্ঞানে তাহারা দৃষ্টিসম্বন্ধ রাখিতে সক্ষম হয়।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

ননু স্বকর্ম্মণি বিগুণে সতি কিং কর্ত্তব্যমিত্যত আহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণো নিন্দিতঃ, অসম্যগনুষ্ঠিতো বাপি স্বধর্ম্মঃ, স্বনুষ্ঠিতাৎ সুষ্ঠুকৃতাৎ শোভনাদ্বা পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। যতঃ স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং, স্বভাবজং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ সম্পাদয়ন্ জনঃ কিল্বিষং পাপং ন আপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—পরধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অসম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্ম তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ। স্বভাবগত কর্ম্ম করিয়া পুরুষ তাহাতে পাপযুক্ত হয় না।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্ম হইতে জীবের সংস্কার, চরিত্র, জাতি, আয়ু প্রভৃতি গঠিত হয়। কোন্ শ্রেণীতে, কোন্ সমাজে, কোন্ কুলে, কোথায়, কিরূপ চরিত্রবান্ হইয়া পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই নিয়ন্ত্রণ করে। সেই জন্য তাহার বুদ্ধি, চরিত্র, কর্ম্মসংস্কার একটী বিশিষ্ট ভাবে গঠিত হইয়া জন্মকাল হইতে তাহার উপর আধিপত্য করিতে থাকে, উহাই তাহার স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। ভগবান্ বলিতেছেন, সেই পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত যে ভাব বা অধ্যাত্মে ও অধিভূতে যে কর্ম্মপ্রবণতা সে লাভ করে, তাহারই অনুবর্ত্তন করা বা তাহাতেই নিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকাই প্রশস্ত। পরধর্ম্ম বা পরকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেও তাহার অনুবর্ত্তন অপ্রশস্ত। স্বভাবগত কর্ম্ম করিয়া কেহ পাপে বিশেষভাবে অনুলিপ্ত হয় না। যেমন কৃমি দুর্গন্ধময় স্থানে জাত হয় ও তাহাতেই জীবিত থাকে, অন্যের পক্ষে তাহা বিষময় হইলেও সে দুর্গন্ধময় পদার্থ সে কৃমির পক্ষে বিষ নহে, বরং তাহা তাহার জীবনের পোষক। তেমনই সর্ব্বজাতীয় মানবের স্বভাবগত কর্ম্ম তাহাদিগের পক্ষে পোষক, দূষণীয় নহে। একজনের কর্ম্ম, অন্যের পক্ষে যাহা একান্ত দোষজনক, তাহার পক্ষে সাধারণতঃ তাহাই বর্দ্ধক। সহজেই তোমরা এ কথায় সন্দিহান হইতে পার। বলিতে পার, যাহা দূষণীয়, তাহা সকলের পক্ষেই দূষণীয়, সুতরাং তাহা পরিত্যাজ্য। ব্যাধাদি পুরুষের মত যাহাদের জীবহত্যাপ্রবণতা আছে, জীবহত্যা যাহাদিগের জাতীয় কর্ম্ম, তাহারা কি সেই জীবহত্যা পরিহার করিয়া, অন্য জাতীয় শ্লাঘ্য কর্ম্ম অবলম্বনে চেষ্টা করিবে না?

হাঁ, করিবে ; উহা অবশ্যই পরিহার্য্য। কিন্তু পরিহারের প্রণালী আছে। তোমরা বল, সেই সকল নিন্দনীয় ক্ষতিকর বা স্বল্পলাভজনক কর্ম্ম হইতে যে কোন উপায়ে বিরত হইবার প্রচেষ্টা করাই অথবা অন্য প্রশংসনীয়, লাভজনক ও কল্যাণকর কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই উন্নতির সাক্ষাৎ সহায়ক। সুতরাং নিন্দিত স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাই বিধান হওয়া উচিত। কিন্তু ভগবদস্তিত্বে বিশ্বাসী পুরুষেরা সে দিক্ দিয়া কর্ম্মের সংস্করণ ও পরিবর্ত্তন কল্যাণকর বলিয়া দেখেন না। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণের দ্বারা কর্ম্মবীজ ধ্বংস হয় না ; কর্ম্মের মূলে ভগবৎসংযোগ দর্শনই কর্ম্ম সংশোধনের একমাত্র প্রশস্ত উপায়। স্বভাবগত কর্ম্মের মূলে যদি ভগবৎসংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই স্বভাবগত কর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অধ্যাত্মাভিমুখী শুদ্ধ চিত্তবৃত্তিতে পরিণত হইতে থাকে। জীবের জন্মের উদ্দেশ্য ভগবৎ-লাভ। অধিভূত ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থূল শরীর ও জগৎ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন লক্ষ্য রাখিয়া ভগবৎমুখী চিত্ত নির্ম্মাণ করাই কর্ম্মের উদ্দেশ্য। এইরূপ উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া শুধু ইহ-লৌকিক কল্যাণের জন্য যদি কর্ম্ম করণীয় হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম আসুর কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। আসুর কর্ম্ম দ্বারা আসুরিক উন্নতি লাভ করা উদ্দেশ্য হইলে সুযোগ সুবিধার অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহণ করা বিধেয় হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে স্বভাবগত কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া তাহার মূলে ভগবদ্দর্শন সাহায্যে সহজেই তাহাকে সংশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। এই জন্যই আর্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বর্ণগত কর্ম্মবিচারের এত বাঁধাবাঁধি। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম-মার্গে অগ্রসর হইতে হইলে বর্ণগত কর্ম্মবিচার একমাত্র আশুফলপ্রদ কল্যাণময় পথ। আজ মনুষ্যসমাজ আসুরিক উন্নতির দিকে বদ্ধচক্ষু। সুতরাং এ চক্ষে বর্ণ বিচারের বা বর্ণগত কর্ম্ম বিচারের মূল্য না থাকিতে পারে। কিন্তু অধ্যাত্মাভিমুখী সমাজ বর্ণগত কর্ম্মবিচার ভিন্ন সহজে অগ্রসর হইতে পারে না।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

সহজমিতি। হে কৌন্তেয়, সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষং দোষযুক্তমপি ন ত্যজেৎ। হি যস্মাৎ সর্ব্বারম্ভা আরভ্যন্তে ইত্যারম্ভাঃ, সর্ব্বে চ তে আরম্ভাশ্চেতি সর্ব্বারম্ভাঃ, আদ্যন্তযুক্তানি সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যর্থঃ, ধূমেন অগ্নিরিব, দোষেণ কর্ম্মণামনাদিত্বা-দর্শনরূপেণ আবৃতাঃ আচ্ছাদিতাঃ। অতঃ কারণাৎ স্বভাববিহিতানি কর্ম্মাণ্যেব পরমে-শ্বরার্চ্চনবুদ্ধ্যা তস্মিন্ সমর্পয়েদিত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়, সহজ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না। যেহেতু সকল কর্ম্মই ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিবৎ অল্পবিস্তর দোষের দ্বারা পরিবৃত।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে সহজ কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম যে পাপযুক্ত নহে, এ কথা বলা হইয়াছে। বর্ণগত কর্ম্ম সদোষ হইলেও তাহা সেই বর্ণীয় পুরুষের পোষক, ইহা দেখান হইয়াছে। কর্ম্মকে ভগবান্ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এখানে আলোচনা করিতেছেন,—স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম বা স্বকর্ম্ম ও পরকর্ম্ম। এই দুইএর মধ্যে স্বধর্ম্মের অনুসরণই প্রশস্ত, ইহা বলা ভগবানের অভিপ্রায়। পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্মের প্রশস্ততা দেখাইয়া, পরধর্ম্ম অবলম্বনে কি দোষ, এবার তাহা বলিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন, স্বভাবকর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নহে; কেন না, সকল আরম্ভই দোষে সমাবৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারেরা এ স্থলে "আরম্ভ" শব্দের অর্থ "কর্ম্ম" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আরম্ভ শব্দের কর্ম্ম অর্থ গ্রহণ করিলে, অর্থ ও যুক্তির সঙ্কীর্ণতা আসিয়া যায়। "সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণাবৃতাঃ" ইহার অর্থ যদি "সর্ব্বকর্ম্মই দোষসমাবৃত" এইরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে যে পুরুষ স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগে ইচ্ছুক, সে সহজেই বলিতে পারে—যদি সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত, তবে আমি আমার এই স্বভাবসিদ্ধ নিকৃষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দোষাধিক্য কিরূপে সম্ভব হইবে? সুতরাং আমি আমার সহজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, উচ্চতর কর্ম্ম করিতে যখন ইচ্ছুক, তখন তাহাই করা প্রশস্ত। কেন না, এই ইচ্ছাও আমার স্বভাব হইতেই জন্মিতেছে। সুতরাং এখানে "আরম্ভ" শব্দের অর্থ "কর্ম্ম" গ্রহণ করিলে চলিবে না। আরম্ভ শব্দের উহা সাধারণ অর্থ বটে, তবে এখানে সঙ্কল্পময় কর্ম্মসূচনা, এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান্ বলিতেছেন,—কর্ম্মের আরম্ভই দোষযুক্ত। কর্ম্মারম্ভ সেই করে ও সেই দেখে, যে আদিমান্ ও অন্তমান্। ইহা ছিল না বা নাই, হইল বা করিতে হইবে, এইরূপ বুদ্ধিজাত কর্ম্মসকলই অজ্ঞ জীবের দ্বারা কৃত হয়; ইহাই দোষ। অনাদিমৎ ভগবানের এ বিশ্বসৃষ্টি এরূপ আদি ও অন্তমান্ নহে, ইহা তাঁহার নিত্যবিলাস, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ক্রিয়া নিত্যতারই তরঙ্গ; নূতন হইল বা আরম্ভ হইল, এরূপ বোধপ্রকাশ তাঁহাতে নাই। যাহা ছিল, তাহাই প্রকাশ হইতেছে, এইরূপ দর্শন কাম, ক্রোধ, রাগ, বিদ্বেষাদি প্রসব করে না। জীব আপনার অন্তরে, আপনার কর্ম্মের মূলে ভগবান্‌কে দর্শন করিলে স্বীয় স্বভাবকেও ঐরূপ অনাদিই দেখে। এবং তাহার ফলে আকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি পায়। তার পর নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন সঙ্কল্প, নূতন করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না। এই নূতন সঙ্কল্পই জীবের অহংকর্ত্তৃত্ব পরিবর্দ্ধিত করে। কেন না, সঙ্কল্প করা মানেই কর্ত্তা সাজা। এই জন্য কর্ম্মের আরম্ভই দোষযুক্ত। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টি ও অনারম্ভাদি সাত্ত্বিক বৃত্তি বলিয়া পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যাইলে সেই সাত্ত্বিকতা মলিন হয় ও রাজসিক ধর্ম্ম উজ্জীবিত হয়। কর্ম্মের মূলে অনাদিমান্ ভগবান্‌কে দেখিলে আরম্ভ ও সঙ্কল্প প্রভৃতি দোষ তিরোহিত হয়। সেই কর্ম্মারম্ভ লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ এখানে দোষ কীর্ত্তন করিলেন; কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত,

এ কথা বলা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। পরবর্ত্তী শ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির প্রসঙ্গ থাকায় আরম্ভ অর্থে "সূচনা"মাত্রই যে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আরও সুস্পষ্ট।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

তেন যৎ ফলং ভবেৎ, তদুচ্যতে অসক্তবুদ্ধিরিতি। সন্ন্যাসেন তেন পরমেশ্বরে সহজকর্ম্মার্পণরূপেণ, সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ জগদ্ব্যবহারে অসক্তবুদ্ধিঃ অনাসক্তচিত্তঃ, জিতাত্মা সর্ব্বত্র আত্মদর্শনাৎ জিতঃ প্রাপ্ত আত্মা যেন, তথাবিধঃ, বিগতস্পৃহঃ কাম্যে কর্ম্মণি স্পৃহা-রহিতঃ, এবম্ভূতঃ সন্ পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং কর্ম্মব্রহ্মণোরভেদদর্শনরূপাম্ অধিগচ্ছতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—অনাসক্তচিত্ত, বিগতেচ্ছ, সর্ব্বত্র জিতাত্মা পুরুষই সন্ন্যাস বা কাম্য কর্ম্ম পরিহারের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকটি দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া, অর্থাৎ কর্ম্মারম্ভই যে দোষযুক্ত, ইহা বুঝাইয়া, সহজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, তাহাকে আত্মযুক্ত করিয়া লইতে পারিলেই যে পরম কল্যাণ লাভ হইতে পারে, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। ভগবান্ এই তৃতীয় ষট্‌কে কর্ম্মবিজ্ঞানই যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এই শ্লোকেও পরিস্ফুট। জীবমাত্রেই স্বভাবজাত কর্ম্মচাঞ্চল্যময়। সেই স্বভাব অনুসারেই তাহারা বর্ণ ও জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়, ইহা বলিয়াছি। কর্ম্মবৈচিত্র্যময় সংসারে বিচিত্র কর্ম্মে বিচিত্র ফল রচিত হয়। সুতরাং অজ্ঞ জীব সেই বাহ্য ফলবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের কর্ম্মে লুব্ধ হইতে পারে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবৎলাভ, এই সার কথাটি বিস্মৃত হইলে প্রলুব্ধ জীব যথেচ্ছাচারী হইয়া, ইহজাগতিক বাহ্য সম্পদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া, অসুরতা প্রাপ্ত হইতে থাকে ও ধ্বংসের দিকে জগৎকে সুতীব্র গতিতে টানিয়া লইয়া যায়। আর কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্যে লক্ষ্য থাকিলে কর্ম্মের বাহ্য আকার যাহাই হউক না কেন, তদবলম্বনেই সেই উদ্দেশ্য সহজেই পূর্ণ করা যাইতে পারে, কর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, একবর্ণীয় জীবকে অন্যবর্ণীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হয় না ও কর্ম্মবিপ্লব রচনা করিয়া, সমাজে সমাজে সংঘর্ষ করিয়া, সমাজকে অধঃপাতিত করিতে হয় না, স্ব স্ব কর্ম্ম হইতেই পরা সিদ্ধি সহজে লাভ করিতে পারে এবং জগতে কর্ম্মসঙ্করতা সৃষ্টি দ্বারা বর্ণসঙ্করতা সৃজন করিয়া বীজধর্ম্ম নষ্ট করিতে হয় না, এই বিজ্ঞানটী বর্ণনা করাই ভগবানের অভিপ্রেত। কেমন করিয়া স্বধর্ম্মাচারী জীব কর্ম্মারম্ভরূপ দোষের কবল হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া, সেই পরা সিদ্ধি লাভ করে, এই বিজ্ঞানটী সংক্ষেপে পুনরায় বলিতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে আমি বলিয়াছি, কর্ম্মের মূলে ভগবদ্দর্শনই কর্ম্মবিজ্ঞানের মূল কথা। কর্ম্মের মূলে ভগবদ্দর্শন, জগতের মূলে ভগবদ্দর্শন ও আপনার মূলে ভগবদ্দর্শন, এ সব এক কথা। সর্ব্বত্র আত্মদর্শনই জিতাত্মা হওয়া। জিতাত্মা অর্থে জিতান্তঃকরণ নহে। এ স্থূল জগৎ ব্রহ্মেরই কর্ম্মমূর্ত্তি; সুতরাং

জাগতিক প্রতি পদার্থের তলে প্রকৃতি বা ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়া ও তাহার তলে পুরুষোত্তমের আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা যে রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছি। জগৎজ্ঞানের তলে তলে আত্মদর্শনই জিতাত্মা হওয়া। জলে স্থলে, অগ্নি বায়ু আকাশে অথবা আহার বিহার, শয়ন স্বপন, সর্ব্ববিধ অধ্যাত্ম বিচরণে ঐ আত্মমূলতা—ঐ অনাদিমৎ পরমাত্মার স্থিতি লক্ষ্য করাই সর্ব্বত্র জিতাত্মা হওয়া। উহার ফলস্বরূপ স্পৃহা বিগত হয়, জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি আসে, চিত্তে অনারম্ভভাব উজ্জীবিত হইয়া উঠে এবং আত্মস্পৃহা, আত্মাসক্ত বুদ্ধি ঘনীভূত হয়। পরধর্ম্মে ত নহেই, স্বধর্ম্মজাত কর্ম্মেও কামনা বিমীলিত হইতে থাকে, কাম্য কর্ম্ম বলিয়া বড় একটা তাহার কিছু থাকে না। এই কাম্য কর্ম্ম অন্তর্হিত হওয়াই প্রকৃত সন্ন্যাস, এ কথা ভগবান্ এই অধ্যায়প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। এইরূপ কাম্য কর্ম্ম পরিহার দ্বারা জিতাত্মা পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করে। নৈষ্কর্ম্ম্য শব্দের প্রকৃত অর্থ আত্মকর্ম্ম অথবা কর্ম্মও ব্রহ্মমূর্ত্তি, এইরূপ দর্শন। এইরূপ দর্শন ঘনীভূত হইয়াই আত্মানাত্ম উভয়বিধ ব্রহ্মপ্রকাশ বা ব্রহ্মরূপ বা অপরা ও পরা প্রকৃতি অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়; ইহাই চরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির প্রাথমিক অবস্থা প্রাপ্তির কথা ভগবান্ বলিলেন।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০

সিদ্ধিমিতি। হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিং পূর্ব্বোক্তাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্, জ্ঞানস্য ব্রহ্মবিষয়কস্য যা পরা নিষ্ঠা পর্য্যবসানং, তদ্ অনির্ব্বচনীয়ং ব্রহ্ম যথা যেন প্রকারেণ তপসা আপ্নোতি, তথা তপসঃ প্রকারং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়, কাম্য কর্ম্মের অবসানে এইরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিয়া, জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বের যে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মত্ব বা জীবত্বের নির্ব্বাণভূমি, তাহা জীব কেমন করিয়া লাভ করে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি বিজ্ঞাত হও।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে কাম্য কর্ম্ম পরিহার হইতে নৈষ্কর্ম্ম্য উদয়ের কথা বিবৃত করিয়া, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের চরম অবস্থায় জীব কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া উন্নীত হইবে, তাহা বলিবার জন্য করুণাময় ভগবান্ উদ্‌যুক্ত হইলেন। সেই চরম অবস্থাই জীবের নির্ব্বাণ, জ্ঞানস্বরূপ তত্ত্বের শেষ সংস্থিতি বা অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্ব। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" শ্রুতি এইরূপে ব্রহ্মের প্রকাশদ্বয়ের কথা বলিয়াছেন। সেই প্রকাশদ্বয়ই আত্মানাত্ম উভয়বিধ জ্ঞান বা পরা অপরা উভয়বিধ প্রকৃতি নামে খ্যাত। ঐ প্রকাশদ্বয় অলিঙ্গ সপ্রকাশ ব্রহ্মের লিঙ্গরূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ লিঙ্গদ্বয় অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে সম্মিলিত হইয়া যাওয়াই নির্ব্বাণ। কি ভাবে লব্ধনৈষ্কর্ম্ম্য পুরুষ সেই তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাই ভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। সেইরূপ

তপস্থার ফলেই তাহার পরা ভক্তির উদয় হয়। এবং সেই পরা ভক্তির বলে তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফলস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মতত্ত্বে প্রবেশ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

তপঃপ্রকারমাহ বুদ্ধ্যেতি। বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা আত্মনি যুক্তঃ সন্, ধৃত্যা সত্ত্বপ্রধানয়া তম্ আত্মানং নিয়ম্য নিশ্চলং কৃত্বা চ, শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা, রাগদ্বেষৌ শব্দাদিবিষয়কৌ ব্যুদস্য পরিহায়, বিবিক্তসেবী নির্জ্জন-নিরুদ্বেগপুণ্যদেশাবস্থায়ী, লঘ্বাশী পরিমিতভোজী, তেন চ যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাক্ সংযতদেহঃ সংযতমনাশ্চ ভূত্বা, নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানযোগপরঃ ধ্যানেন ব্রহ্মণি যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শঃ, তৎপরায়ণো ভূত্বা, ব্রহ্মসংস্পর্শস্য অবিচ্ছেদার্থং তদ্ব্যতিরিক্তেষু বিষয়বোধেষু বৈরাগ্যং বৈতৃষ্ণ্যং সম্যক্ উপাশ্রিতঃ সন্, সংস্কারাগতম্ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা, নির্ম্মমঃ শান্তঃ পরমাং প্রশান্ততাং প্রাপ্তঃ সন্ "অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি" ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানায় কল্পতে সমর্থো ভবতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—বিশুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা আত্মবোধে যুক্ত হইয়া ও ধৈর্য্য বা স্থির প্রাণক্রিয়ার দ্বারা সেই যুক্ততাকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগ করিয়া, রাগ দ্বেষ অপসারিত করিয়া, কায়মনোবাক্য সংযমপূর্ব্বক বিষয়বৈরাগ্যময়, ধ্যানযোগ-পরায়ণ, মিতভোজী, বিজনবাসী পুরুষ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, বিষয়াগ্রহ পরিহার করিয়া, বিষয়মমত্বশূন্য হইয়া, প্রশান্ততা লাভ করিয়া, স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—প্রতি বিষয় দর্শনের মূলে আত্মবোধ দর্শন করা কি ভাবে সংসাধিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিষয়দর্শন অর্থেই জ্ঞানের বিষয়মূর্ত্তির উপলব্ধি এবং উপলব্ধির মূলে আত্মবোধ; কেন না, আত্মাই উপলব্ধি করেন। এই বিষয়োপ-লব্ধিময় ক্ষর আত্মা বা 'নিজ' আকারীয় চেতনাটী কূটস্থ অক্ষর পুরুষেরই অন্য মূর্ত্তি, সুতরাং প্রতি বিষয়ই অক্ষর আত্মস্বরূপ ভগবান্‌কে দেখাইয়া দেয় এবং আরও দেখাইয়া দেয় যে, এ সকলই ভগবানের বুকে বিরাজিত। বিষয় দর্শন জ্ঞানক্রিয়া মাত্র। ক্রিয়াময়, সুতরাং ব্যক্তাব্যক্তময় সমগ্র বিষয়কে এইরূপে ক্ষর আত্মত্বের সহিত ভগবানের বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া—ভূতে ভূতে, ক্রিয়ায় ক্রিয়ায় চিন্ময় অক্ষর আত্মতত্ত্বকে উপলব্ধি

করিয়া পুরুষ জিতাত্মা হয়। এইরূপ জিতাত্মা পুরুষের প্রকৃত ধ্যানাধিকার আসে। ভূতে ভূতে ভগবদস্তিত্ব দর্শনে যত সম্যকৃতা আসিতে থাকে, ততই আপনার মাঝে আপনার স্বরূপে তাঁহাকেই অবস্থিত দেখাটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তখন সেই পুরুষ স্বীয় নিজত্বেই ব্রহ্মবোধের আভাস পাইতে থাকে, সুতরাং আত্মধ্যানপরায়ণ হয়। অর্থাৎ জীব ভৃঙ্গী হইয়া, পরে নন্দী হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই অবস্থায় ধ্যানযোগের বিধান অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করিতে থাকে এবং তৎসাহায্যে সংস্কারগত অহঙ্কার, বল, দর্প, বিষয়াগ্রহ ও মমতা হইতে দিনে দিনে আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতে থাকে এবং চিত্তে প্রশান্ততা লাভ করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপে ক্রমশঃ তাদাত্ম্য ভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যে দিনের পর দিন স্বীয় আত্মার অধিকার বিস্তার করিয়া, সে পুরুষ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে আরূঢ় হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

ব্রহ্মস্বরূপেণাবস্থানস্য ফলমুচ্যতে ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থিতঃ পুরুষঃ প্রসন্নাত্মা "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্ব"মিতি প্রজ্ঞয়া প্রসন্নচিত্তঃ সন্ জীববৎ নষ্টং কিমপি ন শোচতি, অপ্রাপ্তং কিমপি ন কাঙ্ক্ষতি। স চ সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ সমদৃষ্টিরেকাত্মদর্শনপরায়ণঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিম্ আত্মতত্ত্বানুরক্তিং লভতে।

ব্যাবহারিক অর্থ।—ব্রহ্মভাবাপন্ন, প্রসন্নাত্মা, ভূতে ভূতে আত্মদর্শী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোক ও আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, পরমেশ্বরে পরা ভক্তি লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" আমার অন্তরস্থ এই আত্মাই সর্ব্বভূতস্থ আত্মা, ইনিই সমস্ত, আমিও ইনিই, এইরূপে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রজ্ঞাকে যখন আলোকিত করে, তখন সে পুরুষের বিষয় লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও বিষয় নাশে শোক, এইরূপ জৈব ভাব আর থাকে না। সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপে পুনঃ পুনঃ মগ্ন হইতে থাকে ও পরা ভক্তি লাভ করে। পরা ভক্তি অর্থে আত্মতত্ত্বে প্রবল অনুরক্তি, এই কথাটী তোমরা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিও। দ্বৈতবুদ্ধি থাকিতে পরা ভক্তি হয় না। পরাভক্তি শব্দটীর প্রকৃত অর্থ—পরাপ্রকৃতিতে ভক্তি অথবা পরাপ্রকৃতি অবলম্বনে পরমতত্ত্বে স্থিতি বা পরমতত্ত্বের ভজন। আত্মা দ্বারা পরমাত্মরতি পরা ভক্তি। "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" কথাটী হইতে "সর্ব্বেষু কর্ম্মসু" এই অর্থ টীও গ্রহণ করিবে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

ভক্ত্যেতি। তয়া পরয়া ভক্ত্যা মাং পরমাত্মানং তত্ত্বতঃ অভিজানাতি। কিং নাম তত্ত্বতো জ্ঞানং? মহিম্নঃ স্বরূপস্য চ জ্ঞানমিতি। তদেবোচ্যতে, যাবান্ মহিমপ্রকাশেন

সর্ব্বব্যাপকোঽহমস্মি, যশ্চ অস্মি স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দঘন ইতি। মাম্ এবং তত্ত্বতঃ স্বরূপস্থিতং মহিমবন্তঞ্চ জ্ঞাত্বা আপ্তকামঃ সন্ ততো বিমুক্তস্বরূপাবস্থাতঃ তদনন্তরং ময়ি বিশতে ব্রহ্মনির্ব্বাণমধিগচ্ছতি, কল্পান্তরে স্বতন্ত্রঃ পুরুষো ভূত্বা নাবির্ভবতি, দ্বৈতাদ্বৈত-বোধদ্বয়মনির্বচনীয়ে তত্ত্বে সমাপয়তীতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সেই পরাভক্তি দ্বারা আমি যাহা ও যত দূর ব্যাপক, তাহা তত্ত্বতঃ জানিতে সক্ষম হয়। এবং সেইরূপে তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া, সেই জ্ঞানশক্তি দ্বারাই তার পর আমাতে প্রবিষ্ট হয় বা আমাকে লাভ করে।

যৌগিক অর্থ।—পরাভক্তির উদয়ে তত্ত্বজ্ঞান হয় বা তত্ত্বতঃ পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। তত্ত্বতঃ বিদিত হওয়া কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছি—স্বরূপজ্ঞান ও মহিমাজ্ঞান, এই উভয়বিধ জ্ঞান হইলে তবে সেই বিষয়টীকে তত্ত্বতঃ জানা হইল বলা যায়। চিন্ময় পরমাত্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ কি ও চেতনমহিমাই বা কি, তাহা অবগত হওয়াই পরমাত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা। এই স্বরূপজ্ঞানটী লক্ষ্য করিয়া "যঃ" শব্দটী এবং সেই স্বরূপের মহিমা লক্ষ্য করিয়া "যাবান্" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও বস্তুর তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিজ চৈতন্যকে তদাকারীয় করিতে না পারিলে হয় না। সুতরাং পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে পরমাত্মায় আত্মতন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এই জন্যই অদ্বৈত ব্রহ্মবোধে আরূঢ় হইয়া, পরাভক্তি লাভ করিয়া, পরে তত্ত্বজ্ঞান হয়, এইরূপ বলা হইল। ব্রহ্মে ঐতদাত্ম্যবোধে অবস্থান করিতে পারিলে তবে পরাভক্তি সমুদ্ভাসিত হয়। এইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মমহিমা বা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পর; সেই তত্ত্বজ্ঞান-সাহায্যে পরমাত্মতত্ত্বে চিরদিনের জন্য প্রবিষ্ট বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্ত্বপ্রজ্ঞায় সমারূঢ় হইয়া আপ্তকাম মুক্ত পুরুষের মত অবস্থান করা ও পরে তাঁহাতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া, এই দুইটী সংস্থান ভিন্ন ভিন্ন। এই দুইটী সংস্থান লক্ষ্য করিয়া "ততঃ" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। আপ্তকামত্ব লাভের পর যদি কোনও মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণে সঙ্কল্পময় হন, তবে সেই আপ্তকামত্ব অবস্থা হইতে মহাপ্রলয়ে তিনি তাঁহাতে বিলীন হন, পরবর্ত্তী কল্পে আর স্বতন্ত্র পুরুষরূপে সমুদ্ভুত হন না। দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয় বোধ চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয়।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

যতঃ স্বকর্ম্মণা মদর্চ্চনাৎ ময়ি নির্ব্বাণমপ্যধিগন্তুমর্হতি, ততঃ সদা মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ সর্ব্বদা আশ্রয়ণীয়ো যস্য, তাদৃশঃ, পুরুষঃ, নতু ফলান্তরাভিলাষীত্যর্থঃ, সর্ব্বকর্ম্মাণি বিহিতানি প্রতিষিদ্ধানি লৌকিকানি চ কুর্ব্বাণো মৎপ্রসাদাৎ পরমেশ্বরানু-গ্রহাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং পদমবাপ্নোতি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সুতরাং আমাকে আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, যে কোনও

কর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ জীব লাভ করিতে পারে।

যৌগিক অর্থ।—কর্ম্মের মীমাংসা ভগবান্ এই শ্লোকে শেষ করিলেন। ভূতে ভূতে, কর্ম্মে কর্ম্মে, চাঞ্চল্যে চাঞ্চল্যে মূলস্বরূপে অবস্থিত, সমস্ত জন্মমৃত্যুর কারণস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আত্মরূপ ভগবত্তত্ত্ব দর্শন, তাহা হইতে অদ্বৈত 'তত্ত্বমসি'-বাক্যপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বোধে উন্নীত হইয়া, তাহা হইতে পরাভক্তি, পরাভক্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে চরম নির্ব্বাণরূপ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মত্ব অবধি যে লাভ হইতে পারে, সেই বিজ্ঞানটী বর্ণনা করিয়া, ভগবান্ দেখাইলেন যে, পরম কল্যাণের জন্য পরকর্ম্ম অবলম্বন করিবার, মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী জীবের বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা নাই। যে সহজাত বা বর্ণগত কর্ম্মস্বভাব লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, সেই বর্ণগত কর্ম্ম অবলম্বনেই সে ভগবৎলাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, যদি সে তাহার মূলে ভগবৎপ্রতিষ্ঠা গুরুর কৃপায় দেখিতে পায়। কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহণে বর্ণসঙ্করতা সৃজন করিয়া, বীজশক্তি বা আত্মবীর্য্য বা নিষ্ঠা আকারীয় তেজ ধ্বংস করিয়া, জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই। এই অপূর্ব্ব কর্ম্মবিজ্ঞান হারাইয়া জগৎ আজ ভগবৎশূন্য, আসুর রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। এবং এই কর্ম্মবিজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে না পারিয়া মিথ্যাবাদ, ভ্রান্তিবাদ, কর্ম্মত্যাগবাদ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমবিরোধী ভাবসকল গৃহে গৃহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মের অমৃতত্ব, জগতের অমৃতত্ব দর্শন করিবার ঋষি আজ বিলুপ্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭

যত এবম্, অতশ্চেতসা চৈতন্যাবলম্বিতেন মনসা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি পরমেশ্বরে সংন্যস্য সমর্পয়িত্বা, মৎপরো মন্নিষ্ঠঃ সন্, বুদ্ধ্যা জ্ঞানলক্ষণয়া ময়ি যোগম্ উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তো মদ্গতমানসো ভব।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সুতরাং জ্ঞানতঃ সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাতে সমাহিতচিত্ত হও।

যৌগিক অর্থ।—ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণের প্রকৃত অর্থ—তদঙ্গেই যে সমস্ত কর্ম্ম জাত ও প্রতিষ্ঠিত, তাহা দেখা, জানা ও সেই জ্ঞানে উজ্জীবিত থাকা। চিন্ময় ভগবান্ই সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা, ইহা দেখাই ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ। ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকর্ম্ম বলিয়া কোন তারতম্য নাই। ইহাই ভগবৎপরায়ণ হওয়া। যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বনে সর্ব্ব কর্ম্মকে ভগবানে দেখিতে হয়, ভূত হইতে জ্ঞানতত্ত্বে, জ্ঞান হইতে আত্মতত্ত্বে, আত্মা হইতে কূটস্থ বা ঈশ্বরতত্ত্বে যে ভাবে দৃষ্টি ন্যস্ত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে বিশদ-ভাবে বুঝাইয়াছি। ভগবান্ কর্ম্মবিজ্ঞান বলা শেষ করিয়া, সংশয়চিত্ত অর্জ্জুনকে সেইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রেও ভগবৎকর্ত্তৃত্ব দেখিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। মচ্চিত্ত হও—হে

জীব, চিত্ত তোমার নহে, আমার; "তোমার চিত্ত" এইরূপ ধারণা করিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিও না। বুদ্ধি দ্বারা স্বীয় অন্তরে আত্মবোধস্বরূপ চিন্ময় অস্তিত্বে অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বকর্ম্ম আমারই, ইহা দেখিয়া, তোমার চিত্ত যে আমারই, ইহা ধারণা কর। শ্লোকে "চেতসা" শব্দ প্রয়োগের ইহাই তাৎপর্য্য। আত্মচৈতন্য অবলম্বনে ভগবদ্দর্শন সূচনা করিয়া, কর্ম্ম তাঁহাতে সংন্যস্ত দেখিবার প্রয়াস করিতে ভগবান্ পুনরায় সংক্ষেপে উপদেশ দিলেন।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

পরমেশ্বরচিত্ততায়াঃ ফলমুচ্যতে মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ পরমেশ্বরানুগ্রহাৎ সর্ব্বদুর্গাণি সর্ব্বাণি দুস্তরাণি সঙ্কটজাতানি সংস্কারগ্রন্থিরূপাণি বা সঙ্কটানি তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি। তথ চেৎ ত্বং যদি অহঙ্কারাং মদুপদেশং ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি, তদা বিনঙ্ক্ষ্যসি মাম্ আত্মানং অপ্রাপ্য সংসারপ্রবাহে পতিষ্যসীত্যর্থঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তুমি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মচ্চিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে অথবা আমার প্রসন্নতাবলে সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যদি তুমি অহংকর্ত্তৃত্বের জ্ঞানমোহে আমার এ উপদেশ না শোন, তবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—যতক্ষণ থাকে অহঙ্কার, ততক্ষণ ভগবচ্চিত্ত হওয়া যায় না, আবার ভগবচ্চিত্ত হইলে অহংকর্ত্তৃত্ববোধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ ত বড় সমস্যা! তোমাতে চিত্ত না দিলে অহঙ্কার মরিবে না এবং অহঙ্কার না মরিলে তোমাতে চিত্ত অর্পিত হইবে না, এ সমস্যার সমাধান কোথায়? ইহার সমাধান আত্মবোধে, ঐ তাদাত্ম্যজ্ঞানোদয়ে এই উভয় সমস্যার যুগপৎ সমাধান হয়। এই জন্যই ভগবান্ কর্ম্মবিজ্ঞান অত বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন ও কর্ম্মে কর্ম্মে আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে শিক্ষা দিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এই এক অপূর্ব্ব সেতু রহিয়াছে। ঐ সেতু অবলম্বন করিয়া বন্ধন বা মোক্ষ, উভয়ই লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। ঐ সেতু অবলম্বনে ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বর সাজেন। শ্রুতিও বলেন,—"অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" সুতরাং যদি আত্মচেতনতা লক্ষ্য কর, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বে সহজেই তোমার দৃষ্টি পড়িবে এবং তুমি ঈশ্বরময়চিত্ত হইয়া অহংকর্ত্তৃত্বের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আর যদি তাহা না দেখ, তাহা হইলে অহংকারবিমূঢ়চিত্ত থাকিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই আত্মতত্ত্ব দেখা ও না দেখার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য ভগবান্ কর্ম্মবিজ্ঞানের মূলে যে আত্মবিজ্ঞান, তাহা বিশদভাবে দেখাইয়া, তবে তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব বলা পরিপূর্ণ করিলেন। প্রথমে ষট্‌কে শুধু ক্ষর আত্মার কথা ও মধ্যম ষট্‌কে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্বের কথা ব্যাখ্যাত করিয়া যদি এই কর্ম্মবিজ্ঞানটি না বলিতেন, তাহা হইলে গীতা অপূর্ণ থাকিত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রীতির পূর্ণ

পরিচয় স্বাধীনতা দানে। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে যদি আমার অধিকারমধ্যে বদ্ধ রাখিবার জন্য সতত চেষ্টাশীল থাকি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমার সেই ভালবাসাটী মোহ মাত্র, বিশুদ্ধ ভালবাসা নহে। তিনি আত্মদান করিয়া যাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন, স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়াও হৃদয়রূপে চির আলিঙ্গনে যাহাদিগকে আলিঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছেন, তুমি আমি সেই জীব। বিশুদ্ধ প্রেমময় পরমাত্মার আত্মত্বের টুকরা আমরা। তাঁহার সেই বিশুদ্ধ প্রীতি চাহে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আমাকে কোথাও লইয়া যাইতে চাহেন না। এমন কি, আপনাতেও নহে। সেই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সমগ্র কর্ম্মবিজ্ঞান বর্ণনা করিয়া, তাহার পর তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় চলিবার অধিকারটি মনে করিয়া এই শ্লোকটি বলিলেন। এই জন্যই বলিলেন, যদি মচ্চিত্ত হও, আমার প্রসাদে তরিবে। যদি না হও, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। "সর্ব্বদুর্গাণি" পদটীর সাধারণ অর্থ সর্ব্বসঙ্কট। প্রকৃত পক্ষে অধ্যাত্মতত্ত্বে দুর্গ বলিতে সংস্কারগ্রন্থি বুঝায়। এই সংস্কারগ্রন্থিই জীবত্বের আশ্রয়। জীবত্বের পক্ষে ইহা দুর্গস্বরূপ। জীব যে আপনার স্থিতিশীলতাটি এই কর্ম্মচাঞ্চল্যময় সংসারের আবর্ত্তনে পুনঃ পুনঃ হারায় না, যাহা আপনার স্বভাবসিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, সে স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, তাহার কারণ —এই সংস্কাররূপ দুর্গ। যদি তাহাকে ঊর্দ্ধ বা অধোগতি দিতে হয়, তবে তাহার এই দুর্গ বিধ্বস্ত না করিয়া দেওয়া যায় না। ঊর্দ্ধে জীবকে তুলিয়া লইতে ভগবতী যখন ইচ্ছা করেন বা ঐ দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়া লয়েন, তখনই তাঁহার নাম দুর্গা। তাহাই দুর্গাসুর বধ নামে পুরাণে আখ্যাত। এই শ্লোকে "সর্ব্বদুর্গাণি" শব্দের দ্বারা সর্ব্ববিধ সংস্কারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯

কিঞ্চ যদিতি। অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য স্বজনাদিভির্ন যোৎস্যে যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি যৎ মন্যসে, এষ তে ব্যবসায়ো নিশ্চয়ো মিথ্যৈব, তব প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবস্ত্বাং যুদ্ধে নিযোক্ষ্যতি প্রবর্ত্তয়িষ্যতি।

অর্থ।—অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এইরূপ যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা তোমার বৃথা ধারণা। তোমার প্রকৃতি তোমায় এ যুদ্ধে অবশ্যই নিয়োগ করিবে। মনে করিতেছ, যুদ্ধ করিবে না; কিন্তু তোমার ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত বীজশক্তি কিছুক্ষণ পরেই স্বপ্রকৃতি হইতে প্রকাশিত হইয়া তোমায় যুদ্ধেই ব্যাপৃত না করিয়া ছাড়িবে না।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

স্বভাবজেনেতি। হে কৌন্তেয়, স্বভাবজেন স্বভাবোৎপন্নেন স্বেন স্বকীয়েন কর্ম্মণা

তেজঃশৌর্য্যাদিনা ত্বং নিবদ্ধোঽসি। মোহাৎ মোহবশাৎ যৎ যুদ্ধং স্বজনাদিভিঃ সহ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, অবশঃ সন্নপি স্বকর্ম্মসামর্থ্যেন তৎ যুদ্ধং ত্বং করিষ্যসি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে কৌন্তেয়! স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ তুমি ধর্ম্মমোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অবশভাবে তাহাই তুমি করিতে বাধ্য হইবে।

যৌগিক অর্থ।—সাধারণ জীব ভাবিতে পারে, পরধর্ম্ম গ্রহণ না হয় নাই করিলাম, কিন্তু স্বভাবজাত সহজ যে কর্ম্ম, তাহাই বা কেন করিব? কর্ম্ম করিতে গেলেই যখন আত্মজ্ঞান হইতে বাহিরে বিষয়ে সংযুক্ত হইতে হয়, তখন তাহা না করিয়া, মাত্র আত্মবোধযুক্ত হইয়া থাকিব। এ কথার উত্তর পূর্ব্বে ভগবান্ বিশেষ ভাবে দিয়াছেন। তবু আবার তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, সেরূপ থাকিতে পারিবে না। তুমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নিজ কর্ম্মে বদ্ধ। তোমার এখনও স্বকর্ত্তৃত্ববোধ রহিয়াছে; তুমি ক্ষাত্রবর্ণোচিত বীজশক্তিময়, সুতরাং তোমার স্বভাব তোমায় অবশ্যই বাধ্য করিবে যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

ঈশ্বর ইতি। হে অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃন্মধ্যে ঈশ্বরঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষোত্তমঃ পরমাত্মা তিষ্ঠতি। কথংপ্রকারেণ তিষ্ঠতি? অবিদ্যয়া শরীরসংস্কারযন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানামীশনশীলয়া স্বশক্ত্যা তানি স্বভাবোৎপন্নেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন, অবিদ্যাদ্বারা শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্বভূতকে স্ব স্ব স্বভাবজ কর্ম্মে পরিচালন করিতে করিতে সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে ঈশ্বর অবস্থিত আছেন। অথবা ভগবান্ সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়বৎ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরিচালনা করিতেছেন।

যৌগিক অর্থ।—"দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে। ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥" কূটস্থ অক্ষর পরব্রহ্ম-স্বরূপে অক্ষরত্ব ও ক্ষরত্বপ্রকাশী বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই নিহিত আছে। এই বিদ্যা অবিদ্যা বা অক্ষরত্ব বা ক্ষরত্বকে যিনি পরিচালন করেন, তিনি অন্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম। ক্ষর জীব, প্রকৃতি ও অক্ষর, সমস্তের নিয়ন্তা ঈশান তিনিই। সুতরাং সর্ব্বভূতে, চেতনে অচেতনে সর্ব্বহৃদয়ে তিনি সমান ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্তই তাঁহার দ্বারাই যন্ত্রিত।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

যত এবম্, অতো হে ভারত, তম্ এব পরমাত্মানং পুরুষোত্তমং বিদ্যাঽবিদ্যা-নিয়ন্তারং সর্ব্বভাবেন "স এব সর্ব্বম্" ইতিপ্রকারেণ শরণং আশ্রয়ং গচ্ছ। ততস্তস্য পুরুষোত্তমস্য পরমাত্মনঃ প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ পরাম্ উৎকৃষ্টাং শান্তিং, শাশ্বতং স্থানং, নিত্যং ধাম চ প্রাপ্স্যসি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে ভারত, সেই পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের আশ্রয় সর্ব্বভাব দ্বারা গ্রহণ কর। তাঁহার অনুগ্রহেই শান্তি ও নিত্য ধাম প্রাপ্ত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ, ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইত্যাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে এবং সাংখ্য হইতে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অক্ষর আত্মতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করেন। জীবস্বভাবও প্রকৃতিরই অন্তর্গত ; সুতরাং জীব ও প্রকৃতিও অক্ষরাত্মসংযোগেই পরিচালিত। এই অক্ষরতত্ত্ব প্রকৃত পক্ষে অকর্ত্তা অথচ কর্ত্তা, অভোক্তা অথচ ভোক্তা। তদবলম্বনে পরাভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ের কথা বিস্তৃত ভাবে বলিয়া, সর্ব্বভাবে তাঁহাকে দেখিবার কথা বলিতেছেন। সর্ব্বভাবে দেখার অর্থ—জ্ঞ ও অন্ বা আত্মা ও অনাত্মা, এই উভয়বিধ ব্রহ্মপ্রকাশকে এক অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানস্বরূপে দর্শন। ইহাই পরাভক্তির ফল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যেখানে যাহা কিছু, সমস্তই অবাধে ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ-সামর্থ্য পরাভক্তির প্রভাবে উদ্ভাসিত হয়। কার্য্যকারণবিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া, তবে জীব এইরূপ উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়। এটা অচেতন, এটা মিথ্যা, এটি আত্মা, এটি অনাত্মা, জ্ঞানস্বরূপ পরম তত্ত্বে এ সকল প্রজ্ঞার উদ্ভাসন আর থাকে না—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম," ইহাই হয় তখনকার একমাত্র দর্শন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে সেই ভাবটিতে সমারূঢ় হইতে এই শ্লোকে ইঙ্গিত করিলেন।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

ইত্যেতৎ গুহ্যাৎ গুহ্যতরং অত্যন্তগোপনীয়ং জ্ঞানং ময়া পরমেশ্বরেণ তে তুভ্যম্ আখ্যাতং উপদিষ্টম্। এতন্ময়োপদিষ্টং জ্ঞানং অশেষেণ নিঃশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য, পশ্চাৎ যথা ত্বমিচ্ছসি, তথা কুরু।

ব্যাবহারিক অর্থ।—তোমাকে গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান এই আমার বলা হইল। এখন বিশেষভাবে বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর।

যৌগিক অর্থ।—সেই ভালবাসার স্বাধীনতা, পূর্ব্বে যাহার ইঙ্গিত দেখাইয়াছি, অর্জ্জুনকে এইবার তাহা স্পষ্ট ভাষায় দিলেন—তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। বিন্দুমাত্র বাধ্যতার কথা বলিলেন না—জ্ঞানতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত করিয়া কর্ত্তৃত্বটি অর্জ্জুনের হাতেই ফিরাইয়া দিলেন। এই যে অনির্ব্বচনীয় পরমতত্ত্ব, ইহা বস্তুতই গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্য ; এ জ্ঞানভূমিতে আর বিচার নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দ্বিধা নাই—প্রত্যাহার, ধারণা,

ধ্যান নাই ; ইহা শুধু হ্লাদিনী শক্তির উচ্ছ্বাস—ইহা প্রহ্লাদের জন্ম—ইহা নন্দীর শিবদ্বারিত্ব। শুধু ভগবদ্‌বোধের প্লাবন—শুধু আত্মা হইতে ভগবানের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব। ইহা ভগবদ্‌ভাবের অভিভূতি নহে—ভগবৎসমুদ্রে ক্ষরাত্মার চিরসন্তরণ, চিরনিমজ্জন। এই নির্ব্বিচারে ভগবদ্‌বোধে সম্বুদ্ধ থাকিতে হইলে যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, এইবার ভগবান্ তাহাই বলিতে অগ্রসর হইতেছেন। এ স্বাধীনতা লাভে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ ভগবানেই সর্ব্বস্ব স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে, তাহাই গুহ্যতম প্রজ্ঞালোক।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

সর্ব্বেতি। বারংবারমুক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বেভ্যো গুহ্যেভ্যঃ অত্যন্তগুহ্যতমং মে মম পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বচঃ শৃণু। পুনরুক্তেঃ কারণমাহ, দৃঢ়ম্ অত্যন্তম্ ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে ত্বং, ততস্তেন হেতুনা তে তব হিতং পরমমঙ্গলজনকং বাক্যং বক্ষ্যামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, গুহ্যতম, পরম কল্যাণময় উপদেশ আমার আবার শ্রবণ কর ; তোমাকে আমার অতীব প্রিয় বলিয়া আমি মনে করি। সেই জন্য তোমার মঙ্গল যাহাতে হয়, সেইরূপ বাক্য আমি বলিতেছি।

যৌগিক অর্থ।—অদ্বৈত ব্রহ্মবোধ হইতে পরা ভক্তির উদয়, এ কথা বলিয়াছি। আশঙ্কা হইতে পারে, অদ্বৈতবোধে ভক্তির অবকাশ কোথায় ? যদি অদ্বৈতবোধই হইল, তবে কে কাহাকে ভক্তি করিবে ? সে আশঙ্কা অমূলক। অদ্বৈত অনুভূতি হইতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত যাইতে চিত্তের সমস্ত সংস্কারমালিন্য দূর করিতে হয়। তাহা বহুকালসাপেক্ষ। সংস্কারের ঐকান্তিক শুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মবিষয়ে নির্ম্মলচিত্ত হওয়া যায় না। সাময়িক ঐতদাত্ম্যবোধ পরমতত্ত্বে সনাতন স্থিতিলাভের সোপান মাত্র। সমগ্র কার্য্যকারণবোধ প্রলীন না হইলে তত্ত্বে চিরপ্রবিষ্ট হইয়া থাকা যায় না। তরঙ্গের তরঙ্গত্ব ছাড়িয়া মাত্র জলরূপে স্থিতিলাভ করিতে হইলে যেমন তাহার ক্রিয়াময় সমস্ত চাঞ্চল্য জলেই বিমিলিত হওয়া আবশ্যক, তেমনই ক্ষর আত্মার সমস্ত চাঞ্চল্য পরমাত্মায় বিমিলিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং উহাই পরা ভক্তির অবকাশ। নির্ভয় নিশ্চিন্ত শিশুর মাতৃঅঙ্কে ঝাঁপ দিবার মত প্রশান্তচিত্ততা বহু অদ্বৈত অনুভূতির ফলস্বরূপ লাভ হয়।

প্রকৃতিই যে কর্ত্তা, ভগবান্ প্রথমে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর ঈশ্বর-রূপে জীববৃন্দকে স্ব স্ব মার্গে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, ইহা বলিয়া নিজের ন্যায়দণ্ডধর্ত্তা অনুশাসকের মত পরিচয় দিয়াছেন। তার পর ঈশ্বরেরও ঈশ্বরস্বরূপ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া, অর্জ্জুনকে বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য

নির্ণয় করিতে স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং উহাই যে গুহ্যতর জ্ঞান, ইহাই বলিয়াছেন। তার পর 'গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর' বলিয়া পরা ভক্তি হইতে তত্ত্বজ্ঞান সমুদ্ধ হইবার উপায়স্বরূপ ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের কথা বলিতে উদ্যত হইলেন। তোমরা অদ্বৈততত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিও না। যে মিলনের ভাবটিকে তোমরা প্রেম নামে পরিজ্ঞাত হও, তাহার মধ্যে যতটুকু একাত্মবোধ থাকে, ততটুকুই প্রকৃত প্রেম, বাকীটুকু নিজের স্বাতন্ত্র্যে সেই প্রেমের আভাস মাত্র। আত্মায় আত্মমিলন, জলে জল মিলিত হইবার মত একটি ভৌতিক ব্যাপার নহে। এ মিলন চেতনে চেতনে। এ মিলনের প্রতি কম্পন চেতনাময়, স্বানুভূতিময়, সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণসার্থকতার সমাবেশময়, সমগ্র বিশ্বপ্রাপ্তির আনন্দ অপেক্ষা সহস্রগুণ আনন্দময়। অদ্বৈতবোধের মাঝে প্রেম যাহারা দেখিতে না পায়, তাহারা অদ্বৈতবোধ কাহাকে বলে, জানে না। আত্মসমর্পণ অর্থে পরমাত্মলাভ, পরম চিন্ময়ের বুকে ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্বরূপ সম্পদের আদান প্রদান মাত্র। এই আদান প্রদানে ক্ষর যায় অক্ষরে, অক্ষর আসেন ক্ষরভূমে। তাহার ফলে ক্ষরত্ব, অক্ষরত্ব, উদাসীনতা ও অনির্ব্বচনীয়তা এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দঘনত্বের প্রকাশ। ইহাই গুহ্যতম, তাহাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

তদেবোচ্যতে মন্মনা ইতি দাভ্যাং। মন্মনা মদ্গতমানসো ভব, মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো ভব, মদ্যাজী মদ্যজনপরায়ণো ভব, মাং নমস্কুরু ময়ি প্রণতো ভব, এবং প্রবর্ত্তমানস্ত্বং মাং পুরুষোত্তমম্ এব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি, ইতি তে তুভ্যং সত্যং যথার্থমেব প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি, যতস্ত্বং হি মম প্রিয়োঽসি। কিঞ্চ সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চেতি সর্ব্বধর্ম্মাস্তান্ জীবেশ্বরয়োর্মহিমস্বাতন্ত্র্যরূপান্ পরিত্যজ্য ত্যক্ত্বা, একং মাং সর্ব্বভূতগুরুম্ অচ্যুতং সর্ব্বহৃদয়াধিবাসং জ্ঞানস্বরূপম্ আত্মানং শরণং ব্রজ, ত্বং মত্তো ন অন্য ইত্যবধার্য্য মামেব আশ্রয়, এবং ত্বাং মদেকশরণম্ অহং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সংস্কারমালিন্যরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি অনির্ব্বচনীয়ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশীকরণেন, অতো মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমাময়মন হও, আমার ভক্ত হও, মদ্যজ্ঞময় হও, আমাতে নমিত হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার একান্ত প্রিয়, তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত ধর্ম্ম পরিহার করিয়া এক আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্তি দিব, তুমি শোক করিও না।

যৌগিক অর্থ।—তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা কর, স্বাধীনতার এ মর্ম্মস্পর্শী বাণী

কত আত্মপূর্ণ, কত আত্মমিলনের আলোড়ন উচ্ছ্বাসের স্তব্ধ মূর্ত্তি আছে তাহার মাঝে লুকান, বুকে ধরিবার অদম্য উদ্বেগ, প্রাণে প্রাণকে ফিরাইয়া পাইবার আকুলতার রুদ্ধ ঝঙ্কার। সে ভাষাটুকুর ভিতর আছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আছে ব্যথা, বেদনা, বন্ধন! মহামুক্তির মাঝে মহাবন্ধন, একের মাঝে যেমন বহু সংখ্যার সমাবেশ, তেমনই। আর আছে অলঙ্ঘনীয় তেজোগৌরব, সে তেজ, ইচ্ছা, প্রীতি, আকর্ষণ, জোর করিয়া বান্ধিয়া টানিয়া আনিব না, স্বেচ্ছায় এস হৃদয়ে, ইহাই সেই আকর্যণের মর্ম্মদ্রাবী মর্ম্ম। সে মর্ম্মের মাঝে মুখরিত যে আত্মসংহতির মহাগীতি ; অণুর তলে মহানের যে আত্মলুণ্ঠন, তাহাই ভাষার আকারে ফুটিয়া উঠিল মহত্ত্বভোলা মহানের মুখে, যাচ্ঞার সুরে—উপদেশের ছদ্মবেশে। যে প্রজ্ঞার আলোক প্রদীপ্ত করিয়া দিলেন অর্জ্জুনের হৃদয়ে, স্বাধীনতা পাইয়া সে আলোকের দীপ্ত ছটায় কোন চেতনা কি অন্য কোথাও যাইতে চাহে, অন্য কাহাকেও পাইতে চাহে? সে চাহে তাহাকেই, যে দিয়াছে তাহাকে আলো, যে জ্বালিয়াছে প্রজ্ঞাপ্রদীপ তাহার হৃদয়ের অগ্রভাগে, উভয়ে চাহে উভয়কে দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে। তাই ফুটিয়া উঠিল গুহ্যতম বাণী, যে বাণীর মাঝে লুকানো রহিয়াছে—উভয়েরই লালসা। ভগবান্ বলিতেছেন জীবকে, অক্ষর বলিতেছেন ক্ষরকে—“মন্মনা ভব”—তোমার মন আমাকে দেও, “মদ্‌ভক্তো ভব”—আমাকে প্রাণ দেও, “মদ্‌যাজী ভব”—তোমার কর্ম্মসকল আমাকে দাও, “মাং নমস্কুরু”—তোমার মন, প্রাণ, কর্ম্ম লইয়া আমাতে নমিত হও, “সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে”—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সত্যই তুমি আমার প্রিয়! প্রিয়ের সহিত মিলনের জন্য চিরপ্রিয়ের উপদেশের ছলে কি আকুল আবেদন। “মামেবৈষ্যসি”—আমাকে পাইবে—আমি তোমারই হইব, কি আত্মহারা আত্মদান! “নমস্কুরু”—নমিত হও—কর্ম্মের সহিত, প্রাণের সহিত, সংজ্ঞার সহিত “নমস্কুরু”—নমিত হও, অহঙ্কারময় ক্ষরত্বকে, আমাকে প্রিয় জানিয়া আমাতে কর নমিত! “নমস্কুরু”—আমাকে তুমি পাইবে, সত্যই আমি তোমারই। নমিত কর, মন্নামে নামময় হও, তুমিও আমিই! ভোল তোমার ধর্ম্ম—ভোল আমার ধর্ম্ম—তুমি আমি এক, তোমার ও আমার সেই একত্বরূপ আশ্রয়ে এস চলিয়া, তোমাতে আমাতে যেখানে এক, তোমার আমার সকল কাহিনী ভুলিয়া চল যাই সেইখানে। আর শোকময় জীবত্বের ভূমে থাকিও না—“মা শুচঃ”। “অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি”—আমি তোমায় লইয়া যাইব সেইখানে, তোমার সকল অজ্ঞানতারূপ পাপের কালিমা পর্য্যন্ত মুছাইয়া।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ৬৭

ইত্যেবং গীতাশাস্ত্রম্ উপদিশ্য, তৎসংপ্রদানবিধিরুচ্যতে ইদমিতি। ইদং ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রং তে ত্বয়া অতপস্কায় ঈশ্বরার্থং তপোবিহীনায় ন বাচ্যং, ন অভক্তায়

পরমেশ্বরে ভক্তিমকুর্ব্বতে কদাচন বাচ্যং, ন চ অশুশ্রূষবে গুরোঃ পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে, শ্রোতুম্ অনিচ্ছবে বা ন বাচ্যং, যশ্চ আসুরস্বভাবাৎ মাং পরমেশ্বরং অভ্যসূয়তি, তস্মৈ অপি ন বাচ্যং। এতেন তপস্বিনে, ভক্তায়, শুশ্রূষবে, ভগবদভ্যসূয়াবিহীনায় সর্ব্বভেদাভেদাতীতং অবাধাত্মদর্শনমুপদেষ্টব্যমিতি স্থিতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—আমাকে লাভের জন্য যাহার তপস্যা নাই, আমাতে যাহার ভক্তি নাই, যে আমার সেবায় রত নহে বা আমার কথা শুনিতে চাহে না, অথবা যে আমার দ্বেষ করে, তাহাদিগের নিকট আমার এই উপদেশের কথা তোমার বক্তব্য নহে।

যৌগিক অর্থ।—তোমার আমার এ গুপ্ত মিলনের, এ গুপ্ত ভূমির সন্ধান দিও না যেন তাহাদের, যাদের প্রাণে নাই আমার প্রতি আকর্ষণ। যাহাদিগের কর্ম্মে নাই আমার আবাসের অন্বেষণ, যাহারা অভিলাষী নহে আমার কথা জানিতে, যাহাদিগের সকল সেবা অহঙ্কারেরই পদসেবা করে, যাহারা ভূতে ভূতে ভূত দেখিয়া আমাকে করে দ্বেষ, সে সব যাত্রীর কাছে এ গুপ্ত বৃন্দাবনের সন্ধান তুমি দিও না। ভোগে ভোগে যাহারা না দেখে আমার সেবা, তাহারা অশুশ্রূষু। ভূতে ভূতে যাহারা দেখে না আমাকে, তাহারা আমার দ্বেষ্টা। কর্ম্মে কর্ম্মে আমাতে যাহারা চক্ষুহীন, তাহারা অতপস্ক। হৃদয়ে যাহাদের নাই আমার মিলন, তাহারা অভক্ত। সুতরাং তাহাদিগের নিকট এই আমার সর্ব্বভেদাভেদাতীত আত্মদর্শনের কথা গুহ্য রাখিবে।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮

গীতাশাস্ত্রস্য উপদেষ্টুঃ ফলমুচ্যতে য ইতি। যো জনো ময়ি পরমেশ্বরে পরাম্ আত্মজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিং কৃত্বা, পরমং গুহ্যম্ ইমং গীতাশাস্ত্রোপদেশং মদ্ভক্তেষু জনেষু অভিধাস্যতি কথয়িষ্যতি, স মামেব পরমাত্মানম্ এষ্যতি প্রাপ্স্যতি, অসংশয়ঃ সংশয়ো নাত্র কর্ত্তব্যঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—এই পরম গুহ্য জ্ঞান আমার ভক্তদিগের নিকট যাহারা পরাভক্তিসম্পন্ন হইয়া উপদেশ দেয়, তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—আমার একাত্মপ্রেমে যাহারা প্রেমিক হইয়াছে, যাহাদিগের বুকে ঐতদাত্ম্যের প্রীতির রস সঞ্চারিত হইয়াছে, যাহারা মিলিয়াছে আমার সহিত গুপ্তবৃন্দাবনের বনভূমে, তাহারা যদি মদনুরক্তিসম্পন্ন পুরুষকে এই গুহ্য একাত্মবিজ্ঞানের উপদেশ দেয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাকে লাভ করিবে। আশঙ্কা করিতে পার, পরাভক্তির উদয়েই যখন তাঁহার সহিত মিলন সম্ভবপর, তখন ভক্তের কাছে গীতা ব্যাখ্যাত করিয়া তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে, এইরূপ কথার তাৎপর্য্য কি ? ভগবান্ বলিয়াছেন, পরাভক্তিলাভে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞানলাভ আর গীতা-

ব্যাখ্যান একই কথা। সর্ব্বতত্ত্বের সার ইহাতে ব্যাখ্যাত থাকায় গীতা আলোচনা করিলে পরাভক্তিসম্পন্ন পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান প্রদীপ্ত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

কিঞ্চ নেতি। তস্মাৎ মদ্ভক্তেষু গীতাশাস্ত্রোপদেশকাৎ অপরঃ কশ্চিৎ মে মম প্রিয়কৃত্তমঃ অত্যন্তপ্রিয়ানুষ্ঠানকর্ত্তা চ মনুষ্যেষু মধ্যে ন অস্তি, ভুবি পৃথিব্যাং ন চ আগামিনি কালে ভবিতা তস্মাদন্যঃ কশ্চিন্মে প্রিয়তরঃ।

অর্থ।—সেইরূপ পরাভক্তিসম্পন্ন গীতাব্যাখ্যাকারী পুরুষ হইতে আমার প্রিয় কার্য্যকারী অন্য কেহ নাই এবং সেইরূপ মনুষ্য হইতে প্রিয়তর অন্য কেহ কখনও হইবে না।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

গীতাশাস্ত্রস্য পাঠফলমুচ্যতে অধ্যেষ্যত ইতি। যশ্চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মোপেতং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে পঠিষ্যতি, তেন পুরুষেণ অহং জ্ঞানযজ্ঞেন সর্ব্বযজ্ঞ-বরিষ্ঠেন ইষ্টঃ পূজিতঃ স্যাম্ ইতি মে মম মতিঃ।

অর্থ।—যিনি আমাদিগের এই ধর্ম্মরহস্যসম্মিত সংবাদ অধ্যয়ন করিবেন, আমি তৎকর্ত্তৃক জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা প্রপূজিত হইব, ইহাই আমার অভিমত।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

শ্রোতুঃ ফলমুচ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ অদোষদর্শী চ সন্ গীতাশাস্ত্রং পাঠকমুখাৎ শৃণুয়াৎ, সোঽপি জনঃ পাপেভ্যো মুক্তঃ সন্ পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানবতাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য অর্থাৎ অদোষদর্শী হইয়া যে মনুষ্য এই শাস্ত্র শ্রবণ করিবে, সেও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মা পুরুষদিগের শুভ লোকসকল লাভ করিবে।

যৌগিক অর্থ।—শ্লোকে "অসূয়াশূন্য" কথাটি বিশেষ মূল্যবান্। গীতা শ্রবণের অধিকার অদোষদর্শীর। জগৎ ভগবানের প্রত্যক্ষ বিশ্বরূপ এবং স্বয়ং ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণরূপে ইহার বক্তা, এ জ্ঞানে বিশ্বাসবান্ না হইয়া গীতা শ্রবণ করিতে নাই, করিলে অসূয়াসমন্বিত হওয়া হয়। ওই দুইটি কথায় বিশ্বাসবান্ পুরুষকেই অসূয়াশূন্য পুরুষ বলিয়া এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জগৎকে যদি দেখ, মাত্র অচেতন ভূতরূপে এবং ভগবদ্‌বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে যদি দেখ, একজন উচ্চস্তরীয় মনুষ্য বা ওইপ্রকার কোন কেহ-রূপে, তবেই গীতার প্রাণ নষ্ট হইল, গীতা দর্শনশাস্ত্রে বা ইতিহাসমাত্রে পরিণত হইল।

স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করান যাঁহার শিক্ষাদানের প্রধান অঙ্গ, তাঁহার উপদেশ পঠন ও শ্রবণের অধিকার তাহাদেরই, যাহাদিগের হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত অসূয়াদ্বয় নাই।

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

গীতাশাস্ত্রোপদেশশ্রবণেন শিষ্যঃ কৃতার্থো ন বেতি জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি। হে পার্থ, ময়োক্তম্ এতদ্গীতাশাস্ত্রং কচ্চিৎ ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা শ্রুতং, হে ধনঞ্জয়, তেন শ্রবণেন কচ্চিত্তে অজ্ঞানসম্মোহঃ অজ্ঞানজনিতো মোহঃ প্রনষ্টঃ ?

অর্থ।—হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার কথা শ্রবণ করিয়াছ ত? তোমার অজ্ঞানমোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত ধনঞ্জয় ?

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অর্জ্জুনঃ স্বস্য কৃতার্থতামুবাচ নষ্ট ইতি। হে অচ্যুত, ত্বৎপ্রসাদাৎ তব অনুগ্রহাৎ মম অজ্ঞানজো মোহো নষ্টঃ, স্মৃতিরাত্মবিষয়িণী ময়া লব্ধা, তেনাহং গতসন্দেহঃ সন্ আত্মনি স্থিতঃ প্রতিষ্ঠিতোঽস্মি, অতএব তব বচনং করিষ্যে, পালয়ামি তবাজ্ঞাং স্বজনাদিভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্তিরূপাং, যতো হি আত্মন্যবস্থিতস্য মে ন কাপি হানিস্তেন ভবিষ্যতীতি ময়া ত্বদনুগ্রহাৎ সম্যক্ জ্ঞাতম্।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমি আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া বিগতমোহ হইয়াছি, আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমি আত্মস্থ হইয়াছি—তোমার আদেশই আমি পালন করিব।

যৌগিক অর্থ।—অচ্যুত আত্মতত্ত্ব দর্শনে অর্জ্জুন লব্ধধ্রুবাস্মৃতি হইয়াছেন, তাই ভগবান্কে অচ্যুত বলিয়া আবার সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহার মোহ বিদূরিত, হৃদয়গ্রন্থি উদ্ভিন্ন; কেন না, তাহা না হইলে সংশয় ছিন্ন হয় না। তিনি আত্মস্থ বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করিতেছেন—"স্থিতোঽস্মি" বলিতেছেন। কিন্তু ওইরূপ আত্মবিজ্ঞানারূঢ় পুরুষ ভগবান্কে কি বলিলেন? বলিলেন, "করিষ্যে বচনং তব"—তোমার আদেশই প্রতিপালন করিব; যুদ্ধ করিব—কর্ম্মই করিব। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ইচ্ছা একবারও হইল না। সংসার অনিত্য, সুতরাং আর কেন কর্ম্ম, এ কথা বলিলেন না—ভ্রান্তিময় এ জগতে আর সারবত্তা দেখিতে পাইতেছি না, এ কথাও বলিলেন না! বলিলেন,—হত্যাময় যুদ্ধই করিব। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ময় গীতাশাস্ত্রের ইহাই উপসংহার। সুতরাং গীতার ভিতর দিয়াও যাঁহারা কর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া, তোমরা বিশ্বকে

সত্যদেবতার সত্য বিশ্বরূপ বুঝিয়া, অপৌরুষেয় বেদের প্রতিধ্বনিরূপ ঋষির জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয় সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, জীবনকে অমৃতময় কর। এ কলির অন্ধকারের মাঝে আবার আর্য দৃষ্টি ফিরাইয়া আন। তোমরা ঋষি হও—তত্ত্বজ্ঞ হও—পরাভক্তি-সম্পন্ন হও।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪

ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদকথনানন্তরং, তৎ সর্ব্বং কথং তেন পরিজ্ঞাতমিতি বিশদীকর্ত্তুং সঞ্জয় উবাচ—ইত্যেবং মহাত্মনো বাসুদেবস্য পার্থস্য চ অদ্ভুতং বিস্ময়জনকং লোমহর্ষণং লোমাঞ্চকরম্ ইমং সংবাদম্ অহম্ অশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি।

অর্থ।—ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বলিলেন, আমি মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণকারী সংবাদ শুনিয়াছি। স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে ভগবান্ পার্থকে রণস্থলে রণোদ্দীপ্ত সৈন্যবাহিনীদ্বয়ের কোলাহলের মাঝে যাহা বলিলেন ও করিলেন, তাহার সম্যক্ সংবাদ আমি অবগত হইয়াছি।

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫

কথং শ্রুতবান্ ইত্যত আহ ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ইমং পরং উৎকৃষ্টং গুহ্যং গোপনীয়ং যোগং ব্যাসপ্রসাদাৎ লব্ধদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিকোঽহং স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবান্, ন পরম্পরয়া।

ব্যাবহারিক অর্থ।—মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে এই পরম গুহ্য যোগের কথা সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে আমি নিজে শ্রবণ করিয়াছি।

যৌগিক অর্থ।—বেদবিভাগকর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের প্রসাদে সঞ্জয়ের দিব্য চক্ষুঃ ও শ্রোত্র প্রভৃতি উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাই তিনি এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে শুনিয়াছিলেন বলিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। অন্ধ তোমরাও। ব্যাসপ্রসাদে যদি তোমাদের সঞ্জয়ও দিব্য চক্ষু লাভ করে, তবে তোমরাও তোমাদের সেই পরম আত্মীয়ের মুখে এই অপূর্ব্ব গীতাকাহিনী তোমাদিগের অন্তরে শুনিতে পাইবে। তোমরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র; কিন্তু তোমাদের এই অন্ধ প্রবৃত্তি ধৃতরাষ্ট্র-ভাবের তলে আছে—নির্ম্মল চিত্ত, সঞ্জয় চিত্ত, সম্যক্ জয়কারী চিত্ত, যাহা সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ। সেই সঞ্জয় যদি ব্যাসের কৃপায় দিব্য চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি লাভ করে, তবে তোমরাও তোমাদিগের অন্তরে ক্ষর আত্মাকে অক্ষরাত্মার বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও পরম তত্ত্বজ্ঞানময় গীতারূপ মহাগীতি শ্রবণ করান প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, গীতা প্রতি জীবের অন্তরে অন্তরে ধ্বনিত। জীবের

ক্ষরত্ব ঘুচাইবার জন্য, তাহাকে স্বীয় অক্ষর বুকে স্থান দিবার জন্য প্রতি অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামী বিশ্বরূপ বিধারণ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। নির্ম্মলচিত্ত পুরুষ হইলে ব্যাস-প্রসাদে তাহা দেখিতে পায়, গুহ্যতম যোগ উপদেশ শুনিতে পায়। বেদবিভাগকর্ত্তা যেমন মহর্ষি বেদব্যাস, অধ্যাত্মে তেমনই বেদবিভাগকর্ত্তা জীবে জীবে রহিয়াছেন। কোন গোলকের কেন্দ্রমধ্য দিয়া তাহার পরিধিতে দুই বিপরীত মেরু রচনা করিয়া যে রেখা অঙ্কিত হয়, তাহার নাম ব্যাস। দৃশ্যরূপে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, মূলতঃ সে সমস্তগুলিই এক একটি গোলক, ইহা শক্তি-বিজ্ঞানের কথা। সৃষ্টি অণ্ডময়, এই জন্য ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মতেজ বা চেতনার বাক্‌প্রকাশ এক একটি গোলক নির্ম্মাণ মাত্র। জীবশরীরও গোলকমাত্র, লিঙ্গশরীরে ইহা প্রত্যক্ষীভূত। এই গোলক বা লিঙ্গশরীর যখন স্থূল শরীর পরিগ্রহণ করে, তখন সেই গোলকের ব্যাস স্থূল শরীরে মেরুদণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। বর্ণময় লিঙ্গশরীর বা গোলকের ব্যাসে উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুরূপে ভগবান্ ও জীব যথাক্রমে অবস্থান করেন। চেতনা বেদনময়; সেই বেদনের বিভাগসকল স্তরে স্তরে এই মেরুদণ্ড অবলম্বনে সজ্জিত। অধ্যাত্মে তাহারই নাম বেদবিভাগ। এই বেদ বা বেদনবিভাগগুলির যিনি দ্রষ্টা বা সঙ্কলনকর্ত্তা হন, তাঁহার নাম বেদব্যাস ; ইহাঁর পিতা অক্ষোভ্য পরাশর। শোন—অক্ষর আত্মস্বরূপটি যেখানে কূটস্থ অক্ষরে সংন্যস্ত, সেই অংশের নাম অক্ষোভ্য বা পরাশর। ইনি তন্ত্রে দ্বিতীয় সিদ্ধবিদ্যা তারার অর্থাৎ তারকব্রহ্মের ললাটে অর্থাৎ মনে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত। ইহাই অক্ষরের জীবত্ব গ্রহণ, প্রথম আপনাকে আপনা হইতে ভিন্ন করণ। ইহা জীবের মুক্ত অবস্থার স্বরূপ। ইনি উভয়লিঙ্গ—এক দিকে অক্ষোভ্য, অন্য দিকে পরা শ্রী বা শক্তিসম্পন্ন পরাশর। জীবের দ্বিতীয় স্বরূপ বেদব্যাস—ওই বেদনবিভাগময় দেহব্রহ্মাণ্ডের যে তত্ত্বময় বা দেবতাময় স্থিতি, তাহার দ্রষ্টা, পরিজ্ঞাতা। বেদনবিভাগগুলি মেরুদণ্ডাবলম্বনে পদ্মরূপ কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। বোধস্বরূপ সুষুম্নাধারার গ্রন্থিরূপে এগুলি সজ্জিত। পরাশর হইতে মৎস্যগন্ধার গর্ভে বেদব্যাসের জন্মের কাহিনী তোমরা জান। পরাশর মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধা করিয়া লইয়া, তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইহার অর্থ—ওই অক্ষোভ্য পরাশর হইতে বেদবিদ্যার দ্রষ্টা ও সঙ্কলনকর্ত্তারূপ জীবের বেদব্যাসরূপ দ্বিতীয় অবস্থার প্রকাশ। ইনিই বেদব্যাসরূপে পদ্মময় মেরুদণ্ডে বেদজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত। পুলিনে অর্থাৎ বোধশক্তিময় বা দেবতাময় চেতনবিশ্বের ও ভূতবিশ্বের সঙ্গমস্থলে বা জীবশরীরস্থ মূলাধারে বেদব্যাসের জন্ম। এই মেরুদণ্ডস্থ বোধপ্রবাহ ভূতে আসিয়া মিলিত থাকে মূলাধারে। জীবের একান্ত ভূতবিমূঢ় সাধারণ জীবভাবটি ব্যাস,—বেদব্যাস নহে। ইহা মৎস্যগন্ধার স্বাভাবিক ভৌতিক ধর্ম্মযুক্ত মৎস্যগন্ধময় অর্থাৎ দেহাত্মবোধময়। "মম সঃ" এইরূপ মমত্ববোধের নাম "মৎস।" এইরূপ ক্রমধারায় অক্ষরের একটি অংশ স্থূল ভৌতিক জাবভাব প্রাপ্ত হয়। মেরুদণ্ডমধ্যে ক্ষিতি আদি পঞ্চ

তত্ত্ব, তদভিমানিনী দেবী, বাঙ্ময়ী আদ্যা ব্রহ্মশক্তি ও তদঙ্গস্বরূপ অনন্ত দেববর্গ অবস্থিত—স্তরে স্তরে, বিভাগে বিভাগে প্রতিষ্ঠিত। তুমি স্থূল ভূতবিমূঢ় ভাব পরিহার করিয়া যদি নির্ম্মলচিত্ত হইয়া দৃষ্টি ফিরাও, তবে তোমার বস্তিদেশস্থ ব্যস্ত বা বহুধা বিচ্ছিন্ন, বহুধা বিভক্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যাসভাব হইতে বেদব্যাসত্বে সমুত্থিত হইবে—বেদব্যাসের দেখা পাইবে, তৎপ্রসাদে বেদদ্রষ্টা হইবে এবং বেদব্যাসত্ব হইতে অক্ষোভ্য অক্ষরত্বে সমারূঢ় হইবে। হৃদয়রূপ রণপ্রাঙ্গণে রণকোলাহলের মাঝে—যে রবাহত ভূমির সেনাকোলাহলের মধ্যে নীরব অনাহত চক্রে তোমার ক্ষর আত্মার অক্ষরস্বরূপে মিলন দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে—আত্মার মাঝে আত্মায় পার্থ ও পার্থসারথির বিভক্ত মূর্ত্তি, দেখিতে পাইবে—সারথির তোমার বিশ্বরূপ তোমারই শরীরব্রহ্মাণ্ডে—শুনিতে পাইবে অপৌরুষেয় গীতারূপিণী মহাগীতির ঝঙ্কার, যাহা শুনিতে শুনিতে তোমার ক্ষরণশীল আত্মচেতনা অক্ষরের অনুশাসনে আপনাকে সমর্পিত করিয়া তাহার সমস্ত ক্ষরত্ব ভুলিতেছে—"ব্যস্ত"ভাব বা বহুবিভক্ত ভাব ছাড়িয়া "সমস্ত" বা একত্ব ভাবে সম্বুদ্ধ হইতেছে। তাহার ফলে জীব ক্ষরত্ব ছাড়িয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ক্রমশঃ মুক্তির দিকে চলিতেছে। আত্মার এই ক্ষরাক্ষর মিলন লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হোম নামে যজ্ঞক্রিয়ার এক অঙ্গ প্রচলিত আছে; এখনও ব্রাহ্মণদিগকে সে হোম করিতে দেখিতে পাই, "ব্যস্তসমস্তহোমে বিনিয়োগঃ" এইরূপ পড়িতে শুনিতে পাই। কিন্তু উহা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব ঘুচায় না; ব্যস্তসমস্ত হোমের তত্ত্ব বোঝে না। ধৃতরাষ্ট্র, আজ্ঞাচক্রে তুমি অক্ষোভ্য পরাশর, মূলাধার অবধিব্যাপী মেরুদণ্ডে তুমি বেদব্যাস এবং মূলাধারের বাহ্য ভৌতিক ভূমিতে তুমি ব্যাস, এ কথা ভুলিও না। সঞ্জয় হইলেই ইহা দেখিতে পাইবে।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬

কিঞ্চ রাজন্নিতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র, কেশবার্জ্জুনয়োরিমং পুণ্যং পবিত্রতাজনকং অদ্ভুতং বিস্ময়াবহং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য অহং মুহুর্ম্মুহুর্ব্বারংবারং হৃষ্যামি হর্ষিতো রোমাঞ্চিতো বা ভবামি।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে রাজন্, কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্যদায়ক অদ্ভুত সংবাদ বারম্বার স্মৃতিতে উদিত হওয়ায় আমি মুহুর্ম্মুহু রোমাঞ্চিত হইতেছি।

যৌগিক অর্থ।—সঞ্জয় বলিতেছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। জিতচিত্ত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্থূল সংস্কারান্ধতা বিদূরিত হয় না, তখনও থাকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বাঁচিয়া, ইহা তোমরা দেখিতে পাও। তোমার সংযত চিত্তে সমুদ্ভূত প্রজ্ঞাবাণী তুমি তোমার সংস্কারান্ধ অংশটীকে বা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রত্যহই শুনাইতে থাক। যখন কোন উচ্চ আদর্শের কথা তোমার স্মরণে আসে, তখনই তোমার অন্তরস্থ সঞ্জয় তোমাকে সেই আদর্শে উন্নীত

হইতে কত উপদেশ দেয়। কিন্তু তুমি উঠিতে পার না, অন্ধকারেই থাক। যখন তুমি কোন নিন্দনীয় কাজে অগ্রসর হও, তোমার বেদনস্পর্শগ্রাহী শুদ্ধ চিত্ত তোমায় সে কর্ম্মে অগ্রসর হইতে নিষেধ করে, ইহা কত বার দেখিতে পাও। কিন্তু তুমি সেই অন্ধ-তাতেই নামিয়া যাও, ইহা তোমাদের অধ্যাত্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন ঘটনা। সম্যক্ ভাবে চিত্ত যখন যেখানে সঞ্জয়রূপে অবস্থিত অর্থাৎ বেদন বা অনুভূতি গ্রহণ করিতে সক্ষম, সেই নির্ম্মল চিত্ত বেদবিভাগকর্ত্তার প্রসাদে ক্ষরাক্ষরের মাঝে দীক্ষাক্রিয়া সম্পন্ন হইতে দেখে। তখন সে দর্শনের মহিমা সেই নির্ম্মল চিত্তকে স্পন্দিত করিতে থাকে পুনঃ পুনঃ, হর্ষপুলকে পূর্ণ করিতে থাকে বারংবার—ক্ষরাক্ষরের মাঝে সে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন, ক্ষরের অক্ষরে আত্মনিবেদন চিত্তকে পুনঃ পুনঃ আবেগে আকুল করিয়া তুলিতে থাকে। সেই মর্ম্মস্পন্দনময় দর্শন ও স্মৃতির প্রতিধ্বনি সঞ্জয় করিতে থাকে ধৃতরাষ্ট্রের পাশে—শুদ্ধ চিত্ত করিতে থাকে অন্ধপ্রবৃত্তিময় জীবচিত্তের অন্তরে, এই শ্লোকটী অধ্যাত্মে সেই ঘটনারই প্রতিরূপ।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

তচ্চেতি। হে রাজন্, হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তচ্চ অত্যদ্ভুতং রূপং অর্জ্জুনায় প্রদর্শিতং বিশ্বরূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মে মম মহান্ বিস্ময়ো জাতঃ, পুনঃ পুনরহং হৃষ্যামি চ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—হে রাজন্, শ্রীহরির সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে সঞ্জয় স্বীয় গীতাশ্রবণের কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকে বিশ্বরূপ দর্শনের স্মৃতিকথা সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেন। ক্ষর আত্মাকে অক্ষর আত্মায় সংযুক্ত করিয়া দেওয়া অথবা অক্ষরের বুকেই তাহার প্রতিষ্ঠা দেখাইয়া দেওয়াই দাক্ষা, অথবা অক্ষরে আপনাকে সংস্থিত দেখিয়া কৃতার্থ হওয়াই দীক্ষা। এই অক্ষরে ক্ষরের আত্মসমর্পণ হইলে ধ্রুবা স্মৃতি উদ্‌বুদ্ধ হয় ও আত্মার বিশ্বরূপ সপ্রকাশ হইয়া ক্ষরের ক্ষরত্বকে অপসারিত করিতে থাকে। অক্ষর আত্মার সেই বিশ্বরূপ ও আত্মত্বের বাণীময় বেদন সম্বুদ্ধ থাকার নামই সংস্মৃতি বা ধ্রুবা স্মৃতি। সঞ্জয়রূপ শুদ্ধ চিত্তে তাহার পুনঃ পুনঃ হর্ষণ। ইহাই দীক্ষার প্রত্যক্ষানুভূতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকাহিনী স্মরণ ইহার পরবর্ত্তী অন্যতম ফলরূপে প্রকাশ পায়। গীতা অর্জ্জুনের দীক্ষাকাহিনী। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চিরমৃত্যুর সূচনা।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥ ৭৮

স্বনিশ্চয়ং কথয়তি যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বেষাং যোগানামীশ্বরঃ সিদ্ধিপ্রদঃ কৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্দ্ধরো গাণ্ডীবধন্বা পার্থঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়ঃ

শিষ্যঃ সখা চ তিষ্ঠতি, তত্র তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীঃ, বিজয়ঃ শত্রু-পরাভবনিমিত্ত উৎকর্ষবিশেষঃ, ভূতিরুত্তরোত্তরা সম্পদ্‌বিবৃদ্ধিঃ, নীতিঃ ন্যায়প্রবৃত্তিশ্চ ধ্রুবা অবশ্যম্ভাবিনীতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ।

ব্যাবহারিক অর্থ।—যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যে পক্ষে পার্থ ধনুর্ধর, সে পক্ষে যে শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও চিরপ্রতিষ্ঠা বিরাজিত থাকিবে, ইহা আমার মনের স্থির সিদ্ধান্ত।

যৌগিক অর্থ।—জীব! তুমি যদি ধনুর্দ্ধর বা কর্ম্মযজ্ঞময় হও, যদি কর্ম্মে কর্ম্মে, তাহার মূলে মূলে—ভূতে ভূতে, তাহার মূলে মূলে—যে ভাবে আত্মদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছি, তাহার অনুধাবনময় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, যদি ভূতের তলে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার তলে আত্মবোধ, আত্মবোধের তলে কূটস্থ অক্ষরাত্মরূপী পরমেশ্বরকে দেখ, যদি কর্ম্মকে—আশ্রমধর্ম্মকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না কর, জগৎকে বিষদৃষ্টিতে না দেখ, ভ্রান্তিময় বলিয়া না ধারণা কর, যদি ইহাকে মধুময়, আত্মময়, ব্রহ্মময় ভাবে গুরু ঋষির আদেশ ও উপদেশ অনুসারে দেখিতে অভ্যস্ত হও, স্বীয় জীবনকর্ম্মকে ব্রহ্মকর্ম্মে যদি পরিণত করিতে প্রয়াস পাও, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে, ভাব হইতে ভাবান্তরে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে না বেড়াইয়া, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মধ্বজী না হইয়া, সহজ সাধারণ ভাবে স্বকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যদি তাহাকে গীতোক্ত ভাবে উদ্ধার করিয়া লও, তবে তোমারই আত্মা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইয়া বিশ্বরূপ তোমার অন্তরেই দেখাইবেন—গীতার সমগ্র শিক্ষা অন্তরেই দিবেন—অন্তর্য্যামী স্বয়ং গুরু হইয়া তোমার ক্ষরত্বকে আপনার স্থির শান্ত শিবস্বরূপে মিলাইয়া লইবেন।

তোমার শ্রী, বিজয়-সিদ্ধি, সম্পদ্, মোক্ষ তোমাতে আবির্ভূত হইবে—ধ্রুবা নীতি অর্থাৎ চিন্ময় ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ জাত ও তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা দেখিয়া, তদনুসরণরূপ নীতি তোমার জীবনের উপর আধিপত্য করিবে।

যে মা গীতার আকারে অন্তরে প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া, অক্ষর গুরুরূপে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন ও অন্ধ বিশ্বকে আলোকমালায় সাজাইয়া ধরিয়াছেন দৃষ্টিতে, মহাকালের অঙ্গীভূত করিয়া আমায় তিনি তাঁহার চরণে প্রণামময় করিয়া রাখুন।

ওঁ অবতু বক্তারম্ অবতু শ্রোতারম্॥ শান্তিঃ ওঁ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ে উপনিষদ্‌রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত॥
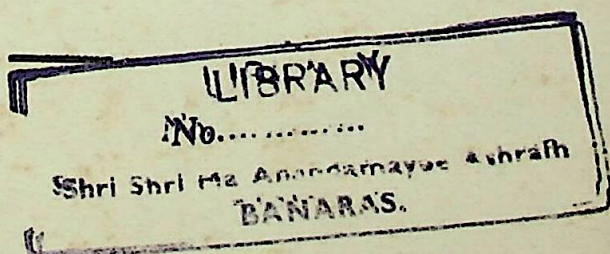
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সম্পাদিত

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ মূল সংস্কৃত হইতে সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা একখানা অমূল্য গ্রন্থ হিসাবে বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। ভারতীয় আধ্যাত্মজ্ঞানের আকর বলিয়া এই গ্রন্থের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার আবশ্যক। গুণগ্রাহী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। ডিমাই ৮ পেজী ৬০২ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ১৷৹ টাকা।